লেখকের অন্যান্য বই

কলকাতার কাছেই, উপকণ্ঠে, পৌষ ফাগুনের পালা, আমি কান পেতে রই, শুভ বিবাহ কথা, রাত্রির তপস্যা, মনে ছিল আশা, জন্মেছি এই দেশে, রাখাল ও রাজকন্যা, তব দক্ষিণপাণি, রজনীগন্ধা, স্ত্রিয়াশ্চরিত্রম, নারী ও নিয়তি, সোহাগপুরা, পৃথিবীর ইতিহাস, পুরুষ ও রমণী, জ্যোতিষী, মালাচন্দন, কেতকীবন, নববধূ, মিলনান্ত, জীবন আরো বড়, বাহির বিশ্ব, স্বপ্ন-সন্ধ্যা, বিধিলিপি (নাটক), আনারকলি (নাটক), শ্রেষ্ঠ গল্প, নীলকণ্ঠী, আকাশের আয়না, আদি আছে অন্ত নেই, সেই রাজা সেই রানী, কিশোর গ্রন্থাবলী, কঠিন মায়া, পাও নাই পরিচয়, তিনে একে চার, বড় ছোট ঝাঝারি, হায়নার দাঁত, তৃতীয় রিপু, জলে দেখি জোনাকি, সাধুসঙ্গ, তারাভৈরবী চুনি হল রাঙা, সুখে থাকার কাল, এক প্রহরের খেলা, তবু মনে রেখো, স্বর্ণমৃগ, ভাড়াটে বাড়ী, সাধু ও সাধক, বজ্রে বাজে বাঁশী, যোগাযোগ, দহন ও দীপ্তি, সমুদ্রের চূড়া, প্রেরণা, কিশোর সাহিত্য সমগ্র, স্মরণীয় দিন, রাত্রির সীমানা, জীবন স্বপ্ন, প্রভাত-সূর্য, রক্ত কমল, দুটি, আবছায়া, তিন সঙ্গিনী, জায়া নয় দয়িতা, হে নিরুপমা, বিজয়িনী, কোলাহল, চাঁদমালা, আকাশ-লিপি, নবজন্ম, চির সীমন্তিনী, পূর্ব পুরুষ, দেহ-দেউল, স্বপ্ন আমার জোনাকি, রাখাল ও রাজকন্যা, রূপ তরঙ্গিমা, সুপ্তিসাগর, কথা কল্পনা কাহিনী (দশ খণ্ডে প্রকাশিত), রানী-কাহিনী, পাঞ্চজন্য, আর এক উপন্যাস, রাই জাগো রাই জাগো, উত্তরসাধিকা, সাধনা ও জন্মান্তর।

পাঞ্চজন্য

প্রথম খণ্ড

উৎসর্গ

রামকৃষ্ণ মঠ মিশনের
পরম পূজনীয় স্বামী শিবস্বরূপানন্দ
ও
এই গ্রন্থের 'কথাসাহিত্য' পত্রিকায় ধারাবাহিক প্রকাশকালে যেসব অগণিত পাঠিকা ও পাঠক আমাকে অভিনন্দন জানিয়ে উৎসাহিত করেছেন—সকৃতজ্ঞ নমস্কারের সঙ্গে তাঁদের সকলকে।

মুখবন্ধ

মহাভারতের তথা শ্রীকৃষ্ণের কাল একালের থেকে অন্যরকম ছিল তা মনে করার কোন কারণ নেই। শ্রীকৃষ্ণ কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের প্রাক্কালে বলেছেন— "যদা যদাহি ধর্মস্য গ্লানির্ভবতি ভারত/অভ্যুত্থানমধর্মস্য তদাত্মানং সৃজাম্যহম্ ॥" সেই তিনি যখন ঐ কালে জন্মেছিলেন এবং কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের তিনিই একরকম প্রধান নায়ক—তখন বুঝতে হবে যে ধর্মের গ্লানি ও অধর্মের অভ্যুত্থান ভালরকমই ঘটেছিল, পৃথিবীর মানুষ অত্যাচারে অবিচারে দুঃখে কষ্টে 'ত্রাহি' 'ত্রাহি' করছিল। নইলে যাকে "ভগবান স্বয়ম্" বলা হয় তিনি অবতীর্ণ হবেন কেন?

বস্তুত ভারতেতিহাসের কাল চিরকালই ঐ কাল। লোভ, অসূয়া, পরশ্রী-কাতরতা, দ্বেষ, হিংসা, কলহ, চণ্ডাল-ক্রোধ, শূন্যগর্ভ অহঙ্কার এবং আত্ম-নাশা বুদ্ধি—এই কি ভারত-ইতিহাসের সামগ্রিক ফলশ্রুতি নয়?

এ অবস্থা থেকে ভারতকে রক্ষা করতে অনেকেই চেষ্টা করেছেন। সে অসাধ্যসাধনের প্রয়াস পেয়েছেন কেউ ধর্মের পথে, কেউ বা শৌর্যের পথে—অর্থাৎ গায়ের জোরে।

বাহুবলে সাম্রাজ্য স্থাপন করে বাইরে-থেকে-চাপিয়ে-দেওয়া কৃত্রিম একতায় আত্মতৃপ্তি লাভ করেছেন।

শ্রীকৃষ্ণও কি ভারতকে তার পঙ্কশয্যা থেকে, নিত্য আত্মাবমাননা থেকে উদ্ধার করতে চেয়েছিলেন, চেয়েছিলেন সম্ভোগমত্ত মদগর্বিত কলহপরায়ণ মাৎস্যন্যায়ধর্মী নির্বোধ বিকৃত ক্ষাত্রশক্তির দূষিত অধীনতা দূর করে শুভ-বুদ্ধিসম্পন্ন সৎ মানুষের হাতে দেশের ভার তুলে দিতে, চেয়েছিলেন জন-সাধারণের মনে আত্মবিশ্বাস জাগ্রত করতে?

সেই জন্যেই কি নিকটাত্মীয়ের কারাগারে তাঁর জন্মগ্রহণ করা, সামান্য গোপালকদের গৃহে লালিত-পালিত হওয়া, একক শক্তিতে কংস বধ করে নিপীড়িত জনসাধারণের মনে আশ্বাস ও আশার সঞ্চার করা?

সেই প্রশ্নেরই উত্তর সংগ্রহের চেষ্টা করেছেন লেখক এই গ্রন্থে।

শ্রীকৃষ্ণ যখন জন্মগ্রহণ করেছেন তখন ভারতের কী চেহারা আমরা দেখি!

মগধাপতি সম্রাট জরাসন্ধ ছিয়াশিটি রাজাকে এনে বন্দী করে রেখেছেন—আর চৌদ্দটি পেলে রাজমেধযজ্ঞ বা হত্যামহোৎসব সম্পন্ন করবেন।

কংসের মৃত্যুতে ক্রুদ্ধ জরাসন্ধ নাকি ঊনবিংশতিবার মথুরা আক্রমণ করেন। তাতে যাদবদের যথেষ্ট ক্ষয়ক্ষতি অবশ্যই হয়েছে, কিন্তু ঐ অঞ্চলের অধিবাসী জনসাধারণকে যে অবর্ণনীয় দুঃখদুর্দশা ভোগ করতে হয়েছে তার বিবরণ মহাভারতে লেখা না থাকলেও আমরা অনুমান করতে পারি।

সম্ভবত সেইজন্যই, তাদের কথা ভেবেই আরও, শ্রীকৃষ্ণ এই বিগ্রহ এড়াবার জন্য বহুদূরে দ্বারাবতী-রৈবতকে গিয়ে বসবাস করেছিলেন—জরাসন্ধের বিনাশের অপেক্ষায় বা তার আয়োজনে।

কালযবন, চেদীরাজ শিশুপাল, ভগদত্ত, পৌণ্ড্রক বাসুদেব, মদ্ররাজ, সিন্ধুরাজ প্রভৃতি সমসাময়িক নৃপতিদের যে রূপ দেখি, সে-সময়কার যেসব যুদ্ধবিগ্রহ দিগ্বিজয়যাত্রা প্রভৃতির বিবরণ পাই—তার কিঞ্চিন্মাত্রও যদি সত্য হয়, তাহলে স্বীকার করতেই হবে যে সে-সময় সাধারণ দেশবাসীর অবস্থা একালের চেয়ে সুখকর ও শান্তিময় ছিল না, যতই কেন না জীবনযাত্রার উপকরণ সুলভ ও সহজপ্রাপ্য হোক।

সুতরাং—"পরিত্রাণায় সাধূনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাম্/ধর্মসংস্থাপনার্থায়" শ্রীকৃষ্ণের যে প্রচেষ্টা—তার কারণ, তার পিছনে পুরুষোত্তমের যে বেদনা ও ক্ষোভ—তা উপলব্ধি করতে অসুবিধা হয় না। সেই বিরাট প্রচেষ্টার বিপুল আয়োজন, এক অমানুষিক মানুষের অবিশ্বাস্য প্রজ্ঞা, বুদ্ধিকৌশল, পরিকল্পনার কল্পনাতীত বিশালতা, লোকোত্তর মনোবল—তার সাফল্য ও তার ব্যর্থতাই বর্তমান গ্রন্থের উপজীব্য।

পরিশেষে নিবেদন, এটি উপন্যাস মাত্র, জীবনী নয়।

এই মহামানব যে রূপে লেখকের দৃষ্টিতে প্রতিভাত হয়েছেন—সেই রূপই দেবার চেষ্টা হয়েছে এই গ্রন্থে। এ শ্রীকৃষ্ণ লেখকের কল্পনার, ধারণার মানুষ—বুঝি তার ইচ্ছাতুর স্বপ্নেরও। এর মধ্যে ঐতিহাসিক পারম্পর্য, পৌরাণিক অতিশয়োক্তি বা মুগ্ধ স্তুতিগান খুঁজতে গেলে হয়ত হতাশ হতে হবে।

"মনুষ্যধর্মশীলস্য লীলা সা জগতঃ পতেঃ।
অস্ত্রাণ্যনেকরূপাণি যদরাতিষু মুঞ্চতি ॥
মনসৈব জগৎসৃষ্টিং সংহারঞ্চ করোতি যঃ।
তস্যারিপক্ষক্ষপণে কোঽয়মুদ্যমবিস্তরঃ ॥
তথাপি যো মনুষ্যাণাং ধর্মস্তমনুবর্ততে।
কুর্বন্ বলবতা সন্ধি হীনৈর্যুদ্ধং করত্যসৌ ॥
সাম চোপপ্রদানঞ্চ তথা ভেদং প্রদর্শয়ন্।
করোতি দণ্ডপাতঞ্চ কচ্চিদেব পলায়নম্ ॥
মনুষ্যদেহিনাং চেষ্টামিত্যেবমনুবর্ততঃ।
লীলা জগৎপতেস্তস্য ছন্দতঃ সংপ্রবর্ততে ॥

বিষ্ণুপুরাণ, (৫ম অংশ ২২ অধ্যায়)

জগৎপতি হইয়াও যে তিনি শত্রুদের প্রতি অনেক অস্ত্রনিক্ষেপ করিলেন, ইহা তিনি মনুষ্যধর্মশীল বলিয়া তাঁহার লীলা। নহিলে যিনি মনের দ্বারাই জগতের সৃষ্টি ও সংহার করেন, অরিক্ষয় জন্য তাঁহার বিস্তর উদ্যম কেন? তিনি মনুষ্যগণের ধর্মের অনুবর্তী, এজন্য তিনি বলবানের সঙ্গে সন্ধি ও হীনবলের সঙ্গে যুদ্ধ করেন। কাম. দান, ভেদ প্রদর্শনপূর্বক দণ্ডপাত করেন, কখনও পলায়নও করেন। মনুষ্যদেহীদিগের ক্রিয়ার অনুবর্তী সেই জগৎপতির এইরূপ লীলা তাঁহার ইচ্ছানুসারেই ঘটিয়াছিল।

[অনুবাদ—বঙ্কিমচন্দ্র]

"মহাভারতের সবচেয়ে রহস্যময় পুরুষ কৃষ্ণ। বহু হস্তক্ষেপের ফলে তাঁর চরিত্রেই বেশী অসংগতি ঘটেছে। মূল মহাভারতের রচয়িতা কৃষ্ণকে ঈশ্বর বললেও সম্ভবত তাঁর আচরণে অতিপ্রাকৃত ব্যাপার বেশী দেখান নি। সাধারণত তাঁর আচরণ গীতাধর্মব্যাখ্যাতারই যোগ্য, তিনি বীতরাগভয়ক্রোধ স্থিতপ্রজ্ঞ লোকহিতে ব্রত। কিন্তু মাঝে মাঝে তাঁর যে বিকার দেখা যায় তা ধর্মসংস্থাপক পুরুষোত্তমের পক্ষে নিতান্ত অশোভন, যেমন ঘটোৎকচ বধের পর তাঁর উদ্দাম নৃত্য এবং দ্রোণবধের উদ্দেশ্যে যুধিষ্ঠিরকে মিথ্যাভাষণের উপদেশ।...সর্বত্র ঈশ্বররূপে স্বীকৃত না হলেও কৃষ্ণ বহু সমাজে অশেষ শ্রদ্ধা ও প্রীতির আধার ছিলেন এবং রূপ শৌর্য বিদ্যা ও প্রজ্ঞার জন্য পুরুষশ্রেষ্ঠ বলে গণ্য হতেন।"

রাজশেখর বসু

[মহাভারতের ভূমিকা]

গ্রন্থারম্ভ

॥ ১ ॥

সাধারণত রাত্রি প্রভাত হওয়ার পরও বহুক্ষণ, প্রায় চার-পাঁচ দণ্ডকাল কোন কিছু লক্ষ্য করার মতো অবস্থা থাকে না বলদেবের। থাকার কথাও নয়। রাত্রে যে পরিমাণ সুরা তিনি উদরস্থ করেন, তাতে অপর কোন সামান্য ব্যক্তি হলে কয়েকদিনই হয়ত অচৈতন্য হয়ে থাকত। অমিতবীর্য হলধরের তেমন কোন বৈলক্ষণ্যই দেখা যায় না, শুধু একটু আত্মস্থ হয়ে থাকেন মাত্র ; অনেক সময়—জেগে আছেন অথবা বসে বসেই আবার নিদ্রিত হয়ে পড়েছেন—বোঝা যায় না।

কিছুকাল এইভাবে থাকার পর তিনি হুঙ্কার দিয়ে উঠে পুনরায় সুরা প্রার্থনা করেন। এ নিত্য-নৈমিত্তিক। এটুকু প্রয়োজনও। রেবতীও তা জানেন, সে ব্যবস্থা হাতের কাছে গুছিয়েই রাখেন। তবে বলদেব না চাইলে দেন না। কারণ এমন এক-আধবার হয়েছে, হাতের কাছে এগিয়ে ধরতে—'প্রাপ্তিমাত্রেণ' তা পান করেছেন, সে সম্বন্ধে কিছুমাত্র অবহিত না হয়েই—এবং যথাসময়ে অর্থাৎ কিছু পরেই আবার প্রাত্যহিক অভ্যাসমতো হুঙ্কার দিয়ে উঠেছেন।

তবে সে ঐ একবারই। এটুকুর প্রয়োজন হয় তাঁর প্রকৃতিস্থ হওয়ার জন্য, সুরাপায়ী মাত্রেই তা জানেন। তার একটু পরে সহজ দৃষ্টি মেলে চারিদিক চান। কোন কিছু অনাচার বা অনিয়ম দেখলে ক্রুদ্ধ হয়ে ওঠেন, সহজ জীবনযাত্রার লক্ষণে প্রসন্ন হন। অতঃপর প্রাতঃকৃত্য, তৈলমর্দন, স্নানাদি চলে সাধারণ ভাবেই—অভ্যাসের পথ ধরে।

কিন্তু আজ তার কিছু ব্যতিক্রম ঘটল। বোধ করি অগণিত রথচক্রের ঘর্ঘরধ্বনি, কয়েক শত অশ্বের হ্রেষা, ভারবাহী অশ্বতরদের অসহিষ্ণু ক্ষুর-নিক্ষেপ ইত্যাদির অনভ্যস্ত ও কর্কশধ্বনিতেই তাঁর প্রভাতী আধতন্দ্রার ব্যাঘাত ঘটে থাকবে। তিনি বিনা প্রাথমিক সুরাপানেই দুই আয়ত রক্তচক্ষু বিস্ফারিত করে প্রাসাদ-প্রাঙ্গণের দিকে তাকালেন। তারপর কতকটা অসহায় ভাবেই চিরসঙ্গিনী রেবতীর সন্ধানে পিছন দিকে মুখ ফেরালেন।

রেবতী কাছেই ছিলেন। চোখও পড়ল ; তবু চিনতে কিছু বিলম্ব হল। প্রাভাতিক সুরাটুকু দেহাভ্যন্তরস্থ না হলে কিছুই ভাল করে দেখতে পান না তিনি। নিতান্ত অনুমানেই, রেবতী যথাস্থানে থাকবেন ধরে নিয়েই প্রশ্ন করলেন, 'ব্যাপার কি প্রিয়ে, এত কোলাহল কিসের ? কোথাও কি কোন যুদ্ধের সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে ? কোন মূঢ় মরণেচ্ছু শত্রু কি এ রাজ্য আক্রমণ করেছে ? এ তো মনে হচ্ছে রণসজ্জারই আভাস।'

রেবতী হাসলেন। বললেন, 'গ্রাম্য মেয়েরা বলে শুনেছি—"যার বিয়ে তার মনে নেই, পাড়াপড়শীর ঘুম নেই" তা আপনারও দেখছি সেই ভাব। আপনারা কোথায় যাবেন—রাজ্যজয়ে কি রমণীজয়ে—সে খবর কি আমরা রাখব নাকি ?'

'আমরা যাব? আমরা কোথায় যাব? সে কি! কে বললে এ কথা? কই, আমি শুনি নি তো।'

'সে আবার কি! সেই আয়োজনই তো হচ্ছে শুনেছি। যুদ্ধযাত্রা হলে অবশ্যই এই মাত্র দুই তিন শত লোক যেত না।...এ যা দেখছি, আপনাদের দেহরক্ষী, সূপকার, গাত্রসংবাহক, তৈলমর্দক, শয্যাকর ও সজ্জাকরদেরই সমারোহ। খাদ্যও তো সেই মতো সংগে যাচ্ছে দেখছি। মথুরার কঠিন পিঠ্ঠিভরী ও শর্করাবহুল লাড্ডু প্রস্তুত হয়েছে, ঘৃত, ক্ষীরপিণ্ডক*, যবচূর্ণ গোধূমচূর্ণ—যা যাচ্ছে, এই দুই তিন শত লোকের মতোই।...আপনি তো আমাকে কোন সংবাদই জানান না, মনেও থাকে না আপনার—এসব সংবাদ আমাকে অপরের কাছ থেকেই সংগ্রহ করতে হয় চিরকাল—' ; রেবতীর কণ্ঠস্বর ঈষৎ অভিমানে গাঢ় হয়ে আসে বলতে বলতে, আগে হলে রোদন-রুদ্ধই হয়ে উঠত, এখন এসব ঔদাসীন্যে অভ্যস্ত হয়ে গেছেন তাই অতটা আর হয় না, তবু অভিমান একটু হয় বৈকি!—'তাই ভগ্নী রুক্মিণীর কাছে সংবাদ নিতে গিয়ে শুনলাম, আপনারা নাকি পাঞ্চাল দেশে যাত্রা করছেন, আজ দ্বিতীয় প্রহরের প্রথম ভাগেই। নাকি কোন স্বয়ম্বর সভার নিমন্ত্রণ এসেছে, তাই—'

'স্বয়ম্বর সভা! সে কি! আমরা স্বয়ম্বর সভায় যাব আর কি করতে! এ কি তোমারই মস্তিষ্কবিকৃতি ঘটল—না আমার?...না, কই, আমার পানপাত্র দাও দেখি, তন্দ্রার জড়তাটা কাটুক ভাল ক'রে, নইলে তো কিছুই বুঝতে পারছি না।'

'তন্দ্রার জড়তা' কাটার পর ভাল ক'রে তাকিয়েও যে বিশেষ কিছু বুঝলেন, তা নয়। তবে আয়োজনটা যে যুদ্ধযাত্রার নয়, সেটুকু বোঝা গেল একবার মাত্র দৃষ্টিপাত ক'রেই। সেনাপতি সেনানায়কদের কাউকেই দেখা যাচ্ছে না, অস্ত্রসম্ভারের বৃহদাকার যানগুলি অনুপস্থিত—চারিদিকে শুধুই ব্যক্তিগত সেবকদের ভিড়। আর কিছু সৈন্য যা ঘোরাফেরা করছে তাও নিতান্তই দেহরক্ষী শ্রেণীর। যতদূর মনে হয় পাঁচ শতর বেশি হবে না। হয়ত আরও কিছু দৃষ্টি-সীমার বাইরে আছে—এদিকে ওদিকে—তবে সে-ই বা কত আর হবে? আর পাঁচ শত বড় জোর।

বিমূঢ় ভাবে কিছুক্ষণ সেদিকে তাকিয়ে থেকে বললেন, 'বাসুদেব? বাসুদেব কোথায়? তাকে ডাক দেখি, রহস্যটা পরিষ্কার হোক!'

রেবতীর ইঙ্গিতে জনৈক দাসী বাইরে গিয়ে কাকে কি বলে এল—সম্ভবত সেখানে কোন দৌবারিক অপেক্ষা করছিল, তাকেই পাঠাল বলদেবের বার্তা দিয়ে।

তবে তাকে যে বেশীদূর যেতে হয় নি তা বোঝা গেল : বাসুদেবও নিশ্চয় এই পথেই আসছিলেন—কারণ, অর্ধদণ্ডেরও অল্পকালমধ্যে বাসুদেব শ্রীকৃষ্ণ এসে দেখা দিলেন।

'আর্যের জয় হোক। দাদা আমাকে স্মরণ করেছেন? আপনার শরীর ভাল আছে তো? রাত্রে বেশ সুনিদ্রা হয়েছিল?'

খুব নিরীহ ভালোমানুষের মতো প্রশ্ন করেন বাসুদেব।

---

* পেঁড়া

কিন্তু বলদেবের এ ধরনের ভদ্রতা-শিষ্টাচারের ধৈর্য নেই। তিনি ওসব গতানুগতিক প্রশ্নের উত্তর না দিয়ে নিজেই সোজাসুজি প্রশ্ন করলেন, 'এসব কি শুনছি, তুমি নাকি কোথায় স্বয়ম্বর সভায় যোগ দিতে যাচ্ছ?'

খুব শান্ত ভাবে, ভ্রমসংশোধনের ভঙ্গীতে বাসুদেব বলেন, 'আমি না, আমরা যাচ্ছি বলুন।'

'আমরা—? কই, তা আমাকে বল নি তো! আমি তো কিছুই জানি না!'

জ্যেষ্ঠের প্রাপ্য মর্যাদা স্মরণ ক'রে একটু ভ্রূকুটিও করেন বলদেব।

'বলার তো সময় যায় নি। এখনও প্রস্তুত হবার মতো যথেষ্ট সময় আছে।...দ্বিপ্রহরের পূর্বে যাত্রা করা যাবে না।...আপনার নিদ্রার ভাবটা কাটলেই সংবাদটা আপনার গোচরে আনব বলে অপেক্ষা করছিলাম, বস্তুত সেই উদ্দেশ্যে আসছিলামই এদিকে—'

তার পর ঈষৎ একটু হেসে বললেন, 'কাল জানিয়ে তো লাভও হ'ত না। সে-কথা আজ প্রভাত পর্যন্ত আপনার স্মরণ থাকত না।'

বলদেব একটা ঢোঁক গিলে বললেন, 'হুঁ। তা সে স্বয়ম্বর সভাটা কোথায়? কন্যাটি কার?'

'স্বয়ম্বর পাঞ্চাল দেশে, পাত্রী পাঞ্চালরাজ দ্রুপদের কন্যা—কৃষ্ণা।'

'দ্রুপদের কন্যা?—ও, সেই হোমাগ্নিসম্ভবা মেয়েটি?'

'হ্যাঁ আর্য, সে-ই। এ স্বয়ম্বর সভা সব দিক দিয়েই তাৎপর্যপূর্ণ, বিশিষ্ট। মেয়েও সাধারণ নয়, স্বয়ম্বরের শর্তও সামান্য নয়। আপনার স্মরণ আছে কিনা জানি না—দ্রুপদ কৌরব তথা দ্রোণের কাছে লাঞ্ছিত হয়ে সন্তান-কামনায় যে যজ্ঞ করেন—তার পূর্ণাহুতি দেওয়ার সময় তাঁর মহিষী প্রস্তুত ছিলেন না বলে পুত্র ও কন্যা দুজনে শরীর পরিগ্রহ ক'রেই যজ্ঞাগ্নি থেকে বেরিয়ে আসে। সেই সময়ই দৈববাণী হয়, এই পুত্র দ্রোণাচার্যকে বধ করবে এবং এই কন্যা কুরুবংশের মহাভয়ের কারণ হবে।...মেয়েটি সব দিক দিয়েই অসাধারণ, শ্যামবর্ণা অথচ এমন অসামান্য সুন্দরী মেয়ে নাকি ভূভারতে কোথাও নেই।...'

অসহিষ্ণু বলদেব বলে উঠলেন, 'হ্যাঁ, হ্যাঁ, স্মরণ আছে। আমার এমন কি বিস্মরণের পরিচয় পেলে এর মধ্যে?' বোধ হয় স্মরণশক্তি বিষয়ক ইঙ্গিতটার মধ্যে তাঁর প্রবল সুরাসক্তি সম্বন্ধে একটা প্রচ্ছন্ন তিরস্কার ছিল বলেই বিরক্ত হয়ে উঠেছেন একটু, বললেন, 'তা সে স্বয়ম্বরের শর্তটা কি?'

বাসুদেব হাসলেন, মধুর কৌতুকের হাসি, বললেন, 'দ্রুপদ স্বয়ম্বর সভামণ্ডপের সর্বোচ্চ বিন্দুতে একটি লক্ষ্যবস্তু রেখেছেন, তার নিচে ঘোরবেগে একটি চক্র ঘুরবে; নিচের জলের মধ্যে ছায়া দেখে ঐ লক্ষ্যভেদ করতে হবে। অর্থাৎ এমন হিসাব ক'রে শরনিক্ষেপ করতে হবে যাতে সেই ঘূর্ণ্যমান চক্রের সামান্য দণ্ড-ব্যবধান ভেদ ক'রে তা লক্ষ্যবস্তুতে পৌঁছায়। আপাতদৃষ্টিতে যা মনে হয়, এক পলকের শতাংশরও কম সময়ে এই কাজ করতে হবে। দ্রুপদ ইচ্ছা ক'রেই এই পণ রেখেছেন—বোধ হয় কোন সাধারণ নৃপতি না তাঁর ঐ অসাধারণ কন্যারত্ন লাভ করতে পারে এই তাঁর অভিপ্রায়। যে ধনুতে শরসন্ধান করতে হবে—শুনেছি তাও বিশেষ ভাবে নির্মিত—সে ধনু ধ'রে তাতে জ্যা আরোপণ করাই দুঃসাধ্য।'

'হুঁ!' অনেকক্ষণ ভ্রূকুঞ্চিত ক'রে বসে থেকে যেন বলদেব কথাগুলোর মর্মার্থ অনুধাবনের চেষ্টা করেন। তার পর বলেন 'তা তুমি সেখানে যাচ্ছ কেন? তুমি কি রাজন্যসমাজে নিজের অস্ত্রশিক্ষার পরীক্ষা দিতে চাও, না আর একটি বধূ-গ্রহণের ইচ্ছা? তোমার কি বিবাহের সাধ মেটে নি এখনও?'

বিদ্রূপ-শল্যটা বেশ পরিষ্কার হয়ে উঠল বলদেবের কণ্ঠে।

কিন্তু বাসুদেব সে আঘাত গায়ে মাখলেন বলে বোধ হল না। বরং প্রশান্ত-গম্ভীর কণ্ঠে বললেন, 'না আর্য। একই স্থানে কত লোক কত কী কাজে যায়! দেবমন্দিরে কি শুধুই দর্শনার্থী আসে? কেউ আসে দর্শন করতে, কেউ করাতে। কেউ পূজারী, কেউ বা ফুল কি পূজার সামগ্রী বিক্রি করতে আসে। দেবতা কি পুণ্য সম্বন্ধে তাদের বিন্দুমাত্র আগ্রহ নেই। এই স্বয়ম্বরের বার্তা পেয়ে ঐ যে দেশ-দেশান্তর থেকে বিবিধ পণ্যসামগ্রী নিয়ে কত লোক আসছে—সুদূর চীন থেকে, তারও ওদিকে অসুর ম্লেচ্ছদের দেশ থেকে সার্থবাহের দল—তারাও যেমন কিঞ্চিৎ লাভের আশায় যাচ্ছে, হয়ত ঐ অযোনিসম্ভবা হোমাগ্নিউদ্ভূতা আশ্চর্য কন্যাটিকে দেখারও কোন আগ্রহ বা কৌতূহল নেই তাদের; আমিও তেমনি—সম্পূর্ণ অন্য উদ্দেশ্যে যাচ্ছি। আমি যাচ্ছি বধূ নয়—বন্ধু খুঁজতে। যিনি এই দুঃসাধ্য-শর্ত পালন করতে পারবেন—সেই নবীন বীরের আশাতেই যে আমি পথ চেয়ে আছি দীর্ঘকাল।'

কথা শেষ ক'রে একটি অতি ক্ষুদ্র দীর্ঘশ্বাস মোচন করলেন বাসুদেব।

কিন্তু এত কথা যে সম্যক অনুধাবন করতে পারলেন হলধর—বলে মনে হল না। তিনি একটু তাচ্ছিল্যের ভঙ্গীতেই উত্তর দিলেন, 'কে আবার—দুর্যোধনই জিতবে। আর তো কাউকেই দেখছি না।'

অন্ধ ধৃতরাষ্ট্রের অভিমানান্ধ পুত্র দুর্যোধন চিরকালই বলদেবের অনুগত—অন্তত সেই ভাবই বজায় দিয়ে চলে সে। দিনকতক গদাযুদ্ধ শিক্ষাও করেছিল ওঁর কাছে। সেই সময় থেকেই—কে জানে কেন, সম্ভবত শ্রীকৃষ্ণের মনোভাব সম্বন্ধে একটা অস্বস্তি বা সন্দেহ থাকাতেই—বেশী ক'রে উদার ও উদাসীন হলধরকে ধরে আছে। তাঁকেই সর্বদা চাটুবাক্যে তুষ্ট রাখার চেষ্টা করে।

শ্রীকৃষ্ণ তা জানেন। দুর্যোধন সম্বন্ধে অগ্রজের ধারণা পরিবর্তন করবারও চেষ্টা করেছেন অনেকবার—কিন্তু কোন ফল হয় নি। এই ধরনের মানুষ পৃথিবীতে অনেক আছে, চিরকালই থাকবে—যারা অকস্মাৎ ক্রুদ্ধ হয়ে দাবাগ্নির মতো জ্বলে ওঠে, আবার পরক্ষণেই শান্ত জলবৎ হয়ে যায়; সংসারানভিজ্ঞ; মানুষের মনের কুটিল গতিবিধির কোন অভিজ্ঞতাই নেই; কেউ আশ্রিত বা অনুগত হলে কোন কারণেই তার সম্বন্ধে খারাপ ধারণা আনতে পারে না। পক্ষপাত একটা নিজের অজ্ঞাতসারেই থেকে যায়।

শ্রীকৃষ্ণ যেমন এ দুর্বলতার সংবাদ রাখেন—তেমনি অগ্রজকে জানেন বলেই তাতে বিচলিত হন না। অনুজ সম্বন্ধে বলদেবের অগাধ বিশ্বাস, অসীম আস্থা ওঁর ওপর। ভালও বাসেন, বোধ করি একটু সমীহও করেন। ওঁর বুদ্ধির তল পান না যে, তা প্রকাশ্যেই স্বীকার করেন। শ্রীকৃষ্ণের মতের বা ইচ্ছার বিরুদ্ধে যে তিনি কিছু করবেন না কোন দিন—এ বিষয়ে ওঁর সন্দেহমাত্র নেই।

আজও কণ্ঠে যথেষ্ট জোর দিয়ে বলার পর একটু উৎসুক ভাবেই

ভাইয়ের মুখের দিকে তাকান। সেখানে সমর্থন খোঁজেন।

কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ ঘাড় নাড়েন, 'না, তার কর্ম নয়। সে বলদর্পী, ঈর্ষী, অহঙ্কারী, সেই জন্যই হঠকারীও, তাছাড়া ধনুর্বেদে সে খুব পারদর্শী নয় কোনকালেই। এ পণ যে জিতবে তার দৈহিক বল, অভ্যাস ও শস্ত্র-কৌশলের সঙ্গে স্থির বুদ্ধি, অসীম ধৈর্য, একাগ্র লক্ষ্য ও অস্ত্রক্ষেপণ এবং তার গতি সম্বন্ধে নির্ভুল জ্ঞান একান্ত আবশ্যক। এই গুণগুলি যার আছে তাকেই আমার প্রয়োজন, তারই সন্ধানে ঘুরে বেড়াচ্ছি দীর্ঘকাল ধরে।'

'তার মানে তোমার ব্যক্তিগত ক্ষতি ও অপমানের শোধ তোলবার মতো একটা লোক খুঁজছ? নিজের যোগ্যতার অভাব স্বীকার ক'রেও?'

বলদেব আবারও একটু ব্যঙ্গতীরাগ্র বেঁধাবার চেষ্টা করেন।

কিন্তু প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই তীক্ষ্ণতর তীরের মতো শ্রীকৃষ্ণের উত্তর এসে যেন বিদ্ধ করে তাঁকে, 'দোষ কি? মানুষ মাত্রেরই তো এ স্বধর্ম। যেমন আত্মরক্ষার প্রবৃত্তিও তার সহজাত—তেমনি আঘাতকারীকে প্রত্যাঘাত করার ইচ্ছাও। যার নিজের সে শক্তি নেই, সে কৌশল অবলম্বন করবে বৈকি। "ব্যাঘ্রসনে নখেদন্তে নহেকো সমান, তাই বলে ধনুঃশরে বধি তার প্রাণ, কোন্ নর লজ্জা পায়?"...তবে শুধু তাও নয়, আমার অন্য লক্ষ্য অন্য উদ্দেশ্যও আছে কিছু। বৃহত্তর এক লক্ষ্য।'

'কী লক্ষ্য?' সকৌতূহলে বলদেব প্রশ্ন করেন।

'যথাসময়ে তা আপনিই উপলব্ধি করবেন, সে গুপ্তমন্ত্রণা প্রকাশ করার সময় এখনও আসে নি। আর ইচ্ছা করলে আপনি এখনও জানতে পারেন, আপনার অসামান্য মনীষা, প্রজ্ঞা-দৃষ্টি ইচ্ছা ক'রে সুপ্ত রেখেছেন বৈ তো নয়, আপনি সচেতন হলে ত্রিকালের কোন কিছুই অজ্ঞাত থাকতে পারবে না।'

তারপরই যেন অকস্মাৎ বর্তমান কর্তব্য ও কার্য সম্বন্ধে সচেতন হয়ে ওঠেন তিনিও। অগ্রজকে অতিক্রম ক'রে রেবতীকে সম্বোধন করেন, 'আর্যা, অন্তত দ্বিপ্রহর অতিক্রান্ত হবার পূর্বেই যাতে যাত্রা করতে পারি সে বিষয়ে আপনি এবার একটু সচেষ্ট হোন। আপনার আনুকূল্য ছাড়া তা হবার সম্ভাবনা নেই।'

'অর্থাৎ—?' মুখ টিপে হেসে রেবতী প্রশ্ন করেন।

'অর্থাৎ দাদার প্রাত্যহিক কর্মগুলো—তৈলমর্দন, অঙ্গসংবাহন, স্নান, পূজা প্রভৃতি একটু ত্বরান্বিত না করলে—আহারাদি সেরে ঐ সময়ে যাত্রা করা যাবে না।'

এই বলে আর বাদানুবাদ বা বলদেবের কোন বক্তব্যের অবসর না রেখেই উভয়কে অবনত মস্তকে করজোড়ে প্রণিপাত জানিয়ে বাসুদেব তখনকার মতো বিদায় নেন।

॥ ২ ॥

'কী গো প্রিয়তমে, আমি স্বয়ম্বর সভায় যাচ্ছি জেনেও যে মুখভার করছ না, কিংবা রোষশয্যা গ্রহণ করছ না, বরং সতীসাধ্বী স্ত্রীর মতো সব গুছিয়ে দিচ্ছ—ব্যাপারটা কী ? আমি বড় শঙ্কিত বোধ করছি যে, মনে হচ্ছে আমার কপাল এবার পুড়ল, আমার প্রেমে তোমার অরুচি ধরে গেছে !'

সত্যই বাসুদেবের প্রিয়তমা মহিষী সত্যভামা (একেই যা ভয় করেন তিনি, সমীহ করেন রুক্মিণীকে) তখন একটি বেত্রপেটিকায় স্বামীর নিত্য-প্রয়োজনীয় বিশেষ দ্রব্যগুলি সাজিয়ে রাখছিলেন। রাত্রে শয়নের পূর্বে হরিতকীচূর্ণ বটিকা গ্রহণের অভ্যাস আছে, সেগুলি স্ফটিকাধারে রাখতে হবে ; মুখশুদ্ধির জন্য লবণাক্ত শুষ্ক আমলকীখণ্ড প্রচুর দেওয়া আবশ্যক ; যেখানে সেখানে জল গ্রহণ করেন না, অথচ রথচক্র-উৎক্ষিপ্ত ধূলিতে পিপাসা পাওয়া স্বাভাবিক, সাময়িক পিপাসা শান্তির জন্য তাই কতকগুলি অম্ল-রসাস্বাদিত শর্করাখণ্ড তৈরী করানো থাকে—সেগুলি লাক্ষারঞ্জিত ক্ষুদ্রতর মৃৎপাত্রে গুছিয়ে দেওয়া প্রয়োজন। তাছাড়া আছে বকুলের দন্তধাবনদণ্ড, স্বর্ণনির্মিতরসনামার্জনী আরও কত কী। এ কাজ দাসদাসীদের দ্বারা হয় না, প্রধানা দুই মহিষীই ক'রে আসছেন চিরদিন। আগে রুক্মিণীই করতেন, ইদানীং—উগ্র প্রাথমিক প্রণয়াবেগ শান্ত হওয়ায়—সত্যভামা ধীরে ধীরে নবীনা প্রেয়সী থেকে সেবাপরায়ণা গৃহিণীতে পরিণত হচ্ছেন দেখে -এবং স্বামী অধিকাংশ অবসরকালই সত্রাজিৎ-নন্দিনীর পুরে অবস্থান করেন দেখে —ভারটি ছেড়ে দিয়েছেন। দিনকতক জাম্ববতী নিজেই আগ্রহ ক'রে এগিয়ে এসেছিল কিন্তু সে ছেলেমানুষ, পিতার আদরিনী কন্যা—সব হিসাব ক'রে, প্রয়োজন বুঝে গুছিয়ে দিতে পারে না দেখে বাসুদেবই নিষেধ করেছেন।

সত্যভামা পেটিকা থেকে মুখ তুলে এদিকে চেয়ে অভয়কৌতুক হাস্যে উত্তর দিলেন, 'আর্যপুত্র, সমুদ্রে যার শয্যা তার শিশিরে কি ভয় ? যে দিবারাত্র অগ্নিআবর্তে দগ্ধ হচ্ছে, সামান্য একটি স্ফুলিঙ্গ নিয়ে দুশ্চিন্তা তার পক্ষে হাস্যকর নয় কি ?...শুনেছি পূর্বে অসংখ্য গোপকন্যা আপনার প্রসাদলাভে ধন্য হয়েছে, এখনও অগণিতপ্রায় সপত্নী নিয়ে ঘর করছি, জাম্ব-বতীর পরেও তো কতকগুলি এসে এই প্রাসাদে প্রবেশ করল দেখলাম—তার ওপর আর একটি যোগ হলে আর বেশী কি ক্ষতি ?'

শ্রীকৃষ্ণ হাসলেন, তবে ঠিক অপ্রতিভের হাসি নয় সেটা, কৌতুকেরও না। কেমন এক ধরনের রহস্যময় গভীরতা সে হাসিতে। সেই সঙ্গে তাঁর দৃষ্টিও হয়ে এল স্বপ্নাচ্ছন্ন। ধীরে ধীরে যেন স্বগতোক্তির মতো বললেন, 'তুমি তো জান সখী, আর কেউ না জানুক—তোমার আর রুক্মিণীর ভাল করেই জানা আছে—এদের অনেকের সঙ্গে আমার ভাল করে পরিচয়ই হয় নি। প্রাসাদে চলাফেরার সময় সাক্ষাৎ হলেও অনেককে আমি চিনতে পারি না।...দীর্ঘ-কালের, আজন্ম-আকাঙ্ক্ষা নাকি তাদের—কেউ বলে জন্মজন্মান্তরের—

আমাকে স্বামীরূপে পাওয়া—তাদের সেই ঐকান্তিক কামনাই পূর্ণ করেছি মাত্র! কেন তারা চায় আমাকে, কেন চেয়েছে—? না শক্তিতে না বিত্তে আমি এমন কিছু অসাধারণ নই, মহারাজ-চক্রবর্তী বা ত্রিভুবনবিজয়ী বীর—কিছুই না। তবুও তারা কেন আমাকে কামনা করেছে—তা তারাই জানে!'

'জানি, জানি ঠাকুর, তোমাকে আর ঐ পুরাতন পুঁথি খুলে বসতে হবে না। কিন্তু রহস্য থাক্,—আসল কথাটা খুলে বল দিকি, তুমি কাকে খুঁজতে যাচ্ছ! সেইটে জানার জন্যেই ছট্‌ফট করছি। তোমাকে আমি চিনি, কে এ পণ জিতবে, কে জিততে পারে তা তুমি বিলক্ষণ জান, সেই বিশেষ ব্যক্তিটিকেই দেখতে যাচ্ছ!'

'আমার মানসজগতের কোন সুড়ংগ পথটাই তোমার অজ্ঞাত নেই—সেই তো হয়েছে মহাবিপদ! কিছুই গোপন করা যায় না!' কৃত্রিম হতাশার নিঃশ্বাস ফেলেন বাসুদেব, তারপর বলেন, 'কে নয়, কাদের। পাণ্ডবদের সঙ্গে দেখা হবে বলেই যাচ্ছি।'

'সে কি!' সত্যভামা উত্তেজিত হয়ে উঠে দাঁড়ান, 'তারা তো বারণাবতে দগ্ধ হয়েছে! তাদের কোথায় পাবে আবার?'

'ঐ ভাবে, মূঢ় দুর্যোধনের চক্রান্তে অকালে অপঘাত মৃত্যুতে প্রাণ দেবার জন্য পাণ্ডবরা সৃষ্ট হয় নি। বিশেষ উদ্দেশ্যেই তাদের জন্ম।...বারণাবতে জতুগৃহদাহের সংবাদ পাবার পর কি আমি নিশ্চিন্ত স্থির হয়ে ছিলাম তুমি মনে কর? আমি সেখানে গিয়েছিলাম, ভস্মরাশি সরিয়ে অস্থিগুলি দেখে এসেছি। ভাল করেই দেখেছি। ভীমের অস্থি হতে পারে এমন একটাও চোখে পড়ে নি। না, তারা বেঁচে আছে। আর তা যখন আছে তখন এ স্বয়ম্বর সভায় নিশ্চিত আসবে—এইটেই আশা করছি।'

'কত রকমই জান তুমি! কত খবর রাখ, কত ভেবে কাজ কর। আশ্চর্য, এতকাল তোমার সেবা করছি, আজও তোমার চিন্তাভাবনার অন্ত পেলুম না! তুমি বলছিলে তোমার মানসরহস্য সব জানা হয়ে গেছে—এর চেয়ে বিদ্রূপ আর কিছুই হতে পারে না।...তোমার কোন রহস্যটাই জানতে পারি নি। হয়ত জ্যেষ্ঠা রুক্মিণী কিছু জানেন—তাও সন্দেহ হয়। সমুদ্রেরও তল আছে, হয়ত বা আকাশেরও সীমা থাকা সম্ভব—তোমার তলও নেই, সীমাও নেই!'

তারপর খুব কাছে এসে বলেন, 'আচ্ছা, সবাই বলে তুমি ভগবান। কেউ বলে তুমি তাঁর অষ্টাংশ*, কেউ বলে তুমিই পূর্ণ, পরমেশ্বর।...ঠিক ক'রে বল না তুমি কী! অনেকবারই প্রশ্ন করেছি, এড়িয়ে এড়িয়ে গেছ। আমার কাছে বল—আমি কাউকে বলব না।'

শ্রীকৃষ্ণের দৃষ্টি আবারও তেমনি রহস্যস্বপ্নাচ্ছন্ন হয়ে এল। এই রকম হয়ে যায় ওঁর দৃষ্টি মধ্যে মধ্যেই। এই সময়গুলোতে কেমন যেন ভয় করে সত্যভামার, মনে হয় এ যেন তাঁর পরিচিত প্রিয়তম স্বামী নয়, এ যেন আর কেউ, বিরাট কেউ—রহস্যময় কোন সত্তা। এই সব সময়ে ওঁর কণ্ঠস্বরও মৃদু গম্ভীর হয়ে ওঠে, তাতে কৌতুকের মাধুর্য বা বুদ্ধির তীক্ষ্ণতা থাকে না, অতিমানবিক কোন শক্তির স্পর্শে যেন তা এক লোকোত্তর পরিবেশ সৃষ্টি

---

* মহাভারত—শান্তিপর্ব দ্রষ্টব্য

করে, সেই অতি মৃদু কণ্ঠস্বরেও বাতাস যেন কাঁপতে থাকে, মনের মধ্যে গুরু গুরু শব্দ ধ্বনিত হয়।

আজও তেমনি ধীর মৃদু কণ্ঠে বলেন, 'এড়িয়ে যাই নি, ঠিকই বলেছি। তুমি বুঝতে চেষ্টা করো নি সত্যভামা। ঈশ্বর সর্বজীবেই আছেন, সর্বত্রই আছেন। তাঁকে ছাড়া কি কেউ বা কিছু আছে? শুধু সেটা উপলব্ধি করতে পারে না লোকে। সেই বোধ যে যত জাগাতে পারে নিজের মধ্যে, সে-ই তত শক্তিমান। যে সম্পূর্ণ বিশ্বাস করে, সে বিশ্বাস, উপলব্ধি—সেই শক্তিকে পরিপূর্ণভাবে কাজে লাগাতে পারে—সে-ই তাঁর অবতার, সে-ই ভগবান।'

'তা তুমি তো এসব জান,' আজও যে সত্যভামা স্বামীর কথার তল পেলেন তা নয়, তাই ভাসা-ভাসা ভাবে কথাটার সূত্র ধরে বললেন, 'তোমার তো শক্তির জ্ঞানের শেষ নেই। তোমার যা উদ্দেশ্য তা তো তুমিই সফল করতে পার, তবে তুমি পাণ্ডবদের খুঁজে বেড়াচ্ছ কেন?'

'দ্যাখো, তা নয়।' বাসুদেব সস্নেহে সত্যভামার কটি বেষ্টন করলেন, 'বহু দিনে মানুষের এই ধারণা মজ্জাগত হয়ে গেছে যে রাজারা, ধনী ব্যক্তিরা যা ইচ্ছা তাই করতে পারে; এ বিধিনির্দিষ্ট বিধান, এর কোন প্রতিবিধান সম্ভব নয়। আমি দরিদ্র গো-পালকদের ঘরে মানুষ হয়েছি, নিরীহ সাধারণ মানুষদের সঙ্গে—বলদর্পী, স্বেচ্ছাচারী, অসংযমী কংসের ভয়ে জনসাধারণ—ওর প্রজারা সর্বদা কী শঙ্কাকণ্টকিত হয়ে থাকত—জীবন্মৃত হয়ে দিন কাটাত —তা আমি নিজে দেখেছি, অনুভব করেছি। এর যে কোন প্রতিকার হওয়া প্রয়োজন, ওদের দ্বারা এই যে অকারণ নিষ্ঠুরতা, অত্যাচার অবিচারের প্রতিবাদ করা সম্ভব—তা ওরা কখনও ভাবতেও পারে নি। এই ভাবে, নির্বাধায় মার খাওয়াই তাদের ভাগ্যলিপি, এই ভেবেই মার খেত তারা।.. আমি যে কংসবধ করেছি, সেটাকেও তারা অলৌকিক দৈবলীলা ভেবেছে, আমাতে ঈশ্বরত্ব আরোপ ক'রে নিশ্চিন্ত হয়েছে। তাদের যে কিছু করণীয় থাকতে পারে, তাদের দ্বারাও এমন কাজ হতে পারে—তা কখনও ভাবে নি, এখনও ভাবে না। না-দেখা ভগবানের ওপর সব দায় চাপিয়ে দিয়ে চুপ ক'রে বসে আছে।'

এই বলে একটু থেমে আবারও বললেন বাসুদেব, 'আমি সেইটেই দেখাতে চাই সকলকে। পাণ্ডবরা আজ যদি বেঁচে থাকে, বেঁচে আছে তা জানি—তারা এখন পথের ভিখারী—সহায়সম্বলহীন, গৃহহীন, ভিক্ষান্নজীবী। যদি তাদের দিয়েই এই মদগর্বিত, ঐশ্বর্যলোভী, ক্ষমতালোলুপ, চরিত্রহীন, পরশ্রীকাতর পাশব ক্ষাত্রশক্তিকে—যা অনাচারে অত্যাচারে দেশকে জর্জরিত ক'রে তুলেছে, অগণিত দেশবাসীর রক্ত শোষণ ক'রে স্ফীতোদর হয়েছে, দেশের মাথার ওপর বসে আছে—তা ধ্বংস করাতে পারি—তাহলে এই লক্ষ লক্ষ মূঢ় মূক জনসাধারণ বুকে বল পাবে। প্রেরণা পাবে এগিয়ে যাওয়ার, মাথা তোলার।'

'তারা তখন পাণ্ডবদের ওপরও ঈশ্বরত্ব আরোপ করবে, দৈবশক্তি দেখতে পাবে তাদের সাফল্যে।'

'এতগুলো ঈশ্বর? না, তা ভাববে না! সবাই অন্ততঃ ভাববে না।'

'ঈশ্বরত্ব না হোক, দেবত্ব?'

'সে দেবত্বের প্রকাশ পাঁচটা মানুষে সম্ভব হলে পঞ্চাশটাতেই বা হবে না

কেন—এ-কথাও কি ভাববে না কেউ?...পঞ্চপাণ্ডবকে আমি বেছে নিয়েছি এ-দেশের সাধারণ মানুষের প্রতীক হিসেবেই। ওদের আমি যতদূর জানি, —বেশী দেখি নি কিন্তু খবর রাখি ঠিকই—বোধ হয় আমার হিসেবে ভুল হয় নি। যুধিষ্ঠির ধর্মভীরু, স্থিরবুদ্ধি, বিনয়ী, ভদ্র কিন্তু বড়ই ভালমানুষ, উচ্চাশা সাহস কিছু নেই; দুর্বলচিত্ত, ভীরু সব দিকেই। নিজে কোন কাজে এগিয়ে যেতে পারে না, মন স্থির করতে পারে না—পরমুখাপেক্ষী, পরবুদ্ধি-নির্ভর। ভীমের অসুরের মতো দৈহিক বল—মাথায় কিছু নেই। অর্জুনের শৌর্য আছে, শিক্ষাও আছে—সেজন্য বেশ একটু গর্বিতও—কিন্তু উচ্চাশা উদ্যম কম। নকুল সহদেব যে-কোন তরুণ বয়সী ছেলেদের মতোই—লেখা-পড়া জানে কিছু—তা কাজে লাগাতে শেখে নি। কোন কিছু নিয়ে নিজেরা চিন্তা করে না, শুধু বড়দের হুকুম তামিল করে, দায়িত্ব নিয়ে কাজ করার সামর্থ্য নেই; রূপচর্চায় যত মনোযোগ, বুদ্ধিচর্চায় তত নয়।* নিজেদের ভবিষ্যৎ নিজেরা গড়ে নেবে—এ তারা ভাবতেও পারে না বোধ হয়। তবু, এরা পাঁচজনে মিলে অনেক কিছু করতে পারে—বিশেষতঃ যদি এদের পিছনে স্থিরবুদ্ধি এবং দূরদৃষ্টিসম্পন্ন কোন লোক থাকে।'

'অর্থাৎ তুমি—এই তো? ও দুটো তোমার মতো আর কার আছে বল!'

মুগ্ধদৃষ্টিতে স্বামীর দিকে চেয়ে হাসেন সত্যভামা। শ্রদ্ধায় কৌতুকে মেশানো হাসি। মুগ্ধতার সঙ্গে একটা সম্ভ্রম—ভয়ের ভাবও যেন জাগে সে হাসিতে।

'কী জানি।' কাঁধের একটা বিচিত্র ভঙ্গী ক'রে হাসেন বাসুদেবও, ঈষৎ বিষণ্ণ হাসি। তার পর বল্লেন, 'সত্যিই জানি না, সত্যভামা। এক-একসময় হতাশা আসে মনে, সেই সঙ্গে বীতস্পৃহাও। একা কি পারব এই গন্ধমাদন—এতগুলো নিষ্ক্রিয় জড় মূক ভাগ্যতাড়িত লোকের বোঝা বইতে! এরা কি সত্যই কোনদিন মাথা তুলে দাঁড়াতে পারবে?...আমার বুদ্ধির ওপর তোমার অগাধ বিশ্বাস, কিন্তু আমার এতটা আস্থা নেই নিজের বুদ্ধির ওপর। এক-একসময় সত্যিই মনে হয়—আমি যা ভাবছি, যে পথে যাচ্ছি—তাই কি ঠিক? না, একটা বিরাট ভুলই করছি। ক্ষাত্রশক্তিকে বিনষ্ট করতে গিয়ে দেশটাকে ক্লীবের দেশ ক'রে দিতে চলেছি! বুদ্ধি না বুদ্ধির অহঙ্কার—কে জানে, বুঝতে পারি না ঠিক।'

তারপর সত্যভামাকে টেনে বক্ষবন্ধ ক'রে বলেন, 'এক-একসময় বড় ক্লান্তি বোধ করি। যা দেখছি, যে জীবনধারা আমার চারিদিকে বইছে—মাৎসর্য, লোভ, ব্যভিচার—অকারণ হিংসা, অকারণ অত্যাচার, দর্পের সঙ্গে তেজের সঙ্গে প্রকাশ্যে পাপাচরণ—আমার আত্মীয় বান্ধব কুটুম্ব বলে যারা পরিচিত তারা সকলেই ঐ শ্রেণীভুক্ত—এসব দেখে আর কোন আশা রাখতে পারি না। অরুচি ধরে যায় এই দেহটার ওপর, এই জন্মগ্রহণের ওপর। মনে হয় পিতামহ ব্রহ্মার এই মনুষ্য-সৃষ্টিই ভুল হয়েছে, তিনি কোন এক অসতর্ক মুহূর্তে জীবসৃষ্টির পরিকল্পনা করেছেন। যখন এ কথাগুলো ভাবি আর এ জীবন রাখার ইচ্ছা থাকে না।'

সত্যভামা শিউরে উঠে ওঁর মুখে হাত চাপা দেন।

---

* রূপবান নকুল—মহাভারতে এ-কথার বার বার উল্লেখ আছে।

'ছিঃ ছিঃ ! ও কথা বলো না। তোমার অন্ততঃ এ হতাশা শোভা পায় না। তুমি মানো আর না মানো, সমগ্র মানবসমাজ—সমস্ত সৃষ্টি তোমার মুখ চেয়ে আছে। তুমি মোহগ্রস্ত হলে সাধারণ উৎপীড়িত বিপন্ন মানুষ কার মুখ চেয়ে বুক বাঁধবে ? তাদের আর বাঁচারই উপায় থাকবে না যে। ক্লান্তি অবসাদ মোহ এগুলো দেহের ধর্ম—কিন্তু তুমি কি এসবের ঊর্ধ্বে নও ?... নাও, ওঠ, প্রস্তুত হয়ে নাও। দ্বিপ্রহরের আর দেরি নেই। দেবী রুক্মিণী তোমার আহার্য সাজিয়ে বসে আছেন নিশ্চয় এতক্ষণে !'

'তা বটে। যেতে হবে, না ? চল।...আমি সর্বদাই প্রস্তুত হয়ে থাকি, যে-কোন মুহূর্তে যত দূর দেশে হোক যাত্রা করতে পারি—চিন্তা আর্য বলদেবকে নিয়েই।'

বাসুদেব আবার কর্মব্যস্ত হয়ে ওঠেন। সাধারণ পরিচিত সত্তায় ফিরে আসেন।
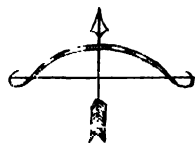
॥ ৩ ॥

স্বয়ম্বর অনুষ্ঠান এমন কোন অভূতপূর্ব ঘটনা নয়, তবু যে পাঞ্চাল-নগরী জনসমুদ্রে পরিণত হয়েছে তার কারণ—এ স্বয়ম্বরের পণ ও পাত্রী দুই-ই অসাধারণ। এমন যোগাযোগ ঘটে ক্বচিৎ।

যাঁর স্বয়ম্বর—ইতিমধ্যেই তাঁর খ্যাতি কিম্বদন্তীতে পরিণত হয়ে দেশ থেকে দেশান্তরে বিস্তার লাভ করেছে। অনন্যশ্রুত তাঁর জন্মবৃত্তান্ত, অলোকসামান্য তাঁর রূপ ও গুণ। শস্ত্রশাস্ত্রপারঙ্গম দ্রোণাচার্য পাঞ্চালরাজ দ্রুপদের বাল্যবন্ধু। চরম দারিদ্র্যে নিপতিত দ্রোণ একদা সেই বন্ধুত্বের দাবীতে দ্রুপদের শরণাপন্ন হন। কিন্তু সেখানে সমাদরের পরিবর্তে পান চরম অনাদর—রূঢ় ব্যবহার। ক্রোধাভিভূত আচার্য হস্তিনাপুরে এসে শ্যালক কৃপাচার্যের গৃহে প্রায় অজ্ঞাতবাস করতে থাকেন। কুরু-পিতামহ স্বয়ং-মহাবীর ভীষ্ম সে সংবাদ পেয়ে তাঁকে আমন্ত্রণ করে এনে ধৃতরাষ্ট্র ও পাণ্ডুর নাবালক পুত্রদের শস্ত্র শিক্ষার ভার অর্পণ করলেন।

সে শিক্ষা সমাপ্ত হ'লে কুমাররা, বিশেষ অর্জুন ও ভীম যখন অজেয় বীরে পরিণত হলেন তখন দ্রোণ গুরুদক্ষিণা দাবী করলেন—দ্রুপদের নিপাতন ও লাঞ্ছনা ; এবং তা লাভও করলেন। সে অপমান ভুলতে না পেরে প্রতিহিংসা কামনায় দ্রুপদ এক কঠোর যজ্ঞানুষ্ঠান করলেন। জনশ্রুতি সেই যজ্ঞের পূর্ণাহুতি সমাপ্তি হ'তে যজ্ঞাগ্নি থেকেই এক কুমার ও কুমারীর আবির্ভাব হয়—ধৃষ্টদ্যুম্ন ও কৃষ্ণা। গণকরা বলেন, এই কন্যা থেকেই কৌরবদের মহাসর্বনাশ ঘটবে, এই পুত্র হবে দ্রোণের নিহন্তা।

হোমাগ্নি-নিষ্ক্রান্তা অযোনিসম্ভবা এ কন্যা পাবকশিখার মতোই দীপ্তিমতী, তেজস্বিনী। জন্মের সঙ্গে সঙ্গেই তিনি প্রাপ্তবয়স্কা, সর্বগুণে

সকলের অগ্রগণ্যা। তাঁর শিক্ষাদীক্ষা আচরণ, কথাবার্তা—বিনয়সম্পন্ন, ত্রুটিহীন। কী চারুকলায়, কী সঙ্গীতশাস্ত্রে, কী রাজনীতিবোধে বা কী সাংসারিক কর্মব্যবস্থায়—অতুলনীয়া এই কন্যার অধিকার ও নিপুণতা যেন সহজাত। আর রূপ? সেও তো রূপকথার রাজকন্যার মতোই—সুরনারী-দুর্লভ, কল্পনাসীমাতীত। তিনি শ্যামবর্ণা হয়েও অপরূপা, তাঁর দেহবর্ণের স্নিগ্ধশ্রী দর্শককে আনন্দদান করে ; অতিশয় সুদর্শনা ; সজল মেঘপুঞ্জের মতো তাঁর নিবিড় কুঞ্চিত কৃষ্ণকেশ ; তিনি সুস্তনী, পীনপয়োধরা ; নীলোৎপল-পলাশের মতো আয়ত তাঁর দুই চক্ষু ; রহস্য- ও মোহ-ময় তাঁর দৃষ্টি। তাঁর করতল পদতল ও ওষ্ঠ রক্তবর্ণ, তিনি হংসগদ্‌গদভাষিণী ; কাশ্মীরী তুরঙ্গমীর মতোই গতি তাঁর—সুগঠিত-দেহা, সুদর্শনা।

কন্যা বিচিত্র, বিচিত্রতর তাঁকে লাভ করার শর্তও। সীতাস্বয়ম্বরের পর এমন পণ আর কোথাও রাখা হয় নি। মানুষের আগ্রহের এও এক কারণ। কে এমন পণ জিতবে, আদৌ কেউ জিততে পারবে কিনা—এ কৌতূহল নৃপতি থেকে স্থপতি, সেনা থেকে সেনানায়ক, গুরু থেকে ছাত্র, পুরোহিত থেকে ক্রীতদাস সকলকারই। ফলে—দ্রুপদ তো দেশে দেশে বার্তা পাঠিয়েছেনই, আমন্ত্রণপত্র নিয়ে দূত গেছে প্রায় সমস্ত রাজসভাতেই—লোকমুখে সংবাদ ছড়িয়েছে অনেক বেশী, অনেক দ্রুত। নিমন্ত্রণ পৌঁছবার পূর্বেই প্রস্তুত হয়েছেন রাজন্যবর্গ, এমন কি যাঁরা কোন আশা পোষণ করেন না—যথা ভূস্বামীর দল, অবস্থাপন্ন গৃহস্থ—যাঁদের সংগতি আছে—তাঁরাও রবাহূত হিসাবে রওনা দিয়েছেন পাঞ্চালাভিমুখে। শুধু মজা দেখতে, কৌতূহল চরিতার্থ করতেই বেরিয়ে পড়েছেন তাঁরা। নিকটবর্তী দেশ থেকে সাধারণ গৃহস্থও বেরিয়েছেন কেউ কেউ, এমন কি স্নাতক বা শিক্ষার্থীও বাদ যায় নি।

আর এঁরা এসেছেন বলেই—আরও বহু জনসমাগম হয়েছে। বাণিজ্য ক'রে যৎকিঞ্চিৎ উপার্জন করতে এসেছে ব্যাপারীর দল ; চারিদিকে রাজন্য-বর্গের স্কন্ধাবারগুলি কেন্দ্র ক'রে বাজার বসে গেছে, বিরাট এক ব্যস্ত নগরীর রূপ ধারণ করেছে। সুদূর চীনদেশ থেকে, তিব্বত থেকে, গান্ধার-পারের অসুর ম্লেচ্ছ যবনদের দেশ থেকেও সার্থবাহর দল এসেছে বিবিধ বিচিত্র পণ্য নিয়ে। তাদের পণ্য বহন করতে, পশুপাল সংরক্ষণ করতে বেশ কিছু শ্রমিকও এসে পৌঁচেছে। খাদ্যবস্তুর অসংখ্য বিপণি খোলা হয়েছে, ইন্ধনের ব্যবসায়ে শত শত কাঠুরিয়া পৌঁছে গেছে পূর্বেই। এমন কি কুম্ভকার ও ভোজনপাত্র সরবরাহকারকদেরও ব্যবসা জোর চলছে। এতগুলি লোকের মনোরঞ্জন করতে বিভিন্ন স্তরের নটনটী নর্তক-নর্তকী বাজীকরের দলও পিছিয়ে নেই। সেই সঙ্গে কত যে ভিক্ষুক এসেছে, এসেছে সাময়িক ভিক্ষার্থীর দল—তার লেখাজোখা নেই।

রাজা দ্রুপদের দিক থেকেও আদর-আপ্যায়ন-সমাদরের ত্রুটি নেই। অভ্যর্থনা করার ভার নিয়েছেন স্বয়ং যুবরাজ ধৃষ্টদ্যুম্ন। তিনি প্রতিদিন প্রতিনিয়ত নৃপতিদের প্রাসাদশিবিরে ঘুরে বেড়াচ্ছেন অতিথিদের স্বাচ্ছন্দ্য-বিধান ও তাঁদের অসুবিধা দূর করতে। পানীয় জলের সরবরাহ না ব্যাহত হয় ; আবর্জনা ইত্যাদিতে অতিথি-অভ্যাগত এবং রবাহূত দর্শকদেরও না স্বাস্থ্যহানি ঘটে—সেদিকে দৃষ্টি রাখার জন্য পাঞ্চালরাজ কয়েকজন মন্ত্রী

নিয়োগ করেছেন। নৃপতিদের সঙ্গে সেবক-পাচক-দাস-দাসী, শিবিকাবাহক, অশ্বরক্ষক, অঙ্গসংবাহক, দেহরক্ষী প্রভৃতি যে অসংখ্য অনুচর এসেছে, তাদের খাদ্যাদি তারা সঙ্গেই এনেছে, পাঞ্চালরাজসভা থেকেও প্রচুর সিধা পাঠানো হচ্ছে। ফলে মহোৎসব পড়ে গেছে স্কন্ধাবারে।

সে সিধায় ধান্য গোধূম তৈল ঘৃত মাংস প্রভৃতি ভোজনের প্রধান উপকরণ তো থাকছেই—দুগ্ধ দধি মিষ্টান্নেও তার একটি বৃহদংশ রচিত হচ্ছে। সেই সঙ্গে সুরা প্রভৃতি রুচিকর আকাঙ্ক্ষিত পেয়ও।

কিন্তু সুদ্ধমাত্র পানভোজনের ব্যবস্থা ক'রেই পাঞ্চালরাজসভা নিশ্চিন্ত ছিলেন না। অতিথিদের মনোরঞ্জন ও নৈষ্কর্ম্যজনিত ক্লান্তি অপনোদনেরও যথেষ্ট ব্যবস্থা করেছিলেন। নগরের পূর্বোত্তর দিকে বিশাল স্বয়ম্বর সভা নির্মিত হয়েছিল, তাকে কেন্দ্র ক'রে চতুর্দিকে অতিথিদের জন্য সুরম্য বাস-ভবন, স্কন্ধাবার, বিপণিশ্রেণী প্রভৃতি ; তারও পরে প্রাচীর, প্রাচীরের পরে পরিখা। সে প্রাচীর কয়েকটি দ্বার ও তোরণে সুশোভিত। সব মিলিয়ে সুবৃহৎ নগরীর রূপ ধারণ করেছে কিছুপূর্বের রুক্ষ পার্বত্য প্রান্তর।

সভাস্থল এই নগরীর কেন্দ্রবিন্দু বলে সেখানেই নৃত্যগীত, নাট্যাভিনয়, মল্লযুদ্ধ, ভোজবাজি প্রদর্শন প্রভৃতি আমোদ-প্রমোদের আয়োজন হয়েছিল। নানা দেশ থেকে নট, মঙ্গল-পাঠক বৈতালিক, পুরাণবক্তা, মহাবল মল্ল ও সুশিক্ষিত নর্তক এসেছিলেন। সভাস্থান চন্দনজল ছিটিয়ে ধূলিশূন্য ও সুবাসিত করা হয়েছে। সেই সঙ্গে ধূপ ও অগুরুধূম তো আছেই। রাজন্য-বর্গের বসার আসনগুলিও যথাসাধ্য আরামপ্রদ করা হয়েছে। এমন কি রবাহূত দর্শকদের জন্যও আছে শুষ্কশষ্পের উপর মেষলোমের আস্তরণের ব্যবস্থা, যাতে মৃত্তিকার কাঠিন্য না বোধ করে তারা। অভ্যাগতদের আসন স্তরে স্তরে উঠে গিয়ে সভামণ্ডপের আচ্ছাদন-বস্ত্র স্পর্শ করেছে প্রায়, স্বয়ম্বর বা নৃত্যগীত-অভিনয় কোনটাই দেখার অসুবিধা নেই কোন প্রান্ত থেকেই। এই বিশাল সভার বিস্তীর্ণ মধ্যক্ষেত্রে চন্দনদারুদ্বারা মঞ্চ নির্মিত হয়েছে—অভিনয় ও নৃত্যগীতের জন্য। মল্ল-যুদ্ধের আয়োজন ভূমিতে। বস্তুতঃ সারাদিনই সেখানে কিছু না-কিছু আমোদ-আহ্লাদের আয়োজন থাকছে—যার যখন ইচ্ছা এসে বসে কিছুকালের জন্য আনন্দ উপভোগ ক'রে যেতে পারে। এবং সে আয়োজন এক-আধদিনের জন্যও নয়। পূর্ণ এক পক্ষকাল ধরে চলল এই অভূতপূর্ব আনন্দ-বিতরণ মহোৎসব।

এ বিপুল গভীর জনারণ্যে কাউকে খুঁজে বার করা প্রায় অসম্ভব। বাসুদেব সে চেষ্টাও করলেন না। বিশিষ্ট যে সব অতিথি এসেছেন, বিভিন্ন দেশের নৃপতির দল—বিশ্বস্ত চর পাঠিয়ে তাঁদের একটা তালিকা সংগ্রহ করলেন শুধু। এর চেয়ে বেশী যোগাযোগ করার সাহস নেই, তাঁর শত্রু চারিদিকেই। কতক তাঁকে আমলই দেন না, সমান বলে স্বীকার করেন না, 'কংসের ক্রীতদাস' বলে বিদ্রূপও করেন ; কতক—যেমন মগধাধিপতি জরাসন্ধ, চেদীরাজ শিশুপাল ও প্রাগ্‌জ্যোতিষপুরের রাজা ভগদত্ত প্রভৃতি তাঁর সম্বন্ধে বিদ্বিষ্ট। এঁরাই প্রধান, শক্তিশালী। একা জরাসন্ধর ত্রিশ অক্ষৌহিণী সৈন্য। সুতরাং সমধর্মী সমব্যথী দু-চারজনের সঙ্গে দেখাসাক্ষাৎ করলেন মাত্র।

আর যা করলেন, স্বয়ম্বর সভায় সভার কার্যারম্ভের অনেক পূর্বে গিয়ে

পেঁছিবার ব্যবস্থা। স্বয়ম্বরের কাল নির্দিষ্ট হয়েছিল দ্বিতীয় প্রহরের মধ্যভাগ, কিন্তু প্রত্যুষকালেরও পূর্বে বলদেবের ঘুম ভাঙিয়ে, তার পরও অবিরাম তাগিদ দিয়ে তাঁর প্রাতঃকৃত্য স্নান পূজা প্রভৃতি সমাপন করিয়ে দধি ও দুগ্ধপিণ্ডকে সামান্য জলযোগ ক'রে প্রথম প্রহরের অন্ততঃ চার দণ্ড অবশিষ্ট থাকতেই সভাস্থলে গিয়ে উপস্থিত হলেন।

সাধারণ জনতা অবশ্য তার বহু পূর্বেই পেঁছে গেছে—বোধ করি রাত্রি প্রভাত হবার আগেই এসে বসে আছে কেউ কেউ—সামনের দিকে দৃষ্টি-সীমার মধ্যে আসন পাবার আশায়। বাসুদেব বা তাঁর অগ্রজ ও জ্ঞাতিদের সে চিন্তা ছিল না ; পূর্বাহ্নেই নৃপতিদের মর্যাদা অনুসারে স্থান চিহ্নিত করা হয়েছিল ; যাদব ও বৃষ্ণিকরাও সে তালিকার অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। শ্রীকৃষ্ণের এত পূর্বে আসার কারণ অন্য। এতবড় চক্রাকার সভায় কে কোথায় বসেছেন, কে কে এসেছেন, কার কতটা সাফল্যের সম্ভাবনা—মাত্র একবার চোখ বুলিয়ে দেখে নেওয়া সম্ভব নয়। এক প্রান্ত থেকে বিপরীত অপর প্রান্তের মানুষগুলোকে চিনতে পারাই তো দুরূহ ব্যাপার, পরিচয়ের বিশেষ লক্ষণগুলি লক্ষ্যই হয় না। আর, সেভাবে একে একে দেখা—সময়সাপেক্ষও বটে।

সভা না দেখেও আয়তনটা অনুমান করতে পেরেছিলেন বাসুদেব। সেই কারণেই এত আগে আসা তাঁর—যথেষ্ট সময় থাকতে। নৃপতিদের জন্য দুটি প্রবেশপথ নির্দিষ্ট ছিল—পূর্ব ও উত্তর দ্বার। শ্রীকৃষ্ণ সেই তোরণদ্বার দুটির দিকে দৃষ্টি রেখেই কে বা কারা আসছেন লক্ষ্য করতে লাগলেন।

এসেছেন ভারতের সর্বপ্রান্তের নৃপতিরাই। ক্ষুদ্র বৃহৎ কোন দেশ বা রাজ্যই বাদ যায় নি। মদ্র, মৎস্য, প্রাগ্‌জ্যোতিষপুর, অন্ধ্র থেকে সুদূর কেরল পর্যন্ত। তবে সকলেই কিছু গণ্য নন। যাঁরা সম্ভাব্য বিজেতা, তাঁদের সম্বন্ধেই কৌতূহল। হিসাবনিকাশ, ভবিষ্যদ্বাণী, এমন কি বাজি ধরাও—তাঁদের নিয়েই।

বলরামের অত আগ্রহ ছিল না, থাকার কারণও নেই। সূর্যোদয়ের বহু পূর্বে শয্যাত্যাগ করার ফলে বিগত রাত্রির সুরাপানের জড়তা কাটে নি তখনও। তিনি নিরাসক্ত উদাসীনবৎ চেয়ে বসে ছিলেন আর ঘন ঘন জৃম্ভন ত্যাগ করছিলেন। কেবল, অকস্মাৎ, অঙ্গাধিপতি কর্ণ সপারিষদ সভাগৃহে প্রবেশ করতেই সোজা হয়ে বসলেন তিনি, অনুজকে বললেন, 'ওহো, এই তো কর্ণও এসেছেন দেখছি। কর্ণকে হিসেবে ধরা হয় নি তো। এ-ই আসল লোক। কর্ণই লক্ষ্যভেদ করবেন—দেখে নিও।'

বাসুদেব তখনই কোন উত্তর দিতে পারলেন না। কারণ ঠিক সেই সময়েই আর একটি ঘটনা ঘটেছে—অন্তঃপুরের দিকের বস্ত্রাবরণ সরিয়ে কন্যাকে সভায় আনা হয়েছে।

এই দ্রৌপদী !!

বাসুদেব বিস্মিত হন কদাচিৎ। যে কারণে সাধারণ মানুষ বিস্ময় বোধ করে—সে কারণ তাঁর জীবনে বিশেষ ঘটে না। বহু জিনিসই তিনি বহু পূর্বেই অনুমান ক'রে নিতে পারেন, বহু সম্ভাবনা তাঁর আশ্চর্য সহজ বুদ্ধিতে কল্পনা ক'রে নেন। বহু দূর-ভবিষ্যতে দৃষ্টি পেঁছিয় তাঁর—মানুষের মনের গহন অন্তঃপুরে তাঁর জ্ঞান ও অভিজ্ঞতার অনায়াস গতি-

বিধি। কিন্তু আজ তিনিও বিস্মিত হলেন। ঠিক এ রকম কখনও ভাবেন নি, এমন যে দেখবেন তা ধারণা করেন নি। কল্পনা এত দূর পৌঁছয় নি।

অযোনিসম্ভবা, হোমাগ্নি-উদ্ভূতা এই কন্যা একেবারে কিশোরী রূপেই এই মর্ত্যে এসেছে—সেটা জানেন বৈকি। শ্যামাঙ্গী হলেও অসামান্য অতুলনীয়া সুন্দরী—এও শুনেছেন। কিন্তু সব জানা ও শোনার বাইরের বস্তু এ। আজকের এ অভিজ্ঞতা সকল পূর্ব-অভিজ্ঞতার অতীত। সাধারণতঃ কোন তথ্য প্রচারিত হওয়ার সময় অনেক বেশী অলঙ্কার-যুক্ত হয়, অনেক বর্ণ-যুক্ত হয়--কিন্তু এখানে তা হয় নি, কারণ জনশ্রুতির শব্দবাহুল্যে বাস্তব সত্যকে ধরতে পারে নি। কল্পনাকে কিছুটা জ্ঞান বা অভিজ্ঞতার উপর নির্ভর করতে হয়—সাধারণ মানুষের কল্পনাশক্তি এতদূর পৌঁছতে পারবে না, আর পারবে না বলেই তা বাস্তবের কাছাকাছিও পৌঁছতে পারে নি।...

ক্ষণকালের জন্য স্তম্ভিত মূক হয়ে গেলেন বাসুদেব।

বোধ করি তাঁর জীবনে এই প্রথম।

তাঁর মুখে ভাষা ছিল না সে-সময়, চোখে ছিল না পলক।

'এই দ্রৌপদী! সেই পরমাশ্চর্য যজ্ঞলব্ধ কন্যা!'

আবারও মনে মনে উচ্চারণ করলেন একবার।

রূপ?

হ্যাঁ, রূপসীও বটে। অসাধারণ, অসামান্য, অপার্থিব রূপসী—সুর-কন্যা-দুর্লভ রূপ—তাতে কোন দ্বিমত নেই। এমন রূপ তিনিও বেশী দেখেন নি। তবে সেজন্য তাঁর এ বিস্ময় নয়। শুধু রূপই একমাত্র গণনীয় হলে এতখানি বিচলিত হতেন না তিনি।

তিনি বিস্মিত বিচলিত হয়েছেন অন্য কারণে।

তিনি দেখেছেন ঐ কন্যার ব্যক্তিত্ব। এত কাল এত মেয়ে দেখেছেন, বহু-নারী-বল্লভ বলে একটা অখ্যাতিই আছে তাঁর,—এমন ব্যক্তিত্ব, মনীষা ও বুদ্ধির এমন দীপ্তি আর কখনও তাঁর চোখে পড়ে নি।

শুধু আয়ত নীল পদ্মপলাশের মতো চোখ দুটিতেই নয়,—সুকুমার চারু ললাটের ভঙ্গীতেও স্থির তীক্ষ্ণ বুদ্ধি—সেই সঙ্গে কর্তৃত্ব করার, মানুষকে পরিচালন করার সহজাত শক্তি প্রকাশ পাচ্ছে। এ নারী শুধুমাত্র মানবী নয়, দেবীও নয়—এ আরও অনেক কিছু, অন্য কিছু। কোন পরিচিত বিশেষণে একে বিশেষিত করা যায় না, কোন বিশেষ বর্ণনায় একে ব্যঞ্জিত করা যায় না।

আশ্চর্য! এ-ই দ্রৌপদী!

আরও একবার বললেন বাসুদেব শ্রীকৃষ্ণ মনে মনে।

সঙ্গে সঙ্গে মনের কোন্ প্রত্যন্ত প্রদেশে এক লহমার জন্য একটা হতাশা-ঈর্ষা মিশ্রিত ঈপ্সা জাগে যেন—এই মেয়ে যদি তিনি পেতেন! তাঁর উপযুক্ত জীবনসঙ্গিনী হতে প্যারত—সিংহের সিংহিনী। এ তাঁর কেবলমাত্র বিলাস-সহচরী নর্মসঙ্গিনী হ'ত না। একে পাশে পেলে এমন একক, এতটা অসহায় বোধ হ'ত না। উদ্দেশ্যসিদ্ধির জন্য অন্য লোক খুঁজতেও হ'ত না।...

কিন্তু ঐ এক লহমাই। পলককাল মধ্যেই চিন্তাটা মনে উদয় হয়ে মনেই লয় পেল। মনকে কঠোর ভাবে শাসন করলেন বাসুদেব। যা হবার নয়, যা হবে না তা নিয়ে অকারণ মনের মধ্যে একটা অভাববোধ সৃষ্টি ক'রে

লাভ নেই। এ মেয়ে স্রষ্টার বরে সংহাররূপিণী হয়েই জন্মগ্রহণ করেছে। যেখানেই যাক, যার ঘরেই যাক—তাঁর উদ্দেশ্য সিদ্ধ হবে। আর, যদি তাঁর অনুমান গণনা ভুল না হয়, পাণ্ডবরা জীবিত এবং এই সভায় উপস্থিত থাকে তো তাদের ঘরেই যাবে। তাতেই কাজ বেশী হবে তাঁর।

চিত্তকে সংযত ক'রে প্রকৃতিস্থ হতে কয়েক লহমা সময় লাগল তাঁর। তারপর তখনও অন্যমনস্কতার ঘোরটা কাটে নি সেইভাবেই অগ্রজকে উত্তর দিলেন, 'আপনিও মেয়েটাকে হিসেবে ধরেন নি। মেয়েদের আমি যতদূর জানি এ মেয়ে কখনও সূতপুত্রকে বরণ করবে না। কর্ণ যদি সে চেষ্টা করেন—অকারণেই হাস্যাস্পদ হবেন।'

'তুমি যখন বলছ তখন আর সন্দেহ কি! তোমার থেকে মেয়েদের আর বেশী কে জানবে?'

সুযোগ পেয়ে বলদেব আর একবার বিদ্রূপ-শল্য বিদ্ধ করেন কনিষ্ঠকে।

॥ ৪ ॥

ভাগ্যক্রমে অঙ্গাধিপতির আসন বৃষ্ণিকদের আসন থেকে খুব দূরে পড়ে নি। কর্ণ চেয়েছিলেন বন্ধু ও পরম উপকারী লজ্জাত্রাতা দুর্যোধনের কাছে থাকবেন—কিন্তু রাজাদের মর্যাদা হিসাবে আসন নির্দিষ্ট হওয়ায় ওঁকে দূরে পড়তে হয়েছে। অঙ্গ কৌরবদের অনুগত করদরাজ্য মাত্র। সে-দেশের অধিপতি-শাসক স্বাধীন সার্বভৌম রাজাদের পংক্তিতে স্থান পেতে পাবেন না।

কন্যা সভাস্থ হলেও অনুষ্ঠান আরম্ভ হতে কিছু বিলম্ব হ'ল। অনেক কিছু করণীয় তখনও করা হয়ে ওঠে নি, আয়োজনের অনেক ছোটখাটো কাজ বাকী। তাছাড়া তখনও ক্রমাগত লোক আসছে সভায়। ইতরজন বা দর্শকদের জন্য তত চিন্তা নেই, আর তারা তো পূর্বাহ্ণেই এসে বসে আছে, নিমন্ত্রিত অতিথিরাই তখনও সকলে উপস্থিত হ'তে পারেন নি, বিপুল ঘণ্টানিনাদে ও ঘোষকদের উচ্চকণ্ঠ ঘোষণায় স্বয়ম্বরের অনুষ্ঠান এবার আরম্ভ হবে শুনে দ্রুত আসতে শুরু করেছেন। দ্বাররক্ষক ও আসননির্দেশকারকদের আপ্রাণ চেষ্টা সত্ত্বেও অনেকে নির্দিষ্ট আসন খুঁজে পাচ্ছেন না। তাঁরা কেউ কেউ অসন্তুষ্টও ; নিজেদের ত্রুটি ভুলে গিয়ে উচ্চকণ্ঠে হোতা তথা ব্যবস্থাপকদের ধিক্কার দিচ্ছেন। ফলে কিছুটা বিশৃঙ্খলা ও বিপুল কোলাহল দেখা দিয়েছে। দ্রুপদপুত্র ধৃষ্টদ্যুম্ন প্রস্তুত হয়ে নিজের মঞ্চে দাঁড়িয়ে আছেন বটে, কিন্তু এ অবস্থা শান্ত না হলে স্বয়ম্বর সম্পর্কিত শর্তাদি ঘোষণা করা সম্ভব হচ্ছে না।

অবস্থা বুঝে—এখনও অন্তত দণ্ড-দুই কাল সময় হাতে আছে হিসাব ক'রে নিয়ে—বাসুদেব নিজের আসন থেকে উঠে সপার্ষদ অঙ্গাধিপতি

যেখানে বসে আছেন সেইদিকে অগ্রসর হলেন। বিস্মিত বলদেবের 'কোথায় যাচ্ছ' 'কোথায় যাচ্ছ' প্রশ্ন শ্রুতিগোচর হলেও—না হওয়ার ভাব দেখিয়ে একেবারে কর্ণের সম্মুখে উপস্থিত হয়ে সৌজন্যসূচক অভিবাদন জানিয়ে কুশল প্রশ্ন করলেন, 'মহাবীর অঙ্গাধিপতির শারীরিক ও অন্যান্য কুশল তো? পারিবারিক সংবাদ সব শুভ?...এখানে কোন অসুবিধা হচ্ছে না?'

কর্ণ বিস্মিত হলেন। সামান্য পরিচয় মাত্র ওঁদের, বরং দুর্যোধনের শস্ত্র-গুরু হিসাবে বলদেবের সঙ্গে কয়েকবার আলাপের সুযোগ ঘটেছে—শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে বার-দুয়েকের বেশী সাক্ষাৎ হয়েছে বলে তো কৈ মনে পড়ে না। তার এমন আত্মীয়তার কারণ কি?...একটু শঙ্কিতও হলেন মনে মনে, কপটী ও নিদারুণ ধূর্ত বলে বাসুদেবের একটা দুর্নাম আছে—তার এমন অকারণ গায়ে-পড়া অন্তরঙ্গতায় স্বতঃই শঙ্কা জাগে মনে।

আরও বিস্ময় আনত অভিবাদনে। যতই হোক—গোপালকদের ঘরে মানুষ হলেও শ্রীকৃষ্ণ যদুবংশের সন্তান। যদু ও বৃষ্ণিক বংশ ক্ষত্রিয় বলেই দাবি করেন নিজেদের। সেই শ্রীকৃষ্ণ জেনেশুনে সূতপুত্রকে নমস্কার করলেন কেন? রাজা হয়েছেন ঠিকই, তাই বলে তো আর ক্ষত্রিয় হয়ে যান নি!

কিন্তু বিস্ময় বা শঙ্কা যতই থাক্—ভব্যতায় বা শিষ্টতায় পিছিয়ে থাকা যায় না। কর্ণ উঠে দাঁড়িয়ে প্রতিনমস্কার ও প্রতিকুশল প্রশ্ন ক'রে সমারোহ সহকারে বাসুদেবের দুই হাত ধরে পাশে বসালেন।

'আসুন, আসুন। কী ভাগ্য, আপনি অনুগ্রহ ক'রে আমাকে স্মরণ ক'রে এসেছেন। ইঙ্গিত করলে আমিই যেতাম।'

'না না, তাতে কি হয়েছে! আপনি বোধ হয় বয়স ছাড়া সব বিষয়েই আমার থেকে অগ্রগণ্য। মহাবীরই শুধু নন—মহান্ মানুষ। আপনার অকুণ্ঠ দানের কাহিনী, পরোপকার ও জনসেবার বিবরণ আজ সমগ্র ভারতে বিদিত।'

'ছিঃ ছিঃ! ওসব কথা বলে লজ্জা দেবেন না। আমার সাধ্য নিতান্তই সীমিত, নগণ্য। আপনি বয়সেও জ্যেষ্ঠ: বিদ্যায় বুদ্ধিতে রাজনীতিতে সর্বত্রই আপনার প্রজ্ঞা স্বীকৃত, আপনার প্রতিভা সর্বজনবিদিত।...আপনি আমাকে স্মরণে রেখেছেন এতেই অ[illegible] ধন্য হয়েছি।...এখন আপনার—আপনাদের কথা বলুন। আচার্য [illegible]দেব [illegible]স্থ ও প্রসন্ন আছেন তো? তাঁর কি আমাকে স্মরণ আছে?'

'বিলক্ষণ! সেই কথাই তো আপনাকে বলতে এলাম। তিনি আপনাকে মনে রেখেছেন শুধু নয়—আপনার ওপর তাঁর অগাধ আস্থা। আপনি সভাগৃহে প্রবেশ করা মাত্র আর্য বলদেব বলেছেন, এই একমাত্র ব্যক্তি যে আজকের এই দুরূহ পণ জিততে পারে। আর তো কাকেও দেখছি না। এই সুরবন্দিতা দেবাংশজাতা কন্যা অঙ্গাধিপতির কণ্ঠেই বরমাল্য অর্পণ করবে।'

'আমি!! বলদেব আমার কথা বলেছেন? সে কি!' আনন্দে ও অকপট বিস্ময়ে কর্ণ প্রায় আসন ছেড়ে ওঠার উপক্রম করেন। 'কী বলছেন আপনি? পরিহাস করছেন বোধ হয়—?'

শ্রীকৃষ্ণও ভ্রূ কুঞ্চিত ক'রে মুখে ও দৃষ্টিতে অকপট বিস্ময়ের ভাব এনে বললেন, 'কেন? একথা আপনার মনে এল কেন? [illegible] মধ্যে অযথা

বিনয় ক'রে কোন লাভ নেই—আপনিই বলুন আপনার চেয়ে শ্রেষ্ঠ ধনুর্বিদ এ সভাতে আর কে আছেন? বলশালী ঐশ্বর্যবান সুযোদ্ধা হয়ত আরও অনেকে আছেন—কিন্তু এখানে অন্য দৈহিক শক্তি বা যুদ্ধকৌশল প্রকাশের সুযোগ কোথায়? ধনুর্বাণে যে একান্ত নিপুণ সে-ই শুধু এ পণ জিততে পারে। অর্জুন জীবিত থাকলেও কথা ছিল, এ সভামধ্যে জামদগ্ন্য-শিষ্য কর্ণ ব্যতীত আর তো কোন সম্ভাব্য বিজেতাকে দেখছি না!'

অর্জুন শব্দটা শোনার সঙ্গে সঙ্গে একবার কর্ণর মুখমণ্ডল ভ্রূকুটিবদ্ধ ও আরক্তিম হয়ে উঠেছিল। কিন্তু সে কয়েক পলকের জন্যই। মৃত ব্যক্তির সম্বন্ধে অকারণ উষ্মা পোষণ ক'রে লাভ নেই। বিশেষ অর্জুনকে শ্রেষ্ঠতর এমন কথা বলেন নি বাসুদেব, প্রতিদ্বন্দ্বী রূপেই উল্লেখ করেছেন মাত্র। মোটের ওপর আনন্দিতই হলেন কর্ণ, প্রসন্ন কণ্ঠে বললেন, 'তাই তো! কিন্তু সত্যই বলছি, এ স্বয়ম্বর সভায় ঠিক প্রতিযোগিতা করতে আসি নি। ভেবেছিলাম মহারথ দুর্যোধনই হয়ত এ পণে বিজয়লাভ করবেন, আমরা মহোৎসাহে বন্ধুপত্নীকে নিয়ে হস্তিনায় ফিরব।'

'এটা মনে করা আপনার ঠিক হয় নি কিন্তু। পুত্রস্নেহে মানুষ অন্ধ হয় শুনেছি, দেখলাম আপনি বন্ধুপ্রীতিতে অন্ধ।' শ্রীকৃষ্ণ অমায়িক কণ্ঠে ছদ্ম-অনুযোগ করেন, 'কুরুবংশতিলক দুর্যোধন গদাযুদ্ধে যতটা পটু—ততটা কেন, তার দশমাংশও যে ধনুর্যুদ্ধে নন, তা আপনার চেয়ে আর কে জানে? তাছাড়া, অঙ্গাধিপতি, আপনি মহাবীর, বীরের ধর্ম যেমন আশ্রিতকে বিপন্নকে রক্ষা করা, সমধর্মীর সঙ্গে যুদ্ধ করা—তেমনি বীর্যশুল্কে কন্যারত্ন গ্রহণ করাও তার কর্তব্যের মধ্যে পড়ে। এখানে শস্ত্রনিপুণতা প্রদর্শনকেই বীর্য প্রকাশ বলে ধরে নিতে হবে। এ প্রতিযোগিতায় যোগদান আপনার অবশ্য-পালনীয় কর্তব্য, সে কর্তব্য পালন না করলে আপনি প্রত্যবায়ভাগী হবেন। বড় জোর, যদি মহোপকারী বন্ধুকে সম্মান দিতে চান—আপনি অগ্রবর্তী না হয়ে দুর্যোধনের পরাজয় বরণ পর্যন্ত অপেক্ষা করতে পারেন। তারপর আর নিরস্ত হয়ে বসে থাকার কী কারণ থাকতে পারে বলুন!'

কথাটা মনে লাগল কর্ণর। শ্রীকৃষ্ণর ওই অযাচিত উপদেশকে উপকার বলেই ধরে নিয়ে কৃতজ্ঞতাও বোধ করলেন। তবে সে মনোভাব প্রকাশের সময় মিলল না। তখন সভাগৃহ কতকটা শান্ত হয়েছে, ধৃষ্টদ্যুম্ন ইঙ্গিত ক'রে জানাচ্ছেন যে এবার তিনি তাঁর ঘোষণা শুরু করবেন। শ্রীকৃষ্ণ তাঁর হস্তোত্তোলন-ভঙ্গী দেখেই দ্রুত নিজের আসনে ফিরে এলেন।

বলদেব এদিকে কৌতূহলে অস্থির হয়ে পড়েছিলেন শ্রীকৃষ্ণ আসন গ্রহণ করা মাত্র প্রশ্ন করলেন, 'কী ব্যাপার! কর্ণর সঙ্গে এত কিসের আত্মীয়তা—হঠাৎ?'

'না, আত্মীয়তা আর কি!' প্রশান্ত সহজ কণ্ঠে উত্তর দেন বাসুদেব, 'আপনার আশীর্বাদ আর আশ্বাস-বার্তাই জানিয়ে এলাম মাত্র।'

ভাল বুঝতে পারেন না হলধর। তিনি আবার কখন আশীর্বাদ জানালেন কর্ণকে! তাঁর কি এতই স্মৃতিবিভ্রম হচ্ছে আজকাল? 'আমার কি বললে?' বিহ্বল দৃষ্টিতে শ্রীকৃষ্ণের দিকে চেয়ে প্রশ্ন করেন।

'ঐ যে আপনি বললেন কর্ণই একমাত্র যোগ্য পাত্র এ পণে এই নারীরত্ন লাভ করার—সেই কথাটাই জানিয়ে উৎসাহিত ক'রে এলাম। ভালই হ'ল, কর্ণ

এ প্রতিযোগিতায় আদৌ যোগ দেবেন না বলে স্থির করেছিলেন।'

'তবে যে তুমি বললে, মেয়েটা ওকে বরণ করবে না?' আরও বিভ্রান্ত হয়ে পড়েন বলদেব।

'সে তো আমার অনুমান মাত্র। আমি কি মনে করি তার থেকে আপনি কি বললেন তার মূল্য কি অনেক বেশী নয়? দুর্যোধনের শস্ত্রগুরু হিসেবে অংগাধিপতিও আপনাকে গুরুর মতোই শ্রদ্ধা করেন। আপনার আশ্বাস পেয়ে ওঁর উপকারই হ'ল। প্রবল উৎসাহ ও নবীন শক্তি লাভ করলেন।'

বলদেব খুশী হয়ে উঠলেন। তাঁর এই অনুজটি তাঁকে সামান্যমাত্র স্বীকৃতি দিলে তিনি ব্রহ্মাণ্ড জয়ের আনন্দ উপভোগ করেন।

কোলাহল কিছুটা প্রশমিত হলেও সম্পূর্ণ নীরব হয় নি। তাই ধৃষ্টদ্যুম্নর ঘোষণা প্রথম দিকটায় সম্পূর্ণ শোনা গেল না। তা বুঝে তিনি ক্রমাগত আরও তিনদিকে মুখ ক'রে তার পুনরুক্তি করলেন।

বললেন, 'আপনারা দয়া ক'রে লক্ষ্য করুন, ঊর্ধ্বে এই সভাভবনের একেবারে সর্বোচ্চ বিন্দুতে একটি লক্ষ্যবস্তু স্থাপিত হয়েছে। তার নিচে চক্রাকার একটি যন্ত্র আছে, আর এই দেখছেন বৃহদাকার এই ধনু এবং পাঁচটি নিশিত শর। যিনি ঐ ঘূর্ণ্যমান চক্রের ছিদ্রপথে এই পাঁচটি শর নিক্ষেপ ক'রে ঐ লক্ষ্য ভেদ করবেন, আমার ভগ্নী--দ্রুপদরাজকন্যা কৃষ্ণা তাঁকেই পতিত্বে বরণ করবেন।'

ঘোষণা শেষ হ'লে কুমার ধৃষ্টদ্যুম্ন দ্রৌপদীর কাছে সমবেত প্রধান প্রধান নৃপতিদের পরিচয় দিয়ে নীরব হলেন।

অতঃপর আবার সভামধ্যে এক বিপুল কোলাহল উঠল। দর্শকরা হিসাব করতে বসলেন কার কতটা সম্ভাবনা। কেউ কেউ এমনও বললেন রাজা দ্রুপদের এই কন্যা গৃহান্তর করার ইচ্ছা নেই বলেই এমন কঠিন পণ রেখেছেন। কেউ বা সমর্থনও করলেন পাঞ্চালরাজকে, এমন কন্যা যে পেতে চায় তাকে নিজের যোগ্যতার প্রমাণ দিতে হবে বৈকি!

রাজন্যদের মধ্যে কোলাহল ও বচসা দেখা দিল সম্পূর্ণ ভিন্ন কারণে। তাঁরা প্রমাণ দেবার পূর্বেই পরস্পরের কাছে স্পর্ধা প্রকাশ করতে লাগলেন যে এই পণ জিতবার সম্ভাবনা একমাত্র তাঁদেরই আছে। প্রত্যেকেই নিজের গুণাবলী অর্থাৎ শৌর্য-বীর্যের কিছু সত্য কিছু কাল্পনিক বিবরণ দিয়ে অহঙ্কার করতে লাগলেন।

কিন্তু বেশীক্ষণ এই শূন্যগর্ভ আত্মম্ভরিতা প্রকাশ সম্ভব হ'ল না। অবশেষে একজনকে উঠতেই হয়। তারপর আর একজন, আর একজন। এই রূপসী কন্যাকে দেখে সকলেই কামার্ত লোভাতুর হয়ে উঠেছেন, সেদিক থেকেও কিছু তাড়া আছে। প্রথম দিকে যাঁরা গেলেন তাঁদের মধ্যেই ছিলেন দুর্যোধন। এ ছাড়া শাল্ব শল্য, ক্রাথ, বক্র, কলিঙ্গরাজ, বঙ্গাধিপতি, বিদেহরাজ, যবনরাজ, বৎসরাজ, সিন্ধুরাজ, কোশলাধিপতি প্রভৃতি। কিন্তু কেউই কোন সুবিধা করতে পারলেন না। লক্ষ্যভেদ তো দূরের কথা, ধনু তুলে ধরারই সাধ্য হ'ল না অনেকের। ধরতে যদি বা পারলেন দু'একজন, ধনুতে জ্যা-রোপণের সামর্থ্য হ'ল না। ধনু বাঁকিয়ে গুণ পরাতে যাবেন কি ধনুর আঘাতে ছিটকে পড়তে লাগলেন। তাঁদের অলঙ্কারকবচকুণ্ডল ঊর্ধ্বোৎক্ষিপ্ত হয়ে

চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ল, বস্ত্রাদিও ছিন্ন বিভক্ত হয়ে গেল কারও কারও। দেহ ঘর্মাক্ত হয়ে উঠল, ঘন ঘন শ্বাস-প্রশ্বাস পড়তে লাগল।

যাবার আগে প্রায় সকলেই বাহবাস্ফোট ও আস্ফালন করেন। নিজেই নিজের পূর্বকীর্তি স্মরণ করিয়ে দিয়ে আত্মমহিমা প্রচার করেন, 'উদ্বাহুরিববামনঃ' বলে বিদ্রূপ করেন পূর্ববর্তী বিফলকাম প্রতিযোগীদের—তারপরই ধনুর আঘাতে হতগৌরব ও হতশ্রী হয়ে আরক্ত মুখে ফিরে এসে নিঃশব্দে আসন গ্রহণ করেন আবার।

এইভাবে অনেকেই ব্যর্থ হবার পর, সুযোগ সমুপস্থিত দেখে অবশেষে একসময় মহাদাতা অঙ্গাধিপতি কর্ণ উঠলেন। দুর্যোধনের আর কোন আশা নেই যখন, তখন তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে বাধা কি? তবু যে এতক্ষণ অপেক্ষা করলেন সে শুধু অতিরিক্ত লোলুপতা কি ব্যগ্রতা না প্রকাশ পায় এই জন্যই।

কর্ণ আস্ফালন, আস্ফোট বা বাগাড়ম্বর কিছুই করলেন না, মর্যাদানুযায়ী ধীর মন্থর গতিতে নিঃশব্দে উঠে গিয়ে সেই বিপুল ধনু—যা অধিকাংশ প্রতিযোগী তুলতে গিয়েই বিপরীত দিকে নিপাতিত হয়েছিলেন তা অনায়াসে তুলে নিয়ে অবহেলায় জ্যা রোপণ করলেন।

প্রতিযোগীরা আসন ত্যাগ ক'রে ধনুর দিকে অগ্রসর হলেই সভাঘোষক তাঁর নাম ধাম পরিচয় এবং কিছু কিছু পূর্বকীর্তি ঘোষণা করছিল। এই এদের কাজ, এই জন্যেই নিযুক্ত। কদিন ঘুরে ঘুরে বিভিন্ন রাজার পারিষদদের কাছ থেকে এই সব বিবরণ সংগ্রহ করেছে। কর্ণ উঠতেও যথারীতি তাঁর নাম গুণাবলী প্রভৃতি ঘোষিত হ'ল।

নামটা শোনামাত্রই পাঞ্চালীর মুখ বিবর্ণ হয়ে উঠেছিল, এখন তাঁকে অনায়াসে ধনুতে গুণ আরোপ করতে দেখে নিরুদ্ধ আবেগে ও আশঙ্কায় অস্থির হয়ে উঠলেন তিনি, সর্বাঙ্গ কাঁপতে লাগল। তখন আর অপেক্ষা কি ইতস্তত করার সময় নেই, তিনি ভ্রাতা ধৃষ্টদ্যুম্ন বা পিতা দ্রুপদের অনুমতি না নিয়েই স্পষ্ট কণ্ঠে বলে উঠলেন, 'আমি সূতজাতীয়কে বিবাহ করব না, কর্ণ সফলকাম হলে তাঁকে বরমাল্য দেবার পূর্বে আমি বরং আত্মহত্যা করব।'

কথাগুলো কতকটা ঝোঁকের বশেই বলে উঠেছিলেন দ্রৌপদী। আঘাতটা আহত ব্যক্তিকে কতখানি বাজতে পারে—তখন বোঝেন নি। এখন—বলে ফেলার পর—কিছুটা বুঝলেন হয়ত। কিন্তু তখন আর উপায় কি? হাতের পাশা, ধনুর শর এবং মুখের কথা—একবার বেরিয়ে গেল আর ফেরানো যায় না।

মহামতি কর্ণ হাসলেন। তিক্ত মধুর হাসি। দ্রৌপদীর মনে হ'ল বড় করুণও।

অতঃপর সাবধানে সন্তর্পণে জ্যা পুনর্মুক্ত ক'রে ধনু নামিয়ে যথাস্থানে রেখে কর্ণ শান্ত গম্ভীর কণ্ঠে বললেন, 'কল্যাণী, আপনি সুখী হোন, সুস্থ থাকুন, আমার জন্য আপনাকে মৃত্যু কেন, কোন দুঃখবরণই করতে হবে না। আমি নিবৃত্ত হলাম।'

তারপর ঊর্ধ্ব আকাশের দিকে মুখ ক'রে স্বীয় আরাধ্য বিভাবসুকে

প্রণাম—এবং সম্ভবত সেই সঙ্গে নিজের অন্তরের বেদনা—নিবেদন ক'রে ধীর গম্ভীর পদক্ষেপে নিজের আসনে এসে বসলেন।

ইতিমধ্যে পরদয়ানির্ভর সামান্য সূতপুত্রের স্পর্ধা ও দুঃসাহস নিয়ে যে বিদ্রূপগুঞ্জন উঠেছিল চারিদিকে, তা তাঁর কানে গেছে কিনা, কর্ণর মুখ-ভাব দেখে কিছু বোঝা গেল না।

শ্রীকৃষ্ণ এতক্ষণ নির্নিমেষ দৃষ্টিতে এই নাটক লক্ষ্য করছিলেন, বিশেষ ক'রে কর্ণকেই দেখছিলেন একদৃষ্টে। এবার অর্ধস্ফুট কণ্ঠে বলে উঠলেন, 'যাক, অর্ধেক কাজ তো হয়ে গেল। কর্ণ চিরশত্রু হয়ে রইল পাঞ্চালদের। এ দাগ কখনই মুছবে না ওর মন থেকে।'

॥ ৫ ॥

ইচ্ছা ও ঈপ্সার অভাব নেই, তবু সঙ্কোচ ও শঙ্কা যেন কাটতে চায় না।

রবাহূত দর্শকদের মধ্যে ব্রাহ্মণদের জন্য যে স্থান নির্দিষ্ট হয়েছিল, সেখানে শ্যামবর্ণের একটি যুবা অনেকক্ষণ থেকেই অস্থির হয়ে উঠেছে ; তার দুই হাতে, বাহুতে এবং স্কন্ধের মাংসপেশীতে একটা আক্ষেপ জেগেছে। অতি সহজ কাজ চোখের সামনে অপরকে পণ্ড করতে দেখলে কর্মঠ লোকের যেমন অসহ্য লাগে—এই তরুণ ব্রাহ্মণটিরও যেন তেমনি অসহ্য বোধ হচ্ছে মনে হ'ল।

এ অস্থিরতা ওর কিসের তা এতক্ষণে অনেকেই বুঝেছে। বেশির ভাগ লোকই বিদ্রূপ করছে ও অযাচিত ভাবে শান্ত হ'তে উপদেশ দিচ্ছে। যা বড় বড় ক্ষত্রবীররা পারছে না—তা সামান্য ভিক্ষাজীবী ব্রাহ্মণ করতে গেলে—উদ্যোগেই লোকে ধিক্কার দেবে, বাতুল ভাববে বৈকি। ভাবছেও তাই। মুখেও বলছে অনেকে—'এ কাজ করতে যেয়ো না, সত্যি সত্যিই উন্মাদ ভেবে যদি দৌবারিকরা সভা থেকে বার ক'রে দেয় তো সে বড় অপমান। সমগ্র ব্রাহ্মণ-সমাজই উপহসিত হবে সে ক্ষেত্রে।'

আবার দু-চারজন উৎসাহিতও করতে লাগলেন।

এত বড় বড় মহারথীরাই তো হেরে গেলেন, বিখ্যাত বিখ্যাত বীর নাকি সব। তাঁদের যদি এ প্রচেষ্টা বাতুলতা না হয়—দরিদ্র ব্রাহ্মণ বলেই ওকে উন্মাদ ভাববে আর সভা থেকে বার ক'রে দেবে ? কেন ? ধৃষ্টদ্যুম্ন তো সকলকেই আহ্বান করছেন। ব্রাহ্মণ তো বর্ণশ্রেষ্ঠ। তিনি যাকে খুশি গ্রহণ করতে পারেন। ক্ষত্রিয়ের মেয়ে ? তাতে কি ? 'স্ত্রীরত্নং দুষ্কুলাদপি।' তাছাড়া এ মেয়ে অযোনিসম্ভূতা, হোমাগ্নিসম্ভবা, দেবতার বরে এর জন্ম—একে গ্রহণ করায় ব্রাহ্মণদের কোন দোষ নেই। আর চেষ্টা ক'রে দেখতে ক্ষতি কি ? ব্রহ্মতেজ বলে একটা কথা আছে তো, পেরে গেলেও যেতে পারে।...

উৎসাহিত করছিল ওর পাশে উপবিষ্ট অসুরাকৃতি অপর এক ব্রাহ্মণ যুবাও। বলছিল, 'যাও যাও, কোন ভয় নেই। কারও কথা শুনো না, তুমি

নিশ্চয়ই পারবে। পৌরুষের এ অপমান বসে বসে দেখা যায় না। এ স্পর্ধা যদি গ্রহণ না করো তাহলে এতকালের শিক্ষা-দীক্ষাতেই ধিক্! যাও যাও। যা হবার তা হবে।'

তবুও যুবকটির দ্বিধা যেন যায় না।

ইতিমধ্যে অবশ্য নৃপতিবর্গও নিশ্চেষ্ট হয়ে বসে নেই। যাচ্ছেন অনেকেই—হতাশ হয়ে ফিরেও আসছেন। অমন যে দাম্ভিক চেদিরাজ শিশুপাল তিনিও ধনুতে গুণ পরাতে গিয়ে হাঁটু গেড়ে বসে পড়লেন। সম্রাট জরাসন্ধরও সেই অবস্থা। তাঁর কেয়ূর ও কণ্ঠহার ছিঁড়ে মণিমুক্তা ছিন্নমাল্যপুষ্পপলাশের মতো ছড়িয়ে পড়ল। অমিতবীর্য বলে খ্যাত মদ্ররাজ দূরে ছিটকে পড়লেন।

অবশেষে আর কোন রাজা বা ক্ষত্রবীর যখন অবশিষ্ট রইলেন না—মানে থাকলেও, আর কেউ সাহস ক'রে এগিয়ে যাচ্ছেন না, সভাকেন্দ্র শূন্য, বিশাল ধনু অনাদৃত পড়ে, ব্যাকুল ধৃষ্টদ্যুম্ন বার বার প্রতিযোগীদের আহ্বান করছেন - দ্রৌপদী শুষ্কমুখে নত-নেত্রে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ক্লান্তি অনুভব করছেন সেটা সকলেরই আলোচ্য হয়ে উঠেছে—তখন প্রায় মরীয়া হয়েই সেই শ্যাম-কান্তি ব্রাহ্মণ তরুণটি উঠে দাঁড়াল।

বলা বাহুল্য—এক্ষেত্রে যা হওয়া স্বাভাবিক তাই হ'ল।

চারিদিকে ধিক্কার ও বিদ্রূপের ঝড় উঠল যেন. গুঞ্জন ক্রমে কোলাহলের আকার ধারণ করল।

বামন হয়ে চাঁদ নয়—সূর্যে হাত বাড়াতে চায়—কে এই অর্বাচীন. এর ধৃষ্টতা আর দুঃসাহস তো কম নয়।

ধিক্কার ও উপহাসের তরঙ্গ উঠল ওর নিজের সমাজ ব্রাহ্মণদের মধ্যেই আরও বেশী যেন। অনেকেই বেশ সরব হয়ে উঠল. বলতে লাগল. 'বসে পড়ো, বসে পড়ো, আর লোক হাসিও না। পাগল নাকি এ ছোকরা! বার ক'রে দিক না কেউ এখান থেকে! দ্বার-রক্ষকরা কী করছে সব?'

আবার কেউ কেউ বললে, 'না হে, বড়ই বিয়োগান্ত হয়ে যাচ্ছে ব্যাপারটা. এবার একজন বিদূষকের মঞ্চাবতরণ করাই প্রয়োজন। সে কাজটা এর দ্বারা হয়ে যাক না, ভালই তো!'

এতক্ষণ কোন স্পষ্ট প্রতিকূলতা না থাকা সত্ত্বেও যে রাজ্যের দ্বিধা. লজ্জা ও জড়তা ওকে বাধা দিচ্ছিল—এই প্রবল সোচ্চার ধিক্কারে তা যেন নিঃশেষে কেটে গেল। কঠিন হয়ে উঠল যুবার মুখ. কঠিন হয়ে উঠল বাহু ও স্কন্ধের পেশী। একবার ভ্রূকুটিবদ্ধ প্রজ্বলন্ত দৃষ্টিতে সমালোচনাকারীদের দিকে তাকিয়ে দৃঢ় পদক্ষেপে এগিয়ে গেল ধনুর্বেদীর দিকে।

এতক্ষণ মাটিতে খর্জুর-পত্রাসনে বসে ছিল বলে অতটা দেখা যায় নি, এখন বেদীর কাছে গিয়ে উত্তরীয়টি কোমরে বেঁধে অনাবৃত-ঊর্ধ্বদেহে ঋজু হয়ে দাঁড়াতে বিদ্রূপ নিন্দাবাদের কোলাহল সহসা যেন স্তব্ধ হয়ে এল। শ্যামবর্ণ হোক, সুগঠিত দেহ এবং দৃপ্ত পৌরুষে এখন যেন বেশ সুপুরুষ বলে মনে হচ্ছে যুবকটিকে. আর—খুব একটা অনধিকারী বলেও বোধ হচ্ছে না। যে কাজ করতে এসেছে—তার কিছুটা গুরুত্ব বোঝে বলেও মনে হচ্ছে ওর ভাবভঙ্গী দেখে।

পাঞ্চালরাজনন্দিনী কৃষ্ণাও ক্লান্ত কৌতূহল এবং কিঞ্চিৎ তাচ্ছিল্যভরে মুখ তুলে চেয়েছিলেন. কিন্তু অকস্মাৎ তাঁরও ভাবান্তর ঘটল একটা। নিমেষ

পুনর্বার পড়ার আগেই নীলপদ্মপলাশের মতো চোখ দুটির দৃষ্টি দীনবেশী শ্যামবর্ণ তরুণ ব্রাহ্মণকে দেখে মুগ্ধ হয়ে এল। পলক পড়লও না কিছুক্ষণ, নির্নিমেষ নেত্র যেন স্থির হয়ে গেল এই প্রতিযোগীর কান্তিতে। তাঁর বুকের মধ্যে আবারও এক আবেগের ও আশঙ্কার তুফান উঠল—তবে সে ভিন্ন কারণে। কর্ণকে দেখে আশঙ্কা হয়েছিল যদি পণে জয়লাভ ক'রে ফেলে, এখন ভয় হতে লাগল যদি এ পণ জিততে না পারে। ব্যাকুল চিত্ত বার বার মস্তিষ্কের দুয়ারে মাথা কুটতে লাগল—কোন রকমে কোন অছিলায় এখন শর্তটাকে সহজসাধ্য ক'রে দেওয়ার উপায় উদ্ভাবনে।...

আরও একজনের দৃষ্টি উজ্জ্বল ও মুগ্ধ হয়ে উঠেছিল এই দুঃসাহসী চন্দ্রলোভী বামনবৎ ব্রাহ্মণকে দেখে।

সে বাসুদেব শ্রীকৃষ্ণর।

তিনিও উত্তেজিত হয়ে উঠে দাঁড়িয়েছিলেন ওকে দেখা মাত্র--পিছন দিক থেকে অসহিষ্ণু অনুযোগ উঠতে বসে পড়তে বাধ্য হলেন। কিন্তু তাঁর আনন্দ-অস্থিরতা চাপা রইল না। ভাগ্যে সকলের দৃষ্টি তখন ঐ ব্রাহ্মণ যুবকটির ওপরই নিবদ্ধ ছিল, নইলে ওঁকে বাতুল ভাবত পার্শ্ববর্তীরা।

যুবকটি দৃঢ় প্রত্যয়ের সঙ্গে ধনুর্বেদী পর্যন্ত এগিয়ে গেলেও অকারণ ব্যস্ততা বা অশোভন আগ্রহ দেখালেন না। মনে হ'ল কৃতিত্ব দেখিয়ে বাহবা পাওয়ার জন্য তেমন ব্যগ্র নন। বরং ধনুর সামনে এসে কিছুক্ষণ স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন। যেন স্বেচ্ছা-আরোপিত এই দুরূহ কাজের গুরুত্বটা বুঝে নিলেন মনে মনে। তার পর সেই বেদী প্রদক্ষিণ ক'রে দেবাদিদেব মহাদেবকে স্মরণ করলেন যুক্ত-করে ললাট স্পর্শ ক'রে তাঁকে প্রণাম জানিয়ে অবলীলা-ক্রমে ধনুটি তুলে নিলেন। তার পর তাতে জ্যা রোপণ ও শরনিক্ষেপ কাজটা এত দ্রুত ঘটল যে লোকে ভাল ক'রে দেখতেও পেল না। চোখের পলক ফেলতে না ফেলতে সকলে দেখল প্রায় একসঙ্গেই পাঁচটি শর বিদ্ধ হবার ফলে লক্ষ্যবস্তুটি খণ্ড-বিখণ্ডিত হয়ে মাটিতে ছড়িয়ে পড়েছে।

এ যেন কোথা দিয়ে কি হয়ে গেল।

তারপর যে তুমুল কাণ্ডটা হ'ল এর জন্য বোধ হয় যুবকটিও প্রস্তুত ছিল না। সভামধ্যে বিপুল কোলাহল উঠল, তার মধ্যে হর্ষধ্বনিই বেশী। ব্রাহ্মণদের তো কথাই নেই, উঠে দাঁড়িয়ে কমণ্ডলু উত্তরীয় অজিনাসন—যার যা সম্বল সেইগুলিই আন্দোলিত ক'রে হর্ষোচ্ছ্বাস প্রকাশ করতে লাগলেন। উপর থেকে বিজয়ী বীরের মাথায় পুষ্পবৃষ্টি হ'তে লাগল বাদ্যকররা তূর্য দামামা প্রভৃতি বাজাতে শুরু করলেন। সুতমাগধগণ স্তুতিপাঠ করতে লাগল। কেবল রাজন্যবর্গ ও তাঁদের পারিষদ অনুচররা প্রথমটা হতচকিত বিহ্বল হয়ে গেলেন--পরে ঘটনাটা সম্পূর্ণ উপলব্ধি ক'রে লজ্জায় অপমানে মাথা নত করলেন।

এর মধ্যে আর কেউ হয়ত তেমন লক্ষ্য করলেন না, বাসুদেব শ্রীকৃষ্ণ তাকিয়ে দেখলেন—প্রবল আবেগে পাঞ্চালতনয়া কৃষ্ণার যেন সুরাপায়ীর মতো ঈষৎ একটু মত্ততা এসেছে, তাঁর পা টলছে, সমস্ত শরীরই আন্দোলিত হচ্ছে প্রথম-উত্তরের-বাতাস-লাগা ধান্যশীর্ষের মতো। কৃষ্ণা একদৃষ্টে বিজয়ী বীরের দিকে তাকিয়ে আছেন, তাঁর সেই আয়ত নীল দুটি চোখে দৃষ্টির

সমুদ্র যেন উত্তাল হয়ে উঠেছে। ইতিমধ্যেই তাতে সপ্রেম আকর্ষণের তরঙ্গ ; মুখে কিছু বলতে পারছেন না ; কিন্তু বাসুদেবের মনে হ'ল, যা বলবার তা ঐ নীলোৎপল-পলাশ চক্ষু দুটি বলে নিচ্ছে, অনেক কথাই বলা হয়ে যাচ্ছে সেই সলজ্জ নীরবতায়। সে বলার প্রণয়গদ্‌গদ কণ্ঠ বিজয়ী বীরের প্রতি নারীর স্বতোৎসারিত সেই স্তুতিগান যেন এখান থেকেই শুনতে পেলেন বাসুদেব শ্রীকৃষ্ণ।...

ভগ্নীর সেই আবেশবিহ্বল অবস্থার মধ্যেই ধৃষ্টদ্যুম্ন তাঁর হাত দুটি ধরে বিজয়ী বীরের কণ্ঠের দিকে এগিয়ে দিলেন, সে যুবাও সমবেত প্রবলতর হর্ষধ্বনির মধ্যে মাথা ঈষৎ নত ক'রে বরাঙ্গনার বরমাল্য গ্রহণ করলেন।

নৃপতিদের প্রাথমিক বিহ্বলতা ও লজ্জা কেটে যেতে বিলম্ব হ'ল না। অতঃপর যা অনুভব করলেন তাঁরা—তা হ'ল ক্রোধ। সীমাহীন প্রচণ্ড উষ্মা।

দ্রুপদ তাঁদের ডেকে এনে যে বাহ্যিক পরিচর্যা ও আপ্যায়নের চূড়ান্ত করেছেন—তার পিছনে নিশ্চয় এই অভিসন্ধিই ছিল, তাঁদের অপমান করা। যুদ্ধ ক'রে পেরে উঠবেন না তাঁদের সঙ্গে সেটা বিলক্ষণ জানেন—তাই এই কৌশল করেছেন।

ক্রোধ রিপুটাই এমন, যত তাকে প্রশ্রয় দেওয়া যায় ক্রমশ ইন্ধন-পাওয়া অগ্নির মতোই বৃদ্ধি পায়। এক্ষেত্রে ইন্ধনও পর্যাপ্ত—আহত আত্মাভিমান।

প্রথম যা বিক্ষোভপ্রধান ছিল দেখতে দেখতে তা আক্রমণাত্মক হয়ে উঠল। 'মার ঐ কুচক্রী রাজাটাকে, সবংশে ধ্বংস কর।' সকলে সরবে বলতে লাগলেন। ব্রাহ্মণকে বধ করা সম্ভব নয়, নইলে ঐ ধৃষ্টটাকেও সমুচিত প্রতিফল দিতেন তাঁরা—এখন আসল নাটোর যে গুরু, সেই দ্রুপদকে বধ ক'রেই ওঁরা নিজেদের অপমানের শোধ তুলবেন।

মানুষ যা করতে ইচ্ছা করে—তার স্বপক্ষে যুক্তিরও অভাব হয় না। দুর্যোধন প্রভৃতি রাজারা বলতে লাগলেন, 'ক্ষত্রিয় রাজকন্যার স্বয়ম্বরে ক্ষত্রিয় এবং নৃপতিদেরই অধিকার। ব্রাহ্মণ তো এর মধ্যে গণ্য হ'তেই পারে না। এ যদি আমরা নীরবে সহ্য করি তো আমাদের ক্ষাত্রশক্তিতেই ধিক। ঐ কন্যা যদি এখনও আমাদের কাউকে বরণ করে তো আমরা ছেড়ে দিতে রাজী আছি দ্রুপদকে, নইলে আগে ঐ মেয়েটাকে পুড়িয়ে মারব তারপর পাঞ্চাল রাজবংশের সকলকে শেষ করব।'

এই বলে—তাঁরা একপ্রকার বিনয়ের প্রতিযোগিতায় অবতীর্ণ হলেন। উপস্থিত নৃপতিদের মধ্যে অপর কেউ কেউ যে বক্তার থেকে বেশী যোগ্য-পাত্র—উচ্চকণ্ঠে সে কথা ঘোষণা করতে লাগলেন। দুর্যোধন শাল্বকে বা ভগদত্তকে উঁচু করেন—বলেন, 'উনি এ কন্যা লাভ করলে আমার কিছুই বলার ছিল না', আবার শাল্ব বা শিশুপাল বা ভগদত্ত বলেন, 'না না, কুরুরাজ দুর্যোধন সর্বাংশে শ্রেষ্ঠ পাত্র তাঁকেই বরমাল্য দেওয়া উচিত ছিল পাত্রীর। বেশী কৌশল অবলম্বন করতে গিয়ে দ্রুপদ নিজের সর্বনাশ ডেকে আনলেন।'

দ্রুপদের একপ্রকার বিহ্বল অবস্থা তখন। কী করা উচিত—কী করলে সকল দিক রক্ষা পায় সে কথা চিন্তা করার মতো চিত্তস্থৈর্য নেই তাঁর। থাকা স্বাভাবিকও নয়। তিনি এর জন্য প্রস্তুত ছিলেন না আদৌ। স্বয়ম্বর

সভার উৎসব-লক্ষণযুক্ত কার্যক্রম যে এমন ভৈরবমূর্তি ধারণ করবে তা কে জানত! আর পণে বা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় পরাজিত হ'লে লজ্জিত হয় মানুষ। অকর্মণ্যতার সে লজ্জা ঢাকতে এমন প্রচণ্ড হয়ে ওঠে, উঠতে পারে, তা তাঁর জানা ছিল না। সকল অভিজ্ঞতার অতীত। আর ব্রাহ্মণ যে লক্ষ্যভেদ করবে—এত ক্ষত্রবীর উপস্থিত থাকতে, তাই বা তিনি কেমন ক'রে জানবেন। এখন সকল রাজারা একত্র হয়ে (কলহের সময় এঁরা বেশ মিলিত হ'তে পারেন) তাঁর প্রতিই আক্রমণোদ্যত দেখে অনন্যোপায়ের মতো বিপন্নমুখে ব্রাহ্মণদের দিকেই চাইলেন।

যুদ্ধ-অনভিজ্ঞ ও সাধারণত জ্ঞানব্রতী ব্রাহ্মণরাও কিছু না বুঝেই আশ্বাস দিলেন, 'ভয় নেই, আমরা এই দণ্ডকমণ্ডলু নিয়েই যুদ্ধ করব মদগর্বিত ঐ অসভ্য বর্বর-গুলোর সঙ্গে।'

তাঁরা নিজেদের সদভিপ্রায় প্রমাণের জন্যে আগেকার হর্ষোৎসবের মতোই —যার যা ছিল—মৃগচর্ম ও কমণ্ডলু নাড়তে লাগলেন।

শস্ত্রজীবী ক্ষত্রিয়রা শাস্ত্রজীবী নিরীহ ব্রাহ্মণদের এ স্পর্ধা—তাঁদের মতে ধৃষ্টতা—নীরবে সহ্য করবেন তা সম্ভব নয়। তাঁরা "মার মার' শব্দ ক'রে তেড়ে এলেন—একদল দ্রুপদদের দিকে, আর একদল ব্রাহ্মণদের দিকে। অসুবিধার মধ্যে যিনি এঁদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা শক্তিমান সেই সম্রাট জরাসন্ধ সর্বসমক্ষে পরাজিত হওয়ার লজ্জায় সঙ্গে সঙ্গেই সভা ত্যাগ ক'রে, তৎক্ষণাৎ মগধাভিমুখে রওনা দিয়েছেন।...তা হোক, যাঁরা আছেন—এই ক্ষুদ্র পাঞ্চাল দেশের পক্ষে তাঁরাই যথেষ্ট। দুর্যোধন, কর্ণ, শল্য, শাল্ব, রুক্মাঙ্গদ, শিশুপাল —এঁরা সকলেই প্রখ্যাত যোদ্ধা, এঁদের সাঙ্গোপাঙ্গরাও যাকে বলে রণদুর্মদ।

ব্রাহ্মণরা কিছুই পারতেন না—এইসব যোদ্ধা ধনুর্ধরদের সামনে মুহূর্ত-মাত্র দাঁড়ানো সম্ভব ছিল না তাঁদের পক্ষে—কিন্তু সেই যে বলিষ্ঠ যুবকটি এই বিজয়ী তরুণের পাশে বসে ছিল এবং ইতিপূর্বে যথেষ্ট উৎসাহ দিয়েছে তাকে প্রতিযোগিতায় যোগদানের জন্যে, সে এবার উত্তরীয়খানা কোমরবন্ধ হিসাব বেঁধে উঠে দাঁড়াল। তারও হাতে অস্ত্র নেই, কিন্তু তাতে বিশেষ বাধা হ'ল না। এদিক ওদিক চেয়ে দেখে—সামনেই একটি শালগাছ ছিল—সবলে সেটি উৎপাটিত ক'রে—শুধু হাতে ক'রেই—যেন পলককাল মধ্যে তাদের শাখাপ্রশাখা মুক্ত ক'রে দণ্ডের মতো বাগিয়ে ধরল।

ক্ষত্রিয় রাজারা ততক্ষণে নিজেদের আসন ছেড়ে এগিয়ে এসেছেন। কিন্তু দেখা গেল, তাঁদের পক্ষে সকলেই যে এই অসূয়া ও আশাভঙ্গজনিত আক্রমণ সমর্থন করেন তা নয়।

বলদেব বললেন, 'কী আশ্চর্য! ছেলেটি নিজের শক্তিতে পণ জিতেছে। দ্রুপদের শর্তই ছিল যে, যে জিতবে তাকেই মালা দেবেন তাঁর কন্যা—এ তো জেনেশুনেই এসেছে সকলে। একজন জিতবে বাকী সকলে বিফল হবে এও তো জানাই—কর্ণকে যে প্রত্যাখ্যান করেছে সেটা বরং কন্যারই অন্যায়, প্রতিবাদ করতে হ'লে তখনই করা উচিত ছিল—এখন এ বেচারার ওপর এমন খড়্গহস্ত হয়ে ওঠার কারণ কি? চলো, আমরা ঐ ব্রাহ্মণ বালক-দুটিকে রক্ষা করি গে—'

তিনি বলতে বলতে এগিয়েই যাচ্ছিলেন, শ্রীকৃষ্ণ তাঁর হাত ধরে নিরস্ত

করলেন। বলদেব এবার ক্রুদ্ধ হয়ে উঠলেন, বললেন, 'তবে এ অত্যাচার অবিচার নীরবে দাঁড়িয়ে দেখবে, কিছুই করবে না?'

'আমাদের কিছুই করতে হবে না আর্য—', বাসুদেব সবিনয়ে অথচ প্রচ্ছন্ন কৌতুকভরা কণ্ঠে উত্তর দিলেন, 'যা করবার তা ঐ যুবক দুটিই করবে।'

'ওরা তো বালক মাত্র, যতই গায়ে জোর থাক—এতগুলি বীর যোদ্ধার সঙ্গে পেরে উঠবে কেন?' বলদেব ভ্রূকুটি ক'রে প্রশ্ন করেন, ভাইয়ের কথার যথার্থ অর্থটা বোঝবার চেষ্টা করেন।

'ওরা বালক, কিন্তু সাধারণ বালক তো নয়। আপনি কি ওদের চিনতে পারেন নি?'

'চিনতে— ? কৈ না তো! কে ওরা? তুমি চেনো নাকি?' বলদেব বিহ্বলভাবে প্রশ্ন করেন।

'সত্যিই চিনতে পারেন নি? আশ্চর্য!' বাসুদেব যেন এতটা অজ্ঞতা জ্যেষ্ঠের কাছে আশা করেন নি এমনি ভাবেই উত্তর দিলেন, 'যে লক্ষ্য ভেদ করল সে তৃতীয় পাণ্ডব, অর্জুন। আর ঐ মল্লযোদ্ধার মতো একটি গাছ হাতে প্রস্তুত হয়ে—সে-ই ভীম। আপনার—আমাদের পিতৃষ্বসা-পুত্র।'

'সে কি! তারা তো মৃত। বারণাবতে পুড়ে মরেছে।' বিহ্বল কণ্ঠে প্রশ্ন করেন বলদেব।

'বারণাবতের জতুগৃহে ওদের মৃত্যু ঘটেছে, এ কি আপনি সত্যিই বিশ্বাস করেছিলেন নাকি? অত সহজে ওদের বধ করা যাবে না। ঐ রকম সামান্য ইতর জীবের মতো অপঘাতে মৃত্যুর জন্য ওরা জন্মগ্রহণ করে নি।'...

'এ তুমি জানতে?' বলদেব প্রশ্ন করেন।

'জানতুম বৈ কি—ঐ চেয়ে দেখুন মহাধনুর্ধর কর্ণের দুরবস্থাটা।'

চুম্বক যেমন ক'রে লোহাকে আকর্ষণ করে, তেমনিই বোধ হয় অর্জুনও কর্ণকে আকর্ষণ করেছিলেন। অথবা ভেবেছিলেন সমরানভিজ্ঞ ব্রাহ্মণদের মধ্যে এই ধনুর্বীর ছাড়া তাঁর আক্রমণের যোগ্য আর কেউ নেই।...অবশ্য তাকেও যথেষ্ট বলে মনে করেন নি প্রথমটায়, একটু যেন অবহেলার সঙ্গেই ধনুতে শর-যোজনা করতে গিছলেন ; সুতরাং বিস্ময়টাই তাঁকে অধিকতর বিমূঢ় ক'রে দিল।

অর্জুনের সঙ্গে ধনুক ছিল না—ভিক্ষুক ব্রাহ্মণের বেশে এসেছেন—কিন্তু লক্ষ্যভেদের ধনুক তো পড়েই আছে, তিনি চোখের নিমেষে ধৃষ্টদ্যুম্নের তূণ থেকে কিছু শর সংগ্রহ ক'রে—কর্ণ ভালো ক'রে ধনুকটা বাগিয়ে ধরার আগেই তাঁর সেটাকে কেটে দু'খানা ক'রে দিলেন। কর্ণ আবারও তার অনুচরের কাছ থেকে একটি ধনু নিয়ে শরযোজনা করতে যাবেন, আবার সেই অবস্থা। কর্ণের এবার কিছু চৈতন্যোদয় হ'ল। তিনি বিস্মিত হয়ে প্রশ্ন করলেন, 'ব্রাহ্মণ, তুমি কে, সত্য ক'রে বল দেখি? আমার গুরু পরশুরাম এবং অর্জুন ছাড়া এমন আশ্চর্য ক্ষিপ্রতা তো আর কারও দেখি নি! এমন আশ্চর্য লক্ষ্যজ্ঞানও না।'

অর্জুন হেসে বললেন, 'আমি সামান্য লোক, এক ব্রাহ্মণের কাছেই আমার অস্ত্র-শিক্ষা। কিন্তু আপনি এতে বিস্মিত হবেন কেন, আপনার শস্ত্রপ্রয়োগের খ্যাতি তো ভারতবিখ্যাত। আপনি অন্য ধনু নিন, আমি কথা দিচ্ছি এবার আপনার ধনু অক্ষত থাকবে।'

'না, থাক্।' কর্ণ ঘাড় নাড়লেন, 'তোমার এ ঔদার্য তোমার শিক্ষারই উপযুক্ত। কিন্তু বোধ হয় ব্রাহ্মণের সঙ্গে স্পর্ধা প্রকাশ করতে যাওয়াই ভুল হয়েছে।'

এই বলে নিরাসক্ত দর্শকের মতো তিনি একটু দূরে সরে দাঁড়ালেন।

এদিকে ভীমও প্রলয় কাণ্ড বাধিয়ে তুলেছেন। দুর্যোধন তো আগেই কাবু হয়েছেন। তাঁর দুর্দশা দেখে শল্য এগিয়ে এসেছিলেন। তিনি প্রসিদ্ধ মল্লযোদ্ধা, অসুরের বল তাঁর দেহে—কিন্তু তাতেও সুবিধা হ'ল না—পর পর কয়েকবারই ভীম তাঁকে তুলে আছাড় মারলেন।

এবার—যে সব নৃপতির দল মহোৎসাহে 'মার মার' শব্দে তেড়ে এসেছিলেন, তাঁরা একটু থমকে দাঁড়ালেন।

তাঁদের যেন একটু একটু ক'রে সুবুদ্ধির উদয় হচ্ছে এবার। এই দুই ব্রাহ্মণ তরুণ যে সাধারণ ভিক্ষুক নন—তা বেশ বুঝেছেন ততক্ষণে। এখন কি ক'রে মানে মানে মিটিয়ে ফেলা যায় সেই চিন্তা, বিশেষ অন্য সব ব্রাহ্মণরা তাঁদের দুর্দশা দেখে যে বিদ্রূপ শুরু করেছেন, তার কোন উত্তর দেওয়া যাচ্ছে না, সেইটাই আরও অসহ্য হয়ে উঠেছে।

শ্রীকৃষ্ণ যেন এই মুহূর্তটিরই প্রতীক্ষা করছিলেন। শান্ত হয়েই দাঁড়িয়ে ছিলেন কিন্তু তাঁর আয়ত চোখ দুটি এই সাময়িক রণক্ষেত্রের সব ঘটনাই স্থিরভাবে লক্ষ্য করছিল। যেন বলদর্পী নৃপতিদের স্পর্ধা প্রকাশের এ পরিণাম তাঁর জানা ছিল, তাঁদের অধিকতর লাঞ্ছনা থেকে রক্ষা করবারই উপযুক্ত সময়টির অপেক্ষা করছিলেন তিনি। সে সময় সমুপস্থিত দেখে এবার তিনি ঐ ক্ষুদ্র রণাঙ্গনটির দিকেই এগিয়ে গেলেন।

এত অকস্মাৎ প্রস্তরবৎ স্থির মানুষটি সচল হয়ে উঠলেন যে সেটা লক্ষ্য করতেই কিছু সময় লাগল বলদেবের। সুতরাং কী উদ্দেশ্যে তিনি ঐ গোলমালের মধ্যে যাচ্ছেন তাও জানা গেল না। তবু, যদি ঐ যুদ্ধে যোগদানের জন্যেই গিয়ে থাকেন তবে তাঁকে সাহায্য করার জন্য ওঁরও যাওয়া উচিত বিবেচনা ক'রে দৃঢ় বজ্রমুষ্টিতে তাঁর গদাটি বাগিয়ে ধরলেন কিন্তু প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই বুঝলেন তার কোন প্রয়োজন নেই।

মদমত্ত করী বা উন্নতগ্রীব সিংহকে আগমনোদ্যত দেখলে মানুষ যেমন সভয়ে তাকে পথ ছেড়ে দু'পাশে সরে যায়—বলদেব দেখলেন প্রসন্নগম্ভীর মুখে বাসুদেবকে নিরস্ত্র নির্ভয়ে অগ্রসর হতে দেখে আহবী ও দর্শক উভয় দলই সসম্ভ্রমে পথ ছেড়ে দিচ্ছে।

শ্রীকৃষ্ণ সেই বিবদমান জনতার ঠিক মধ্যস্থলে এসে দুই হাত তুলে সকলকে নীরব নিরস্ত হ'তে ইঙ্গিত করলেন, তারপর প্রধানত রাজন্যবর্গকেই সম্বোধন ক'রে বললেন, 'হে ক্ষত্রিয় নৃপতিগণ, আপনারা দয়া ক'রে অস্ত্র সম্বরণ করুন। ব্রাহ্মণ অবধ্য, নিরস্ত্র ব্রাহ্মণদের সঙ্গে যুদ্ধ করা আপনাদের মতো শস্ত্রকৌশলী মহাবীরদের শোভাও পায় না। ক্ষত্রিয়দের ধর্ম যেমন সমযোদ্ধার সঙ্গে শক্তি পরীক্ষা করা, তেমনি আর একটি ধর্ম তথা প্রধান কর্তব্য হ'ল ব্রাহ্মণদের সর্বদা রক্ষা করা, তাদের তপস্যা ও জ্ঞানচর্চার বিঘ্ন-উৎপাদনকারীদের উৎপাত থেকে নিরাপদ রাখা। এ'রা আপনাদের উষ্মার যোগ্য নন। আর দেখুন—দ্রুপদের স্বয়ম্বর-শর্ত জেনেই আপনারা এই প্রতিযোগিতায় অবতীর্ণ হয়েছিলেন, এই যুবা সম্যকভাবে সেই শর্ত পালন করেই পণে

জয়লাভ করেছেন। কন্যাও যথাবিহিত এঁর গলায় মাল্য অর্পণ করেছেন। সে অন্যপূর্বা কন্যা নিয়েই বা আপনারা কি করবেন! আপনারা এখন যে ক্রোধ ও বিরক্তি প্রকাশ করছেন তা একেবারেই বালকোচিত হয়ে পড়ছে। আপনারা শান্ত হোন। এ যুবার পরিচয়ও তো আপনারা জানেন না। অজ্ঞাত-কুলশীল কারও সংগে যুদ্ধ করা কোন অভিষিক্ত নৃপতির যোগ্য নয়। ঐ দেখুন মহাধনুর্ধর কর্ণ—উনি শুধু মহাযোদ্ধাই নন, মহাবুদ্ধিমানও বটে—উনিও তো প্রথমটা আপনাদের নির্বন্ধে ও সাময়িক উত্তেজনায় আপনাদের সঙ্গে যোগ দিয়েছিলেন কিন্তু প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই এ আচরণের মূঢ়তা বুঝে প্রতিনিবৃত্ত হয়েছেন। আপনারাও মহামতি কর্ণর পন্থা অনুসরণ করুন—তাতে শ্রেয় লাভই হবে।'

নৃপতিরাও পশ্চাদপসরণের এই রকম একটা যথাসম্ভব সসম্ভ্রম পথই খুঁজছিলেন। এই দুই ব্রাহ্মণ যুবার যে বাহুবল ও শস্ত্রবলের নমুনা পেয়েছেন তার চেয়ে বেশী পাবার আকাঙ্ক্ষা আর নেই। বোধ করি গ্রহ বিরূপ—আজ তাঁদের অপমানিত হবারই দিন—কে জানে এখনও মানে মানে প্রতিনিবৃত্ত না হলে আরও কি অধিকতর দুর্ভোগ অদৃষ্টে আছে।

তাঁরা শ্রীকৃষ্ণের এই আবেদনে বেঁচে গেলেন, মহাবিজ্ঞের মতো পরস্পরকে সম্বোধন ক'রে বলতে লাগলেন, 'ওহে, যদুকুলশ্রেষ্ঠ বাসুদেব সংগত কথাই বলেছেন। অকারণে উত্তেজিত না হয়ে ওঁর পরামর্শে কর্ণপাত করাই উচিত। সত্যিই তো এ দুটি অর্বাচীনের তো পরিচয়ও আমরা জানি না—এদের সঙ্গে যুদ্ধ করা আমাদের একেবারেই অনুচিত কাজ হবে। পরিচয় পাই, তারপর উপযুক্ত সময়মতো এ ধৃষ্টতার প্রতিফল দিলেই হবে।'

ক্রোধের ও ক্ষোভের সমুদ্রে যে আক্ষেপ ও আবর্তের সৃষ্টি হয়েছিল, যে তরঙ্গ দেখা দিয়েছিল—একটু একটু ক'রে তা শান্ত ও স্বাভাবিক হয়ে এল ; ঈর্ষা ও লালসার বহ্নি বাস্তব যুক্তির বালুকানিক্ষেপে নির্বাপিত না হোক, আপাতত নির্ধূম বোধ হতে লাগল। রাজারা একে একে সক্ষোভ নিঃশ্বাস ফেলে নিজেদের বলদর্পের প্রতিফল পরিপাক করার চেষ্টা করতে করতে যে যার স্কন্ধাবার অভিমুখে যাত্রা করলেন।

নিঃশ্বাস ফেলে বাঁচলেন রাজা দ্রুপদও। একে তো কন্যা কোন্ ভিখারী ব্রাহ্মণের গলায় মালা দিল, তার কি ভবিষ্যৎ—সেই দুশ্চিন্তায় অস্থিরতার শেষ ছিল না—তার ওপর এই মহাহবের সূচনা দেখে তিনি আশঙ্কায় কাষ্ঠবৎ হয়ে নিঃশ্বাস রোধ ক'রে দাঁড়িয়ে ছিলেন এতক্ষণ। একবার কৌরবদের হাতে যে লাঞ্ছনা ঘটেছিল সে স্মৃতি মন থেকে আজও বিদূরিত হয় নি। বাসুদেব ধন্য, তিনি আজ মহাবিপদ থেকে পাঞ্চালরাজ্যকে রক্ষা করলেন।

এদিকে নিশ্চিন্ত হতে দ্রুপদ আবার তাঁর পূর্ব উৎকণ্ঠা ও দুশ্চিন্তায় ফিরে গেলেন। ধৃষ্টদ্যুম্নকে বললেন, 'তুমি যথাসম্ভব অলক্ষ্যে ঐ ব্রাহ্মণদের অনুসরণ করো। অন্যান্য চরদেরও সেই নির্দেশ দাও। কৃষ্ণাকে ওরা কোথায় নিয়ে গিয়ে তোলে—ওদের অবস্থা কি রকম—না জানা পর্যন্ত আমার স্বস্তি নেই।'

এই প্রচণ্ড কোলাহল—বহুলোকের উত্তেজিত কথোপকথন, বহুমুখী জনস্রোতের সংঘাত—এর মধ্যেই বাসুদেব এগিয়ে এসে অর্জুনের কাঁধে হাত রেখে মৃদুকণ্ঠে সম্বোধন করলেন, 'পার্থ!'

তারপর অর্জুন যৎপরোনাস্তি বিস্মিত হয়ে ফিরে তাকাতে তেমনি নিম্ন কণ্ঠে বললেন, 'আমি তোমার মাতুলপুত্র যদুবংশোদ্ভব বাসুদেব। আমি তোমাকে অনেকক্ষণই চিনেছি। তোমাকে দেখব বলে তোমার জন্যই স্বয়ম্বরে আসা আমার। তুমি বধূকে নিয়ে এগিয়ে যাও। আর্যা কুন্তীকে প্রণাম করতে আমি পরে যাচ্ছি।'

॥ ৬ ॥

যুধিষ্ঠির ঠিক এ অবস্থার জন্য প্রস্তুত ছিলেন না।

ক্ষুধা-তৃষ্ণা, এতক্ষণের উত্তেজনা-জনিত শ্রান্তি আর তাঁকে অবসন্ন ক'রে রাখতে পারল না ; এই নূতন সমস্যাটা তাঁর মস্তিষ্ককে সক্রিয় ও বিষম বিচলিত ক'রে তুলল।

ধর্মরক্ষার চিন্তা চিরদিনই তাঁর কাছে অগ্রগণ্য, ধর্ম তাঁর ঐহিক সকল ভোগ সকল অনুভূতির চেয়ে প্রিয়। আজও জীবনের প্রত্যক্ষ ও বাস্তব প্রয়োজনগুলির থেকে সেই চিন্তাই তাঁর কাছে প্রবল ও প্রধান হয়ে উঠল।

যিনি ধর্মকেই একান্তভাবে ধারণ ক'রে থাকেন—তাঁকে সদাসতর্ক থাকতে হয়, বহু বিবেচনা ক'রে জীবনের পথে চলতে হয়। হঠকারিতার পরিণাম প্রায়ই শুভ হয় না, অন্যায়ের দিকেই তার সহজগতি। যুধিষ্ঠির চিরদিনই —বাক্যে কার্যে চিন্তায় বিবেচনায়—সংযত, ধীর। সহসা কোন সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া তাঁর স্বভাববিরুদ্ধ। এজন্য বলশালী ক্রোধী মধ্যম পাণ্ডব মধ্যে-মধ্যেই অসহিষ্ণু হয়ে ওঠেন।—অগ্রজ সম্বন্ধে অশ্রদ্ধা প্রকাশের আশঙ্কা সত্ত্বেও সব সময়ে রসনা সম্বরণ করতে পারেন না।

আজও যুধিষ্ঠির মায়ের কথা শুনে কুটিরের দ্বারপ্রান্তেই স্তব্ধ প্রস্তরবৎ হয়ে দাঁড়িয়ে গেলেন। মাতা কুন্তী যা বললেন—বার বার সেই কথাগুলিই মনে মনে আবৃত্তি ক'রে যেন এই সমস্যার কুটিল গহনবর্ত্ম থেকে নিষ্ক্রান্ত হবার ছিদ্রপথ খুঁজতে লাগলেন।

কুন্তীও বিভ্রান্ত বিহ্বল হয়ে পড়েছেন। এ অবস্থা তাঁর কাছেও অভূতপূর্ব, তাই এ থেকে মুক্তির উপায়ও চিন্তা করতে পারছেন না।

পুত্রেরা স্বয়ম্বর সভায় গেছে তিনি জানতেন। তাই বলে সহায়সম্বলহীন অজিনাসনসম্বল চীরবল্কলধারী ভিক্ষুক-ব্রাহ্মণবেশী রাজপুত্ররা যে সেই স্বয়ম্বরের পণরক্ষা ক'রে দেবাংশজাতা জন্ম-কিশোরী অপরূপা কন্যাকে জয় ক'রে নিয়ে আসবে তা একবারও আশা করেন নি। আর তা করেন নি বলেই ভীমের সানন্দ-গম্ভীর বাক্যগুলির কোন বিশেষার্থ তাঁর কানে ধরা পড়ে নি। 'মা আমরা আজ কী ভিক্ষা এনেছি দেখুন'—এ কথাগুলিকে সহজ সরল ভাবেই গ্রহণ করেছেন।

ভিক্ষায় কিছু অভিনবত্ব আছে—তা ঐ একাক্ষর 'কী' শব্দে ও কণ্ঠের আনন্দ উচ্ছলতায় উপলব্ধি করলেও সে সম্বন্ধে অনুমান সুখাদ্য, সুমিষ্ট ফল বা মূল্যেবান বস্ত্রাদির পথ ধরেই চিন্তাকোষে প্রবেশ করেছিল। তাই বিনাদ্বিধায় কিছুমাত্র অগ্রপশ্চাৎ বিবেচনা না ক'রেই বলেছেন—'যা এনেছ তা সবাই মিলে ভোগ করো।'

বলতে বলতেই কুটিরের অভ্যন্তর থেকে বেরিয়ে এসেছেন পাণ্ডুমহিষী, দৃষ্টি পড়েছে শ্যামাঙ্গী অথচ অবর্ণনীয়া সুন্দরী কন্যার দিকে ; তার সর্বাঙ্গে মনিমাণিক্যের আভরণ, কণ্ঠের গুঞ্জামালা ও রক্তবর্ণ চেলাংশুকে রাজকন্যা বলে চিনতেও ভুল হয় নি। সঙ্গে সঙ্গেই থমকে দাঁড়িয়ে গেছেন, ললাটে করাঘাত করেছেন তিনি। নিজের নির্বুদ্ধিতা বা অবিমৃষ্যকারিতার পরিণাম থেকে রক্ষা পাবার জন্য যেন অস্থির ব্যাকুল হয়ে উঠে চারিদিকে তাকিয়ে দেখেছেন, চোখ পড়েছে ধীর স্থির প্রশান্তললাট জ্যেষ্ঠ পাণ্ডবের দিকে, দ্রৌপদীর হাত ধরে দ্রুত এগিয়ে এসে সকাতরে বলেছেন, 'বৎস, আমি না জেনে-বুঝে অন্যায় ক'রে ফেলেছি—এখন তুমি এর একটা প্রতিকার করো, আমার বা এই বধূর কোন পাপ না হয়। যাতে আমি অনুচিত বা মিথ্যা কথনের দায় থেকে এবং ইনি বহুচারিণীত্বের দোষ থেকে অব্যাহতি পান, সেইরকম একটা উপায় নির্দেশ করো।'

জননী কুন্তী যুধিষ্ঠিরের ওপর সমস্ত দায়িত্ব চাপিয়ে নিশ্চিন্ত হলেন। কিন্তু যুধিষ্ঠির কার ওপর সেটা চাপাবেন ? আশৈশব ধর্মাশ্রয়ী, ধর্মভীরু তিনি—সেজন্য অনেকে তাঁকে ধর্মরাজ, ধর্মপুত্র বলে। কেমন ক'রে ধর্ম-নির্দিষ্ট পথে এই উভয় সংকট উত্তীর্ণ হবেন, জটিল সমস্যার সমাধান করবেন—এই চিন্তায় তাঁর মতো স্থিতধী লোকও কিছুকালের জন্য যেন কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে পড়লেন।

অথচ বেশী বিলম্ব করারও অবসর নেই। তাই সম্পূর্ণ মনোমত সিদ্ধান্তে না পৌঁছতে পারলেও—আপাতত যেটাকে উচিত বলে মনে হ'ল তাই করলেন—অর্জুনের দিকে ফিরে বললেন, 'ফাল্গুনী, তুমি স্বয়ম্বরের পণ জিতে এই কন্যাকে লাভ করেছ, ধর্মত এ বধূ তোমারই। তুমি শাস্ত্রানু-সারে একে বিবাহ করো।'

অর্জুন লজ্জায় ঈষৎ মাথা নত ক'রে বললেন, 'তা কেমন ক'রে হয় ! আপনি ও মহাবাহু বৃকোদর আমার জ্যেষ্ঠ, আপনাদের বিবাহ না হলে আমি কেমন ক'রে বিবাহ করব ! আমি যদি আপনাদের আগে বিবাহ করি বা নকুল সহদেব আমাদের তিনজনের পূর্বে বিবাহ করে—তাহলে ধর্মে পতিত হতে হবে না কি ? আপনি দয়া করে এ নির্দেশ প্রত্যাহার করুন।'

ভীম—অনুজের কথা ভাল ক'রে শেষ হবার আগেই প্রায়—বলে উঠলেন, 'আর তাহলে মা'র আদেশ ? তাঁর বাক্য রক্ষার কি হবে ?'

যুধিষ্ঠির একটু বিস্মিত হলেন।

কথাগুলো তাঁর কানে কেমন যেন অস্বাভাবিক বোধ হ'ল। সুষম জীবন-বোধে কোথায় একটা ছন্দপতন ঘটছে। শব্দগুলো যেন একটা প্রবল আঘাত করল তাঁর শ্রুতিতে। আঘাত করল তাঁর মনকেও। অনভ্যস্ত, বেসুর বলে মনে হ'ল। মনে হ'ল এই ব্যগ্রতার মধ্যে প্রাকৃতজনের মতো কোথায় একটা স্থূল লোভ প্রকাশ পাচ্ছে।

তিনি বিস্মিত হয়ে মুখ তুলে তাকালেন। তিনি যে মুখ তুলে তাকিয়েছেন ভীম সে সম্বন্ধে অবহিত নন। ইতরজনের মতো সকলপ্রকার ভব্যতা ভুলে মুগ্ধ অপলক নেত্রে দ্রৌপদীর দিকে তাকিয়ে আছেন।

শুধু তাই নয়—এবার আরও একটি আঘাত লাগল তাঁর চোখে—অথবা বলা যায় একটি নবীন জ্ঞান লাভ হ'ল।

কারণ এবার অন্য ভ্রাতাদের দিকেও চেয়ে দেখলেন, এঁদের শিক্ষা ও মার্জিত আচরণ সম্বন্ধে অগাধ আস্থা তাঁর—কিন্তু দেখলেন, ওঁদেরও সেই অবস্থা। শুধু অর্জুন বাদে। অর্জুন সেই থেকে লজ্জাবনত অধোবদনে মাটির দিকে চেয়ে দাঁড়িয়ে আছেন।

আরও দেখলেন যুধিষ্ঠির।

দেখলেন, দ্রৌপদীও ইতিমধ্যে আপাতনত মুখের বক্রকটাক্ষে ক্রমান্বয়ে তাঁদের পাঁচ ভাইয়ের দিকে চেয়ে চেয়ে দেখছেন। তাঁর আলোল দৃষ্টিতে স্পষ্ট মুগ্ধতা। মুখে এক ধরনের ঈপ্সাতুর হাসি।

আর, এইবার আরও যে জ্ঞান বা অভিজ্ঞতা বাকী ছিল, সেটাও লাভ করলেন যুধিষ্ঠির।

অনুভব করলেন, তিনি নিজেও এই পদ্মপলাশাক্ষী ঘনকৃষ্ণবিপুলকেশা, দিব্যজ্যোতিঃসমন্বিতা কান্তিমতী কন্যাকে দেখে দেহে ও মনে একটা অননুভূতপূর্ব চাঞ্চল্য অনুভব করছেন ; সম্ভবত একেই আসক্তিজনিত উত্তেজনা বলে।

এক মুহূর্তের বেশি নয় অবশ্য।

সঙ্গে সঙ্গেই—প্রথমে কতকটা বলপূর্বক দৃষ্টি সম্বরণ ক'রে নিয়ে—যুধিষ্ঠির আবারও বিপন্ন মুখে মায়ের দিকে চাইলেন। যেন কি বলতে গিয়েও বলতে পারলেন না।

কথাটা মা'র মুখ থেকেই বেরিয়ে আসবে এই অবিশ্বাস্য আশায় প্রতীক্ষা ক'রে রইলেন।

যুধিষ্ঠির ও তাঁর বাকী চার ভ্রাতার এ বিড়ম্বনা এবং কিংকর্তব্যবিমূঢ়তা কতক্ষণ স্থায়ী হ'ত তা বলা কঠিন কিন্তু অকস্মাৎ সেই সামান্য কুম্ভকার-গৃহের সামনে রথচক্রের ঘর্ঘর শব্দ উঠতে—উচ্চাবচ কঠিন মৃত্তিকায় যেমন শব্দ ওঠে,—সাত জনই সচকিত, পাণ্ডবরা সন্ত্রস্ত হয়ে উঠলেন।

এ পথে রথ আসে না কখনই। পথই নেই এখানে। চারিদিকে শস্যক্ষেত্র, তার উপর দিয়েই বলিবর্দবাহিত দ্বিচক্রযান যাতায়াত করে মাত্র। এতদিন পাণ্ডবরা এখানে আছেন, কাউকে এখানে রথ চালনার চেষ্টাও করতে দেখেন নি।

সম্ভবত দ্রুপদই লোক পাঠিয়েছেন কন্যার তত্ত্ব নিতে। হয়ত বা ভিক্ষুক-গৃহে কন্যা কষ্ট না পায় সেই কারণে শয্যা ও অপরাপর বিলাসদ্রব্য পাঠিয়েছেন। কিংবা আশাহত নৃপতিদের দুষ্টবুদ্ধি পুনর্জাগ্রত হওয়াও একেবারে অসম্ভব নয়। ওখানে বহুলোকের মধ্যে যে অসুবিধা হয়েছিল, এখানে এই বিজনস্থানে সে অসুবিধার কারণ নেই, সেই সুযোগ নিতেই কেউ কেউ এসেছেন হয়ত।

ভীম চকিতে তাঁর গদার কথা স্মরণ করলেন, অর্জুন ক্ষিপ্রতার সঙ্গে কুটিরমধ্যে প্রবেশ ক'রে ধনুর্বাণ ও তূণীর সংগ্রহ ক'রে আনলেন!

কিন্তু দেখা গেল যা ভেবেছিলেন বা যাঁদের কথা ভেবেছিলেন তাঁরা কেউ নন। রথ থেকে যাঁরা নামলেন, পান্ডবদের অপরিচিত হলেও কুন্তী তাঁদের চেনেন। কিছু পূর্বে অর্জুনও তাঁদের পরিচয় পেয়েছেন।

শ্রীকৃষ্ণ ও বলদেব।

চিনতে পারলেও তখনই চেনাতে পারলেন না পাণ্ডুমহিষী। তিনি এতই বিস্মিত হয়েছিলেন যে কিছুকাল তাঁর মুখ দিয়ে কোন বাক্যস্ফূর্তি হ'ল না।

অবশ্য বাসুদেব তাঁর পরিচয় করানোর জন্য অপেক্ষাও করলেন না এগিয়ে এসে কুন্তীর পাদবন্দনা ক'রে যুধিষ্ঠিরের দিকে চেয়ে বললেন, 'আপনি আমাদের হয়ত এখনও ঠিক চিনতে পারেন নি, আমি আপনাদেরই আত্মীয়, আপনার মাতুলপুত্র। জননী পৃথা আমাদের পিতৃষ্বসা। আমি যাবদ বংশের বসুদেব-পুত্র শ্রীকৃষ্ণ, আর ইনি আমার অগ্রজ বলদেব।'

চিনতে পেরেছেন অবশ্য এঁরা সকলেই—তবে এ পরিচয়ে নয়।

এই দীপ্তিমান পুরুষটিই কিছু পূর্বে নিজের অসাধারণ ব্যক্তিত্ব ও বুদ্ধিচাতুর্যে এক বিপুল সংঘর্ষ নিবারণ করেছেন, অকারণ রক্তক্ষয় বন্ধ ক'রে এক বিষম বিপদ থেকে অব্যাহতি দিয়েছেন। বিপদ—সে সম্বন্ধে কোন সন্দেহের অবকাশ নেই। ভারতের প্রায় সর্বপ্রান্তের বীর নৃপতিরা একদিকে, অপরদিকে তাঁরা নিরস্ত্র পাঁচটি ভাই। তাঁরা যত বড় বীর ও রণকুশলই হোন—এ অসম যুদ্ধের পরিণাম কি হ'ত তা বলা কঠিন। সময় বুঝে এই ব্যক্তিটি যথাযথ বাক্যগুলি প্রয়োগ না করলে এই অশুভ সংঘটন বন্ধ হ'ত না। অন্তত চক্ষুলজ্জার খাতিরেও রাজারা সহসা নিবৃত্ত হতে পারতেন না। অবস্থা বুঝেই সেই লজ্জার দায় থেকে তাঁদের উদ্ধার ক'রে যুদ্ধ বন্ধ করেছেন ইনি।

তা হলেও—এই অসামান্য বুদ্ধিমান দূরদৃষ্টিসম্পন্ন কূটকৌশলী ব্যক্তিটি যে তাঁদের আত্মীয়—তা একবারও মনে করেন নি। কল্পনা এতদূর পৌঁছানো সম্ভব নয়।

তবু, এই মাত্র অল্পদিনের জীবনেই ভাগ্য তাঁদের নিয়ে এত বিচিত্র খেলা খেলেছেন, এত রকমের অবস্থা-বিপর্যয় ঘটেছে যে, তাঁরা সহজে আর বিস্ময়ে বিচলিত কি বিহ্বল হন না। বিস্মিত হলেও সে মনোভাব সত্বর দমন করতে পারেন। তাই যুধিষ্ঠির—বয়সের-হিসাব-সঠিক-না-জানায়-ঈষৎ দ্বিধাগ্রস্ত প্রণামেচ্ছায় আনত—বাসুদেবকে সবল আকর্ষণে আলিঙ্গনাবদ্ধ ক'রে প্রশ্ন করলেন, 'কিন্তু আপনারা আমাদের চিনলেন কেমন ক'রে? এ বাসস্থানের কথাই বা আপনাদের জানাল কে?'

শ্রীকৃষ্ণ তাঁর আলিঙ্গন থেকে মুক্ত হয়ে যথাবিহিত সম্ভাষণাদি সেরে হাসিমুখে উত্তর দিলেন 'প্রজ্বলন্ত বহ্নি কখনও গুপ্ত থাকে না, ভস্ম তাকে আবরিত করতে পারে না—অগ্নিতেও সে দগ্ধ হয় না। বারণাবতের সেই কৃত্রিম অগ্নির সাধ্য কি আপনাদের মতো সাক্ষাৎ পাবককে বিনষ্ট করে! আমি নিশ্চিত জানতাম যে আপনারা বেঁচে আছেন। আর, আজ স্বয়ম্বর সভাতেও আপনাদের চিনতে বিলম্ব হয়নি। পরদয়ানির্ভর জ্ঞানব্রতী ব্রাহ্মণদের মধ্যে আপনারা যে কত বেমানান তা আপনারা বোঝেন নি কিন্তু চক্ষুষ্মান অপর ব্যক্তিদের বুঝতে অসুবিধা হবে কেন?'

তারপর একটু থেমে, ঈষৎ কৌতুক-হাস্যের সঙ্গে বললেন, 'এখানের

পথের নির্দেশ ? আপনারা লক্ষ্য করেন নি, দ্রৌপদ ধৃষ্টদ্যুম্ন কয়েকটি চতুর সংবাদ সংগ্রাহক নিয়ে দূর থেকে আপনাদের অনুসরণ করেছে—সম্ভবত এই কাছেই কোথাও আত্মগোপন ক'রে থেকে আপনাদের গতিবিধি কার্যকলাপ লক্ষ্য করছে। তারা যে আপনাদের বাসস্থান দেখে যেতে—আপনারা কি অবস্থায় বাস করেন তা জানতে আসবে এ আমি পূর্বেই অনুমান করে-ছিলাম, তাই আমি তখনই আপনাদের অনুসরণ করার চেষ্টা না ক'রে—অকারণে প্রাকৃতজনের কৌতূহল বৃদ্ধি ক'রে লাভ কি ?—আমি ধৃষ্টদ্যুম্নর গতিবিধির দিকেই লক্ষ্য রেখেছিলাম, দূর থেকে তাকেই অনুসরণ করেছি—ফলে আপনাদের বাসস্থান খুঁজে বার করতে কিছুমাত্র অসুবিধা হয় নি। দূর থেকে আপনাদেরও দেখা গেছে—আপনারা পদব্রজে আসছিলেন তো—তাছাড়া আসতে আসতে অন্যান্য পথচারীদেরও আলাপ করতে শুনেছি—এই ভাগ্যবান ভিক্ষুকরা গ্রামের কুম্ভকার পল্লীতে থাকেন !'

প্রাপ্য যথাবিহিত প্রণামাশীর্বাদাদি, কুশল ও সৌজন্য বিনিময়ের পর যুধিষ্ঠির গৃহসংলগ্ন অলিন্দে অজিনাসন বিছিয়ে বাসুদেবের সমাদর ক'রে বসালেন। গৃহে কোন পক্কান্ন নেই, প্রভাতে স্বয়ম্বর সভায় যাত্রার পূর্বে যে ভিক্ষা মিলেছে তা এখনও তন্ডুলাকারেই আছে- এতকাল পরে ভ্রাতুষ্পুত্ররা এসেছে, কি দিয়ে তাদের আতিথ্য করবেন এই চিন্তায় আর্যা কুন্তী আকুল হয়ে উঠলেন।

কিন্তু বাসুদেব কাউকেই সে চিন্তার অবসর বিশেষ দিলেন না। একে-বারেই সরাসরি প্রশ্ন করলেন, 'আমরা যখন এসে পৌঁছলাম তখন আপনাদের সকলকেই খুব চিন্তাকুল বিব্রত দেখলাম—কেন, প্রশ্ন করতে পারি কি ? আপনারা কি নূতন কোন বৈরিতার আশংকা করছেন ?'

সহসা যুধিষ্ঠিরের মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল। তিনি যেন অন্ধকারে কূল দেখতে পেলেন। এই প্রশ্নকে দৈবপ্রভাবিত বলে বোধ হ'ল তাঁর।

তিনি বললেন, 'বাসুদেব, কিছু পূর্বে আপনার যে প্রজ্ঞা, দূরদৃষ্টি ও বুদ্ধি-কৌশলের পরিচয় পেয়েছি তাতে মনে হচ্ছে আপনি আজ ঈশ্বর-প্রেরিত হয়েই এখানে এসেছেন। সমস্যাটা আপনার কাছে বিবৃত ক'রে আপনার উপরই তার সমাধানের ভার ছেড়ে দিচ্ছি।'

বললেনও তিনি। আনুপূর্বিক—ভীমের উচ্ছ্বাস ও কুন্তীর উত্তর—দুই-ই।

তুচ্ছ সামান্য কথা—সাধারণ নির্দেশ—কিন্তু যাঁর মুখ থেকে বেরিয়েছে তিনি সামান্য নন। এঁদের জননী, রাজমহিষী, দেবানুগৃহীতা, দেবপ্রিয়া। অথচ এক্ষেত্রে সে নির্দেশ এঁরা পালনই বা করেন কি ক'রে ? কন্যার বহুচারিণীত্ব এবং এঁদের ব্যাভিচারের দোষ হবে না কি ?

শ্রীকৃষ্ণ তাঁর অভ্যস্ত রহস্যময় হাসিতে মুখ রঞ্জিত ক'রে বললেন, 'আমি সেই কথা বলতেই আজ এখানে এসেছি। মহারাজ, আপনি ধর্মজ্ঞ ধর্ম-পরায়ণ, ন্যায়নীতি সম্বন্ধে জ্ঞান আপনার সহজাত বর্মের মতো। শাস্ত্রমতে এ সমস্যার মীমাংসা অতি সরল। এই ধরনের কোন বাক্য অজ্ঞাত বা অজ্ঞানতা-প্রসূত নিঃসৃত হলে—যিনি বলেছেন তিনি কি ভেবে কি উদ্দেশ্যে বা কী পরিপ্রেক্ষিতে বলেছেন—সেটাই আগে বিবেচনা করা উচিত। বাক্যের শব্দার্থের থেকে বক্তার বক্তব্য বা উদ্দেশ্যই সমধিক সত্য—বিচারক সেটাই

বিবেচনা করবেন সর্বাগ্রে—এ-ই হ'ল ন্যায়শাস্ত্রের, বিশেষ রাজধর্মশাস্ত্রের বিধান। আর্যা পৃথা খাদ্য ভেবেই ভাগ ক'রে নিতে বলেছেন—মানুষ জেনে কি ভেবে বলেন নি। সুতরাং সে রকম কোন বাধ্যবাধকতা এখানে প্রযোজ্য নয়। কিন্তু আমি বলি কি. আমার অনুরোধ—আপনারা তাঁর আদেশ আক্ষরিক অর্থেই পালন করুন, আপনারা পাঁচজনই দ্রুপদ-তনয়াকে বিবাহ করুন।'

'সে কি! তাও কি সম্ভব! এক নারীর পঞ্চস্বামী!...সে নারী ভ্রষ্টা. বারাঙ্গনা বলে গণ্য হবেন না? আর আমরাও কি অধর্মাচারী বলে প্রমাণিত হবো না!'

যুধিষ্ঠির যেন বিমূঢ় হয়ে পড়েন।

'দেখুন মহারাজ, আপনাদের আচরণে যদি সংযম ও নিয়মের বন্ধন থাকে, তাহলে কিছুতেই কেউ আপনাদের ভ্রষ্টাচারী বা ব্যভিচারী বলতে পারবে না। আপনারা যদি পর পর পাঁচ দিনে পাঁচ জন এই কন্যার পাণিগ্রহণ করেন—পাঁচ দিন পাঁচ জনে বাসর যাপন করেন এবং নিয়ম করেন যে অতঃপর এই বধূ এক বৎসর ক'রে এক স্বামীর সঙ্গে বসবাস করবেন এবং সেই সময়টুকুতে কেবলমাত্র তাঁকেই মনে-প্রাণে স্বামী বলে জানবেন—অপরকে সেই সম্পর্ক ধরে ভাশুর বা দেবর রূপে চিন্তা করবেন—তাহলে এটাকে বিচিত্র এবং এই সমাজের অঘটিতপূর্ব ঘটনা বলে জানলেও—কারণ অন্য কোন কোন সমাজে এক নারীর বহুপতির অস্তিত্ব বিরল নয়—আপনাদের দোষ দিতে বা পঞ্চপতির কারণে কুরুকুলরাজ্ঞীকে বারাঙ্গনা বলতে পারবে না।...আমি যতদূর জানি—পরম তত্ত্বজ্ঞ ব্যাসদেবও আপনাদের এই পরামর্শ দিতেই এখানে আসছেন।'

তারপর, কিছুকাল মৌন থেকে. ঈষৎ গাঢ়কণ্ঠে বললেন. 'মহারাজ, আমি জানি এই অধর্মকলুষিত ও যথেচ্ছাচারনিপীড়িত দেশে ধর্মরাজ্য স্থাপনের জন্যই আপনাদের জন্ম হয়েছে। অনেক দিনের অনেক পাপ অনেক আবর্জনা জমেছে আমাদের জাতীয় জীবনে। রাজারা যে প্রজাদের ন্যাসরক্ষক মাত্র, ধর্মানুসারে দুষ্টকে দমন ও শিষ্টকে রক্ষা করার জন্যই তাঁরা ঈশ্বরাদিষ্ট কর্মচারী হিসাবে নিযুক্ত হয়ে থাকেন -এ কথা আজ আর কারও মনে নেই। ...আপনারা জাতি তথা দেশকে আবার নতুন ক'রে সেই সত্যটা শিক্ষা দেবেন —এইটেই আপনাদের সবচেয়ে বড় কর্তব্য ও দায়িত্ব। যা কিছু রাজার বা রাজশক্তির তা সবই পাঁচজনের—রাজার নিজস্ব কিছু থাকতে নেই—এই মহান সত্যের প্রতীক হিসাবে আদর্শ ও দৃষ্টান্ত স্বরূপই আপনারা এক মহিষীকে পাঁচ ভাই ভোগ করুন. আর এই আদর্শ থেকেই জনসাধারণ শিক্ষালাভ করুক যে. এ সংসারে নিজস্ব বলে কিছু আশা করা উচিত নয়। জনতাই নারায়ণ. জনতাই ঈশ্বর. তাদের বাণীই ভগবানের বাণী। যা কিছু শক্তি তাও যেমন পাঁচজনের—তেমনি যা কিছু ভোগ্য তাও সকলে মিলেই ভোগ করবেন--এই আদর্শ বিস্তারই যেন আপনাদের কাজ হয়।'

বাসুদেবের বলা শেষ হ'লে কিছুক্ষণের জন্য এক অখণ্ড নীরবতা নামে সেখানে। সেই দিবা তৃতীয় প্রহরেও যেন থমথম করতে থাকে চারিদিক। অনেকক্ষণ পরে বিহ্বলকণ্ঠে যুধিষ্ঠির বলেন. 'কিন্তু এসব কথা আপনি কাকে বলছেন. মহারাজ বলেই বা সম্বোধন করছেন কাকে? আমরা তো শুধু

রাজ্যহীনই নই—গৃহহীন, পথের ভিক্ষুক। এ উপদেশ আমাদের কি কাজে লাগবে ?'

'আপনি ন্যায়ত ধর্মত কুরুকুলপতি, রাজা। ধর্মরাজ্য স্থাপনের জন্যই চিহ্নিত আপনারা। এ দুর্দশা আপনাদের থাকবে না। সাধারণ দরিদ্র মানুষ কী ক'রে দিন যাপন করে, কী এবং কত নিপীড়ন তাদের সহ্য করতে হয়—তাদের সুখ-দুঃখ বিপদ-দুশ্চিন্তা সম্বন্ধে অভিজ্ঞতা অর্জনের জন্যই বিধাতা বোধ হয় আপনাদের এই অবস্থায় ফেলেছেন। এ ভালই হ'ল, রাজ্য পরিচালনা করতে গেলে এ অভিজ্ঞতা বিশেষ প্রয়োজন। বক-রাক্ষস-কাহিনীও আমার কানে পৌঁচেছে—স্বেচ্ছায় এক-একজনকে যেতে হ'ত খাদ্য হিসাবে—এখন বুঝছি তাকে বধ করাও ভীমসেনেরই কাজ, শুধু রাজশক্তি বা ক্ষাত্রশক্তিই নয়—বর্বর পশুশক্তি, দানবীয় বল যেটা—সেটাও কি নিষ্ঠুর অত্যাচার করে—আর অসহায় জনসাধারণ কেমন ক'রে সেটা মেনে নিতে বাধ্য হয়—এই একটা দৃষ্টান্তেই কি তা স্পষ্ট হয় নি ?'

তারপর উঠে দাঁড়িয়ে—ধনঞ্জয় অর্জুনের কাছে এসে তাঁকে গাঢ় আলিঙ্গনে আবদ্ধ ক'রে বললেন, 'কিন্তু তুমি শুধু আমার ভাই কি আত্মীয় মাত্র নও, তার চেয়ে অনেক বেশী—আজ থেকে আমরা পরস্পরের বন্ধু, অভিন্নাত্মা। পরস্পরের সুখদুঃখ চিন্তাকল্পনার অংশভাগী। ব্যাসদেব বলেন পুরাকালে নর ও নারায়ণ নামে দুই একাত্মা বন্ধু, হিমালয়ের বদরিকাশ্রমে তপস্যা ক'রে দেহত্যাগ করেছিলেন—আমরা দুজন সেই তাঁদেরই নবকলেবরধারী আত্মা। সত্য-মিথ্যা জানি না, তবে এটা ঠিক যে তপস্যায় নর বা মানুষ ভগবানের কাছে পৌঁছতে পারে, তার সঙ্গে একাত্ম হয়ে যায়। মানুষ উপরে ওঠার চেষ্টা করলে ঈশ্বর তার কাছে নেমে আসেন—আর সেই নর ও নারায়ণ, মানুষ ও ঈশ্বরের শক্তি একত্র হলে তবেই অসুরশক্তির বিনাশ সম্ভব হয়। আমরা হয়ত সেই দুই ঋষির আত্মা, হয়ত সে আত্মা পরমাত্মায় লয় পেয়েছে—আমরা সেই ঐতিহ্য ও তপোবল বহন ক'রে এসেছি পরমাত্মার ইচ্ছাতেই। এসব গূঢ় তত্ত্ব, এর সব কথা বুঝি না—এইটুকু শুধু বুঝি, বহুদিন—যেন বহু যুগ বহু জন্মান্তর ধরে আমি তোমারই পথ চেয়ে আছি। তোমার সান্নিধ্য, তোমার সাহচর্যের জন্য লুব্ধ, তোমার শক্তির ভিক্ষুক। হে পার্থ, হে বিষ্ণু, তুমি আমার সেই ঐকান্তিক কামনা পূর্ণ করো। তুমি আমার বন্ধু হও !'
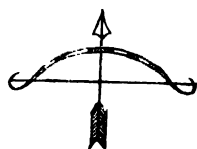
ধনঞ্জয় তাঁর নবলব্ধ অভিন্নাত্মা এই বন্ধুটিকে যেন ঠিক বুঝে উঠতে পারেন না, তাঁর মনের চিন্তারও তল পান না।

অনেক করেছেন বাসুদেব—তাঁদের এই রাজ্যপ্রাপ্তিতে, এটা অনস্বীকার্য। শ্রীকৃষ্ণর স্থিরবুদ্ধি ও অসামান্য রাজনৈতিক প্রজ্ঞা ছাড়া বোধ হয় সম্ভবই

হ'ত না। পাঞ্চালরাজ জামাতাদের ভবিষ্যতের জন্য উদ্বিগ্ন হয়ে চতুরতম চর প্রেরণ করেছিলেন হস্তিনায়। তারা পৃথক পৃথক বার্তা বহন ক'রে আনলেও মোট কথাটা মিলে গেছে। তাতেই মনে হয় সত্য সংবাদই এনেছে তারা—কল্পিত কাহিনী ফেঁদে বসে নি।

কুরুবংশের সিংহাসন জ্যেষ্ঠ হিসাবে ধৃতরাষ্ট্রেরই প্রাপ্য কিন্তু তিনি জন্মান্ধ বলেই তা পান নি। পাণ্ডু রাজা হলেও ভগ্নস্বাস্থ্য নিবন্ধন দীর্ঘদিন রাজধানী থেকে দূরে পার্বত্য অঞ্চলে বাস করেছেন এঁদের চিরকুমার জ্যেষ্ঠতাত মহাত্মা ভীষ্মকে রাজ্যচালনার ভার দিয়ে। ফলে পাণ্ডুর অকাল মৃত্যুতে নাবালক ছেলেরা রাজধানী হস্তিনায় এলেন রাজার মর্যাদায় নয় —পাণ্ডু-তনয় যুধিষ্ঠির এই পুরুষের জ্যেষ্ঠ এবং পাণ্ডুর প্রথম পুত্র, সঠিক বিচারে তাঁরই সিংহাসন আরোহণ করার কথা—নিতান্ত পরান্নজীবী আশ্রিত অনাথের মতোই।

তবু তাতেও ধার্তরাষ্ট্রদের ঈর্ষাগ্নি থেকে এঁদের অব্যাহতি মিলল না। কারণ এঁরা যে ন্যায়ত এ-রাজ্যের অধিকারী শুধু তাই নন, বিদ্যায় বুদ্ধিতে শারীরিক বলে শাসক হিসাবে যোগ্যতর। বাল্যে ভীমের উপরই জ্ঞাতি ভ্রাতাদের আক্রোশ বেশি ছিল, কারণ ভীমের অপরিমাণ দৈহিক বল—তাঁরা ওঁকে সেই বয়সেই বিষপ্রয়োগে হত্যা করার চেষ্টা করেন, দৈব সহায় বলে কোনমতে তিনি রক্ষা পান। তারপর অস্ত্রশিক্ষা সমাপ্ত হলে যখন পরীক্ষার ফলে প্রমাণিত হ'ল অর্জুনই ওঁদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ যোদ্ধা ও শ্রেষ্ঠ ধানুকী— তখন কৌরবরা এক চরম ষড়যন্ত্রে প্রবৃত্ত হলেন। বারাণাবত নামে এক গণ্ড-গ্রামে দাহ্য পদার্থে প্রস্তুত প্রাসাদ নির্মাণ করিয়ে পাণ্ডবদের সেখানে পাঠিয়ে দিলেন—একত্রে থাকলে কলহ দ্বেষ বৃদ্ধি পাবে এই যুক্তি দেখিয়ে। সঙ্গে পুরোচন বলে এক কর্মচারী দিলেন, তাকে প্রচুর পুরস্কারের অংগীকারে প্রলুব্ধ করা হ'ল—সে সুযোগমতো ঐ প্রাসাদে অগ্নিসংযোগ ক'রে এঁদের পুড়িয়ে মারবে।

কিন্তু পাণ্ডব কৌরবদের এক দাসী-গর্ভজাত খুল্লতাত ছিলেন, বিদুর— তিনি ধর্মপরায়ণ ও প্রাজ্ঞ। তিনি এ ষড়যন্ত্রের পূর্ণ সংবাদ রাখতেন। তিনিই যাত্রার প্রাক্‌কালে এঁদের সে সম্বন্ধে সচেতন ক'রে দিলেন, মাটিতে সুড়ংগ কাটবার জন্য গোপনে একটি বিশ্বস্ত লোকও পাঠালেন। উদ্দেশ্যটা পাছে স্পষ্ট হয়ে ওঠে এই আশংকায় পুরোচন কিছু কালহরণ করছিলেন, এঁরা তার পূর্বে নিজেরাই জতুগৃহে অগ্নিসংযোগ ক'রে সুড়ংগপথে বহুদূরে অরণ্যে পলায়ন করলেন। তার আগে আরও একটি বুদ্ধির কাজ করেন এঁরা। এক নিষাদী ও তার পঞ্চপুত্রকে যাত্রার পূর্বদিন আমন্ত্রণ ক'রে প্রচুর ভোজন করান। সেই সঙ্গে [illegible]ঠ সুরাপানেরও আয়োজন ছিল, ফলে সন্ধ্যার দিকে তারা অচেতন [illegible]লে। জতুগৃহের ভস্মাবশেষ থেকে এদের অস্থি দেখেই কৌরবরা [illegible]ন্ত হলেন যে পঞ্চপাণ্ডবের অপঘাত মৃত্যু ঘটেছে। সেই সঙ্গে পুরোচনও দগ্ধ হওয়ায় অন্যরূপ সাক্ষ্য দেবার কেউ ছিল না। সুতরাং এ সিদ্ধান্তে সন্দেহের অবকাশ রইল না।

সেইদিন থেকে কৌরবদের ভয়ে এঁরা ভিক্ষান্নজীবী ব্রাহ্মণের ছদ্মবেশেই ঘুরে বেড়াচ্ছিলেন—পরিচয় দিয়ে সিংহাসন দাবি করার চেষ্টা করেন নি। কারণ রাজক্ষমতা কোষাগার সবই কৌরবদের হাতে, এঁরা একান্ত সহায়-

সম্বলহীন—সে দাবি প্রতিষ্ঠিত করতে গেলে সঙ্গে সঙ্গেই বোধ হয় নিহত হতেন।

বস্তুত এখনও ধৃতরাষ্ট্রের ইচ্ছা ছিল না এঁদের কোন কিছু দেবার—দুর্যোধন, কর্ণ প্রভৃতির তো ছিলই না। রাজ্যের অধিকার তো দূরের কথা—ওঁদের অস্তিত্বকে স্বীকার করারই ইচ্ছা ছিল না তাঁদের। পঞ্চপাণ্ডব পুড়ে মরেছে—এই প্রচলিত ধারণাকেই প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছিলেন তাঁরা। নিহাৎ পাঞ্চাল ও যাদবরা নির্দ্বিধ আকুণ্ঠ স্বীকৃতি দিতেই অসুবিধায় পড়ে গেলেন। ঈর্ষা ও হতাশা—দ্রৌপদী এদের অধিকারে আসাতে ঈর্ষা এবং বার বার চেষ্টা সত্ত্বেও পাণ্ডবদের বিনষ্ট করতে না পারার হতাশা—এই দুই অনুভূতি মিলিয়ে উন্মত্তবৎ দুর্যোধন নানারকম ছেলেমানুষী প্রস্তাব করেছিলেন, বলেছিলেন, পাঞ্চালরাজকে প্রচুর অর্থ দিয়ে বশীভূত করব—যাতে তারা পাণ্ডবদের লোকবল বা অর্থবলে সাহায্য না করে, তাদের যেন ত্যাগ করে বা পাঞ্চালেই বন্দী ক'রে রাখে—তারপর সেই সুযোগে সসৈন্যে ওদের আক্রমণ ক'রে ওদের পরাভূত ও নিহত করব।

যারা সর্বাধিক বিদ্বেষের পাত্র, যারা বার বার নিজেদের শৌর্য বীর্য ও অন্যান্য গুণাবলীর আধিক্য দ্বারা ওঁদের ক্ষত্রিয় সমাজে, রাজন্য সমাজে ছোট ক'রে দিয়েছে—তারাই আবার এসে এই পাঞ্চাল স্বয়ম্বর সভায় আরও একবার ওঁদের মুখে—ওঁর মুখে কালি লেপে দিল—এ জ্বালা কিছুতেই ভুলতে পারছিলেন না দুর্যোধন, একরকম প্রলাপ বকতে শুরু ক'রে দিয়েছিলেন।

একবার বলেন বন্ধুবেশী কপট হিতাকাঙ্ক্ষী চতুর চর প্রেরণ ক'রে পাণ্ডবদের মধ্যে ভেদ জন্মাবেন—যাতে তারা পরস্পরের সঙ্গে মারামারি ক'রে নিজেরাই নিহত হয় ; আবার কখনও বলেন, গোপনে গুপ্তঘাতক পাঠিয়ে ভীমকে হত্যা করবেন তাহলেই পাণ্ডবদের মন ভেঙে যাবে, তারা আত্মহত্যা করবে কিংবা প্রব্রজ্যা গ্রহণ করবে।...কিছুই স্থির করতে পারেন না—শুধু শলাকা-উত্তেজিত পিঞ্জরাবদ্ধ ব্যাঘ্রের মতো গর্জন করেন আর অস্থির হয়ে পাদচারণা করেন।

কর্ণ অবশ্য—যথেষ্ট কারণ থাকা সত্ত্বেও—অতটা অস্থির কি বিচলিত হন নি, অগ্রপশ্চাৎ জ্ঞান হারিয়ে বসেন নি। দ্বিবিধ অপমানের জ্বালায় তাঁরই ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠার কথা—কিন্তু তিনি কোন অযৌক্তিক প্রস্তাব করেন নি বরং মৃদু ভর্ৎসনাই করেছিলেন বন্ধু দুর্যোধনকে, এই সব বালকোচিত অবাস্তব প্রস্তাবের জন্য।

তিনি বলেছিলেন যে, 'সেই কৌরবহস্তে লাঞ্ছিত হবার পর থেকে আজ পর্যন্তও পাঞ্চালরা যথেষ্ট বলশালী হয়ে উঠতে পারে নি ; বাসুদেব যে যাদববাহিনী এনে ফেলবেন তাতেও বহু বিলম্ব ; বিপুল কোন বাহিনী কয়েক দিনের মধ্যে এনে ফেলা যায় না—বিশেষ মৎস্য প্রভৃতি রাজ্যের মধ্য দিয়ে আসতে হবে, তাঁদের অনুমতি চাই, আনুকূল্য চাই—নইলে রসদ বা অশ্ববলদ প্রভৃতির খাদ্য সংগ্রহ হবে না ; অর্থাৎ পাণ্ডবদের প্রস্তুত হয়ে নিতে এখনও ছ'সাত মাস দেরি লাগবে। আমরা পাঞ্চালদের কাছাকাছি আছি, আমাদের বাহিনীও প্রস্তুত—আমরা যদি ঝটিকার মতো গিয়ে পড়তে পারি,

অবশ্যই ওদের পরাভূত ও বন্দী করতে পারব। আমার মনে হয় সেই চেষ্টাই করা উচিত।'

এ পরামর্শ ধৃতরাষ্ট্রের মন্দ লাগে নি। তিনিও হয়ত সেই মতই সমর্থন করতেন, যদি না দেখা যেত বাসুদেবের দূরদৃষ্টি অনেক বেশী। তিনি প্রচার ক'রে দিলেন যে পাণ্ডবদের পক্ষে বরযাত্রী হিসাবে উৎসবসঙ্গীর না অভাব হয়—সেই জন্য তিনি বহপূর্বেই সাত্যকি, কৃতবর্মা, বভ্রু প্রভৃতি যাদব বীরদের সসৈন্য ও সপার্ষদ আসতে বলেছেন, সেই সঙ্গে পাণ্ডবদের জন্য প্রচুর ধনরত্নাদি এবং তাঁদের আসন্ন সৈন্য-বাহিনীর উপযুক্ত অশ্বাদিও।

এই সংবাদটার জন্য ধৃতরাষ্ট্র বা কর্ণ ঠিক প্রস্তুত ছিলেন না। এদিকেও দেখা গেল কৌরবদের পক্ষে যাঁরা অজেয় এবং দুর্ধর্ষ, সেই কুরুপিতামহ ভীষ্ম ও দ্রোণ—এঁরা কেউ পাণ্ডবদের বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করতে সম্মত নন। ক্ষত্তা বিদুর তো ননই। চিরদিনই পাণ্ডবরা তাদের বিনত সশ্রদ্ধ আচরণের জন্য বিদুরের প্রিয়, সেই জন্যই আরও দুর্যোধন কর্ণ প্রভৃতি বিদুরকে দু'চক্ষে দেখতে পারেন না, ধৃতরাষ্ট্রও যে সর্বদা তাঁর পরামর্শ মেনে চলেন তাও না—তবু কে জানে কেন, ধৃতরাষ্ট্রের ওপর তাঁর অনেকখানি প্রভাব আছে—ঘোর পাতকীর ওপর বিবেকের একটা অদৃশ্য প্রচ্ছন্ন প্রভাবের মতো।

এঁদের সকলেরই মত—পাণ্ডুতনয়দের উপর যথেষ্ট অবিচার করা হয়েছে, বিশেষ এই জতুগৃহ নির্মাণ ক'রে তাদের হত্যা করার ষড়যন্ত্র প্রকাশ হয়ে পড়ার পর এঁরা কেউ জনসমাজে মুখ দেখাতে পারছিলেন না. এখন আবার যদি তাঁদের প্রতি অন্যায় আচরণ করা হয় তো সমগ্র বিশ্বে ধিক্কারের ঝড় উঠবে। তার চেয়ে মনে যা-ই থাক ওঁদের—সসম্মানে সসমাদরে তাঁদের অভ্যর্থনা জ্ঞাপনই হচ্ছে বুদ্ধিমানের কাজ। আর, পাণ্ডবদের শৌর্য ও বীর্যের কিছু নমুনা তো এঁরা পেয়েছেন—যদিই এঁদের হিসাব সব ওলট-পালট হয়ে যায়, পাণ্ডবদের পরাস্ত করতে না পারেন, তাহলে যথাসর্বস্বই যাবে এঁদের। তার চেয়ে বুদ্ধিমানের মতো অর্ধেক বা অর্ধেকের কাছাকাছি দিয়ে তাদের সঙ্গে একটা মিটমাট ক'রে নিন।

সেটাই সমীচীন বুঝেছিলেন ধৃতরাষ্ট্রও। বিদুরকে দূত স্বরূপ পাঞ্চালে পাঠিয়ে ডাকিয়েও এনেছিলেন ভ্রাতুষ্পুত্রদের। তাদের আদর আপ্যায়ন পান-ভোজনেরও কোন ত্রুটি হয় নি। উৎকৃষ্ট বস্ত্রাদি এবং নবোঢ়া স্নুষার জন্য অলঙ্কারের ব্যবস্থাও হয়েছিল। এমন কি শেষ মুহূর্তে শ্রীকৃষ্ণর প্রাণপণ চেষ্টায় পাণ্ডবদের জন্য যে একটি রক্ষীবাহিনী সংগৃহীত হয়েছিল—প্রস্তুত না থাকলেও, তাদের অভ্যর্থনা বাসস্থান আহার্য—এবং অশ্ব ও বৃষাদির পরিচর্যার কোন অভাব ঘটে নি।

অবশ্যই অন্ধরাজা অর্ধেক দিতে চান নি। যেটুকু ভূখণ্ড এদের জন্য চিহ্নিত ক'রে দিয়েছিলেন, তাকে অন্ধ ছাড়া অপর কেউ কুরু-রাজ্যের অর্ধেক বলবে না। একটা নগর পর্যন্ত দিতে সম্মত হন নি—অম্লান বদনে বলেছিলেন, 'ঐ খাণ্ডবপ্রস্থ পড়ে আছে, ঐখানেই তোমরা জনপদ বসিয়ে রাজধানী ক'রে নাও।'

এই অবিচারে ভীম অত্যন্ত উষ্ণ হয়ে উঠেছিলেন, অর্জুন পর্যন্ত আত্মদমন করতে পারেন নি, তাঁর উষ্মা স্পষ্ট হয়ে উঠেছিল মুখের রেখায়—সে-সময়ও শ্রীকৃষ্ণই এসে শান্ত করেন ওঁদের। বুঝিয়ে দেন যে, এ ভালই

হ'ল—প্রতিষ্ঠিত জনপদ বা নগরীতে রাজধানী স্থাপন করতে গেলে পদে পদে অসুবিধা ; তার চেয়ে পতিত জমিই ভাল—ইচ্ছামতো, নিজেদের পরিকল্পনা-মতো—সব চেয়ে বড় কথা প্রয়োজন ও সুবিধা-মতো নগরীর পত্তন গঠন করা যায়। কোথায় কোন্ গৃহ বা মণ্ডপ, কোথায় রত্নাগার, কোথায় শস্ত্রাগার, কোথায় শস্যভাণ্ডার নির্মিত হবে—সেটা নিজেদের সুবিধামতো নির্বাচন করার স্বাধীনতা—অনেক বেশী সুবিধাজনক।

আরও বলেছিলেন বাসুদেব, 'রাজ্যের আয়তনের ওপর শক্তি-সামর্থ্য বা বিত্ত নির্ভর করে না। যে দেশে আত্মোন্নতির সুযোগ পায় সেই দেশেই অধিক সংখ্যক প্রজা এসে বসতি স্থাপন করে। শিল্পবাণিজ্যের ওপরই রাজ্যের সমৃদ্ধি নির্ভর করে। রাজা যদি তার অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি করতে পারেন তাহলে আয়তনে বৃহত্তর রাজ্যগুলির থেকে প্রভাবে ও প্রতিপত্তিতে এই ক্ষুদ্র রাজ্যই অগ্রগণ্য হয়ে উঠতে পারবে। দুর্যোধনরা ভুল করল, এ রাজ্য এমনিতেই এত জনবহুল—এখানে প্রজাদের উন্নতির আশা কম। বরং তোমরা রাজ্য পত্তন করলে দেখবে উদ্যমশীল পরিশ্রমী প্রজারা এদেশ ত্যাগ ক'রে তোমাদের রাজ্যেই যাবে।'

আরও অনেক উপকার করেছেন শ্রীকৃষ্ণ।

খাণ্ডবপ্রস্থ নামে যে জায়গাটি ওঁদের জন্য নির্দিষ্ট করেছিলেন ওঁদের জ্যেষ্ঠতাত—তাকে পার্বত্যদেশ বলাই উচিত। খুব উঁচু কোন পাহাড় না থাকলেও সেখানে মাটির থেকে পর্বতশিলাই বেশী। বৃক্ষবিরল—সজীবতা বলতে কণ্টকগুল্ম শুধু। ক্বচিৎ কোথাও সামান্য একটু মাটি পেয়ে দু'একটি গাছ মাথা তুলেছে। পার্বত্যদেশ বলাও হয়ত ভুল—প্রস্তরময় দেশ বললেই কতকটা ঠিক বর্ণনা হয়।

নক্সা প্রভৃতি দেখে যে স্থানটিতে ওঁরা রাজধানী পত্তনের পরিকল্পনা করেছিলেন সেখানে যাওয়ার পথও তেমনি দুর্গম। বস্তুত কোন পথই ছিল না। নিবিড় অরণ্যের মধ্য দিয়ে পথ কেটে যাওয়া। অসংখ্য শ্বাপদসঙ্কুল সেই ঘোর অরণ্যে কোন পরিচিত ফলের গাছ পর্যন্ত নেই, নেই সুপেয় জলের প্রাচুর্য। বাসুদেব পূর্বেই এর জন্য প্রস্তুত হয়েছিলেন। আগে গাছ কেটে পথ তৈরী করবে, স্থানে স্থানে নৈশ বিশ্রামের জন্য সাময়িক স্কন্ধাবার ফেলবে—গো মহিষ অশ্ব ও অশ্বতরাদির সেবা ও তাদের আহার্যের ব্যবস্থা করবে—সে-সব লোক বেছে বেছে আগেই নিযুক্ত করা হয়েছিল। সুবৃহৎ গোশকটে পানীয় জল সঙ্গে নেওয়া হয়েছে। এছাড়া স্থপতি, গৃহনির্মাণ-কর্মী ও শ্রমিকদের একটি বিরাট দলও সঙ্গে নিয়েছিলেন। উনি নিজে এদের সঙ্গে সঙ্গে সেই কণ্টকর পথে এসেছেন বরাবর। রথে যাওয়া কঠিন, অশ্বারূঢ় হয়েই আসতে হয়েছে।

তার পরও—এখানে নগরীর নক্সা প্রস্তুত, উপকরণাদি সংগ্রহ—কাকে কি ভার দেওয়া হবে—সমস্ত ব্যবস্থা তিনিই করেছেন। সেই সঙ্গেই সেনাবাহিনী, রক্ষীবাহিনী, মন্ত্রণালয়ের কর্মী নিয়োগও তাঁর পরামর্শ মতোই করা হয়েছে। ব্যাসদেবকে দিয়ে নগরীর ভিত্তিপত্তন যজ্ঞ করানো হয়েছিল, সেও তাঁরই নির্দেশে। আর তার ফলেই মাত্র এই ক'বছরে এত বড় একটা মহান ও রমণীয় নগরী গড়ে উঠতে পেরেছে।

ব্যাসদেবের নিজেরই ভাষায়—

"সে নগর সাগরতুল্য বৃহৎ পরিখাদ্বারা অলংকৃত হইল এবং শ্বেতনাগ সমাবৃত পাতালগঙ্গা ভোগবতীর ন্যায় চন্দ্র ও পান্ডুবর্ণ মেঘসদৃশ গগনতল-ব্যাপিনী প্রাকারশ্রেণীতে শোভা পাইতে লাগিল। তাহার সৌধসকল কপাট-বিশিষ্ট বিস্তৃত দ্বার দ্বারা বিস্তৃতপক্ষ গরুড়ের শোভা ধারণ করিল। ঐ পুরশ্রেষ্ঠ মেঘবৃন্দ ও মন্দারপর্বত-সদৃশ সুসংবৃত অস্ত্রযুক্ত দুর্ভেদ্য গোপুর-সমূহে সুরক্ষিত হইল। এবং স্থানে স্থানে দ্বিজিহ্ব পন্নগ সদৃশ শক্তি নামক অস্ত্রসমূহে সমাবৃত, অস্ত্রশিক্ষার নিমিত্ত অট্টালক-পুঞ্জে সুশোভিত যোধগণ কর্তৃক রক্ষিত, তীক্ষ্ন অংকুশ সকল, এককালে শত শত মনুষ্যের প্রাণঘাতক শতঘ্নী নামক অস্ত্রযুক্ত যন্ত্রজাল ও লৌহময় মহাচক্রে শোভিত হইল। পথ সকল প্রশস্ত ও সুবিভক্তরূপে নির্মিত হইল। ঐ নগর পান্ডুবর্ণ নানাবিধ পরমোৎকৃষ্ট অট্টালিকামন্ডলাতে পরিদীপ্যমান হইয়া অমর ভুবনের ন্যায় শোভমান হওয়াতে 'ইন্দ্রপ্রস্থ' বলিয়া প্রকাশিত হইল। এতাদৃশ নগরমধ্যে রমণীয় কল্যাণকর স্থানে পান্ডবদের ধনপরিপূর্ণ ধনপতিসদৃশ প্রাসাদ-মন্ডলী নভোমন্ডলস্থ তড়িন্মালা সমাবৃত মেঘবৃন্দের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিল।

"অনন্তর সংস্কৃত প্রাকৃত প্রভৃতি নানাদেশীয় ভাষাজ্ঞ ব্যক্তি-সকল ও সর্ববেদ-বিশেষজ্ঞ ব্রাহ্মণগণ আসিয়া বাস করিবার নিমিত্ত সেই স্থান মনোনীত করিলেন। বণিকসমূহ ধনার্জনে অভিলাষী হইয়া নানা দিগ্দিগন্ত হইতে তথায় আগমন করিতে লাগিল। অশেষ শিল্পবিজ্ঞান-পারদর্শী ব্যক্তিরা তথায় আসিয়া বাস করিল। নগরীর চতুর্দিকে পরম-রমণীয় উদ্যান-সকল ...পুষ্প-ফল যুক্ত বিবিধ বৃক্ষসমূহে সুশোভিত হইল।"

কিন্তু এত যিনি করলেন—প্রধানত যাঁর আনুকূল্যে অতি অল্পসময়ে, মাত্র ছ'-সাত বছরে এই অসম্ভব সম্ভব হ'ল—যিনি বলতে গেলে এই ক'বছর অর্ধেকের অধিককাল এই খান্ডবপ্রস্থেই অতিবাহিত করলেন—এখন তাঁর এ মনোভাব কেন? অর্জুনকে তিনি ক্রমাগত এই নবীনা নবনির্মিত রাজধানী ও সদ্যপ্রাপ্ত রাজ্য ত্যাগ ক'রে ভারত পরিক্রমায় প্ররোচিত করছেন কেন?

তাঁর কথায় একেবারে যে যুক্তি নেই, তা নয়। তিনি বলছেন, পান্ডবরা এই দেবানুগৃহীত ভূমির সার্বভৌম শাসক হবেন—এই তিনি দেখতে চান। সে উচ্চাশা ওঁদেরও, অর্থাৎ পান্ডবদেরও থাকা উচিত। আর তা যদি থাকে তাহলে এ দেশ—দেশ বলতে দেশের মানুষকে ভাল ক'রে জানা ও বোঝা প্রয়োজন। তাদের সংগে ঘনিষ্ঠভাবে পরিচিত হওয়া দরকার। শুদ্ধমাত্র বাহুবলে নির্ভর করলে—রাজাকে পরাজিত করা যায়—যথার্থ রাজ্যজয় হয় না। বিজিত রাজ্য পদানত থাকা বাঞ্ছনীয় নয়—বিজয়ীর স্বভূমির সংগে এক হয়ে যাওয়াই অভিপ্রেত। আর তা সম্ভব করতে হলে, বিজিতের সংগে বিজয়ীর আত্মীয়তা স্থাপন করতে গেলে, তাদের সুখদুঃখ আশা-আকাঙক্ষা, রীতিনীতি, আচার-সংস্কৃতি-সাহিত্য প্রভৃতির সংগে, জীবন-সম্বন্ধে তাদের দৃষ্টিভঙ্গীর সংগে, দর্শনের সংগে পরিচয় স্থাপিত হওয়া প্রয়োজন।

শ্রীকৃষ্ণ বলেন, 'রাজ্য তার নিজ রূপ নিজেই পরিগ্রহণ করবে; শিশু বালক, বালক কিশোর হ'তে বিলম্ব ঘটবে না। রক্ষণাবেক্ষণ ও শাসনের

প্রাত্যহিক কাজের জন্য রাজা যুধিষ্ঠির রইলেন, ভীমসেন রইলেন। তুমি এখন ভবিষ্যতের কথা চিন্তা করো, এগিয়ে যাও। এ রাজ্য সুদৃঢ় ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত ও শক্তিমান হ'তে থাক. তুমি ইত্যবসরে সমস্ত ভারতভূমি প্রদক্ষিণ করো। প্রাকৃতিক বৈচিত্র্যে এদেশের মানুষের বিভিন্ন জাতি, তাদের চেহারা বিভিন্ন, ভাষা ও সংস্কৃতি বিভিন্ন—রীতিনীতি আচার সবই—একেরটা অপরের সঙ্গে মেলে না—পৃথক, স্বতন্ত্র। সেগুলি জানার বোঝার—তাদের আশা আকাঙ্ক্ষা ঈপ্সা আয়ত্ত করার চেষ্টা করো। নইলে এ দেশকে সংহত ও শক্তিশালী ক'রে তুলতে পারবে না। একটি ধর্মের সূত্রে আবদ্ধ এই বহুজাতির যথার্থ সমন্বয় ঘটানো খুব কঠিন নয়—যদি তাদের অন্তরগুলোর সঙ্গে তোমার পরিচয় থাকে। হে ভরতর্ষভ, তুমি তোমার পিতৃপুরুষের নামাঙ্কিত এই ভারতভূমি পরিক্রমা করো। তাতে তোমার তীর্থ পরিক্রমা—নররূপী নারায়ণকে পরিক্রমা করার কাজ হবে।'

এর মূল বক্তব্যে অর্জুনের অন্যমত নেই। এ সবই তিনি স্বীকার করেন—এর অন্তর্নিহিত সত্য। কিন্তু তবু, রাজবংশের সন্তান. রাজপুত্র —নূতন রাজ্যপ্রতিষ্ঠা ও রাজ্য শাসনের স্বাদ পেয়েছেন, ক্ষমতা ও উচ্চাশার এই স্বাদ—তা উগ্র. তেজস্কর মাধ্বীর মতো আচ্ছন্ন করেছে তাঁকে। ব্যাঘ্র-সন্তান প্রথম মাংস ও রক্তের আস্বাদন পেলে যেমন আনন্দে, বিস্ময়ে উন্মত্ত হয়ে ওঠে—কতকটা তেমনিই অবস্থা ওঁর।

অনেক কাজ করতে হবে, অনেক কাজ বাকী। পরিকল্পনা এখনও অসম্পূর্ণ—নিত্য নূতন সংযোজন চলছে তাতে—মনে হচ্ছে তিনি না থাকলে ঠিক সুচারুরূপে তা সম্পন্ন হবে না। তাঁর মতো চারিদিকে দৃষ্টি রেখে কেউ করতে পারবে না। বলেনও তাই বাসুদেবকে. সবিনয়েই বলেন. 'সখা. এই আমরা প্রথম রাজ্য পেলাম। সবই নূতন। আমাদের জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা কিছুই নেই। নিকটেই ঈর্ষী আত্মীয়—তারা অভিজ্ঞ ও প্রতিষ্ঠিত—দক্ষতা ও ক্ষমতা দুই-ই আয়ত্ত তাদের। আমরা এতাবৎ এসব ব্যাপারে সম্পূর্ণ অন্ধকারে ছিলাম, না জানি রাজনীতি, না জানি দণ্ডনীতি, না জানি ন্যায়-নীতি। সবেতেই নূতন ক'রে পাঠ নিতে হচ্ছে। এসব আয়ত্ত করতে এখনও প্রচুর সময় লাগবে।'

বলতে বলতেই যেন মনেও জোর পান খানিকটা ফাল্গুনী ; বলেন, 'কোন অভিজ্ঞতাই নেই, প্রতিক্ষেত্রে ঠেকে শিখতে হচ্ছে। একই নিয়ম প্রত্যেকের বেলায় খাটে না—অবস্থা ভেদে ভিন্ন ভিন্ন নীতি গ্রহণ করতে হয়—সেও অভিজ্ঞতার প্রয়োজন। তাছাড়া সীমান্ত রক্ষার ব্যবস্থা. অপরাধী দমনের আয়োজন. সৈন্যবাহিনীকে শিক্ষা দেওয়া—অনেক কাজই তো বাকী। এখনই দেশত্যাগ কি সম্ভব. না উচিত ?'

অনেকক্ষণ ধরেই বাসুদেবের ওষ্ঠপ্রান্ত মৃদু কৌতুকে বক্র হচ্ছিল. এখন তা অভ্যস্ত রহস্যময় হাসিতে রঞ্জিত হয়ে উঠল।

বললেন, 'বন্ধু, এতই যদি আত্মবিশ্বাস আর আত্মনির্ভরতা—আমাকে এনেছ কেন ? বার বার আমিই বা আমাদের সব কাজ ফেলে ছুটে আসছি কেন ? শাসন ব্যবস্থা তো একটা সুশৃঙ্খল রূপ নিয়েছে—তবে তোমার এত চিন্তা কিসের ? বেশ তো, আমি তোমার সমস্ত দায়িত্বভার নিজে গ্রহণ করছি —তোমার সমস্ত কল্পনা ভাবনা রূপায়নের দায়িত্ব—তুমি নিশ্চিন্ত হয়ে চলে

যাও।...সময় বড়ই অল্প বন্ধু। তোমার শক্তি ও মনীষা সামান্য মানবজনোচিত আবেগে প্রবৃত্তিতে আচ্ছন্ন হয়ে আছে—নইলে এসব কথা তোমাকে বোঝাতে হ'ত না। শীঘ্রই এই ভারত ভূখণ্ডে আগুন জ্বলবে—বিপুল সর্বগ্রাসী হিংসার বহ্নি—সারা ভারতে রক্তবন্যা প্রবাহিত হবে। আলস্যে-বিলাসে লোভে-লালসায় ব্যসনে-সম্ভোগে সুরায়-অহিফেনে—এদেশের শাসকসমাজ ঘোর বেগে সর্বনাশের পথে এগিয়ে যাচ্ছে। লোভ থেকে অসূয়া ও পরশ্রীকাতরতা—তা থেকে সংঘর্ষ অনিবার্য। এই অলস ঐশ্বর্যভোগীদের থেকে দেশের কোন কল্যাণ কোন দিন আসবে না, এরা নিজেদের দায়িত্ব ও কর্তব্যের কথা ভুলে গেছে—সেবা করার অধিকারকে সেবা পাওয়ার অধিকার বলে ভুল করছে ; ধর্ম ন্যায় নীতি এদের হাতে বন্দী, তার আর্তনাদ তুমি শুনতে পাচ্ছ না, আমি পাচ্ছি। এই শ্রেণীকে সম্পূর্ণভাবে ধ্বংস না করলে এদেশের মুক্তি নেই, শান্তি নেই।'

বলতে বলতে উত্তেজিত হয়ে উঠেছিলেন যাদবশ্রেষ্ঠ, এবার ধনঞ্জয়ের হাত দুটি ধরে গাঢ় কণ্ঠে বললেন, 'তোমার হাতেই সেই মুক্তি আসার কথা—তোমার দ্বারাই। কিন্তু তার আগে তুমি সব দিক দিয়ে প্রস্তুত হও, প্রস্তুত থাকো—এই আমি চাই!'

অর্জুন মাথা নত ক'রে থাকেন, সম্মতিও প্রকাশ করেন কিন্তু নানা ছুতায় বিলম্বও করেন। নিত্য নূতন অছিলা উপস্থাপিত করেন।

শেষে একদিন করজোড়ে—আর দুটি বৎসর সময় প্রার্থনা করেন। এই দু বৎসর পরে তিনি নিশ্চয়ই যাবেন—প্রতিশ্রুতি দিচ্ছেন।

আরও দু বৎসর ? সে কি ?

দু বৎসরই বা কেন ?

চমকে ওঠেন বাসুদেব—কিন্তু সে এক লহমার জন্য। সঙ্গে সঙ্গেই চোখের সামনে থেকে একটা ধূমাবরণ অপসৃত হয়।

কারণটা স্পষ্ট হয়ে সামনে এসে দাঁড়ায়।

এতদিন এটা—এই স্পষ্ট ছবিটা চোখে না পড়ার জন্যই বিস্মিত, নিজের নির্বুদ্ধিতায় নিজের উপর বিরক্ত হন।

কৃষ্ণা !!!

মাত্র একটি বছর পার্থ তাঁর সাহচর্য লাভ করেছেন। তার পর দু বছর ব্যর্থ কেটেছে। নকুল ও সহদেবের পালা শেষ হয়েছে। কৃষ্ণা এখন যুধিষ্ঠিরের ঘরনী। অবশ্য সে কাল শেষ হ'তে খুব বেশী বিলম্ব নেই আর—তবে তার পরও তো ভীমসেনের এক বছর বাকী থাকে !

কৃষ্ণাকে ঐ সামান্য সময় পেয়ে তৃপ্তি হয় নি, আশ মেটে নি এখনও।

সহস্র কাজের সহস্র দায়িত্বের মধ্যেও এই বীর ধনুর্ধর ও মহাসাধকের মন পড়ে আছে সেইখানে।

আশ্চর্য নারীর মায়া।

এত বড় শক্তিও মোহাচ্ছন্ন সুপ্ত হয়ে পড়েছে।

রমণীরূপের প্রবল মাদকাসক্তি থেকে মুক্ত হতে পারছেন না কিছুতেই, জাগ্রত হতে পারছেন না মানসসুপ্তি থেকে।

এই সত্য সম্বন্ধে সচেতন হয়ে ওঠার সঙ্গে সঙ্গেই একটা ব্যঙ্গ ও ঈষৎ অবজ্ঞা মিশ্রিত কৌতুকে বাসুদেবের ওষ্ঠাধর আবারও কৌতুকবক্র হবার

উপক্রম করে—কিন্তু প্রায় নিমেষকাল মধ্যেই আরও একবার চমকে ওঠেন তিনি।

সেই ক্ষণপূর্বের ব্যঙ্গবক্রতা লজ্জায় ও আত্মধিক্কারে করুণ হয়ে ওঠে। কারণ সেই আশ্চর্য বুদ্ধিধর তীক্ষ্নদর্শী মানুষের কাছে নিজের মনের চেহারাটাও অস্পষ্ট থাকে না।

দেহধারণ করলে বুঝি দেহজ ইন্দ্রিয়ের কাছে বশ্যতা না স্বীকার ক'রে উপায় নেই। সে রিপুর দাসত্ব থেকে অতিমানবিক শক্তিরও অব্যাহতি পাওয়া কঠিন। সাধকই হোন আর ভগবদংশেই জন্ম হোক—পূর্ব জন্মের যত সুকৃতি নিয়েই আসুন—দেহের ঋণ কড়ায় গণ্ডায় শোধ দিতে হবে দেহীকে।

বাসুদেবের সন্দেহ হ'ল, এই যে অর্জুনকে দূরে সরানোর জন্য তাঁর এই ব্যগ্রতা ও ব্যাকুলতা—সম্ভবত এরও কারণ ঐ হোমাগ্নিসম্ভূতা পাবক-শিখারূপিণী মেয়েটি—কৃষ্ণা।

অর্জুনের প্রতি কৃষ্ণার পক্ষপাত এখনই স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। সেটা পাণ্ডবদের তত লক্ষ্যগোচর না হলেও বাসুদেবের দৃষ্টি এড়ায় নি।'

আর তাতেই যেন অকারণ একটা অসূয়া অনুভব করেছেন।

না, না, ছি!

শিউরে ওঠেন বাসুদেব।

এসব কি ভাবছেন তিনি! সখী, আত্মীয়া, ভ্রাতৃবধূ।

দৈবকার্যে, দৈবপ্রেরিতা, দেবাংশজাতা কন্যা।

বহ্নি-উদ্ভূতা, বহ্নিস্বরূপা। কুরুবংশ ধ্বংসের জন্য আবির্ভূতা।

মনে মনে নিজেকেই স্মরণ করেন তিনি।

অন্তরস্থ চৈতন্যস্বরূপ নিজসত্তাকে।

সামান্য মানবসুলভ এই মোহ থেকে মুক্তি পাবার জন্য সুপ্ত আত্মশক্তিকে সচেতন করার চেষ্টা করেন।

'এই যে দেহটা বিচিত্র কারণে এখনও একটা ক্ষোভ অনুভব করছে কিছুতেই সেই সামান্য অস্বস্তিটাকে দূর করা যাচ্ছে না, কেবলই বার বার একটা কথা মনে হচ্ছে, একটা অতৃপ্তি যে, অন্তঃপুর মহিষী ও সেবিকায় পূর্ণ হলেও এমন একজনও নেই—স্বকার্যসাধন, উদ্দেশ্যসাধনের এই বৈরীটার হাত থেকে আমাকে তুমি রক্ষা করো—হে বাসুদেব হে নারায়ণ।'

॥ ৮ ॥
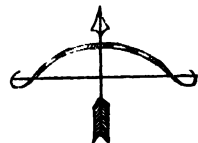
অর্জুন তাঁর চিত্ত ও বুদ্ধির এক চরম সংঘর্ষের মধ্যেই বলে ফেলেছিলেন কথাটা। না বলে উপায় ছিল না বলেই। এ দ্বন্দ্ব তাঁর লোকবিশ্রুত স্থৈর্যকেও অতিক্রম ক'রে গিয়েছিল যেন। একদিকে বিবেচনা ও বিচারবুদ্ধি তাড়িত

করছিল বাসুদেব-নির্দিষ্ট পন্থার দিকে—অপরদিকে, আসক্তিই হোক আর মোহই হোক--কিছুতেই কৃষ্ণার চিন্তা থেকে, কৃষ্ণাকে ঘিরে অসংখ্য অতৃপ্ত স্বপ্ন-কল্পনা থেকে মুক্ত হতে পারছিলেন না ; প্রায় উন্মত্ত হয়ে উঠেছিলেন, প্রিয়তমাকে দীর্ঘদিন চোখের দেখা থেকেও বঞ্চিত হবার চিন্তায়—সেই জন্যই লজ্জা ও পরিহাসের ভয় বিসর্জন দিয়ে ঐ সময়টুকু প্রার্থনা করে-ছিলেন—দীর্ঘদিন অনুপস্থিত থাকার পূর্বে অন্তত আর কিছুদিন তাঁর সান্নিধ্য ও সাহচর্য উপভোগ ক'রে যাবেন, প্রধানত সেই কথাটা মনে রেখেই—বোধ করি একটু মিথ্যাচরণ হচ্ছে জেনেও। প্রতারণাই করেছিলেন এক রকম। শুধু বাসুদেবকে নয় -নিজেকেও কিছুটা। কিন্তু সে প্রতারণাটা মনের অগোচর ছিল না বলেই, প্রার্থনাটা মুখ থেকে বেরিয়ে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই অধিকতর লজ্জিত বোধ করেছিলেন, কুণ্ঠা সঙ্কোচের অন্ত ছিল না।

সে কুণ্ঠা ও সঙ্কোচ বহুগুণে বর্ধিত হ'ল, সেই সঙ্গে একটু আশঙ্কাও—পরদিন প্রভাতে উঠেই যখন শুনলেন বাসুদেব তাঁর ইন্দ্রপ্রস্থের প্রাসাদ ত্যাগ ক'রে একাই খাণ্ডবারণ্যে চলে গেছেন। কেবল তাই নয়, কোন রক্ষী কি সঙ্গীসাথী এমন কি রথ বা সারথিও নিয়ে যান নি। নবনির্মিত নগরীর প্রাকারসীমায় রথ রেখে পদব্রজেই অরণ্যমধ্যে প্রবেশ করেছেন।

তবে কি তিনি অর্জুনের প্রতি বিরক্ত বা ক্রুদ্ধ হয়েই, এই গত কয়েক বছরের প্রায় নিত্যসহচরকে ত্যাগ ক'রে এই ভাবে একা চলে গেছেন? তবে কি—তবে কি চিরদিনের মতোই ত্যাগ করলেন পাণ্ডবদের? একের অপরাধে সকলকে দণ্ড দিলেন?

উদ্বেগ-উৎকণ্ঠার সীমা-পরিসীমা রইল না।

সেই সঙ্গে কিছু কিছু আত্মনিপীড়ন, আত্মধিক্কারও।

বড়ই অপরাধী বোধ হতে লাগল নিজেকে।

আরও বিপদ—আশঙ্কার কারণ, অনুমিত কারণটা, যাঁকে জানিয়ে পরামর্শ উপদেশ নেওয়া চলত, সেই যুধিষ্ঠিরকে জানানোও কঠিন। তাহলেই, কেন তিনি শ্রীকৃষ্ণের নির্দেশ শোনেন নি, কেন সময় ভিক্ষা করেছেন—তাও বলতে হবে। আর সেক্ষেত্রে কি তাঁর অন্তরের এই লালসা-লালাসিক্ত কলুষঘৃণ্য চেহারাটা—স্থিতধী পরমপ্রাজ্ঞ যুধিষ্ঠিরের মানসদৃষ্টির অগোচর থাকবে? বিশেষ, অর্জুন তাঁর কাছে মিথ্যা বলতে পারবেন না। যে সব যুক্তি তিনি শ্রীকৃষ্ণের কাছে উপস্থাপিত করেছিলেন, তা যে শ্রীকৃষ্ণকে প্রতারিত করতে পারে নি—সে বিষয়ে অর্জুন যেমন আজ নিশ্চিত—তেমনি যুধিষ্ঠিরও যে নিমেষকাল মধ্যে সেই যুক্তিজাল ছিন্ন ক'রে আপাত-সত্য তথ্যরাজির মধ্য থেকে আসল কারণটিকে অনাবরিত করতে পারবেন সে বিষয়েও সন্দেহের কোন অবকাশ নেই।

শুধু যুধিষ্ঠিরই বা কেন, আরও যে যে শুনবে, সে-ই বুঝবে। সূক্ষ্ম বুদ্ধিকৌশল প্রয়োগের এই পদ্ধতিটা এতই স্থূল—প্রথম প্রণয়-উন্মত্ততা মানুষকে নির্বোধাদপি নির্বোধ ক'রে দেয়, এতকাল পুঁথিপত্রে পড়েই এসেছেন, এখন নিজেকে উপলক্ষ ক'রে এই বাস্তব অভিজ্ঞতায় সে বচনের সত্যকার উপলব্ধি ও মর্মোদ্ধার ঘটল—যে, কারুরই বুঝতে বাকী থাকবে না আসল কারণটা।

বুঝবেন স্বয়ং দ্রৌপদীও।

ছি ছি, সে বড় লজ্জার!

অবশ্য মনকে একটা অতি ক্ষীণ আশ্বাস দেবারও চেষ্টা করেন, অর্থাৎ বোধ করি আরও একটা নির্বুদ্ধিতা প্রকাশ ক'রে ফেলেন। তিনি মনকে বোঝাতে চান যে, এই অরণ্যটি বড় প্রিয় বাসুদেবের। ঐ কণ্টকগুল্মে দুষ্প্রবেশ্য, প্রস্তরখণ্ডে বন্ধুর পার্বত্য অরণ্যের মধ্যে কী আকর্ষণ আছে তা যদুনন্দনই জানেন—কী রস তিনি আস্বাদন করেন—মধ্যে-মধ্যেই, ইন্দ্রপ্রস্থে থাকলে তিনি ঐ অরণ্যে চলে যান এবং উদ্দেশ্যহীনভাবে ভ্রমণ করেন। এর মধ্যে বেশির ভাগ সময়ই অর্জুনও সঙ্গে থাকেন, তবে রুক্ষ, আতিথ্য-স্নিগ্ধতাহীন প্রকৃতির এই কণ্টকিত রূপের মধ্যে কী মাধুর্য আছে, পার্থ তা ভেবে পান না।

ওঁর মনে আছে, এখানে আসবার সময়ই, অর্জুন এক স্থানে—যেটা অপেক্ষাকৃত বনস্পতিবহুল—এই আরণ্যভূমির দুর্ভেদ্যতা ও দুর্গমতার দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করলে, শ্রীকৃষ্ণ ঈষৎ ভাব-গাঢ় কণ্ঠে উত্তর দিয়েছিলেন, 'মানুষের বাসভূমি থেকে এ বনভূমি অনেক শ্রেয় অর্জুন! এখানে অকারণ ঈর্ষা নেই, হিংসা নেই—লোভ লালসা মাৎসর্য কিছুই নেই। কাম আর ক্রোধ হয়ত আছে—কিন্তু এখানে সেটা কেউ গোপন করার চেষ্টা করে না, সে প্রবৃত্তি বা রিপুর আদিম সরল মূর্তিটাই চোখে পড়ে। প্রবৃত্তির বর্বর চেহারা দুঃসহ—কিন্তু কাপট্যে আবরিত হ'লে তা অসহ হয়ে ওঠে।...ঐ বনস্পতিগুলোর দিকে তাকিয়ে দেখ দেখি বন্ধু, ছায়া ও আশ্রয় দিয়ে ওরা প্রাণপণে উপকারই ক'রে যাচ্ছে জীবজগতের। ওদের কথাই বা বলছি কেন, এই বনভূমিতে যে মাংসভুক্ পশুরা ঘুরে বেড়ায়, যাদের আমরা হিংস্র শ্বাপদ বলি—মানুষের অপেক্ষা তারাও ভাল। প্রাণধারণে আহার্যের প্রয়োজন না হলে তারা হিংসা করে না, ক্ষুধা না থাকলে তারা শুধু রসনা চরিতার্থ করার জন্য ভোজন করে না। আরও কিছু অভিজ্ঞতা হোক—বুঝবে ওদের থেকে মানুষ অনেক বেশী হিংস্র, প্রাণী হিসেবে অনেক বেশী ইতর!'

এই সব সময়গুলোতে শ্রীকৃষ্ণকে বুঝে উঠতে পারেন না অর্জুন...কেমন যেন ভয়-ভয় করে। মনে হয় যে মানুষটি ওঁকে সখা বলে বন্ধু বলে অভিহিত করেন, সে মানুষটির এক বিরাট সত্তা, তাঁর মনোজগতের অনেকখানিই আজও অজ্ঞাত থেকে গেছে ওঁর কাছে।

নইলে, ঐ যে কৃষ্ণকায় অনার্য লোকটা—অকারণে ওঁদের গালিগালাজ অভিসম্পাত করল—ভীমসেন ক্রুদ্ধ হয়ে তাকে বধ করতে উদ্যত হ'লে উনি অমনভাবে আশ্রয় ও প্রশ্রয় দিয়ে তাকে রক্ষা করবেন কেন? পরে অবশ্য জানা গিয়েছিল লোকটার অত আক্রোশ বা বিদ্বেষের হেতু কি—তবে তখন তো কেউই জানত না। শ্রীকৃষ্ণরও জানবার কথা নয়—কিন্তু না জানলেই বা তাকে ক্ষমা করবেন কেন? তবে কি উনি সত্যই অন্তর্যামী?

আজ আবারও সেদিনের সেই অপ্রীতিকর—অস্বস্তিকরও বটে—ঘটনাটা সদ্য-সংঘটিতবৎ অর্জুনের স্মৃতিপটে স্পষ্ট হয়ে উঠল।

মাংস ও চর্মব্যবসায়ী, কদন্নভোজী, নীচকর্মা নিষাদ একজন। তার পরিধানে দুর্গন্ধময় মল-লিপ্ত ছিন্ন বস্ত্র, আমচর্মের অঙ্গরক্ষক, হাতে ধনুর্বাণ —তার চক্ষুকোণে বহুদিনের ক্লেদ; তৈলহীন, প্রায়-জটাবদ্ধ পিঙ্গল কেশ —গাত্রচর্মও স্নানাভাবে ভস্ম-ধূসরবর্ণ ধারণ করেছে—সৃক্কণীতে পূর্ব

দিনের সুরাপান ও অর্ধদগ্ধ রুধিরাক্ত মাংস ভোজনের চিহ্ন—এক কথায় মূর্তিমান পিশাচ।

ওঁরা সে-সময় রথ-অশ্বাদি ত্যাগ ক'রে পদব্রজেই সংকীর্ণ, অপরিসর পথে গভীর বনভূমি অতিক্রম করছিলেন—উনি আর বাসুদেব। সেই সংকীর্ণ পথেরই ঠিক মধ্যস্থলে দাঁড়িয়েছিল লোকটা। তার মস্তিষ্কের অবিরাম-সুরাপানজনিত জড়তা তখনও অপনোদিত হয় নি, পদক্ষেপ তো কষ্টকর বটেই, স্থিরভাবে দাঁড়াতেও পারছে না। ওঁরা কাছে যেতেও—সসম্ভ্রমে পথ ছেড়ে না দিয়ে ভ্রূকুটিবিদ্ধ দৃষ্টিতে, অবজ্ঞাভরে একবার ওঁদের দিকে চেয়ে একটা কুৎসিত কটূক্তি ক'রে উঠল। সেই সঙ্গে ধনুতে শরযোজনারও চেষ্টা করল কিন্তু হাত বা পা কোনটাই ঠিক স্ববশে না থাকায় কিছুতেই সে ধনুঃশর লক্ষ্যলগ্ন করতে পারল না।

অর্জুন বিরক্ত হয়ে উঠেছিলেন। কীট—বিষদংষ্ট্রা না হলেও অস্বস্তিকর গাত্র-কণ্ডুয়ন-হেতু—তাকে পদতলে পিষ্ট করাই রীতি ; অর্জুনও সেইভাবে তাঁর দিবারাত্রের সঙ্গী ধনুর দিকেও তাকিয়ে ছিলেন একবার ; ইতিমধ্যেই মধ্যম পাণ্ডবও, বাসুদেবের দেখাদেখি সেই পাদপরিসর পথেই আসছিলেন, দূরত্ব সংক্ষিপ্ত হওয়ার আশায়—তিনি এই বাধায় ক্রুদ্ধ ভ্রূকুটি ক'রে হুংকার দিয়ে উঠেছিলেন প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই ; কিন্তু শ্রীকৃষ্ণের এসব কোন বৈলক্ষণ্যই দেখা গেল না। তিনি বরং প্রশান্ত প্রসন্নস্মিত মুখেই সেই অপরিসর পথ ছেড়ে কণ্টকগুল্মের মধ্য দিয়েই লোকটিকে পরিহার ক'রে যাবার চেষ্টা করলেন।

এইবার কিন্তু অকস্মাৎ যেন লোকটির মত্ততা কেটে গেল। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়েই টলছিল একটু একটু—এখন যেন পা-দুটো প্রকৃতিস্থ ও আজ্ঞাবহ বোধ হ'ল। সেও ক্ষিপ্রপদে সেই প্রস্তরকণ্টকাকীর্ণ বন্ধুর ভূমিতে নেমে এসে পুনশ্চ ওঁদের পথ রোধ ক'রে দাঁড়াল। তারপর সুরা-রোষ-রক্তিম ক্রূর দৃষ্টিতে ওঁদের দিকে চেয়ে বলল, 'দাঁড়াও, দাঁড়াও! অত ব্যস্ততার কোন হেতু নেই। তোমরা তোমরা পাণ্ডব না? ঐ যে বিরাট দলটি অবিরত বৃক্ষচ্ছেদন ও মৃগনাশ করতে করতে নূতন নগরী পত্তন করতে চলেছে—তোমরাও তো সেই দলের? বেশ হর্ষোৎফুল্ল চিত্তেই সর্বনাশের দিকে এগিয়ে যাচ্ছ, না? বাঃ, বেশ।'

আবারও ভীমের হস্ত মুষ্টিবদ্ধ হয়ে উঠল, অর্জুনের ভ্রূকুটি ভয়ংকরতর হ'ল কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ তাঁর অভ্যস্ত মিষ্ট গম্ভীর কণ্ঠে উত্তর দিলেন, 'হ্যাঁ। ইনিই তৃতীয় পাণ্ডব, ফাল্গুনী। পিছনে ইনি ত্রিলোকখ্যাত মহাবল ভীমসেন, দ্বিতীয় পাণ্ডব। কিন্তু তুমি কে? এভাবে আমাদের পথে বাধা-সৃষ্টি করছ কেন? তোমার আকৃতি ও পরিচ্ছদে বোধ হচ্ছে তুমি নিষাদ, পশুবধ ক'রে মাংস-আহরণে এসেছ। তা আমরা তো তোমার কাজে বাধা দিচ্ছি না, তোমার প্রতিযোগীও নই, তবে তুমি এই উষ্মাই বা প্রকাশ করছ কেন, আর সর্বনাশ শব্দই বা উচ্চারণ করলে কী কারণে?'

লোকটি এতক্ষণ—শ্রীকৃষ্ণের বক্তব্য তার কানে যাচ্ছে কি না বোঝাই গেল না—একদৃষ্টে অপলকনেত্রে ভীমসেনের দিকে চেয়েছিল। সে দৃষ্টি অপসারিত না ক'রেই উত্তর দিল, 'হ্যাঁ, আমি নিষাদ। আমার নাম কীলক।'

বলতে বলতে তার কণ্ঠস্বর যেন আরও উগ্র, দৃষ্টি আরও রোষকষায়িত

হয়ে উঠল, একটু এগিয়ে, একেবারে অর্জুনের সামনে এসে বলল, 'নামটা শুনে মনে পড়ল কিছু, আমাকে চিনতে পারলে?'

অর্জুন বিরক্ত হয়েছিলেন, এবার বিস্মিত হয়ে তার দিকে ভাল ক'রে তাকালেন, কিন্তু আপাদমস্তক নিরীক্ষণ ক'রেও পরিচয়ের কোন সূত্র ধরতে পারলেন না। বললেন, 'না বাপু, কই তোমাকে তো চিনি বলে মনে পড়ছে না! তুমিই পূর্ব-পরিচয়ের সূত্রটা ধরিয়ে দাও বরং। আমরা কি ইতিপূর্বে তোমার কোন অপ্রীতিকর কারণ হয়েছিলুম?...জ্ঞানত কোন অনিষ্ট করেছি বলে তো স্মরণ হচ্ছে না। যদি করেও থাকি—সম্পূর্ণ অজ্ঞাতে।'

এত সৌজন্য ভীমসেন বোঝেন না। তিনি তাঁর হস্তস্থ গদাসম স্থূল দণ্ডটি দৃঢ় মুষ্টিতে ধরে অর্জুনকে ঠেলে এগিয়ে এলেন এবার। এই মূঢ় ধৃষ্টটা নিয়তিতাড়িত হয়েছে, অধীর হয়ে উঠেছে মৃত্যুকে বরণ করার জন্য; তার আকাঙ্ক্ষা মিটিয়েই দেবেন আজ।

কিন্তু কীলক ভয় পেল না। মনে হ'ল তার মৃত্যুতে কোন ভয় নেই। বরং যেন সম্ভাব্য মৃত্যুকে স্পর্ধা প্রকাশ করতেই তাই বাচনভঙ্গী ও কণ্ঠ, শুধু প্রকৃতিস্থই নয়, ব্যঙ্গবক্র হয়ে উঠল আরও। সে বলল, 'এই যে, মহাবাহু মহাবল ভীমসেন যাত্রাপথের বাধাসৃষ্টিকারী নীচ-জাতি পাপিষ্ঠটাকে বধ করতে ব্যগ্র হয়ে উঠেছেন। তা বটে, আমিই বা অবশিষ্ট থাকি কেন! ..ভীমসেন, তুমিই বেশী অপরাধী। বুদ্ধি যারই হোক, সেটাকে কার্যে পরিণত করেছ তুমিই।...অপ্রীতি! অপ্রীতির কারণ তোমরা জান না, না? অনিষ্ট করেছ বলেও মনে পড়ছে না! তা পড়বে কেন? যে অনিষ্ট করে তার তো তা জানবার কি মনে রাখার কথা নয়। যার হয় সে-ই রাখে। যে কীট পদদলিত হয়, কীট হলেও মৃত্যুযন্ত্রণা তার সমানই লাগে। মহা আনন্দে নূতন রাজধানীর পত্তন করতে চলেছ, নূতন রাজ্যসুখ ভোগ করবে বলে।... শুনে রাখো—এই সুরাপায়ী কদাচারী নিষাদের কথাগুলো মনে রাখবার চেষ্টা ক'রো—এ রাজধানী এ রাজ্য তোমাদের ভোগে হবে না, সুখেশান্তিতে কোন দিনই সম্ভোগ করতে পারবে না। এই রাজ্য আর ঐশ্বর্য মহা অশান্তির কারণ হবে, স্বর্ণপালঙ্কের সুখশয্যা কণ্টকশয্যা হয়ে উঠবে। মহাশ্মশানে পরিণত হবে এ রাজ্য, তোমরা সেই শ্মশানপ্রহরী চণ্ডালের মতো বেঁচে থাকবে শুধু। অকারণে আমার সমস্ত স্বজন, প্রিয়জন নাশ করেছ, নির্বংশ করেছ —হাহাকার সম্বল করেছ জীবনে—তোমাদেরও স্বজন বলে কেউ থাকবে না, সমস্ত ভোগৈশ্বর্যের উপকরণ বিষ হয়ে উঠবে। তোমাদের শোক আর হাহাকার সম্বল হবে।...যাও, এই পথ ছেড়ে দিচ্ছি, চলে যাও নির্বিঘ্নে —আবারও বলছি, শ্মশানরাজ্যের দিকে, মহা সর্বনাশের দিকে।'

সে সত্যিই এঁদের পথ ছেড়ে দূরে সরে গিয়ে অন্য দিকে মুখ ফিরিয়ে রইল। কিন্তু এবার অর্জুনই ঘুরে গিয়ে তার সম্মুখে দাঁড়ালেন। বললেন, 'দাঁড়াও। তুমি কেন এমন ভাবে আমাদের সম্বন্ধে এই কটূক্তি আর অভি-সম্পাত করছ—তার সঙ্গত কারণ না দেখালে তোমার অব্যাহতি নেই। আমরা কোন অবিচার করতে চাই না—আত্মপক্ষ সমর্থনে তোমার কি বলার আছে তা নিশ্চয়ই শুনব, কিন্তু তা যদি না বলতে পার তাহলে অবশ্যই শাস্তি নিতে হবে। তোমাকে বধ করলে আমাদের হস্ত ও অস্ত্র কলুষিত হবে,

অন্য কঠোর শাস্তি দেব। মদ্যপের প্রলাপ বলে ক্ষমা করারও একটা সীমা আছে, স্মরণ রেখো।'

'ও তাই নাকি! অবিচার করতে চাও না, না? ক্ষমা তোমরা করতে চাও? কে চাইছে সে ক্ষমা? বিচারই তো আমি চাই, বিচার আর অপরাধীর শাস্তি। সুবিচারবোধের বড় অহংকার তোমাদের, না? উচিত তো। রাজত্ব করতে যাচ্ছ, রাজবংশের সন্তান, নিজেরা রাজা—তোমাদের কাছে সুবিচারই তো আশা করি।...আমার আত্মপক্ষ সমর্থনের আগে আমিই সুবিচার প্রার্থনা করছি। আমার অভিযোগ পাণ্ডুপুত্রদের নামে। অকারণে প্রাণনাশ, আশ্রিত নাশ, আশ্রয়প্রার্থীদের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা—এই তিনটি অভিযোগ। সুবিচারই চাই আমি, ন্যায় ও ধর্মসম্মত সুবিচার!...করো এবার বিচার।'

শ্রীকৃষ্ণ কিন্তু সর্বক্ষণ প্রশান্তমুখে স্থির দৃষ্টিতে এই নিষাদের দিকে চেয়ে দাঁড়িয়ে ছিলেন। অর্জুনের মনে হ'ল তাঁরও ওষ্ঠপ্রান্তে ঈষৎ একটু বিদ্রূপ-হাস্যভঙ্গী। এইটেই প্রবল বিস্ময়কারণ অর্জুনের কাছে।

এবার কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ কাছে এগিয়ে এলেন। তাঁর কণ্ঠে উষ্মা কি বিরক্তির লেশমাত্র নেই, সহজ ভাবেই বললেন 'বাগাড়ম্বর বা রহস্যঘন ভাষা ত্যাগ ক'রে তোমার অভিযোগটা যদি স্পষ্ট ও সরল ভাষায় প্রকাশ করো তো এঁদের বোঝবার বা উত্তর দেওয়ার সুবিধা হ'তে পারে।'

পূর্বের সে সুরামত্ততা ও ঔদ্ধত্যের চিহ্নমাত্র নেই তখন আর কীলকের, তার ক্রোধ বোধ করি চরমে ওঠাতেই তার গলার স্বর শান্ত হয়ে উঠেছে, শুধু লক্ষ্য করলে দেখা যেত যে সেটা শাণিত বলেই শান্ত শোনাচ্ছে। সে বলল, 'স্পষ্ট প্রাঞ্জল ভাষাতেও বলতে পারি বৈকি। তুমি তো দ্বারকাধিপতি শ্রীকৃষ্ণ, এদের পরামর্শদাতা। তোমার মুখ দেখে তো মনে হচ্ছে, তুমি সবই বুঝেছ, তবে আর আমাকে যন্ত্রণা দিচ্ছ কেন?...রাজা, রাজা কেন, ক্ষত্রিয়-মাত্রেরই শুনেছি, আশ্রিত ও আশ্রয়প্রার্থীকে রক্ষা করা, বিশেষ যে সরল বিশ্বাসে নির্ভরতার সঙ্গে এসে আশ্রয় নিয়েছে—তাকে রক্ষা করার জন্য অনায়াসে প্রাণ পর্যন্ত বিসর্জন দেওয়াই ধর্ম। তাই না?...কিন্তু এই পাপিষ্ঠ নরকীটগুলো নিজেদের অকিঞ্চিৎকর প্রাণগুলোর জন্য—তাও তখনই সে প্রাণ এত বিপন্ন হয় নি—কিংবা বিশ্বাসঘাতকতা ক'রে সদ্য নিজেদের প্রাণরক্ষার মতো অবস্থাও হয় নি—তা হলেও এ কুকার্যের যুক্তি থাকত—সে রকম কোন কারণই ছিল না—সুদূর ভবিষ্যতে কোন একদিন হয়ত সে প্রাণ পুনঃবিপন্ন হতে পারে এই আশংকা দূর করতে—বেঁচে থেকে রাজৈশ্বর্য নারীসম্ভোগ করার লোভে—অনায়াসে, অকারণে ছটি প্রাণ নষ্ট করেছে, তাদের মৃত্যুর কারণ ঘটিয়েছে!...আরও প্রাঞ্জল ভাষায় শুনতে চাও?... আমার স্ত্রী ও পাঁচটি শিশুপুত্রদের—আমি পশুশিকারে দূর অরণ্যে গিয়েছিলাম, সেই অবসরে—সুখাদ্য ও সুপেয় সুরার প্রলোভন দেখিয়ে ডেকে নিয়ে গিয়েছিল, এই এরা। হ্যাঁ, মৃত্যু সামনে দেখলে কারও অকারণে পানভোজন উৎসব করার ইচ্ছা হয় না—ব্রাহ্মণ-ভোজনের নাম ক'রে ইতর ভদ্র অনার্য নীচ জাতি সবাইকেই নিমন্ত্রণ করা হয়েছিল—জাল পেতে যেমন নিষাদরা পাখি ধরে, বন্য পাখির সঙ্গে কোন কোন চিহ্নিত মূল্যবান পাখিও এসে পড়বে এই আশায়—এও আমার স্ত্রী-পুত্ররাও এই জালে ধরা পড়বে এই আশাতেই এত আয়োজন। আমি একাধিক প্রত্যক্ষদর্শীর কাছ থেকে

যে বিবরণ শুনেছি—তাদের ডেকে নিয়ে গিয়ে সন্ধ্যার কিছু পূর্বে তাদের আহার করানো হয়েছে—সেও স্বাভাবিক, ভদ্র উচ্চবর্ণের লোকদের ভোজন শেষ হ'লে তবেই এই ইতরদের খেতে দেওয়া হবে, এইতেই অভ্যস্ত সবাই—এদের যত না খাদ্য দেওয়া হয়েছে তত মদ্য, বিনামূল্যে বিনা পরিশ্রমে উৎকৃষ্ট সুরা—নীচজাতীয় স্ত্রীলোকটা আকণ্ঠ পান করবে তাও এরা জানত। তাই হয়েও ছিল, মদ্য পান করতে করতে আমার স্ত্রী অচৈতন্য হয়ে পড়েছিল। তা না পড়া পর্যন্ত এরা পরিবেশন থামায় নি—ঈশ্বর জানেন, শুধুই সুরা না অন্য মাদক ছিল তাতে—সে বেচারী উঠে দাঁড়াতে কি চলে যেতে পারে নি, সূর্যাস্তের পর অন্ধকারে ঐ অবস্থায় কোথায় যাবে সে! সঙ্গে পাঁচটি ছেলে ছিল যদিও তারাও প্রচুর সুরা পান করেছে, সেই সঙ্গে বহুদিন পরে বহু সুখাদ্য—তাও আশ পুরিয়ে খেয়েছে—আর কোথাও যাওয়ার চেষ্টা করে নি আমার স্ত্রী—এদের আশ্রয়ে কোন অনিষ্টের হেতু নেই এই আশ্বাসও ছিল—তারা সেখানেই মাটিতে শুয়ে ঘুমিয়ে পড়েছে, নিশ্চিন্ত মনে। সেই সুযোগে এরা—হ্যাঁ, ঐ সুযোগেরই অপেক্ষায় এত আয়োজন এদের—সমস্ত বাড়িটির চতুর্দিকে আগুন লাগিয়েছে সমস্ত বাড়িটি বেষ্টন ক'রে, চক্রাগ্নি বা বেড়া আগুন যাকে বলে, তার পর নিজেরা নিরাপদে সুড়ঙ্গপথে পালিয়ে এসেছে, ঐ নিরপরাধ অচৈতন্য স্ত্রীলোক ও বালকগুলোকে নিশ্চিত মৃত্যুর মধ্যে ফেলে। কেন জান যদুনাথ? যাতে এদের অস্থি দেখে সকলে স্থির করে যে পঞ্চপাণ্ডব আর তাদের বহুজন-বল্লভা মা-টাই পুড়েছে, ওদের খুঁজে বার করার চেষ্টা না করে।' তার পর একটু থেমে সব্যঙ্গে আবারও বলে, 'কেমন, অভিযোগ বেশ স্পষ্ট ভাষাতেই ব্যক্ত হয়েছে তো? এবার সুবিচার করো। তোমাদের রাজ্যশাসনের প্রারম্ভে এই বিচারই প্রথম বিচার হোক তোমাদের!'

ভীমসেন জননী সম্বন্ধে ব্যঙ্গোক্তি শুনে পুনশ্চ উগ্র বেগে তাঁর দণ্ড উদ্যত ক'রে এগিয়ে যাচ্ছিলেন—শ্রীকৃষ্ণ মাত্র বাম হস্তেই তাঁকে নিবৃত্ত ও সংযত করলেন।

সেদিন প্রভাতকাল থেকেই বিস্মিত হবার পালা চলেছে ফাল্গুনীর-কিন্তু এ বিস্ময় অপরিমাণ। ক্রুদ্ধ ভীমসেন কারও প্রতি অস্ত্রবদ্ধ-করে ধাবিত হ'লে তাঁকে এত অনায়াসে সম্বরণ করতে পারে এমন শক্তিধর অদ্যাপি দেখেন নি অর্জুন। বাসুদেবের নবনীত-কোমল দেহে এমন দৈহিক বীর্য আছে তা তিনি কখনও কল্পনা পর্যন্ত করেন নি। এখন বুঝলেন যে তাঁর সম্বন্ধে অগণিত অসুরবধের যে কিম্বদন্তী প্রচলিত আছে, কেবলমাত্র হস্ত দ্বারা কংসবধের কাহিনী—তা অলীক কল্পনা নয়, তার মূলে সত্যও আছে।

বিস্মিত হলেন ভীমসেনও। শুধু তাই নয়, এই অবিশ্বাস্য দৈহিক বলের পরিচয় পেয়ে তিনি যেন কেমন কুণ্ডলীবৎ সঙ্কুচিত হয়ে গেলেন, কোন প্রতিবাদবাক্য উচ্চারণেরও ক্ষমতা রইল না।

ভীমসেনকে প্রতিনিবৃত্ত ক'রে শ্রীকৃষ্ণ কীলককেই সম্ভাষণ করলেন, বললেন, 'আত্মরক্ষার্থে কোন কাজই অনুচিত বা দণ্ডার্হ নয়—ন্যায়শাস্ত্রে এ বিধান আছে।'

'কিন্তু এখানে কি আত্মরক্ষার জন্যই এ হত্যা করা হয়েছিল? তখন তো এরা কৌরব-শত্রুতার বাইরেই চলে যাচ্ছিল, ভবিষ্যতে আর কোন বিপদ

না আসে—সেজন্য এতখানি শঠতা ও বিশ্বাসঘাতকতাও কি তোমার ন্যায়-শাস্ত্র সঙ্গত ?'

'ভবিষ্যৎ প্রাণভয় থেকে রক্ষা পাওয়ার ব্যবস্থাও আত্মরক্ষার মধ্যে পড়ে বৈকি নিষাদ।'

'অ। এটা আমার জানা ছিল না। আমি মূর্খ, শাস্ত্র পড়ি নি। তোমার কথাই বিশ্বাস করছি। তবে যদি সত্যই এ আচরণ পাপ না হয়, শাস্ত্রে এ ক্ষমার নির্দেশ থাকে, তাহলে বুঝতে হবে সে ন্যায়নীতি তোমাদের মতো সুবিধাবাদী অন্যায়-অধর্মচারীরই রচনা। তোমাদের কাছে আমি আর বিচার প্রার্থনা করব না। কোন মনুষ্যত্বই আশা করব না আর। তোমাদের অত্যাচার প্রতিনিবৃত্ত করার শক্তিও নেই, সে চেষ্টাও করব না—তোমাদের ইচ্ছা হয় আমাকে বধ করতে পারো, বা তৃতীয় পাণ্ডব যে তার অধিক শাস্তির ভয় দেখিয়েছিলেন, তাও দিতে পারো—তবে আমার অভিসম্পাত আমি ফিরিয়ে নেব না। আমার বিবেক আমার কাছে সব শাস্ত্রের বড়, সেই বিবেক অনুসারে তোমরা অপরাধী। অপরাধীর অপরকে বিচার করারও অধিকার নেই।'

কীলক আর ওঁদের দিকে চাইল না, ওঁরা ওকে বধ করতে উদ্যত কিনা তাও জানতে চাইল না, ধীর পদক্ষেপে আরও নিবিড় অরণ্যে প্রবেশ করল।

অর্জুন তাকিয়ে দেখলেন বাসুদেবের মুখে তখনও সেই দুর্বোধ্য প্রসন্নতা, স্মিত মুখ।

কে জানে কেন, অর্জুন বা ভীমসেন কেউই আর ঐ ক্রূরকর্মা নিষাদটার পশ্চাদ্ধাবন কি তাকে শাস্তি দেবার কোন উৎসাহ বোধ করলেন না।

এই ঘন অরণ্যের সুউচ্চ বৃক্ষশীর্ষের শাখাপ্রশাখা পত্রপল্লবে এখনও প্রভাত-আলোর নর্তন অব্যাহত, চারিদিকের বৃক্ষচূড়ে বিভিন্ন পক্ষীর বিচিত্র মধুর কূজনও বন্ধ হয় নি—মিশ্রিত বন্যপুষ্প ও শিশিরস্নিগ্ধ-মৃত্তিকার সৌরভ নিঃশ্বাসে প্রবেশ ক'রে ঘ্রাণেন্দ্রিয়কে তেমনিই প্রফুল্ল ক'রে তুলছে—চতুর্দিকে প্রকৃতির আনন্দ-সমারোহ এতটুকু ম্লান কি ক্ষুণ্ণ হয় নি কোথাও—শুধু এই নবজীবনযাত্রী দুটি তরুণের কাছে এ সমস্তই যেন ব্যর্থ বোধ হতে লাগল, তাদের বিপুল আশা ও সীমাহীন উৎসাহের যেন আর অবশেষ কিছু রইল না। অকারণ একটা অপরাধবোধের ক্লিন্নতায় তাঁদের অন্তর ক্লিষ্ট ও চিন্তাভারাক্রান্ত হয়ে উঠেছে—একটা অজ্ঞাত অশুভ আশংকার ছায়া তাঁদের আশা-আকাঙ্ক্ষার আকাশকে কিছুতেই নির্মল ও উজ্জ্বল হ'তে দিচ্ছে না।

তাঁরা গম্ভীর বিষণ্ণ মুখে বাসুদেবের অনুসরণ করলেন।
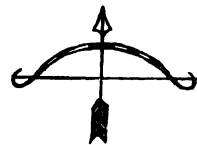
।। ৯ ।।

ভীমার্জুন যে সেদিন ঐ স্পর্ধিত নীচকর্মা কদর্য লোকটার ধৃষ্টতার সমুচিত প্রত্যুত্তর দিতে পারেন নি—যদিচ বার বার নিজেদের বোঝাতে চেষ্টা

করেছেন যে, ঐ পশুরও অধম সুরাপায়ী কদন্নভোজী লোকটার এই অসহ স্পর্ধার উপযুক্ত শাস্তিদান করাই কর্তব্য ছিল ; অন্তত ওর অভিসম্পাতকে কিছুমাত্র গুরুত্ব দেওয়ার প্রয়োজন নেই ; তবু যে কিছুতেই সহজ প্রকৃতিস্থ ও বিষাদমুক্ত হতে পারেন নি, নীরবে এক অপমানের জ্বালা ও অজ্ঞাত আশঙ্কার অস্বস্তি ভোগ করে গেছেন—সে জন্য মনে মনে বাসুদেবকে দায়ী ক'রে একটা নিগূঢ় অভিমান বোধ করেছিলেন।

বাসুদেব ওকে মিষ্ট ব্যবহারের দ্বারা প্রশ্রয় দেবার এবং ভীমকে অযথা নিবৃত্ত করার ফলেই, এতখানি স্পর্ধা প্রকাশ করেও নিরাপদে চলে যেতে পারল—সে অভিমানের যেন এইটিই অনুক্ত কারণ।

অথচ সত্যাশ্রয়ী অর্জুন এ তথ্যটাও একেবারে অস্বীকার করতে পারছিলেন না যে, লোকটার অভিযোগের মূলে কিছুটা সত্যের ভিত্তি আছে। একেবারে মিথ্যা কি অযৌক্তিক নয় বলেই সেদিন তাঁদের নিরুত্তর থাকতে হয়েছিল এবং অবস্থা বুঝে তাঁদের সম্মানরক্ষার্থই শ্রীকৃষ্ণ একটা অতি দুর্বল যুক্তি উপস্থাপিত করার চেষ্টা ক'রে বর্ধমান অপ্রীতিটা চাপা দিতে চেয়েছিলেন। তবু, অভিমান তো যুক্তিতর্কের ছাড়পত্র বা অনুমতির অপেক্ষা করে না, বিশেষ সেদিন ঐ নিষাদের ব্যঙ্গোক্তি ধিক্কার বা অভিযোগের উত্তর দেওয়ার সামর্থ্য ছিল না বলেই—লজ্জা আত্মরক্ষার পথ খুঁজতে অভিমানের আশ্রয় নিয়েছিল। সেদিনকার উপায়হীন প্রতিকারহীন অপমানবোধ অপর কাউকে, অপর কিছুকে দায়ী করতে না পারলে তাঁদের অব্যাহতি দিত না, তাঁরা মুখ দেখাতে পারতেন না তাঁদের অধস্তনদের কাছে। মানুষমাত্রেই এই মনোভাব পোষণ করে—ভীমার্জুনও মানুষ।...

আজও সেই তিক্ত অভিজ্ঞতার স্মৃতিটা স্মরণে আসা মাত্র, অর্জুন আবারও এক দুর্বার অভিমান বোধ করলেন বাসুদেব সম্বন্ধে। যেন ওঁদের লজ্জা ও অপমান থেকে বাঁচাতে বাসুদেবেরই উচিত ছিল ধৃষ্ট অভদ্র লোকটাকে বধ করা। তাহলে এঁরা বিবেকের কাছে মুক্ত থাকতে পারতেন, অথচ অপমানের গ্লানিটা এমন ভাবে সহ্য করতে হ'ত না।

সেদিনের সে ঘটনা স্মরণ হতে অভিমান উদ্বেল হয়ে উঠল অর্জুনের। কিন্তু হায়, তিনি যদি জানতেন, যদি জানা সম্ভব হ'ত- আজ এই মুহূর্তে, কোন্ উদ্দেশ্যে, কোন্ স্বকার্য সাধনে বাসুদেব একা খাণ্ডব অরণ্যে প্রবেশ করেছেন তাহলে এ অভিমান,—অভিমান কেন সমস্ত অনুভূতিই তাঁর শিলীভূত হয়ে যেত, স্বীয় মৃত্যু-ইচ্ছা ছাড়া অন্য কোন চিন্তা থাকত না। আর, বাসুদেব সম্বন্ধে তাঁর এই যে সীমাহীন বিস্ময়—তা আরও দুর্বোধ্য, আরও কল্পনাতীত হয়ে উঠত।

হয়ত ক্ষোভ, দুঃখ বোধ করতেন। বিরক্তি ? উষ্মা ?- না, এসব বোধ করার শক্তিই অর্জুনের নেই ঐ মানুষটি সম্বন্ধে। ওঁর কার্যকারণের অবিশ্বাস্য সূক্ষ্মতা অর্জুনের মনে যে সম্ভ্রম ও ভীতির উদ্রেক করেছে—তাতেই বিরক্ত হওয়ার আর কোন উপায় রাখে নি।

এবং ঐ ক্ষোভ দুঃখ প্রভৃতি অপেক্ষাকৃত দুর্বল অনুভূতিগুলিও পরে —অনেক পরে বোধ করতেন। দীর্ঘকাল পরে—প্রস্তরীভূতবৎ জড়তা কাটলে।...

বাসুদেব সেদিন গহন অটবীতে একা প্রবেশ করেছিলেন সেই পিশাচ-মূর্তি নিষাদটারই সাক্ষাৎলাভের আশায়।

কীলকের সন্ধানে ইতিপূর্বে আরও কদিন এসেছেন। সে-সব দিনে অর্জুনকে পরিহার ক'রে একাই আসেন। অর্জুন ভাবেন নির্জনে আত্মস্থ বা ধ্যানস্থ থাকার প্রয়োজনেই কণ্টকগুল্মসমাকীর্ণ, হিংস্র পশু-অধ্যুষিত গহনে প্রবেশ করেন। বাসুদেবের মনের বিচিত্র গতির সন্ধান পাওয়া—সন্দেহ করাও অর্জুনের সাধ্যাতীত—তা ভাসা-ভাসা ভাবে বোধ করলেও এমন ভাবে বোঝেন নি কখনও।

কীলক যে মধ্যে মধ্যে এই বনে আসে, বাসুদেব তা নির্ভুল ভাবেই অনুমান করেছিলেন। সে একা, নিঃসঙ্গ। কোথাও নতুন ক'রে বাসগৃহ বা সংসার স্থাপনের চেষ্টা করে নি, সম্ভবতঃ ভবিষ্যতেও করবে না। এটা সেদিনের কথোপকথন থেকেই বুঝেছেন। তারও পূর্ব হতে ওর সংবাদ রাখেন তিনি। যেদিন নিঃসংশয় হয়েছিলেন যে বারণাবতের জতুগৃহে দগ্ধাবশিষ্ট নরকঙ্কালগুলি পাণ্ডবদের নয়- হতে পারে না, সেদিনই বিশেষ শিক্ষিত ও বিশ্বস্ত চর প্রেরণ ক'রে বারণাবতের চতুষ্পার্শ্বে সন্ধান করেছিলেন যে সে ভাগ্যচিহ্নিত দিনটিতে তাঁর পিতৃষ্বসা পৃথার আমন্ত্রণে যারা ঐ জতুগৃহে এসেছিল তাদের মধ্যে কে কে আর ফিরে যায় নি।

সেই চরই নিষাদীর সন্ধান দিয়েছে। পরিচয়ও। আর সে তথ্য জানার পর থেকেই কীলককে খুঁজে বেড়াচ্ছেন তিনি। ভাগ্যের ও মানুষের এই মিলিত অবিচারের জন্য তীব্র ক্ষোভ ও প্রতিশোধস্পৃহার বহ্নি বহন ক'রে নিশ্চিত সে একাই কোথাও আছে। এতখানি জ্বালা তাকে কখনই স্থির থাকতে দেবে না—এও ধ্রুব।

কিন্তু প্রতিহিংসাস্পৃহা ও ক্ষুব্ধ অভিমান—যা-ই মানুষকে দগ্ধ করুক না কেন, ক্ষুধার জ্বালা আরও বেশী। নিষাদের খাদ্য বা খাদ্য উপার্জনের উপায় নিবিড় অরণ্য ছাড়া কোথাও নেই। সুতরাং অবিচ্ছিন্নভাবে বাস না করলেও ঘুরে-ফিরে তাকে কোন-না-কোন বনস্থলীতেই আসতে হবে। তবে চতুর্দিকে অরণ্যানীর অভাব নেই বলেই অনুসন্ধানের ক্ষেত্রটা কোন বিশেষ কেন্দ্রবিন্দুতে সীমাবদ্ধ করতে পারেন নি।

এই রকম অনুমান করেছিলেন বলেই—সেদিন ওকে দেখা মাত্র চিনেছেন। জীবনে যার লক্ষ্য নেই, আশা নেই ; যার গৃহ নেই, গৃহ-সুখ নেই- সে-ই এমন ভাবে দেহকে উপেক্ষা ক'রে ঘুরে বেড়াতে পারে, জীবনকে তাচ্ছিল্য করতে পারে।

সেদিন চিনেছেন কিন্তু সেটাকে কাজে লাগাতে পারেন নি। তাঁর বক্তব্য কারও সাক্ষাতে বলা যাবে না। তার পর থেকেই মধ্যে মধ্যে এখানে আসছেন কীলকের খোঁজে। সে কোথায় থাকে প্রশ্ন ক'রে কোন লাভ হ'ত না, কবে আবার দেখা হতে পারে সে প্রশ্নেরও অবসর ছিল না, হয়ত তাও নিরর্থক করা হ'ত। দৈবক্রমে দেখা হয়েছে, আবার দৈবানুগ্রহেরই অপেক্ষা করতে হবে।

এমনি বৃথা অন্বেষণে কয়েক দিন অপব্যয়িত হয়েছে। তবে সেদিন দেখা গেল দৈব অনুকূল। গহনের একটু গভীর প্রদেশে প্রবেশ করতেই দেখলেন একটা সুবৃহৎ শালকাণ্ডে মাথা রেখে প্রায় অচৈতন্যের মতোই নিদ্রাভিভূত

লোকটা, এক হাতে চিরসঙ্গী ধনু, কিছু দূরে তূণীর এবং ঠিক পাশেই এক বিপুলাকার সুরাভাণ্ড।...গত রাত্রির সুরাগন্ধে আকৃষ্ট হয়ে সেই প্রত্যুষেই মক্ষিকার দল এসে জুটেছে, তাদের একদল মৃৎভাণ্ডটি অন্ধকার ক'রে বসে আছে তার গায়ে, আর একদল লোকটার ঈষন্মুক্ত অধরের চারিপাশে পীতাবশিষ্ট সুরার প্রসাদ পাচ্ছে।

বাসুদেব আর বিলম্ব করলেন না। অনুতপ্ত শঙ্কিত অর্জুন যে কোন মুহূর্তে তাঁর সন্ধানে এসে পড়তে পারে। তিনি প্রথমেই সন্তর্পণে নিষাদের নিদ্রাবিবশ শিথিল মুষ্টি থেকে ধনুকটি অপসারণ করলেন, তারপর তূণীরটিও সংগ্রহ ক'রে এক বৃক্ষশাখায় তুলে রাখলেন। অতঃপর, জলের অভাবে সেই সুরাভাণ্ডটারই এক প্রান্ত ধরে, অবশিষ্ট সামান্য মদ্যটুকু তীব্রবীর্য কটুগন্ধ সেই পানীয়ই—ছড়িয়ে দিলেন ওর মুখে।

চমকিত, সদ্যনিদ্রাভঙ্গে বিহ্বল কীলক অস্থির ভাবে উঠে বসেই নিজের মুষ্টির দিকে তাকাল, ধনুঃশরের খোঁজে—সেগুলো না পেয়ে আরও ব্যস্ত আরও অস্থির হয়ে উঠে দাঁড়াতে, শ্রীকৃষ্ণ শান্ত মধুর কণ্ঠে বলে উঠলেন, 'স্থির হও কীলক। অস্ত্রের প্রয়োজন হবে না, সেজন্য চিন্তিত হয়ো না। আমি তোমার বন্ধু।'

যে শ্বাপদ-সঙ্কুল অরণ্যে বাস করে, তার ইন্দ্রিয়জ অনুভূতি বা ষষ্ঠেন্দ্রিয় সদাগ্রস্ত ও সদাসতর্ক থাকে। কীলকেরও সুরাপান বা নিদ্রাজনিত জড়তা কাটতে বিলম্ব হয় না। সে আরও ভীত ও চকিত হয়ে চারিদিকে তাকাল, শ্রীকৃষ্ণকে দেখতেও পেল এবার। মনে হ'ল চিনতেও অসুবিধা হ'ল না। সেই সূত্র ধরে সেদিনের ঘটনাও মনে পড়ল।

আশ্বস্ত হ'ল কিনা তা বোঝা গেল না। তবে শান্ত হ'ল কিছুটা। ধীরেসুস্থে হাতের পিছন দিয়ে ললাটের স্বেদ এবং মুখের গ্লানি মুছে নিয়ে বলল, 'ও তুমি!...তা তুমি এখানে কি মনে ক'রে? সেদিনের অসমাপ্ত কাজটা শেষ করতে এসেছ বুঝি? তাই তস্করের মতো আগেই আমার ধনুঃশর চুরি করেছ? তবে এত সতর্কতার প্রয়োজন ছিল না। আমাকে বধ করতে এলে আমি এমনিও তোমাকে বাধা দিতাম না। বাধা দিলেও পেরে উঠতাম না তো। আমরা অন্তরাল থেকে পশু বধ করি—তাও করি জীবিকার জন্য—মুখোমুখি দাঁড়িয়ে অকারণে মানুষ বধ করার অভ্যাস নেই।'

বাসুদেব হাসলেন। সেই রহস্যময় অভয়ভরা মধুর হাসি—যে হাসি দেখলে বালক-বৃদ্ধ-স্ত্রীলোক নির্বিশেষে মুগ্ধ ও বশীভূত হয়। বললেন, 'না কীলক, আমি তোমাকে বধ করতে আসি নি। সে ইচ্ছা থাকলে সেদিন মধ্যম পাণ্ডবকে বাধা দেব কেন? আমি সত্যই তোমার বন্ধুরূপে—বন্ধু হতে এসেছি।'

'বন্ধু হতে এসেছ! বন্ধু! হাঃ!' একটা অবজ্ঞাসূচক শব্দ ক'রে জৃম্ভণ ত্যাগ করল কীলক। গতরাত্রের মত্ততা তার অনিবার্য অবসাদ এনেছে, সেই সঙ্গে মস্তিষ্কের পাষাণভার। সে দু হাতে নিজের মাথাটা ধরে একটা প্রবল নাড়া দিয়ে নিল, তারপর সুরাকলসটা নেড়ে দেখল কিছু অবশিষ্ট আছে কিনা। বোধ হয় সামান্য কিছু ছিল, সেইটুকুই গলায় ঢেলে দিয়ে যেন একটু প্রকৃতিস্থ হ'ল। একটা তৃপ্তির নিঃশ্বাস ফেলে বলল 'বন্ধু আমার আর কী কাজে আসবে? বন্ধুতে আমার কোন প্রয়োজন নেই। তুমি আমার কোন

উপকার করতে আসোও নি। কী চাও, কী উদ্দেশ্যে এসেছ সেইটেই খুলে বল দিকি!'

'তোমার কি কোন প্রয়োজন নেই? ভাল ক'রে ভেবে দ্যাখো তো।'

'না, কিছুই না। আমার কোন ইচ্ছা বা কামনা নেই, সে জন্য কোন প্রয়োজনও নেই।'

'প্রতিহিংসা নেবার ইচ্ছাও নেই? সত্য কথা বলছ?'

নিদ্রা ও মত্ততার জড়তা আগেই কেটে এসেছিল, এবার আরক্ত চক্ষুর দৃষ্টিও প্রখর হয়ে উঠল। কঠিন ও সন্দিগ্ধ। কোথাও কোন বিপদ আশঙ্কা করলে মানুষের দৃষ্টি যেমন সতর্ক ও সচেতন হয়, তেমনিই।

'আচ্ছা! এই পথ ধরেছ!...তুমি তো ওদের বন্ধু, তোমাকে ওরা মানে-গনে দেখলাম। তোমার মুখে এসব কথা বড় অশোভন আর হাস্যকর নয়?... কোন্ ফাঁদে ফেলতে চাও বল তো? কোন্ জালে জড়াতে চাও? আর আমার মতো নগণ্য প্রাণীকে নষ্ট করার জন্য এত আয়োজন করার আছেই বা কি?...একটা ক্ষুদ্র কীটের মতো পায়ের তলায় পিষ্ট করলেই তো হয়। আমারই তো অস্ত্র আছে, এনে স্বচ্ছন্দে বধ করো—তোমার ঐ কোষবদ্ধ খড়্গ বার করতে যদি ইচ্ছা না হয়।...সত্যিই বলছি, বাঁচবার এতটুকু সাধ নেই আমার।'

'তুমি মিথ্যা বলছ কীলক। অসত্যভাষণ করছ। এখনো তোমার জীবনে একটা উদ্দেশ্য আছে, পান্ডবদের সর্বনাশ দেখা। তাদের অনুতাপের পরি-তাপের—অশান্তির আগুনে দগ্ধ হতে দেখলে তোমার অশান্তির, দুঃখের অবসান হবে, চিত্তদাহ প্রশমিত হবে...তাই না?...শোন কীলক, আমার কথা তুমি বুঝবে না। আমাদের দুজনেরই উদ্দেশ্য অনেকটা এক, কারণ ভিন্ন। ওরা আমার বন্ধু ঠিকই, আত্মীয়ও। তবু ওদের অনিষ্ট চিন্তা করতে হচ্ছে। তোমার অভিসম্পাত, ঐ নবগঠিত মহানগরীর মহাশ্মশানে ওরা রাজত্ব করবে, আমারও ইচ্ছা তাই।...কী করব, আমি নিরুপায়। আরও বহু লোকের দুঃখ দূর করতে এ দুঃখ ওদের পেতে হবে।'

তবু কীলকের সন্দেহ দূর হয় না। তীব্র ভ্রূকুটি ক'রে একদৃষ্টে চেয়ে থাকে বাসুদেবের দিকে, রহস্যটা বোঝার চেষ্টা করে।

বাসুদেব ওর মনোভাব বোঝেন, আরও কাছে আসেন ওর।

একেবারে সামনে এসে দাঁড়িয়ে ওর বাহুমূলে একটা হাত রেখে বলেন, 'কীলক, আমার চোখের দিকে দেখ দেখি। এখনও কি তোমার মনে হচ্ছে আমি তোমাকে প্রতারিত করতে এসেছি, মিথ্যা বলে বিপদে ফেলতে চাইছি?'

কীলক সে কোমল মধুর স্পর্শে কেমন যেন বিহ্বল অভিভূত হয়ে পড়ল। চোখ তুলে ওঁর চোখে দৃষ্টি রাখতে চাইল, পারল না। তার সমস্ত দেহ কাঁপছে; মনে হচ্ছে সমস্ত দেহে, রক্তধারায় কিসের একটা বিপুল আনন্দানুভূতির তরঙ্গ জেগেছে, তাতেই শরীর টলছে।

'না, না।' অতি কষ্টে উচ্চারণ করল সে, কাতর অনুনয়ের ভঙ্গীতে বলল, 'তা মনে হচ্ছে না। তোমাকে বিশ্বাস করেছি করছি। কিন্তু এ আমার কী হ'ল! মনে হচ্ছে জন্মের মতো তোমার দাস হয়ে গেলাম, তোমার আদেশ পালন না ক'রে আর কোন উপায় থাকবে না।'

'কীলক, তোমাকে আমি সত্যিই আমার সেবক ক'রে নিলাম। দৈবকার্য

সাধনে, মানুষের কল্যাণের কাজে নিয়োগ করলাম তোমাকে আজ থেকে।'

তখনও হাতটা কীলকের বাহুতে। সেই অলৌকিক স্পর্শের অবিশ্বাস্য অভিজ্ঞতা ও অনির্বচনীয় মাধুর্যে প্রায় হতচেতন কীলক অস্ফুট কণ্ঠে বলে. 'বলো কি করব! কি করতে হবে!'

'মন দিয়ে শোন। মথুরার উপকণ্ঠে আর্য ও অনার্যদের সংমিশ্রণে যে বর্ণসংকর জাতি গড়ে উঠেছে—আদিবাসী এই সম্পর্কে যাদের জ্যেষ্ঠ বা জ্যেঠ বলে— দস্যুতাই তাদের প্রধান বৃত্তি। কিন্তু প্রবল প্রতাপ কুরুরাজদের ত্রাসে তারা এদিকে আসতে সাহস করে না। তুমি মাংস বিক্রয়ের উপলক্ষে তাদের পল্লীতে যাও, কথার ছলে তাদের জানিয়ে এস, কুরুরাজধানীর দক্ষিণে নতুন যে নগরী গড়ে উঠেছে এখানে. পাণ্ডবদের রাজধানী ইন্দ্রপ্রস্থ, সেখানের ব্রাহ্মণপল্লী পাণ্ডবদের মুক্তহস্তের দানে ও দক্ষিণায় রীতিমত ঐশ্বর্যস্ফীত হয়ে উঠেছে. ব্রাহ্মণদের বিত্তের সীমা নেই। কেউ যদি তাদের গৃহ লুণ্ঠন করে তাহলে রাজপ্রাসাদ লুণ্ঠনের থেকে বেশী লাভবান হবে। তাদের ভয় নেই. ব্রাহ্মণপল্লীতে কোন প্রহরার ব্যবস্থা নেই. ওঁরা শাস্ত্রজীবী নিরীহ ব্রাহ্মণ বলে নিশ্চিন্তে নির্ভয়ে থাকে। ওঁদের নিজেদেরও কোন অস্ত্রাদি নেই।...দ্যাখ. পারবে তাদের প্ররোচিত করতে?'

কীলক বলল, 'পারব। তোমার এ বিচিত্র আদেশের রহস্য কিছুই বুঝলাম না। তবে যা বলেছ তা করব।'

সে এই প্রথম তাঁকে প্রণাম ক'রে তখনই দক্ষিণ-পশ্চিম মুখে যাত্রা করল।

আবারও একটু হাসলেন বাসুদেব।

তবে তিনিও আর সেখানে দাঁড়ালেন না. বরং স্বভাববিরুদ্ধ দ্রুত-গতিতেই প্রত্যাবর্তনের পথ ধরলেন।

তিনি জানতেন প্রভাতে ওঁর পুরীতে এসে ওঁকে দেখতে না পেয়ে অর্জুন বিষম ব্যস্ত হয়ে পড়বেন—বিশেষ যদি শোনেন. উনি নিবস্ত্র একাকী এই গহন অরণ্যে প্রবেশ করেছেন। আর সেক্ষেত্রে সর্বাগ্রে ছুটে আসবেন ওঁর সন্ধানে।

তা আসুন তবে কীলকের সংগে ওঁর সাক্ষাৎ হওয়ার সংবাদটা তাঁর জানার আবশ্যক নেই। সেই জন্যই এত ত্বরা ওঁর।....

অর্জুন সম্বন্ধে ওঁর অনুমান যে অভ্রান্ত—অল্পদূর অগ্রসর হতেই তা প্রমাণিত হ'ল। দেখা গেল, সত্যই বিভ্রান্ত ভাবে শুষ্ক মলিন মুখে ব্যস্ত হয়ে এই দিকেই আসছেন ধনঞ্জয়।

কেশবকে দেখে তিনি উদ্বিগ্ন ও ঈষৎ অভিমানক্ষুণ্ণ কণ্ঠে বলে উঠলেন, 'আমি হয়ত অজ্ঞানে বা অজ্ঞানতাপ্রযুক্ত কোন অপরাধ ক'রে ফেলেচি. সেজন্য এই গুরুদণ্ডের ব্যবস্থা করলেন? আমার উপর বিরক্ত হয়ে থাকলে আমাকে শাস্তি দেবেন. এমন ক'রে নিজের জীবন বিপন্ন করবেন না।'

শ্রীকৃষ্ণ একেবারে ওঁকে আলিঙ্গনাবদ্ধ ক'রে বললেন. 'বন্ধু. নানা কারণে – প্রধানটা অবশ্য জানি, নবীন প্রণয়—তোমার মানসিক স্থৈর্য নষ্ট হয়েছে. তা নইলে যা করো নি সেই কল্পিত অপরাধের কথাও ভাবতে না. আমার বিরক্তিও কল্পনা করতে না। আর নিতান্তই মোহগ্রস্ত না হলে তোমার ওপর অভিমান ক'রে আমি জীবন বিপন্ন করতে এসেছি—এ কথা চিন্তা করতে পারতে না। অভিমানবশে এমন কর্ম করে স্ত্রীলোকে ও বালকে।...

আর করে উন্মাদে। চল চল, এখনও প্রাভাতিক জলযোগ হয় নি, ক্ষুধার্ত হয়ে পড়েছি। সদ্যোত্থিত নবনীত ও প্রচুর দুগ্ধপিন্ডক ছাড়া এ ক্ষুধা নিবৃত্ত হবে না।'

অর্জুন একত্র চলতে চলতে গাঢ় কণ্ঠে বালকের মতোই বলে উঠলেন, 'আমার—আমার খুব ভয় হয়েছিল, মনে হচ্ছিল আপনি বোধ হয় আমাদের ত্যাগ করলেন। কত কী যে আশঙ্কা হচ্ছিল কী বলব।'

'তোমার ভাবে ভঙ্গীতে বাক্যে আমার কি মনে হচ্ছে জানো?'

বিস্মিত অর্জুন প্রশ্ন করলেন, 'কি?'

'তোমার আরও অনেকগুলি নববধূর ব্যবস্থা করা প্রয়োজন। সেই চেষ্টাই করব এখন।'

॥ ১০ ॥

এতগুলি ক্রুদ্ধ ও ক্ষুব্ধ ব্রাহ্মণের মিলিত বাক্যের কোলাহল থেকে তাঁদের বক্তব্য বোধগম্য হতে কিছু সময় লাগল। নিদারুণ উত্তেজিত তাঁরা বিপন্ন যে তাতেও সন্দেহ নেই। কেউ যজ্ঞ করতে করতে উঠে এসেছেন, কেউ বা পূজাবন্দনাদি সেরে আহারে বসেছিলেন কেউ বা গৃহদেবতা কি ইষ্টকে ভোগ নিবেদন করছিলেন, তার চিহ্ন এখনও বহন করছেন সবাই। যাঁরা ভোজনে বসেছিলেন, অনেকে আচমন করবারও সময় পান নি সেই অশুচি অবস্থাতেই এসেছেন—ব্রাহ্মণদের পক্ষে যা মহাপাপ।

অর্জুন বহু চেষ্টা করলেন তাঁদের বোঝাতে, যাতে একজন মাত্র স্থির-ভাবে তাঁদের বক্তব্য বলতে পারেন, বাকী সকলে নীরব থাকেন এভাবে সকলে একসঙ্গে বলতে গেলে ত্বরার থেকে বিলম্বই ঘটবে বেশী কিন্তু সে যুক্তি তাঁদের উত্তপ্ত মস্তিষ্কে, এবং দূরে যাঁরা ছিলেন কোলাহল ভেদ ক'রে তাঁদের কর্ণে পেঁছিল না।

অতি কষ্টে, তাঁরা নিজেদের উত্তেজনার প্রতিক্রিয়ায় ও উচ্চরবের পরিশ্রমে শ্রান্ত হবার ফলে কিছুটা স্থির হতে অর্জুন যে বার্তাটি উদ্ধার করলেন তা হ'ল এইঃ আজ এই দিবাভাগের প্রথমাংশেই একদল ম্লেচ্ছ দস্যু এসে তাঁদের শস্য ও গোধন হরণ ক'রে নিয়ে গেছে। তাঁরা নিবীর্য শাস্ত্রজীবী ব্রাহ্মণ, শস্ত্রজীবী দস্যুদের বাধা দেবার মতো সামর্থ্য বা অস্ত্র তাঁদের নেই, বাধা দিতে পারেনও নি, ফলে সেই শর্শরীক দস্যুরা অবাধে লুণ্ঠন-কার্য চালিয়ে যাচ্ছে, হয়ত এখনও চালাচ্ছে ; হয়ত অতঃপর স্ত্রীলোকদের ওপরও অত্যাচার শুরু হবে কারণ যদিচ নগরের অন্যান্য পল্লী সুদূর নয়, দস্যুদের পৈশাচিক উল্লাসধ্বনি এবং তাঁদের স্ত্রী-সন্তানদের আর্তনাদ সে সব স্থানে না পৌঁছনোরও কথা নয়—তথাপি এখনও কোন প্রহরী বা সৈন্যদল ছুটে আসে নি, কোন ক্ষত্রিয় অধিবাসীও অস্ত্রাদি নিয়ে আত্মরক্ষায় ছুটে আসার

প্রয়োজন বোধ করেন নি।

অতঃপর তাঁরা—সংবাদ শেষ হতে—পুনশ্চ রাজা বা রাজশক্তিকে ধিক্কার দিতে লাগলেন। উৎপন্ন দ্রব্যের ষষ্ঠাংশ তাঁরা কর হিসাবে রাজাকে দিচ্ছেন -ব্রাহ্মণ বলে অব্যাহতি পান নি—সে তো রাজা তাঁদের সর্বদা সর্বতোভাবে রক্ষা করবেন এই অঙ্গীকারে। কেবলমাত্র হর্ম্যাদি নির্মাণ, পয়ঃনিঃসারণ ব্যবস্থা করলেই নাগরিকগণের স্বাচ্ছন্দ্যের চূড়ান্ত হয় না। নিরাপত্তার জন্যই লোকে রাজধানীতে এসে বাস করে। এ রাজধানীর মূল্য কি ? এখানে বাস করা অপেক্ষা অরণ্যে বাস করাও তো শ্রেয়, সাবধানে থাকলেই নিরাপদে থাকা যায়। সেখানে শ্বাপদভয় আছে, দস্যুভয় নেই।

অর্জুন নিজের বক্তব্য শোনাতে না পেরে ক্লান্ত ও হতাশ হয়ে পড়েছিলেন। এখন গত্যন্তর না দেখে কণ্ঠস্বর উচ্চগ্রামে চড়াতে বাধ্য হলেন। একটু রূঢ় ও পরুষ শোনালেও—অথবা শোনাল বলেই— ব্রাহ্মণরা পরস্পরকে অপেক্ষাকৃত অনুত্তেজিত কণ্ঠে— 'শোন, শোন, ধর্মাত্মা বীর্যবান তৃতীয় পাণ্ডব কি বলতে চান মন দিয়ে শোন' বলে পরস্পরকে প্রতিনিবৃত্ত করার চেষ্টা করতে লাগলেন।

অর্জুন বললেন, 'ব্রাহ্মণগণ, আপনারা অকারণে এত উত্তেজিত হবেন না। আমাদের ধারণা ছিল যে এ নগরে দস্যুরা প্রবেশ করতেই সাহস করবে না, সেই জন্যই পর্যাপ্ত প্রহরার ব্যবস্থা ছিল না। এখন দেখছি সে ধারণা ভ্রান্ত। সেজন্য কৃতাপরাধের মতোই মার্জনা ভিক্ষা করছি। আপনারা শান্ত হোন, যে পরিমাণ শস্যসম্পদ ধনাদি ও গোধন অপহৃত হয়েছে বলছেন আপনারা—তাতে তাদের লুণ্ঠনকার্য শেষ হলেও অধিক দূর যেতে পারবে না নিশ্চয়। আপনারা মাত্র দুই দণ্ড সময় দিন, তারা যত দূরেই যাক, তাদের বিমর্দিত বিনষ্ট ক'রে আপনাদের সম্পদ আপনাদের প্রত্যর্পণ করব। এ ছাড়াও রাজভাণ্ডার থেকে অবশ্যই আপনাদের ক্ষতিপূরণ করা হবে। আপনারা নিশ্চিন্ত হয়ে গৃহে ফিরে যান, লুণ্ঠন ছাড়া যদি অপর কোন গর্হিত অত্যাচার ক'রে থাকে দুর্বৃত্তরা—তো জেনে রাখুন, অপরাধের তুলনায় চতুর্গুণ শাস্তি পেতে হবে তাদের, পাতালে প্রবেশ করলেও তারা অব্যাহতি পাবে না।'

তৃতীয় পাণ্ডবের শৌর্য ও আশ্চর্য শস্ত্রশিক্ষার কথা ইতিমধ্যেই প্রবাদে পরিণত হয়েছে প্রায় ; ব্রাহ্মণরা আশ্বস্ত হয়ে এবারে আনন্দ-কোলাহল করতে করতে নিজ নিজ গৃহে প্রত্যাবর্তন করলেন।

কিন্তু আশ্বাসদানকারী পড়লেন মহা বিপদে।

তিনি যখন এদের কাছে এই কুঘটন প্রতিকারের প্রতিশ্রুতি দিচ্ছিলেন, তখন ব্রাহ্মণদের বিপদ ও নিজেদের অমর্যাদা ছাড়া অন্য চিন্তা ছিল না। সময়ের হিসাব করতে শুধু রথে অশ্বযোজনা ও এই ক্রোশের পথ অতিক্রমের কথাই ভেবেছিলেন। কিন্তু অস্ত্র ? সেখানে যে এক বিপুল জটিলতা বেধে বসে আছে !

বাসুদেবই পরামর্শ দিয়েছিলেন, কনিষ্ঠ ভ্রাতাদের উচিত নিজ নিজ নবনির্মিত পুরে জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা ও রাজাকে মধ্যে মধ্যে আমন্ত্রণ ক'রে নিয়ে আসা। তাতে সৌহার্দ্য ও সৌভ্রাত্র বৃদ্ধি পায়। অবশ্য রাজাও কনিষ্ঠদের নিমন্ত্রণ করবেন বৈকি। সুদ্ধমাত্র রাজসভা বা মন্ত্রণাসভাতেই ভাইদের

পরস্পরের সঙ্গে দেখা হয়—এ ব্যবস্থা আদৌ অভিপ্রেত নয়—ওতে মানসিক দূরত্ব বা ব্যবধান বৃদ্ধি পায়।

ধনঞ্জয় সে কথার উত্তরে একটা বিশেষ নিয়মের কথা স্মরণ করিয়ে দিয়েছিলেন। স্বেচ্ছাপ্রণীত স্বেচ্ছারোপিত নিয়ম।

যখন পাঁচ ভাই একই দার পরিগ্রহণ করবেন স্থির হ'ল—তখন মহর্ষি নারদ স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে এসে ওঁদের সতর্ক করে দিয়ে যান যে, 'কেবলমাত্র স্ত্রীলোককে উপলক্ষ ক'রেই বহু সখ্য ও সৌভ্রাত্র নষ্ট হয়েছে ; ভ্রাতার হাতে ভ্রাতা নিহত হয়েছে, প্রাণাধিক সখা পরস্যাপি পর হয়ে গেছে। তোমরা যদি পূর্বেই এ বিষয়ে কতকগুলি কঠোর নিয়ম না ক'রে নাও, এবং ধর্ম-পালনের মতো ক'রে তা পালন না করো, তাহলে এ বিপদ তোমারও এড়াতে পারবে কিনা সন্দেহ। হ্যাঁ, বিপদ শব্দ ব্যবহার করেছি ইচ্ছে ক'রেই। সুন্দরী নারীরত্ন লাভ পরম সৌভাগ্যের কথা সন্দেহ নেই—কিন্তু অনেক সময়ই তা চরম সর্বনাশেরও কারণ হয়ে ওঠে।'

সেই উপদেশ অনুসারেই ওঁরা কটি নিয়ম করেছিলেন। সুচিন্তিত, সুবিবেচিত। তার মধ্যে একটি হ'ল পট্টমহাদেবী কল্যাণী দ্রৌপদী যখন কোন এক স্বামীর সঙ্গে কোন গৃহে বাস করবেন—তখন অপর স্বামীরা কদাচ সে গৃহে প্রবেশ করবেন না, বা অন্তরঙ্গ অবসরে উভয়কে একত্র দেখবেন না। কেউ যদি এ নিয়ম লঙ্ঘন করেন তবে তাঁকে ব্রহ্মচর্য গ্রহণ ক'রে দ্বাদশ বর্ষের জন্য নির্বাসন বরণ করতে হবে।

এ নিয়মে এতকাল কোন অসুবিধা হয় নি। এখন এক বিচিত্র কারণ দেখা দিয়েছে অসুবিধার।

মাত্র এক পক্ষ কাল পূর্বে ধনঞ্জয় ফাল্গুনীর সনির্বন্ধ অনুরোধ ও অনুনয়ে মহারাজ যুধিষ্ঠির তাঁর আবাসে আগমন করেছেন এবং শ্রেষ্ঠ ও বৃহত্তম হিসাবে—যে গৃহে অর্জুনের আয়ুধাদি থাকে সেই গৃহই তাঁদের বাসস্থানের জন্য নির্দিষ্ট করেছেন। পূর্বে সংবাদ দিয়ে অনুমতি সংগ্রহ ক'রে সে গৃহে যেতে কোন বাধা নেই : আয়ুষ্মতী দ্রৌপদী সে সময় অন্তরালে যেতে পারেন বা অবগুণ্ঠনবতী হতে পারেন—আর যুধিষ্ঠিরও কিছু সব সময় ঘরেই আবদ্ধ থাকেন না—সুতরাং এ ব্যবস্থায় যে কোন অসুবিধা হতে পারে তা মনে হয় নি।

তবু কে জানে কেন একটা অজ্ঞাত ও দুর্বোধ্য অমঙ্গলাশঙ্কা নিয়েই অর্জুন তাঁর আবাসের অভ্যন্তরে প্রবেশ করলেন। দেখলেন, তাঁর গৃহ-সেবক-সেবিকারা কেউ নেই, সম্ভবত তারা নিকটবর্তী সরোবরে স্নান বা বস্ত্রাদি প্রক্ষালনে গেছে। তাদের দোষও দেওয়া যায় না। ওঁদের মধ্যাহ্ন-ভোজন শেষ হয়েছে, এখন তারা নিশ্চিন্ত। তাদের এটা অবসর কালও।

ধর্মরাজ যুধিষ্ঠিরের এমন কি মহিষীপ্রধানা দ্রৌপদীরও আহার শেষ হয়েছে নিশ্চয়—নইলে পাচক ও ভৃত্যরা অন্যত্র যেত না—এখন তাঁরা বিশ্রম্ভালাপ করছেন।

এ সময় সে গৃহে প্রবেশ করার একটিই পরিণাম। নির্বাসন।

অথচ অবসরও আর নেই। ব্রাহ্মণদের কাছে তিনি বাক্যদত্ত, দুই দণ্ড-কাল মধ্যে এই পাপাচরণের প্রতিকার করবেন, দুঃসাহসিক দস্যুদলের স্পর্ধার সমুচিত প্রত্যুত্তর দেবেন—অমার্জনীয় ধৃষ্টতার শাস্তিবিধান করবেন।

ব্রাহ্মণদের অবহেলা করলে অভিসম্পাতের ভয় আছে। তিনি আশ্বাস-দানে বিন্দুমাত্র বিলম্ব করলে সে সর্বনাশ ঘটত। ব্রহ্মশাপে সবংশে নিহত হওয়া, সেই সঙ্গে রাজলক্ষ্মীভ্রষ্ট হওয়ার থেকে তাঁর একার দুঃসহ ক্লেশ-স্বীকারও অনেক বেশী বাঞ্ছনীয়। বংশকে রক্ষা করতে, ভ্রাতাদের নিরাপদ সুখে রাখতে বনবাসে যেতেও কোন দুঃখ নেই।

তিনি আর দ্বিধা করলেন না। বারেক দ্বারে করাঘাত করেই গৃহাভ্যন্তরে প্রবেশ করলেন। দ্রৌপদী এখন তাঁর পূজনীয়া। হয়ত বা সেই ঈষৎ অসম্বৃতবাসা অগ্রজপত্নীকে অবলোকন অনুচিত—এ বোধ এবং সর্ববিধ সতর্কতা সত্ত্বেও দৃষ্টি সেদিকেই আগে গিয়ে পড়ল। দেখলেন তাঁর অনুমানই ঠিক। দ্রৌপদী তখন বসে স্বামীর পদসেবা করলেও তাঁর বেশবাস শয়নোপ-যোগী শিথিলিত।

দ্রৌপদী বিস্মিত হলেও বিহ্বল হলেন না. দ্রুত অবগুণ্ঠন টেনে দিলেন মাথায়। কিন্তু সেই অত্যল্প—প্রায়-নিমেষকাল মধ্যেই অর্জুন লক্ষ্য করলেন. শুধু লজ্জা নয়—আকস্মিক প্রিয়দর্শন-সুখের অনির্বচনীয় বার্তাও তাঁর নবারুণরক্ত মুখে ফুটে উঠল।

নিয়ম রীতি ন্যায়—এসব পালন করে দেহ. বিচারবুদ্ধি. সংস্কার—হৃদয় ও অনুভূতি এসব বন্ধনের অতীত, স্বাধীন।

তখন আর বিলম্বের অবসর নেই. মাত্র কয়েকটি বাক্যে এই নির্লজ্জ আগমনের প্রয়োজন জানিয়ে ধনঞ্জয় তাঁর অস্ত্রাদি নিয়ে চলে গেলেন। দ্রৌপদীর দিকে অবশ্যই আর তাকালেন না. কিন্তু কেমন যেন মনে হতে লাগল—এক নীলোৎপল-পলাশ-যুগলাক্ষির দৃষ্টি পট্টবস্ত্রের অবগুণ্ঠন ভেদ ক'রেও তাঁর অনুসরণ করছে।

অর্জুনের পক্ষে দস্যুদের পশ্চাদ্ধাবন ক'রে তাদের বিমর্দিত ও ব্রহ্মস্ব উদ্ধার করা কয়েক দণ্ডের কাজ। তার জন্য কোন চিন্তাও ছিল না। অভিযানের পরিণাম তো তাঁর জানাই। অবশ্যম্ভাবী। তিনি কার্মুক ধারণ করলে কয়েকজন কেন সহস্র দস্যুরও পরিত্রাণ নেই।

চিন্তা অন্যত্র, অন্য কারণে।

চিন্তিত ও বিমর্ষ মুখেই আবাসে প্রত্যাবর্তন করলেন ফাল্গুনী।

যে প্রিয়া-সান্নিধ্যচ্যুত হবার আশঙ্কায় তিনি শ্রীকৃষ্ণের নির্দেশ অগ্রাহ্য করেছিলেন. সেই সান্নিধ্যই হারাতে হবে। আরও দীর্ঘকালের জন্য। মানব-জীবনে দ্বাদশ বৎসর সময় হয়ত অকিঞ্চিৎকর কিন্তু যৌবনকালে. বিশেষ নববিবাহিতের বিরহদশায়—তা সুদীর্ঘকাল।

চিন্তাক্লিষ্ট ধর্মরাজও।

যুধিষ্ঠির কোন সময়েই বিচলিত হন না। সম্প্রতি তাঁর প্রজারা যে তাঁকে ধর্মরাজ বলে অভিহিত করছে—তা একেবারে অকারণ নয়। ধর্মের মতোই অবিচল. স্থির। ধর্মের গতির মতোই ধীর। তবু, আজ তাঁর মুখের প্রশান্তিও যেন নষ্ট হয়েছে, ঈষৎ উদ্বিগ্ন দেখাচ্ছে তাঁকে। বার বার নিজের করতল নিরীক্ষণ করছেন, যেন আসন্ন কোন অমঙ্গলের বার্তা অন্বেষণ করছেন সেখানে।

পট্টমহাদেবী দ্রৌপদীও স্থির হতে পারছেন না ; বিনা প্রয়োজনেই প্রাসাদের বিভিন্ন প্রকোষ্ঠে ঘুরে বেড়াচ্ছেন. গৃহসজ্জার বিন্যাস নষ্ট ক'রে

পুনশ্চ তা নূতন ভাবে সজ্জিত করার চেষ্টা করছেন। কিন্তু নানা অসম্বন্ধ চিন্তা ও অন্যমনস্কতাহেতু বিশৃঙ্খলাই বাড়ছে—মনোমতো ভাবে সুসজ্জিত করা যাচ্ছে না।

বিজয়ী বীরের প্রত্যাবর্তন-সংবাদ রথচক্র ও অশ্বক্ষুরের শব্দেই পাওয়া গিয়েছিল সেই সঙ্গে গৃহভৃত্য, সেবক ও প্রজাগণের হর্ষোৎফুল্ল জয়ধ্বনিতে। তবু, যুধিষ্ঠির অন্য দিনের মতো স্নেহবশত উঠে প্রত্যুদ্‌গমনের চেষ্টা করলেন না, বরং অধোবদন অর্জুন এসে পাদবন্দনা করার সময়—প্রাণপণ চেষ্টা সত্ত্বেও যেন বিবর্ণ হয়ে উঠলেন। মুখশ্রী পান্ডুরবর্ণ ধারণ করল। অস্ফুট স্বরে আশীর্বাদ বাক্য উচ্চারণ করলেন মাত্র, কার্যোদ্ধার হ'ল কিনা, ভ্রাতা অক্ষত-দেহে নিরাপদেই ফিরে আসতে পেরেছেন কিনা এ প্রশ্নও করতে পারলেন না।

কিন্তু অর্জুন বৃথা কালহরণ ক'রে—যে দুঃখ নিশ্চিত তাকে দীর্ঘায়িত করতে চাইলেন না। দ্বিধা বা অনিশ্চয়তার মধ্যে থাকার অর্থ হয়, যদি সামান্য মাত্র আশার সম্ভাবনা থাকে।

তিনি নিজেই দস্যুবিনাশ ও ব্রাহ্মণদের সম্পদাদি পুনরুদ্ধারের সংবাদ দিয়ে—কয়েক নিমেষকাল অপেক্ষা ক'রে করজোড়ে নিবেদন করলেন, 'এবার মহারাজের আদেশ পেলেই নির্বাসন-যাত্রার জন্য প্রস্তুত হতে পারি।'

সকল বিপদ ও বিপর্যয়ের মুখেও যিনি অনুদ্বিগ্ন থাকেন—সেই বিজ্ঞতম যুধিষ্ঠিরও ব্যাকুল হয়ে উঠলেন।

এই সংকট কালেরই অপেক্ষা করছিলেন এতক্ষণ, অনিবার্য জেনেও এই আশঙ্কাতেই কণ্টকিত ছিলেন।

তিনি বলে উঠলেন, 'না না, এ কি বলছ! তোমার কিছুমাত্র অপরাধ হয় নি। আমি কিছু মনে করি নি। আপৎকালে সব নিয়মেরই ব্যতিক্রম ঘটে। প্রজার সমূহ বিপদ ব্রহ্মশাপে সর্ববিনষ্টির সম্ভাবনা—এর চেয়ে আপৎকাল আর কি আসতে পারে? না না, তোমাকে কোথাও যেতে হবে না। বিশেষ রাজ্যের চারিদিকে শত্রু, বিদ্বেষের মেঘ এ রাজ্যের সর্বদিগন্ত আচ্ছন্ন ক'রে আছে—এখন তুমি অনুপস্থিত থাকলে প্রভূত বিপদ।'

অর্জুন সেইভাবে করজোড়েই—বিনত কিন্তু দৃঢ়কণ্ঠে উত্তর দিলেন, 'মহারাজ, আমার যা কিছু শিক্ষা, ধর্মাচরণ সম্বন্ধে যা কিছু জ্ঞান ও ধারণা, তা সবই আপনার প্রসাদে লাভ করেছি, আপনার চরণপ্রান্তে বসেই জীবন-গঠনের পথ দেখতে পেয়েছি। আপনার কাছেই শুনেছি—বিবেকের সঙ্গে ছলনা করা যায় না মিথ্যার সঙ্গে আপোস করা চলে না। সত্যের একটিই মাত্র পথ—ধর্ম ও অধর্মের মধ্যে কোন মধ্যপন্থা নেই। আমরা যে নিয়ম করেছি তা যদি লঙ্ঘন করি—প্রজারা, আমাদের অপত্যগণ কেউ আর আমাদের উপদেশে কর্ণপাত করবে না। না মহারাজ, অন্যায় জেনেও স্নেহবশতঃ তাকে প্রশ্রয় দেওয়া—এ দৌর্বল্য আপনাকে শোভা পায় না। আপনি অনুমতি দিন, দ্বাদশবর্ষকাল দেখতে দেখতে কেটে যাবে। এখানে রণদুর্মদ মহাবীর ভীমসেন রইলেন, পাণ্ডব-সিংহাসনের কোন শত্রু তাঁর সম্মুখীন হতে সাহস করবে না।'

যুধিষ্ঠিরের চিত্তস্থৈর্য তবুও প্রত্যাবৃত্ত হ'ল না। তিনি অধিকতর অস্থির ও ব্যাকুল হয়ে শ্রীকৃষ্ণকে অবিলম্বে এই প্রাসাদে আসার জন্য সংবাদ

পাঠালেন। গত কয়েক বৎসরে বিপদে-সম্পদে সর্ব বিষয়ে তাঁর উপর নির্ভর করতেই অভ্যস্ত হয়ে পড়েছেন, কোন কারণে মনস্থির করতে না পারলেই শ্রীকৃষ্ণের উপর সে বিচারের ভারটা ছেড়ে দেন। সেই জন্যই তাঁর দ্বারকা প্রত্যাবর্তনের প্রসঙ্গ উঠলেই নানা কারণ উপস্থিত ক'রে সেটা বিলম্বিত করার চেষ্টা করেন।...

কিন্তু গ্রহ বিরূপ আজ, শ্রীকৃষ্ণও ধর্মরাজকে নিরাশ করলেন।

সহজ প্রশান্ত মুখেই যুধিষ্ঠিরের বক্তব্য শুনলেন—সেই দুর্বোধ্য মধুর হাসিমুখে—তার পর, অল্প কিছুক্ষণ স্থির হয়ে থেকে উত্তর দিলেন, 'ধর্মরাজ, আপনাকে এ বিষয়ে উপদেশ বা পরামর্শ দেওয়া আমার ধৃষ্টতা। অতিরিক্ত স্নেহে বিহ্বল হয়ে পড়েছেন বলেই আপনার প্রজ্ঞাদৃষ্টি আচ্ছন্ন হয়েছে, না হলে এ প্রশ্নই আপনার মনে দেখা দিত না। যদি সত্যভ্রষ্ট হওয়া অনভিপ্রেত হয় তাহলে অর্জুনের নির্বাসনে যাওয়া ছাড়া গত্যন্তর নেই। এ স্বেচ্ছা-আরোপিত নিয়ম—লঙ্ঘন করলে নিজেদের কাছেই চিরদিন লজ্জিত থাকতে হবে। না মহারাজ, অর্জুনের আর এক রাত্রিও রাজধানীতে বাস করা উচিত হবে না। আজ প্রদোষ আসন্ন হওয়ার পূর্বেই তার কর্তব্য গৃহ এবং এই নগর ত্যাগ করা।'

যুধিষ্ঠির ললাটে করাঘাত করলেন শুধু।

প্রাণ ধরে 'যাও' এ শব্দ উচ্চারণ করতে পারবেন না তিনি—এ তো জানা কথাই। দীর্ঘদিনের সঙ্গী তাঁরা—সম্পদে বিপদে, দুঃখে আনন্দে, উৎসবে দৈন্যদশায় চিরদিন একত্র থেকেছেন, ভীম অর্জুন দুজনই প্রধান সহায়—কিন্তু অর্জুনের ওপরই বেশী আস্থা, বেশী নির্ভরতা তাঁর। সেই অর্জুন দীর্ঘদিনের জন্য অজ্ঞাত পথে যাত্রা করবেন—অসহায় বোধ হয় বৈকি।

অর্জুনও আর মৌখিক সম্মতির অপেক্ষা করলেন না। নিজের অন্তঃপুরে গিয়ে অপরা স্ত্রীকে সংবাদ দিয়ে অস্ত্র ও অত্যাবশ্যক দ্রব্যাদি গুছিয়ে দিতে বললেন। তারই বা কি মুখের অবস্থা হ'ল—তাও লক্ষ্য করার চেষ্টা করলেন না।

দেখতে দেখতে এ সংবাদ চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ল।

ভাইয়েরা সকলেই প্রতিনিবৃত্ত করার চেষ্টা করলেন, ভীম তো রীতিমতো উত্তেজিত ও নৈর্ব্যক্তিক ভাবে ক্রুদ্ধ—পুরবাসী বিশেষ ব্রাহ্মণরা যখন শুনলেন তাঁদের জন্যেই এই অবস্থা ধনঞ্জয়ের—সকলে বললেন, তাঁরাও অর্জুনের এই অনির্দেশ্য যাত্রার সঙ্গী হবেন। পাণ্ডবগণ, অর্জুন এমন কি পরম বুদ্ধিমান বাক্‌কৌশলী স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণেরও বিবিধ প্রবোধ বাক্য ও আশ্বাস দিয়ে শান্ত করতে বিস্তর সময় লাগল। সকলে নিবৃত্ত হলেনও না। বহু দূরে এবং বহুদিন পর্যন্ত তাঁর অনুগমন করলেন।

বহুদূর পর্যন্ত এলেন শ্রীকৃষ্ণও।

দ্বিতীয় দিন সূর্যাস্তকালে এক নির্ঝরিণীতীরে স্কন্ধাবার স্থাপন ক'রে অর্জুন যখন করজোড়ে প্রত্যাবর্তনের অনুরোধ জানালেন—তখন অন্ধকার রজনীর অজুহাতে সে রাত্রিটা সেই বস্ত্রাবাসেই অতিবাহিত করলেন তিনি। তার পরদিন প্রত্যুষে—এই সমস্ত সময় সমস্ত পথ অর্জুনের অনুষঙ্গী হওয়া সম্ভব নয়, মিছামিছি আরও কিছুদূর পর্যন্ত যাওয়া অনর্থক জেনেই

—বিদায় নিলেন। যাবার সময় শুধু বললেন, 'এ একরকম ভালই হ'ল তোমার। তুমি স্বেচ্ছায় দীর্ঘকালের জন্য কৃষ্ণাকে এখানে রেখে কোথাও যেতে পারতে না—বাধ্য হয়ে যা করতে হয়—ইচ্ছাপূর্বক তা করা কঠিন।' বলতে বলতে তাঁর নয়নপ্রান্তে যে ঈষৎ কৌতুক নৃত্য ক'রে উঠল তা দেখে অর্জুন আরক্তমুখে মাথা নত করলেন।

শ্রীকৃষ্ণ বলেই চললেন, 'আশা করি তুমি এটাকে বিধিনির্দেশ মনে ক'রে এই অবসরে লাভবান হবে, দেশ ও দেশবাসী সম্বন্ধে অভিজ্ঞতা এবং জ্ঞান-সঞ্চয় করবে।...আমি তোমাকে ভারতভূমি পরিক্রমা করতে বলেছিলুম, এখন তো বেশী সময় পেলে, তুমি সম্পূর্ণ ভারতখণ্ড পরিভ্রমণ করো। একটা কথা বলে দিই, এ দেশের অনার্য আদিবাসীদের অবহেলা করো না—স্মরণ রেখো, আমাদের সঙ্গে শিক্ষাদীক্ষা জীবনধারণার মিল না থাকলেও—তাদেরও এক ধরনের সভ্যতা আছে, আর সে সভ্যতা আরও প্রাচীন। এ দেশের জলহাওয়া প্রকৃতি সম্বন্ধে অভিজ্ঞতা তাদের অনেক বেশী। তাদের সঙ্গে মিশবে অবজ্ঞাভরে নয়—সশ্রদ্ধ চিত্তে। তাদের ঘর থেকে—যদি ভাল লাগে, কন্যা গ্রহণ করতেও দ্বিধা করো না। ব্রহ্মচর্য তোমার দ্রৌপদী সম্পর্কেই, এ নির্বাসন শুধু তাঁর কারণে ; কখনও কারও লালসা অত্যুগ্র হয়ে উঠে ভ্রাতৃবিরোধের বীজ না বপন করে তোমাদের সাংসারিক অনভিজ্ঞতার উর্বর ভূমিতে—এই আশঙ্কায়। তুমি রাজ্যসীমার ঠিক বাইরে কোন জনপদে বসবাস করলেও নিয়ম লঙ্ঘিত হ'ত না, কিন্তু তাতে ভ্রাতৃবিরোধের সম্ভাবনা থেকে যেত। তোমার মন অস্থির হ'ত। লোভের আকাঙ্ক্ষার বস্তু আয়ত্ত-সীমার মধ্যে থাকলে লালসা উগ্র হয়ে ওঠে। সুতরাং দূরে যাওয়াই ভাল। তুমি দক্ষিণের দেশগুলি দেখে সমুদ্রতীরের পথ ধরে পূর্বে চলে যেও। তোমার পরিক্রমা শেষ হবে পশ্চিমে, দ্বাদশবর্ষে আমি তোমাকে দ্বারকায় আশা করব।...পূর্ব দেশ সম্বন্ধে একটু সচেতন থেকো। প্রাগ্‌জ্যোতিষ-পুরের ভগদত্ত শক্তিশালী লোক, কৌরবের বন্ধু, সে কারণে তোমাদের শত্রু। ঐ দেশের চারিদিকে যে সব ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্য আছে তাদের সঙ্গে সখ্য স্থাপন করো, সুবিধা বুঝলে পরিণয়সূত্রে আবদ্ধ হয়ো, ভবিষ্যতে সে আত্মীয়তা কাজে লাগতে পারে।...অর্জুন, সাধারণ মানুষের মতো ঐশ্বর্য বিলাসসামগ্রী ও ইন্দ্রিয়সম্ভোগ করার জন্য তোমাদের জন্ম হয় নি—বহু দৈব কর্তব্য পালন করতে হবে, সে কথাটা মনে রেখে সেই ভাবেই প্রস্তুত করো নিজেকে।'

অতঃপর অর্জুনকে গাঢ় আলিঙ্গনে আবদ্ধ ও দুই গণ্ডে চুম্বন ক'রে শ্রীকৃষ্ণ বিদায় নিলেন।

।। ১১ ।।

ক্রমে ক্রমে দ্রৌপদীর জন্য তৃষ্ণা ও তাঁর দর্শনাভাব-জনিত চিত্তক্ষোভ প্রশমিত হয়ে আসে বৈকি। সেই হোমাগ্নিসম্ভবা কন্যার সুরলোকদুর্লভ লাবণ্য—অগ্নিশিখার মতোই প্রজ্বলিত রূপবহ্নিও স্মৃতিমাত্রে পর্যবসিত হয়। নূতন

দেশ নূতন মানুষ—অপরিচিত অপরিজ্ঞাত পরিবেশ—মনে নূতন উৎসাহ আগ্রহের সৃষ্টি করে। নব নব বিস্ময়ে মাদকতার আস্বাদ পান। আরও দেখা আরও জানার জন্য ব্যগ্র, উৎসুক হয়ে ওঠেন।

বাসুদেবের উপদেশ ও নির্দেশের কথাও মনে পড়ে। ক্রমে তার মর্মও প্রতিভাত হয়। এদেশে এত বিভিন্ন শ্রেণীর মানুষ আছে তা পূর্বে কল্পনা করাও সম্ভব ছিল না। তাদের সঙ্গে মিশে, তাদের শিক্ষা-দীক্ষা, আচার-অনুষ্ঠান, ধর্মাচরণ ধর্মবিশ্বাস—তাদের সুখ দুঃখ আশা আকাঙ্ক্ষার সঙ্গে পরিচিত হ'তে হ'তে অপরূপ অনুভূতি বোধ করেন একটা—যেন এক সুবিপুল অজ্ঞাত নূতন জগৎ তাঁর সম্মুখে অনাবরিত হচ্ছে।

এদের ধারণা কল্পনা থেকে শিক্ষা করারও অনেক কিছু আছে। দেশের কোনও লোক, সামান্যতম ইতরতম ব্যক্তিও অবজ্ঞেয় নয়—এ শিক্ষাও লাভ করেন তিনি। এ যেন ঈশ্বরের এক বিশ্বরূপ। তাঁর বিরাট শক্তি, বিপুল বিভূতি ও সীমাহীন মহিমারই বিচিত্র বিকাশ এরা।...এ দেশ প্রকৃত ভাবে শাসন করতে গেলে—বিশেষ এই বিভিন্ন বৃত্তির জীবনধারণার বহুবিচিত্র মনুসন্তানগুলির উপর সার্বভৌমত্ব, একচ্ছত্র-নৃপতিত্ব প্রতিষ্ঠা করতে গেলে আগে এদের জীবনধারার সঙ্গে পরিচিত হওয়া, এদের চিন্তাধারার সঙ্গে যোগসূত্র স্থাপন করা প্রয়োজন—এই মহামূল্যবান শিক্ষাও লাভ হয় তাঁর। প্রতিদিন প্রতিনিয়তই তাই বাসুদেবের উপদেশ মনে পড়ে, তাঁর দূরদৃষ্টির মূল্য উপলব্ধি করেন।

আর সে মূল্য বোঝেন বলেই তা সামগ্রিক ভাবে পালন করার চেষ্টা করেন। এদেশের আদিম অনার্য অধিবাসীদেরও অবহেলা করেন না, তাদের সঙ্গে বন্ধুর মতো, সমকক্ষ ভাবেই মেশার চেষ্টা করেন—সর্বপ্রকার ঔদ্ধত্য বা গর্ববোধ বিসর্জন দিয়ে।

তাতে উপকৃতও হন। বিস্মিত হন বোধ করি তার চেয়েও বেশী। এদের অস্ত্রশস্ত্র, তার প্রয়োগপদ্ধতি যে এত অগ্রসর—এত নিপুণ ও অব্যর্থ, এত শক্তিশালী—সে সম্বন্ধে কোন ধারণাই ছিল না তাঁর। কোন কোন ক্ষেত্রে পরাজয়ের মূল্যেই সে অভিজ্ঞতা লাভ করতে হয়েছে তাঁকে। এই রকম দুটি-একটি ঘটনাতে অন্তরঙ্গতাও ঘটেছে—অর্থাৎ নারীসাহচর্য লাভ হয়েছে। আর সে সাহচর্যে তিনি প্রীত বা তুষ্ট হয়েছেন সে কথা বলাই বাহুল্য। বরং এটুকু বললে অল্পই বলা হয়। সে মিলনের স্মৃতি অন্তর-মধ্যে এক পুলকমাধুর্যে রূপান্তরিত হয়ে থাকবে চিরদিন। আর সে অন্তরঙ্গ পরিচয়ের ফলে এই সব অনার্য জোষিতাদের সম্বন্ধে যে বিস্ময় শ্রদ্ধা আহরণ ক'রে নিয়ে যাচ্ছেন সেও বড় সামান্য নয়।

বিশেষ ক'রে দুটি কন্যা ও তাদের দেশবাসীদের সম্বন্ধেই বিস্ময় শ্রদ্ধা সমধিক। তাদের কথা চিরদিন মনে থাকবে ওঁর। ভবিষ্যতে কোন প্রবল শত্রুর সম্মুখীন হলে এরা যে বৈরী বা উদাসীন হয়ে থাকবে না, এদের সঙ্গে যে ঘনিষ্ঠ সম্পর্কের বন্ধন স্থাপন ক'রে এদের বান্ধব ও সহায় করতে পেরেছেন—এজন্য তিনি ঈশ্বরকে ও গুরু-বন্ধু-উপদেষ্টা বাসুদেবকে শত শত ধন্যবাদ দেন।

এই কন্যা দুটির প্রথমা হ'লেন সুদূর পার্বত্য অঞ্চলবাসী নাগরাজ কৌরব্যের কন্যা উলূপী।

উলূপী কোন্ এক ব্রত উপলক্ষে গঙ্গাস্নানে এসেছিলেন। দৈবের যোগাযোগে ধনঞ্জয় ফাল্গুনীও সেইদিন সেখানে সমাগত। প্রভাতে স্নানের সময়—তিনি যথারীতি ইষ্টপ্রণামাদির পর গঙ্গাজল মাথায় দিয়ে জলে নেমেছেন। নয়নপ্রিয় শ্যামবর্ণের সেই যশস্বী-শিল্পীখোদিত সুনিপুণ ভাস্কর্যকর্মের মতো সুগঠিত অনিন্দ্যসুন্দর অনাবৃত বলিষ্ঠ দেহের দিকে দৃষ্টি পড়ে পলকে মুগ্ধ হয়ে গিয়েছিলেন উলূপী, চোখ ফেরাতে পারেন নি।

ফেরাবার প্রয়োজনও বোধ করেন নি অবশ্য। সরল পার্বতীরা এ ধরনের নাগরিক শালীনতাবোধে অভ্যস্ত নয়। মনোভাব গোপন করার কোন প্রয়োজন বোধ করে না তারা, বরং সেটাকে কৃত্রিমতা ও মিথ্যাচরণ বলেই জানে।

সুন্দরী রমণীর মুগ্ধদৃষ্টির পূজা বীর্যবান পুরুষকে চুম্বকের মতোই আকর্ষণ করে। সেই বিচিত্র অমোঘ নিয়মে অর্জুনের দৃষ্টিও আকৃষ্ট হয়েছিল।

মুগ্ধ হয়েছিলেন তিনিও।

দ্রৌপদীর মতো অলোকসাধারণ রূপসী ইনি নন ঠিকই। আর্যাবর্তের যে ধরনের গাত্রবর্ণ বা দেহসৌষ্ঠবের সঙ্গে তাঁরা পরিচিত—এ তা থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন। সেখানের গৌরবর্ণ রক্তাভ, এখানে পীতাভ। তবু সুগৌর, উজ্জ্বল—তাতে সন্দেহ নেই। পর্বতরাজদুহিতা সুউচ্চ-নাসা নন। কিন্তু নাসার খর্বতা মুখের শ্রী ও সৌকুমার্যকে খর্ব করতে পারে নি। বরং অর্জুনের মনে হ'ল এই দিব্যরূপা শ্রীপ্রদীপ্তা মনোরমা সুকুমারী তন্বঙ্গীর সুকোমল দেহলতার সঙ্গে উত্তর-পশ্চিম ভারতের খড়্গনাসা একান্তই বেমানান। কন্যার দেহগঠন পুষ্পবল্লরীর মতোই নমনীয়, বুঝি বা ভঙ্গুর। যেন নবনীতকোমল বিশেষণ এই কুমারী-কন্যাকে দেখেই রচিত হয়েছিল।

কিন্তু অর্জুন সুশিক্ষিত, মার্জিত-রুচিসম্পন্ন। ভব্যতা শালীনতাবোধ, মনোভাব দমনের শিক্ষা তাঁদের মজ্জাগত। ক্ষত্রিয় রাজবংশের প্রাথমিক শিক্ষা এটা। তিনি সবলে নিজের দৃষ্টি ও চিত্তকে সংযত ক'রে স্নানান্তে ইষ্ট-আরাধনায় মন দিলেন। তাতে বিপরীত ফল হ'ল। উলূপী ইতিপূর্বে মহাবলবান পুরুষদেহের গঠনসৌকুমার্যে মুগ্ধ হয়েছিলেন—এবার সেই বীর পুরুষের মুখের ভক্তি-তন্ময়তা ও ইষ্ট-তদ্গতভাবে ধ্যানমগ্ন মুখের জ্যোতিতে বিহ্বল হয়ে উঠলেন (এসব পরবর্তীকালে উলূপীর মুখেই শোনা)।

অর্জুন পূজা স্তোত্রোচ্চারণ সমাপন ক'রে তীরে উঠে গাত্রমার্জনা করছেন, অকস্মাৎ কতকগুলি পার্বত্য সৈনিক তাঁকে ঘিরে ধরল, এবং ঘটনার তাৎপর্য উপলব্ধি বা বাধা দেবার কোন চেষ্টা করার পূর্বেই তাঁকে কঠিন রেশম রজ্জুতে বেঁধে ফেলল। অস্ত্রধারণের কোন অবকাশই ঘটল না।

তাঁর সঙ্গী অনুচররা অবশ্যই বাধা দিতে গিয়েছিল। সেই সময়ই প্রায়-অলৌকিক এক অভিজ্ঞতা হ'ল ধনঞ্জয়ের। দেখলেন তাঁর সঙ্গীদের একটি শরনিক্ষেপ কার্যের মধ্যে এই তথাকথিত বর্বর পার্বত্য অধিবাসীরা সহস্র শরে আকাশ আচ্ছন্ন ক'রে ফেলে। পাণ্ডবপক্ষের কার্মুক ভল্ল প্রভৃতি অস্ত্র নিমেষে খান খান হয়ে পড়ল, অস্ত্রধররাও শায়ক-বিষে হতচেতন হলেন।

প্রথমটা তো সে অবস্থা দেখে অর্জুন তাদের প্রাণ সম্বন্ধেই হতাশ হয়েছিলেন ; কারণ তাঁর শোনা ছিল এই বন্যদের লঘুভার শরগুলি দৈর্ঘ্যে

ক্ষুদ্র হলেও যেমন শাণিত তেমনি তীব্র বিষাক্ত। সাধারণত নাকি এগুলি সর্প-বিষলিপ্ত থাকে, দেহে বিদ্ধ হওয়া মাত্র সে বিষ শোণিতধারায় মিশে গিয়ে অনুপল-কয়েক মাত্রে আহত ব্যক্তির মৃত্যু ঘটায়। সৌভাগ্যক্রমে দেখা গেল এরা তত মারাত্মক অস্ত্র ব্যবহার করে নি, ভেষজ-বিষ-মিশ্রিত শরে আচ্ছন্ন বা মূর্ছিত ক'রে ফেলেছিল মাত্র।

অর্জুন বাধা দেবার কি প্রতিবাদ করার অবকাশ পান নি। চোখের পলক ফেলতে যেটুকু সময় লাগে তার মধ্যেই তাঁকে বেঁধেছে ওরা। বন্ধন-মুক্ত হবার প্রয়াস বৃথা এবং অযথা কণ্টকর জেনে সে চেষ্টাও করেন নি। সেই বন্দী অবস্থাতেই তিনি কিছুদূরে নাগরাজ ঐরাবত বংশীয় কৌরব্যের স্থানীয় প্রাসাদে নীত হলেন। অর্জুন নির্বাক বিস্ময়ে লক্ষ্য করলেন, তাঁদের চেয়ে অনেক খর্ব ও কৃশকায় মানুষগুলি রণ-অশ্বের চেয়েও দ্রুতগামী, কষ্টসহ। তাঁর মতো বলিষ্ঠকায় পুরুষকেও একজন অনায়াসে পৃষ্ঠে বহন ক'রে অতি অল্প সময়ে দুর্গম গিরিপথ অতিক্রম ক'রে নাগপ্রাসাদে নিয়ে গেল।

বুদ্ধিমান অর্জুন আরও মনে করেছিলেন, তাঁর ষষ্ঠেন্দ্রিয় দ্বারা বুঝে-ছিলেন যে, এ চক্রান্তের মূলে ঐ তন্বঙ্গী রূপসী কন্যাটিই আছেন। আরও সেই জন্যেই তিনি বাধা দেবার বেশীরকম কোন চেষ্টা করেন নি। তরুণী নারী যখন কোন ঈপ্সাযোগ্য তরুণকে বন্দী করে, তখন সেটাকে মধুর ও বৃহত্তর বন্দীদশারই ভূমিকা বলে বুঝতে হয়—সেখানে কোন দৈহিক অনিষ্টের আশংকা থাকে না। বধ করা উদ্দেশ্য হলে সেই নদীতীরেই বধ করতে পারত।

যা আশা করেছিলেন—কৌরব্য-আবাসে উপস্থিত হবার পর আতি-থেয়তা বা আদর যত্নের কোন ত্রুটি হ'ল না। মূর্ছাহত অনুচরগুলিরও সুব্যবস্থা হয়েছে জানা গেল ; তারা অন্যত্র থাকলেও রাজঅতিথি রূপেই সমাদৃত হচ্ছে। তখনও কিছু তন্দ্রাচ্ছন্নতা ছাড়া নাকি কোন বৈকল্য নেই তাদের।

অর্জুনের অনুমান সমর্থিত হতেও বিলম্ব হ'ল না। এই সব পার্বত্য বন্য লোক বৃথা বাগ্‌জাল বিস্তার করতে, ভূমিকা করতে কি বক্তব্যকে বক্র দীর্ঘায়ত করতে শেখে নি। স্পষ্ট কথা সংক্ষেপে বলাই তাদের রীতি। কৌরব্যপুরে পূজা বা হোমাগ্নির ব্যবস্থা ছিল। দেখা গেল প্রতি প্রকোষ্ঠেই অগ্নিকুণ্ড প্রজ্বলিত। অর্জুন তাঁর নিত্যকার অভ্যাসমতোই তাঁর দেবকৃত্য শেষ করলেন। আহার্যও গ্রহণ করলেন বিনা প্রতিবাদে। কেন এই বন্দীদশা —অনাবশ্যক বোধে সে প্রশ্নও করলেন না কাউকে। তার প্রয়োজনও ছিল না। আহার শেষ হতে স্বয়ং উলূপীই তাম্বূল কর্পূর হস্তে দেখা দিলেন। অযথা কোন সঙ্কোচ বা বৃথা কালবিলম্ব না ক'রেই তিনি জানালেন যে তিনি অর্জুনের প্রণয়প্রার্থী, অর্জুন তাঁকে গ্রহণ করলে কৃতার্থ হবেন।

বাসুদেবের অভয়বাণী ও উপদেশ মনে ছিল, ইচ্ছাও প্রতিকূল নয়—তবু অর্জুন আজন্ম-নাগরিক শিক্ষামতোই উত্তর দিলেন, 'ভদ্রে, আমি দ্বাদশ বর্ষের জন্য ব্রহ্মচর্য অবলম্বন ক'রে দেশভ্রমণে ব্রতী হয়েছি, এসময় নারী-সহবাস কর্তব্য নয়।'

উলূপী গৃহে প্রবেশ পর্যন্তই অর্জুনের মুখের দিকে মুগ্ধদৃষ্টিতে চেয়ে ছিলেন, সে দৃষ্টিতে এখন ঈষৎ কৌতুকের হাসি খেলে গেল, সে হাসি

সঞ্চারিত হ'ল তাঁর অধরকোণেও। বিজ্ঞ ব্যক্তিরা অপেক্ষাকৃত অর্বাচীনের চাতুর্য বুঝতে পেরে বা প্রার্থনা প্রত্যাখ্যানের জন্য অপরপক্ষ কোন্ কৌশল অবলম্বন করবে তা পূর্বাহ্লেই জেনে প্রস্তুত থাকলে সেই প্রত্যাশিত যুক্তির সামনে যেমন আত্মপ্রসাদমিশ্রিত কৌতুকের হাসি হাসেন—উলূপীর হাসির ভঙ্গী কতকটা সেই রকমেরই।

তিনি স্থিরকণ্ঠে বললেন, 'আপনারা নিয়ম করেছিলেন—আপনাদের মধ্যে কেউ যখন দ্রৌপদীর সঙ্গে বাস করবেন তখন অপর কোন ভ্রাতা সেই স্থানে গেলে দ্বাদশ বর্ষের জন্য নির্বাসনদণ্ড গ্রহণ করবেন—স্বেচ্ছা-নির্বাসন। তার মধ্যে ব্রহ্মচর্যের প্রশ্নই ছিল না। এর মধ্যে যেটুকু ব্রহ্মচর্য-পালন করণীয় সে কেবল পট্টমহাদেবী দ্রৌপদী সম্বন্ধেই, অর্থাৎ যেটুকু নির্বাসন-জনিত দূরত্বের ফলে অবশ্যম্ভাবী, স্বতঃসিদ্ধ। অপর নারীগ্রহণ আপনার ইচ্ছাধীন, তাতে কোন বাধা নেই।'

বিস্ময়ের অন্ত রইল না অর্জুনের।

ইন্দ্রপ্রস্থ হতে বহু দূরে এই দেশ, এখানের সঙ্গে তাঁদের দূতবিনিময়ও হয় না। তাঁর এই স্বেচ্ছানির্বাসনও এমন কোন গুরুতর ঘটনা নয় যে দেশে দেশে সে বার্তা আপনিই ছড়িয়ে যাবে। তবে? এক্ষেত্রে এই অনুমানই স্বাভাবিক যে, এই সংবাদটা কেউ ভেবে দেখে, হিসাব ক'রে প্রয়োজন বুঝে পূর্বাহ্লেই প্রেরণ করেছে।

কিন্তু তেমন কার গরজ পড়ল? কার এত স্বার্থ এই ব্যাপারে?

তবে কি বাসুদেবই—? এ মিলন কি তাঁরই কাম্য, পূর্বকল্পিত?

কে জানে! বাসুদেবের পক্ষে সবই সম্ভব, তা সত্ত্বেও যেন বিশ্বাস হয় না।

এ গভীর রহস্যেরও যেন তল পান না।

বেশী চিন্তারও অবসর নেই। এই তরুণী বরনারীর দুই চক্ষুতে একাগ্র কামনার বহ্নি, যেন সর্বস্ব নিবেদনের ডালা সাজিয়ে আরতি করছে, সমগ্র সত্তা ওঁর জন্য উৎসুক, উন্মুখ। উৎকণ্ঠ। সে আরতি সে পূজা ওঁরও অরুচিকর নয়।

তবু একবার তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে কন্যার সর্বাঙ্গ নিরীক্ষণ ক'রে নিয়ে বললেন, 'কিন্তু সুহাসিনী, তুমি তো পরপূর্বা। ইতিপূর্বে নিশ্চয়ই তোমার বিবাহ হয়েছিল—?'

উলূপী এ অভিযোগে কিছুমাত্র লজ্জিত হলেন না, অকম্পিত কণ্ঠেই উত্তর দিলেন, 'আমি বিধবা কিন্তু অনপত্যা। বিবাহের অল্পকাল পরেই আমার স্বামী নিহত হয়েছেন। আমার অতৃপ্ত কামনা পূর্ণ করলে, আমাকে সন্তান দান করলে আপনার ধর্মপালনের পুণ্য হবে।...আর, ক্ষেত্রজ পুত্রের জন্মদান তো আপনাদের বংশে নতুন কোন ঘটনা নয়।'

আবারও চমকে উঠলেন অর্জুন। এই মেয়েটি যেন সব জানে, তাঁদের সব সংবাদ রাখে। অন্তরঙ্গ গোপন তথ্যও কোনটা জানতে বাকি নেই। হয় এ মায়াবিনী বা কোন অলৌকিক শক্তিসম্পন্না, নয় তো কেউ পূর্বাহ্লেই ক্ষেত্র প্রস্তুত রাখার জন্য একে সব কিছু জানিয়ে দিয়ে গেছে, ওঁর সম্ভাব্য আপত্তির প্রতি-যুক্তিগুলি যুগিয়ে দিয়ে গেছে।

এই শেষের সম্ভাবনার কথাটাই ভাবতে ভাল লাগল তাঁর।

আর কোন প্রতিবাদ করলেন না অর্জুন। তৃষ্ণার সময় সুপেয় পানীয় মুখের কাছে এগিয়ে এলে তা প্রত্যাখ্যান করা মূর্খতা।

উলূপীর ঈপ্সা পূর্ণ ক'রে—তাঁর কায়মনোবাক্য-নিবেদিত পূজা গ্রহণ ক'রে অর্জুন তৃপ্ত হলেন। এই পর্বতদুহিতারা সর্বতোসেবায় পুরুষের মনোরঞ্জন করতে পারে—সে বিষয়ে কোন সন্দেহ রইল না তাঁর। সে সুমধুর বিস্ময়কর অভিজ্ঞতার স্মৃতি পরবর্তী সারাজীবনই বহন করেছেন তিনি। তার পর বহু সুসভ্যা সুশিক্ষিতা নাগরিকাদের সংস্পর্শে এসেছেন, সাহচর্য লাভ করেছেন—তবু বারে বারেই মনে হয়েছে তাঁর—এ অভিজ্ঞতার তুলনা নেই। মনে হয়েছে এসব রাজৈশ্বর্য. এই ঠাট—এই সমস্যা-দ্বন্দ্ব-বিদ্বেষের বোঝা ফেলে সেই প্রণয়সর্বস্ব চিত্তসর্বস্বা পার্বতী নারীর কাছেই চলে যান।

অত্যাশ্চর্য দুটি নারীরত্নের দ্বিতীয়া হলেন মণিপুর-রাজকন্যা চিত্রাঙ্গদা।

এ'র অবশ্য বেঁধে নিয়ে যাওয়ার প্রয়োজন হয় নি। বীরশ্রেষ্ঠ অর্জুন নিজেই এসে ধরা দিয়েছেন. বন্ধনকে আকাঙ্ক্ষিত. শ্রেয় বোধ করেছেন।

পথেই দেখা।

কৌতূহলী ধনঞ্জয় অনির্দেশ্য ভাবেই নগরের পথে ভ্রমণ করছেনঃ এদেশের অনুন্নত-নাসা গৌরকান্তি বিনত মানুষগুলিকে যেমন ভাল লাগছে. তেমনি এখানের ঘরবাড়ির অনাড়ম্বর লঘু অথচ নয়নানন্দ নির্মাণ-কৌশল. বিপণি-সজ্জা পরিচ্ছদ-পারিপাট্য—সর্ব ক্ষেত্রেই মার্জিত রুচি ও সূক্ষ্ম শিল্প-বোধের পরিচয় পেয়ে মুগ্ধ হচ্ছেন।

দ্রুততারও কোন হেতু ছিল না. অন্যমনস্ক হয়েই পথ অতিক্রম করছেন --অকস্মাৎ অপ্রশস্ত যানবাহনবিরল পথে অশ্বপদশব্দ শুনে সচকিত হয়ে ফিরে তাকিয়ে পলকের মধ্যে চমৎকৃত--যেন স্থাণু হয়ে গেলেন।

এ শব্দ তাঁর পরিচিত। বিস্ময় সেইখানেই. চমকিত হয়ে তাকিয়ে ছিলেন সেই কারণেই। অভিজ্ঞ বীরযোদ্ধা যে ভাবে অশ্ব পরিচালনা করেন সেই ভাবেই কেউ অশ্বচালনা ক'রে আসছেন। কোন অলস ধনী ব্যক্তির বিলাসভ্রমণ নয় এ—যে ব্যক্তি আসছে সে অশ্বারোহীরূপেই যুদ্ধবিদ্যাশিক্ষা করেছে, হয়ত যুদ্ধও করেছে ; এ বিষয়ে তার পটুতা সন্দেহাতীত।

কিন্তু সে কোন অনুমানের সঙ্গেই এ বর্তমান দৃশ্য মিলল না।

এ কী দেখলেন।

কোন বীরযোদ্ধা নয়. এমন কি পুরুষও নয়। এক অতি সুন্দরী নারী —সুমধ্যমা. সুশ্রোণী. সুস্তনী. সুগৌরী. সুগঠিতদেহা নবযুবতী কন্যা সেই সংকীর্ণপথে অতিশয় দক্ষতার সঙ্গে পথিক ও অন্যান্য যানবাহনের বাধা এড়িয়ে সবেগে স্বচ্ছন্দে অশ্ব পরিচালনা ক'রে চলে গেলেন।*

---

* মহাভারতে আছে. 'বরারোহা চিত্রাঙ্গদাকে যদৃচ্ছা নগরপথে ভ্রমণ' করতে দেখেছিলেন অর্জুন। অভিধানে বরারোহা শব্দের দুটি অর্থ আছেঃ সুনিতম্বিনী. উত্তম যানবাহন-আরূঢ়া। আমি শেষের অর্থটিই গ্রহণ করেছি। রাজার পুত্রিকা কন্যা পায়ে হেঁটে পথে ঘুরছিলেন তা মনে করার কোন হেতু নেই।—লেখক।

তাঁর প্রায় পুরুষের বেশ, ঘোড়ার পিঠে পুরুষের মতোই বসেছেন ঋজু ও অনায়াস-নির্ভয় ভঙ্গীতে ; বাম হস্তে বল্‌গা, দক্ষিণ হস্ত কোমর-বন্ধের খড়্গে ; কিন্তু বর্মচর্ম কিছু নেই, অর্থাৎ মনে হ'ল এদেশে তিনি কোন শত্রুর আশঙ্কা করেন না, অথবা কোন শত্রুকেই আশঙ্কার যোগ্য মনে করেন না—সম্ভবত আদৌ কোন আশঙ্কাই নেই তাঁর মনে।

কিন্তু বীরচিত্তে মোহ আনয়নের সে-ই একমাত্র কারণ নয়। বীর্যবান রণকুশলী যোদ্ধার ভঙ্গী ও ভাব, অথচ কী সুকুমার তাঁর মুখশ্রী ; কী লতার মতো কোমল তাঁর দুটি বাহু ; কজ্জলাঙ্কিত দুটি আয়ত নেত্রে কী মোহমদির দৃষ্টি ; শিশিরধৌত পুষ্পের মতো নির্মল কলুষলেশবিহীন অপরূপ মুখ ; নিবিড় কৃষ্ণকেশরাশি গ্রন্থিবদ্ধ কিন্তু কিছু কিছু স্খলিত হয়ে বাতাসে উড়ছে, দুটি-একটি চূর্ণকুন্তল স্বেদজড়িত হয়ে সেই সপ্তমী-চন্দ্রের মতো চারুললাটে পত্রলেখার কাজ করছে ; ঈশ্বরের আশ্চর্য সৃষ্টি সে নারীর দিকে চাইলে পলকে মুগ্ধ হয়ে যেতে হয়, পলক পড়েও না চোখে।...

প্রায় এক দণ্ডকাল সেই ভাবেই স্তম্ভবৎ স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন। দৃষ্টি স্থির অথচ শূন্য। কোন প্রদীপ্ত তেজস্মান বস্তুতে চোখ পড়লে দৃষ্টি যেমন বহুক্ষণ আচ্ছন্ন হয়ে থাকে, সেই দীপ্ত পদার্থের আকারে একটা কৃষ্ণছায়া চোখের সামনে ভাসে—তাঁরও তেমনি ভাসছে। সে ছবি আর নেই, বিদ্যুল্লেখার মতোই ক্ষণিক জ্বলে উঠেছিল—কিন্তু ছায়াটা আছে।...কী দেখলেন তা ধারণা করতে পারছেন না ঠিক—শুধু যা দেখলেন তা বড় সুন্দর, এমন অভিরাম ছবি ইতিপূর্বে আর কখনও চোখে পড়ে নি—এই কথাই মনে হচ্ছে বার বার। সুন্দর, অতি সুন্দর।

বহুক্ষণ পরে সম্বিৎ ফিরে এলে দেখলেন চারিপাশের অগণিত পথিকের কৌতূহলী দৃষ্টি তাঁর ওপর নিবদ্ধ। তাঁর বিহ্বলতা—কারণ অনুমান ক'রে—অনেকের চোখেই কৌতুক হাস্যের সৃষ্টি করেছে। এ বিসদৃশ প্রাকৃত-জনোচিত অবস্থার জন্য লজ্জিত বোধ করলেন অর্জুন, নিজেকে সংযত ক'রে নিতেও বিলম্ব হ'ল না। অকারণেই নিজ আচরণের স্বপক্ষ-যুক্তি প্রয়োগ করতে গেলেন, একজনকে বললেন, 'এ ভাবে কোন নারীকে পুরুষের মতো অশ্বারোহণ ও অশ্বচালনা করতে দেখি নি তো—একটু হতবাকই হয়ে গেছি—'

সে বৃদ্ধ পথিক স্মিতহাস্যে উত্তর দিলেন, 'সৌম্য, আপনাকে বিদেশী বলে বোধ হচ্ছে, নইলে এত বিস্মিত হতেন না। যাঁকে দেখলেন তিনি কোন সামান্যা নারী নন, উনি রাজকন্যা চিত্রাঙ্গদা। উনি পুরুষের মতো, যুবরাজের মতোই রাজ্যশাসনে পিতাকে সাহায্য করেন, তাঁর কাছে রাজনীতি ও শস্ত্রবিদ্যা শিক্ষা করেন।'

রাজকন্যা চিত্রাঙ্গদা ! মণিপুর রাজকন্যা !

অর্থাৎ একেবারে অলভ্য নয় : অসম্ভব নয় মিলনাকাঙ্ক্ষা।

তবু দু দিন অপেক্ষা করলেন অর্জুন, নিজেকে শান্ত করতে চেষ্টা করলেন। নগরীর উপকণ্ঠে স্কন্ধাবার স্থাপন ক'রে ছিলেন—সহজে বা বিনা কারণে নিজের পরিচয় দেবার ইচ্ছা ছিল না। সেইখানেই একান্তবাস করলেন দু দিন তিন রাত্রি। কিন্তু তাতেও, প্রাণপণে নিজের অন্তরাবেগের

সঙ্গে যুদ্ধ ক'রেও, যখন চিত্তদমন বা প্রবৃত্তিসংযম করতে পারলেন না. ঈপ্সার হ'ল না উপশম—তখন সাড়ম্বরে দেহরক্ষী দূত ঘোষক অনুচর প্রভৃতি নিয়ে রাজোচিত মর্যাদায় রাজপুরী অভিমুখে যাত্রা করলেন। সেখানে পৌঁছে তাঁর জনৈক দেহরক্ষী প্রাসাদ-দেহলীর সম্মুখে রাখা দুন্দুভিতে আঘাত দিয়ে ঘোষণা করল, 'কুরুবংশ-গৌরব ধর্মাত্মা মহারাজা যুধিষ্ঠিরেব অনুজ মহাবীর অর্জুন ভারত প্রদক্ষিণে বেরিয়ে এখানে উপস্থিত হয়েছেন। শত্রুরূপে বা এ রাজ্যের অনিষ্ট কামনায় নয়. যুদ্ধ কি রাজ্যজয়ের অভিপ্রায়েও নয়—প্রীতি ও সৌজন্য-বিনিময়ের উদ্দেশ্যে, বন্ধু ও সমানধর্মী ক্ষত্রিয় রাজা হিসাবেই তিনি মণিপুরাধিপতির দর্শনপ্রার্থী।'

অর্জুনের শৌর্য, শস্ত্রবিদ্যায় তাঁর অত্যদ্ভুত পারদর্শিতার কাহিনী বহু দেশ অতিক্রম ক'রে এই সুদূর পূর্বপ্রান্তেও পৌঁছেছিল। তাঁর আগমন-সংবাদ অপ্রত্যাশিত. বিশেষ বন্ধুরূপে, সৌহার্দ্য স্থাপনের জন্য। রাজা চিত্রবাহন শশব্যস্তে প্রত্যুদ্গমন ক'রে সম্বর্ধনা জানালেন। পাদ্য অর্ঘ্য পানীয় ইত্যাদি যথাযথ নিবেদন করা হ'লঃ অতিথিদের শ্রেণী ও পদবী হিসেবে বাসস্থান ও সিধা, পাচক সেবক প্রভৃতিরও ব্যবস্থা হ'ল। অর্জুনের জন্য নির্দিষ্ট হ'ল প্রাসাদের শ্রেষ্ঠ কক্ষ।

চিত্রবাহন ওঁর দুই হাত ধরে নিজের আসনে বসিয়ে বললেন, 'এই শুভ আগমনে আমি যে কী পরিমাণ সম্মানিত বোধ করছি ও আনন্দিত হয়েছি —তা বলতে পারব না। আশা করছি মহারাজ যুধিষ্ঠির ও আপনার অন্যান্য ভ্রাতারা কুশলেই আছেন। হস্তিনাপুরের রাজপরিবারেরও অবশ্যই মঙ্গল। সুতরাং আমার প্রার্থনা আপনার মণিপুর অবস্থিতি দীর্ঘায়ত হোক. অন্তত বৎসরকাল এদেশে অবস্থান করুন। এখানে ভোজ্য পানীয়ের অভাব হবে না, শিকারের সুযোগ প্রচুর. মণিপুর নৃত্যগীতাদি ও অভিনয়ের জন্য প্রসিদ্ধ—এ রাজ্যের অধিবাসীরা অনেকেই নৃত্যকলা ও সঙ্গীতশাস্ত্রে পারঙ্গম—আপনার চিত্তবিনোদনে অপরাগ হবে বলে মনে হয় না।'

'রাজশ্রেষ্ঠ, আমার দীর্ঘতর অবস্থিতি আপনার আনুকূল্যের ওপরই নির্ভর করছে।' বলে উঠলেন অর্জুন।

সৌজন্য প্রকাশ, অভ্যর্থনাপর্ব, প্রতি-আমন্ত্রণ, কুশল-বিনিময়—রাজ-আতিথ্যের সর্বজনস্বীকৃত প্রারম্ভিক ভূমিকা। কোন গূঢ় উদ্দেশ্য বা প্রার্থনা থাকলে এইসব প্রাথমিক সবিনয় কথোপকথনের পর তা জানাতে হয়। এই-ই নিয়ম। কিন্তু অর্জুন এই গত দু দিনে ধৈর্য ও স্থৈর্যের প্রায় শেষ সীমায় এসে পড়েছেন। তাঁর ধমনীতে তখন রক্তস্রোত উত্তাল. আশা ও আশঙ্কায় তিনি কণ্টকিত. ক্ষতবিক্ষত ; কামনায় বাসনায় চিত্তাবেগ অসম্বরণীয় হয়ে উঠেছে। তাঁর আর বিলম্ব সইছে না। তিনি বললেন. 'রাজন্. রাজকীয় আতিথ্যের প্রধান অঙ্গ হ'ল উপহার বা উপঢৌকন বিনিময়। আমি পথিক, খুব বেশী কিছু আনতে পারি নি, কতকগুলি নবনির্মিত নূতন পদ্ধতির অস্ত্র এনেছি মাত্র। আশা করি তা সামান্য হলেও আপনার কাছে অরুচিকর বা অকিঞ্চিৎকর বোধ হবে না। কিন্তু মহারাজ, আমি যদি প্রগল্ভের মতো কোন উপহার পূর্বেই যাচ্ঞা ক'রে নিই, তাহলে সে নির্লজ্জতা ও ধৃষ্টতা আশা করি বয়ঃকনিষ্ঠ হিসাবে মার্জনা করবেন : এইটুকু আশ্বাস বা প্রশ্রয় প্রার্থনা করছি।'

'অবশ্য, অবশ্য। যাচ্ঞা কি, আদেশ বলুন। আপনি নিঃসঙ্কোচে আপনার ইচ্ছা ব্যক্ত করতে পারেন। নিজের সম্মান ও ধর্ম ছাড়া যা চাইবেন, সাধ্যে থাকলে অবশ্যই পূরণ করব।'

'মহারাজ, আমি আপনার চারুদর্শনা কন্যা চিত্রাঙ্গদার পাণিপ্রার্থী।'

রাজা চিত্রবাহন উপহার প্রার্থনার কথা শুনে ঈষৎ শঙ্কিত হয়ে উঠেছিলেন। এখন সে সংশয়ের ভ্রূকুটি রেখা মিলিয়ে গেল বটে, কিন্তু রাজা চিত্রবাহন যেন গম্ভীর ও অন্যমনস্ক হয়ে গেলেন। কিছুক্ষণ মৌন থেকে বললেন, 'তৃতীয় পাণ্ডব, পাত্র হিসেবে আপনি পৃথিবীর কোন কন্যারই অকাম্য নন। কিন্তু এক্ষেত্রে একটি অন্য জটিলতা আছে। পিনাকধৃত ভগবান উমাপতির ইচ্ছায় আমাদের বংশে সকলেরই একটি ক'রে সন্তান হয়। এর আগে অবশ্য আমার পূর্বপুরুষদের পুত্রই হয়েছিল, দৈবক্রমে আমারই ঐ কন্যাটি লাভ হয়েছে। অন্য অপত্য আর সম্ভব নয় বলে আমি ঐ কন্যাকে পুত্রিকারূপে পালন করেছি ; অর্থাৎ ওর গর্ভজাত পুত্র আমাদের বংশধর বলেই গণ্য হবে, এবং এই সিংহাসনও সে লাভ করবে। সে সন্তানের ওপর তার জন্মদাতা বা তার বংশের কোন অধিকার থাকবে না। আমার কন্যা এই রাজ্যের ভাবী শাসক, তারও পতিগৃহবাস সম্ভব নয়। আপনি যদি এই শর্তে আমার কন্যা গ্রহণ করতে সম্মত থাকেন—আমি সানন্দে সাহ্লাদে তাকে আপনার হাতে সমর্পণ করব।'

ক্ষুধার্তের সম্মুখে লোভনীয় সুধাঘ্রাণরুচি সুখাদ্য—তার তখন খাদ্যের গুণাগুণ, দাতার শর্ত, নিজের কতটা প্রাপ্য বা অধিকার—এসব কোন কথাই মনে থাকা সম্ভব নয়। অর্জুনও এসব কথা বিচার ক'রে বৃথা সময় নষ্ট করলেন না। তৎক্ষণাৎ সম্মতি দিলেন।

তিনি এই বধূ ইন্দ্রপ্রস্থে নিয়ে যাবার জন্য ব্যস্তও নন তত।

দুদিনের সম্ভোগেচ্ছা মিটে গেলেই ভারত-পরিক্রমায় আবার বেরিয়ে পড়বেন, সঙ্গে স্ত্রীলোক না থাকাই বাঞ্ছনীয়।

অর্জুনের হিসাবে একটু ভুল হয়েছিল। চিত্রাঙ্গদার পূর্ণ মূল্য সেদিন নির্ধারণ করতে পারেন নি।

এর পরে এক দুই করে মাসগুলো কোথা দিয়ে কেটে গেল তা বুঝতেও পারলেন না ফাল্গুনী। মাসকয়েক এখানে থেকে বর্ষার প্রারম্ভে চলে যাবেন —এই রকমই মনে ছিল তাঁর। আসলে এতদিন যে কেটেছে, তাঁর এই অবস্থানকাল যে এত প্রলম্বিত হয়েছে, তা অনুভবই করতে পারেন নি। যে আনন্দ উন্মত্ততায় স্থান-কাল-পাত্রের হিসাব থাকে না—সেই আনন্দের ঘূর্ণাবর্তেই দণ্ড পল দিন রাত্রি পক্ষ মাস বৎসর একাকার হয়ে গেছে তাঁর। আনন্দ আর বিস্ময়। উলূপীকেও ভাল লেগেছিল, কিন্তু তার মধ্যে এত নব নব বিস্ময় আবিষ্কার করেন নি। তাই সে গর্ভবতী হতেই তিনি নাগরাজ্য ত্যাগ করেছেন —কী সন্তান হ'ল তা জানার জন্য অপেক্ষা করার কথাও মনে হয় নি তাঁর। এখানে তার বিপরীত। চিত্রাঙ্গদার সঙ্গ-সাহচর্য ত্যাগ করার কথাই ভাবতে পারেন নি। এমন কি সে অন্তঃসত্ত্বা, সন্তানসম্ভবা হবার পরও না।

আসলে চিত্রাঙ্গদার অপরূপত্ব শুধু দেহে নয়—যা অতি ক্ষণস্থায়ী যৌবনেই সীমাবদ্ধ—চিত্রাঙ্গদার অপরূপত্ব চিরনবত্বের কোন সীমা নেই, শেষ

নেই।...কোমলে কঠোরে, সংযমে আবেগে, প্রেমে কর্তব্যপরায়ণতায়, রাজ-কার্যে সেবাব্রতে—অভিনব সে। দিনে রাতে অবিরাম নব নব রূপে উদ্ভাসিত, উজ্জ্বলিত। একদিকে প্রেমিকা নারী, সরলা প্রণয়বিধুরা—মনে হয় কামসর্বস্বা—অন্যদিকে রাজকার্যে রাজনীতিতে ধীরস্থির, অতীব বুদ্ধিমতী কূটকৌশলী ; আবার শিকারে অস্ত্র চালনায় তার দ্বিতীয়া নেই। অর্জুন আলোচনা ক'রে দেখলেন যুদ্ধবিদ্যাতেও সে শিক্ষার্থী নয়, রণকৌশলের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম তত্ত্বও তার আয়ত্ত।

এইভাবে অর্জুনের মানসপটে ক্ষণে ক্ষণে রূপ বদলায় চিত্রাঙ্গদার। যখনই মনে হয় দেখা শেষ হয়ে গেছে ওঁকে, তখনই আর এক নূতন রূপ প্রকাশ পায়। বিস্ময়ের অবধি থাকে না। এ নারীর সাহচর্যে ক্লান্তি বোধ হয় না, কোন অভিজ্ঞতার বার বার পুনরাবৃত্তি ঘটে না। দ্রৌপদীও অসাধারণ, অতুলনীয়া কিন্তু তিনি মহিষী, প্রেয়সী। চিত্রাঙ্গদা তার থেকেও বেশী—বন্ধু বয়স্যা। জীবনের সর্বকার্যে সর্বদা সঙ্গিনী হবার যোগ্যা। অর্জুনের মনে হয় তাঁর আদর্শ অর্ধাঙ্গিনী।

শেষে একদিন—সুদীর্ঘ তিন বৎসর অতিবাহিত হয়ে যাবার পর—সুপ্তোত্থিতের মতো সচেতন হয়ে উঠলেন অর্জুন। মনে পড়ল ভারত-পরিক্রমার পথে এখনও বহু রাজ্য বাকি আছে। যে কাজের জন্য বাসুদেব পাঠিয়েছিলেন, যে ব্রত দিয়ে—তা আজও অসমাপ্ত, অথবা অর্ধসমাপ্ত মাত্র।

এই অবসরে চিত্রাঙ্গদার একটি পুত্রসন্তানও হয়েছে। অতিপ্রিয়দর্শন, অর্জুনের সমস্ত লক্ষণ নিয়ে জন্মেছে। এ ছেলেকে ছেড়ে যেতেও কষ্ট হয়। ...এই কি মায়ার বন্ধন ? নিজেকেই প্রশ্ন করেন মধ্যে মধ্যে, নইলে এমন বোধ হচ্ছে কেন ? মনে হচ্ছে এই তো বেশ, কী হবে দুরাশার পিছনে ছুটে, প্রতিষ্ঠা ও খ্যাতি খুঁজে ?...

ক্ষণিকের এই আত্মবিস্মৃতি ও চিত্তদৌর্বল্যকে জয় করতেও অবশ্য অর্জুনের খুব একটা বিলম্ব ঘটে না। একসময় মনকে দৃঢ় ক'রে তুলে বিদায় প্রার্থনা করেন চিত্রাঙ্গদার কাছে।

চিত্রাঙ্গদা তখন যৌবরাজ্যে অভিষিক্তা, প্রকৃত প্রস্তাবে দেশের শাসক। সাধারণ নারীর মতো দুর্বলতা তাঁর নেই। তবু এই গত দীর্ঘ তিন বৎসরকাল যে সুখস্বপ্নের মতো কেটে গেছে—তা থেকে রূঢ় বাস্তবে জেগে উঠে বিচলিত বোধ করেন বৈকি, বিহ্বলা হয়ে পড়েন।

অর্জুনের মতো স্বামীকে, সম্ভবত চিরদিনের মতো ছেড়ে দেওয়া ? তিনি বাষ্পাকুল নেত্রে স্বামীর কণ্ঠলগ্ন হয়ে বলেন, 'আর সামান্য কিছু কালও কি থেকে যাওয়া যায় না ?'

'না সুচরিতে', অর্জুনও গাঢ় কণ্ঠে উত্তর দেন, 'এমনিই বহুদিন অলস সুখ-সম্ভোগে কেটে গেছে। আমরা ক্ষত্রিয়, রাজপুত্র, কর্তব্য আমাদের ব্যক্তিগত সকল বিবেচনার ঊর্ধ্বে। তোমার এই নিরুপায় স্বামীকে তুমি অবশ্যই কর্ম-কর্তব্যহীন হতভাগ্য ক্লীব বা নপুংসকরূপে দেখতে চাও না।...আর, যখনই যেদিনই যাব তখনই তোমার দুঃখ বোধ হবে। তুমি তো সামান্যা সাধারণ স্ত্রীলোক নও, তোমার এ দুর্বলতা শোভা পায় না। তুমি হাসিমুখে বিদায় দেবে—এইটেই আশা করি।'

চিত্রাঙ্গদা তাঁর প্রিয়তমকে আরও নিবিড় বাহুবন্ধনে আবদ্ধ ক'রে তাঁর সুপ্রশস্ত বক্ষ অশ্রুতে সিক্ত ক'রে ব্যথাবিকৃত কণ্ঠে বলেন, 'আমি রাজা চিত্রবাহনের পুত্রিকা—রাজধর্মের দায়িত্বসূত্রে বাঁধা—কিন্তু সে বন্ধন আমার দেহের, কর্তব্যবুদ্ধির—আমার মুখের হাসি কারও ক্রীতদাস নয়। হাসি বা চোখের জল কর্তব্যের ধার ধারে না।'

বীর অর্জুনের চক্ষু দুটিও কি সিক্ত হয়ে উঠেছিল ? কে জানে ? তবে তিনি কিছুক্ষণ উত্তর দিতে পারলেন না। অনেক পরে বললেন, 'আমি তোমার দ্বারে ক্ষণিকের অতিথি—তা জেনেই তো আমাকে মাল্যদান করেছিলে!'

ম্লান হাসি হাসলেন বোধ হয় চিত্রাঙ্গদা, বললেন, 'আমি আপনাকে মাল্যদান করি নি, আপনি কেড়ে নিয়েছেন। তবে সে কথা থাক। মন কি এত বিচার ক'রে চলে ? না হ'লে সব জেনেও—আপনিই বা আমাকে দেখে মুগ্ধ হয়ে বিবাহ করবেন কেন ? আপনি আমাকে নিয়ে যেতে পারবেন না, আমি আপনার একমাত্রও নই--এসব কথা তো তখন বিচার করেন নি!... আমি কোন অনুযোগ করছি না, শুধু স্মরণ করিয়ে দিচ্ছি—মানুষের মন, তাদের প্রেম—কর্তব্য ধর্ম প্রয়োজন এসব বিচার ক'রে চলে না।'

এবার অর্জুন সম্পূর্ণ নিরুত্তর রইলেন।

অবশেষে একসময় চিত্রাঙ্গদাই বাহুপাশ শিথিল করেন। চোখ মুছে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলেন, 'যান আপনি, আর বাধা দেব না। ভাগ্যের বিধান অলঙ্ঘ্য জেনেও তার দুয়ারে মাথা কোটার প্রবৃত্তি আমার নেই, তাতে আমার ললাটই ক্ষতবিক্ষত হবে, ভবিষ্যৎ পরিবর্তিত হবে না। আমি ভিক্ষাতেও অভ্যস্ত নই। আমরা অনার্য পার্বত্য নারী—আমরা ভালবাসি নিঃশেষে নিঃশর্তে, নিজের বলতে কিছুই রাখি না। ে· আমাদের নিঃসপত্ন, সেখানে একটিই মাত্র পুরুষ, একেশ্বর। আপনারা সুসভ্য আর্যাবর্তবাসী, একই হৃদয় বহু নারীকে দিতে অসুবিধা হয় না। আপনারা আমার কথা বা ব্যথা বুঝবেন না, আমি আপনার বহু প্রেয়সীর একজন, অথবা প্রেয়সী বলাও ভুল—ভোগ্যবস্তুর মতোই। প্রহরান্তরেই বিরহ ব্যথা ভোলার জন্য অন্য নারী গ্রহণ করতে পারবেন, তা ভুলতেও বিলম্ব হবে না, কিন্তু আমার জীবনে কোন সান্ত্বনা কোন আশ্রয় আর রইল না।'

বলতে বলতেই, কিছু-পূর্বে-উচ্চারিত দার্ঢ্য সত্ত্বেও—আবেগে ভেঙে পড়েন রাজকন্যা, বলেন, 'কিন্তু সত্যিই আর কি কোন দিন দেখতে পাব না ? আর দেখা হবে না ? শুধু যদি আর একটি বারও কাছে পেতাম। মনে হচ্ছে অনেক কিছু বলা বাকি রয়ে গেল, জীবনের এখনও কিছু অবশিষ্ট আছে আপনার পায়ে সঁপে দিতে—এই অহংকার, চরিত্রের দৃঢ়তা সব বিসর্জন দিয়ে আপনার কাছে ভিখারিণী হয়ে দাঁড়াতে।...সে কি কিছুতেই সম্ভব নয় ?'

অর্জুন প্রণয়াবেগে গদ্‌গদ কণ্ঠে উত্তর দিলেন, 'প্রিয়তমে, শান্ত হও। ক্ষোভ ক'রো না। যদি জীবিত থাকি, এ অঞ্চল পরিভ্রমণ শেষ হলে অবশ্য একবার আসব, অর্ধবর্ষকাল থেকেও যাব—তোমাকে প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি। তারপরও—অবসর আর সুযোগ মতো, কিংবা আমন্ত্রণ পেলে তুমিও ইন্দ্রপ্রস্থে যেতে পারবে, যাবে, এই আমার আশা। চিরদিনের জন্য না হোক,

কিছুদিনের জন্য যেতে তো বাধা নেই। আমি আশ্বাস দিচ্ছি, সেখানে মহাদেবী দ্রৌপদীর পরেই মর্যাদার স্থান তোমার জন্য নির্দিষ্ট থাকবে।'

তারপর ক্ষণকাল মৌন থেকে বললেন, 'আর যদি কখনও ধর্মরাজ যুধিষ্ঠিরের সঙ্গে কারও কোন সংঘর্ষ উপস্থিত হয়—মণিপুর রাজশক্তির সাহায্য পাব তো?'

'বলাই বাহুল্য, ন্যায়ত ধর্মত এ সিংহাসনের আপনিই অধিকারী। আমিও আপনাকে কথা দিচ্ছি, যদি বেঁচে থাকি—আপনার পুত্রকে আপনার উপযুক্ত সমযোদ্ধারূপেই দেখতে পাবেন, তাকে আত্মজ বলে পরিচয় দিতে কোন দিন লজ্জা পাবেন না। প্রয়োজন হলে রণক্ষেত্রে সে আপনার দক্ষিণ পার্শ্বে থাকবে।'

'প্রিয়ে আমি ধন্য, কৃতার্থ।'

॥ ১২
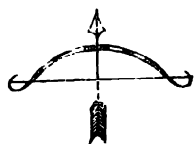
অর্জুন তাঁর প্রতিশ্রুতি রেখেছিলেন। পূর্বাঞ্চল ত্যাগ করার পূর্বে আর একবার মণিপুর গিয়েছিলেন।

কিন্তু সে শুধুই প্রতিশ্রুতি রক্ষার জন্য।

প্রাণের আকৃতি অবশ্যই ছিল। বড় বেশী ছিল।

বেশী ছিল বলেই মনে হয়েছে বার বার যে, আর নতুন ক'রে সেই আকর্ষণগণ্ডীর মধ্যে—সে ঐকান্তিক, সর্বস্বসমর্পণ-করা প্রেমভাবের মধ্যে গিয়ে দরকার নেই।

মণিপুর ত্যাগ করার পর দীর্ঘকাল এক বিরাট শূন্যতা অনুভব করেছেন। এ অভিজ্ঞতা জীবনে এই প্রথম, আর সেই কারণেই বড় দুঃসহ। যখন দ্রৌপদীকে ছেড়ে আসেন তখনও ক্লেশ বোধ হয়েছিল, মনে হয়েছিল সেই বিচ্ছেদই মর্মান্তিক, আজ বুঝলেন কোন দুঃখ, ভাগ্যের কোন আঘাতই চূড়ান্ত মনে করার কোন কারণ নেই। দ্রৌপদী প্রিয়া, মহিষী; চিত্রাঙ্গদা তার থেকেও বেশী—দাসী, সখী, বান্ধবী, মর্মসঙ্গিনী। কেবলই মনে হয়েছে কদিন—যদি চিত্রাঙ্গদাকে সঙ্গে নিয়ে যেতে পারতেন! রণে বনে দুর্গমে সর্বত্র সে ওঁর আদর্শ জীবনসঙ্গিনী, সহধর্মিণী, সহধর্মিণী হতে পারত। রক্ষিকাও বটে। চিত্রাঙ্গদা মহা-বীর্যবতী, রণনিপুণা—সে পরিচয়ও পেয়েছেন ইতিমধ্যে।

সে দুর্বিষহ চিত্তবেদনার পুনরাবৃত্তি বাঞ্ছনীয় নয়, কিন্তু তিনি বাক্য-বন্ধ—যেতেই হ'ল আর একবার। এবার আগে থাকতেই সতর্ক হয়ে ছিলেন, বেশীদিন থাকতে সম্মত হন নি। ছেলে বড় হয়েছে ; সে বৃহত্তর বন্ধন, বিপজ্জনক আকর্ষণ। ছেলে ওঁর ঋজুতা ও মায়ের সৌকুমার্য নিয়ে জন্মেছে। ফলে লক্ষের মধ্যেও লক্ষ্য হয় তাকে। এ ছেলেকেও কাছে রাখতে ইচ্ছা করে বৈকি। নিজের মতো ক'রে মানুষ করতে সাধ হয়। যদিও চিত্রাঙ্গদার ওপর

পূর্ণ আস্থা আছে ওঁর, তিনি মানুষই করবেন। সে প্রতিশ্রুতিও দিয়েছেন তিনি, দ্বিতীয় অর্জুন করেই একদা তাকে পিতার কাছে পাঠাবেন। প্রয়োজনের দিনে, বিপদের দিনে সে-শিক্ষার পরিচয় দেবে সে। চিত্রাঙ্গদা নিজে হয়ত যাবেন না কোনদিনই, কোনদিনই হয়ত দেখা পাবেন না আর--এক যদি অর্জুন নিজেই আবার এখানে আসেন কোন প্রয়োজনে তো দেখা হ'তে পারে—তবে বভ্রুবাহন যাবেন এ আশ্বাস দিয়েছেন চিত্রাঙ্গদা।

তবু—সে অনিশ্চিত ভবিষ্যতের ভরসায় এমন ছেলেকে ছেড়ে যেতে কার না কষ্ট হয়! এক একবার মনে হয় জোর ক'রেই নিয়ে যাবেন ছেলেকে ও ছেলের মাকে—অর্জুনকে বাধা দেবে কে?—পরক্ষণেই মনে পড়ে উনি চিত্রবাহনের শর্ত স্বীকার ক'রে নিয়ে তাঁর পুত্রিকা-কন্যাকে বিবাহ করেছেন। ধর্মে বদ্ধ।

তাই আবার একদা প্রিয়বিরহবেদনাভারাক্রান্ত চিত্তে নিঃসঙ্গ হয়েই বিদায় নিতে হয়। প্রায়শ্চিত্তের কাল তাঁর, ভারতখণ্ড পরিক্রমার ব্রত নিয়ে বার হয়েছেন, একক ভ্রমণই তো করার কথা। দুদিনের এই সুখলাভটুকু স্মৃতিতেই সঙ্গী হোক। যা হবে না, যা হবার নয়—তার জন্য বৃথা বিলাপ বা মনস্তাপে প্রয়োজন নেই।

পরিক্রমা বামাবর্তে করাই বিধি। অর্জুনও সেই ভাবেই যেতে লাগলেন। দক্ষিণে পেৌঁছে সমুদ্রতীরবর্তী স্থান দিয়ে ভারতের পূর্ব উপকূল ভ্রমণ শেষ ক'রে রামেশ্বরকে পূজো দিয়ে পশ্চিম উপকূলে পড়লেন। বহু তীর্থে স্নান করলেন এই পথে, বহু দেবতা দর্শন হ'ল। বহু জাতি, বহু আচার-আচরণ বিধিবিধানের সঙ্গে পরিচয় ঘটল। বিপুল ও প্রাচীন অনার্য সভ্যতার কথা বলেছিলেন বাসুদেব, তবু সে যে এত প্রাচীন ও এত বিশাল তা অনুমান করতে পারেন নি অর্জুন। এখন প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতায় অভিভূত হলেন। এইসব নূতন অপরিচিত দেশে কোন কোন নারীর সঙ্গেও অন্তরঙ্গতার সুযোগ যে না ঘটল তাও না। ফলে চিত্রাঙ্গদার সঙ্গে বিচ্ছেদের নিদারুণ দুঃসহ দুঃখও ক্রমশঃ মন্দীভূত হয়ে এল।

পশ্চিম উপকূল ধরেই উত্তরের দিকে এগিয়ে গেলেন পার্থ। লক্ষ্য পূর্বেই স্থির ছিল—দ্বারাবতী।

বহুকাল বাসুদেবকে দেখেন নি, ব্যাকুল ও বিষণ্ণ বোধ করছেন। একটু যেন অসহায়ও। তাছাড়া, যা দেখেছেন ও শুনেছেন, যে বিস্ময়কর অভিজ্ঞতা লাভ হয়েছে তা তাঁকে নিবেদন ক'রে আলোচনা না করতে পারা অবধি স্বস্তি পাচ্ছেন না।

সৌরাষ্ট্রে পেৌঁছে শুনলেন শ্রীকৃষ্ণ প্রভাসে অবস্থান করছেন। এই স্থানটি তাঁর বড়ই প্রিয়, মধ্যে-মধ্যেই এখানে এসে একা থাকেন। এটিকে বাসুদেবের চিত্ত-বিশ্রাম বলা চলে। কে জানে—এখানের সঙ্গে কোন প্রিয় স্মৃতি বিজড়িত আছে কিনা।

অর্জুনের অবশ্য ভাল হ'ল। প্রথমত ওঁরও প্রভাসে আসার ইচ্ছা বহুকালের—দেখবার ইচ্ছা স্থানটিতে কী এমন আছে যা ওঁর গুরু ও আত্মীয় পুরুষোত্তমকে এত আকৃষ্ট করে! দ্বিতীয়ত তবু কিছুক্ষণ আগে দেখা পাবেন বাসুদেবের। পার্থ পূর্ব-সংবাদ পাঠানোর অপেক্ষা করলেন না, শেষ একদিন প্রায় নিরবচ্ছিন্ন ভাবে রথ চালনা করিয়ে প্রভাসে পেৌঁছলেন।

কিন্তু দেখা গেল উনি সংবাদ না পাঠালেও বাসুদেবের এ শুভাগমন বার্তা পেতে কোন অসুবিধা হয় নি। প্রভাসের প্রবেশপথেই তিনি অপেক্ষা করছিলেন। আবারও সেই আতঙ্ক-বিস্ময়মিশ্রিত সম্ভ্রমের ভাব বোধ করলেন অর্জুন। সত্যই কি অন্তর্যামী এই মানুষটি—যাঁকে সখারূপে আত্মীয়রূপে ভাবতেই ভাল লাগে?

শ্রীকৃষ্ণ ওঁকে দেখেই নিবিড় আলিঙ্গনাবদ্ধ করলেন। অর্জুন কি বলতে যাচ্ছিলেন তাঁকে বাধা দিয়ে বললেন, 'এখনই ব্যস্ত হবার কোন কারণ নেই। দ্বাদশ বৎসর ধরে দেশভ্রমণের বিবরণ একদিনে বলা বা শোনা যাবে না। দীর্ঘ পথশ্রমে ক্লান্ত, তোমার ব্রতও শেষ, এখন তুমি নিশ্চিন্ত হয়ে বিশ্রাম করো। কথা যা কিছু কাল হবে।'

তবু রাত্রে পাশাপাশি শয্যায় শুয়ে কিছু কিছু বলতে গেলেন অর্জুন। দেখলেন, হয় বাসুদেব পূর্বেই সংবাদ পেয়েছেন, নয়তো প্রসঙ্গ শুরু করা মাত্র বুঝে নিয়েছেন—অথবা ঐ যা-সন্দেহ, তিনি অন্তর্যামী; কিম্বা এ সবের তিনিই চক্রী। অর্জুন যা করেছেন যেখানে গেছেন বাসুদেবই তার নিয়ন্তা, বাসুদেবের ইচ্ছার বাইরে যেতে পারেন নি।

বাসুদেব হেসে বললেন, 'নাও, এখন নিদ্রা যাও। একা চিত্রাঙ্গদা হ'লে বলতাম তাঁকে স্বপ্ন দেখ—কিন্তু উলূপী, চিত্রাঙ্গদা, অপ্সরা ভগিনীরা—আরও কত সারা জম্বুদ্বীপে ছড়িয়ে আছে কে জানে! এ ক্ষেত্রে একজন কাউকে স্বপ্ন দেখে অনিদ্রায় কাটবে সে আশঙ্কা নেই।'

অর্জুন অপ্রতিভ হয়ে কি বলতে যাচ্ছিলেন, বোধ করি এ ব্যাপারে নিজের দায়িত্ব কত কম সেইটেই প্রমাণ করতে চাইছিলেন, বাসুদেব বাধা দিয়ে বললেন, 'না না, এতে লজ্জার কোন কারণ নেই। আমি একটু পরিহাস করছিলাম মাত্র।...এ ভালই হ'ল বন্ধু। দেশে দেশে আত্মীয়, দেশে দেশে বান্ধব, এইটেই আমি চেয়েছিলাম। পূর্বদিক অনেকটা নিরাপদ রইল, প্রাগ্‌জ্যোতিষপুরের ভগদত্ত খুব বেশী শত্রুতা করতে পারবেন না।'

পরদিনই দ্বারকা রওনা দিলেন কৃষ্ণার্জুন।

পূর্বদিন অর্জুনকে প্রত্যুদ্‌গমন করতে আসার মধ্যে, যাতে প্রভাসে এক দিন কালক্ষেপ হয়—তার একটা গূঢ় উদ্দেশ্য ছিল বাসুদেবের। সেটি পরের দিন দ্বারকায় পৌঁছে বুঝতে পারলেন অর্জুন।

না, প্রথমে তাও বুঝতে পারেন নি।

নগরীর প্রবেশপথে, সমুদ্রতীরের পোতাশ্রয়েই বিরাট এক তোরণ নির্মিত হয়েছে, বিজয়-তোরণ, বিভিন্ন বিচিত্র পত্রপুষ্প-সম্ভার ও পতাকায় সুসজ্জিত, চারুচিত্রিত। নগরীতে প্রবেশ ক'রেও দেখলেন সর্বত্র উৎসব-সজ্জা। প্রধান প্রধান রাজপথে অসংখ্য তোরণ, তোরণগুলির মধ্যে পুষ্প-মাল্যের চন্দ্রাতপ। প্রতি গৃহেই উৎসব সমারোহ, প্রতি গৃহস্থই হর্ষ-প্রকাশের জন্য প্রস্তুত, উন্মুখ।

সাধারণত রাজা কোন যুদ্ধে জয়লাভ ক'রে এলেই এ ধরনের উৎসব-সমারোহ ঘটে। বিস্মিত অর্জুন প্রশ্ন করলেন, 'এ যে বিজয়-মহোৎসবের আয়োজন। তবে কি বৃষ্ণিবংশীয়রা কোন যুদ্ধে জয়লাভ করেছেন? না চিরশত্রু জরাসন্ধ নিহত হয়েছে?'

মৃদু হাসিতে বাসুদেবের মুখ রঞ্জিত হয়ে উঠল। কোন কৌতুকের ষড়যন্ত্র সফল হ'লে যেমন হাসে মানুষ—তেমনি। বললেন, 'না, তেমন কিছু নয়। তবে ঠিকই অনুমান করেছ, এক বিজয়ী বীরের সংবর্ধনারই আয়োজন বটে।'

'বিজয়ী বীর? কে সে?' কণ্ঠে আহত বিস্ময়ের সুর।

তখনও বুঝতে পারছেন না অর্জুন কথাটা।

অবশ্য আর বেশী বিলম্বও হ'ল না।

বাসুদেব উত্তর দেবার পূর্বেই যে সমস্ত অন্ধক ও বৃষ্ণি বংশীয়েরা উৎসব সাজে সজ্জিত হয়ে মাল্য চন্দন মধু ধূপ ইত্যাদি নিয়ে অভ্যর্থনার জন্য প্রধান রাজপথ ধরে আসছিলেন—তাঁরা অর্জুনকে দেখে ওঁর নাম যুক্ত ক'রেই জয়ধ্বনি ক'রে উঠলেন। সে জয়ধ্বনি প্রতিধ্বনির মতো পুনরুচ্চারিত হতে হতে বহুদূর অবধি তরঙ্গায়িত হ'ল।

পুনরুচ্চারিত হতে লাগল গৃহে গৃহে। অলিন্দগুলি থেকে পুষ্পবৃষ্টি ও মঙ্গলধ্বনি হতে লাগল।

'এবার বুঝলে বন্ধু, কার অভ্যর্থনার আয়োজন!' বাসুদেব সস্নেহ পরিহাস-তরল কণ্ঠে বললেন।

আনন্দ-লজ্জা-রঞ্জিত মুখে অর্জুন বললেন, 'কিন্তু আমি তো কোন বিজয়লাভ করি নি, এ অকারণ সম্মানে বিব্রতই বোধ করছি যে।'

'যুদ্ধে জয়লাভ তোমার মতো রণ-সুপণ্ডিত শস্ত্রশাস্ত্রজ্ঞের পক্ষে এমন কোন কঠিন কাজ নয় বন্ধু। তার চেয়ে অনেক কঠিন—দীর্ঘকাল ধরে যে সুদুশ্চর ব্রত তুমি পালন করেছ! এ কাজ ইতিপূর্বে কেউ করেন নি, অচিরভবিষ্যতেও কেউ করবেন বলে মনে করি না। বিজয়ী রূপে, রক্তবন্যা প্রবাহিত ক'রে নয়—বন্ধু রূপে সমগ্র ভারতের বিভিন্ন জাতি-উপজাতি-সংস্কৃতি-ভাষার সঙ্গে এই যে যোগসূত্র স্থাপন করলে—যে কোন বৃহৎ যুদ্ধজয়ের থেকেও ঢের বেশী কঠিন কাজ এ, ঢের বেশী কৃতিত্ব!'

অর্জুন মাথা নত ক'রে এই শুভেচ্ছা ও প্রশংসা গ্রহণ করলেন। ভাবাবেগে-বিচলিত তাঁর কণ্ঠ থেকে কোন উত্তর প্রকাশিত হ'ল না।

দ্বারকায় একদিন মাত্র অবস্থান ক'রেই শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে নিয়ে রৈবতকে চলে গেলেন। সেখানে কি একটা ব্রত উপলক্ষে উৎসব আছে, সে উৎসবে সহজেই অর্জুনের ক্লান্তি অপনোদন হতে পারবে, এই কথাই বললেন সকলকে। শুধু এই বিজয়সংবর্ধনা জানাতেই রাজধানীতে আসা, নইলে সেখানেই চলে যেতেন আগে।

রৈবতক সম্বন্ধে অর্জুনের কৌতূহল সমধিক।

এই স্থানটি নির্বাচন ও এখানে জনপদের পত্তন শ্রীকৃষ্ণের অসাধারণ রাজনীতিক প্রজ্ঞা ও দূরদৃষ্টিরই আর এক নিদর্শন। জরাসন্ধের আক্রমণ-আশঙ্কাতেই তিনি এতদূরে, সহস্র যোজন ব্যবধানে সমুদ্রবেষ্টিত দ্বারকাপুরী বেছে নিয়েছিলেন তাঁদের নিরাপদ বাসস্থান হিসেবে। স্থলপথে যার যত বিক্রম জলপথে সে তত অসহায়। এর প্রমাণ আগে বা পরে বিস্তর পাওয়া গেছে।

কিন্তু এ তো গেল বাসস্থান, রাজধানী। রাজ্য না থাকলে রাজধানীর মূল্য কি ?

সে রাজ্য স্থাপন মূল ভূখণ্ড ছাড়া সম্ভব নয়। প্রজাপত্তন গোপালন বা কৃষিকর্ম—উপার্জনের যে কোন উপায়ই হোক—বিস্তৃত ভূমিসম্পদ প্রয়োজন। জলবেষ্টিত ক্ষুদ্র দ্বীপে সেটা সম্ভব নয়।

মূল ভূখণ্ডে রাজ্যশাসন করতে গেলে সেখানেও একটা প্রজাসংযোগকেন্দ্র থাকা প্রয়োজন। প্রতি পদে সমুদ্র পেরিয়ে প্রজারা অভাব অভিযোগ জানাতে আসবে কেন ? আসা সহজও নয়। তাছাড়া বেশির ভাগ লোকেই সমুদ্রে পাড়ি দিতে ভয় পায়।

সেই কারণেই প্রমোদাবাসের নামে এই দ্বিতীয় রাজধানী স্থাপন করা। কিন্তু এখানে থাকলেই শত্রুভয়ও থাকবে। সে জন্যই এই পর্বতশিখরটি বেছে নিয়েছিলেন বাসুদেব। এখানে আবহাওয়া অতীব মনোরম, চির-বসন্ত বিরাজিত এখানে। নয়ন-আরাম এখানের দৃশ্য। উপরে অনেক-খানি সমতলভূমি, বাসগৃহাদি নির্মাণের উপযোগী। একাধিক নির্ঝরিণী থাকায় পানীয়জলের অপ্রাচুর্য নেই—অথচ এখানে আসার একটিই মাত্র পথ, সেটিও যথেষ্ট সংকীর্ণ অর্থাৎ একটু বিবেচনা-মতো ঠিক স্থানটি নির্বাচন ক'রে প্রহরারত থাকলে একশত লোক এক অনীকিনীর মহড়া নিতে পারে।...

রৈবতকে পৌঁছে যেমন পরিতৃপ্ত তেমনি চমৎকৃত হলেন অর্জুন।

অভিরাম দৃশ্য, স্নিগ্ধ বাতাস—নিমেষমধ্যে মন এবং দৃষ্টি আরাম বোধ করল। নগরীর—নগরী না বলে গণ্ডগ্রাম বলাই হয়ত উচিত—নির্মাণকৌশলও বড় সুন্দর। কোথাও এই দৃশ্যের সঙ্গে অসামঞ্জস্যপূর্ণ চক্ষুর পীড়াদায়ক বৃহৎ হর্ম্যাদি নির্মাণের চেষ্টা করা হয় নি ; অট্টালিকার পাশে পর্ণকুটির —ধনী দরিদ্র উচ্চনীচের বাসস্থান চিহ্নিত ক'রে—কোন ভেদ ঘোষণা করে নি। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কুটির, তৎসংলগ্ন বিস্তীর্ণ পুষ্পোদ্যান, প্রতি চতুষ্পথে একটি ক'রে মন্দির।

তবে বিস্ময় সে কারণেই শুধু নয়।

বাসুদেব পূর্বাহ্নেই জানিয়েছিলেন—কী একটা পূজা উপলক্ষ ক'রে তিনদিন ব্যাপী উৎসব হবে, সেই কারণেই যাদব-প্রধানরা দ্বারকা ত্যাগ ক'রে রৈবতক যাচ্ছেন। আরও বলেছেন পূজাটা উপলক্ষ মাত্র, লক্ষ্য উৎসব। অন্ধক ও বৃষ্ণি বংশীয়েরা উৎসবের জন্য পঞ্জিকা খুঁজে পূজার তিথি বার করেন।

কিন্তু সে উৎসব যে এই বস্তু—অর্জুন তা কল্পনাও করতে পারেন নি। তাঁর বাল্য-কৈশোরও অবিরাম ভ্রমণে কেটেছে—জীবনরক্ষার জন্য স্থান থেকে স্থানান্তরে যেতে হয়েছে—তার পরও, এই তো দ্বাদশ বৎসর ধরে সমগ্র ভারত প্রদক্ষিণ ক'রে এলেন, কোথাও এমন উৎসব-উন্মত্ততা দেখেন নি। এখানে সকলেই, তরুণ প্রবীণ নির্বিশেষে, যুগলবদ্ধ হয়ে পথে বেরিয়ে পড়েছেন। সঙ্গে নারী—হয়ত অনেক স্ত্রীর একজন, কেউ হয়ত পরস্ত্রী বা বারনারীও নিয়েছেন সঙ্গে। সকলেরই দৃষ্টি সুরা অথবা সিদ্ধিতে আরক্ত, ঢুলুঢুলু করছে। প্রত্যেকেই যথেষ্ট পুষ্পাভরণ ধারণ করেছেন, সমস্ত ঊর্ধ্বাঙ্গ চন্দনপরিলিপ্ত। বেশভূষার পারিপাট্যও—প্রভাতে যথেষ্ট ছিল, এখন এই

দ্বিপ্রহরের মধ্যভাগে কিঞ্চিৎ শিথিল ; কারও উত্তরীয় স্খলিত, কারও বা অঞ্চল ভূলুণ্ঠিত। কোথাও নৃত্যগীত-নাটকাদি অভিনীত হচ্ছে, অনেকে সেখানে ভিড় ক'রে দাঁড়িয়ে নানারূপ মন্তব্য করছেন অথবা সাধুবাদ দিচ্ছেন ; কেউ বা নিজেরাই নৃত্যগীতসহকারে ভ্রমণ করছেন, কোথাও বা পাশা ইত্যাদি জুয়া খেলার আসর বসেছে, সেগুলো কেন্দ্র ক'রে বহু জন-সমাগম। তবে পথে পথে গান গেয়ে ঘুরে বেড়ানোর দলই বেশী। স্বয়ং আর্য বলদেব রেবতীকে নিয়ে মদিরামত্ত অবস্থায় ঘুরে বেড়াচ্ছেন। এছাড়া, শাম্ব, প্রদ্যুম্ন, অক্রূর, সারণ, সাত্যকি, হার্দিক্য প্রভৃতি গোষ্ঠী-প্রধান বা রাজকুমাররাও একাধিক বনিতা নিয়ে পথে বেরিয়ে পড়েছেন, সকলেই আমোদ-প্রমোদের নব নব পন্থা আবিষ্কারে, উপায়-উদ্ভাবনে ব্যস্ত।*

অর্জুন বাসুদেবের সঙ্গে দর্শক হিসেবেই অনেকক্ষণ পথে পথে ঘুরে বেড়ালেন। বাসুদেব এই ধরনের মত্ততা পছন্দ করেন না, সে কথা এঁরাও জানেন, তাই ওঁকে দেখে ক্ষণিকের জন্য সঙ্কোচ বোধ করছে সবাই, এমন কি বলদেবও চোখোচোখি হ'লে লজ্জিত হয়ে পড়ছেন।

বাসুদেব ইচ্ছা ক'রেই একটা বিশেষ দিকে নিয়ে যাচ্ছিলেন কিনা কে জানে, সহসা একসময় ওঁরা নগরের মধ্যভাগে বড় মন্দিরটির সামনে এসে পড়লেন। এই মন্দিরটিই এ উৎসব-সমারোহের কেন্দ্রবিন্দু, তিনদিন ধরে এখানেই পূজা দেবার কথা।

অবশ্য ওঁরা যখন পৌঁছলেন তখন আর বিশেষ ভিড় নেই, অল্প দু-চারজন পূজা দিতে এসেছেন বা পূজা শেষ ক'রে চলে যাচ্ছেন। স্ত্রীলোকই বেশির ভাগ।

দৈব, অথবা বাসুদেবের যোগাযোগ।

এই পূজার্থিনীদের মধ্যে একটি কিশোরী কন্যাকে দেখে কখন অর্জুনের গতি বন্ধ হয়ে গেছে, স্থির নিশ্চল বাহ্যজ্ঞানশূন্য হয়ে পড়েছেন, তা তিনি বুঝতেও পারেন নি। এমন কি এভাবে অনাত্মীয় কোন নারীর দিকে পলক-শূন্য নেত্রে চেয়ে থাকা যে শিষ্টাচারবিরুদ্ধ—সে জ্ঞানও ছিল না।

নিজের আচরণ, পরিবেশ, সঙ্গী—কিছু সম্বন্ধেই যে অবহিত নয়—তার ভব্যতাবোধ থাকবেই বা কি ক'রে? অর্জুনের কোন বিষয়েই আর কোন সচেতনতা ছিল না।

অল্পবয়সী কুমারী কন্যা। সম্ভ্রান্ত-বংশীয়া নিশ্চয়ই, কারণ সঙ্গে অনেকগুলি দাসী বা সহচরী রয়েছে, পূজার উপকরণাদি বহন ক'রে এনেছে তারা।

সুন্দরী অনেক দেখেছেন বৈকি। দ্রৌপদীর তো কথাই নেই। সাম্প্রতিক-কালেও কয়েকটি সুন্দরী তরুণীকে দেখলেন। চিত্রাঙ্গদা অনিন্দ্যসুন্দরী না হলেও তাঁর অন্য আকর্ষণ আছে, সে আকর্ষণ বীর হৃদয়ের চিত্তে কম তরঙ্গের সৃষ্টি করে না। কিন্তু এই লোকললামভূতা বিশাল-তাম্র-নয়না মেয়েটির শান্ত শ্রীতে যে মাধুর্য, শ্রদ্ধাতদ্গত ভঙ্গীতে, লজ্জাস্পর্শবিনত

---

* মধ্যযুগের পাশ্চাত্ত্য দেশে Carnival নামে পরিচিত উন্মত্ত-আনন্দোৎসবও অনেকটা এই ধরনের। কার্নিভাল অনুষ্ঠান রোমে সম্ভবত এখনও প্রচলিত আছে।

দৃষ্টিতে, গতির কোমল ছন্দে, দেহের যৌবনোচ্ছ্বাসে যে অত্যাশ্চর্য ঐন্দ্রজালিক মায়া, তা অভিভূত করে, মোহগ্রস্ত করে।—এ রূপ আর কোনও মেয়ের মধ্যে দেখেন নি এতাবৎ।

তাছাড়াও, বলিষ্ঠ পুরুষের চিত্ত চায় আশ্বাস ও প্রশ্রয়ের সূর্যতাপে একটি কোমল লতা-প্রাণকে সংসারের ঝড়ঝঞ্ঝা থেকে রক্ষা করতে। দ্রৌপদী ও চিত্রাঙ্গদার মতো কন্যাতে সে সাধ মেটে না। সুভদ্রাতে মেটে।

ফাল্গুনীর এই প্রস্তরীভূতপ্রায় অবস্থা, নিমেষহীন দৃষ্টি, উন্মুক্ত ওষ্ঠে আবদ্ধ নিশ্বাস—বাসুদেবের চোখ এড়ায় নি। হয়ত এ তিনি জানতেন, আশাই করেছিলেন। হয়ত অর্জুনের অজ্ঞাতে এদিকে ইচ্ছাপূর্বকই নিয়ে এসেছেন, এ নাটকের অবতারণা করবেন বলে।

কিছুক্ষণ প্রিয় বন্ধুর দুর্দশাটা উপভোগ ক'রে মৃদু কৌতুকের হাসি হেসে বললেন, 'এ কি, অরণ্যচারী ব্রহ্মচারীর মন এত সামান্য কারণে উতলা কেন ?...মনে হচ্ছে চিত্রাঙ্গদার চিত্রও স্মৃতির দিগন্তে অস্ত গেল !...আমার তো দুর্নাম চিরকালের, কিন্তু দৃঢ়চেতা ফাল্গুনীও যে দেখি ক্ষণে ক্ষণে চিত্ত হারিয়ে ফেলেন !'

অর্জুন এবার লজ্জিত হলেন, আত্মসচেতনও হলেন কতকটা, কিন্তু প্রকৃতিস্থ হ'তে পারলেন না তখনই। বিহ্বল লজ্জাজড়িত কণ্ঠেই প্রশ্ন করলেন, 'এ—এ মেয়েটি কে ?'

'এ সুভদ্রা। আমার পিতা বসুদেবের কন্যা, সারণের সহোদরা।'

ততক্ষণে সুভদ্রা মন্দিরে প্রবেশ করেছেন, ইন্দ্রজালের প্রভাব দৃষ্টির অন্তরাল হওয়াতে অনেকটা কমে গেছে। অর্জুনও পরিবেশসচেতন হয়ে উঠেছেন। সেই মণিপুরের মতোই তিনি যে অনেকের কৌতূহল ও কৌতুকের পাত্র হয়ে উঠেছেন তা বুঝে বিষম লজ্জিত হয়ে পড়েছেন। 'ছিঃ ছিঃ, বাসুদেব কী মনে করলেন, কত দুর্বল ভাবলেন আমাকে, কি অভব্যই ভাবলেন বা'—সে কথা মনে ক'রে আর মাথা তুলতে পারছেন না।

ততক্ষণে অবশ্য দুজনেই চলতে শুরু করেছেন। মন্দিরের পাশ দিয়েই যাওয়া, তবু লজ্জাতেই—ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও—সেদিকে আরও তাকাতে পারলেন না।

কিন্তু, যতই লজ্জা পান না কেন, মনের মধ্যে উদ্বেলিত উচ্ছ্বাস গোপন করাও সম্ভব হ'ল না বেশীক্ষণ। একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বললেন 'অপূর্ব ! সত্যই বলছি, এমন আর কখনও দেখি নি। এ স্বতন্ত্র, একক।'

শ্রীকৃষ্ণ খুব সহজ ভাবেই উত্তর দিলেন 'হ্যাঁ, আমার এই ভগ্নীটির রূপের বিশিষ্টতা আছে তা অবশ্যস্বীকার্য। রূপ ছাড়াও—গুণেরও তুলনা নেই বোধ করি। এত মধুভাষিণী, মিষ্ট চরিত্রের মেয়ে কমই দেখা যায়—এত সেবা-পরায়ণা, এত স্নেহশীলা কোমলপ্রাণা।...এ তোমার কৃষ্ণার বিপরীত। কৃষ্ণা কেন তোমার কোন চিত্তপ্রিয়ার সঙ্গেই এ'র মিল নেই। কৃষ্ণা মহিষী, গৃহিণী ; নব নব কীর্তিতে কর্মে উদ্বুদ্ধ করবেন ; সুভদ্রা শ্রান্তি অপনোদন করবেন - শান্তি আনবেন প্রাণে। আমার পিতারও সর্বাধিক প্রিয় এই সন্তান, তাঁর নয়নের মনি।...তা দ্যাখো, বল তো তাঁকে জানাই !'

অর্জুন মস্তক আরও নত ক'রে প্রায় অর্ধস্ফুট কণ্ঠে বললেন, 'ওঁর স্বয়ম্বরের কি কোন আয়োজন হচ্ছে ? তেমন কোন অভিপ্রায়— ?'

শ্রীকৃষ্ণ বললেন. 'সুভদ্রা যদি সত্যই তোমার মন আকৃষ্ট ক'রে থাকেন তো—'

কথা শেষ হবার পূর্বেই অর্জুন বলে ফেললেন, 'হ্যাঁ, মনে হচ্ছে এ কন্যাকে না পেলে জীবনধারণের কোন অর্থই নেই। মনে হচ্ছে এ'র জন্যই এতকাল অপেক্ষা করেছি. ইনি আমার তৃষ্ণার শান্তি, জীবনের পূর্ণতা-'

'ধীরে বন্ধু, ধীরে। এমন আরও কতবার মনে হবে। তুমিই যথার্থ বীর, আবেগসর্বস্ব।...সে কথা যাক. বলছি যদি সত্যই এমন দুর্বল হয়ে থাকো—স্বয়ম্বরের ঝুঁকি নিতে যেয়ো না।'

'কেন? ঝুঁকি বলছেন কেন?'

হাসলেন বাসুদেব, তাঁর নিজস্ব সেই হাসি। বললেন, 'তোমার নিজের ওপর এত বিশ্বাস! বন্ধু, মেয়েদের মন এক আশ্চর্য বস্তু—দেবতারাও তার তল পান না—তুমি তো কোন্ ছার। স্বয়ম্বর মানেই তো কন্যাটির অভিরুচির উপর নির্ভর করা। একবার স্বয়ম্বর ঘোষণা করলে মেয়ে যাকে নির্বাচন করবে তার হাতেই সম্প্রদান করতে হবে। কথা দিলে কথা ফেরানো যায় না। সুভদ্রা যে তোমার গলাতেই মালা দেবেন তার কোন নিশ্চয়তা আছে? দ্রৌপদী যে কর্ণকে প্রত্যাখ্যান ক'রে তোমায় বরণ করলেন! তখন তোমার পরিচয়ও তো জানতেন না! তোমার নিজের সম্মন্ধে যতটা উচ্চ ধারণা. আমার ভগ্নীর যদি ততটা না থাকে? মেয়েরা হৃদয়ের আজ্ঞায় চলে, বিচার-বিবেচনার ধার ধারে না। পুরুষকে পছন্দ করার সময় সবাই যে তার শৌর্য কি কুলশীল কি পাণ্ডিত্যের কথা চিন্তা করবে এমন কোন নিয়ম নেই। এক-একজনের এক এক রকমের মতি-বুদ্ধি। একেবারে অপাত্রে প্রণয় দিয়েছে এমন ইতিহাসও তো বিরল নয়। যদি এ'কে না পেলে তোমার কষ্ট হবে ভাবো—তাহলে স্বয়ম্বরের জালে পা বাড়িও না।'

'তবে?' অর্জুন বুঝতে পারেন না কথাটা. 'তাহলে কি এমনি—মানে আপনার পিতাকে বললে—'

'না. তিনিও যে স্বেচ্ছায় সানন্দে প্রবলা সপত্নীর ঘরে প্রিয় কন্যাটিকে দান করবেন তারও কোন স্থিরতা নেই। বিশেষ এ পাত্র, যতই হোক, রাজা নয়, রাজভ্রাতা।'

'তবে?' আবারও সেই বিমূঢ় প্রশ্ন।

'তোমার প্রয়োজন—তুমি গ্রহণ করবে! অত চিন্তার কী আছে! তুমি ক্ষত্রিয় বীর—মাটির মতো স্ত্রীলোকও বীরভোগ্যা। ইচ্ছা প্রবল হয়ে থাকে, নিয়ে চলে যাও। হরণ করো।'

'আপনার ভগ্নীকে হরণ ক'রে নিয়ে যাব?'

'দোষ কি? বিবাহার্থে বলপূর্বক কন্যা হরণ ক্ষত্রিয়ের পক্ষে অবিধি কি অন্যায় নয়।'

'কিন্তু—'. লোভ ও বিবেকের মধ্যে দোলাচল-চিত্ত অর্জুন বলেন, 'তার পরও যদি আমাকে পছন্দ না করেন সুভদ্রা?'

বাসুদেব বললেন. 'মূর্খ! স্ত্রীলোকেরা যে গায়ের জোরের ওপরই বেশী জোর দেয়, পছন্দ করে—সেটা এতকালেও বোঝ নি! যাও. কালই উত্তম অবসর. এ পূজা ও উৎসবের শেষ দিন কাল। এই সময়ে সুভদ্রা আসেন. তার কারণ এ সময় ভিড় থাকে না, এদিকে বড় কেউ আসে না। বাধা দেবার

কোন সম্ভাবনা থাকবে না। আর যাদব-প্রধানদের কাছে এ সংবাদ পেঁাছে তাঁরা প্রস্তুত হতে হতে তোমরা বহুদূরে চলে যেতে পারবে।'

অর্জুন অবনত হয়ে বন্ধুকে নমস্কার জানালেন—কৃতজ্ঞতা ও কৃতার্থতার পরিচয় স্বরূপ।

॥ ১৩ ॥

এটাও যে দৈবের যোগাযোগ নয়, বাসুদেবের ইচ্ছাতেই এই সংঘটন—অর্জুন সেটা জানতে পারলেন অনেক পরে।

শ্রীকৃষ্ণ ঠিকই বলেছিলেন ; এই অপহরণের সংবাদ. ভীত ও সন্ত্রস্ত সহচরীর দল এবং মন্দিরের পূজারী যখন গোষ্ঠীপ্রধানদের খুঁজে বার ক'রে জানালেন—জানানোও সহজ হয় নি, তিনদিন-ব্যাপী সুরাপানের প্রভাব থেকে মুক্ত ক'রে অবস্থাটা হৃদয়ঙ্গম করাতে যথেষ্ট সময় লাগল—তখন অর্জুনের রথ বহুদূর পেঁাছে গেছে, রৈবতক থেকে নেমে সমতলে পেঁাছেও বেশ খানিকটা চলে গেছেন তিনি।

পূর্বদিন রাত্রে বাসুদেবই সব নির্দেশ দিয়েছিলেন। কোথায় রথ নিয়ে দাঁড়াতে হবে. কোন্‌খানে কোন্ পথ দিয়ে ঘুরে গেলে বিশেষ কারও চোখে পড়বে না—ইত্যাদি। সুভদ্রা পূজা শেষ ক'রে অন্যমনস্ক ভাবে মন্দির থেকে নিষ্ক্রান্ত হবেন, দেবারাধনার তন্ময়তায় তখনও কিছুটা আচ্ছন্ন থাকবেন তিনি—সে-ই অবসর।

অর্জুনকে বেশী বলতে হয় নি। সামান্য আভাস দিতেই সমস্ত চিত্রটা কল্পনা ক'রে নিতে পেরেছিলেন। খুব একটা বলপ্রয়োগেরও প্রয়োজন হয় নি। অর্জুনের শৌর্যখ্যাতি শোনাই ছিল, এখানে আসার পর দেখাও হয়েছে, মনে হয়ত সুভদ্রারও কিছু অভিলাষ জেগে থাকবে—তিনি সামান্য একটু প্রাথমিক বাধার পর বেশ শান্তভাবেই মেনে নিয়েছিলেন এই হরণোদ্যোগটা ; উচ্চকণ্ঠে পথচারীদের সচেতন ক'রে সাহায্য ভিক্ষা করা কিংবা রথ যখন অপেক্ষাকৃত মন্দগতিতে যেতে বাধ্য হচ্ছে তখন নেমে পড়ার চেষ্টা—কোনটাই করেন নি।

কিন্তু মনোভাবের এত সূক্ষ্ম সম্ভাব্য বিশ্লেষণ এঁরা করবেন তা সম্ভব নয়। যাদব-প্রধানদের কর্ণে ও মস্তিষ্কে সংবাদটা পেঁাছতে—মধুচক্রে নয়—একেবারে ভৃঙ্গরোলচক্রে-লোষ্ট্রবৎ প্রতিক্রিয়া জাগল—একটা প্রচণ্ড ক্রুদ্ধ হুঙ্কার উঠল চারিদিকে। মত্ততা ছুটে গেল অধিকাংশরই। সকলেই অর্জুন ও তাঁর বংশ সম্বন্ধে কটুবাক্যে মুখর হয়ে উঠলেন। যাদবদের অপমান করেছেন. আতিথ্যের অমর্যাদা করেছেন ফাল্গুনী. সকল প্রকার শিষ্টাচারের

নিয়ম লঙ্ঘন করেছেন। কেউ বললেন, এটা দুঃসহ স্পর্ধা, কঠিন শাস্তি দেওয়া প্রয়োজন—যাতে সুদূর ভবিষ্যতেও এমন দুষ্কার্য, দুর্বৃত্তজনোচিত আচরণ করতে কেউ সাহস না করে। বলদেব বললেন, 'চলো এখনই রওনা হওয়া যাক, পাণ্ডবদের সকলকে বধ ক'রে ওদের ঐ নূতন রাজধানীটা ভেঙে গুঁড়িয়ে দিয়ে আসি।'

সাত্যকি, শাম্ব, সারণ প্রভৃতি মহাবীরগণও যথেষ্ট আস্ফালন ও স্পর্ধা প্রকাশ করতে লাগলেন। বললেন, 'মৃত্যু ঘনিয়ে এলেই মূর্খদের এই রকম দুঃসাহস দেখা দেয়। মূঢ় জানে না যে, কাদের কাছে এই ধৃষ্টতা প্রকাশ করতে এসেছে!'

সকলেই উত্তপ্ত, ক্রোধোন্মত্ত। সুশৃঙ্খল ভাবে রণসজ্জা করা দুষ্কর। তবু দেখতে দেখতে সহস্রাধিক যোদ্ধা, অশ্ব, রথ, অস্ত্রবাহী অশ্বতর প্রভৃতি প্রস্তুত হ'ল—প্রায় প্রহর কালের মধ্যেই।

বাসুদেবের কাছে এ সব সংবাদই পৌঁছচ্ছিল—যাতে দণ্ডে দণ্ডে নিয়মিতভাবে পৌঁছয় সে ব্যবস্থা তিনিই ক'রে রেখেছিলেন—কিন্তু তিনি বিচলিত হন নি, অথবা ক্রুদ্ধ আত্মীয়দের শান্ত করার চেষ্টা করেন নি।

বরং তাঁর অভ্যাসমতো আত্মবিশ্লেষণে নিমগ্ন হয়ে পড়েছিলেন। এ কাজ কেন করলেন, এই প্রশ্নটাই তাঁর অন্তরসত্তাকে পীড়া দিচ্ছে। উত্তর একটা তো প্রস্তুতই আছে ; আপাত-কারণ স্পষ্ট, প্রত্যক্ষ। পাঞ্চাল, নাগরাজ্য, মণিপুর, মদ্র প্রভৃতি দেশ বিবাহ ও অন্যান্য আত্মীয়তাসূত্রে পাণ্ডবদের সঙ্গে বদ্ধ, এঁরা বিপক্ষে যেতে পারবে না। এদের সঙ্গে যদি বৃষ্ণি ও অন্ধক বীরগণও যুক্ত থাকেন তাহলে পাণ্ডবরা ভবিষ্যৎ অনিবার্য সংঘর্ষকালে খুব বেশী নিঃসঙ্গ হয়ে পড়বে না। এঁরা পক্ষে যদি নাও থাকেন, বিপক্ষে যেতে পারবেন না।

কিন্তু এই স্থূল কারণটা ছাড়া কি আর কিছু নেই ?

কোথাও গোপনে কি অন্য কোন অভিপ্রায় কাজ করে নি ?—একটা বিশেষ তথ্যঃ এই বিবাহ হলে দ্রৌপদীর মনে অর্জুনের প্রতি অতটা শ্রদ্ধা-তদ্‌গত প্রেম, অত ঐকান্তিক আসক্তি থাকবে না, কিছুটা বরং বিদ্বেষ বা বিতৃষ্ণা কাজ করবে ?

পাঞ্চালী, পাঞ্চালী ! এ তুমি কি করলে ! কেন বাসুদেবকে এমনভাবে সংশয়াচ্ছন্ন করছ বার বার !

এই কুটিল অভিপ্রায় যদি তাঁর মনে দেখা দিয়ে থাকে, তার প্রভাবেই ঐ আপাত-সৎ কারণটা খুঁজে নিয়ে থাকেন তো—সেটা তাঁর যথেষ্ট অন্যায় হয়েছে। সেক্ষেত্রে অর্জুনকে সুভদ্রা-হরণে প্ররোচিত করার কোন অধিকার নেই তাঁর।

সকলে প্রায় যখন যুদ্ধযাত্রায় প্রস্তুত, আরও যাঁরা পিছনে থাকলেন তাঁরা কীভাবে দলবদ্ধ হয়ে সৈন্যসামন্তসহ এই অগ্রগামী দলের সঙ্গে কোথায় যোগ দেবেন সে নির্দেশ দেওয়া হচ্ছে—তখন বলদেবেরই স্মরণ হ'ল কথাটা।

একটু যেন উদ্বিগ্নভাবেই প্রশ্ন করলেন, 'কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ ? শ্রীকৃষ্ণ কই ? কই, তাঁকে তো দেখছি না ! এ বিষয়ে তাঁর কি বক্তব্য সেটা তো আগে শোনা দরকার। তিনি কি এ সংবাদ পান নি !'

আসলে এই ভ্রাতাটি সম্বন্ধে চিরদিনই একটা অস্বস্তি আছে বলদেবের মনে। সাধারণত সকলে যেমন ভাবে, তাঁর অনুজের চিন্তা সে পথ ধরে যায় না,—এ উনি বরাবরই দেখেছেন। অন্য একটা যুক্তি প্রয়োগ ক'রে এদের সঙ্কল্প কার্যধারা সব গোলমাল ক'রে দেন। শেষ মুহূর্তে নিজেদেরই অপ্রতিভ হ'তে হয়। তাই বাসুদেবের সম্মতি ও সমর্থন না পেলে কোন কাজেই পুরোপুরি অগ্রসর হ'তে ভরসা পান না উনি।

বলদেবের উৎকণ্ঠা অপরের মনে সংক্রমিত হ'তেও বিলম্ব হ'ল না। সঙ্গে সঙ্গেই কয়েকজন ছুটল বাসুদেবের গৃহে, তাঁকে সংবাদ দিতে।

যাদববীরগণ রণসজ্জায় সজ্জিত, রথ অস্ত্রাদিও প্রস্তুত, এবার উনি তাঁদের নেতৃত্ব দেবেন, সেই অপেক্ষাই করছে সকলে।—তারা জানাল।

শ্রীকৃষ্ণ যেন বহু—বহু দূরে থেকে তাঁর মন ও সচেতনতাকে আহরণ ক'রে নিয়ে এলেন।

জোর ক'রেই মনের ক্লিন্নতা, সূক্ষ্ম অন্যায়-বোধ দূর ক'রে সক্রিয় হয়ে উঠলেন।

বাইরে বেরিয়ে বলদেবের সামনে কৃতাঞ্জলিপুটে দাঁড়িয়ে খুব নিরীহ-ভাবেই প্রশ্ন করলেন, 'আর্য, আমাকে স্মরণ করেছেন?'

ক্রোধে ও উত্তেজনায় বলদেবের কণ্ঠ দিয়ে স্বরই বেরোতে চায় না কিছুক্ষণ। অবশেষে অতিকষ্টে উষ্মারুদ্ধকণ্ঠে বলে ওঠেন, 'স্মরণ করেছেন মানে! তুমি কি কিছু শোন নি নাকি! আর্যা পৃথার ঐ কুলাঙ্গার ছেলেটা কি করেছে শোন নি? তোমার তো একান্ত প্রিয় বন্ধু, তোমার নির্বন্ধাতি-শয্যেই তাকে আমরা এত সম্মান করেছি, কিন্তু সে তার যোগ্য নয়। যার সদ্বংশে জন্ম সে অন্নগ্রহণ ক'রে ভোজনপাত্র চূর্ণ করে না—অন্নদাতার অনিষ্ট করে না। সুভদ্রাকে হরণ ক'রে সে আমাদের মাথায় পা দিয়েছে। অতি হীন সে, অতি নীচমনা। আমাদের এত সখ্য ও আতিথ্যের এই প্রতিদান! এ অপমান আমরা কখনও সহ্য করব না। আমি একাই প্রয়োজন হলে পৃথিবী কৌরবশূন্য করব।'

'অর্জুনের সুভদ্রা গ্রহণ করার কথা শুনেছি বৈকি। কিন্তু এর দ্বারা সে কী এমন দুষ্কর্ম বা অন্যায় করল সেইটেই তো বুঝতে পারছি না।'

'তার মানে!' একজন অন্ধক-বংশীয় প্রধান বলে উঠলেন, 'ও, তোমার যে প্রিয় বন্ধু, তুমি তার দোষ দেখবে কেন?'

'হ্যাঁ, সে আমার বন্ধু, কিন্তু সে-ই তার একমাত্র পরিচয় নয়। আর সে আমার বন্ধু এ পরিচয় দিতে এখনও আমি লজ্জাবোধ করছি না।' তারপর সেই ব্যক্তির দিকে পিছন ফিরে বলদেবকে সম্বোধন ক'রে বললেন, 'অর্জুন যে পাত্র হিসেবে খুবই যোগ্য তাতে আশা করি আপনিও দ্বিমত হবেন না। সে আমাদের পিতৃষ্বসার পুত্র, কুরুবংশের সন্তান। একা মহাদেব ছাড়া তার সমান রণদক্ষ বীর পৃথিবীতে নেই। আপনার প্রিয় ছাত্র দুর্যোধন পাণ্ডবদের প্রতি খুবই অবিচার ও অত্যাচার করেছে—তৎসত্ত্বেও আজ পাণ্ডবরা পূর্ণ গৌরবে প্রতিষ্ঠিত। তাদের নগর নির্মাণ, রাজ্যশাসন-পদ্ধতি, ন্যায়নীতি-নির্ণয় প্রভৃতি ইতিমধ্যেই অপর রাজারা অনুকরণ করতে আরম্ভ করেছেন। সম্প্রতি সে দ্বাদশ বর্ষ ধরে অতি স্বল্পসংখ্যক অনুচর নিয়ে সারা ভারত ভ্রমণ করেছে; চারিদিকে বন্ধুত্ব ও আত্মীয়তা সম্পর্ক স্থাপন,

সৌহার্দ্য বিনিময় ক'রে তাদের রাজ্যের ভিত্তি আরও দৃঢ় করেছে। তার শৌর্য, অস্ত্র-শিক্ষা, চরিত্রের দৃঢ়তা ও বিনয় সারা ভারত-খণ্ডের আদর্শ।'

বলদেব ইতিমধ্যেই বেশ খানিকটা নরম হয়েছেন। তিনি আমতা আমতা ক'রে বললেন, 'তা বেশ তো, তাই না হয় হ'ল—তাই বলে এমন ভাবে—বলপূর্বক হরণ করা—'

'ক্ষত্রিয়ের বিবাহার্থ কন্যা-হরণ করা কিছু অনিয়ম নয়, অন্যায়ও নয়। এমন অনেকেই করেছেন। কুরুপিতামহ মহাভাগ ভীষ্ম অপরের জন্যও করেছেন। তা ছাড়া আর কী ভাবেই বা সে এ কন্যাকে বিবাহ করতে পারত! আমরা স্বয়ম্বর ঘোষণা করি নি। কোন কোন কুলে পণপ্রথা প্রচলিত আছে, পাত্র সর্বোচ্চ পণ দিয়ে কন্যা গ্রহণ করে। আমরা তাতে প্রস্তুত নই, কন্যা বিক্রয় করব না। তিনিই বা ভিক্ষুকের মতো দান গ্রহণ করবেন কেন? এক্ষেত্রে যা প্রকৃষ্ট পন্থা—বীর্যশুল্কে কন্যা গ্রহণ করা—অর্জুন তাই করেছেন। আমি তো এর মধ্যে কোন অন্যায় কি অপরাধ দেখছি না!'

বলদেব হতভম্বের মতো কিছুক্ষণ ভাইয়ের মুখের দিকে চেয়ে থেকে ওঁর মনের তল পাবার বৃথা চেষ্টা করে বললেন, 'তা তুমি কি করতে বলো এখন?'

'আমাদের উচিত দ্রুত দূত প্রেরণ ক'রে সাদরে সসম্মানে আমন্ত্রণ জানিয়ে তাদের ফিরিয়ে আনা—এবং যথারীতি উভয়ের বিবাহের ব্যবস্থা করা। আমি ইতিমধ্যেই মহারাজ যুধিষ্ঠিরের অনুমতি প্রার্থনা ক'রে ইন্দ্রপ্রস্থে দূত পাঠিয়েছি, মনে হয় তাঁর কোন আপত্তি হবে না। তবে যতদিন না সে দূত ফিরে আসে—সেই কটা দিন অপেক্ষা করতে হবে—তার পূর্বে অনুষ্ঠান শেষ করা শোভন হবে না।'

'বেশ!...তাহ'লে সব কাজ তো তুমি ক'রেই রেখেছ! বৃথাই আমরা এতক্ষণ ধরে উত্তেজনা প্রকাশ করলাম।...অমন মাধ্বীর আমেজটা নষ্ট হয়ে গেল মিছিমিছি।'

বলদেব যেন নিশ্চিন্ত হয়ে পুনশ্চ মাধ্বী ও রেবতীর খোঁজে গেলেন। যাদবপ্রধানদের ক্ষোভ ও ক্রোধ সকলের হয়ত অত সহজে প্রশমিত হ'ল না—কিন্তু বাসুদেবের ইচ্ছার বিরুদ্ধে যাবে কে?

তবে অর্জুন ফিরে এসে বিনয়বচনে ক্ষমাপ্রার্থনা করতে অনেকেই আবার সহজ হয়ে এলেন। দ্বারাবতী বসুদেবকন্যা সুভদ্রার আসন্ন বিবাহোৎসবের আয়োজনে ব্যস্ত হয়ে উঠল।

দীর্ঘ দ্বাদশ বৎসর পরে প্রিয়সন্দর্শন, প্রিয়মিলন।

দ্রৌপদী স্বাভাবিকভাবেই—অভিমানাহত অন্তরের যুক্তির বিরুদ্ধেই বোধ করি—উৎসুক, উদ্‌গ্রীব হয়ে প্রতীক্ষা করছিলেন।

শ্রীকৃষ্ণের সুগৌরী সুন্দরী ভগিনীকে বিবাহ ক'রে আনছেন—এ সংবাদ শোনার পর একটা অভিমান তো বোধ করবেনই। সুগভীর অভিমান। আর সে অভিমান যে অকারণ এমন অপবাদ তাঁকে কোন বিবাহিত নারীই দিতে পারবেন না।

অর্জুন যে আর একটি বিবাহ করেছেন, ক্ষত্রিয় রাজবংশের কন্যা—অনার্য-কন্যাদের মতো সুদূর শ্রুতিমাত্র-পরিচয় নয়, তারা এখানে আসবে

না কোনদিনই, এলেও ক্ষণিকের জন্য, এখানের জীবনযাত্রা রীতিনীতি ঐশ্বর্য-আড়ম্বরের সঙ্গে পরিচিত হবার কৌতূহলে, সে প্রবৃত্তির অবসানে ফিরে যাবে আবার—এ পরিচিত ঘরের কন্যা, আত্মীয়া, এ আসবে ঘর করতে এবং তাঁর মতো চার বৎসর অন্তর স্বামীসঙ্গলাভের ভাগ্য তার নয়, সে-ই প্রকৃত গৃহিণী হয়ে থাকবে, ঘরনী—সে আশঙ্কা যতই থাক—অভিমান এ কারণেও ততটা নয়। রাজবংশের বধূ কে আর কবে নিঃসপত্ন অধিকার পেয়েছে স্বামীর! বিশেষ যে স্ত্রী নিজেই সব সময় কাছে থাকতে পারবে না, তার তো এতটা আশা করাও অন্যায়। আর সপত্নী তো ইতিপূর্বেই এ পুরে অনেক এসে গেছে।

না, সে জন্য নয়।

অভিমানের অন্য গূঢ় কারণ আছে। রমণীমনবেত্তার কাছে তা প্রত্যক্ষও। অর্জুন বিবাহের পরই যদি নববধূকে নিয়ে ইন্দ্রপ্রস্থে ফিরে আসতেন—তাহ'লে অত দুঃখ বা আশঙ্কার (আশঙ্কাও, সে মনোভাব অস্বীকার করলে মিথ্যাচরণ হবে) কারণ থাকত না।

দ্বাদশ বর্ষ অতিক্রান্ত হবার পরেও অর্জুন তাঁর কৃষ্ণাকে দেখার জন্য অধীর হয়ে উঠলেন না—দীর্ঘ ব্রহ্মচর্যব্রত পালনান্তে আসছেন, কৃষ্ণার সঙ্গে সাহচর্যে তাঁরই যে অগ্রাধিকার—সে বিষয়ে পাণ্ডব ভ্রাতারা সকলেই একমত, সেই মতোই নির্দেশ বা অনুমতি দেওয়া আছে দ্রৌপদীকে—এ তথ্য না জানার কথা নয় ফাল্গুনীর। তৎসত্ত্বেও পূর্ণ এক বৎসর কাল রৈবতক-প্রভাসের নির্জন প্রমোদাবাসে নবোঢ়া বধূকে নিয়েই মত্ত রইলেন—এ আচরণের অর্থ তাঁর কাছে তো বটেই—অন্য সকলের কাছেও স্পষ্ট। এখানে এলেই দ্রৌপদীর অগ্রাধিকার, অর্থাৎ অন্তত এক বৎসর কাল সুভদ্রাকে দূরে রাখতে হবে, হৃদয় থেকে না হলেও শয়নমন্দির থেকে—অন্তত নিত্য মিলনের সম্ভাবনা থাকবে না—সে বুঝেই কি অর্জুন এই কালহরণ করেন নি? দ্বাদশ বৎসর যে এর মধ্যেই অতিক্রান্ত হয়ে গেছে—সে হিসাব কৃষ্ণা স্ত্রীলোক হয়েও রেখেছেন, আর অর্জুন রাখতে পারেন নি? না, এতটা ভ্রান্তি বা অনবধানতা বিশ্বাসযোগ্য নয়।...

অভিমানের আর একটি কারণ বাসুদেব শ্রীকৃষ্ণের এক অকারণ, অপ্রত্যাশিত পত্রাঘাত।

পত্রটি এসেছে গোপনে। ব্যক্তিগত দূত এসে দ্রৌপদীর নিজের হাতে দিয়ে গেছে।

শ্রীকৃষ্ণকে তাঁর বন্ধুরূপেই জানতেন দ্রৌপদী।

বন্ধুরও বেশী, স্নেহশীল অগ্রজরূপে। উপকারী শুভার্থীরূপে।

বিপদে সম্পদে যে সর্বদা কল্যাণ কামনা করে—এমন অগ্রজবন্ধু।

সেই বাসুদেব অর্জুনের এই বিবাহ সংঘটন করিয়েছেন—জেনে শুনে, সুপরিকল্পিত ভাবে দুজনের যোগাযোগ ঘটিয়েছেন—এই সংবাদটাই তো যথেষ্ট। একে বিশ্বাসঘাতকতা বলেই মনে হয়েছে দ্রৌপদীর। নিজের ভগ্নীকে গছিয়ে দিয়েছেন বাসুদেব—বন্ধুর উপর অধিকতর প্রভাব বিস্তারের জন্য।

দ্রৌপদী বীর্যশুল্কে ক্রীতা স্ত্রী মাত্র—সুভদ্রা বন্ধুর ভগিনী, সুন্দরী,

তার প্রতি অর্জুনের অধিকতর আসক্তি স্বাভাবিক—এসব জেনেও অর্জুনকে এই বিবাহে প্ররোচিত করার একটিই মাত্র অর্থ দ্রৌপদীর কাছে—দ্রৌপদীর অনিষ্ট করা।

কিন্তু তাতেও যেন আশা মেটে নি বাসুদেবের।

তীব্র আঘাতের উপরও অপমান যোগ করেছেন। এই পত্রটি পাঠিয়েছেন।

শুষ্ক পত্র। স্নেহসম্পর্কহীন।

সাধারণ কুশল প্রশ্নের পর সুভদ্রার্জুনের বিবাহবার্তা জানিয়েছেন বাসুদেব। তবে সে বিষয়ে তাঁর যে কিছুমাত্র সঙ্কোচ নেই সেটা স্পষ্ট। এই সংবাদ দ্রৌপদীর মনে ঈর্ষা ও সপত্নী সম্বন্ধে বিদ্বেষ উৎপাদন করেছে কিনা—সেই উদ্বেগই বেশী।

অর্জুনের মতো সর্বনারীকাম্য স্বামীর হৃদয়ে একাধিপত্য করবে—শ্রীকৃষ্ণ আশা করেন—এ অন্যায় মনোভাব দ্রৌপদীর নেই। কোন একমাত্র নারীর হৃদয়বন্ধনে আবদ্ধ থাকতে পারে যে পুরুষ—বিধাতা অর্জুনকে সে সাধারণ পরিমাপে তৈরী করেন নি। এর ধাতু অন্য, সঞ্চও অন্য। দ্রৌপদী নিশ্চয় এতদিনে স্বামীর এই বিরাটত্ব অনন্যত্ব উপলব্ধি করেছেন—এবং স্বামী সম্বন্ধে প্রাকৃত নারীর মনোভাব পোষণ করেন না। শ্রীকৃষ্ণের ধারণা তিনি প্রসন্ন মনেই সুভদ্রাকে অনুজারূপে গ্রহণ করবেন। ইত্যাদি—

ক্ষোভে দুঃখে কৃষ্ণার চোখে জল এসে গেল।

কী মনে করেন বাসুদেব ওঁকে? কৃষ্ণাকে? বাসুদেব আর তাঁর প্রাণের বন্ধু অর্জুন?

ইতর, কলহপরায়ণা, মনোভাব-দমনে-অসমর্থা, অশিক্ষিতা গ্রাম্য নারী?

দেব-অংশে, দৈবকার্যে জন্ম দ্রৌপদীর, হোমাগ্নিতে তাঁর আবির্ভাব। জন্মশিক্ষিতা তিনি। মহিষী হবার জন্যই তিনি পৃথিবীতে এসেছেন। সামান্য সাত্বত-কন্যাকে তিনি ঈর্ষা করবেন!—যার পিতা সেদিন পর্যন্ত শ্যালকের কারাগারে বন্দী ছিল, বন্দীশালাতেই যে নির্লজ্জের মতো সন্তান উৎপাদন করেছে!...এ ঈর্ষা মনে জন্মাবার আগে যেন মৃত্যু হয় তাঁর!

কিন্তু, তিনি ভাবছেন, বাসুদেবের কথা।

বাসুদেব কেমন ক'রে তাঁকে এত হীন কল্পনা ক'রে নিজেই হীন ছোট হয়ে গেলেন!

* * *

এ পত্র প্রেরণ করা যে উচিত হয় নি তাঁর—সে বিষয়ে বাসুদেব কি কম সচেতন!

এ জন্য নিজের কাছেই লজ্জার সীমাপরিসীমা ছিল না যে তাঁর!

কিন্তু এ পত্র না পাঠালেও শান্তি পেতেন না তিনি। এ যে তাঁর এক ধরনের প্রায়শ্চিত্ত—সে কথা কাকে তিনি বোঝাবেন। দ্রৌপদীকে তো নয়ই—অপর কাউকেও এ রহস্যের কথা বলা যাবে না কোনদিন। সকল রহস্যের নিয়ন্তা অন্তর্যামীর যিনি অন্তরপুরুষ—তিনিই শুধু সাক্ষী রইলেন—নিজের মানবমানসের সামান্য সুগোপন একটা কুটিল চিন্তার আভাস পাওয়া মাত্র কী অব্যক্ত যন্ত্রণা শুরু হয়েছে তাঁর, কী গ্লানি!

অথচ সে কথাটাও হয়ত সম্পূর্ণ সত্য নয়, তাঁর এই বিবাহ-সংঘটনের একমাত্র কারণ নয়। তবু, নিত্যশুদ্ধ, ন্যায়-ধর্মের পূর্ণ মূর্তি তাঁর যে সত্তা

—চিন্তাটা অনুমানের আকার ধারণ করার কলুষটুকুও সহ্য করতে পারেন নি।...দ্রৌপদীর অপ্রীতিভাজন, তাঁর চোখে অর্জুনকে বিদ্বেষের পাত্র ক'রে তোলার জন্যই যদি এ আয়োজন হয়ে থাকে তাঁর—নিজেকেও দ্রৌপদীর কাছে হীন অবজ্ঞেয় করার জন্যই এ পত্র তাঁকে পাঠাতে হয়েছে. অনুতাপের মূল্য শোধ করতে—ঈষৎ আংশিক দণ্ড ভোগ করতে।

'কৃষ্ণা, তোমার চোখে আমি না কোনদিন তোমার স্বামীদের চেয়ে বড় হয়ে উঠি—এই আশীর্বাদই তোমাকে করছি!'

*　　　*　　　*

মনে মনে যতই নিজেকে নিরাসক্ত ও সাধারণ মানবোচিত মানঅভিমান বা প্রাকৃত ঈর্ষার ঊর্ধ্বে মনে ক'রে থাকুন দ্রৌপদী—অর্জুন সম্মুখে উপস্থিত হওয়া মাত্র তাঁর রাজ্যের সামান্যতম প্রজার স্ত্রীর মতোই অভিমানে ফেটে পড়লেন।

'আপনি—আপনি আবার এখানে কেন?...কী আশ্চর্য, পুরাতন ছিন্ন পাদুকা আর পুরাতন প্রেমিকা—উভয়েই যে নূতনের আগমন মাত্রে অসহ্য হয়ে ওঠে এ কে না জানে! পুরাতন বন্ধনে নূতন দৃঢ়তর গ্রন্থি পড়লে পূর্বের গ্রন্থি শিথিল হয়ই। অন্যরকম যে আশা করে, সে মূর্খ। বৃথা চক্ষুলজ্জাতে প্রয়োজন নেই, আপনি আপনার সেই যাদবনন্দিনীর কাছেই যান. তাকে নিয়েই সুখে থাকুন—আমার বিন্দুমাত্র ক্ষোভ নেই!'

স্ফুরিত ওষ্ঠাধর. বিদ্যুৎবর্ষী দৃষ্টি. মর্মভেদী কণ্ঠ ও তীব্র কঠিন বাক্য—সর্বোপরি 'আপনি' সম্বোধন!

অর্জুন দেবদানবগন্ধর্ব যে কোন শত্রুর সামনেই অকুতোভয়ে দাঁড়াতে পারেন—কিন্তু অভিমানাহত প্রেয়সীর সামনে দাঁড়াবার মতো সাহস তাঁর নেই। এক্ষেত্রে কী করণীয়, কী করলে এ উষ্মা প্রশমিত হবে তাও জানেন না। এমন অভিজ্ঞতা পূর্বে কখনও হয় নি।...তিনি যৎপরোনাস্তি বিব্রত ও অপ্রতিভ ভাবে বার বার ক্ষমাপ্রার্থনা করতে লাগলেন। স্বকার্যসমর্থনে কিছু কিছু যুক্তিপ্রয়োগের চেষ্টাও যে না করলেন তা নয়। কিন্তু আচরণে ও উচ্চারণে এমন অপটুত্ব ও অসংলগ্নতা প্রকাশ পেল যে অত দুঃখ ও ক্ষোভের মধ্যেও কৃষ্ণা তার কৌতুকরসটুকু উপভোগ না ক'রে পারলেন না। হয়ত কিছু আশ্বাসও লাভ করলেন।

অর্জুনও আর বেশীক্ষণ দাঁড়াতে সাহস করলেন না প্রিয়তমা স্ত্রীর সামনে। গলদ্‌ঘর্ম হয়ে আরক্ত মুখে চিন্তিত চিত্তে নিজের প্রাসাদে ফিরে গেলেন। সেখানে নববধূবেশে সজ্জিতা সুভদ্রা অপেক্ষা করছেন—স্বামীর সঙ্গে শ্বশ্রূমাতা ও জ্যেষ্ঠা যাতা এবং সপত্নীকে প্রণাম জানাতে যাবেন বলে প্রস্তুত হয়ে। তাঁকে কী বলবেন? দ্রৌপদীর কাছে নিয়ে গেলে হয়ত বিস্তর কটুবাক্য ও বক্রোক্তির সম্মুখীন হ'তে হবে : বাসুদেবের ভগ্নীর অবমাননার অর্থ সমগ্র যদুবংশের অপমান—তাঁদের মতের বিরুদ্ধে বিনা অনুমোদনে বিবাহ ক'রে এনেছেন. এক্ষেত্রে সুভদ্রাকে যদি এখানে বিদ্বেষের সম্মুখীন হ'তে হয় তো বন্ধুর বদলে বৃষ্ণি ও অন্ধকগণ শত্রুতেই পরিণত হবেন। এই সব নানা দুশ্চিন্তায় অর্জুনের অশান্তির অবধি রইল না।...

সে অশান্তি ও দুর্ভাবনা নিমেষে শতগুণ বেড়ে গেল যখন এসে দেখলেন. সুভদ্রা তাঁর রাজকুলকন্যা ও রাজবধূর মহার্ঘ্য বস্ত্র-অলঙ্কার খুলে ফেলে

অতি দীনা গোপবধূর বেশ পরিধান করেছেন।

আশঙ্কায় কণ্ঠ শুষ্ক হয়ে গেল মহাধনুর্ধর ফাল্গুনীর। এ বেশ পরিবর্তনের একটিই অর্থ বুঝলেন তিনি—সুগভীর অভিমান। কিন্তু—দ্রৌপদীর বিরূপতার কথা ইতিমধ্যেই এঁকে কে জানিয়ে গেল? তবে কি কৃষ্ণা নিজেই এর মধ্যে কোন সহচরী বা দাসীকে দিয়ে অপমানকর কোন বাক্য বলে পাঠিয়েছেন?

প্রশ্ন করতেও সাহস হয় না। কোনমতে আড়ষ্ট কণ্ঠে শুধু উচ্চারণ করেন, 'এ—এসব কি ভদ্রা?'

কিন্তু সুভদ্রার অভয়ভরা মধুর হাসি যেন নিমেষে, শরতাবসানের উত্তর-সমীরের মতোই, সমস্ত চিন্তার মেঘ উড়িয়ে দিল। তিনি বরং ঈষৎ অপ্রতিভ-ভাবেই হেসে বললেন, 'অগ্রজ শ্রীকৃষ্ণের এই রকমই নির্দেশ আছে। আমি যেন দীনহীন বেশে, সামান্যা গোয়ালিনীর মতো পট্টমহাদেবীকে প্রণাম করতে যাই—কোনরকম মহার্ঘ্য বেশভূষা বা আড়ম্বর না থাকে!'

স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে অর্জুন আরও একবার মনে মনে বাসুদেবের প্রজ্ঞাকে অভিনন্দন জানালেন।

তবু আশঙ্কা যে একেবারে দূরীভূত হ'ল তা নয়। নারীজাতির মনোভাবের অন্ত পাওয়া সম্ভব নয়, বাসুদেবের এই উক্তিই তাঁকে অনেকখানি দুর্বল ক'রে দিয়েছে।

অবশ্য কুন্তী সম্বন্ধে সংশয়ের কারণ ছিল না কখনই।

সেখানে সসমাদর অভ্যর্থনাই হবে, সে জানা কথা। কে জানে কুন্তী হয়ত কৃষ্ণার একাধিপত্যে খুব তুষ্টও ছিলেন না; তিনি সাগ্রহে সস্নেহে একেবারে বুকে টেনে নিয়ে মস্তক আঘ্রাণ ও চুম্বন ক'রে সুভদ্রাকে বার বার আশীর্বাদ করলেন। বরং এই নিরাড়ম্বর বেশের জন্যই অনুযোগ করতে লাগলেন।

কিন্তু—

এইবার দ্রৌপদী।

অরাতি-ত্রাস অর্জুন দুরু-দুরু বক্ষে শুষ্ককণ্ঠে যজ্ঞের অশ্বের মতো গিয়ে দাঁড়ালেন সুভদ্রাকে একটু এগিয়ে দিয়েই।

কিন্তু দেখা গেল অতটা আশঙ্কার কারণ ছিল না। শ্রীকৃষ্ণের উপদেশ-নির্দেশ সুভদ্রা ভাল ভাবেই স্মরণ রেখেছেন। তিনি জ্যেষ্ঠা যাতাকে প্রণাম ক'রে বললেন, 'আমি আপনার এক নূতন দাসী, আমাকে সেবার অধিকার দিয়ে কৃতার্থ করুন।'

দ্রৌপদীও ততক্ষণে আত্মস্থ হয়েছেন। হয়ত কিছু পূর্বের আচরণের জন্য লজ্জিতও; অর্জুনের ম্লান-মুখ অপরাধীসুলভ শঙ্কিত দৃষ্টিও তাঁকে পীড়া দিচ্ছিল। তিনি প্রণতা সুভদ্রাকে যথেষ্ট অবনত হবার আগেই জড়িয়ে তুলে নিয়ে গাঢ় আলিঙ্গনাবদ্ধ ক'রে বললেন, 'কল্যাণী, তোমার স্বামী নিঃসপত্ন হোন, তুমি সৌভাগ্যবতী হও।'

অর্জুন এতক্ষণে কিছুটা সুস্থ বোধ করলেন। কৃষ্ণার দিকে সকৃতজ্ঞ দৃষ্টি তুলে ভাল ক'রে চেয়ে দেখলেন, সেখানেও, দুটি পদ্মপলাশতুল্য আয়ত চোখের চাহনিতে—শুধু আশ্বাস বা ক্ষমাই ফুটে ওঠে নি, সে যেন দুটি পরিপূর্ণ সরোবরের মতোই প্রেমে ও কামনায় টলমল করছে।

॥ ১৪ ॥

ভগ্নীকে দরিদ্র গোপবধূর মতোই শ্বশুরালয়ে পাঠালেও—তার মর্যাদা বিস্মৃত হন নি শ্রীকৃষ্ণ। প্রাপ্যও না। ওদের সাড়ম্বরে পুর-প্রবেশ কৃষ্ণার প্রীতিপ্রদ হবে না জেনেই অমন একা নিরাড়ম্বর ভাবে তাঁর কাছে যাবার নির্দেশ দিয়েছিলেন, সাধারণ গৃহস্থঘরের বধূর সঙ্গে যা লোকজন থাকে—তাও নিতে দেন নি।

উপহার-যৌতুকাদি এল—এঁরা এসে পৌঁছবার অল্প কদিন পরেই।

প্রজাসাধারণ বা রাজকর্মচারীরা যেমন প্রথমটার জন্যও প্রস্তুত ছিল না, তেমনি এই দ্বিতীয়টার জন্যও না।

বিস্ময়ের উপর বিস্ময়। অনেকের কাছে এটা বাড়াবাড়িই বোধ হ'ল। কেউ কেউ উপযাচক হয়ে কৃষ্ণাকে এসে বলে গেলেন যে, পাঞ্চালদের থেকে নিজেদের প্রাধান্য বা শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করার জন্যই যাদবদের এই মাত্রাধিক্য। যতটা বাড়াবাড়ি করছে, এতটা সাধ্য ওদের নেই। এমন ভাবে ঋণগ্রস্ত হয়ে ঐশ্বর্যের পরিচয় দেয় মূর্খরাই। প্রতিষ্ঠা লাভের জন্য এ ব্যাকুলতা দেখে তাঁদের মনে করুণারই উদ্রেক হয়। ইত্যাদি—

যে অপরিমাণ যৌতুক-দ্রব্যাদি নিয়ে এলেন ওঁরা, তার বর্ণনা দেওয়া আমাদের দুঃসাধ্য। ব্যাসদেব বলেছেন ঃ

"মহাযশস্বী শ্রীমান কমললোচন কৃষ্ণ বৈবাহিক রীতিক্রমে বর ও বরপক্ষীয়-গণকে উত্তম উত্তম ধন প্রদান করিলেন, এবং সুভদ্রাকে জ্ঞাতিদের যৌতুক-স্বরূপ বহু ধন দিলেন। তিনি পাণ্ডবদিগকে সুশিক্ষিত নিপুণ-সারথিসহ অশ্বচতুষ্টয়যুক্ত কিঙ্কিণীজাল-মালাবিভূষিত সহস্র রথ ; মথুরা-প্রদেশীয় তেজস্বী বহুদুগ্ধপ্রদ অযুত গো ; চন্দ্রবর্ণ বিশুদ্ধ হেম-ভূষিত সহস্র ঘোটকী ; কৃষ্ণকেশরযুক্ত শ্বেতবর্ণ, বায়ুসম-দ্রুতগামী সুশিক্ষিত সহস্র সংখ্যক অশ্বতরী ; স্নানপানোৎসবে প্রয়োগ-নিপুণা পরিচর্যাদক্ষা, বয়ঃ-প্রাপ্তা, গৌরবর্ণা, সুবেশা, সুকান্তিমতী, সুঅলঙ্কৃতা, কণ্ঠদেশে-শতসুবর্ণ-হার-সুশোভিতা সহস্র পরিচারিণী ; বাহ্লিক দেশীয় পৃষ্ঠবাহ শতসহস্র অশ্ব ; নানাবিধ মহার্ঘ্য বস্ত্র ও কম্বল প্রভৃতি বিবিধ সামগ্রী প্রীতমনে প্রদান করিলেন এবং সুভদ্রাকে মনুষ্যের বহনীয় দশভার বিশুদ্ধ ও বিমিশ্র দুই প্রকার উৎকৃষ্ট সুবর্ণ যৌতুক দিলেন।

"হলধর রাম প্রীতিযুক্ত হইয়া বিবাহোপলক্ষে সম্বন্ধের গৌরববৃদ্ধি নিমিত্ত ত্রিবিধমদস্রাবীকারী, গিরিশৃঙ্গসদৃশ, সাহসী, সমরে অনিবর্তী, হেমমালা-বিভূষিত নিনাদপটু-ঘণ্টাবিলম্বিত, উপবেশন-পর্যঙ্কযুক্ত মনোহর সহস্র মাতঙ্গী হস্তিপকের সহিত ধনঞ্জয়কে উপহার দিলেন। বস্ত্রকম্বলাদি-রূপ-ফেনযুক্ত মহাগজরূপ মহাগ্রাহাকুলিত ও পতাকা-রূপ-শৈবাল সমাকুল সেই মহাধনরত্ন-সমূহরূপ জলপ্রবাহ বিস্তীর্ণ হইয়া পাণ্ডুসাগরে প্রবেশ

করিয়া পরিপূর্ণ করাতে তাহা শত্রুগণের শোকাবহ হইয়া উঠিল।"*

এছাড়াও বৃষ্ণি, ভোজ ও অন্ধক জ্ঞাতি ও আত্মীয়রা এনেছিলেন অপরিমিত যৌতুক।

"ধীমান মহাকীর্তিমান দানশীল অক্রূর, বৃষ্ণি-সেনাপতি মহাতেজস্বী অরিন্দম অনাধৃষ্টি, অতিতেজস্বী উদ্ধব, সাক্ষাৎ বৃহস্পতিশিষ্য মহানুভব সত্যক, সাত্যকি, সাত্বত, কৃতবর্মা, প্রদ্যুম্ন, শাম্ব, নিশঠ, শঙ্কু, চারুদেষ্ণ: ঝিল্লী, বিপৃথ, সারণ, গদ—ইঁহারা এবং আর আর অনেকেই বহুবিধ বহু পরিমিত যৌতুক লইয়া আগমন করিলেন।"

এরকম সমারোহ, এত ধনরত্ন ইন্দ্রপ্রস্থের প্রজাসাধারণ কখনও দেখেন নি, তাঁরা বিহ্বল হয়ে পড়বেন—এতে আর আশ্চর্য কি?

বলা বাহুল্য, পাণ্ডবপক্ষেও এর যোগ্য সমাদর, আদর-আপ্যায়ন, আতিথ্য বা প্রতিযোজন্যের ত্রুটি ঘটল না।

উৎকৃষ্ট পানভোজন ও বিশ্রাম-ব্যবস্থা আতিথেয়তার প্রধান অঙ্গ, সে ব্যবস্থার ভার নিলেন স্বয়ং ভীমসেন। এত অল্পকাল মধ্যে এতগুলি লোকের উপযুক্ত রসনাতৃপ্তিকর, সুস্বাদু, নানা রসের খাদ্য, সুমিষ্ট ফল ও পানীয়, উৎকৃষ্ট সুরা, সুকোমল শয্যা, উত্তম গৃহ—অভাবে সুপ্রশস্ত, সুসজ্জিত বস্ত্রাবাস প্রভৃতির সুব্যবস্থা ভীমসেন ছাড়া আর কারও পক্ষে করা সম্ভব হ'ত না। এ ছাড়াও অন্য আয়োজন আছে। সে ভার পড়ল নকুল ও সহদেবের উপর। অর্জুন ওপক্ষের জামাতা—এই কারণেই ঈষৎ লজ্জিত ভাবে তিনি কতকটা উদাসীন রইলেন। তবে তাতে কোন ক্ষতি হ'ল না। নকুল-সহদেবও যে যথেষ্ট করিৎকর্মা অচিরেই তা প্রমাণিত হ'ল। অতি অল্প সময়ের মধ্যেই সুপটু নটনটী নর্তক-নর্তকী গায়ক-গায়িকা দ্বারা নৃত্যগীত, অভিনয়—রুচিভেদে মৃগয়া প্রভৃতি মনোরঞ্জনের ব্যবস্থা হ'য়ে গেল। ব্যক্তিগত সেবার জন্য অসংখ্য প্রিয়দর্শন দক্ষ ভৃত্য ও সুন্দরী পরিচারিকাও নিযুক্ত হ'ল।

বয়স-ভেদে চিত্ত-বিনোদনের ভিন্ন ভিন্ন আয়োজন দরকার।

কেউ কেউ অন্তরঙ্গ-ক্রীড়ামোদী, তাঁদের জন্য অক্ষবিদ ও মল্লবীর আনানো হ'ল মদ্র দেশ থেকে। কেউ বা—অক্রূর প্রভৃতি—সৎপ্রসঙ্গ আলোচনায় উৎসুক। স্বয়ং যুধিষ্ঠিত তাঁদের সঙ্গদান করতে লাগলেন। দু'চারজন দর্শন-শাস্ত্রপারঙ্গম পণ্ডিতকে আমন্ত্রণ ক'রে আনা হ'ল। অর্থাৎ, কোন দিকেই কারও কোন অসন্তোষ বা অভাববোধ না থাকে—পাণ্ডব-ভ্রাতারা সেজন্য সদাসর্বদা সজাগ ও সতর্ক হয়ে রইলেন।

কুটুম্বরা অতিথি হয়ে এলে সদাই হোতার ত্রুটি-সন্ধানের চেষ্টা করেন। সকলের পক্ষে না হলেও অনেকের পক্ষেই এ সত্য প্রযোজ্য। যাদব-দলেও সে রকম লোকের অভাব ছিল না। কিন্তু বহু চেষ্টা ক'রেও আদর-আপ্যায়ন-ব্যবস্থার কোন ছিদ্র খুঁজে না পেয়ে তাঁরা ক্লান্ত হয়ে পড়লেন। শেষে "আতিথ্যের আয়োজন বড় বেশী, এত উত্তম ভোজনে ও উৎকৃষ্ট সুরাপানে আমাদের শরীর অসুস্থ হয়ে পড়বে" এই অজুহাতে গৃহপ্রত্যাগমনের জন্য

---

* অনুবাদগুলি বর্ধমান মহারাজার সংস্করণ মহাভারত থেকে গৃহীত।

ব্যস্ত হলেন। যাঁরা ছিদ্রান্বেষী নন, তাঁরা দায়িত্বশীল ব্যক্তি, তাঁরাও "বহু-দিন দেশ ছেড়ে থাকা উচিত নয়" এই বোধে দ্বারকা প্রত্যাবর্তনের অনুমতি প্রার্থনা করলেন।

পান্ডবরাও—বলা অধিক—অন্তরে অন্তরে স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে কিছু শুষ্ক সৌজন্যের পর সে অনুমতি দিলেন—কিন্তু বাসুদেবকে ছাড়তে রাজী হলেন না। সকলে সম্মিলিতভাবে ওঁকে অনুরোধ জানালেন আর কিছু দিন ইন্দ্রপ্রস্থে অতিবাহিত করার জন্য।

কে জানে, হয়ত বাসুদেবেরও সেই উদ্দেশ্য ছিল, তিনি সহজেই সম্মত হয়ে গেলেন। সামান্য সংখ্যক কিছু দেহরক্ষী ও অনুচর নিজের জন্য রেখে বাকী সকলকেই দ্বারকার দিকে রওনা ক'রে দিলেন। সাবধানে—মগধাপতি জরাসন্ধর আশ্রিত ও অনুরক্ত দেশগুলি বাঁচিয়ে—বিনয়ে সৌজন্যে মিত্র-রাজ্যের সঙ্গে সৌহার্দ্য দৃঢ়তর ক'রে যাওয়ার নির্দেশ দিয়ে বিদায় সম্ভাষণ জানালেন।

অতঃপর পানভোজন, মৃগয়া ও রাত্রে নৃত্যগীতাদি উপভোগ, এ ছাড়া কোন কাজ রইল না। কদিনে অতিথি নিয়ে ব্যস্ত থাকায় রাজকার্যে অনেক ক্ষতি হয়েছে, পান্ডবরা এখন সেই সব অবহেলিত অবশ্য-করণীয় কাজ নিয়ে ব্যস্ত হয়ে উঠলেন। যুধিষ্ঠির শুধু অর্জুনকে নির্দেশ দিলেন, 'তুমি সর্বদা বাসুদেবের সঙ্গে থাকো, তাঁকে সাহচর্য ও সেবায় তুষ্ট করো। আপাতত কোন শত্রুর আক্রমণাশঙ্কা দেখা যাচ্ছে না, সুতরাং তোমার যা দায়িত্ব—প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা, তার জন্য বিশেষ ব্যস্ত হবার প্রয়োজন নেই। বাসুদেবের মনোরঞ্জনেই তুমি পূর্ণ মনোনিয়োগ করো।'

বাসুদেব যেন এই ঢালা অনুমতিরই অপেক্ষা করছিলেন। তিনি অর্জুনকে নিয়ে নগরসীমার বাইরে যমুনাতীরে চলে গেলেন। তখন গ্রীষ্ম-কাল সমাসন্ন, জলবিহারে সকলেই উৎসুক। কিছু পুরনারীও সঙ্গে ছিলেন, আহারাদি ও অন্যান্য সেবার কোন অসুবিধা হ'ল না। কিন্তু দেখা গেল বাসুদেবের গৃহ অপেক্ষা অরণ্যেই প্রীতি বেশী—তিনি অর্জুনকে সঙ্গে নিয়ে প্রধানত নদীতীরের বনময় অঞ্চলে মৃগ ও বরাহ শিকার ক'রেই বেড়াতে লাগলেন।

বিলাসে ও ব্যসনে স্বচ্ছন্দ গতিতে কেটে যাচ্ছিল দিনগুলি, নদী-স্রোতের মতোই। উচ্ছল হয়ে উঠেছেন পুরনারীরাও। তাঁদের প্রমত্ত আচরণ দেখে মনে হচ্ছিল আনন্দই তাঁদের একমাত্র লক্ষ্য, ব্যসনই ইষ্ট।

কিন্তু সুখ বা ব্যসন বাসুদেবের যে একমাত্র লক্ষ্য নয় এখানে আসার —তা অর্জুনও বুঝেছিলেন, শুধু প্রধান উদ্দেশ্যটা কি—সেটাই ধরতে পারছিলেন না।

কয়েক দিন পরেই জানা গেল অবশ্য।

সহসাই একদিন শ্রীকৃষ্ণ তাঁর স্বভাবানুযায়ী প্রত্যুষে উঠে একা খান্ডব-অরণ্যে চলে গেলেন।

অর্জুন এতদিন বাসুদেবের এ আচরণে অভ্যস্ত হয়ে পড়েছেন। তাই তিনি এবার আর উদ্বেগ প্রকাশ করলেন না, কি ব্যস্ত হয়ে উঠলেন না। শান্তমনে শ্রীকৃষ্ণের প্রত্যাগমনের অপেক্ষা করতে লাগলেন।

হয়তো দ্রৌপদী প্রভৃতির প্রমোদোৎসবের ঈষৎ যতিভঙ্গ হ'ল। কিন্তু বাসুদেব যে কোন গুরুতর কারণে এই ভাবে আত্মগোপন করেছেন—এমন সন্দেহ কারও হ'ল না।

আসলে বাসুদেব এভাবে একা গভীর অরণ্যে গিয়ে কি করেন সে বিষয়ে কারও কোন ধারণা নেই। অর্জুনেরও না। তিনি কখনও ভাবেন শ্রীকৃষ্ণ নির্জনে ধ্যানস্থ থাকেন কোথাও, কখনও মনে হয় শুধুই ঐ বনানীর শান্ত গম্ভীর সৌন্দর্য উপভোগ করেন। আবার মনে হয় উনি একা জনহীন স্থানে বসে তাঁর কার্য ও কর্তব্য সম্বন্ধেই চিন্তা করেন। দু'একবার প্রশ্ন করতে গেছেন—কিন্তু বিশেষ সদুত্তর পান নি, তাতেই মনে হয়েছে—এ বিষয়ে কৌতূহল প্রকাশ বাসুদেব পছন্দ করেন না। তাই আর অধিক প্রশ্ন করতে সাহস হয় নি।

তবে যতই কল্পনা বা ধারণা করুন, বাসুদেবের প্রয়োজন ও কার্য-কারণ সম্বন্ধে অভ্রান্ত অনুমান অর্জুনের সাধ্যাতীত। এমনিতে ওঁর চিন্তার বুদ্ধির তল পাওয়া যায় না—এই খাণ্ডব অরণ্যে গিয়ে উনি যা করেন তা যে কোন মানুষেরই কল্পনার অতীত। এমন কি অর্জুনেরও।

সেদিন প্রত্যাবর্তনে বেশ একটু বিলম্ব হ'ল।

তার কারণ—সেদিনও উনি খাণ্ডবপ্রস্থে নিষাদ কীলকেরই অনুসন্ধানে গিয়েছিলেন। যে সব স্থানে তার থাকার কথা—যে সব স্থানে সে থাকে—তার সবগুলিই দেখেছেন বাসুদেব কিন্তু তাকে পান নি। এ অনুপস্থিতি একটু দুর্জ্ঞেয়ই বোধ হয়েছে বাসুদেবের। এখন তিনি নিয়মিতভাবে কীলককে বৃত্তি দেন, তার সুরাপানের মূল্য যোগান। শর্ত—প্রতি মাসের পূর্ণিমা ও কৃষ্ণা দ্বাদশীতে সে এই অরণ্যে উপস্থিত থাকবে, যদি বাসুদেবের কোন প্রয়োজন পড়ে—তিনি নিজে এসে অথবা কোন বিশ্বস্ত অনুচরের দ্বারা যোগাযোগ করবেন। অনুচরের ক্ষেত্রে কী অভিজ্ঞান থাকবে, সে সম্বন্ধেও পূর্ব নির্দেশ দেওয়া আছে—যাতে যে অভিজ্ঞান দেখা মাত্র বাসুদেবের প্রেরিত লোক বলে বুঝতে পারে কীলক।

ইতিমধ্যে এমন প্রয়োজন পড়েছেও। বাসুদেব ঠিক ঠিক তাকে খুঁজে পেয়েছেন। কতকগুলো বিশেষ স্থান ঠিক করা আছে—তারই কোনটাতে কীলক থাকবে। থাকেও সে। আজই তার ব্যতিক্রম দেখছেন।

প্রায় সারা দিনই ঘুরলেন শ্রীকৃষ্ণ—সেই জনহীন বিষধর-সরীসৃপ-অধ্যুষিত হিংস্র-পশু-সমাকীর্ণ অরণ্য দেশে। এদের কাউকেই ভয় নেই তাঁর। আজ পর্যন্ত কোন ঋক্ষ কি শার্দুল তাঁকে আক্রমণ করে নি, শঙ্খচূড়ের উদ্যত ফণা নেমে গেছে তাঁর দৃষ্টি পড়া মাত্র। না, তিনি চিন্তিত ও উদ্বিগ্ন অন্য কারণে। বিশেষ প্রয়োজন আজ কীলককে—তাকে যথাস্থানে না দেখতে পেয়ে বিরক্তও।

অবশেষে প্রায় যখন ওকে খুঁজে পাবার আশা বিসর্জন দিয়ে ফিরে আসছেন বনস্থলীর শুষ্ক পত্ররাশিতে দ্রুত পদক্ষেপের শব্দ উঠল। অভ্রান্ত অনুমানে ফিরে দাঁড়ালেন বাসুদেব।

হ্যাঁ, কীলকই। কীলক সত্যিই ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটে আসছে। তার সর্বাঙ্গ ধূলিধূসর, দেহ ঘর্মাক্ত—ঘর্মের সঙ্গে ধূলি মিশে কর্দমাক্ত বলাই উচিত, দৃষ্টি ক্লান্ত, মদ্যপানে আরক্তও।

বাসুদেব ভ্রূ-কুঞ্চিত করলেন! তবে কি লোকটা মদ্যপান ও আনুষঙ্গিক কদর্য ব্যসনেই মত্ত ছিল, স্থান কাল তিথির হিসেব এবং তার অবশ্য-পালনীয় শর্ত মনে রাখে নি, স্মরণে পড়ে নি যে আজই কৃষ্ণা দ্বাদশী?

বোধ হয় তাঁর ভ্রূকুটির অর্থ কীলকও বুঝল। সেও রূঢ় কণ্ঠে উত্তর দিল. 'না হে, তা নয়। তোমারই কাজ করছিলাম। বাড়তি কাজ। তুমি বলো নি—বলার সময় হয় নি—তবু তোমার কাজ মনে করেই করেছিলাম। নইলে, যতই নেশা করি, এসব হিসেবে আমার ভুল হয় না।'

'আমার কাজ? কী কাজ?' বাসুদেবের প্রশান্তি ফিরে এসেছে কয়েক মুহূর্তের মধ্যেই।

'হস্তিনাপুরে গেছলাম মাংস বেচতে। সেখানে দেখলাম বেশ একটু গরম ভাব। বাড়তি লোকজনের আমদানি। বাইরের লোক এসেছে বলেই জিনিসপত্রের দরও চড়া, মাংস দ্বিগুণ দামে কিনতে চাইছে। কী ব্যাপার—শুনলাম দুর্যোধনের আমন্ত্রণে চেদী ও মগধ থেকে বিশেষ রাজদূত এসেছে। তাঁদেরই দেহরক্ষী, পরিচারক ইত্যাদিতে এত ভিড়। সহসা এদের কেন ডাকতে হ'ল—ভাবলাম। মনে পড়ল জরাসন্ধ শিশুপাল দুজনেই তোমার শত্রু—হ্যাঁ, অনেকদিন পথে পথে ঘুরছি, এসব খবর জানতে বাকী নেই। আজ কেউ তোমার কাছ থেকে আসতে পারে, তুমিও এখানে আছ জানি—তোমাকে দেবার মতো কোন খবর আনতে পারি কিনা ভেবে ওদের দলে মিশে গেলাম। দেহরক্ষী সৈন্যরা নিজেদের খুব বড়-কেউ ভাবে—আমার এই দেশী-মদের গন্ধে নাক তুলবে হয়ত—পাচক পরিচারক গাত্রসংবাহকরা তা করবে না। আর যত গোপনকথা মন্ত্রণাই হোক না কেন—দাসদাসীর অগোচর থাকে না। সেই ভেবেই দুদিন ধরে যেচে তাদের মদ খাওয়ালুম, মাংসর চড়া দাম পেয়েছি, তাতে ক্ষতিও হয় নি—তাতেই এত দেরি, দ্বিতীয় প্রহরের আগে যাত্রা শুরু করতেই পারলুম না, তবু তো সারা পথ দৌড়েই আসছি—'

'তা বার্তাটা কি?'

'দুর্যোধন চায়, জরাসন্ধ তার দলবল বন্ধুবান্ধব নিয়ে এসে এদের এই নতুন রাজধানী ছারখার করুক; পাণ্ডবদের বধ করুক। এ রাজ্য সে জয় করে দুর্যোধনকে দিলে সে তখন জরাসন্ধকে সাহায্য করবে—তোমাকে বধ করতে, তোমার বংশ লোপ করতে।'

বাসুদেব হাসলেন।

ঈর্ষায় উন্মাদ হয়ে গিয়ে শিশুত্ব প্রাপ্ত হয়েছে দুর্যোধন। তা নইলে এমন অবাস্তব কথা ভাবত না, ওদের কাছেও প্রস্তাব করত না। সে কাণ্ড-জ্ঞানশূন্য হতে পারে—জরাসন্ধ শিশুপাল জ্ঞান হারান নি নিশ্চয়। পাণ্ডবদের আক্রমণ করলে বৃষ্ণি অন্ধক পাঞ্চালরা দর্শক মাত্র হয়ে থাকবে না। সে এক ঘোরতর সংগ্রাম বাধবে। এত শক্তিই যদি থাকবে—জরাসন্ধের লক্ষ্য যে বৈরী, সেই যাদবদেরই তো ধ্বংস করতে পারত। সদ্য কংস-শাসন-মুক্ত দীর্ঘদিনের পরাধীনতায় ক্লৈব্যাভ্যস্ত যাদবদের আক্রমণ ক'রেই সে পরাজিত পদানত করতে পারে নি, শ্রীকৃষ্ণ বলদেবকে বধ করা সম্ভব হয় নি—বার বার মথুরা অবরোধ করেছেন, সহস্র সহস্র সৈনিক নিহত হয়েছে সে চেষ্টায়। এখন সমুদ্র পার হয়ে সেই সুদূর পশ্চিম-দেশে গিয়ে যাদবদলন কতটা সম্ভব হবে—সেটুকু বোঝার মতো বুদ্ধি জরাসন্ধের আছে নিশ্চয়। নইলে

তিনি আজ উত্তর ভারতের রাজচক্রবর্তী বলে স্বীকৃত হতেন না। কন্যাদের বৈধব্যের জ্বালা, তাদের হাহাকার সহ্য করতে না পেরেই মথুরায় হানা দিয়েছিলেন, তাছাড়া—বোধ হয় যাদবদের কষ্ট সহ্য করার শক্তি কতটা তাও অনুমান করতে পারেন নি। যাই হোক, তাতেই শিক্ষালাভ হয়েছে আরও—এখন দুর্যোধনের কণ্টক দূর করতে তিনি ওদের সঙ্গে—পাণ্ডবদের আক্রমণ করলে যাদবরা দর্শক মাত্র হয়ে থাকবে না এ তো জানাই—প্রচণ্ড যুদ্ধে জড়িয়ে পড়বেন। এত নির্বোধ তিনি নন।

তবু, আর বিলম্ব করাও উচিত নয়।

যে উদ্দেশ্যে এসেছেন সে কাজ ত্বরান্বিত করাই বরং প্রয়োজন এখন।

কীলক ঈষৎ কুণ্ঠিত অপ্রতিভ ভাবেই বলছে শুনলেন উনি, 'ওদের—মানে জরাসন্ধদের কী যুক্তি হবে তা অবশ্য জানা গেল না। এরা এই বার্তা নিয়ে দেশে ফিরে গেলে তারা বিবেচনা করে দেখবে।'

'তারা কি স্থির করবে তা আমি জানি, সে জন্য চিন্তা নেই। শোন, তোমাকে যে কাজের জন্য ডেকেছি। দানব-স্থপতি ময়ের কোন সন্ধান পেলে?'

'না। নাগরাজ তক্ষকের ভয়ে সে এমনই আত্মগোপন করেছে যে, কিছুতেই তাকে খুঁজে বার করতে পারছি না। তবে সে এই অরণ্যেই যে আছে—এ বিষয়ে আমি নিশ্চিত।'

'আশ্চর্য! এই অরণ্যেই সে আছে—তবু তার সন্ধান পেলে না?'

'না। ওরা অনেক রকম মায়া জানে, ছদ্মবেশ ধারণ করা এমন কোন কঠিন কাজ নয় ওদের কাছে। দীর্ঘকাল অনাহারে থাকতে পারে। সে যেখানে আছে—সেখান থেকে যদি বার না হয় ধরব কী ক'রে?

'তা হলে কী কর্তব্য মনে করো?'

'কে জানে, কোন উপায় তো মনে পড়ছে না।'

'এই বনে আছে—সে বিষয়ে তো কোন সন্দেহ নেই?'

'না। সেটা আমি নিশ্চিত জানি। সব দিক দেখে সব রকম ভাবে সে সংবাদ নিয়েছি। এই বনে তাকে ঢুকতে দেখেছে অনেকেই, বেরোতে দেখে নি একজনও। তার বাড়িতে খবর নিয়েছি, সমস্ত আত্মীয়-বান্ধবের কাছে—কোথাও সে যায় নি।'

'তা হলে এক কাজ করো। প্রয়োজন-মতো কিছু বিশ্বস্ত সহকারী সংগ্রহ করতে পারবে? অবশ্যই তাদের পারিশ্রমিক দেব, অকৃপণ হাতেই দেব।'

'কাজটা কি?'

'এই খাণ্ডবদাবে অগ্নিসংযোগ করতে হবে। চারিদিক ঘিরে সে বৃত্তাগ্নি জ্বলবে, কোথাও না ছেদ থাকে। শুধু একটিমাত্র পথ থাকবে মুক্ত, সে পথ আমি ও অর্জুন পাহারা দেব। দানব-স্থপতি যত বড় মায়াধর ঐন্দ্রজালিকই হোক, পাবক তাকে দগ্ধ করবে না—তা সম্ভব নয়।'

'কিন্তু ঠাকুর, ওরা নানা ছদ্মবেশ ধারণ করতে পারে, তুমি চিনবে কি ক'রে।'

'কোন প্রাণীই যদি পরিত্রাণ না পায় তো সে পালাবে কী ক'রে? এটুকু সে বুঝবে যে স্ব-রূপেই বরং নিরাপদ, তাকে বধ করার কোন হেতু নেই।'

'কিন্তু এত বড় বনস্থলীতে আগুন লাগাবো, লোকে রাগ করবে না? নানা কথা জিজ্ঞাসা করবে না?'

'কী আর জিজ্ঞাসা করবে! দাবানল কিছু অপ্রাকৃত ঘটনা নয়। রটনা ক'রো যে যজ্ঞে নিরন্তর হবি পান করে অগ্নির অগ্নিমান্দ্য হয়েছে, তাই তিনি মাংস ভোজন করে রসনাকে প্রকৃতিস্থ করার জন্য এই অরণ্য আহারে প্রবৃত্ত হয়েছেন।'

'বেশ, তাই না হয় বলব। কিন্তু চারিদিক থেকে এত বড় বনে আগুন লাগানো—অনেক লোক চাই ; সে লোক সংগ্রহ করতে কয়েক দিন সময় লাগবে!'

'তা হোক, কত দিন আর লাগবে? এর মধ্যে একটু নজর রেখো, দানব না পালায়। আগামী শুক্লা একাদশী দিন স্থির রইল। যদি সমগ্র বনস্থলী দাহ শেষ হতে সারা দিনেও না কুলোয়—প্রথম রাত্রে জ্যোৎস্না পাওয়াই বাঞ্ছনীয়।...কাল তুমি এখানে অপেক্ষা ক'রো, আমি এক সহস্র নিষ্ক পাঠাবো, আশা করি তাতেই কাজ চলে যাবে।'

কীলকের দৃষ্টি নিমেষে লুব্ধ হয়ে উঠল অর্থের পরিমাণ শুনে। সে সবেগে বার কতক ঘাড় নাড়ল।

তারপর, বাসুদেব ফিরে যেতে উদ্যত হয়েছেন—এমন সময় কি ভেবে বললে, 'শোন—'

আরক্ত চক্ষু দুটির দৃষ্টি কঠিন ও কুটিল হয়ে উঠল কীলকের। সে বলল, 'তুমি কি বলো আমি বুঝি না। বিশ্বাসও হয় না, আবার অবিশ্বাসও করতে পারি না তোমাকে।...তুমি যে বলো এখন পাণ্ডবদের সাহায্য ক'রে গেলেই আমার প্রতিহিংসার পথ সুগম হবে—এ কি ঠিক?'

'আমি মিথ্যা বলি না নিষাদ।' শান্ত গম্ভীর কণ্ঠে উত্তর দেন শ্রীকৃষ্ণ। সহজ স্বাভাবিক স্বর—কিন্তু মনে হয় যেন অরণ্যের বহু দূর পর্যন্ত এক গম্ভীর লয়ে ধ্বনিত প্রতিধ্বনিত হতে থাকে।

'কে জানে! তবু বিশ্বাস না ক'রে যখন কোন উপায় নেই, তখন করলুম। দ্যাখো ওই বনে দেব-দত্ত এক বিরাট ধনু আছে, গণ্ডকের মেরুদণ্ডে তৈরী—আজ পর্যন্ত এমন অস্ত্র নাকি তৈরীই হয় নি পৃথিবীতে—যা ঐ ধনুকে কাটতে পারে। ঐ ধনু, প্রচুর অস্ত্রশস্ত্র, বিশাল এক গদা আর দুটি রথও লুকোনো আছে। কেউ জানে না এমন ভাবে গোপন করা আছে। সেগুলি যদি সরিয়ে না নাও, আগুনে নষ্ট হবে, তোমরা পেলে তোমাদের শক্তির সীমা থাকবে না, অজেয় হবে। নেবে তোমরা?'

বাসুদেবের মুখভাবে লোভ বা অশোভন ব্যগ্রতা প্রকাশ পেল না বটে—তবে দৃষ্টি তাঁরও উজ্জ্বল হয়ে উঠল। বললেন, 'হ্যাঁ, শুনেছি। গাণ্ডীব ধনু,—কপিধ্বজ রথ, কৌমুদকী গদা—এদের কথা শুনেছি। কোথায় আছে সন্ধান পাই নি। চলো, এখনই দেখে আসি। তেমন বুঝলে আগামী কালই সেগুলি সরিয়ে নেব।...আর, তোমার এই আনুকূল্যও আমি স্মরণ রাখব নিষাদ, তোমার যা আকূতি তা পূর্ণ হবে, প্রতিশোধলালসা চরিতার্থ হবে। পাণ্ডবদের পুত্রনাশ বংশনাশ তুমি দেখতে পাবে, তোমাকে সত্যই বলছি।'*

---

* কীলক নিষাদের সঙ্গে বাসুদেবের প্রথম সাক্ষাৎকারের পরিচ্ছেদটি পাঠ ক'রে কিছুদিন পূর্বে পণ্ডিত-প্রবর পরমবৈষ্ণব হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় সাহিত্য-রত্ন মহাশয় আমাকে

॥ ১৫ ॥

পঞ্চদশ দিবারাত্রিব্যাপী সেই প্রায়-প্রলয়াগ্নিলীলায় বিরাট খাণ্ডব বন তার অসংখ্য পশু পক্ষী সরীসৃপ ও কিছু কিছু অরণ্যচারী মানবসহ ভস্মীভূত হয়ে গেল। তবে পশু-পক্ষী ও সর্পাদিই বেশী। পিশাচধর্মী যে সব বর্বর মানুষ আরণ্যক জীবনে অভ্যস্ত, হিংস্র জন্তুর মতোই জীবনযাপন করে—কীলক ও তার সহচররা পূর্বাহ্নেই তাদের সতর্ক করেছে। কেউ কেউ শুনেছে, কেউ শোনে নি। যারা শুনেছে তারাও অনেকে বিশ্বাস করে নি। ভাবতে পারে নি এত বড় বনটা সম্পূর্ণ ভস্মীভূত হবে। যখন প্রত্যক্ষ দেখল তখন আর কেউ সে বহ্নিবলয় থেকে বার হ'তে পারল না। অগ্নিশিখার একটা সর্বনাশা মোহ আছে, তাতে সব জ্ঞান অভিজ্ঞতা বুদ্ধি যুক্তি আচ্ছন্ন হয়ে যায়। সেই প্রলয়ংকর লেলিহান শিখাকে চতুর্দিক থেকে বেষ্টন করতে দেখে অর্ধনর বনচারীদের উদ্‌ভ্রান্তি জন্মাবে, এ আর আশ্চর্য কী।

কিন্তু তা হোক : বাসুদেবের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয়েছে। মহৎ উদ্দেশ্যে দু-চারটে প্রাণী কি মানুষ নিহত হলে দোষ নেই। যারা অবিরতই মরছে—নানা কারণে—তাদের মৃত্যুটা এমন কিছু অস্বাভাবিক ঘটনা নয়। ময়দানবকে বাসুদেবের প্রয়োজন। এই খাণ্ডব দগ্ধ না হলে তাকে পেতেন না, সেইটেই বড় কথা।

দানবস্থপতি ময় দানবশত্রু মহেন্দ্রের ভয়ে তাঁরই বন্ধু নাগরাজ তক্ষকের আরণ্য আবাসে আত্মগোপন ক'রে ছিলেন। এই সময় তক্ষকরা থাকেন না, সেই সুযোগ। ইন্দ্র আর যেখানেই সন্ধান করুক না কেন—পরম মিত্রর ঘরে তাঁর শত্রুকে অন্বেষণ করবেন না। তক্ষক বন্ধুর বিদ্বেষভাজন ব্যক্তিকে আশ্রয়

সস্নেহ তিরস্কার ও অনুযোগ করে চিঠি দিয়েছিলেন, আমি নিষাদের মুখে ভাল সুদ্ধ ভাষা বসিয়েছি বলে। কী ধরনের ভাষায় মহাভারতের যুগের অনার্য নিষাদেরা কথা কইত—তা আমরা কেউই জানি না। হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় মহাশয় যে নমুনা দিয়েছিলেন, তা বীরভূম অঞ্চলের সাঁওতালী ভাষা। সেটা দিতে ঠিক মন সরে নি। গ্রীক ভাষার কাব্য যখন ইংরেজীতে অনুবাদ হয়, তখন ত্য সবই ইংরেজীতে লেখা হয়। মহাভারতের সবটাই, কথোপকথন সুদ্ধ, সংস্কৃতে লেখা, তার অনুবাদও যা হয়েছে—বর্ধমানরাজ বা কালীপ্রসন্ন সিংহ সংস্করণে তা আগাগোড়া এক ধরনের সাধু ভাষাতে লেখা। কৃত্তিবাসী রামায়ণে কিছু কিছু প্রাকৃত ভাষা আছে বটে—অঙ্গদ-রায়বার পর্বে বিশেষ করে—কিন্তু সেও কি রামায়ণের ভাষা? ঠিক কীলকের মুখে মানায় এমন প্রাকৃত ভাষা যদি মনে পড়ে, কিম্বা কেউ আমাকে দয়া ক'রে জানান—পরবর্তী মুদ্রণের সময় বদলাবার চেষ্টা করব। —লেখক।

দেবেন ইন্দ্রের কাছে তা বিশ্বাস্য নয়। কল্পনারও অগোচর।

কিন্তু—বাসুদেবের অনুমান অভ্রান্ত। আগ্রাসী অগ্নির সামনে অন্য কোন ভয়েই আত্মগোপন ক'রে থাকা সম্ভব নয়। শুধু তাও না, আত্মপরিচয় নিজেকেই দিতে হ'ল। এই বহ্নিবেষ্টনী থেকে অব্যাহতির একমাত্র যে সংকীর্ণ পথ—সে পথে কালান্তক কৃতান্তসহচরের মতোই প্রহরায় ছিলেন বাসুদেব ও অর্জুন। পাছে ছদ্মবেশে বা অজ্ঞাতপরিচয় সামান্য বনচর হিসাবে তাঁদের দৃষ্টি এড়িয়ে যান—তাঁরা নির্বিচারে সেই নিষ্ক্রমণ পথের পলায়নপর সমস্ত প্রাণীকেই বধ করছিলেন।

ময় বহুক্ষণ অপেক্ষা করেছিলেন তাও, দাবানল হয়ত একসময় আপনিই নিভে যাবে—এই আশায়। কিন্তু যখন আর সম্ভব হ'ল না, তখন সেই পথের সামনে এসে তারস্বরে অর্জুনের দয়া ভিক্ষা করলেন, 'হে ফাল্গুনী আমাকে রক্ষা করো, আমি তোমার কাছে চিরঋণী থাকব। আমি তোমার শরণ নিলাম। তোমাদের বংশে শরণার্থীর জন্য প্রাণ দেওয়ার দৃষ্টান্ত ভূরি-ভূরি—আশা করি আজ তুমি সে ঐতিহ্য বিস্মৃত হবে না।'

তার পরই পরিচয় দিয়েছিল, 'আমি দানবস্থপতি—দানবদের বিশ্বকর্মা ময়, আমাকে রক্ষা করলে অবশ্যই আমি তোমার কোন প্রিয় কর্ম ক'রে তোমার ঋণ শোধ করব।'

অর্জুন অবশ্য এ পরিচয় জানবার পূর্বেই, শরণার্থী প্রাণভিক্ষা চাইছে এ-ই যথেষ্ট কারণ বোধে, অস্ত্র সম্বরণ করেছিলেন : হাত তুলে শ্রীকৃষ্ণকেও ইঙ্গিত করেছিলেন নিরস্ত হ'তে। এখন—পরিচয় পাবার পর, আকাঙ্ক্ষিত ব্যক্তি আয়ত্তাধীন জেনে—আর কোন প্রয়োজন রইল না। একেবারেই অস্ত্রত্যাগ করলেন তাঁরা। অবশ্য তখন—না বন না বনচর—কিছুই বিশেষ অবশিষ্ট ছিল না। কে রক্ষা পেল আর কে পেল না তা নিয়ে মাথাও ঘামালেন না বাসুদেব আর। তাঁর উদ্দেশ্য সফল হয়েছে, প্রয়োজন সিদ্ধ—তিনি শ্রান্তদেহে নিশ্চিন্ত চিত্তে যমুনার তীরবর্তী প্রমোদাবাসে প্রত্যাবর্তন করলেন। অগ্নিতাপে দেহটাও প্রায় অর্ধদগ্ধ, তৈল ও ঔষধ প্রয়োগ আশু প্রয়োজন, তখন আর ময়দানবের সঙ্গে বাক্যালাপেও কালক্ষেপ করলেন না। দানবস্থপতির সম্মানের উপর এটুকু নির্ভর করা যায়, কৃতজ্ঞতার ঋণ পরিশোধ করতে তিনি আসবেনই।

অর্জুনকে খাণ্ডব-দাহনের এ প্রয়োজনের কথাটা বলেন নি বাসুদেব—ময়দানবের কথাটা।

সে প্রয়োজনও হ'ল না। কয়েকদিন পরে যখন ময়দানব নিজেই এসে দেখা ক'রে অর্জুনকে প্রশ্ন করলেন, 'তুমি আমার প্রাণ দান করেছ, আমার কাছে সেটা বিপুলতম ঋণ। সম্পূর্ণ শোধ করার সাধ্য নেই হয়ত—কিন্তু আংশিক হিসাবেও সে ঋণ কীভাবে শোধ করতে পারি—তোমার কোন্ প্রিয়কার্য সাধন ক'রে—যদি জানাও তো অনুগৃহীত হই।' তখন অর্জুন বাসুদেবকেই দেখিয়ে দিলেন। বললেন, 'আমার কোন প্রয়োজন বা তেমন কোন বাসনা নেই—তুমি আমার এই সখা ও আত্মীয় শ্রীকৃষ্ণের কোন আজ্ঞা পালন বা প্রিয়কার্য সাধন করলেই আমার ঋণ শোধ হবে। তুমি এঁকেই জিজ্ঞাসা করো।'

শ্রীকৃষ্ণ বোধ করি এও জানতেন। উত্তরও প্রস্তুত ছিল তাঁর। দ্বিধামাত্র না ক'রে তাই বললেন, 'দেখ, ধর্মরাজ যুধিষ্ঠির নূতন রাজ্য পত্তন ক'রেও অল্পদিনেই যশস্বী ও সর্বজনশ্রদ্ধেয় হয়ে উঠেছেন। পাণ্ডবদের যা শক্তি, কর্মকুশলতা এবং বুদ্ধিমত্তা—যুধিষ্ঠির অচিরে রাজচক্রবর্তী বলে গণ্য হবেন তাতেও সন্দেহ নেই। রাজচক্রবর্তী বলে স্বীকৃত হ'লেই দেশবিদেশ থেকে নৃপতিরা আসবেন, শ্রদ্ধা ও স্বীকৃতি জানাতে। সে অবস্থার বড় বিলম্বও নেই। অথচ সেদিনের উপযুক্ত কোন ব্যবস্থা, এ রাজধানীতে করা যায়নি অদ্যাপি। আমার ইচ্ছা—অবশ্য তুমি যদি তোমার প্রাণের মূল্য শোধ করা আবশ্যক মনে করো—তুমি এখানে, এই নূতন নগরীর উপান্তে একটি উপযুক্ত স্থান নির্বাচন ক'রে এমন একটি সভাগৃহ নির্মাণ ক'রে দাও, যা সর্বতোভাবে ভারতখণ্ডের ভাবী মহারাজচক্রবর্তীর উপযুক্ত হয়। হে দানব-স্থপতি, আমি জানি, শিল্পসৃষ্টির সকল দিকেই তোমার নৈপুণ্য শিল্পীশ্রেষ্ঠ বলে খ্যাত বিশ্বকর্মার অপেক্ষা অনেক বেশী। স্থপতি হিসেবেও তুমি অদ্বিতীয় তাতেও সন্দেহ নেই। তুমি তার সর্বজন-প্রত্যক্ষ প্রমাণ হিসাবেই এমন একটি সভাগৃহ নির্মাণ করো—যা বিপুলতায় সৌন্দর্যে ও অভিনবত্বে এই ভূমণ্ডলে অভিনব ও অনির্মিতপূর্ব বলে স্বীকৃত হয়। সে সভাভবন এমন হবে যা শুধু এই জম্বুদ্বীপেই নয়, সারা বিশ্বে কোথাও কেউ নির্মাণ করে নি, কল্পনাও করতে পারে নি—পরেও করবে না—ন ভূতো ন ভবিষ্যতি। মানবজাতির ইতিহাসেই যেন চিরবিস্ময়ের তুলনারূপে লিখিত থাকে তার বিবরণ। হে মহাস্থপতি, এ কার্য সমাপ্ত হলে শুধু আমার প্রিয়সাধন কি তোমার জীবনঋণই শোধ হবে না—এ গৃহ যুগে-যুগান্তরে তোমার অক্ষয় কীর্তি ঘোষণা করবে।'

ময় স্থির হয়ে অর্ধনিমীলিত নেত্রে নতমস্তকে কৃতাঞ্জলিপুটে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে রইলেন—তারপর বাসুদেবকে নমস্কার ক'রে বললেন, 'তাই হবে। তবে এই ধরনের সুবিপুল গৃহ নির্মাণ বহু ব্যয়সাধ্য, আশা করি আপনিও তা জানেন। অসংখ্য শিল্পী ও কারিগর লাগবে, সহস্রাধিক সাধারণ শ্রমিক। তা ব্যতীত উপকরণের প্রশ্ন আছে। শ্বেত প্রস্তর, স্ফটিক, স্বর্ণ, রৌপ্য, মণিমাণিক্যাদির তো কথাই নেই। লক্ষ লক্ষ সুবর্ণনিষ্ক প্রয়োজন হবে। সে সব কে যোগাবেন—মহারাজাধিরাজ যুধিষ্ঠিরের সে সংগতি আছে কিনা জানি না, সন্দেহ প্রকাশের ধৃষ্টতা মার্জনা করবেন—তবে এ সব স্থূল কথা-গুলো পূর্বাহ্ণেই সেরে নেওয়া আবশ্যক, তাতে বিস্তর সুবিধা হয়, অকারণে কালক্ষেপ করতে হয় না। কাজ আরম্ভ ক'রে উপকরণ বা ধনাদি সরবরাহে বিঘ্ন উপস্থিত হওয়া, বা পরের প্রসন্নতার জন্য অপেক্ষা করা—শিল্পকর্ম কেন, যে কোন বৃহৎ কর্মের পক্ষেই ক্ষতিকর : অযথা বিলম্ব তো ঘটেই, অনেক সময় সে কর্মও সমাধা হয় না।'

বাসুদেব যেন কতকটা উদাসীনভাবে প্রত্যুত্তর দিলেন, 'উপকরণ ও অর্থ সরবরাহের দায়িত্ব আমার কর্মী সংগ্রহের ভার তোমার উপর রইল।'

শঙ্কিত বিস্ময়াহত অর্জুনের যখন বাঙ্‌নিষ্পত্তি সম্ভব হ'ল তখন ময়দানব আশ্বাস ও প্রতিশ্রুতি লাভে নিশ্চিন্ত এবং প্রসন্ন হয়ে বিদায় নিয়েছেন।

ব্যাকুল অর্জুন বললেন, 'এ কী করলেন আপনি! না না, এত সম্পদ বা

অর্থ আমাদের কোথায় ? এ যে কুবেরেরও অসাধ্য কাজ ! আপনি নিবৃত্ত করুন ওকে—'

'তুমি তো আমার ওপরই ছেড়ে দিয়েছিলে, এখন আবার সে কথা ফিরিয়ে নিয়ে আমাকে অপমানিত করতে চাও নাকি ?'

এই একটি মাত্র প্রশ্নে অর্জুনকে নির্বাক ক'রে দিলেন বাসুদেব।

দেখা গেল শ্রীকৃষ্ণ উপকরণ সংগ্রহের প্রতিশ্রুতি—তার পূর্ণ দায়িত্ব সম্বন্ধে চিন্তা বিবেচনা ক'রেই দিয়েছিলেন।

এই দানবস্থপতি ময়ই ইতিপূর্বে কৈলাসের উত্তরে বিন্দুসরোবরের তীরে দানবরাজ বৃষপর্বার জন্য একটি সভাগৃহ নির্মাণ করেছিলেন। বিশেষ যজ্ঞের জন্যই তা প্রস্তুত হয়েছিল, এখনও তার বহু তৈজস উপকরণাদি পরিত্যক্ত অবস্থায় আছে। বাসুদেব সে কথা স্মরণ করিয়ে দিতে ময় সেই প্রাসাদ ভেঙে সেখানকার মূল্যবান স্ফটিক, শ্বেত প্রস্তর ও মণি-রত্নাদি আনানোর ব্যবস্থা করলেন। এ ছাড়া সেই জনহীন তুষারাবৃত পার্বত্য দেশে যুগযুগান্তর ধরে বিস্তর স্বর্ণ ও মণিমুক্তা জমে ছিল—কিম্বদন্তী বৃষপর্বারও পূর্বে দেবরাজ ইন্দ্র বহু বৎসর যজ্ঞ করেছিলেন—সে সময় অসংখ্য হিরণ্ময় চৈত্য বা মন্দির নির্মাণ করেন, সেগুলিও এখন কাজে লাগল।

এসব উপাদান বিনা বাধাতেই আনা গেল। সেই সঙ্গে ময় আরও দুটি জিনিস নিয়ে এলেন, বৃষপর্বার দেবদত্ত নামে মহানাদী এক শঙ্খ এবং বিশ্বে অতুলনীয় একটি গদা। ময় শঙ্খটি অর্জুনকে ও গদাটি ভীমকে উপহার দিলেন। সে শঙ্খের গম্ভীর ভীমনাদ বহু দূর পর্যন্ত পেঁছয়, সহস্র সহস্র শ্রোতার মনে আতঙ্কের সৃষ্টি করে। গদাটি স্বর্ণখচিত কিন্তু সাধারণ মানুষের যোগ্য বা সহজায়ত্ত নয়। বৃষপর্বা বিশেষ কারিগর দ্বারা এটি নির্মাণ করান, আকৃতিতে তেমন বিশাল বা ভয়াবহ না হলেও অতিশয় গুরুভার—বিশেষ বলশালী ব্যক্তি ছাড়া কেউ তা আস্ফালন করতে বা যুদ্ধে ব্যবহার করতে পারেন না। এ গদা নিক্ষিপ্ত হলে ভূপাতিত বা নিহত হবেন না—ভীমসেন ও দুর্যোধন ছাড়া সে সময়ও এমন মল্লবীর কেউ ছিলেন না। শত্রুনিধনে অদ্বিতীয় সেই গদাটি পেয়ে ভীমসেন আনন্দে নৃত্য করতে লাগলেন। অর্জুনও এবার গান্ডীব ধনু, কপিধ্বজ রথ, অক্ষয় তূণীর এবং দেবদত্ত শঙ্খ পেয়ে বিশ্বত্রাস অপরাজেয় যোদ্ধা রূপে পরিগণিত হলেন।

অতঃপর ময় সেই আশ্চর্য সভা নির্মাণে প্রবৃত্ত হলেন। স্থান নির্বাচনই সর্বাধিক সমস্যা। ময় এমন একটি স্থান বেছে নিলেন—গ্রীষ্মে অসহ তাপ, শীতে হিমতীক্ষ্ম উত্তর বাতাস সেখানে অধিবাসীদের ক্লিষ্ট করতে না পারে, অতি বর্ষণে জল জমে না বৃক্ষরাজি নষ্ট হয়। ঈষৎ-উচ্চ অথচ সমতল কঠিন মৃত্তিকা দেখে দৈর্ঘ্য ও প্রস্থ দুদিকেই দশ সহস্র হস্ত হিসাবে সভাগৃহ নির্মাণে ভূমি নির্বাচন করলেন। অধিকাংশই পতিত জমি, তার মধ্যে জনপদ বা গ্রাম বিশেষ ছিল না, যা দু-চার ঘর অরণ্য অধিবাসী ছিল তাদের রাজ-আদেশে অন্যত্র উৎকৃষ্টতর জমি দিয়ে পুনর্বসতির ব্যবস্থা হ'ল।*

দানবস্থপতি হিমালয় থেকে বহু উপকরণ ও সম্পদ আহরণ ক'রে

* অনেকের ধারণা এই সভাস্থলেই বর্তমানের মীরাট শহর গড়ে উঠেছে।

ছিলেন। শুধু বৃষপর্বা বা ইন্দ্রই নন, তারও পূর্বে বহু বিখ্যাত ব্যক্তি সে স্থানে দীর্ঘকাল ধরে যজ্ঞাদি করেছেন। শিববাসভূমি কৈলাসের কাছেই এই স্থান দেবদানব-গন্ধর্বদের প্রিয় সাধনক্ষেত্র। সেই সব যজ্ঞকারদের পরিত্যক্ত অপরিমিত ঐশ্বর্যে সে স্থান কুবেরের ভাণ্ডার হয়ে আছে। পরিত্যক্ত বলেই অধিকার নিয়ে কোন দুশ্চিন্তা নেই। যে গ্রহণ করবে তারই সে সম্পদ। ময় আট হাজার বলিষ্ঠ অনার্য আদিবাসী সংগ্রহ ক'রে তাদের সাহায্যে সেই প্রস্তর, স্ফটিক ও মণিমাণিক্য স্বর্ণ বহন করিয়ে আনলেন এবং তাদের আর বিদায় দিলেন না, তারাই শ্রমিক হিসাবে কাজ করতে লাগল। সভাগৃহ নির্মাণ সমাপ্ত হলে মহারাজ যুধিষ্ঠির তাদের মধ্যে বহু লোককে সেখানের প্রহরী নিযুক্ত করেছিলেন।

এই আট হাজার প্রভূতবলশালী শ্রমিক, সহস্রাধিক স্থাপত্য-শিল্পী এবং ময় স্বয়ং—এক বৎসর দুই মাস কাল অহোরাত্র পরিশ্রম ক'রে সেই সভাগৃহ নির্মাণ সমাপ্ত করলেন। শ্রীকৃষ্ণ যা বলেছিলেন তা-ই ক'রে দিলেন ময়—'ন ভূতো ন ভবিষ্যতি'। তেমন সভাগৃহ পূর্বেও পৃথিবীর কুত্রাপি নির্মিত হয় নি, সম্ভবত পরেও হবে না।

'ময় ত্রিলোক-বিখ্যাত মণিময় সভা নির্মাণ করলেন যার দীপ্তিতে যেন সূর্যের প্রভাও বিনষ্ট হ'ল। এই বিশাল সভা নবোদিত মেঘের ন্যায় আকাশ ব্যাপ্ত ক'রে রইল। তার প্রাচীর ও তোরণ রত্নময়, অভ্যন্তর বহুবিধ উত্তম দ্রব্যে ও চিত্রে সজ্জিত।...ময় দানব সেখানে একটি অতুলনীয় সরোবর রচনা করলেন, তার সোপান স্ফটিক-নির্মিত, জল অতি নির্মল, বিবিধ মণিরত্নে সমাকীর্ণ এবং স্বর্ণময় পদ্ম মৎস্য ও কূর্মে শোভিত। যে সমস্ত রাজারা দেখতে এলেন তাঁদের কেউ কেউ সরোবর বলে বুঝতে না পেরে জলে পড়ে গেলেন। সভাস্থলের সকল দিকেই পুষ্পিত বৃক্ষশোভিত উদ্যান হংস-কারণ্ডবাদি সমন্বিত পুষ্করিণী ছিল।'*

সভা শেষ হ'লে যুধিষ্ঠির গুরুজনদের অনুমতি ও ব্রাহ্মণদের অনুমোদন নিয়ে ঘৃত-মধুযুক্ত পায়স, মৃগ-শূকর মাংস ও অন্যান্য সুস্বাদু বিবিধ ভোজ্য দিয়ে কয়েক হাজার ব্রাহ্মণভোজন করালেন এবং দেবপূজা ও দেব-বিগ্রহ স্থাপন ক'রে পরিশেষে সভা প্রবেশ করলেন এবং দুর্লভ মণিমাণিক্য-খচিত নবনির্মিত সিংহাসনে আসীন হলেন। এই উপলক্ষে বেশ কয়েক দিন ধরে মল্লযুদ্ধ, লাঠিখেলা, নৃত্যগীত অভিনয় অনুষ্ঠান প্রভৃতি উৎসব সমারোহ চলল।

এই আশ্চর্য ও অতুলনীয় সভাগৃহের খ্যাতি দেশবিদেশে পরিব্যাপ্ত হওয়ায় অনেক মিত্ররাজ্য থেকে নরাধিপরা রবাহূত হয়েই দেখতে এলেন। তাঁদেরও বিস্ময়ের সীমা রইল না। তাঁরা কেউ কেউ এই উপলক্ষে হাস্যাস্পদ ও অপ্রতিভও হলেন। স্ফটিকের গৃহপ্রাচীরকে মুক্ত নিষ্ক্রমণ পথ ভেবে মস্তকে আঘাত পেলেন, আবার সরোবরের অতিস্বচ্ছ জলের মধ্যে দ্যুতিমান স্বর্ণনির্মিত ও মণিরত্নশোভিত পুষ্পবৃক্ষ দেখে উদ্যান বোধে সে পুষ্প

* মর্মানুবাদ—রাজশেখর বসু।

আহরণ করতে গিয়ে জলমগ্ন হলেন।

প্রাচুর্যের ও ঐশ্বর্যেরও শেষ নেই, সসম্ভ্রম বিস্ময়বোধেরও না। সবটাই যেন অলৌকিক অবিশ্বাস্য বোধ হয় তাঁদের। পাণ্ডবদের ধৈর্য সৌজন্য এবং লোকোত্তর শৌর্যের খ্যাতি ইতিমধ্যেই ভারত-খণ্ডের নৃপতিমহলে সম্ভ্রমের সৃষ্টি করেছিল, সেই সঙ্গে—বিশেষ কৃষ্ণার স্বয়ম্বরের পর—একটু মাৎসর্যেরও। এখন এই ঐশ্বর্য দেখে সে দুই মনোভাবই আরও বৃদ্ধি পেল। এই কুবেরেরও-ঈর্ষা-উৎপাদনকারী অপরিমাণ সম্পদ—পাণ্ডবরা স্বীয় ভুজবলে আহরণ করেছেন এই রকমই প্রতীতি হ'ল সকলের। সুদুর্গম হিমালয় পর্বতের গহন বিজন প্রদেশ থেকে এই বিপুল সংখ্যাগণনার অতীত ঐশ্বর্য সংগৃহীত হয়েছে তা কেউই জানত না, ময়ও কাউকে বলেন নি, কারণ তাহলে সুবর্ণলোলুপ এই সব নৃপতিরা গলিত-মাংসের-স্তূপে-গৃধ্রদের মতো সেখানে গিয়ে পড়তেন ও ময়ের কাজে ব্যাঘাত জন্মাতেন।

সুতরাং পরশ্রীকাতর দর্শকের দল সক্ষোভ দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করতে করতেই নিজ নিজ স্থানে প্রত্যাবর্তন করেছিলেন। সে বক্ষবেদনা প্রকাশ করতে বা একদা এই সম্পদ কোন দিন এখান থেকে বলপূর্বক হরণ করতে পারবেন—এমন স্বপ্ন দেখতেও সাহস করেন নি।

কিন্তু এই দেশের-সর্বপ্রান্ত-থেকে-আগত অগণিত নৃপতি ও সম্ভ্রান্ত দর্শকের ঈর্ষা-বিস্ময়-মিশ্রিত প্রশংসা ও চাটুবাদ, প্রজাদের সহর্ষ জয়ধ্বনি, কৌরব ভ্রাতাদের গাত্রদাহের কৌতুককর কাহিনী—কিছুই পাণ্ডবদের পরিপূর্ণ তৃপ্তি দান করতে পারল না।

এই সমস্ত কিছুর মূল যিনি, আসল সংঘটনকারী—যাঁর পরিকল্পনা-নির্দেশেই এই স্বপ্ন-কল্পনার বস্তু আকার ধারণ ক'রে পাণ্ডবদের স্বপ্নেরও অতীত সৌভাগ্য দ্যোতনা করছে—যাঁর দুঃসাহসিক ব্যবস্থাপনাতেই এই অসম্ভব সম্ভব হয়েছে—পাণ্ডবদের একান্ত শুভানুধ্যায়ী সেই মানুষটি কোথায়!

সেই বাসুদেব?

তিনি আসছেন না কেন?

যাঁর সর্বাগ্রে আসবার কথা, সর্বাপেক্ষা আনন্দ লাভের কথা?

সভাগৃহ মোটামুটি একটা আকার পরিগ্রহ করার সময় থেকেই ধর্মরাজ সাদর আহ্বান জানিয়ে দূত পাঠাতে আরম্ভ করেছেন, সমাপ্তির পথে এসেছে বুঝে জানিয়েছেন সাদর আমন্ত্রণ, এ গৃহপ্রবেশে তাঁরই অগ্রাধিকার, সবিনয়ে সে কথাও স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন—কিন্তু সে সভাগৃহের প্রতিষ্ঠাযজ্ঞ ও প্রবেশ, অধিরোহণ প্রভৃতি অনুষ্ঠান শেষ হয়ে গেল তবু তিনি এলেন না কেন? যাঁর আগ্রহ উৎসাহ সর্বাধিক হবার কথা—সেই বাসুদেব এমন উদাসীন ও বীতস্পৃহ রইলেন কেন?

তবে কি পাণ্ডবদের কোন অপরাধ হয়ে গেল কোথাও?

ওঁদের কি এত দ্রুত গৃহপ্রবেশ অকর্তব্য হয়েছে? উচিত ছিল তাঁর আগমন পর্যন্ত অপেক্ষা করা?

এর কোন উত্তর মেলে না কারও কাছ থেকে। কেউ এ রহস্যের সমাধান করতে পারেন না। এমন কি বৃষ্ণি ও অন্ধক প্রধানদের কাছ থেকেও কোন সদুত্তর লাভ করতে পারলেন না যুধিষ্ঠিরের প্রেরিত দূতগণ।

তাতেই পাণ্ডবদের অস্বস্তি বৃদ্ধি পায়। এমন একটি করায়ত্ত সুভোগ্য বস্তুও শান্তিতে ভোগ করতে পারেন না।

কেন যে বাসুদেব অযথা এই বিলম্ব করেছেন—সত্যই তা দ্বারাবতীতে কেউ জানত না।

যাদবরা ভাবছেন সুভদ্রার শ্বশুরালয়ে প্রতিষ্ঠা উপলক্ষে ইন্দ্রপ্রস্থে অযথা দীর্ঘকাল কাটিয়ে এসেছেন—আলস্যে বিলাসে ব্যসনে মৃগয়ায়—তাতে রাজকার্য ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে, সেই কারণেই বিব্রত অনুতপ্ত শ্রীকৃষ্ণ এখন আর পুরী ত্যাগ করতে পারছেন না।

বাসুদেবের এই দুর্বোধ্য আচরণ—তাঁর গোপন অন্তর্দ্বন্দ্বের ইতিহাস—তাঁর প্রিয়তমা মহিষীরাও জানতেন না।

তাঁদের জানানোর মতো নয়ও কথাটা।

দানবস্থপতি স্থান নির্বাচন ক'রে গৃহ নির্মাণের সূচনা করেছেন এই-টুকু দেখে নিশ্চিন্ত হয়ে ইন্দ্রপ্রস্থ ত্যাগ করেছেন বাসুদেব।

ইতিপূর্বে বহুবারই ইন্দ্রপ্রস্থে এসেছেন ও দ্বারকায় ফিরেছেন—কিন্তু এবারের এই আসা-যাওয়ার মধ্যে একটু বিশেষত্ব ছিল। এখন তিনি এ পুরীর কুটুম্ব, আত্মীয়। সেক্ষেত্রে বিদায়-পর্বের কতকগুলি নিয়মরীতি আছে, তা তিনি—নিজে সর্বসংস্কারের অতীত হলেও—মানতে বাধ্য। সেবকদের পারিতোষিক দান, আত্মীয়-গুরুজনদের বস্ত্রাদি প্রণামী, গৃহ-দেবতা-পুরদেবতার পূজার্চনা, ব্রাহ্মণদের সাদর সম্ভাষণ প্রণামাদি জ্ঞাপন ও সম্মান-দক্ষিণা প্রদান—সর্বোপরি আত্মীয়দের বয়স পদবী সম্পর্ক ইত্যাদি বিচার ক'রে বিদায় সম্ভাষণ জ্ঞাপন ও কর্তব্যানুগ আচরণ—এই শ্রেণীর বিদায় গ্রহণের আবশ্যিক অঙ্গ।

এমনিই একটি অবশ্য-(এবং অকারণ)-কর্তব্য—সুভদ্রাকে তাঁর জ্যেষ্ঠা সপত্নী ও যাতার হাতে সমর্পণ করে লৌকিক সৌজন্যাচার হিসাবে তাঁকে এই ভানুজার রক্ষণাবেক্ষণ ও প্রশ্রয়দানের অনুরোধ জ্ঞাপন।

সেই সময় কৃষ্ণার হাতে সুভদ্রার হাতখানি রাখতে গিয়ে কৃষ্ণার হাত স্পর্শ করতে হয়েছিল। না, স্পর্শ মাত্র নয়, এক হাতে তাঁর হাত ধরে অপর হাতে সুভদ্রার হাত এনে ধরিয়ে দিতে হয়েছিল। সেই সুরনারী-দুর্লভ মদনেরও কাম-আনয়নকারী করপদ্মের স্পর্শ সেদিন অকস্মাৎ তেজস্কর মাধ্বীর মতো উগ্র মাদকতার সঞ্চার করেছিল বাসুদেবের দেহে।

যৌবনোষ্ণ অথচ স্বেদার্দ্র, পুষ্পদলের মতো কোমল সেই অপরূপ কর-কমল স্পর্শের সঙ্গে সঙ্গে কী একটা পুলকবেদনাতুর শিহরণ অনুভব করেছিলেন বাসুদেব শ্রীকৃষ্ণ—'দুঃখেষ্বনুদ্বিগ্নমনা সুখেষু বিগতস্পৃহ' যিনি, যিনি সকলবাসনা-কামনাকে কালীয় নাগের মতো মথিতবিমর্দিত ক'রে ইন্দ্রিয়জিৎ হয়েছেন—ক্ষণকালের জন্য—বোধ করি নিমেষকালের বেশি নয় —একটা বিহ্বলতা, অননুভূতপূর্ব চিত্ত-চাঞ্চল্য অনুভব করেছিলেন—সামান্য তরুণ যুবার মতোই।

না, এ দেহটাকে দোষ দিতে পারবেন না শ্রীকৃষ্ণ। সে করযুগল সামান্য সাধারণ নয়, সে স্পর্শের লোকোত্তর অভিনবত্ব তো নয়ই।

দেহের সঙ্গে অনুভূতির সহজ সম্পর্ক, সেই অনুভব-শক্তি সঙ্গে সঙ্গে

তাঁর মনের কাছে বিদ্যুৎরেখাবৎ গতিতে এই বার্তা পেঁাছে দিয়েছে যে আকৈশোর নানা ভাবে অসংখ্য সুন্দরীর সংস্পর্শে এলেও এমন করাঙ্গুলি স্পর্শ করার ঘটনা ইতিপূর্বে ঘটেনি কখনও।

নিমেষকালেই বোধ করি—একটি নিমেষপাতের সময়টুকু—তার বেশী নয়।

কিন্তু সেই অত্যল্প সময়েই তাঁর চিত্ত-অবশতা, তাঁর একটা পুলকবিস্ময় কৃষ্ণা বুঝেছেন। বুঝেছেন ঐ পরিমাপহীন অল্প সময় মধ্যেই। পরিবেশ ও তার ফলে মুখের বর্তমান পরিস্থিতি—পরিবেশ ও কর্তব্য-অনুযায়ী কৌতুকমধুর অভয়হাস্য ওষ্ঠভঙ্গিতে লেগে থাকা সত্ত্বেও কেমন এক রকমের স্থির নিশ্চল দৃষ্টিতে চেয়ে ছিলেন বাসুদেবের চোখের দিকে।

তাতে কি বিস্ময় প্রকাশ পেয়েছিল? কৌতূহল?

অনুযোগ, তিরস্কার?

অথবা সীমাহীন অথচ সুগোপন বেদনাবোধ?

তা বোঝা যায় নি, এতই পাথরের মতো ভাবপ্রকাশহীন সে চাহনি।

ওষ্ঠপ্রান্তের প্রসন্ন হাসির রেখাটুকু তেমনিই আছে, মুখের ভঙ্গিতে অভয় আশ্বাসেরও অভাব নেই—তার মধ্যে সেই দৃষ্টির বিশেষত্বটুকু অবশ্যই আর কারও চোখে পড়ে নি—বাসুদেব ছাড়া। বাসুদেবের সে অভিভূত অবস্থাও কেউ লক্ষ্য করে নি।

ক্ষণিককালের সে বিহ্বলতা অপসারিত হ'তেও বিলম্ব হয় নি।

দ্রৌপদীর সেই দুর্বোধ্য দৃষ্টি মিলেছিল সঙ্গে সঙ্গেই। সে চাহনির ভাষাও তাঁর অন্তরে পেঁাছেছিল—অথবা বলা যায় তীব্র আঘাতে বেজেছিল। সঙ্গে সঙ্গে—তাঁর পক্ষে একান্ত অস্বাভাবিক ভাবেই—লজ্জিত ও সংকুচিত হয়ে পড়েছিলেন।

তারপর অবশ্য সবই স্বাভাবিক নিয়মে চলেছে। উভয় পক্ষেই যথোচিত বাক্যবিন্যাসে অসুবিধা হয় নি, কণ্ঠস্বরেও কোন জড়তা ছিল না আর। দ্রৌপদীও তাঁর নীলোৎপল-পলাশতুল্য নেত্রের আশ্চর্য রহস্যময় দৃষ্টিতে মুখের কৌতুক-হাস্যটুকু টেনে এনে স্থানকালপাত্র-ঘটনার যথোপযুক্ত সৌজন্য প্রকাশ করেছিলেন, কিছু হাস্যপরিহাসও : সুভদ্রাকে আলিঙ্গনাবদ্ধ ক'রে যথেষ্ট স্নেহপ্রকাশ ও অভয়দান করেছিলেন—সত্যকারের স্নেহপাত্রী অনুজার মতোই। ওঁর মনের সেই কিছুকালের মানসিক বিপর্যয়ের ইতিহাস উপস্থিত পুরনারী সহচরী দাসীর দল কেউই জানতে কি বুঝতে পারে নি।

অতি সামান্য ঘটনা।

অনুক্ত, অস্বীকৃত, অপ্রকাশিত।

তবু সেইটেই প্রচণ্ডভাবে বিচলিত করেছে বাসুদেবকে।

দেহ দেহের ধর্ম পালন করবেই। এ জানা কথা। কিন্তু উনি ভেবেছিলেন সেই অবশ্যম্ভাবী সত্যটুকুকে তিনি জয় করতে পেরেছেন। দ্রৌপদী সম্বন্ধে তাঁর যে দুর্বলতা সে শুধুই গুণগত। কৃষ্ণার অসাধারণ মনীষা, ব্যক্তিত্ব, বুদ্ধি, কর্মৈষণা ও কর্তৃত্বশক্তি দেখেই তিনি মনের কোন প্রত্যন্ত প্রদেশে একটু ইচ্ছাতুর ক্ষোভ অনুভব করেন, এই নারীরত্নকে সঙ্গিনী পেলে তাঁর আরব্ধ ও ইপ্সিত কর্মযজ্ঞ কত সহজ হ'ত এই ভেবে।

তবে কি তিনি আত্মপ্রতারিত হয়েছেন?

এই সংশয়, চিত্ত-অস্থিরতা থেকেই ইন্দ্রপ্রস্থগমনে অনীহা দেখা দিয়েছে তাঁর।

অবশ্য এভাবে পান্ডবদের পরিহার ক'রে বেশীদিন যে চলতে পারবেন না এও নিশ্চিত। দূতের পর দূত আসছে, হয়ত এবার ধনঞ্জয় কিংবা ধর্মরাজ স্বয়ং এসে উপস্থিত হবেন।

এ আশংকা সত্ত্বেও তাঁর পক্ষে অস্বাভাবিক এই সংকোচটুকু কাটিয়ে মনস্থির করা কঠিন হ'ত যদি না তাঁর মহিষী রুক্মিণী ওঁকে সাহায্য করতেন। রুক্মিণীকে তিনি কিছু বলেন নি, কিন্তু রুক্মিণীর এই এক আশ্চর্য শক্তি--স্বামীর মনের ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র অভিপ্রায় ও দ্বিধাদ্বন্দ্বও তিনি যেন ওঁর পক্ষ্মপাতনে অনুভব করতে পারেন। তাঁর সুগভীর প্রেমেই এটা সম্ভব হয়েছে, এই সিদ্ধি প্রিয়তমা সত্যভামাও লাভ করতে পারেন নি।

তিনিই একদিন এ প্রসঙ্গ তুললেন। বললেন, 'যদুনাথ, এই অশোভন জাড্য, এই ইতরমানবোচিত সংকোচ আপনাকে শোভা পায় না।'

'সংকোচ!' যেন চমকে উঠলেন বাসুদেব।

'হ্যাঁ। আপনার মুখেই বহুবার শুনেছি, দেবতাই হোন আর দেবাদিদেবই হোন বা স্বয়ং ভগবানই হোন, মর্ত্যভূমে বিচরণকারী নরদেহধারী মাত্রেরই দেহের সহজ গতিপ্রকৃতি, তার ধর্ম তার ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার অধীনতা স্বীকার করতে হবে। যদি কোন চিত্তবৈকল্য ঘটেই থাকে তো সে নিতান্তই সেই স্বাভাবিক নিয়মেই ঘটেছে, এবং সেজন্য এই সংকোচও সেই নিয়মেই দেহের ধর্ম প্রতিপালন করছে মাত্র। আপনি যে সে দুইয়েরই ঊর্ধ্বে, দয়া ক'রে সেইটুকু স্মরণে আনুন। যাঁর সামনে বিরাট কর্তব্যভার—যাকে কর্তব্যযজ্ঞ বলাই উচিত, যার অভাবনীয় আয়োজন তিনিই করেছেন—সামান্য কী এক অতিতুচ্ছ ঘটনায় তাঁর এইভাবে শিশির-দিনের ভেকের মতো জড়ত্বের গহ্বরে আবদ্ধ থাকা শোভা পায় না। সাধারণ মানুষকে রক্ষার ব্রত আপনার। সেই মানুষের থেকে আপনি স্বতন্ত্র, স্বরাট্। আপনি শুধু এই দেহ-মাত্র নন, এর যা কিছু শিক্ষা তা আপনার সেবা ক'রে, আপনার চরণপ্রান্তে বসেই লাভ করেছি—সেই সাহসেই বলছি, মানুষের পক্ষে যা লজ্জা কি সংকোচের কারণ—আপনার পক্ষে তা নয়। আপনার লীলাময় রূপের এই ক্ষণিক অনুভূতি যেন আপনার কর্মময় রূপের বাধা না হয়ে দাঁড়ায়—এই আমার প্রার্থনা।'

শ্রীকৃষ্ণ যেন বহুদিনের সুপ্তি থেকে জেগে উঠলেন।

বললেন, 'প্রিয়ে, আমি ধন্য। তোমার এই মননশক্তি যদি আমার শিক্ষার ফল হয়—সে শিক্ষাও ধন্য। কিন্তু সে কি আমারই শিক্ষা? জীবনে বার বার তো তোমার কাছ থেকেই আমাকে পাঠগ্রহণ করতে হচ্ছে। বোধ করি এক অসাধারণ শুভগ্রহ প্রভাবেই তোমাকে লাভ করেছিলাম। এক-একসময় মনে হয়, আমিই তোমার যোগ্য নই।'

রুক্মিণী হাসেন। প্রেমবিহ্বল, প্রশ্রয়মধুর হাসি। বলেন, 'এই চাটুবাদেই মনে হচ্ছে আপনি আবার স্ব-স্বরূপে ফিরে এসেছেন।...তাহলে ইন্দ্রপ্রস্থ যাত্রার আয়োজন করি?'

'অবশ্যই। যত দ্রুত হয়। আমি বরং এখনই পিতা বসুদেব ও আর্য বলদেবের কাছ থেকে অনুমতি নিয়ে আসি।'

॥ ১৬ ॥

ইন্দ্রপ্রস্থে এসে প্রাথমিক অভ্যর্থনা অনুযোগাদির উচ্ছ্বাস মন্দীভূত হলে—মাত্র কয়েক দণ্ড স্নান-বিশ্রামাদিতে অতিবাহিত করার পর—বাসুদেব পাণ্ডবদের সঙ্গে ঘুরে ঘুরে প্রায়-অলৌকিক স্বপ্নসৌধের মতো অবিশ্বাস্য সুন্দর সভাগৃহটি দেখলেন। বেশ অনেকক্ষণ ধরেই দেখলেন। কারণ স্থাপত্যকৌশল, ভাস্কর্য কি গঠন-নৈপুণ্যের দিক থেকেই নয়—চারুকলার চরমোৎকর্ষ হিসেবেও এই প্রাসাদ অনুপম, অভূতদৃষ্ট। এর উদ্যান, সরোবর, কৃত্রিম সজ্জা—এমন কি প্রাচীরগুলিও বিশেষ লক্ষণীয়। একাধারে নয়নাভিরাম এবং ঘাতসহ—এই ঐশ্বর্যময় সভা-ভবনের নিরাপত্তা রক্ষার উপযুক্ত ক'রেই নির্মিত। প্রয়োজন ও সৌকুমার্যের এমন অপূর্ব সমন্বয় কদাচিৎ চোখে পড়ে।

অভ্যর্থনার মধ্যে আন্তরিক আনন্দোচ্ছ্বাসেরও যেমন অভাব ছিল না, তেমনি অনুযোগও ছিল প্রচুর।

অনুযোগ এতকাল—বিশেষ এই সভাগৃহ নির্মাণ সমাপ্ত হওয়ার সংবাদ পেয়েও—না আসার জন্য। অর্জুনের চোখে জল, কৃষ্ণার কণ্ঠস্বর আবেগরুদ্ধ। যদিচ তিনি মৃদু অনুযোগ নয়—তিরস্কারই করলেন বলতে গেলে। যুধিষ্ঠিরের উৎকণ্ঠাই বেশী—কোথায় কী অপরাধ হয়ে গেল যে শ্রীকৃষ্ণ এমনভাবে তাঁদের ত্যাগ করলেন। ভীম বললেন, 'নাগরিক রীতিপদ্ধতিতে আমরা অভ্যস্ত নই তা তো জানতেই, তাতেও যদি আমাদের আচরণে ত্রুটি গ্রহণ কর তাহলে আমাদের এ ঠাটে প্রয়োজন নেই। এ রাজ্য রাজধানী তুমিই নিয়ে নাও, আমরা আবার অরণ্যে চলে যাই।'

বাসুদেব এসব অভিমান অভিযোগ অভ্যস্ত মৃদুমধুর হাস্যের বর্মে প্রতিহত ক'রে যেন অধিকতর মনোযোগী হয়ে পড়লেন সভাগৃহের দিকেই। প্রশংসার উচ্ছ্বাস ও বিস্ময় প্রকাশে এঁদের এতদিনের দুশ্চিন্তা দুঃখ ভুলিয়ে দিতে বেশীক্ষণ সময় লাগল না।

এ সভাভবন না দেখলেও ময় কী করবেন তা বাসুদেব জানতেন। অনেকটাই অনুমান করতে পেরেছিলেন। আর সেই কারণেই এখানে আসার পূর্বে যখন সত্রাজিৎ-নন্দিনী বলেছিলেন, 'শুনেছি এমন সভাভবন তৈরী হয়েছে ত্রিভুবনে যার তুলনা নেই। ইন্দ্রসভা আয়তনে বিশাল হলেও নাকি এত সুন্দর নয়। আপনি এর একটা ভাল দেখে নামকরণ ক'রে দেবেন। মর্তের স্বর্গ—এই রকম অর্থ দাঁড়ায়, সেইভাবে নাম দেবেন।'

বাসুদেব হেসে উত্তর দিয়েছিলেন, 'নামকরণ আমি সে সভা না দেখেই

করতে পারি। তবে তা প্রকাশ্য নয়।'

'কী সে নাম—যা কাউকে বলা চলবে না?' সকৌতুক কৌতূহলে প্রশ্ন করেন সত্যভামা।

'ওদের কাছে বড় জোর বলা চলে ঈর্ষার প্রাসাদ, কিংবা অসূয়াভবন—কিন্তু আসলে ওটা সর্বনাশের প্রাসাদ, সর্ববিনষ্টিভবন! নিয়তি-গৃহ যা পরিণাম-গৃহও বলা চলে।'

'হে ভগবান! এসব কি অশুভ কথা বলছেন? না না, ছি।' শিউরে উঠেছিলেন সত্যভামা অজ্ঞাত অমঙ্গলাশঙ্কায়।

'যা সত্য তাই বলছি। ক্রমশ বুঝবে এর অর্থ।'

তাঁর চিরাভ্যস্ত রহস্যময় হাসিতে যবনিকা টেনে দিয়েছিলেন এ প্রসঙ্গে।

এখানে এসে সভাগৃহ দেখেও সে মত পরিবর্তনের কোন কারণ দেখলেন না। বরং এই অমরাবতী-দুর্লভ প্রাসাদভবন মাৎসর্যের পথে একদা ভারতের সমস্ত ক্ষাত্রশক্তিকে মহাবিনষ্টির দিকে এগিয়ে নিয়ে যাবে—এই বিশ্বাসই দৃঢ় হ'ল তাঁর।

মনে হ'ল, কল্পনায় সে মহাপরিণাম প্রত্যক্ষ ক'রে তিনি প্রীতই হলেন।

আহারাদির পর বিশ্রম্ভালাপ প্রসঙ্গে বাসুদেব প্রশ্ন করলেন, 'তারপর? ইতিমধ্যে আর কী কী উল্লেখযোগ্য ঘটনা ঘটল বলুন, দেবার মতো কী সংবাদ আছে?'

ধর্মরাজ বোধ করি সে সংবাদ দেবার জন্য উন্মুখ হয়ে ছিলেন, বললেন, 'কয়েকদিন আগে মহাতপস্বী সর্বজ্ঞ নারদ অনুগ্রহ ক'রে এখানে পদার্পণ করেছিলেন।'

বাসুদেবের এ সংবাদ অজ্ঞাত ছিল না, হয়ত নারদের এই শুভাগমনের মূলে তাঁরই প্রেরণা—তবু তিনি ঋজু হয়ে বসে বললেন, 'তাই নাকি! এ তো সুসংবাদ। আপনার পুরী পবিত্র, রাজসভা ধন্য হ'ল। তা কী বললেন তিনি? মুনিবরের কলহপ্রিয়তার একটা কুখ্যাতি প্রায় প্রবাদে পরিণত হয়েছে—সেরকম কোন অশান্তির বীজ বপন ক'রে যান নি তো?'

'না না, বরং রাজ্য পরিচালনা সম্বন্ধে কয়েকটি মহামূল্যবান নির্দেশ উপদেশ দিয়ে গেছেন।'

'সে তো অতি উত্তম সংবাদ। বাঞ্ছনীয়ও বটে। তিনি ত্রিকালজ্ঞ, ত্রিভুবনের তাবৎ রাজসভাতেই তাঁর অবাধ গতি। এ বিষয়ে তাঁর তুল্য জ্ঞানী আর কে আছেন। তবে আমি জানি, তিনি এমন কোন আচরণ বা কর্তব্যের নির্দেশ আপনাকে দিতে পারবেন না যা আপনি ইতিমধ্যেই পালন করছেন না।' স্মিত হাস্যের সঙ্গে শেষের কথাগুলি বলেন বাসুদেব।

ধর্মরাজ পরিহাসছলেও মিথ্যা বলেন না, বিনয় প্রকাশের জন্যও বলতে পারলেন না যে, 'না না, তা কেন, আমি আর কতটুকুই বা করতে পেরেছি' ইত্যাদি। তিনি প্রশংসারক্ত নতমুখে শুধু উত্তর দিলেন, 'কী জানি, সব তো মিলিয়ে দেখি নি। হয়তো কোন কোন বিষয়ে অদ্যাপি আমার দৃষ্টি পড়ে নি—এমন হ'তে পারে।'

বাসুদেব তাঁর মনোভাব বুঝে প্রসঙ্গ পরিবর্তন করলেন, 'তার পর? আর কি বললেন তিনি? অন্য কোন সংবাদ?'

যুধিষ্ঠির ঈষৎ ইতস্তত ক'রে বললেন, 'সেই কথাই বলব বলে এত

অধীর আগ্রহে তোমার প্রতীক্ষা করছিলাম। তিনি বললেন, আমাদের বংশের যে সব নৃপতি রাজসূয় যজ্ঞ ক'রে গেছেন তাঁরা নাকি পরলোকেও অতুল সম্মানের অধিকারী হয়েছেন। আমি যদি ঐ যজ্ঞ করতে পারি—আমাদের পিতৃপুরুষ প্রসন্ন হয়ে আশীর্বাদ করবেন। রাজা হয়ে রাজসূয় যজ্ঞ সমাপন করার মতো সুকীর্তি নাকি আর নেই। ইহলোকে ও পরলোকে চিরদিন যজ্ঞকর্তার এই মহৎকর্ম প্রশংসিত হয়। দেবতা ও ঋষিগণ ধন্য ধন্য করেন। ঋষিশ্রেষ্ঠ নারদ আমাকে রাজসূয় যজ্ঞের অনুষ্ঠান করতে বললেন। বললেন, নচেৎ এই সুরপুরীদুর্লভ সভাগৃহের মর্যাদা থাকবে না। ময়ের এটা স্থাপত্য-তপস্যা—এও ব্যর্থ হবে।'

এই পর্যন্ত বলে--বড় বেশী স্পর্ধা বা ধৃষ্টতা কি উচ্চাশা প্রকাশ পেল কিনা—এই আশঙ্কায় উৎকণ্ঠিত চিত্তে শ্রীকৃষ্ণের মুখের দিকে চেয়ে রইলেন। সেখানে ভীম ও অর্জুনও উপস্থিত ছিলেন—তাঁরা বহুদিন যাবৎই নিজেদের শিক্ষা ও শক্তির পরীক্ষার জন্য অধীর হয়ে আছেন—তাঁরা এ প্রস্তাবে এমন বিস্ময়ের বা ধৃষ্টতার কিছু দেখলেন না, আশঙ্কা কি উৎকণ্ঠারও না। বড় বেশী দুরাশা কি দুঃসাহস প্রকাশ পেল বলেও মনে করলেন না। বরং কার্যকারণপরম্পরা ধরলে এ গৃহনির্মাণের এই-ই স্বাভাবিক পরিণতি বলে বোধ হ'ল তাঁদের।

বাসুদেব হয়ত এই প্রস্তাবই আশা করছিলেন--হয়ত সবই জানতেন তিনি। তবু একবার অস্ফুট কণ্ঠে 'নিয়তি' এই শব্দটি উচ্চারণ ক'রে মৌন এবং চিন্তাবিষ্ট হলেন।

সে সামান্য তিনটি উচ্চারিত অক্ষর উপস্থিত আর কারও কর্ণগোচর হ'ল না। তাঁরা সকলেই শান্ত ধীর ভাবে বাসুদেবের সুচিন্তিত মতামতের অপেক্ষা করতে লাগলেন।

বহুক্ষণ ধ্যানমগ্নের মতো স্থির হয়ে রইলেন শ্রীকৃষ্ণ। যেন চিন্তার কোন্ গভীরে অবগাহন করেছেন বলে বোধ হ'ল। এক সময় পাণ্ডব ভ্রাতাদের এমনও আশঙ্কা হ'তে লাগল যে তিনি বুঝি বা তন্দ্রাচ্ছন্নই হয়ে পড়েছেন। শেষে আর দ্বিধা বা অনিশ্চয়তা সহ্য করতে না পেরে যুধিষ্ঠির মৃদুকণ্ঠে তাঁকে কিছুটা সচেতন করার জন্যই সম্বোধন করলেন, 'বাসুদেব!'

শ্রীকৃষ্ণ এবার মুখ তুলে স্থিরদৃষ্টিতে তাঁর দিকে চাইলেন। ধীরে ধীরে বললেন, 'এ প্রস্তাব অসঙ্গত কি অন্যায় নয়—অসম্ভব কিনা সেটাই বিচার্য। সত্য কথা বলতে কি, আমারই লোভ হয়েছিল—আপনাদের কাছে এ প্রস্তাব উত্থাপিত করার। শুধু একটি লোকের কথা চিন্তা ক'রেই দ্বিধা বোধ করেছি।'

'একটি লোক! কে সে?' অসহিষ্ণু ভীম প্রশ্ন করেন। তাঁর কণ্ঠে যুগপৎ অবিশ্বাস ও অবজ্ঞা।

তাঁর সে মনোভাবের প্রতি দৃকপাত মাত্র করলেন জনার্দন বলে মনে হ'ল না। তেমনিই ধীরে ধীরে উত্তর দিলেন, 'মগধ-সম্রাট জরাসন্ধ। ভারত-খণ্ডে এমন কোন রাজা বা রাজশক্তির কথা স্মরণ হচ্ছে না যা নাকি পাণ্ডব-ভ্রাতারা পরাজিত বা বশীভূত করতে পারবেন না। কেবল এই জরাসন্ধ সম্বন্ধেই আমার আশঙ্কা ও সংশয় আছে। এই লোকটির ব্যক্তিগত শৌর্য অপরিসীম, বাহিনী বিশাল ও অপরাজেয়। ওঁর সেনাপতিরা রণদুর্মর ও

অভিজ্ঞ, বিশ্বস্তও বটে। তার কারণ কর্মচারীদের প্রতি জরাসন্ধের অবিশ্বাস্য রকমের সদয় ও সস্নেহ ব্যবহার। ইনি কন্যাদের ক্রন্দনে ব্যথিত ও ক্রুদ্ধ হয়ে* বহুবার মথুরা অবরোধ করেছেন—কেবলমাত্র যাদবদের একতা ও দৃঢ় সংকল্পেই কোনমতে রক্ষা পেয়েছি। অমানুষিক কষ্ট সহ্য করেছেন তাঁরা স্বাধীনতা রক্ষার জন্য। আমি নিজে সে আক্রমণ প্রতিহত করার জন্য দিবারাত্র পরিশ্রম করেছি, সেই জন্যই আমি এঁর শিক্ষা শক্তি বা পরাক্রম অবগত আছি। ইনি নিষ্ঠুর ও ক্রূরকর্মা—ভয়ংকরকর্মা। অকারণে ছিয়াশি-জন রাজা ও রাজপুত্রকে পরাজিত ক'রে নিদারুণ দুর্দশার মধ্যে অন্ধকার গৃহে বন্দী ক'রে রেখেছেন। জরাসন্ধ পরাজিত ও নিহত হলে এইসব নৃপতিরা সানন্দে আপনাদের বশীভূত ও কৃতজ্ঞ থাকবেন সন্দেহ নেই। কিন্তু এতগুলি রাজা বা রাজন্য যা পারেন নি পাণ্ডবদের পক্ষে তা সহজ-সাধ্য হবে এমন মনে করার কোন কারণ নেই। সর্বশক্তি প্রয়োগেও বার বার ওঁকে প্রতিরোধ করতে পারব না বুঝেই সুদূর সিন্ধুপারে গিয়ে বসতি স্থাপন করেছি।'

'তবে কি আশা পরিত্যাগই করব? বলদর্পী নিষ্ঠুর জরাসন্ধ এই ভাবেই ক্ষত্রিয় রাজাদের মাথায় পা দিয়ে চলবেন?'

কেমন এক রকম ক্ষোভ ও হতাশামিশ্রিত সুর যুধিষ্ঠিরের কণ্ঠে।

'কখনই না।' অসহিষ্ণু ভীমসেন আস্ফালন ক'রে ওঠেন। অর্জুনেরও দৃষ্টি ভ্রূকুটিবদ্ধ হয়।

ঈষৎ একটু হাসেন বাসুদেব, তাঁর নিজস্ব হাসি। বলেন, 'মহাবল বৃকোদর ও মহারথী অর্জুনের এ অধীরতা প্রশংসার্হ, ক্ষত্রিয়েরই যোগ্য। কিন্তু এক্ষেত্রে অনেকগুলি প্রশ্ন আছে। স্বাধীন, মিত্র ও করদরাজ্য—সর্বত্র থেকেই বশ্যতার নিদর্শন স্বরূপ কর সংগ্রহ ক'রে সেই অর্থে রাজসূয় যজ্ঞ করা বিধি। অশ্বমেধ যজ্ঞে ঘোড়া ছেড়ে দেওয়া হয়। সে যদৃচ্ছ ভ্রমণ করে। কেউ বাধা না দিলেই হ'ল। সেখানে পরাজয় বা বশ্যতা স্বীকারের প্রশ্নটা এত স্পষ্ট নয়। কিন্তু এক্ষেত্রে তেমন কোন ছদ্ম আবরণ নেই, কর প্রদানেই অধীনতা প্রমাণিত হয়। অর্থের প্রণামী কম কি বেশী তাতে কিছু ক্ষতি বৃদ্ধি নেই—হীনতা স্বীকারের অগৌরবটাই দুঃসহ। যাঁরা দেবেন তাঁদের অনেকেই আহত ও অপমানিত বোধ করবেন। মনে মনে সে আঘাতের জ্বালা লালন করবেন। সুতরাং আপৎকালে তাঁরা পাণ্ডবপক্ষে যুদ্ধ করবেন এ আশা ত্যাগ করাই ভাল। আর—ভীম ও অর্জুন যত বড় যোদ্ধাই হোন, সম্মুখসমরে জরাসন্ধের সঙ্গে শক্তি পরীক্ষার পরামর্শ আমি তাঁদের দেব না।'

'তা হ'লে এ প্রস্তাব আলোচনায় এত সময় ও বাক্য ব্যয় ক'রে লাভ কি?' ক্ষুব্ধ ভীমসেন সনিঃশ্বাসে বলে উঠলেন।

'দাঁড়ান, আমার কথা শেষ হয় নি।' বাসুদেব বললেন, 'যুদ্ধ দু'রকমে করা যায়। এক অস্ত্রের দ্বারা। আমি সম্মুখযুদ্ধে সরাসরি জরাসন্ধকে আক্রমণ করতে নিরুৎসাহ করছি। তাই বলে সে অপরাজেয় বা অমর এমন কথা বলি নি। বাহুবলে যা সাধিত না হয় তা কৌশলে হতে পারে। তবে

* জরাসন্ধের দুই কন্যা কংসের স্ত্রী ছিলেন। কংস বাসুদেবের হাতে নিহত হলে এই দুই বিধবার প্রতিহিংসা-স্পৃহা স্বাভাবিক।

এক্ষেত্রে আমার মনে হয়—কৌশল ও বাহুবল দুই-ই প্রয়োজন হবে।'

'যথা—!' বিস্মিত অর্জুন প্রশ্ন করেন।

'সে যথাসময়েই আলোচনা করব। কৌশলের প্রশ্ন যেখানে সেখানে মন্ত্রগুপ্তির একান্ত প্রয়োজন। তোমাদের তো বলতেই হবে—কারণ এ কর্মের তোমরাই কর্তা। তবে সে সময় এখনও আসে নি। প্রস্তাব তো এখনও পরিকল্পনাহীন কল্পনায় সীমাবদ্ধ। এই বিরাট যজ্ঞের আয়োজনও বিপুল ও বিবিধ। সংকল্প স্থির হলে কর্মপ্রণালীও একটা স্থির করতে হবে। তারপর প্রাথমিক আয়োজন। দিগ্‌বিজয় যাত্রা তার পরের কথা। এখন সে প্রসঙ্গ নিয়ে উত্তেজিত হওয়া অর্থহীন নয় কি ?'

শেষের কথাগুলি বোধ করি যুধিষ্ঠিরের ভাল মতো হৃদয়ংগম হয় নি —তিনি সেই পূর্বের একটি শব্দ নিয়েই চিন্তা ও অস্বস্তি ভোগ করছিলেন। এখন বেশ একটু জোর দিয়েই বললেন, 'কৌশল—মানে মিথ্যাচরণ নয় তো ? শুভকার্যের সূচনাতে কোন মিথ্যা বা অসদাচারণ থাকে তা আমার ইচ্ছা নয়।'

এ প্রশ্নের উত্তরে শ্রীকৃষ্ণের কণ্ঠস্বর ঈষৎ যেন কঠিন হয়ে উঠল, 'মহারাজ, মিথ্যাচরণ বা মিথ্যাভাষণ ব্যতিরেকেও কৌশল অবলম্বন করা যায়। কিন্তু, আপনি শাস্ত্রজ্ঞ, শাস্ত্রকার সর্বজ্ঞ ঋষিগণের উপদেশ আপনার অজানা নেই। দেহ ধারণ করলে, সংসারধর্ম পালন করতে হলে মিথ্যাভাষণ যে প্রায় অনিবার্য, এ তাঁরা জীবন-অভিজ্ঞতার দ্বারা উপলব্ধি করেছিলেন। ধর্মরাজ যুধিষ্ঠির—এই নাম আর সত্যনিষ্ঠা আপনার এই অল্প বয়সেই অনেকের কাছে—বিশেষ পরিচিতদের মধ্যে প্রায় একার্থ হয়ে গেছে। তবু আমি বলছি, এ দেহ পরিত্যাগ করার পূর্বে আপনাকেও হয়ত মিথ্যা বলতে হবে। শাস্ত্রে আছে, সত্য বলাই ধর্মসঙ্গত, সত্যই শ্রেষ্ঠ, কিন্তু সর্বথা সত্যানুসারে কর্মের অনুষ্ঠান উচিত কিনা তা স্থির করা একান্ত দুরূহ। যেখানে মিথ্যা বললে হিত হয় এবং সত্য মিথ্যার মতো অনিষ্টকর হয়ে ওঠে সেখানে সত্য বলা অনুচিত, মিথ্যা বলাই কর্তব্য। এমন কি কোন কোন ক্ষেত্রে মিথ্যা বলায় অধর্ম হয় না, সে সম্বন্ধে শাস্ত্রকারদের বিধান অতিশয় সুস্পষ্ট। বিবাহকালে, পরিহাসছলে, রতিসম্প্রয়োগে, প্রাণ-সংশয়ে, সর্বস্ব যেখানে বিনষ্ট হ'তে বসেছে, স্ত্রীলোকের কাছে এবং পরের উপকারের জন্য মিথ্যা বলায় দোষ নেই।* হে ভারত-অগ্রগণ্য, আপনি সেই ষড়শীতিসংখ্যক ক্ষত্রিয় নৃপতিদের কথা চিন্তা করুন দেখি—যারা কেবলমাত্র মগধাধিপতি অপেক্ষা দুর্বল এই অপরাধে কারাগৃহে অসীম দুঃখভোগ করছে, যাদের শেষ পর্যন্ত সংকল্পিত শতসংখ্যা পূর্ণ হলেই বলিদান দেওয়া হবে বলে জরাসন্ধ ঘোষণা করেছেন ! বহু সজ্জন ও ব্রাহ্মণ এ মদগর্বীর কাছে অকারণে লাঞ্ছিত হচ্ছে। অবিরত অকারণ যুদ্ধযাত্রায় বহু ব্যক্তি নিহত হচ্ছে—এ শুধু তাঁর যুদ্ধবিলাস চরিতার্থ করতেই নয় কি ? জরাসন্ধ বার বার মথুরা আক্রমণ করেছেন, কেবলমাত্র কন্যাদের অনুরোধে—কিন্তু তার ফলে উভয় পক্ষে কত লোক হতাহত হয়েছে তা অনুমান করতে পারেন ? এমন লোককে কৌশলে বা মিথ্যাচরণের দ্বারা ধরাপৃষ্ঠ হ'তে অপসারিত করাও শ্রেয়—তাতে যদি কোন পাপ হয় তাহলে পাপ ও পুণ্য এই দুই শব্দের সংজ্ঞাই মিথ্যা !'

---

* **মহাভারত কর্ণপর্ব, ১৬শ অধ্যায় ; আদিপর্ব, ১১শ অধ্যায় দ্রষ্টব্য।**

॥ ১৭ ॥

জরাসন্ধ নিহত হবার পর বহুদিন পর্যন্ত ফাল্গুনী বিমর্ষ হয়ে রইলেন, কোন কাজ বা আলোচনাতেই যেন আর তাঁর রুচি বা উৎসাহ রইল না। এতগুলি সদ্যমুক্ত নৃপতির সাধুবাদ, উল্লাস ও কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন, চতুর্দিকে উত্থিত ধন্য ধন্য রবও তাঁকে তৃপ্ত করতে বা তাঁর মানসিক গ্লানি দূর করতে পারল না।

স্নাতকের ছদ্মবেশে, এক প্রকার মিথ্যা পরিচয়ে, ভৃত্যাদি বা অন্তরঙ্গ পরিজনদের যাতায়াতের পথে অন্বার দিয়ে পুরপ্রবেশ ক'রে একেবারে বাস-কক্ষে উপনীত হয়ে অতর্কিতে মল্লযুদ্ধে আহ্বান করা—এ যদি চৌরকার্যের মতো গর্হিত বা কাপুরুষের আচরণ না হয় তো, সে কোন্ আচরণ, কাকে বলে তা তিনি জানেন না। যে কোন প্রকারে, ছলে বা কৌশলে কার্যসিদ্ধিই বীরের কর্ম বা ধর্ম নয়। সদ্বংশজাত ক্ষত্রিয়ের শস্ত্রশিক্ষার উদ্দেশ্যও তা নয়। অথচ বাসুদেবের পরামর্শে সেই কাজই তো করতে হ'ল তাঁদের। জরাসন্ধকে মল্লযুদ্ধে আহ্বান ক'রে তিনি এমন ভাবেই বৃকোদরকে এগিয়ে দিলেন যাতে বীর দীর্ঘাঙ্গ জরাসন্ধ তাকেই প্রতিযোদ্ধা নির্বাচন করেন।

এও অর্জুনের ক্ষোভের কারণ। তিনি এতদিনের সযত্ন-শিক্ষা প্রয়োগের কোন সুযোগই পেলেন না। জরাসন্ধ তাঁকে বালক জ্ঞানেই পরিহার ক'রে ভীমসেনের সঙ্গে বল পরীক্ষার ইচ্ছা প্রকাশ করেছিলেন। অর্জুন তাঁর সঙ্গে মল্লযুদ্ধ করে পরাজিত হলে লজ্জিত হতেন—নিজের কাছে এমন অপমানিত হতেন না। নিজেকে এমন ক্ষুদ্র মনে হ'ত না।

আশ্চর্য, বাসুদেবের মতো এমন স্থির বুদ্ধি, বিরাট প্রজ্ঞা ও সূক্ষ্ম বিবেচনা এতকালের মধ্যে আর কারও যে দেখেছেন বলে তো মনে পড়ে না। এমন অত্যুত্তম মানুষ কী ক'রে অনায়াসে এই নীচজনোচিত কার্যে প্রবৃত্ত ও প্রবুদ্ধ করলেন তাঁদের—বিশেষ ভীমসেনকে! সে কথা মনে হ'লে অন্ধকার গৃহেও আরক্ত হয়ে ওঠেন ফাল্গুনী। দর্পণে বা নবনির্মিত প্রাসাদের জলাশয়ে নিজের প্রতিবিম্বের দিকে তাকাতে লজ্জা বোধ হয়। ক্রমাগত ত্রয়োদশ দিন যুদ্ধ ক'রে চতুর্দশ দিবসে শ্রান্ত জরাসন্ধ ক্ষণকালের জন্য নিবৃত্ত হয়ে যখন কেবমাত্র ঈষৎ নিঃশ্বাস-গ্রহণ-অবসরের জন্য আকুলতা প্রকাশ করেছেন, তখন তাঁর সেই দুর্বল ভগ্নোন্মুখ অবস্থার দিকে ইঙ্গিত করার জন্যই বাসুদেব বললেন, 'ভীম, ক্লান্ত শত্রুকে অধিক পীড়ন করলে তাঁর প্রাণহানি হতে পারে—অতএব এখন তুমি মৃদু মৃদু বাহুাঘাত দ্বারা কোনমতে যুদ্ধের অবস্থাটা রক্ষা ক'রে যাও।' ভীম সে ইঙ্গিত বুঝেই সেই ক্লান্ত মহাবলধর জরাসন্ধকে সবলে ঘূর্ণিত, উৎক্ষিপ্ত ও পিষ্ট ক'রে নিহত করলেন। সে সময় অর্জুনের মনে হয়েছিল—এর চেয়ে তাঁর নিজের হত হওয়াও শ্রেয় ছিল! ছি! মধ্যমাগ্রজ এ কী করলেন!

কিন্তু বিরাট-পুরুষ বাসুদেব নির্বিকার। তিনি প্রশংসাই করলেন ভীমসেনকে, অজস্র স্তুতি করলেন। তিনি যে যৎপরোনাস্তি তৃপ্ত ও সিদ্ধকাম হয়েছেন—সে বিষয়েও কোন সংশয় রইল না।

এবং অনুযোগের উত্তরে অর্জুনকে বরং মৃদু তিরস্কারই করলেন। বললেন, 'পূর্ব পূর্ব কালে কোন কোন দানব তপস্যার দ্বারা, শস্ত্রাভ্যাসের দ্বারা, শিক্ষা, মনন ও একাগ্রতার দ্বারা অপরাজেয় হয়েছিলেন কিন্তু পরবর্তী কালে উদ্ধত ও ক্ষমতাগর্বিত সেই সব দানবরাই তপস্যা সদ্‌বুদ্ধি ত্যাগ ক'রে মানবের মহাশত্রুতে পরিণত হয়েছিলেন, স্বয়ং ভগবান বা মহাশক্তিকে বার বার অবতীর্ণ হতে হয়েছে সেই অশুভ নাশের জন্য—সেই মদোদ্ধত অত্যাচারী দানবদের ধ্বংসের জন্য। নৈকষেয় রাবণও মহাতপস্বী ও মহাবীর ছিলেন। সেই রাবণের শক্তিকে চূর্ণ ও ধ্বংস করার জন্য ভগবান রামচন্দ্র রাবণের অনুজকে কবলিত ক'রে যুদ্ধের আগে গৃহসন্ধান নিয়েছিলেন। বিভীষণের সাহায্যে চোরের মতো গোপন পথে নিকুম্ভিলা যজ্ঞাগারে গিয়ে উপবাসী যজ্ঞসংকল্পিত মেঘনাদকে বধ করেছিলেন রামানুজ লক্ষ্মণ। তারও পূর্বে বলিকে দমন করতে বামন-রূপ ধরে ভগবান রীতিমতো মিথ্যাচরণ, ছলনাই করেছিলেন। সিংহ প্রভৃতি অরণ্যের হিংস্র পশু বধ করতে মানুষ নখদন্ত ব্যবহার করে না, ছলনা ও লৌহাস্ত্রের আশ্রয় নেয়। তারা কি পাপাচরণ করে? তোমরা শিকারে গিয়ে যখন মৃগ শশক প্রভৃতি নিরীহ পশুদের বধ করো, নিজেদের রসনা-তৃপ্তির জন্য, তখন তোমার এসব নীতিজ্ঞান কোথায় থাকে? জরাসন্ধ তাঁর থেকে দুর্বল নৃপতিদের বিনা কারণে পর্যুদস্ত লাঞ্ছিত ক'রে অশেষ কষ্টের মধ্যে কারাগারে বন্দী ক'রে রেখেছিলেন—সেটা দুর্বলতার সুযোগ গ্রহণ নয়? ফাল্গুনী, সংসার—বিশেষ রাজকার্যের হিসাব বড় জটিল। বিনা বিচারে বা বিবেচনায় কতকগুলো পুরাতন নীতিবোধ ও মূল্যবোধকে আঁকড়ে ধরে থেকো না, বহুদিন ধরে প্রচলিত আছে বলেই কোন ধারণা বা বিশ্বাস সত্য হয়ে ওঠে না। তাদের অভ্রান্ত বলে মনে করারও প্রয়োজন নেই। আর মায়া মমতা অত অস্থানে বিতরণ করো না। যদি কোন দিন যুদ্ধক্ষেত্রে গিয়ে দেখ আত্মীয়রা আত্মীয়দের অন্যায় যুদ্ধে পরাজিত করছে, প্রবীণ বিখ্যাত যোদ্ধারা কৌশলে সকলে মিলে একটা সামান্য বালককে বধ ক'রে জয়গৌরবে উৎফুল্ল হচ্ছে—বিস্মিত কি দুঃখিত হয়ো না। পৃথিবীর নিয়ম মনে ক'রে সান্ত্বনা লাভ ক'রো।'

কথাগুলো যে সত্য তা অর্জুনও স্বীকার করতে বাধ্য হন। তবু কোথায় যেন অন্যায়বোধের কাঁটাটা মন থেকে যেতে চায় না। মনে হয় শ্রীকৃষ্ণ অকারণেই ভয় পেয়েছিলেন, গাণ্ডীব হাতে থাকতে তাঁকে জরাসন্ধ পরাজিত করতে পারতেন না।

অবশ্য বেশী দিন বিমর্ষ কি অভিমানাহত থাকার অবসরও দিলেন না বাসুদেব।

তাঁরই উপদেশে ও যুধিষ্ঠিরের নির্দেশে অবিলম্বে এঁদের দিগ্‌বিজয় যাত্রা করতে হ'ল।

চার ভাই সসৈন্যে চার দিকে যাত্রা করলেন। অর্জুন গেলেন উত্তর দিকে,

ভীমসেন পূর্ব দিকে, সহদেব দক্ষিণে ও নকুল পশ্চিমে।

এই দিগ্বিজয় যাত্রাতেই অর্জুনের ক্ষোভ লজ্জায় পরিণত হ'ল, তাঁর বীরত্বের অহমিকাও খর্ব হ'ল কিছু।

কয়েকটি দেশের নৃপতিদের কাছ থেকে সম্রাটের প্রাপ্য সম্মানকর গ্রহণ ক'রে—তাঁদের আনুগত্য স্বীকার করিয়ে প্রাগ্‌জ্যোতিষপুরে গিয়ে উপস্থিত হলেন। সেখানে প্রবীণ অধিপতি ভগদত্ত দুর্ধর্ষ বীর এবং কৌরবদের প্রতি সমধিক প্রীতিসম্পন্ন। তিনি সহজে বশ্যতা স্বীকার করবেন কেন ? অর্জুনও তা আশা করেন নি, তেমনি ভগদত্তকে পরাজিত করা কঠিন হবে এমনও কল্পনা করেন নি। কিন্তু অষ্টাহ ব্যাপী ভয়ঙ্কর যুদ্ধ চলার পরও কোন পক্ষই অপরকে পরাজিত করতে পারলেন না।

তখন ভগদত্তই অবশ্য সহাস্য ও সস্নেহ-বচনে বললেন, 'বৎস, আমি তোমার পিতৃবন্ধু, তুমি আমার পুত্রতুল্য। তোমার শৌর্যে আমি প্রীত হয়েছি, আমার সমযোদ্ধা হবারই উপযুক্ত তা স্বীকার করছি। তোমার প্রতি আমার কোন বিদ্বেষ বা অসূয়া নেই, তোমাকে বধ করার ইচ্ছা তো নেইই। তোমার বল পরীক্ষা করার জন্যেই এইটুকু যুদ্ধ করা। তুমি কি চাও বল, আমি সন্তুষ্টচিত্তেই তা দিচ্ছি।'

দিলেনও তা। রাজচক্রবর্তীর প্রাপ্য হিসেবে নানাবিধ ধনরত্ন বস্ত্র হস্তী আদি প্রসন্ন মনেই দিলেন ধনঞ্জয়কে।

পরাজয় হ'ল না ঠিকই, তবু অর্জুনের মনে হ'ল—অন্তরীক্ষে এবং দূরে থেকেও বাসুদেব ঈষৎ সানুকম্পা বিদ্রূপের হাসি হাসছেন।

ভগদত্ত তাঁকে পরাজিত করতে পারেন নি সত্য কথা, তেমনি নিজেও পরাজিত হন নি। ক্লান্তও হন নি। হয়ত এমন আরও সপ্তাহকাল যুদ্ধ চললে হ'তে পারতেন—সে সম্ভাবনা ধনঞ্জয় সম্বন্ধেও ছিল। ভগদত্তর সঙ্গে যুদ্ধেই এই অবস্থা, জরাসন্ধর সঙ্গে যুদ্ধ করতে গেলে কী হ'ত তা কে জানে। হয়ত বা পরাজিতই হতেন। জরাসন্ধর বধ্য নৃপতিদের শত সংখ্যা পূরণে আরেকটি সংখ্যা যোগ হ'ত।

আরও একটি আঘাত পেলেন অর্জুন, মানস সরোবর পার হয়ে চির-তুষারাবৃত হরিবর্ষে পৌঁছে। সেখানকার প্রধান প্রবেশপথে প্রহরারত রাজ্য-রক্ষীরা ওঁদের আগমনে ভীতও হলেন না, রুষ্টও হলেন না. উগ্রতা কিংবা যুদ্ধেচ্ছাও প্রকাশ করলেন না। বরং যেন, বালকোচিত অবোধ আচরণ দেখলে অভিভাবকরা যেমন সস্নেহে প্রশ্রয়ের হাসি হাসেন, তেমনি ভাবেই মৃদু হাস্য করলেন. বললেন, 'ভদ্র, এখানে প্রবেশের বৃথা চেষ্টা করো না। এটা তুষার-মরুর দেশ. এ দেশ সর্বদা নিবিড় দুর্ভেদ্য নিশ্ছিদ্র সর্বাবলোপ-কারী কুহেলিকায় আচ্ছন্ন থাকে। এখানে প্রবেশ করলে তুমি কোন প্রতি-দ্বন্দ্বী বা প্রতিপক্ষকে দেখতে পাবে না. কিন্তু যারা এদেশবাসী, এই চিরকুহেলিকায় অভ্যস্ত, তারা ইচ্ছা করলে অনায়াসে অতর্কিতে তোমাকে ও তোমার সঙ্গীদের বধ করতে পারবে। এখানে প্রকৃতিও ভয়ংকরী. বস্তুত তিনিই তোমাদের প্রতিপক্ষ। কোন সাধারণ মানুষই এখানে প্রবেশ ক'রে আজ পর্যন্ত জীবিত প্রত্যাবৃত্ত হ'তে পারে নি। কোথাও অতলস্পর্শী তুষারকর্দম—পদক্ষেপ মাত্রে সে অতলে নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে, কোথাও বা প্রায় শূন্যাবলম্বী শিথিল বিরাট হিমবাহ. সামান্য পদশব্দেও মহাভয়ংকর শব্দে

নেমে এসে শব্দকারীকে সদলে সমাহিত করবে। যে এখানে জন্মগ্রহণ করে নি, সে এখানে মুহূর্তকালও জীবিত থাকতে পারবে না। আর বলপ্রয়োগ বা শক্তি পরীক্ষার প্রয়োজনই বা কি? তোমাদের যদি কোন প্রার্থনা বা অভীপ্সা থাকে তো বল, সাধ্য থাকলে আমরা হৃষ্টচিত্তেই তা পূরণ করব।'

চেয়ে দেখলেন ধনঞ্জয়। কিন্তু তাতে নেত্র উন্মীলনই সার হ'ল। কিছুই দেখা গেল না। কোথাও কোন পাদপ, শস্য এমন কি শষ্পের শ্যামলিমাও নয়ন-গোচর হয় না। দৃষ্টি চলেও না বেশীদূর। বোধ হয় এখানে চন্দ্র-সূর্যের আলোক প্রবেশ করে না, তুষারেরই একটা প্রতিফলিত অনৈসর্গিক অপ্রাকৃত আলোক মাত্র ভরসা, তাও কুহেলিকায় আবৃত, ছায়ান্ধকার ক'রে রেখেছে সে নিবিড় সূচীভেদ্য বাষ্পাভ কুহেলিকা। যেন একটা ভয়াবহ, অজ্ঞেয়, অজ্ঞাত রহস্যে ঢাকা এ সমগ্র ভূখণ্ড। যে দেশে কেউ ইন্দ্রিয়গোচর নয়, কেউ ঈর্ষা প্রকাশ করে না, অপরের ঈর্ষা প্রতিহত করার চেষ্টাও করে না—সে দেশে কার সঙ্গে যুদ্ধ করবেন তিনি?

অগত্যা অর্জুনকে তাঁর বক্তব্য সেখানেই বলতে হ'ল। রক্ষীবাহিনী প্রসন্ন ঔদার্যের সঙ্গেই তাঁর ইচ্ছা পূরণ করলেন। ওদেশের নিজস্ব কিছু কিছু অস্ত্র এবং দীর্ঘলোমাকৃত পশুচর্ম দিলেন সম্রাটের কর স্বরূপ। সেই সঙ্গে কিছু মূল্যবান মণিরত্ন, সম্রাট আভরণ হিসাবে ব্যবহার করবেন—এই ইচ্ছা প্রকাশ ক'রে।

প্রাপ্য পেলেন, অভীষ্ট পূর্ণ হ'ল, কার্য সিদ্ধ—বিনা যুদ্ধে বিনা রক্তপাতে এমন কি কোন প্রকারের তিক্ততা ব্যতিরেকেই—তবু অর্জুন নিজেকে পরাজিত ও অসম্মানিত বোধ করতে লাগলেন। এখানে প্রতিপক্ষকে দেখা মাত্র গেল না, দেখা করলই না কেউ, যেন তাচ্ছিল্যের সঙ্গেই নীরব ও অদৃশ্য রইল তারা। শুধু প্রাকৃতিক অবস্থান ও পরিবেশের কাছেই পরাভূত হয়ে সে উপেক্ষা নিরুত্তরে সহ্য করতে হ'ল। এই মানুষের শৌর্য ও বীর্যের পরিমাণ ও পরিণাম! এরই অহঙ্কারে তিনি বাসুদেবের ভীরুতা প্রকাশ ও কৌশল অবলম্বনের প্রস্তাবে ও শত্রুর শারীরিক দুর্বলতার সুযোগ নেওয়ার নির্দেশে—হীনজনোচিত আচরণ ভেবে ক্ষুব্ধ হয়েছিলেন? ধিক্!

অবশ্য আর কোথাও কোন অসুবিধা হয় নি।

সামান্য সামান্য যুদ্ধ যে না করতে হয়েছে তা নয়, কিন্তু সর্বত্রই পাণ্ডব-ভ্রাতারা অনায়াসে জয়লাভ করেছেন। একমাত্র মাহিষ্মতীতে গিয়ে সহদেব একটু বিপন্ন হয়েছিলেন। মাহিষ্মতী ঠিক নারীশাসিত না হলেও নারীরাই প্রধান সে রাজ্যে। সেখানে পুরনারীরা প্রকাশ্যেই স্বৈরিণীর জীবন যাপন করে কিন্তু সে আচরণকে কেউ দোষাহ মনে করেন না। বোধ হয় তাদের শাসন করা সাধ্যাতীত বলেই সে চেষ্টা কেউ করে নি। কিন্তু রণক্ষেত্রে দেখা গেল তারা দুর্ধর্ষ, দুর্মর। ফলে, সহদেবকে হয়ত পরাজয় স্বীকার ক'রে রাজধানীতে সাহায্য প্রার্থনা ক'রে পাঠাতে হ'ত শেষ পর্যন্ত হয়ত বা ফাল্গুনীরই আগমন আবশ্যক হয়ে পড়ত কিন্তু সে অপমান থেকে কনিষ্ঠ পাণ্ডবকে রক্ষা করলেন রাজজামাতা অগ্নি। তাঁরই পরামর্শে ও মধ্যস্থতায় একটা সন্ধি স্থাপিত হ'ল, রাজা নীল নিয়মরক্ষা মতো একটু সামান্য করও দিলেন, যজ্ঞে উপস্থিত থাকবেন সে প্রতিশ্রুতিও পাওয়া গেল। সহদেব

স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে বাঁচলেন।

এটা আকস্মিক, মাহিষ্মতীকে কেউ সংকটকেন্দ্র বলে গণ্য করেন নি। বরং কিছু দুশ্চিন্তার কারণ ছিল পূর্বদিকেই।

চেদীরাজ শিশুপাল জরাসন্ধের প্রতি মৈত্রীভাবাপন্ন ছিলেন। যিনি তাঁকে সদ্য নিহত ক'রে এসেছেন সেই ব্যক্তি সম্বন্ধে শিশুপালের মনোভাব কেমন হবে তা নিয়ে একটু আশঙ্কা সকলেরই ছিল। কিন্তু শিশুপাল সে আশঙ্কাকে অমূলক প্রমাণিত ক'রে বেশ সাদরে ও সসম্মানেই অভ্যর্থনা করলেন ভীমসেনকে। প্রাথমিক আপ্যায়ন ও কুশল প্রশ্ন শেষ হ'তে সহাস্যেই এই শুভাগমনের অভিপ্রায় জিজ্ঞাসা করলেন, এবং তা জ্ঞাত হবার পরও তাঁর অমায়িকতা বা আত্মীয়বৎ ব্যবহার খর্ব হ'ল না। যুধিষ্ঠির সর্বথা রাজচক্রবর্তী হওয়ার উপযুক্ত—এ সত্য তিনি সহজেই মেনে নিলেন। প্রচুর কর ও উপঢৌকন দিলেন—তারপরও ভীমসেনকে ছাড়তে চাইলেন না। তিনি ভোজনপ্রিয় এই খ্যাতি সুদূর চেদীতেও এসে পৌঁচেছিল। শিশুপাল সেজন্য এত প্রচুর ও বহুবিচিত্র ভোজ্যের ব্যবস্থা করলেন যে ভীম প্রায় পক্ষকাল সেখানে থেকে গেলেন—এর পূর্বে সে স্থান ত্যাগ করতে পারলেন না।

চেদীরাজ থেকেও পান্ডবদের আশঙ্কা ছিল অঙ্গরাজ কর্ণ সম্বন্ধে। অঙ্গ কৌরবদের আশ্রিতরাজ্য, মিত্ররাজ্যও। তাছাড়াও কারণ ছিল বিরাগ বা বিদ্বেষের। কর্ণ মহেন্দ্রদুর্লভ শৌর্যের অধিকারী ও অলোকসাধারণ উদার চরিত্র হওয়া সত্ত্বেও সামান্য কুলে জন্মগ্রহণ করার জন্য কোন ক্ষেত্রেই তাঁর যোগ্য মর্যাদা পান নি। কৈশোর বয়সে বহু ক্লেশে শ্রেষ্ঠ যোদ্ধা ভার্গবের কাছে অস্ত্র শিক্ষা করেছিলেন। কিন্তু সম্যক ক্ষেত্র পান নি তার পরিচয় দেবার। শেষে ভাগ্যান্বেষণে হস্তিনায় এসে পান্ডবদের অস্ত্রশিক্ষা পরীক্ষার রঙ্গক্ষেত্রে গিয়ে সেদিনের শ্রেষ্ঠ ধনুর্ধর অর্জুনের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় অবতীর্ণ হতে চেয়েছিলেন কিন্তু ভাস্করের মতো তেজস্বী এই তরুণের আকস্মিক আবির্ভাব ও স্পর্ধাপ্রকাশে পরীক্ষার প্রধান উদ্যোক্তা আচার্য কৃপ একটু ভীতই হয়ে পড়েছিলেন, পাছে তাঁর আশ্রয়দাতাদের সন্তান ও এক সময়ের ছাত্র অর্জুন শেষ পর্যন্ত হতমান হন—এই আশঙ্কায়, কর্ণ সূত বা সারথি-পুত্র, রাজপুত্রদের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার অযোগ্য—এই অছিলায় তাঁকে সে ন্যায্য অধিকার থেকে বঞ্চিত করেছিলেন।

এ-ই ক্ষোভের আরম্ভ, শেষ নয়।

ওঁর তেজঃপুঞ্জ আকৃতি ও উদার প্রশস্ত ললাট দেখে অনেকেই আকৃষ্ট হয়েছিলেন, পান্ডবযশ-ঈর্ষী দুর্যোধনও তাঁদের মধ্যে অন্যতম। তিনি সেই মুহূর্তেই ওঁকে করদরাজ্য অঙ্গের অধিপতি রূপে ঘোষণা করলেন ও তদ্দণ্ডেই যথারীতি শাস্ত্রানুযায়ী অভিষেকের ব্যবস্থা করলেন। কিন্তু সে পর্ব শেষ হ'লে কর্ণ আবার যখন ধনুকে হাত দিয়েছেন—'রাজমাতা কুন্তী মূর্ছিতা হয়ে পড়েছেন' এই রব তুলে আচার্য কৃপ পরীক্ষার সমাপ্তি ঘোষণা ক'রে দিলেন।

ভাগ্য! জন্মলগ্নে প্রতিকূল নক্ষত্রাবস্থানের জন্য দেব-অংশে জন্মগ্রহণ ক'রেও তিনি পিতৃপরিচয়ে বঞ্চিত। কুন্তীরই পুত্র তিনি, কলঙ্কিত-পরিচয় কানীন পুত্র, কিন্তু সে-পরিচয় তখনও পর্যন্ত কেউ জানত না, কর্ণ নিজেও

না। এক মৃৎপাত্রে সদ্যোজাত শিশু ভেসে যাচ্ছে, ঐ বয়সেই সে তেজঃপুঞ্জ কান্তি, সহজাত কবচ ও কুণ্ডলধারী—দেখে সারথি অধিরথ দয়ার্দ্র হয়ে তুলে গৃহে এনেছিলেন, এবং পুত্রবৎ লালন করেছিলেন। সেই সূত্রেই তাঁকে সকলে সূতপুত্র বলে জানে।

অবশ্য এ পরিচয় জানলেও যিনি জন্মক্ষণে মাতৃত্যক্ত শিশুর জীবন ও প্রাণরক্ষা করেছেন, তাঁর পরিচয় কর্ণ ত্যাগ করতেন কিনা সন্দেহ। সে-প্রকৃতির অকৃতজ্ঞ সুযোগসন্ধানী ছিলেন না কর্ণ।

অথচ এই পরিচয়ের জন্যই পাঞ্চাল স্বয়ম্বর সভায় দ্রৌপদী তাঁকে মর্মান্তিক অপমান করেছেন। সর্বপ্রকার যোগ্যতা সত্ত্বেও স্বয়ম্বরের পণ পরীক্ষা করার ন্যায্য সুযোগ দেওয়া হয় নি তাঁকে। ধৃষ্টদ্যুম্ন পণ ঘোষণা করার সময় কোন বৃত্তিগত বা জাতিগত বাধা উল্লেখ করেন নি। তৎসত্ত্বেও দ্রৌপদী বলেছিলেন, 'সূতপুত্রের কণ্ঠে বরমাল্য দানের পূর্বে আমি আত্ম-হত্যা করব, সেও শ্রেয়।' কর্ণ তখন অনায়াসে পূর্বের ঘোষণা স্মরণ করিয়ে নিজের দাবী প্রতিষ্ঠা করতে পারতেন কিন্তু সে প্রবৃত্তি তাঁর হয় নি। তিনি করুণমধুর হেসে অভয় ও আশ্বাস দিয়েছিলেন, 'কল্যাণী তুমি সুখী হও, সুখে থাকো। আমার জন্য তোমায় অকালে জীবন নষ্ট করতে হবে না।'

কে জানে অত্যন্ত রূঢ় ও অন্যায় আচরণের, অকারণ অপমানের এই মার্জিত ভদ্র প্রতিশোধ সেদিন দ্রৌপদী উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন কি না!

সে যাই হোক, পাণ্ডবদের সম্বন্ধে তাঁর ঈর্ষা ও বিদ্বেষ স্বাভাবিক। সেক্ষেত্রে তিনি বিনাযুদ্ধে কর দেবেন তা কেউ আশা করেন নি। ভীমও যুদ্ধের জন্যই প্রস্তুত ছিলেন। কিন্তু কর্ণ সে দিক দিয়েই গেলেন না, বরং সপার্ষদ প্রত্যুদ্গমন ক'রে এসে আন্তরিক প্রীতিনিষেকের সঙ্গেই ভীমকে অভ্যর্থনা করলেন, সবিনয়েই আপ্যায়ন ও আতিথ্যগ্রহণের আমন্ত্রণ জানালেন।

তবু ভীম একটু সন্দিহান ছিলেন। ভ্রূকুঞ্চিত ক'রে বললেন, 'কিন্তু আমি সুদ্ধমাত্র বন্ধুত্ব স্থাপন বা প্রীতিবিনিময়ের জন্যেই আসি নি। মহারাজচক্রবর্তী পাণ্ডবশ্রেষ্ঠ যুধিষ্ঠির রাজসূয় যজ্ঞের অভিলাষ করেছেন, ভারতখণ্ডের তাবৎ রাজন্য কর দিয়ে বশ্যতা স্বীকার না করলে সে যজ্ঞ সম্ভব নয়। আমি সেই কর সংগ্রহের জন্যই এসেছি। এ তথ্য জেনেও আমাকে অভ্যর্থনা করবেন কিনা ভেবে দেখুন। কর পাওয়া যাবে—এ প্রতিশ্রুতি না পেলে আপনার আতিথ্যগ্রহণ করতে পারব না—কারণ কারও আতিথ্যগ্রহণ করার পর তার সঙ্গে যে যুদ্ধ করে সে কাপুরুষ ও কুলাঙ্গার।'

কর্ণ প্রায় বলপ্রয়োগে তাঁকে বক্ষলগ্ন ও আলিঙ্গনাবদ্ধ ক'রে বললেন, 'প্রিয়বর, কর্ণের কাছে প্রার্থী হয়ে এসে কেউ ফিরে যায় না—এরকম একটা জনশ্রুতি আছে। তুমি কি তা শোন নি?'

'কী বিপদ! সে তো ভিক্ষা, যাচ্ঞা। আমি এসেছি সম্রাটের প্রাপ্য কর চাইতে।' ভীম যেন একটু বিমূঢ়ই হয়ে পড়েন।

'সেও তো প্রার্থনা। কর প্রার্থনাই করতে এসেছে, বশ্যতাও—তুমি চাইছ। ভিক্ষা শব্দে আমার আপত্তি আছে। প্রার্থীর প্রার্থনা, অভিলাষীর অভিলাষ পূর্ণ করা মানুষের পক্ষে একটা মহান সুযোগ, যে তা পারে সেই কৃতজ্ঞ, কৃতার্থ হয়। আমি তোমার কাছে সেই পুণ্য সুযোগই প্রার্থনা করছি ভাই

ভীম!'

ভীম লজ্জায় অধোবদন হয়ে স্বীয় রূঢ়তার জন্য ক্ষমাপ্রার্থনা করলেন।

এই অভ্যর্থনাতেই ভীমসেনের বিস্ময়ের অবধি ছিল না, পরবর্তী কয়দিনে সে বিস্ময় ক্রমশঃ তাঁকে বিহ্বল ক'রে দিল।

আদর আপ্যায়ন আতিথ্য এই কয়মাসে প্রচুর পেলেন বৈকি, চেদীরাজ তো আতিথ্যের চূড়ান্ত করেছেন—কিন্তু কর্ণের আচরণ, সস্নেহ সপ্রীতি ব্যবহার যেন ভিন্ন রকম, এর কি বর্ণনা দেবেন ভেবে পান না ভীমসেন। এ আন্তরিকতা অনুভব করা যায়—এর কোন অভিধা দেওয়া যায় না। আত্মীয়বৎ ? না, আত্মীয়ের থেকে অনেক বেশী। জ্যেষ্ঠ সহোদর বহুকাল-পরে প্রত্যাগত অতিপ্রিয় অনুজকে যেমন আদর করেন—কর্ণের আচরণও কতকটা সেই রকম।

বোঝেন না কর্ণ নিজেও। নিজের আচরণ, এই মানসজটিলতা নিজের কাছেই দুর্বোধ্য মনে হয়। এ কী অদ্ভুত অকারণ প্রীতিরস তাঁর চিত্ত হ'তে স্বতঃই উৎসারিত হয় এই ভীমকান্তি রূঢ়ভাষী, অতিখাদ্যলোলুপ ভীমসেনকে দেখে!

বাৎসল্য ? অনেকটা সেই রকমই। মনে হয় বুঝি কোন এক অদৃশ্য বন্ধন তাঁকে অমোঘ আকর্ষণে টানছে এই তরুণটির দিকে, কোন্ এক রহস্য উদ্বেল উত্তাল হয়ে উঠেছে রক্তে। একে সমাদর ক'রে সাধ মেটে না। একে তৃপ্ত ক'রে তৃপ্তি হয় না।

তবু একসময় বিদায় দিতে হয়।

ভীমও যেন অনিচ্ছাতেই একদা সচেতন হয়ে ওঠেন। যত আলস্য বিলাসের আয়োজন থাক—কাজেই এসেছেন, ফিরতে হবে, অযথা কালবিলম্ব করা উচিত নয়—এ তথ্যটাও কিছুতে ভুলতে পারেন না। কর্ণ করস্বরূপ যথেষ্ট অর্থ ও অন্যান্য বস্তু দিয়েছেন। উপহার উপঢৌকনও তার সঙ্গে। প্রার্থীর আকাঙ্ক্ষার অতীত দেওয়াই তাঁর স্বভাব, এক্ষেত্রে অন্তরের তাগিদ যেন আরও বেশী। সুতরাং কালহরণের আর কোন প্রয়োজন নেই ; নিজের বিবেককে বোঝানো যায়—এমন কোন যুক্তিও নেই।

বিদায়কালে সৌজন্য বিনিময় আলিঙ্গন ইত্যাদির সময় কর্ণ আরও এক পাদ অগ্রসর হলেন। আত্মজ বা সহোদর অনুজকে বিদায় দেওয়ার সময় যেমন মস্তক আঘ্রাণ করার রীতি আছে তেমনই করলেন।

ভীম বোধ করি ঠিক এতটার জন্য প্রস্তুত ছিলেন না। তিনি একটু বিহ্বলই হয়ে পড়লেন এই আন্তরিকতায়। এক্ষেত্রে পাদস্পর্শ করাই স্বাভাবিক, রীতিও। সমস্ত সত্তা সেই দিকেই অগ্রসর হ'তে চাইছে। নিতান্ত এ ব্যক্তি নীচজাতীয়, তাঁর প্রণামের যোগ্য নয়—এই কথা স্মরণ ক'রেই সম্বরণ করলেন নিজেকে।

প্রণাম করতে না পারলেও ভীমসেন কৃতাঞ্জলিপুটে তাঁর কৃতজ্ঞতা নিবেদন ক'রে বললেন, 'মহারাজচক্রবর্তী যুধিষ্ঠিরের পক্ষ থেকে আমি আপ-নাকে সসম্মান ও সাদর আমন্ত্রণ পূর্বেই জানিয়েছি, এবার আমার পক্ষ থেকে জানাচ্ছি। আমরা আপনার শুভাগমন প্রত্যাশায় প্রহর গণনা করব। আপনি যে আদর আপ্যায়ন করেছেন তার শতাংশও করতে পারব না হয়ত—আর তা করতে চাইও না। কারও কারও কাছে ঋণী থাকাই সুখের, আপনি সেই

লোক। তবে আশা করছি আদর আপ্যায়ন আতিথেয়তার ত্রুটিবিচ্যুতি আন্তরিকতায় পুরিয়ে যাবে। আপনার বন্ধুত্ব ও প্রীতি লাভ করলে আমার সব ভ্রাতারাই সুখী ও কৃতার্থ বোধ করবেন। আপনি আমাদের পঞ্চভ্রাতার অগ্রজস্থানীয় বন্ধু হয়ে থাকবেন, এ-ই আমার আশা ও প্রার্থনা।'

কর্ণ হাসলেন। করুণমধুর হাসি—ঔদার্যে ঈর্ষায় মেশা। বললেন, 'তোমাদের সব কজন ভ্রাতার সঙ্গেই সৌহার্দ্য স্থাপন সম্ভব—কিন্তু অর্জুন? না, সে ইহজন্মে আর হয়ে উঠবে না!'

'কেন?' বিস্মিত হন ভীমসেন, 'তার সঙ্গে তো কোন শত্রুতার কারণ ঘটে নি আপনার। কখনও কোন প্রকাশ্য আহবে আপনারা পরস্পরের সম্মুখীন হয়েছেন বলেও তো শুনি নি—?'

'না, তেমন ঘটনা ঘটে নি এবং সেইটেই বিদ্বেষের কারণ হয়ে উঠেছে।'

'তার অর্থ?' ভীমসেন আরও বিমূঢ় বোধ করেন নিজেকে।

'শত্রুতা নয়—প্রতিদ্বন্দ্বিতাও নয়—প্রতিযোগিতাই করতে চেয়েছিলাম। প্রতিযোগিতায় পরাজিত হতাম অথবা জয়লাভ করতাম। তাতে বৈরিতা বা বিদ্বেষের কোন প্রশ্ন থাকত না। কিন্তু সে সুযোগ বা অবসর আমাকে দেওয়া হয় নি। দু-দুবার সে চেষ্টা করে ব্যর্থ হয়েছি। তুচ্ছ কারণে আমার প্রার্থনা প্রত্যাখ্যাত হয়েছে—ভিক্ষার্থী ভিক্ষা পায়, আমি তাও পাই নি। একবার তোমাদের পরীক্ষা-রঙ্গশালায় আর একবার দ্রৌপদীর স্বয়ম্বরে।'

'কিন্তু তার মধ্যে তো অর্জুনের কোন হাত ছিল না!'

'সেও যেমন সত্য তেমনি আমার এই ব্যর্থতার জ্বালা, অবিচারের এই চিত্ত-ক্ষোভও সত্য। একবার প্রতিযোগিতার ন্যায্য সুযোগ থেকে বঞ্চিত হয়েছি ক্রূরমনা এক ব্রাহ্মণের কৌশলে আর একবার বঞ্চিত হয়েছি এক স্ত্রীলোকের অর্থহীন জাতি-অভিমানে। রাজকীয় ঘোষণাও মিথ্যা ক'রে দিয়েছেন তিনি। যেটা সাময়িক প্রতিযোগিতায় শেষ হয়ে স্থায়ী বন্ধুত্বের সম্পর্কে পরিণত হতে পারত, সেটাই তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতার আকার ধারণ করেছে আমার মনে, ক্রমশঃ বৈরিতায় পরিণত হয়েছে।...না, এখন আর সখ্য সম্ভব নয়। এখন অর্জুনের সঙ্গে কোন সম্মুখযুদ্ধে অবতীর্ণ না হতে পারা পর্যন্ত আমার শান্তি বা স্বস্তি নেই, শস্ত্রচালনায় কে অধিকতর পারদর্শী সেটা প্রমাণিত না হওয়া পর্যন্ত।...আর, সে যুদ্ধের ফলাফলও জানি—হয় অর্জুন নয় কর্ণ বিদায় নেবে এ ধরাপৃষ্ঠ থেকে। সুতরাং এ জন্মে তার সঙ্গে মিত্রতা সম্ভব হবে না ভাই বৃকোদর। মৃত্যুতে আমার দুঃখ নেই, তার জন্য বিন্দুমাত্রও চিন্তিত নই, শুধু তার আগে আমি এই সত্যই প্রতিষ্ঠিত করতে চাই যে যোদ্ধা হিসেবে শস্ত্রশাস্ত্রজ্ঞ হিসেবে অর্জুনের থেকে কোন অংশেই আমি হীন বা নিকৃষ্ট নই। এই-ই এখন আমার ধ্যানজ্ঞান, স্বপ্ন।'

॥ ১৮ ॥

পাণ্ডবরা সসম্মানে ও সবিনয়েই চতুর্দিকে নিমন্ত্রণ পাঠিয়েছিলেন। শত সহস্র ব্রাহ্মণ সে কার্যে নিযুক্ত হয়েছিল ; স্বয়ং সহদেবকে এই সুকঠিন কার্যের ভার দেওয়া হয়েছিল, নিমন্ত্রিতের তালিকা প্রস্তুত করার। কারণ তিনি ধীর স্থির হিসাবী। আর কোনও কার্যে তিনি লিপ্ত হয়ে না পড়েন বা তাঁর উপর কেউ অন্য কোন কার্যের ভার না দেন—সে বিষয়ে মহারাজ-চক্রবর্তীর পরিষ্কার নির্দেশ ছিল।

বস্তুত তিনি নিজেও এ বিষয়ে বিশেষ চিন্তান্বিত ছিলেন।

যাঁদের সঙ্গে যুদ্ধ ক'রে কর সংগ্রহ করতে হয়েছে—তাঁদেরও মনে পরাজয়ের আত্মগ্লানি বা অসহায় অবস্থার জন্য বেদনাবোধের তীব্রতা ও তিক্ততা না থাকে ; বিজয়ীপক্ষের বাক্যে-কার্যে-ব্যবহারে কোন ঔদ্ধত্য, অবহেলা বা অহংকার প্রকাশ না পায়—পাণ্ডবভ্রাতাদের সেজন্য যত্নের কোন ত্রুটি ছিল না, অবধি ছিল না উদ্বেগের। যুধিষ্ঠির দিগ্বিজয় যাত্রার প্রাক্কালে বার বার এ বিষয়ে অনুজদের সতর্ক ক'রে দিয়েও যেন নিশ্চিন্ত হতে পারেন নি—কিছুদিন পরেই দূতের হাতে পত্র দিয়ে সে বিষয়ে পুনঃসচেতন ক'রে দিয়েছেন।

ভ্রাতাদের জন্য তত দুশ্চিন্তা ছিল না, যতটা ছিল তাঁদের অনুগামী সেনা ও সেনানায়কদের সম্বন্ধে। বিজিতদের সম্পদ লুণ্ঠন করা বিজয়ী সেনাদের পক্ষে অপরাধ নয়—এ বিশ্বাস তাদের মজ্জাগত। এই পরস্ব-লোলুপদের প্রতি প্রখর দৃষ্টি রাখা—তাদের সংযত রাখার কথাই বার বার স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন। কি ভাবে তাদের উন্মত্ত লোভকে বল্গাবদ্ধ রাখতে হবে, কী পরিমাণ কঠোর হস্তে তাদের সহজ দর্প ও অপরের প্রতি তাচ্ছিল্য ঔদাসীন্যকে চূর্ণ করতে হবে—এ যুদ্ধ যে কিছুই নয়, এ জয়-পরাজয়ের প্রশ্ন কোন চূড়ান্ত পর্যায়ের নয়, বরং এটা এক শ্রেণীর শক্তি পরীক্ষার ক্রীড়া মাত্র ; সেই জন্যই বিজিতের প্রতি সৌজন্য ও বিনয়ের ভাবকে প্রেম-প্রীতির পর্যায়ে উন্নীত করতে হবে—সে সম্বন্ধে ধর্মরাজ যুধিষ্ঠিরের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম নির্দেশ থাকত ঐ সব পত্রে।

যদিচ তিনি বার বারই স্বীকার করতেন যে এ সব উপদেশ ও তার গূঢ়ার্থ—বহুদূর-ভবিষ্যৎ-প্রসারী ফলাফল সম্বন্ধে সচেতনতা—বাসুদেবেরই দূরদৃষ্টি ও প্রশাসনিক প্রজ্ঞার ফল, শ্রীকৃষ্ণই এ বিষয়ে তাঁর দৃষ্টি ও মনোযোগ আকর্ষণ করেছেন—তবু এর মধ্যে যে তাঁর স্বভাবসুলভ ভদ্রতা-বোধও কম কাজ করে নি, সে বিষয়ে কারও দ্বিমত ছিল না। বাসুদেব

অন্ততঃ এই পরিমাণ আতিশয্য প্রকাশ করবেন না। শেষের দিকে তো নিম্ন পর্যায়ের কর্মচারীরা এই সতর্কতার বাহুল্যকে কিছুটা অনুকম্পামিশ্রিত প্রশ্রয়ের দৃষ্টিতেই দেখতে শুরু করেছিল—সম্ভবত নাতিপ্রচ্ছন্ন উপহাসের দৃষ্টিতেও। ধর্মরাজ যেন অকালবৃদ্ধ হয়ে পড়েছেন—এই অকারণ অতি-ব্যস্ততা বার্ধক্যেরই অঙ্গ।

সেই অমায়িকতার কারণেই হোক বা অত্যধিক কৌতূহলবশতই হোক—পান্ডবদের ঐশ্বর্য ও শক্তির খ্যাতি বোধ করি তাঁদের রণবাহিনীরও পূর্বে পৌঁছে গেছে, নবনির্মিত ঐন্দ্রজালিক সভাগৃহ সম্বন্ধে কৌতূহল তো অদম্য—বিজিত নৃপতিরাও অপমান বা লজ্জায় বিমুখ থাকেন নি বা নিমন্ত্রণ গ্রহণ করতে কুণ্ঠা বোধ করেন নি। ভারতের সর্ব প্রান্ত এমন কি প্রত্যন্ত প্রদেশ থেকেও স্বাধীন নৃপতি, আশ্রিত ও করদরাজগণ, শাসকবর্গ—দলে দলে এই রাজসূয় যজ্ঞ দর্শন করতে বা যজ্ঞের অঙ্গীভূত হতে এলেন। 'অঙ্গীভূত হতে' বলছি এই জন্য যে নিয়মমতে নিদর্শনস্বরূপ প্রদেয় কর যা দেবার তা তো ইতিপূর্বেই দিয়েছেন, এখানে এসেও সকলে রাশি রাশি অর্থ যজ্ঞ-ভান্ডারে গচ্ছিত করতে লাগলেন। এ যেন একটা প্রতিযোগিতা পড়ে গেল। যিনি সর্বাপেক্ষা নিম্নবিত্ত তিনিও সহস্র মুদ্রার কম দিলেন না। ধনী ও প্রতাপশালী রাজন্যবর্গ যজ্ঞের উদ্যোক্তা ও কর্মকর্তাদের কাছে বার বার স্পর্ধা প্রকাশ করতে লাগলেন, এই বৃহৎ কর্মের যাবতীয় ব্যয়ভার তাঁরাই বহন করবেন. মহারাজচক্রবর্তী যুধিষ্ঠির যেন সে বিষয়ে কিছুমাত্র চিন্তা না করেন বা ব্যস্ত না হন।

এ আশ্বাসের বুঝি প্রয়োজনও ছিল।

শস্য, অর্থ ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদির কী পরিমাণ সঞ্চয় আছে দেখে, শুভানুধ্যায়ী আত্মীয়, মন্ত্রী ও অমাত্যগণের সঙ্গে পরামর্শ করেই যজ্ঞানুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হয়েছিলেন যুধিষ্ঠির—তবু আমন্ত্রিত অভ্যাগতদের সংখ্যা যে এত বিপুল অঙ্ক ধারণ করবে তা তিনি কল্পনাও করেন নি। প্রায়-সদ্যদগ্ধ খান্ডব বনের বিস্তৃত ভূখন্ড এবং ইন্দ্রপ্রস্থের চতুষ্পার্শ্বস্থ উপকণ্ঠে সীমাহীন প্রান্তর ও অরণ্যানীব্যাপী যেন কয়েকটি মহানগরীর পত্তন হয়ে গেল। স্কন্ধাবার ও কাষ্ঠপত্রাদি নির্মিত গৃহই অধিকাংশ. কিছু কিছু অবশ্য ভবিষ্যতের প্রয়োজন চিন্তা ক'রে প্রস্তরনির্মিত হর্ম্য প্রস্তুত হয়েছিল, তবে সে সামান্যই—এই সাময়িক আবাস-গৃহগুলিই আয়তনে ও গণনায় সুদূরতম অনুমানকে অতিক্রম ক'রে গেল।

প্রতিটি নৃপতিই তাঁদের প্রতিষ্ঠা প্রতিপত্তি ও সাধ্যানুযায়ী—দেহরক্ষী, সারথি. অশ্বরক্ষক, ভৃত্য ও তৈজসপত্র-বাহকের বিপুল দল সঙ্গে এনেছেন। পথের নিরাপত্তার জন্য—কোন্ রাজ্য কখন অপর কোন্ রাজ্যের প্রতি বিমুখ বা বৈরীভাবাপন্ন হয়ে পড়ে তার তো কোন স্থিরতা নেই—কিছু কিছু সৈন্যও সঙ্গে আনতে হয়েছে। যাঁদের পথ তেমন বিপজ্জনক নয়—তাঁরা মর্যাদার অঙ্গ হিসাবে অকারণেই এনেছেন।

সমাগত রাজন্যবৃন্দ অবশ্য প্রায় সকলেই প্রস্তাব করেছিলেন—অনুনয় অনুরোধই করেছিলেন বলা উচিত. যে এই অনুগামী অনুচর বা সেবকদের ব্যবস্থা তাঁরা নিজেরাই করবেন--কিন্তু পান্ডবদের পক্ষে তা মেনে নেওয়া সম্ভব নয়, তাতে সম্রাটের সম্মান থাকে না—তাই তাঁরা সে কথায় কর্ণপাতও

করেন নি, করজোড়ে প্রস্তাবকারীদের নিরস্ত করেছেন। বলেছেন, এরা সকলেই তাঁদের অতিথি, সে দায়িত্ব বুঝেই তো নিমন্ত্রণ করেছেন। তাছাড়া শুধু রাজা বা শাসকদেরই তো আর আমন্ত্রণ করেন নি, ভারত-খণ্ডের সর্বত্র ব্রাহ্মণ দূত প্রেরণ ক'রে ব্রাহ্মণ শূদ্র নির্বিশেষে সমস্ত বিশিষ্ট ও গণ্য ব্যক্তিদেরই নিমন্ত্রণ করেছিলেন। আয়োজনও সেই অনুপাতেই করা হয়েছিল। কিছু বেশী ধরা হবে তাও স্বাভাবিক। সুতরাং বাস্তব কল্পনাপেক্ষা বিশালতর রূপ পরিগ্রহণ করলেও লজ্জিত বা অপমানিত হবার কোন কারণ ঘটল না। পূর্বাহ্ণেই উপযুক্ত গৃহশিল্পী নিয়োগ ক'রে অতিথিদের মর্যাদা ও প্রয়োজনানুসারে আবাস সকল নির্মাণ করা হয়েছিল। উদ্বেলিত সমুদ্র-তরঙ্গের মতো জনসমাগম দেখে এখন সে কর্মের পরিধি বিস্তৃততর ও দ্রুততর ক'রে দিলেন মাত্র।

গৃহনির্মাণ-কার্য যেমন যেমন অগ্রসর হতে লাগল, আবাসযোগ্য বোধ হতেই কর্মচারীরা বস্ত্র, শয্যা, পানাহারের পাত্র, অন্যান্য তৈজস-পত্রাদি হিসাব ক'রে রেখে যেতে লাগলেন। ইতিমধ্যেই সহস্র সহস্র দুগ্ধবতী গাভী, সূপকার-পাচক-সেবক, সুদর্শন দাসদাসী সংগৃহীত হয়েছিল, প্রয়োজনমতো সংখ্যা হিসাব ক'রে সরবরাহ করা হ'ল। এছাড়া অতিথিদের চিত্তবিনোদনের জন্য গায়ক, নর্তক, রমণী, নটনটী, সরস ও কৌতূহলোদ্দীপক আখ্যায়িকা বলে মনোরঞ্জন করতে পারেন এমন সুবক্তার ব্যবস্থা করা হয়েছিল। কোন দিক দিয়েই আতিথেয়তার কোন ত্রুটি আবিষ্কার করতে না পেরেই বরং কেউ কেউ যেন ক্লান্তি ও বিরক্তি বোধ করতে লাগলেন।

পাণ্ডবভ্রাতারা এই কার্যেও মানবসাধ্যাতীত শক্তির পরিচয় দিলেন। আগমনের সময় নিজেদের সাধ্য ও অভ্যাগতদের মর্যাদানুযায়ী সকলকে ব্যক্তিগতভাবে মাল্য চন্দন উত্তরীয় মধু ও কাঞ্চনসহ অভ্যর্থনা জানাতে লাগলেন। অতিথিদের মনোভাব যাই হোক—সকলেই বলতে বাধ্য হলেন যে পাণ্ডবভ্রাতারা যে আয়োজন, যে সুব্যবস্থা এবং ব্যক্তিগতভাবে যে পরিশ্রম করলেন—প্রতিটি ব্যক্তির স্বাচ্ছন্দ্য বিধানের জন্য যে দূরদৃষ্টি ও বিবেচনার পরিচয় দিলেন, যার ফলে বিপুল এক সুনিয়ন্ত্রিত কর্মচক্র যেন আপন নিয়মে আবর্তিত হ'ল মাসাধিক কাল—তা অপর কারও পক্ষে সম্ভব হ'ত না, এতাবৎ হয়ও নি।

ব্যাসদেব লিখছেন—

"ধর্মরাজের আদেশে তাঁহাদিগকে বহুল-ভক্ষ্য-ভোজ্য সমন্বিত, দীর্ঘিকা ও বৃক্ষসমূহে সুশোভিত বাসগৃহ সমস্ত প্রদত্ত হইল। ধর্মনন্দন স্বয়ং সেই মহাত্মা নরপতিগণের পূজা করিলেন। পরে তাঁহারা সংস্কৃত হইয়া যথানির্দিষ্ট বাসস্থানে গমন করিলেন। ঐ সকল বাসগৃহের কোন কোনটি কৈলাসশিখর-সদৃশ মনোহর, নানা দ্রব্য বিভূষিত, সুনির্মিত, শুভ্রবর্ণ, অত্যুন্নত প্রাকার-নিকরে সর্বদিকে সমাদৃত, সুবর্ণজাল পরিকীর্ণ, মণিকুট্টিম শোভিত, সুখারোহণীয় সোপানপঙ্‌ক্তি সমন্বিত, মহামূল্য আসন ও পরিচ্ছদ-বিশিষ্ট, মাল্যদাম সমাকীর্ণ, উত্তম অগুরুগন্ধ সুবাসিত, হংস ও সুধাংশু সদৃশ শুভ্রবর্ণ হওয়ায় এক যোজন দূর হইতেও উত্তম দর্শনীয়; অসংকীর্ণ সমানদ্বারযুক্ত, নানাপ্রকার উপকরণসমন্বিত এবং অবয়বনিবহে বহুতর ধাতুবদ্ধ হওয়ায় হিমাচল শিখররাজির ন্যায় সুদৃশ্য ছিল। সমাগত ভূপাল-

গণ তথায় বিশ্রাম করিয়া পরিশেষে প্রচুর দক্ষিণাপ্রদ, বহুল সদস্য সমুদয় পরিবৃত ধর্মরাজ যুধিষ্ঠিরকে সন্দর্শন করিলেন। সমুদয় পার্থিব বর্গ ও মহর্ষি ব্রাহ্মণগণে সমাকীর্ণ সেই সভামণ্ডপ তৎকালে অমরনিকরে পরিবৃত স্বর্গপৃষ্ঠের ন্যায় অতিমাত্র দীপ্তি পাইতে লাগিল।”

প্রধানত সহদেবের ব্যবস্থাপনায় ব্রাহ্মণদূতগণ নিমন্ত্রণ করতে গিয়েছিলেন। কিন্তু কোথাও কোথাও ওঁদের নিজেদেরও যেতে হয়েছিল। কৌরবদের কি যাদবদের দূত পাঠিয়ে নিমন্ত্রণ করা শোভন নয় ; তেমন পাঞ্চাল বা মদ্রদেশেও।

এই কারণেই স্বয়ং নকুল হস্তিনায় গিয়েছিলেন—পুরোহিত ধৌম্য সমভিব্যাহারে কৌরবদের সসম্মান নিমন্ত্রণ জানাতে।

জনশ্রুতি সত্যকে শতগুণে বর্ধিত করে, বিকৃতও করে। কিন্তু এখানে সে সম্ভাবনা কম, কারণ হস্তিনা থেকে ইন্দ্রপ্রস্থ এমন বেশীদূরের পথ নয়, দূত পাঠিয়ে সঠিক তথ্য আহরণ করা যায়, আর দুর্যোধন তাতে অবহেলা কি বিলম্বও করেন নি। যেটুকু বর্ণানুলেপ—তা ঘটেছে দূতের কল্পনাশক্তি অনুসারেই। প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা যেখানে লাভ হয় নি—সময়-সুযোগাভাবে—সেখানে সে শূন্যতাটুকু তাদের কল্পনা দিয়ে ভরানো ছাড়া উপায় কি ? তবু যথেষ্ট সত্য সংবাদই পেয়েছিলেন। ফলে কৌতূহলে অধীর চঞ্চল হয়ে উঠছিলেন বহুকাল ধরেই—সভাগৃহ নির্মাণের পর থেকেই। এখন নকুল যথেষ্ট বিনয়ের সঙ্গে আমন্ত্রণ জানাতে—ভীষ্ম দ্রোণ কৃপ ধৃতরাষ্ট্র তো বটেই, জ্যেষ্ঠ বোধে দুর্যোধনেরও চরণবন্দনা ক'রে আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন নকুল, ভিক্ষা প্রার্থনার মতো ক'রে—কোন কুণ্ঠা কি অভিমানের বাধা রইল না।

কৌরবরা সদলবলে ও সপরিবারে—অর্থাৎ ভার্যাগণ পরিবৃত হয়েই ইন্দ্রপ্রস্থে এলেন। অপর নৃপতিদের সঙ্গে অতিথির সম্পর্কে—কৌরব-যাদব-পাঞ্চালরা আত্মীয়কুটুম্ব, তাঁদের অন্তঃপুরিকারাও নিমন্ত্রিত হয়েছিলেন। এদের সনির্বন্ধ অনুরোধে কৌরবরা তাঁদের আত্মীয়কুটুম্ব-কুটুম্বিনীদেরও আনতে দ্বিধা করেননি।

এ'রা এসে পড়লেন বিরাট কর্মাবর্তের মধ্যেই বলতে গেলে। সভাভবন ভাল ক'রে দেখা কি পাণ্ডবদের ঐশ্বর্য ও প্রতাপের সম্যক পরিমাপ করা তখনই কিছু সম্ভব নয়। তবুও, যেটুকু দেখলেন ও বুঝলেন, তাতেই ওঁদের মুখকান্তি অসিতবর্ণ ধারণ করল. আহারে নিদ্রায়, এমন কি বেশ-ভূষাতেও রুচি চলে গেল। কৌরবপুরললনারা প্রকাশ্যেই স্বামীদের অকর্মণ্যতা ও অক্ষমতায়, সর্বপ্রকার ন্যূনতায় বিরক্তি প্রকাশ করতে লাগলেন। কেউ কেউ ক্ষুব্ধ ও ক্রুদ্ধ হয়ে সেই যে প্রথম দিন নির্দিষ্ট আবাস-গৃহের অভ্যন্তরে প্রবেশ করলেন—আর কিছুতেই তা ত্যাগ ক'রে উৎসব-অনুষ্ঠানে যোগ দিতে সম্মত হলেন না।

যাদব-প্রধানদের আসতে কিছু বিলম্ব হলেও জনার্দন শ্রীকৃষ্ণ বহু পূর্বেই ইন্দ্রপ্রস্থে পৌঁছে গিয়েছিলেন। কিন্তু যজ্ঞের কর্মকাণ্ড শুরু থেকেই তাঁর আচরণ ও মুখভাব হয়ে গিয়েছিল নিরাসক্ত, নিস্পৃহ। কোন অনাত্মীয় দর্শকের মতোই যেন দূর থেকে দেখে যাচ্ছেন সব, এই সুবৃহৎ

যজ্ঞ বা তার কর্মব্যবস্থা—উদ্যোগ-আয়োজনের সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক মাত্রও নেই। অথচ এতদিনে পাণ্ডব অন্তরঙ্গগণ সকলেই জেনে গেছেন যে এই অভূতপূর্ব, কল্পনাতীত বিরাট যজ্ঞায়োজনের পরিকল্পনা থেকেই পাণ্ডবরা ওঁর উপদেশ নির্দেশ পরামর্শ নিয়ে সেই মতো কাজ করছেন।

ওঁর এই অদ্ভুত আচরণে—যাকে অনায়াসে বীতস্পৃহা, এঁদের সম্বন্ধে বীতশ্রদ্ধাও বলে ধরা যায়—সকলেই বিস্ময় বোধ করতে লাগলেন। এমন কি পাণ্ডবরাও অস্বস্তি অনুভব না ক'রে পারলেন না। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ সম্বন্ধে এঁদের সকলেরই একটা ঈষৎ সভয় সম্ভ্রমবোধ ছিল, সাহস ক'রে এঁরা সব সময় তাঁর আচরণ কি মনোভাব সম্বন্ধে প্রশ্ন করতে পারতেন না।

তবু একদিন সহদেব থাকতে না পেরে কনিষ্ঠের প্রাপ্য প্রশ্রয়ের দাবিতে প্রশ্নটা করেই বসলেন, 'আর্য, আপনি এমন দূরে দূরে থাকছেন কেন, আর এত কীই বা দিবারাত্র লক্ষ্য করেন? কোন্ বিশেষ ঘটনায় এত মনোযোগ আপনার?'

শ্রীকৃষ্ণ সামান্য হেসে উত্তর দিলেন, 'ঘটনা নয়, চিত্তবৃত্তি। এক বিশেষ চিত্তবৃত্তিও বলতে পারো।'

'সেটা কি? যা এই সমবেত রাজন্যবর্গের মধ্যে সমগ্রভাবে লক্ষণীয়—জানতে ইচ্ছা করে।'

একটা প্রশ্ন ক'রেই সহদেবের সাহস যেন ফুরিয়ে গেছে. তাই তিনি ইচ্ছাটা মাত্র প্রকাশ ক'রেই স্তব্ধ হয়ে গেলেন, অপেক্ষা করতে লাগলেন শ্রীকৃষ্ণ যদি অনুগ্রহ ক'রে উত্তর দেন।

শ্রীকৃষ্ণ কিন্তু তৎক্ষণাৎই উত্তর দিলেন, 'মাৎসর্য। অসূয়ায় মানুষের মুখের কত রকম বর্ণান্তর ঘটে—সেইটেই দেখছি।...শিক্ষালাভ করছিও বলতে পারো।'

'আপনি শিক্ষালাভ করছেন!' অবিশ্বাসের সুরে বিস্ময়োক্তি করেন সহদেব।

'নিশ্চয়। শিক্ষার কি শেষ আছে! যতক্ষণ জীবন ততক্ষণই শিক্ষার সুযোগ থাকে, এমন কি শেষ নিঃশ্বাসেও। তাছাড়া এর মধ্যে কৌতুকের কারণও তো কম নেই। সুতরাং অরুচিকর কি বিরক্তিকর নয় আদৌ। ঈর্ষা যে এত প্রকারের হয়—এখন মনে হচ্ছে হওয়াই স্বাভাবিক—কিন্তু আগে জানতাম না. অত ভেবে দেখি নি। আত্মীয় বন্ধুরাও ঈর্ষিত, তবে তাঁরা তা প্রাণপণে গোপন করার চেষ্টা করছেন ; মুখে আনন্দের ভাব ফুটিয়ে তুলতে হচ্ছে—ফলে তাদের কষ্টের সীমা নেই। সাধারণ রাজন্যবর্গও ঈর্ষিত, সেই সঙ্গে কিছুটা লুব্ধও। নিজেদের অক্ষমতাকে মন্দভাগ্য বলে ক্ষোভ অনুভব করছেন। এ সুযোগ তোমাদের হাতে তারাই তুলে দিয়েছেন মনে ক'রে নীরবে নিজেদের ধিক্কার দিচ্ছেন। কেউ কেউ কেমন অকারণে ক্রুদ্ধ ও বিরক্ত হয়ে উঠছে দেখছ না!...আবার দেখছি তোমাদের জ্ঞাতি. নিকটাত্মীয় ধার্তরাষ্ট্রদের। তাদের সুগৌর মুখকান্তি ক্ষণে অসিতবর্ণ ক্ষণে অঙ্গারবর্ণ ধারণ করছে—কখনও বা রক্তহীন বিবর্ণ হয়ে যাচ্ছে। শুধু এর একমাত্র ব্যতিক্রম মহাবীর অঙ্গাধিপতি। তিনিও ঈর্ষিত তবে সে অন্য কারণে।... তোমাদের ঐশ্বর্য বা প্রতিপত্তির কারণে—সৌভাগ্যের এই প্রজ্বলন্ত দীপ্তিতে নয়।'

'অন্য কারণ ? আর কি কারণ থাকতে পারে ?'
'সেটা—? না-ই বা শুনলে। হয়ত নিজেই বুঝবে একদিন।'
সহদেব আর অধিক কৌতূহল প্রকাশ করতে ভরসা পেলেন না।

॥ ১৯ ॥
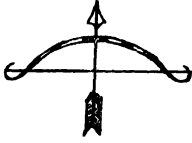
ঈর্ষার লক্ষণটা—মুখশ্রীর এই বিবর্ণতা বা দীপ্তিহীনতা—যে কেউ লক্ষ্য করেছে বা করছে, অঙ্গাধিপতির এমন আশঙ্কা বিন্দুমাত্রও ছিল না। ওঁর মনে হয়েছে এ গোপন ক্ষত, ব্যথাতুর এই ঈর্ষা ও ক্ষোভ একান্তভাবে ওঁরই নিজস্ব।

এ জ্বালা যন্ত্রণাদায়ক—তবু উনি তা সযত্নে লালন করছিলেন। আসলে এই অন্তরবেদনাটুকুই যে যন্ত্রণাদাত্রীর সঙ্গে ওঁর একমাত্র যোগসূত্র. এই যন্ত্রণাই অনুক্ষণ তাঁকে ঘিরে আছে, তাঁকে স্পর্শ করতে পারছে—দুর্লঙ্ঘ্য ব্যবধান ঘুচিয়ে দিয়ে। এই একটি মাত্র উপায়ে ওঁর হৃদয়ের আরতি পোঁছচ্ছে সেইখানে—যেখানে ওঁর পোঁছনোর কোন উপায় নেই।

দ্রৌপদী। কৃষ্ণা। পাণ্ডব-মহিষী—ইন্দ্রপ্রস্থের পট্টমহাদেবী!

এ জীবনে বহু নারী কামনা করেছে ওঁকে. মহাবীর, ভাস্করদ্যুতি, অনলকান্তি কর্ণকে। যারা স্বেচ্ছায় এসে আত্মদান করেছে, তার মধ্যে অলোকসামান্যা সুন্দরীরও অভাব ছিল না। ওঁর প্রধানা মহিষীর প্রেমেও উনি তৃপ্ত, উনি পূর্ণ—তাতেও সন্দেহ নেই। তবু সেদিনের সেই পাঞ্চাল-স্বয়ম্বর-সভায় কৃষ্ণার রূঢ় প্রত্যাখ্যানের ক্ষতটা আজও নিরাময় হয় নি. সে অপমান অনির্বাণ অগ্নিদাহরূপে তাঁকে প্রতিনিয়ত দগ্ধ করছে।

সেই একবার মাত্র। তারপর আর দেখেন নি তিনি দ্রৌপদীকে।

পাণ্ডবদের নব রাজ্যাভিষেকের সময় তুচ্ছ বাধাকে নিমন্ত্রণ-রক্ষার প্রবল অন্তরায় ক'রে তুলে এড়িয়ে গেছেন।

তবু সেই একদিন মাত্র দেখার স্মৃতিই যথেষ্ট। মনে হয়েছে জীবনে আর যাকেই পান—ঐ নারীটিকে না পেয়ে তাঁর এই বীর্য শৌর্য খ্যাতি সব মিথ্যা হয়ে গেছে, এ জীবনেরই আর কোন অর্থ নেই।

সে দীপ্তিময়ীর মুখ অবয়বের সমস্ত তথ্য বিস্মৃত হয়েছেন—শুধু একটা ঈপ্সাতুর কল্পনায় গড়া অস্পষ্ট চিত্রমূর্তিকেই মনে মনে পূজা করেছেন, কামনা করেছেন।...

তারপর, দীর্ঘকাল পরে, আবার দেখছেন।

কিন্তু এ কী দেখলেন!

অগ্নিসম্ভবা—সাক্ষাৎ অগ্নিরূপিণী শিখাময়ী এ কন্যা, বিদ্যুতাগ্নি-শিখার মতোই যেন নিমেষকাল মধ্যে দৃষ্টি দগ্ধ ক'রে দিয়ে চলে গেল। সে

জ্যোতিতে যেমন ত্রিভুবন দীপিত হয়েছিল তার অভাবে যেন তেমনিই গাঢ় তমিস্রায় ঢেকে গেল সব। না, এ বহ্নির দাহিকা শক্তি আছে, পাবকতা নেই। দগ্ধ ক'রে শুধু জ্বালার সৃষ্টি করে, ক্ষত-বিক্ষত করে। এ মৃত্যুরূপিণী. মুক্তিরূপিণী নয়।

কিন্তু শুধুই কি রূপ!

না. এ নারীকে যত দেখছেন ততই বিস্মিত অভিভূত হচ্ছেন কর্ণ।

ঈর্ষিত হচ্ছেন পাণ্ডবদের অকারণ অপ্রত্যাশিত অযাচিত এই সৌভাগ্যে। হ্যাঁ, অকারণই। ওরা এর যোগ্য নয় কেউ। ওরা সম্ভবত এর মূল্যও বুঝছে না।

এই বিপুল, সংখ্যাগণনার আয়ত্তাতীত বিশাল যজ্ঞকাণ্ডের কৃষ্ণাই যেন নিয়ন্ত্রী, কেন্দ্রবিন্দু। সর্বত্রই তাঁর কর্তৃত্ব, সর্ব কার্যের উপরই তাঁর প্রখর দৃষ্টি—তাঁর আদেশের পতাকা শোভমান। এ কর্মোদ্যোগের সঙ্গে যদি অশ্বের তুলনা দেওয়া যায় তো বলতে হবে—এই লক্ষ কোটি বা তারও অধিক রথাশ্বের রশ্মি এই একটি মাত্র নারীর হাতে। বলা উচিত পাণ্ডবরা কার্য. দ্রৌপদীই কারণ। তাঁরা বাহু, দ্রৌপদী মস্তিষ্ক। একটি মাত্র সুকুমার তনু যেন সহস্র অবয়বে বিভক্ত হয়ে লক্ষ কর্তব্য ও দায়িত্ব পালন করছে।

এমন কখনও দেখেন নি কর্ণ. কখনও ভাবতে পারেন নি। এমন যে হয় তাও কখনও শোনেন নি। সমস্ত অনুমান, এতদিনের অগণিত বর্ণ-রঞ্জিত সুদূর কল্পনাকে অতিক্রম ক'রে গেছে এ বাস্তব। সমস্ত বিস্ময় ক্ষুদ্র তুচ্ছ হয়ে গেছে যেন।

তবু, এই চিন্তাভাবনা একমাত্র তাঁরই গোপন অন্তর-সম্পদ, এই যন্ত্রণা এই দহন তাঁরই নিভৃত নিজস্ব—ভেবে নিশ্চিন্ত ছিলেন কর্ণ।

তার কারণ, তিনি জানতেন সমব্যথী না হলে কারও পক্ষে এ সত্য অনুমান করা সম্ভব নয়।

আর তাঁর সমব্যথী. তাঁর চিন্তার অংশীদার এখানে কে থাকবে? কে অনুমান করতে পারবে তাঁর মনের এই ঝঞ্ঝা?

শ্রীকৃষ্ণের হিসাব তো ধরেনই নি। যতই বুদ্ধিমান হোন, তিনিই বা ওঁর মনের তল পাবেন কেন? তাঁর তো এ মনোভাবের কোন কারণ নেই। তিনি সর্বভাবে পূর্ণ. তৃপ্ত।

তাই, যখন এক অপরাহ্নবেলায় সভাগৃহ-সংলগ্ন উদ্যানে, ময়দানব—বুঝি মায়াদানব বলাই উচিত—রচিত স্বপ্নকাননে উদাস-ভাবে-বিচরণকারী দিগন্তে-স্থাপিত-দৃষ্টি কর্ণকে বাহুপাশে আবন্ধ ক'রে শ্রীকৃষ্ণ এই প্রশ্ন করলেন—তখন তিনি যে চকিত চমকিত হয়ে উঠেছিলেন, নিমেষে বিবর্ণ হয়ে গিয়েছিল তাঁর ললাট-কপোল, দেবানিন্দিত কণ্ঠেও নিমেষকাল মধ্যে স্বেদ-বিন্দু দেখা দিয়েছিল—তার মধ্যে শুধু বিস্ময় নয় এক অজ্ঞাত আশঙ্কার ভাবও ছিল। এ লোকটিকে অনেকেই মায়াধর ঐন্দ্রজালিক বলে—তাই কি সত্য? এ তাঁর মনের গোপনতম কক্ষের কুঞ্চিকা আবিষ্কার করল কী ক'রে?

শ্রীকৃষ্ণ প্রশ্ন করলেন. 'অঙ্গাধিপতি. এখানে এসে পর্যন্ত মাৎসর্যের বহুবিধ রূপ ও বর্ণ দেখলাম. তার মধ্যে একমাত্র আপনার মুখভাবই স্বতন্ত্র ও অনন্য। আপনি তো কই এদের এই প্রায়-অলৌকিক সম্পদ ও প্রতি-

পত্তিতে বিন্দুমাত্র ঈর্ষা বোধ করছেন না? ভারতের সমস্ত রাজন্য যুধিষ্ঠিরকে রাজচক্রবর্তী বলে নতি জানাচ্ছেন, তাতেও আপনার অন্তর্দাহ নেই—আশ্চর্য!'

আত্মসম্বরণ ক'রে নিতে একটু বিলম্ব হ'ল বৈকি।

বেশ একটুক্ষণ নিঃশব্দে থেকে ধীরে ধীরে উত্তর দিলেন কর্ণ, 'না। শক্তি থাকলে, সে শক্তি অর্জনের জন্য সাধনা থাকলে—এবং তার সদ্ব্যবহার করার সুযোগ থাকলে এ কিছু অস্বাভাবিক বা অসম্ভব নয়। সুতরাং আমি দুঃখ বা ঈর্ষা বোধ করব কেন? ঈর্ষা করে দুর্বল ও অকর্মণ্যরা, বিধাতা আমাকে পৌরুষ দিয়েছেন, শৌর্য আমার আয়ত্ত, অস্ত্রশিক্ষার জন্য জীবন পণ শুধু নয়, ভবিষ্যৎ পর্যন্ত পণ রেখে সাধনা করেছি, তপস্যা করেছি বলতে গেলে। আমার ক্ষোভ সেইখানে—সে শৌর্য সে শিক্ষা প্রয়োগ করার সুযোগ বা ক্ষেত্র পেলাম না। জন্মটাই আমার প্রবল শত্রু, প্রতিদ্বন্দ্বী হয়ে দাঁড়াল। মিথ্যা পাণ্ডবদের ঈর্ষা ক'রে কী করব? যারা করছে তারা কেউই পাণ্ডবদের সমকক্ষ প্রতিদ্বন্দ্বী নয়—এ সত্য আমি স্বীকার করতে বাধ্য।'

শ্রীকৃষ্ণ ভাবোচ্ছ্বাসগাঢ় কণ্ঠে বলে উঠলেন, 'ধন্য ধন্য, কর্ণ, আপনি ধন্য। লোকে যে আপনাকে মহান, দেবচরিত্র মানুষ বলে তা সত্য নয়—আপনি দেবদুর্লভ চরিত্র।'

কিন্তু তারপর, যেন কিঞ্চিৎ আত্মসম্বরণ ক'রে নিয়ে অতি শান্ত কণ্ঠে পুনশ্চ প্রশ্ন করেন, 'কিন্তু অঙ্গাধিপতি, এই কি একমাত্র কারণ? এতটা ক্ষোভ কি শুধু এই জন্য? ঈর্ষা করার কি আর কোনও হেতু নেই? আপনি নিজের মানসলোকের গতিপ্রকৃতি সম্বন্ধে সম্পূর্ণ সচেতন তো?'

আবারও যেন একটা প্রবল আঘাত পেলেন কর্ণ।

তেমনিই শঙ্কা-সম্ভ্রমে মেশা বিস্ময়ের আঘাত।

মুহূর্তের জন্য আবারও অরুণাভ হয়ে উঠল তাঁর মুখ।

কিন্তু এবার তিনি অকস্মাৎ পাদচারণা বন্ধ করলেন, বাসুদেবের মুখোমুখি ফিরে স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে গেলেন। তীক্ষ্ণ নিষ্পলক দৃষ্টিতে ওঁর মুখের দিকে কিয়ৎকাল তাকিয়ে থেকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'আপনি এ প্রশ্ন করলেন কেন? অন্য কোন হেতু থাকতে পারে এমন আপনি ভাবলেনই বা কি ক'রে? অনুমান? কিন্তু সমব্যথী না হলে অন্তরের নিভৃততম কক্ষের এই অন্তর্লীন রহস্য অনুমান করার তো কথা নয়। অথচ—অথচ আপনারই বা এমন, এ ধরনের ক্ষোভ থাকবে কেন? আশ্চর্য! আমার ধারণা ইহলোকে যা কিছু কাম্য থাকতে পারে পুরুষের—তা আপনি সবই পেয়ে গেছেন। এক সম্রাট রূপে প্রতিষ্ঠা পান নি, তবে আপনার লোকোত্তর প্রতিভা ও অবিশ্বাস্য তীক্ষ্ণধার বুদ্ধির যে পরিচয় পেয়েছি বা পাচ্ছি—লোকমুখে শুনেই অবশ্য বেশির ভাগ, তবু তা যতই অতিরঞ্জিত হোক, তার মধ্যে কিছু সত্য নিশ্চয়ই আছে—আপনি ইচ্ছা করলে সে প্রতিষ্ঠাও আপনার পক্ষে খুব আয়াসসাধ্য হ'ত না। এই প্রাসাদ এই ঐশ্বর্য তো আপনারই দান।...তাই ভেবেছিলাম আপনি পরিপূর্ণ, তৃপ্তকাম।'

শ্রীকৃষ্ণ হাসলেন। তাঁর সেই বিশেষ রহস্যঘন হাসি। তা যেমন গভীর, তেমনি দুর্বোধ্য!

বললেন, 'অঙ্গাধিপতি, পুরুষ কেন সমগ্র ভাবে মানুষের কথাই চিন্তা করুন। এ পৃথিবীতে যে-ই দেহ ধারণ করুক—তার সমস্ত আকাঙ্ক্ষা কখনই চরিতার্থ হয় না, হওয়া সম্ভব নয়। কিছু না কিছু কাম্য অপ্রাপ্য থেকেই যায়—কিছু না কিছু অতৃপ্তি। এ-ই পার্থিব নিয়ম। একটা কামনা পূর্ণ হতে না হতে আর একটার কথা ভাবে মানুষ। তার সম্ভোগের সমাপ্তি নেই, কামনা-বাসনারও না। এমন কি মৃত্যুকালেও অক্ষয় স্বর্গ-বাসের বা আরও সুখদ পুনর্জন্মলাভের কামনা নিয়ে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করে। আকাঙ্ক্ষার কামনার সম্বরণে পিপাসার সমাপ্তি ঘটে না—সংহরণ আবশ্যক। সম্পূর্ণ নিবৃত্তি মানেই নির্বাণ—মহানির্বাণ। তার জন্যেই ঋষিরা তপস্যা করেন কিন্তু তাও কি পান কেউ? সহস্র বৎসর শত জন্ম কঠোর তপস্যার পরও দেখি মুহূর্ত-মধ্যে সে কৃচ্ছ্রসাধন ব্যর্থ হয়ে যায়, সামান্য সম্ভোগের জন্য লালায়িত হয়ে ওঠেন—অথবা প্রতিষ্ঠা প্রতিপত্তি-সম্মানের জন্য। হয়ত—কোটিতে গোটিক মানুষের সেই দিব্য পূর্ণতা, সেই দুর্লভ বস্তু—মহা পরিনির্বাণ লাভ হয়—অকামনার সিদ্ধিলাভ হয়।'

বাসুদেবের মুখের উপর স্থির-নিবদ্ধ-দৃষ্টি কর্ণ ওঁর কথাগুলি মনোযোগ দিয়েই শুনছিলেন—কিন্তু পূর্ণ মন সেখানে যুক্ত করা সম্ভব হয় নি। অর্ধেক মন তাঁর সম্মুখস্থ ঐ অবর্ণনীয় সুন্দর—নীলকান্ত মণির মতোই নীলাভ আয়ত নয়নের মধ্য থেকে বক্তার মনোরাজ্যের অন্তর্গূঢ় রহস্য-যবনিকা উন্মোচনের চেষ্টা করছিল। এখন একটা দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ ক'রে বললেন, 'তাহলে কি আপনিও—? আপনার এ ক্ষোভ কি আমার হতাশারই সমধর্মী?'

শ্রীকৃষ্ণ পুনশ্চ তাঁকে গভীর আলিঙ্গনে বন্ধ ক'রে প্রায় অস্ফুট কণ্ঠে বললেন, 'সব প্রশ্নের উত্তর সর্বদা দেওয়া সম্ভব নয় বন্ধু, আর...সব কৌতূহল প্রকাশ করতেও নেই।'

সেই দিনই সায়াহ্নবেলায় যুধিষ্ঠির বিশিষ্ট আত্মীয়, জ্ঞাতিবর্গ ও অন্তরঙ্গ বান্ধবজনকে এক উদ্যোগ-মন্ত্রণা-সভায় আহ্বান করেছিলেন।

যজ্ঞের পুরোহিত ঋত্বিক প্রভৃতি পূর্বেই স্থিরীকৃত হয়েছিল। স্বয়ং মহর্ষি ব্যাসদেবই সে ভার গ্রহণ করেছিলেন। সুদামা, যাজ্ঞবল্ক্য—এঁদের পুরোহিত ধৌম্য. পৈল প্রভৃতি সুপণ্ডিত ও তপস্বীগণকে কার্যের ভার দিয়ে ব্যাসদেব স্বয়ং ব্রহ্মা বা প্রধান ঋত্বিক রূপে যজ্ঞের যেটা দেবকার্য সেটা সমাধা করবেন। কিন্তু যজ্ঞ বলতে শুধু সেটুকুই নয়, অন্তত এ রাজসূয় যজ্ঞ নয়। সুতরাং কাজ এবং দায়িত্ব দুইই বহুবিধ ও বহুবিচিত্র। তা পালন বা সুসম্পন্ন করাও দুঃসাধ্য। সেই জন্যই এই মন্ত্রণা বা পরামর্শ সভার আয়োজন।

সমাগত সম্মানিত ব্যক্তিদের মধ্যে ব্যাসদেব. ভীষ্ম, দ্রোণাচার্য, কৃপাচার্য. ধৃতরাষ্ট্রের পাদবন্দনা ক'রে, বিদুরকে নমস্কার জানিয়ে—জ্ঞাতি-ভ্রাতাদের সস্নেহ আলিঙ্গন ও কনিষ্ঠদের সাদর শিরশ্চুম্বন ক'রে যুধিষ্ঠির সকলকেই হাত ধরে এনে যথাযোগ্য আসনে বসালেন. তারপর নিজে গুরুজনদের থেকে কিছু নিম্নে আসন গ্রহণ ক'রে—এতাবৎ যা যা আয়োজন সম্পন্ন হয়েছে—তার একটা সংক্ষিপ্ত বিবরণ দিয়ে কৃতাঞ্জলিপুটে বললেন, 'এখন এই বিরাট

কর্মকাণ্ডে অনুগ্রহ ক'রে কে কী ভার নেবেন তা যদি জানান, আমার বিপুল দুশ্চিন্তা কিঞ্চিৎ লাঘব হয়।'

বক্তব্য নিবেদন শেষ ক'রে কিছুটা উৎসুক এবং কিছু উৎকণ্ঠিত মুখে তিনি পিতামহ ভীষ্মের দিকে তাকালেন।

ভীষ্ম জন্মাধিকারসূত্রে এ'দের পিতামহ। তাঁরই সিংহাসন পাবার কথা। তাঁর পিতা কুরুরাজ শান্তনু এক রূপবতী মৎস্যজীবী-কন্যাকে দেখে প্রায় জ্ঞান হারিয়েছিলেন, উন্মত্তবৎ তার পিতার কাছে গিয়ে বিবাহের প্রস্তাব করেছিলেন। কিন্তু সে ধীবর এই শ্রেণীর নৃপতিদের চরিত্র জানত, দুদিনের সম্ভোগেচ্ছা মিটে গেলে দাসীর মতো একদিকে ঠেলে দেবে, এর গর্ভজাত সন্তানকে জারজ সন্তানের মতো দেখবে। সে শর্ত করল, 'এর গর্ভে পুত্র হলে সে-ই সিংহাসনে বসবে, এই প্রতিজ্ঞা করলে তবেই আমি কন্যা দান করব!'

শান্তনু বিপন্ন বোধ করলেন, পুত্র দেবব্রত রূপে গুণে বিদ্যায় বুদ্ধিতে বিবেচনায় শৌর্যে—গর্ব করার মতোই সন্তান, পৃথিবীতে তার সমান বীর কেউ নেই, একবিংশতিবার যিনি স্বীয় ভুজবলে পৃথিবীকে নিঃক্ষত্রিয় করেছিলেন, সেই স্বয়ং মহর্ষি ভার্গবও তাঁর কাছে পরাজিত হয়েছেন—সে পুত্রকে সিংহাসনে বঞ্চিত করেন কী ক'রে? তাতে শুধু যে বিরাট একটা অবিচারের কারণ হবে তাই নয়, কুরুসিংহাসনও ক্ষতিগ্রস্ত হবে। তিনি সে শর্তে রাজী হ'তে পারলেন না। ম্লান মুখে বাড়ি ফিরলেন কিন্তু অতিরিক্ত কামনা অতৃপ্ত থাকায় আহার-নিদ্রা নষ্ট হয়ে গেল, দিন দিন শীর্ণ হয়ে যেতে লাগলেন। দেবব্রত পিতার এই ভাবান্তর লক্ষ্য ক'রে সেবকদের কাছে কারণ অনুসন্ধান করলেন, এবং পিতাকে না জানিয়েই ধীবররাজের কাছে গেলেন, বললেন, 'আমি প্রতিজ্ঞা করছি, আমার এই জননীর পুত্রই—যদি পুত্রই হয় —সিংহাসন লাভ করবে।'

ধীবররাজ বললে, 'কিন্তু বাপু, এর পর তোমার ছেলেরা যদি সে সিংহাসন দাবি করে? আমার দৌহিত্ররা কি তাদের সঙ্গে পেরে উঠবে? এই বিপদ অবশ্যম্ভাবী জেনে আমি কন্যাকে প্রৌঢ় পাত্রে দিতে প্রস্তুত নই।'

দেবব্রত বললেন, 'বেশ, আমি প্রতিজ্ঞা করছি আমি কখনই দার-পরিগ্রহ করব না, তাহলে তো আর কোন কলহ-বিবাদের সম্ভাবনা থাকবে না?'

ধীবররাজ নিশ্চিন্ত হয়ে কন্যাকে কুরুরাজ-অন্তঃপুরে পাঠালেন।

এই ভীষণ প্রতিজ্ঞা করার জন্যই জন-সমাজে দেবব্রত ভীষ্ম বলে পরিজ্ঞাত হয়েছেন। সেই থেকে তিনি তপস্বীর জীবনযাপন করেছেন এবং অভিভাবক উপদেষ্টা রূপে এদের লালনপালন ও রক্ষা করেছেন। ভাই বিচিত্রবীর্যের অকালমৃত্যু হলে তিনিই অন্ধ ভ্রাতুষ্পুত্র ধৃতরাষ্ট্র, রুগ্ণ পাণ্ডু, দাসী-গর্ভজাত তাদের ভাই বিদুরকে লালন করেছেন ; সেই জন্যই তিনি সর্বজন-শ্রদ্ধেয় ; এ বংশের তিনিই অগ্রগণ্য।

ভীষ্ম কিছুক্ষণ মৌন থেকে বললেন, 'এখানে আমার ভ্রাতৃতুল্য মহাজ্ঞানী মহাতপস্বী কৃষ্ণদ্বৈপায়ন* আছেন, তিনি আমাপেক্ষা অনেক প্রাজ্ঞ, সুতরাং

* মহর্ষি পরাশরের ওরসে প্রাগুক্ত ধীবর-কন্যার গর্ভজাত পুত্রই ব্যাসদেব। বর্ণ তমসাভ বলে কৃষ্ণ, দ্বীপে জন্ম বলে দ্বৈপায়ন।

সর্বাগ্রে তাঁর মতামত জ্ঞাত হওয়াই বাঞ্ছনীয়, কর্তব্যও। তবে বৎস, তোমাকেও সত্যনিষ্ঠ স্থিতধী ও বুদ্ধিমান বলে জানি—তুমি কোন অর্বাচীনতা প্রকাশ করবে না এ আমার দৃঢ় বিশ্বাস। তুমি কি কিছু স্থির করেছ এ বিষয়ে? তোমার ধারণা কি যদি বলো তো আমরা তা অনুমোদন. পরিবর্তন, বা সম্পূর্ণ পরিত্যাগ করব কিনা—সেটা বিবেচনা করতে পারি।'

ব্যাসদেব সম্মতিসূচক শিরসঞ্চালন ক'রে বললেন, 'শ্রীমান যুধিষ্ঠির বয়সে নবীন হলেও এ পর্যন্ত অর্বাচীনবৎ কোন কর্ম করেন নি, কোন হঠকারিতা বোধ করি তাঁর সাধ্যাতীত। বরং তাঁর বিবেচনাদি ও কর্ম-নির্দেশনা দেখে আমি বিস্মিতই হয়েছি। আমার মনে হয় তিনি যা ধারণা ও স্থির করেছেন তা পরিবর্তনের অপেক্ষা রাখে না।'

ওঁদের এই উৎসাহদানে যুধিষ্ঠির যেন কিছু মানসিক বল লাভ করলেন। তবু আগের মতোই কৃতাঞ্জলিপুটে বললেন. 'অনুমোদন করার অপেক্ষা আপনাদের স্থিরীকৃত তালিকাই সর্বাংশে শ্রেয় হ'ত। কোন পরিচিত নাম পেলে আর নূতন নামের কথা চিন্তা করেন না কেউ। তত্রাচ আপনারা যখন আদেশ করেছেন তখন আমার প্রস্তাব আমি আপনাদের কাছে নিবেদন করছি। আমার মনে হয়ঃ কোন্ কর্ম সঙ্গত বা অসমীচীন, করা আবশ্যক বা নিষ্প্রয়োজন—স্থির করার ভার কুরুপিতামহ, আমাদের একান্ত শুভার্থী মহাত্মা ভীষ্ম ও আমাদের শস্ত্রগুরু দ্রোণাচার্য যদি অনুগ্রহ ক'রে গ্রহণ করেন তো সকল দিক দিয়েই তা উপযুক্ত হয়। তেমনি আমার মনে হয়েছে ভোজনরসিক ধীমান দুঃশাসন যদি খাদ্যভাণ্ডার নিত্য পরিপূরণ ও সুষ্ঠু বণ্টনের ভার নেন ; গুরুপুত্র অশ্বত্থামা ব্রাহ্মণদের আতিথেয়তা ও সম্মানরক্ষার দায়িত্ব গ্রহণ করেন ; মহামতি সঞ্জয় রাজন্যবর্গের সেবায় নিযুক্ত থাকেন ; সকলপ্রকার ঐশ্বর্যে বীতস্পৃহ গুরু কৃপাচার্য যদি কোষাগার ও রত্নভাণ্ডার রক্ষার গুরুভার বহনে সম্মত হন এবং সেই সঙ্গে দক্ষিণাদি দানের ব্যবস্থাও, তো. এই সব সুকঠিন ও গুরুত্বপূর্ণ কার্য সুসম্পন্ন হ'তে পারে। ...ধর্মজ্ঞ বিদুর ব্যতীত আয়ব্যয়ের হিসাব রক্ষা করতে পারেন ও প্রয়োজন বুঝে সুসঙ্গত ভাবে ব্যয় করতে পারেন—এমন কোন লোক আমার স্মরণে আসে নি। বাহ্লীক, সোমদত্ত, পিতৃব্য ধৃতরাষ্ট্র ও আমাদের স্নেহাস্পদ ভগ্নীপতি জয়দ্রথ* সমস্ত কার্য পর্যবেক্ষণ, পরিদর্শন ও সামগ্রিক ভাবে কর্তৃত্ব করলেই শোভন ও যথোপযুক্ত হয়। আর একটি যা গুরুতর কার্য অবশিষ্ট থাকে তা হ'ল উপহার উপঢৌকনাদি গ্রহণ ও আমন্ত্রিত অতিথিবর্গের অভ্যর্থনা। মহামানী আত্মসম্মানসচেতন স্নেহাস্পদ ভ্রাতা সুযোধনকেই* আমি এ কার্যের সর্বাপেক্ষা উপযুক্ত কর্তা বলে বোধ করি।'

যুধিষ্ঠির তাঁর বক্তব্য শেষ ক'রে নীরব হলে চতুর্দিকে 'সাধু' 'সাধু' রব উঠল। ভীষ্ম, দ্রোণাচার্য, ব্যাসদেব প্রভৃতি জ্ঞানীপ্রধানগণ শুধু যে এ তালিকা সর্বাংশে অনুমোদন করলেন তাই নয়—এর ভূয়সী প্রশংসা ক'রে মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করলেন যে. এর অপেক্ষা সদ্বিবেচনা তাঁদের দ্বারা সম্ভব হ'ত না।

---

* ধৃতরাষ্ট্রের জামাতা, দুঃশলার স্বামী।

* দুর্যোধন ; স্নেহার্থে দুঃ স্থানে সু যোগ করা হ'ত।

প্রশংসা ও হর্ষধ্বনি কিঞ্চিৎ স্তিমিত হ'তে অপেক্ষাকৃত নীরবতা নেমে এল সেই মন্ত্রণাগৃহে। হৃষ্ট সকলেই। এমন কি এই কার্যভার প্রদানেই যথাযোগ্য সম্মান প্রদর্শন করা হয়েছে মনে ক'রে চিরঈর্ষী দুর্যোধনকেও বেশ সন্তুষ্ট মনে হ'ল।

আরও কিছু সাধারণ দায়িত্বভার বণ্টন অবশিষ্ট ছিল, যুধিষ্ঠির দ্রুত তার তালিকা নিবেদন করলেন। পরবর্তীকালে কোন বিভ্রান্তি বা অসঙ্গতি না দেখা দেয় সেই কারণে নকুল সেগুলি স্বতন্ত্র ভূর্জপত্রে লিপিবদ্ধ করতে লাগলেন।

সে কাজও একসময় সমাপ্ত হ'ল। এবার সভাভঙ্গেরই চিন্তা সকলের মনে—ভীষ্ম, দ্রোণ, ধৃতরাষ্ট্র, বাহ্লীক এবং দুর্যোধন ও তাঁর মাতুল সৌবল শকুনি যেন বিভিন্ন দলে বিভক্ত হয়ে নিজেদের মধ্যে মৃদুগুঞ্জনে আলোচনা আরম্ভ করলেন।

বাসুদেব শ্রীকৃষ্ণ কিন্তু এ পর্যন্ত কোন বাঙ্‌নিষ্পত্তি করেন নি।

সভাগৃহের একেবারে সর্বশেষ প্রান্তের এক কোণে স্থির হয়ে বসে ছিলেন। দৃষ্টি তাঁর এপাশের মুক্ত বাতায়নপথে দূর বলভিতে নিবদ্ধ; সেখানে দুটি কপোতকপোতী পরস্পরের সঙ্গে কৃত্রিম কলহে লিপ্ত— এক-দৃষ্টে মনোযোগের সঙ্গে যেন তা-ই লক্ষ্য করছেন। মনে হচ্ছে এখানে থেকেও তিনি এই আলোচনা বা মানুষগুলির সঙ্গে যুক্ত নন, কোনো বহু দূরে কোথাও চলে গিয়েছেন, এতক্ষণের এ আলোচনার এক বর্ণও তাঁর শ্রুতিগোচর হয় নি, যেন এর সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক মাত্র নেই।

কিন্তু ঠিক যখন মন্ত্রণা বা আয়োজন-পূর্ব ব্যবস্থা সুসম্পন্ন হওয়ায় তৃপ্ত যুধিষ্ঠির সভাসমাপ্তি ঘোষণার মৌন অনুমতি প্রার্থনা ক'রে চতুর্দিকে তাকিয়েছেন—তখন অকস্মাৎ শ্রীকৃষ্ণ তাঁর এতক্ষণের নীরবতা ভঙ্গ করলেন, স্বভাবসিদ্ধ সকৌতুক হাস্যের সঙ্গে বলে উঠলেন, 'মহারাজ-চক্রবর্তী যুধিষ্ঠির যে আমাকে একেবারেই অকর্মণ্য মনে করেন তা জানতাম না। আমার ধারণা ছিল—অহঙ্কারও বলতে পারেন যে—অন্তত কোন ক্ষুদ্রাতি-ক্ষুদ্র কর্মভার, নিতান্ত অগুরুতর কিছু—একটা পাব।'

এ গৃহের সকলেই সে কণ্ঠস্বরে ও বক্তব্যে চমকিত হয়ে উঠলেন। বাসুদেব যে এতক্ষণ কোন কথা বলেন নি—সে তথ্য সম্বন্ধেও এই প্রথম সকলে সচেতন হলেন। পাণ্ডবরা উদ্বিগ্ন ও অপ্রতিভ, ভীষ্ম দ্রোণ প্রভৃতি বিস্মিত—কুরুভ্রাতাগণ এঁদের-মধ্যে-আসন্ন-মনোমালিন্যের-মতো-বাঞ্ছিত-সৌভাগ্য আশা না করলেও একটা কৌতুককর পরিস্থিতির প্রত্যাশায় উৎফুল্ল ও উদ্‌গ্রীব হয়ে উঠলেন।

শুধু বিশেষ বিচলিত হলেন না বরং যুধিষ্ঠিরই, তাঁর প্রশান্ত মুখেই বিশেষ কোন বৈলক্ষণ্য দেখা দিল না। বরং তিনি স্নিগ্ধ কণ্ঠে শান্তভাবে উত্তর দিলেন, 'বাসুদেব, আমার ধারণা ছিল, এবং এখনও আছে, বস্তুত আমি যা কিছু করেছি, করছি বা করব—তা তোমারই প্রতিনিধিরূপে। অর্থাৎ তোমারই ইচ্ছা প্রকাশ করেছি মাত্র। এ বৃহৎ কর্মচক্রের তো তুমিই চক্রী, তুমি এর স্রষ্টা ও দ্রষ্টা। এর ধ্যানমূর্তি। এ কর্মের কল্পনা থেকে সূচনা ও বর্তমান বাস্তব আকার গ্রহণ—এ কি সবই তোমার ইচ্ছায় সংঘটিত হয় নি? আমি জানি আমাদের সকলকে সুপরিচালনা করবার কঠিন দায়িত্ব

তুমি একা বহন করছ, তাই এ বিপুল যন্ত্রের কোন খণ্ডাংশরূপে তোমাকে দেখতে চাই নি। কোন সামান্য কার্যে তোমাকে জড়িত করার কথা চিন্তাই করি নি। এখন যদি তুমি ইচ্ছা করো—বল কোন্ কার্যভারে তোমার অভিলাষ, কোন্ কর্তব্যকে তুমি সুষ্ঠুতর রূপে সার্থক করতে চাও—তুমি অনায়াসে তা গ্রহণ করো। তুমি পূর্ণ, এখন যদি আবার নিজেকে খণ্ডাংশ-রূপে প্রকাশিত করার অভিপ্রায় হয়ে থাকে, তাহলে আমাদের আর কি বলার আছে? আমরা তাতে সুখী ও নিশ্চিন্তই হব।'

জনার্দন শ্রীকৃষ্ণর কবি-কল্পনাতীত অবর্ণনীয় মোহন মুখমণ্ডল মধুর-তর হাস্যে রঞ্জিত হয়ে উঠল। বললেন, 'মহারাজ যুধিষ্ঠির—যিনি ধর্মরাজ নামেই বেশী পরিচিত—তিনি সত্যবাদী, প্রয়োজন হলেও অনৃতবাক্য বলেন না, এ-ই জানতাম। তিনি যে বিনয়বচনেও এমন সুপটু তা জানা ছিল না।'

অকস্মাৎ কুরুরাজজামাতা জয়দ্রথ এক ধরনের রূঢ় ব্যঙ্গ-হাস্যের সঙ্গে বলে উঠলেন, 'হাঁ, ঠিক। মহারাজচক্রবর্তী বড় বিপজ্জনক পথে অগ্রসর হচ্ছেন। বিনয়বাক্যের পরের পংক্তিই হ'ল চাটুবাদ—আর কে না জানে চাটুবাদের অর্ধাংশ স্বার্থ বাকি অর্ধাংশ মিথ্যায় গঠিত!'

অনেকেরই ভ্রূ কুঞ্চিত হয়ে উঠল এই ধৃষ্টতায়। ভীষ্মর মুখ বিরক্তিতে কঠিন হয়ে উঠল, তবু তিনি সে মনোভাব গোপন ক'রেই বললেন, 'আমার বিশ্বাস কল্যাণীয় যুধিষ্ঠির তাঁর আন্তরিক বিশ্বাসই প্রকাশ করেছেন, অকারণ বিনয় করেন নি। আমিও—যতটুকু যা এখানে এসে শুনেছি, প্রত্যক্ষ করেছি ও শ্রীমান পাণ্ডবদের সঙ্গে আলোচনায় আহরণ করেছি, তাতে—তাঁর সঙ্গে আমি একমত। তাঁর প্রস্তাবও সমর্থন করি। এখন বাসুদেব তাঁর ইচ্ছা প্রকাশ করলেই আমরা দায়িত্ব-বণ্টনের তালিকা সমাপ্ত করতে পারি।'

শ্রীকৃষ্ণ এবার উঠে দাঁড়ালেন। দুই কর অর্ধযুক্ত ক'রে অনুগ্রহ প্রার্থনার ভঙ্গীতে বললেন, 'যা শুনলাম প্রধান প্রধান প্রায় সব কর্মসম্পাদনের ভারই বণ্টিত এবং তা নিশ্চিত যোগ্য স্কন্ধে অর্পিত হয়েছে। শুধু একটি কর্তব্যের কথা সম্রাট যুধিষ্ঠির এমন কি পিতামহ ভীষ্মেরও দৃষ্টি এড়িয়ে গেছে। আমি সেই আপাত-প্রধান কর্ম সম্পাদনেরই অনুমতি প্রার্থনা করছি। অভ্যাগতদের পাদপ্রক্ষালনের ভারটি অনুগ্রহ ক'রে আমাকে দেওয়া হোক।'

সে সভায় আকস্মিক বজ্রপাত হলেও বোধ করি সকলে এত হতচেতন, বিমূঢ় বোধ করতেন না নিজেদের। কিছুক্ষণের জন্য যেন জনহীন প্রাণীহীন চির-তুষারাবৃত সুমেরু শিখরের মতো একটা অপার্থিব নিস্তব্ধতা নেমে এল সে সভাগৃহে। সূচীপতনশব্দহীন নীরবতা।

অবিশ্বাস্য। অবিশ্বাস্য।

সকলেরই এই কথাটা প্রথম মনে হ'ল—তাঁরা কি ঠিক শুনছেন? বাসুদেবের কথার কি সম্যক অর্থ গ্রহণ করতে পেরেছেন?

তার পর কারও বা মনে হ'ল, এটা ব্যঙ্গ ক'রে বলেছেন শ্রীকৃষ্ণ। তাঁর নাম বাদ দেওয়ার অভিমানে এ'দের সমুচিত শিক্ষা দিতেই এই অদ্ভুত প্রস্তাব করেছেন।

অনেক—অনেকক্ষণ পরে ব্যাকুল যুধিষ্ঠির বলে উঠলেন, 'না না—এ কী

বলছ! তুমি রহস্য করছ নিশ্চয়? অথবা আমাদের ওপর বিরক্ত কি রুষ্ট হয়েছ! এ কাজটার কথা মনে পড়ে নি ঠিকই—তুমি হয়ত সেই দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করার জন্যই—'

শ্রীকৃষ্ণের কণ্ঠ একই সঙ্গে গম্ভীর শান্ত অথচ শাণিত হয়ে উঠল। তিনি যুধিষ্ঠিরের বাক্যে বাধা দিয়ে বললেন, 'না মহারাজ। আপনাদের মনে পড়লেও আমি এই কাজটিই চেয়ে নিতাম আপনাদের কাছ থেকে। আপনারা অপরকে এ ভার দিলে আমি তাঁর কাছ থেকে ভিক্ষা চাইতাম। আমার কাছে এ-ই দেবকার্য, ভগবৎসেবা। যেখানে বহু মানুষের অধিষ্ঠান, যেখানে জনতা. যেখানে পঞ্চজন—সেখানেই যথার্থ ঈশ্বরের অস্তিত্ব, তাঁর উপস্থিতি —এ আমি মনেপ্রাণে বিশ্বাস করি। অধিকাংশের মতামতই সত্য, গ্রাহ্য। বহু লোকের মিলিত ইচ্ছাই নিঃসন্দেহে দৈব ইচ্ছা। হে মহারাজচক্রবর্তী, আপনার এই সুবৃহৎ যজ্ঞ, এই কর্ম-সমারোহ—যা পূর্বেও আর সংঘটিত হয় নি, পরেও হবে না সম্ভবত, ইতিহাস যুগ যুগ ধরে যার সাক্ষ্য ও কাহিনী বহন করবে, যা সহস্র বর্ষ পরে প্রবাদে পরিণত হয়ে থাকবে—সেই যজ্ঞের এই সুফলটি আমি ভিক্ষা করছি। এই সুদুর্লভ সুযোগে জনদেবতা—জনতারূপ ঈশ্বরের সেবা ও পূজা করার অকল্পনীয় সৌভাগ্যই আমার কাম্য ও প্রার্থনা। যজ্ঞের যাবতীয় ফল আপনারই থাক—এইটুকু পুণ্যসঞ্চয়ের অধিকার মাত্র আমাকে দিন!'

আবারও সভাগৃহ তেমনি নীরব হয়ে রইল কিছুকাল। মনে হতে লাগল শ্রীকৃষ্ণের সেই গম্ভীর বজ্রনির্ঘোষবৎ কণ্ঠধ্বনির স্মৃতি সেই কক্ষের স্তম্ভে স্তম্ভে প্রতিহত হয়ে সে সভাগৃহের বায়ুমণ্ডলে প্রতিধ্বনিত হতে লাগল, সকলেই কেমন উদাস ও চিন্তাকুল হয়ে উঠলেন। অনেকেরই বিস্ময়বিস্ফারিত নেত্রে পলক পড়ল না.বহুক্ষণ।

শুধু তার মধ্যে বাষ্পার্দ্রনেত্র বিদুর উঠে দাঁড়িয়ে আবেগগাঢ় কণ্ঠে বলে উঠলেন. 'ধন্য, ধন্য। শ্রীকৃষ্ণ তুমিই পুরুষোত্তম। তোমার কথিত জনদেবতার বাণীমূর্তি তুমি. তার শক্তি তোমাতেই সংহত রূপ ধারণ করেছে। আমি তোমাকে প্রণাম করি।'

॥ ২০ ॥

সংকল্পিত যজ্ঞের পূত বেদীতে প্রারম্ভাগ্নি প্রজ্বলিত হওয়ার পূর্বেই সেই বিশাল সভার অন্তর্গৃহে অন্য এক অগ্নি প্রধূমিত হয়ে উঠল।

প্রথম স্ফুলিঙ্গাকারে। কিন্তু কে না জানে উপযুক্ত উপাদান পেলে একটি মাত্র ক্ষুদ্র অগ্নিকণা বিপুল বহ্নিলীলায় পরিণত হতে বিলম্ব হয় না।

না, সে স্ফুলিঙ্গ যজ্ঞবিদ্‌দের অরণি-মন্থদণ্ডের সংঘর্ষে দেখা দেয় নি, সে অগ্নি যজ্ঞমূর্তিকে হবির্নিষেকের কাজেও লাগে নি।

তার উপাদান হ'ল ঈর্ষা, যজ্ঞবাহন হলেন চেদীরাজ শিশুপাল। অনেকের আহত অভিমানের বাণীরূপ।

যজ্ঞের প্রাক্কালে যজ্ঞপতি যুধিষ্ঠিরের অভিষেক প্রয়োজন। তার পূর্বেও কিছু কৃত্য আছে। কোন কোন দেবতাকে স্মরণ করতে হয় ; তারপর ব্রহ্মা-ঋত্বিক-অধ্বর্যু-উদ্গাতা প্রভৃতির বরণ ; অর্ঘ্য নিবেদন করতে হয় পুরোহিত, সমাগত ঋষি ও প্রধান প্রধান বিপ্রদের ; সেই সঙ্গে মাল্যবন্দনাদির অর্ঘ্য নিবেদন করতে হয় বিশিষ্ট অতিথিদের। এক্ষেত্রে রাজন্যবর্গই সেই শ্রেণীতে পড়েন।

বিশাল যজ্ঞসভা দারুণ হলহলা শব্দে পূর্ণ। তন্মধ্যে যাজক ও ব্রাহ্মণদের তর্কবিতর্ক, স্বীয় জ্ঞান-প্রদর্শনের আস্ফালনই অধিক। নৃপতিদের সাহঙ্কার স্পর্ধা প্রকাশের প্রতিযোগিতা তো আছেই—পারিষদদেরও কম নয়, বরং তাঁদের অহঙ্কার প্রকাশের কারণতালিকা যেন সমধিক।

কিন্তু ঋত্বিক পুরোহিত বরণ শেষ হলে, যখন বিধি অনুযায়ী অর্ঘ্য দেবার কাল উপস্থিত হ'ল—তখন অকস্মাৎ সেই বৃহদংশের সমস্ত কোলাহল স্তব্ধ হয়ে গেল। আর সহসা এই নিস্তব্ধতায় ব্রাহ্মণগণও তাঁদের অন্তহীন তর্কবিতর্ক স্থগিত রেখে নির্নিমেষ কৌতূহলে এদিকে চেয়ে রইলেন। অর্থাৎ বিশিষ্ট অতিথি নৃপতিদের দিকে।

এ আকস্মিক নীরবতার কারণ আছে।

ভারতের সর্বপ্রান্তের ছোট বড়—স্বাধীন সামন্ত করদরাজা সকলেই সমাগত হয়েছেন। এঁদের প্রত্যেককেই কিছু অর্ঘ্যদান সম্ভব নয়। অবশ্যই নির্বাচিত কয়েকজনকে দেওয়া হবে। সে সৌভাগ্য কাদের ভাগ্যে ? পাণ্ডবরা কাকে অগ্রাহ্য ক'রে কাকে সম্মান প্রদর্শন করবেন—কৌতূহল ও অধীর প্রতীক্ষা সেইজন্যই। রাজন্যবর্গের অলস কৌতূহল মাত্র নয়—তাঁদের কাছে এ সম্মান বা অবহেলার মূল্য অনেকখানি। যেটা প্রাপ্য বলে মনে করছেন সেটা না পেলে অসম্মানিত শুধু নয়—অপমানিত বোধ করবেন। সকলেরই কিছু না কিছু দাবি আছে। যাঁর ক্ষুদ্র রাজ্য, সামান্য ক্ষমতা, তিনিও মনে মনে বংশ-মর্যাদার অভিমান দিয়ে বিশালতর দাবি রচনা করছেন।

রাজবংশীয় বা ক্ষত্রিয় সমাজে বোধ করি ভীষ্মই প্রাচীনতম ব্যক্তি, তিনি রাজাদের এ মনোভাবের কথা বিলক্ষণ অবগত আছেন। যুধিষ্ঠির যে অর্ঘ্যদানের পূর্বে সে কর্তব্যবিধির কথা তাঁকেই প্রশ্ন করবেন, কিংকর্তব্য তাঁর কাছেই জানতে চাইবেন—তাও জানেন। তাই অনেক চিন্তা ক'রে সে সমস্যার সমাধানও ভেবে রেখেছেন।

যুধিষ্ঠিরও সত্যসত্যই—যথাসময়ে তাঁর সামনে এসেই—সে প্রশ্ন উত্থাপন করলেন।

ভীষ্ম মনে মনে উত্তরটা ভেবে রাখলেও ক্ষণকাল মৌন থেকে উপস্থিত রাজন্যবর্গের দিকে একবার চেয়ে নিলেন, যেন ওঁদের মনোভাবের মৌখিক প্রতিচ্ছবির সঙ্গে নিজের বিচারটা মিলিয়ে নিলেন আর একবার। তারপর তাঁর অভ্যাসমতো ধীরে ধীরে বললেন, 'গুরু, পুরোহিত, স্নাতক, সম্বন্ধী, সুহৃৎ ও রাজগণ—এঁরা সকলেই শুভ-কর্মারম্ভে অর্ঘ্যলাভের বা সম্মানিত হবার যোগ্য। এঁরা বহুদিন পরে অনুগ্রহ ক'রে আমাদের কাছে এসেছেন, এজন্য এঁদের অর্ঘ্য দিয়ে সম্মান প্রদর্শন কর্তব্য। তবে এই শ্রেণীর

অভ্যাগতদের সংখ্যা যেরূপ বিপুল, সকলকে অর্ঘ্য দিতে গেলে আজকের দিন তো বটেই—পক্ষকাল লেগে যাওয়াও বিচিত্র নয়। তাই, আমার মতে, এঁদের প্রতিভূ হিসেবে কিছু কিছু প্রধান ব্যক্তিকে অর্ঘ্য দাও, কিন্তু তারও পূর্বে এ সভার যিনি সর্বশ্রেষ্ঠ অভ্যাগত—তাঁকে সর্বপ্রথম ও শ্রেষ্ঠ অর্ঘ্য প্রদান ক'রে তোমার কার্য আরম্ভ কর। আমার মনে হয় এ ব্যবস্থায় কেউ তোমার ত্রুটি ধরে ক্ষুণ্ণ হবেন না।'

এই সংখ্যাতীত অতিথিদের অর্ঘ্যদানের কথা চিন্তা করতে গিয়ে বিপুল কালব্যয়ের কথাটাই উৎকণ্ঠিত করেছিল যুধিষ্ঠিরকে। তিনি এখন যেন অনেকখানি নিশ্চিন্ত হয়ে করজোড়ে পুনঃপ্রশ্ন করলেন, 'পিতামহ, সেক্ষেত্রে আপনিই সেই সর্বাগ্রগণ্য ব্যক্তিকে চিহ্নিত করুন, যিনি এই সকল অতিথির মধ্যে প্রথম ও শ্রেষ্ঠ অর্ঘ্য পাবার যোগ্য।'

ভীষ্ম বললেন, 'যিনি অবনত মস্তকে সকলের পাদস্পর্শ ক'রে সর্বজন-শ্রদ্ধেয় হয়েছেন, যার আগমনে এই সভা আলোকিত. এখানের বাতাস আমোদিত ও আহ্লাদিত হয়েছে—সেই শ্রীকৃষ্ণ ব্যতীত এ প্রসঙ্গে তো আর কারও কথা মনে আসছে না। তুমি তাঁকেই ঐ অর্ঘ্য দান করো।'

ভীষ্মের এ প্রস্তাব যাঁদের কর্ণগোচর হ'ল—হওয়ার খুব বাধাও ছিল না, কয়েক জন উচ্চকণ্ঠ দৌবারিক নিযুক্তই ছিল, যারা সকল প্রয়োজনীয় প্রশ্নোত্তর সভার প্রান্তে প্রান্তে পুনঃউচ্চারিত ক'রে দূরতম স্থানে পর্যন্ত তার বার্তা পৌঁছে দেবে—তাঁদের অধিকাংশই হর্ষধ্বনি ক'রে ভীষ্মকে সমর্থন করলেন। কিন্তু আর এক অংশ. যে সকল নৃপতি পাণ্ডবদের প্রতি ঈর্ষিত ও বৃষ্ণি বা যদুকুল সম্বন্ধে বিদ্বিষ্ট—তাঁদের মুখ ক্রোধে অঙ্গারবর্ণ ধারণ করল, তাঁরা ঘন ঘন নিঃশ্বাস ত্যাগ ও করমুষ্টি বন্ধ করতে লাগলেন, কিন্তু অধিকাংশেরই অনুমোদন ও সহদেব কর্তৃক সেই শ্রেষ্ঠ অর্ঘ্যদানকার্য প্রত্যক্ষ করলেও—তখনই কোন প্রতিবাদ করতে সাহস করলেন না।

একমাত্র চেদীরাজ শিশুপাল ছাড়া।

সম্রাট জরাসন্ধর পাপ-সহচর এই শিশুপালের শৈশবে এক বিচিত্র ইতিহাস ছিল।

শিশুপাল শ্রীকৃষ্ণ-বলদেবের নিকট-আত্মীয়. এঁদের পিতৃষ্বসা-সম্পর্কে ভ্রাতা। কিন্তু লোকটি যেমন পাষণ্ড তেমনি ক্রূর। বিবেকবর্জিতও।

কিম্বদন্তী, এঁর জন্মের সময় চারটি হাত ও তিনটি চক্ষু ছিল। শুধু তাই নয়. ভূমিষ্ঠ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে গর্দভের ন্যায় উচ্চ শব্দ ক'রে উঠেছিলেন। অশুভ আশঙ্কা ক'রে ওঁর জননী ও জনক তখনই ওঁকে ত্যাগ করতে উদ্যত হয়েছিলেন। কিন্তু দৈবজ্ঞ ভবিষ্যদ্বক্তারা এসে গণনা ক'রে বললেন, 'আপনারা অযথা ভয় পাবেন না। এই শিশু কালে স্বাভাবিক মানুষের আকার ধারণ করবে। এবং যৌবন-প্রাপ্তে মহাবলপরাক্রান্ত যুদ্ধ-জীবী হবে। কোন ভগরদংশজাত মহাপুরুষ—এরই আত্মীয়—একে ক্রোড়ে করলেই এর অতিরিক্ত বাহু শুষ্ক হয়ে মিলিয়ে যাবে, তৃতীয় চক্ষুটিও নিশ্চিহ্ন হবে। সাধারণ মানুষের মতোই অবয়বপ্রাপ্ত হবে। তবে যার স্পর্শে এই অলৌকিক ঘটনা ঘটবে. পরমায়ু পূর্ণ হলে তার আয়ুধেই এ নিহত হবে। এ-ই এর ভাগ্যলিপি, কোন কারণেই তার অন্যথা হবে না।'

দৈবজ্ঞদের বাক্যে কিছুটা নিরুদ্বিগ্ন হয়ে চেদীরাজ-মহিষী নবজাতককে ক্রোড়ে তুলে নিয়ে স্তন্যদান করলেন এবং লালন করতে লাগলেন কিন্তু সম্পূর্ণ আশ্বাস লাভ করতে পারলেন না। ভবিষ্যৎদ্রষ্টাদের নিষ্ঠুর গণনা তাঁর দিন-রাত্রিকে বিভীষিকাগ্রস্ত করে রাখল।

সেই কারণেই তিনি শিশুকে সমাগত অতিথি আত্মজন ঋষি ব্রাহ্মণ সকলের ক্রোড়েই দিতে লাগলেন কিন্তু কারও স্পর্শেই কোন পরিবর্তন ঘটল না। কিছুকাল পরে একদা অন্যদেশ-যাত্রাপথে বাসুদেব শ্রীকৃষ্ণও কয়েক প্রহরের জন্য অতিথি হলেন এবং তাঁর পিতৃষ্বসা—কোন কিছু আশা না রেখে কতকটা অভ্যাসবশতই, কারণ বাসুদেব তখন তরুণবয়স্ক ভাগ্যান্বেষী মাত্র—শিশুকে তাঁর অঙ্কে স্থাপন করলেন। কিন্তু এইবারই, প্রায় সঙ্গে সঙ্গে, আশ্চর্য ফল দেখা দিল। কণ্ঠস্বর তো স্বাভাবিক শিশুর মতো হয়ে গেলই—অতিরিক্ত বাহু দুটিও সেই দণ্ড থেকে শুষ্ক ও বিবর্ণ হতে লাগল। কিছুদিনের মধ্যে বিচ্ছিন্ন-মূল শাখার মতো শুষ্ক সে দুটি বাহু একদা আপনিই খসে পড়ে গেল এবং তৃতীয় নেত্রবিবরও এমনভাবে নিশ্চিহ্ন হ'ল যে সেটি কোন্ স্থানে ছিল তা স্মরণ করা জননীর পক্ষেও কঠিন হয়ে উঠল।

তবে—এক দুশ্চিন্তা গত হলেই আর এক দুশ্চিন্তা দেখা দেয়।

চেদীরাজ-মহিষী যেন অধিকতর উৎকণ্ঠিত হয়ে বাসুদেবকে আহ্বান ক'রে পাঠালেন। এবং শ্রীকৃষ্ণ এলে ওঁর দুটি কর ধরে অনুনয় জানালেন, 'তুমি প্রতিজ্ঞা করো আমার পুত্রকে কোনদিন বধ করবে না!'

সেই বয়সেই—কংস-বধের পর যদুবংশকে তখনও সুপ্রতিষ্ঠিত বা স্বতন্ত্র শক্তিরূপে প্রতিষ্ঠা করতে পারেন নি শ্রীকৃষ্ণ, তৎসত্ত্বেও—তাঁর রহস্যময় হাসি লোকের আলোচনার বস্তু হয়ে উঠেছিল। এদিনও তিনি তেমনি দুর্জ্ঞেয় হাসি হেসে উত্তর দিলেন, 'এ জগতে দেহধারণ করলেই সে দেহের নাশ অনিবার্য ; জন্মগ্রহণ করলে মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী। আপনার পুত্র অমর হতে পারে না।—এটা আপনিও নিশ্চয় স্বীকার করবেন। আমার দ্বারাই ওর বিনাশ যদি এই জাতকের ভাগ্যলিপি হয়—গণকরা যদি ভুল না ক'রে থাকেন তো তা হবেই। তবে আমি অকারণে কাউকে বিশেষ আত্মীয়কে—বধ করব, এমন আশঙ্কা করছেন কেন? যদি এই জাতক পরবর্তীকালে আমার কোন বিশেষ অনিষ্ট না করে বা আমার সঙ্গে যুদ্ধে প্রবৃত্ত না হয় তো ওকে বধ করবার তো কোন কারণ দেখি না। তবু, আপনার মনস্তুষ্টির জন্য আমি প্রতিজ্ঞা করছি, আমার সম্পর্কে ওর একশত অপরাধ ক্ষমা করব। তার পরও যদি কোন কারণে আমার অনিষ্টসাধন কি অবমাননা করে, তাহলে আর আমি দায়ী থাকব না।'

তখন এই আশ্বাসই যথেষ্ট বোধ হয়েছিল।

মাতারও, পুত্রেরও। কতকটা যেন সেই বলে বলীয়ান হয়েই শিশুপাল কৈশোরকাল থেকে দুর্বৃত্ততা ক'রে বেড়াচ্ছিলেন। দুর্জনের দুর্জন বন্ধু বা পৃষ্ঠপোষকের অভাব ঘটে না। এমনিই কয়েকটি নাতিবৃহৎ রাষ্ট্রের স্বয়ংবৃত সেনাপতি হয়েছিলেন শিশুপাল।

স্বাভাবিক ভাবেই সব চেয়ে আক্রোশ বাসুদেবের ওপর। নানা প্রকারে তাই বিগত কয়েক বৎসর অকারণেই তাঁর যথেচ্ছ অবমাননা ও ক্ষতি ক'রে

বেড়িয়েছেন শিশুপাল, নানা প্রকারে তাঁকে বিব্রত ও বিপর্যস্ত করার চেষ্টা করেছেন।

সুযোগও পেয়েছেন বৈকি। শ্রীকৃষ্ণের ক্রমবর্ধমান বীর্য-খ্যাতি ও প্রতিপত্তি অনেকেরই ঈর্ষার কারণ হয়ে উঠেছিল। বিশেষ জরাসন্ধের সঙ্গে বৈরিতা তো সর্বজনজ্ঞাত হয়ে পড়েছিল। স্বর্ণলতা রসালকে অবলম্বন করে, বিষলতা কণ্টক-তরুর আলিঙ্গন খোঁজে। পাপও পাপের সাহচর্যের জন্য লালায়িত হয়। বিকৃতরুচি দুষ্ট ব্যক্তিই মন্দবুদ্ধির আশ্রয়দাতা হয়। শিশুপাল সেই কারণেই জরাসন্ধের পৃষ্ঠপোষকতা প্রার্থনা ও লাভ করেছিলেন। জরাসন্ধের নামে আরও অনেক নৃপতি—কিছুটা ভয়ে কিছুটা নিজেদের নিরাপত্তার আশায় তাঁকে সাহায্য করতেন।

জরাসন্ধের মৃত্যুতে যাদবদের সঙ্গে সম্মুখযুদ্ধের সাহস দূরীভূত হলেও, তস্করের মতো গোপন উপায়ে ও কৌশলে শ্রীকৃষ্ণকে বিব্রত বা ক্ষতিগ্রস্ত করার পন্থা ত্যাগ করেন নি শিশুপাল। এবং শ্রীকৃষ্ণর প্রতিজ্ঞাকে উপায়হীনতা ভেবে যথেষ্ট আত্মশ্লাঘাও বোধ করতেন।

আজ সেই শিশুপালই জনার্দনের পূজার তীব্র প্রতিবাদ করবেন এতে আর আশ্চর্য কি? এবং সে প্রতিবাদ যে ইতর ও কদর্য গালিগালাজের রূপ ধারণ করবে সেও তো এক প্রকার সুনিশ্চিত।

কিন্তু সে গালিগালাজ শ্রীকৃষ্ণতেই কেন্দ্রীভূত রইল না।

তাকে উপলক্ষ ক'রে প্রধানত—এই নির্দেশ দিয়েছেন বলে—ভীষ্ম, ও সে নির্দেশ মান্য করেছেন বলে পাণ্ডবদের উপরেও বর্ষিত হতে লাগল।

ভীষ্ম বিবাহ করেন নি পিতৃভক্তিবশত কিন্তু শিশুপাল তাঁকে ক্লীব নপুংসক বলার সুযোগ ছাড়বেন কেন? শ্রীকৃষ্ণ এই অর্ঘ্য গ্রহণ করেছেন বলে তাঁকে আবর্জনাস্তূপে-নিক্ষিপ্ত-খাদ্যলোলুপ পথকুক্কুর বলতে দ্বিধা করলেন না। কিছু কিছু যুক্তিও দিলেন স্বপক্ষে। শ্রীকৃষ্ণ প্রকৃতার্থে নৃপতি নন, তাঁর মাতামহ উগ্রসেন এখন এই কুলের অভিষিক্ত নরপতি। বয়োবৃদ্ধ ধরলে কৃষ্ণের থেকে বয়স্ক লোক অসংখ্য আছেন, ভীষ্মই তো রয়েছেন। তিনি পাণ্ডব-কৌরবদের কুলপতিও বটে। ইচ্ছামৃত্যু ভীষ্ম, শস্ত্রগুরু দ্রোণাচার্য, শাস্ত্রগুরু কৃপ, বহুশাস্ত্রজ্ঞ অশ্বত্থামা, মহামানী রাজা দুর্যোধন, মাতুল শল্য, আত্মীয় দ্রুপদ, ভীষ্মক প্রভৃতি উপস্থিত থাকতে শ্রীকৃষ্ণ কোনক্রমেই এ অর্ঘ্য পেতে পারেন না। বিশেষ অতুলপ্রতাপ বিশ্বত্রাস জরাসন্ধ অন্যায়ভাবে নিহত হয়েছেন—সে কেবল এই বিবেকহীন বীরধর্মপরাঙ্মুখ শ্রীকৃষ্ণের চক্রান্তে ও পরামর্শে। এ দুর্মতি ভদ্রসমাজে স্থান পাওয়ারই যোগ্য নয়।

সহদেব ছেলেমানুষ, অর্ঘ্য তিনিই হাতে ক'রে দিয়েছেন। তাঁর আর সহ্য হ'ল না, বলে উঠলেন, 'শ্রীকৃষ্ণের পূজা যে সহ্য করতে পারে না, আমি তার মস্তকে পদাঘাত করি।'

এতটা বলা উচিত হয় নি, বিশেষ তিনি হোতা-পক্ষের একজন। সভামধ্যে প্রতিবাদের একটা মৃদু গুঞ্জন উঠল। যুধিষ্ঠিরও 'ছি'! বলে সহদেবকে অস্ফুট একটা ধিক্কার দিয়ে উঠে এসে বিনয়-বচনে মিষ্টবাক্যে শিশুপালকে নিরস্ত ও শান্ত করার চেষ্টা করলেন। কিন্তু সে সান্ত্বনা-

বাক্য যেন অগ্নিতে ঘৃত নিক্ষেপেরই কাজ করল। শিশুপাল অধিকতর ক্রুদ্ধ ও প্রগল্‌ভ হয়ে উঠলেন। রাসভ-কর্কশ কণ্ঠে আরও গালিগালাজ ও স্পর্ধা প্রকাশ করতে লাগলেন। তাঁর দুঃসাহসে ভরসা সঞ্চয় ক'রে বেশ কয়েকজন অন্য রাজা বা প্রধানগণও স্ব-স্ব আসন ত্যাগ ক'রে তাঁর সঙ্গে সভাগৃহের বাইরে আসার চেষ্টা করলেন।

এতক্ষণে ধৈর্য্যচ্যুতি ঘটেছে ভীষ্মরও।

তিনি বললেন, 'শ্রীকৃষ্ণ কেবল আমাদেরই পূজ্য নন, সমস্ত বিশ্বেরই পূজনীয়। জন্মাবধি তিনি যে সব আশ্চর্য আশ্চর্য কর্ম করেছেন তেমন আর কবে কোথায় শোনা গেছে? পুতনাবধ তো একান্ত শৈশবের কথা। বাল্যে আরও কত দানবসদৃশ ভয়ঙ্কর দস্যু পামর চক্রীকে নিহত করেছেন, গোবর্ধন পূজার সময় যাদবদের নেতৃত্ব ক'রে ইন্দ্রের দর্পচূর্ণ করেছেন—সে বৃত্তান্ত ওঁর যৌবনকালেই কিম্বদন্তীতে পরিণত হয়েছে। যখন কেবলমাত্র কিশোরবয়স্ক তখনই ইনি মহাবলপরাক্রান্ত দস্যুরাজ কংসকে একক যুদ্ধে পরাজিত ও নিহত ক'রে মাতামহ উগ্রসেন, নিজ পিতামাতা এবং অন্যান্য বহু সজ্জন ক্ষত্রবীরকে ভয়াবহ কষ্টদায়ক কারাবাস থেকে মুক্ত করেছেন। জরাসন্ধ বধের জন্য যদি ইনি বাহুবল অপেক্ষা কৌশলের উপরেই অধিক নির্ভর ক'রে থাকেন, তা এমন কিছু দোষাহ' হয় নি। শত্রুবিশেষে বিভিন্ন যুদ্ধপদ্ধতি অবলম্বন করা নূতনও নয়, অশাস্ত্রীয়ও নয়। মানুষ শার্দুলকে নখদন্তে বিনষ্ট কববে তা সম্ভব নয়।...আর বৃদ্ধ? কেবলমাত্র বয়সে বৃদ্ধ হলেই সে প্রবীণ বা পূজ্য বলে গণ্য হয় না। জ্ঞানবৃদ্ধ, বলবৃদ্ধ, ধন বা সঙ্গতি-বৃদ্ধ—এঁরাও বৃদ্ধ বলে গণ্য হন. এগুলিও বার্ধক্যের মান। শ্রীকৃষ্ণ সর্বশাস্ত্রে সুপণ্ডিত, মানব-মানসাভিজ্ঞ, সাতিশয় বলশালী যোদ্ধা, এতকালে প্রভূত ঐশ্বর্যও সঞ্চয় করেছেন—সুতরাং সকল দিক দিয়েই তিনি এ সভার বৃদ্ধতম ব্যক্তি। শাস্ত্রে উল্লিখিত ষড়-প্রকার যোগ্যতার মধ্যে অধিকাংশ যোগ্যতা এঁর মধ্যে বিদ্যমান। গুরু, ঋত্বিক, স্নাতক, সম্বন্ধী, সুহৃৎ, নৃপতি—এর মধ্যে কমপক্ষে চারটি যোগ্যতায় এই অর্ঘ্য উনি দাবি করতে পারেন। শ্রীকৃষ্ণের যোগ্যতায় যে সন্দিহান হয়—সে ঘোরতর অজ্ঞ ও নির্বোধ। তিনি এই সভাতেই উপস্থিত আছেন, যাদের মৃত্যু আসন্ন তারা ওঁর সঙ্গে যুদ্ধ ক'রেই দেখুক না, শ্রীকৃষ্ণের পরাক্রম কতদূর!'

আরও বহুক্ষণ এইভাবে উক্তি. প্রত্যুক্তি—কদর্য বাকযুদ্ধ চলল।

এই সমস্ত সময় শ্রীকৃষ্ণ নিজ আসনে স্থির ভাবে বসে ছিলেন। মুখে সেই স্বভাবসিদ্ধ রহস্যময় প্রসন্ন হাসি, দৃষ্টিতে ঔদাসীন্য বা নির্লিপ্ততা। ক্রমশ কদর্যতা চরমে পৌঁছে যজ্ঞের আয়োজন পণ্ড হবার আশঙ্কা দেখা দিতেই তিনি সহসা উঠে দাঁড়ালেন। এতক্ষণে তাঁকে দাঁড়াতে দেখে সব কোলাহল ও বিবদমান দুই পক্ষের বাগ্‌বিতণ্ডা সঙ্গে সঙ্গেই স্তব্ধ হয়ে গেল।

শ্রীকৃষ্ণ গম্ভীর উচ্চনাদী কণ্ঠে বললেন, 'সভাস্থ ঋষি ব্রাহ্মণবৃন্দ, আত্মীয়, সুহৃদ ও সমাগত সজ্জনবৃন্দ, আপনারা সকলে দয়া ক'রে শ্রবণ করুন। এই ব্যক্তি আমার আত্মীয়মধ্যে গণ্য। এর মাতার কাতরোক্তিতে আমি এর একশত অপরাধ ক্ষমা করব বলে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ ছিলাম—সে কাহিনী কিছু পূর্বে ভীষ্মমুখে আপনারা শুনেছেন। মাতৃঅঞ্চলাবৃত নিরাপত্তার ভরসায় শিশু যেমন স্পর্ধা প্রকাশ করে—এর অবস্থাও প্রায় তদ্রূপ। কিন্তু সে

ধৃষ্টতা যদি কেবলমাত্র মৌখিক কটূক্তিতেই সীমাবদ্ধ থাকত আমি অবহেলা করতাম—একশতের অপরাধের সীমা অতিক্রম করা সত্ত্বেও। কিন্তু এই মূর্খের স্পর্ধা চরমে পৌঁচেছে। এর দুর্বৃত্ততার পূর্ণ তালিকা দিতে গেলে এক প্রহরকাল অতিক্রান্ত হবে, তদপেক্ষা সময়ের অপব্যবহার আর কি হতে পারে? আমি সাম্প্রতিক দু-একটি পাশবিক আচরণের কথা উল্লেখ করব, তা থেকেই এর চরিত্র কেমন আপনারা বুঝতে পারবেন। আমি ও আর্য বলদেব আমন্ত্রিত হয়ে যখন ভারতের অন্যপ্রান্ত প্রাগজ্যোতিষপুরে যাই তখন যদুবংশের দৌহিত্র হয়েও এই দুরাচার দ্বারকা উৎসাদিত ও দগ্ধ করে, লুণ্ঠন ও নারীদের অমর্যাদা তো বটেই, ভোজরাজ আমাদের অতিথি হয়ে রৈবতকে এসে কয়েক মাস ছিলেন, আমার ও বলদেবের অনুপস্থিতির সুযোগ নিয়ে সসৈন্যে অতর্কিতে এসে তাঁর সহচরদেরও কাউকে হত্যা কাউকে বা বন্দী ক'রে নিয়ে যায়। এই পাপাত্মা নিজ মাতুল—আমার পিতা বসুদেবের যজ্ঞাশ্ব হরণ করেছিল। তপস্বী অক্রুরের ভার্যা দ্বারকা থেকে সৌবীর রাষ্ট্রে গমন করছিলেন—এই পাষণ্ড তাঁকে অনভিলাষিণী জেনেও হরণ ও ধর্ষণ করেছিল। এই কুলপাংশুল ছদ্মবেশে স্বীয় মাতুলকন্যা ভদ্রাকে হরণ করতেও দ্বিধাবোধ করে নি। এমন কি এই মূঢ় আমার বিবাহে বাধা দেবার উদ্দেশ্যেই রুক্মিণীকে প্রার্থনা করেছিল কিন্তু উদ্বাহু বামনের চন্দ্রাভিলাষের মতোই ব্যর্থ হয়েছিল, তাতে কিছুমাত্র অপ্রতিভ বোধ করেনি। ...আমি এই সব অনাচার ও বিরুদ্ধাচরণ সহ্য করেছি পিতৃস্বসার অনুনয় স্মরণ করেই। তবে এর—পশুর থেকেও নিকৃষ্ট প্রাণী—বোধ করি ক্রিমিকীটের মতো, আচরণ ও দুর্ব্যবহার তাঁর কাছে প্রতিশ্রুত শত সংখ্যা অতিক্রম করেছে, এইবার এই পাপিষ্ঠকে আমি বধ করব।'

অনেক সময় বালকরা তাদের নবলব্ধ শক্তির পরিসীমা জ্ঞাত না থাকায় যেমন অনায়াসে প্রজ্বলিত অগ্নিকে করায়ত্ত করার চেষ্টা করে—মোহগ্রস্ত ব্যক্তি যেমন নিজেই বিষধর সর্পের নিকটবর্তী হয়—শিশুপালও যেন মৃত্যু আসন্ন দেখেও অধিকতর কটূক্তি ও ব্যঙ্গোক্তি করতে গেলেন, বিশেষ রুক্মিণীকে নিয়ে।

কিন্তু ততক্ষণে—স্বীয় বক্তব্য শেষ হওয়ার পূর্বেই—কেশিনিসূদন কেশব শ্রীকৃষ্ণর ভ্রূকুটি ভয়ঙ্কর ও দৃষ্টি করাল হয়ে উঠেছে. সে দৃষ্টিতে যেন চরাচর দগ্ধ হবে এমন ধারণা হচ্ছে দর্শকদের মনে। যাঁরা চিরদিন তাঁর প্রসন্ন মধুর শান্ত মুখশ্রী দেখে এসেছেন, তাঁরা সেদিকে চেয়ে বিস্ময়ে ও আতঙ্কে মূর্ছাহত হয়ে পড়লেন ; কেউ কেউ সে দৃষ্টির প্রাখর্য সহ্য করতে না পেরে সত্যিই মূর্ছিত হলেন। সে মৃত্যু-অনলবর্ষী আয়ত চক্ষুর দিকে যেন কেউ তাকাতেও পারছেন না, চোখ ফিরিয়ে নিতেও পারছেন না।

সে দৃষ্টির দুঃসহতার সম্মুখে শিশুপালও যেন কেমন জড়বৎ হয়ে গেলেন, আর কিছু করা কি বলা, আত্মরক্ষার চেষ্টামাত্র করারও সামর্থ্য রইল না। সে অবসরও অবশ্য পেলেন না বিশেষ। শ্রীকৃষ্ণ নিমেষকালমধ্যে তাঁর বিখ্যাত চক্রাস্ত্রে, সেই অগণিত ক্ষত্রবীর-মধ্যে, শিশুপালের অনুচর ও অনুষঙ্গীদের সামনেই ওঁকে দ্বিখণ্ডিত ও নিহত করলেন।

তারপরও বহুক্ষণ পর্যন্ত সেই বিপুল যজ্ঞসভা প্রাণহীন সুষুপ্তবৎ স্তব্ধ হয়ে রইল। কারও কিছু চিন্তা করার, প্রতিবাদ করার, এমন কি

বাসুদেবের জয়ধ্বনি করারও সামর্থ্য রইল না। যেসব নৃপতিরা শিশুপালকে সমর্থন ও অনুসরণ করেছিলেন এতক্ষণ, তাঁদের কেউ কেউ অবশ্য নীরবে দন্তে দন্তে ঘর্ষণ কিংবা ওষ্ঠ দংশন করতে লাগলেন কিন্তু বাঙ্‌নিষ্পত্তি করার সাহস হ'ল না কারও। এক কথায়—প্রায় দণ্ডকাল সময় লাগল সেই অভূতপূর্ব, অকল্পনীয়, অবর্ণনীয় ঘটনার প্রভাব কাটিয়ে উঠতে। এই সমস্ত সময়টা সেই বিশাল জনসমুদ্রে যেন মৃত্যুরই নীরবতা বিরাজ করতে লাগল।

॥ ২১ ॥

সেই প্রথম দিনের একান্ত অনভিপ্রেত ঘটনার পর যজ্ঞে আর কোন বাধা কি বিপত্তি দেখা দেয় নি। প্রবীণ শাস্ত্রজ্ঞদের বিধান অনুযায়ী শিশুপালের শবদেহ সংকারের জন্য প্রেরণ ক'রে সে স্থান সুপরিষ্কৃত ও তাঁর পুত্রকে চেদীরাজ বলে ঘোষণা ক'রে যুধিষ্ঠির যথাবিহিত সংকল্পান্তে যজ্ঞ আরম্ভ করলেন।

ক্ষোভ যে একেবারে দূরীভূত হ'ল তা নয়। এ সংসারে এক শ্রেণীর মানুষ চিরদিনই থাকে—অন্যায় দমনকে যারা অত্যাচার বলে মনে করে এবং প্রত্যক্ষ প্রমাণ পাওয়া সত্ত্বেও দুষ্কৃতিকারী সম্বন্ধে মমতা পোষণ করে। পাপের সাহায্যে শক্তি-সম্পদ আহরণ-প্রয়াসী ব্যক্তির সংখ্যাও বড় অল্প নয়। নৃপতিদের মধ্যেও এই ধরনের মনোভাব যথেষ্ট। তাঁরা ক্ষুব্ধ, কেউ কেউ ক্রুদ্ধ হয়েই রইলেন। কিন্তু শিশুপালের মতো দুর্ধর্ষ ব্যক্তির পরিণাম, শ্রীকৃষ্ণের সেই ভয়ংকর রুদ্রমূর্তি, এবং পাণ্ডবসমর্থনকারীদের সংখ্যা ও শক্তি প্রত্যক্ষ ক'রে কেউই কোন প্রকাশ্য প্রতিবাদ করতে সাহস করলেন না। তবে তাঁদের অনেকেই বহুক্ষণ পর্যন্ত অবনত মস্তকে অপমানিত অসহায়ের সম্বল ঘন ঘন দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলতে লাগলেন ও দন্তে দন্তে ঘর্ষণ বা ওষ্ঠ দংশন ক'রে মনোবেদনা দমনের চেষ্টা করতে লাগলেন। ভবিষ্যতে সুযোগ পেলে এর প্রতিশোধ নেবেন এই কামনায় সান্ত্বনালাভের চেষ্টাও করলেন কেউ কেউ।

কিন্তু সেদিকে আর কারও মনোযোগ ছিল না। অত ভ্রূক্ষেপও করলেন না কেউ। মধ্যের এই ছেদটুকুর পরেই আবার উৎসব সমারোহের সুর লেগেছে সবার মনে. কর্মকাণ্ডের বিশালতার বিস্ময় ও মোহ আচ্ছন্ন করেছে অধিকাংশর চিন্তাশক্তি। দু-চারজন এদিকে লক্ষ্য রেখেছিলেন অবশ্য—ভীষ্ম বিদুর প্রভৃতি—তাঁরা যতটা সম্ভব অতিরিক্ত সম্মান ও সমাদর প্রদর্শন ক'রে এঁদের কিঞ্চিৎ তুষ্ট করার চেষ্টা করলেন—কিন্তু তাতেও তাঁদের চিত্তানল যে নির্বাপিত বা প্রশমিত হ'ল না—তাও বুঝতে পারলেন। তবে এসব তুচ্ছ তথ্যাদি—যজ্ঞকর্ম ও দীয়তাং ভুজ্যতাং-এর বিপুলতার সমারোহে

—চাপা পড়ে গেল। আমন্ত্রিত, রবাহূত জনসাধারণ এবং বিপ্রাদিরা তো বটেই, রাজন্যবর্গও এতাদৃশে অভূতপূর্ব আপ্যায়ন ও সুখাদ্য এবং বিলাস-দ্রব্যের বাহুল্যে অভিভূত হয়ে পড়লেন। তাঁদের অধিকাংশই এ ধরনের ভোগবিলাস ও আহারাদিতে অভ্যস্ত নন, অনেকের কাছে কল্পনাতীত—রূপকথার বর্ণনায় শ্রুত। সাধারণ ব্যক্তিরা যথেষ্ট তুষ্ট হলেন, তাঁরা পাণ্ডবদের জয়-জয়কার করতে লাগলেন। বিশিষ্ট অতিথিরাও প্রায় সকলেই গোপনে হৃদয়োত্থিত দীর্ঘশ্বাস মোচন ও সহজ ঈপ্সাতুর ঈর্ষা অন্তরেই দমন ক'রে মুখে এঁদের জয়ধ্বনি করতে করতে ধন্যবাদ জ্ঞাপন ও প্রতিনিমন্ত্রণ জানিয়ে বিদায় নিলেন। যাওয়ার সময় পাণ্ডবরা যেসব উপহার দ্রব্যাদি সঙ্গে দিলেন, তার পার্থক্য বা বৈষম্য, ও কল্পিত পক্ষপাত বিচার রইল দীর্ঘ যাত্রাপথের আলোচনার বস্তু।

গেলেন না কেবল ধার্তরাষ্ট্র ভ্রাতৃবর্গ ও তাঁদের পরভৃৎ মাতুল,—গান্ধার-রাজ তনয়, সুবল-পুত্র শকুনি ; জ্যেষ্ঠ ভাগিনেয়র অহরহ চাটুগান ও কুমন্ত্রণাদানই যাঁর জীবিকা-নির্বাহের প্রধান উপায় বলা যেতে পারে।

পাণ্ডবরাই—কতকটা কর্তব্যবোধে, সৌজন্য প্রকাশের রীতি অনুযায়ী, কতকটা শ্রীকৃষ্ণের উপদেশেও, জ্ঞাতি-ভ্রাতাদের অনুরোধ করেছিলেন আর কয়েকদিন থেকে যেতে। বলেছিলেন, এই লক্ষ লক্ষ লোকের ভিড়ে ও কর্মব্যস্ততায় ভ্রাতাদের সঙ্গে অন্তরঙ্গ আলাপ ও প্রীতিবিনিময়ের অবসর পাওয়া যায় নি। ওঁরা যদি আর কটা দিন এখানে বিশ্রাম ক'রে যান তো সেই একান্ত অভিপ্রেত সুযোগ পাওয়া যেতে পারে।

আমন্ত্রণটুকু জানিয়েছিলেন ঠিকই—কিন্তু কৌরবরা যে সত্য সত্যই রাজী হয়ে যাবেন তা আশংকা করেন নি।—হ্যাঁ আশঙ্কাই। কৌরবরা কখনই ওঁদের শুভাকাঙ্ক্ষী নন। জন্মান্ধ বলে ধৃতরাষ্ট্র জ্যেষ্ঠ হওয়া সত্ত্বেও সিংহাসনে বঞ্চিত হয়েছিলেন। সে দুঃখ কিছুটা দূর হতে পারত যদি ওঁর সন্তান অন্তত বংশের জ্যেষ্ঠ হ'ত। সেদিক দিয়েও ভাগ্য বঞ্চিত করলেন ওঁকে। কনিষ্ঠ পাণ্ডুর সন্তান যুধিষ্ঠিরই প্রথম জন্মগ্রহণ করলেন। ধৃতরাষ্ট্রের একশত পুত্র হ'ল—কিন্তু সিংহাসন দাবি করার কোন দিকেই কোন অধিকার রইল না।

পাণ্ডুর অকালমৃত্যুর পর তাঁর নাবালক সন্তান পাঁচটি এবং এই রাজ্যের দায়িত্ব ভীষ্মই বহন করছিলেন। তাঁর ইচ্ছা ছিল এরা উপযুক্ত হয়ে উঠলে ভাগ্যের অবিচার-এর কিছুটা ক্ষতিপূরণ ক'রে দেবেন উনি, অর্থাৎ কুরু-রাজ্য বংশের এই দুই ধারার মধ্যে বণ্টন ক'রে দেবেন। কিন্তু ধৃতরাষ্ট্র-তনয়দের সে অপেক্ষা সইল না। অদৃষ্টের প্রবঞ্চনা নিজেদের বুদ্ধিবলে পরাভূত করতে চেষ্টা করলেন। অন্যায় শুধু নয়—চরম পাপের পথে প্রতি-বিধান করতে গেলেন, এবং সেটা শুরু হয়ে গেল প্রায় বাল্য থেকেই। হত্যার দ্বারা জ্ঞাতিকণ্টক দূর করার চেষ্টা করতে লাগলেন।

দুর্যোধন ছিলেন ভীমের প্রায় সমবয়সী। দুজনেই মহাবলী, দুজনেই মল্লক্রীড়া ও গদাযুদ্ধে সুদক্ষ। স্বভাবতই এক্ষেত্রে প্রতিযোগিতার প্রশ্ন ওঠে। কিন্তু সেখানেও দেখা গেল বিধাতা পক্ষপাত করেছেন কিছু। দৈহিক পরাক্রম ও আকৃতিতে ভীমেরই অধিকতর যোগ্যতা প্রমাণিত হ'ল একাধিক

বার। সেজন্য ভীমের প্রতি তাঁর আক্রোশ সর্বাধিক। তিনি সেই অনতি-ক্রান্ত-বাল্যেই কয়েকজন ভ্রাতার সঙ্গে চক্রান্ত ক'রে ভীমকে হত্যা করার চেষ্টা করেন। কিন্তু দৈবানুগ্রহে—দুর্যোধনের মতে দৈববিড়ম্বনায়—ভীম প্রায় অলৌকিক ভাবে বেঁচে গেলেন।

তারপর কৈশোরে পদার্পণ ক'রে পান্ডুপুত্রগণ যখন সকল দিক থেকেই সাফল্য ও যশ অর্জন করতে লাগলেন—তখন ঈর্ষা ক্ষোভ ও নিষ্ফল আক্রোশ ক্রমশ বিদ্বেষ ও ক্রোধের আকার ধারণ করবে এও স্বাভাবিক। অথচ—ভীষ্ম কোন একদেশদর্শিতা করেন নি, একই শিক্ষক একই শস্ত্রগুরু সকলের শিক্ষার তত্ত্বাবধান করতেন। কিন্তু না ভীম না অর্জুন কারুরই সমকক্ষ হতে পারলেন না কৌরবরা। প্রায় জ্ঞানশূন্য হয়ে দুর্যোধন এক অজ্ঞাত-কুলশীল তরুণ যোদ্ধা কর্ণকে দিয়ে প্রদর্শনী-পরীক্ষা মণ্ডপে অর্জুনকে পরাভূত করার চেষ্টা করলেন—অপর কেউ ওদের অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ এটা প্রমাণিত হলেও বুঝি ক্ষোভ কিছুটা অপনোদিত হয়—কিন্তু অকস্মাৎ মাতা কুন্তী অসুস্থ হয়ে পড়ায় ক্রীড়ামঞ্চ যুদ্ধক্ষেত্রে পরিণত হতে পারল না। আক্রোশ ও উষ্মা—প্রকাশের পথ না পেয়ে—বর্ধিততর হতে থাকল।

শেষ পর্যন্ত ক্রূরমনা দুর্যোধন—সম্ভবত ধৃতরাষ্ট্রের অনুমোদন ও অর্থানুকূল্যেই ছল ক'রে দূরান্তের এক গ্রামে পান্ডবদের পাঠিয়ে তাঁদের অগ্নিদগ্ধ ক'রে হত্যা করার ষড়যন্ত্র করলেন। দাহ্য পদার্থে প্রস্তুত জতু-গঠিত প্রাসাদ নির্মিত হ'ল। কৌরবদের বেতনভুক্ পুরস্কারলুব্ধ সৈনিকরা পান্ডুতনয়দের দেহরক্ষীর ছদ্মবেশে ঘিরে রইলেন—পুরোচন নামে অতি নিষ্ঠুর পাপকর্মা এক ব্যক্তি গেলেন এই বীভৎস হত্যাকাণ্ড তত্ত্বাবধান করতে।

বাঁচার কথা নয়, কিন্তু দাসীগর্ভজাত এঁদের পিতৃব্য ধর্মনিষ্ঠ বিদ্বান ও বুদ্ধিমান বিদুর শুধু যে পান্ডবদের পূর্বেই সতর্ক ক'রে দিলেন তাই নয়, এই ঈর্ষাগ্নিবলয় থেকে পরিত্রাণ পাবার উপায় সম্বন্ধেও ইঙ্গিত দিয়ে দিলেন। সেই উপায়েই এঁরা কোনমতে প্রাণে রক্ষা পেলেন সে-যাত্রা।

তবু, পরিত্রাণ পেয়েও—নিঃসম্বল ও নিঃসহায় পান্ডবরা আর রাজ-ধানীতে ফিরে যেতে সাহস করেন নি। ভিক্ষুক ব্রাহ্মণের বেশে স্থান থেকে স্থানান্তরে ঘুরে বেড়াচ্ছিলেন। কোনমতে জীবনধারণ করছিলেন মাত্র। এভাবে বাঁচাও সম্ভব হ'ত কিনা সন্দেহ—ভীম এক অনার্য কন্যাকে বিবাহ ক'রে তার আনুকূল্য ও সাহায্য পেয়ে অনেকটা সুবিধা ক'রে নিতে পেরে-ছিলেন, তাই রক্ষা!

তারপর—একেবারে পাঞ্চালদের জামাতা রূপে যখন এঁরা আত্মপ্রকাশ করলেন, যাদব ও বৃষ্ণিরা যখন আত্মীয় বলে স্বীকার করলেন—ভীষ্ম, দ্রোণাচার্য প্রভৃতি প্রধান বীর ও যোদ্ধারা যখন প্রবল ধিক্কারধ্বনি তুললেন, তখন কতকটা দিশাহারা হয়েই ধৃতরাষ্ট্র পুত্রদের তিরস্কার ক'রে এই সামান্য রাজ্যাংশ অর্ধেক বলে পান্ডবদের বুঝিয়ে দিয়ে নিজের পদবী ও বয়সের সম্মান রক্ষা করলেন। এটুকু সম্বল ক'রেই স্বীয় শৌর্য, বুদ্ধি ও সাহসবলে অল্প কিছুকাল মধ্যে পান্ডবরাজ ভারতখণ্ডের সম্রাট রূপে স্বীকৃতি পেলেন, এই স্বপ্ন-কল্পনাতীত সমৃদ্ধিরও অধিকারী হলেন—এ দেখে কৌরবরা স্নেহে বিগলিত হবেন ও এঁদের অধিকতর শ্রীবৃদ্ধি কামনা করবেন—এমন

আশা করার কোন কারণ নেই—পান্ডবরাও তা করেন না।

কৌরবরাও প্রীতিবশত থাকেন নি। আসলে এই ঐন্দ্রজালিক প্রাসাদ ও এঁদের অর্জিত অবিশ্বাস্য বিত্তরাশি সম্বন্ধে কৌরবদের কৌতূহলের অবধি ছিল না। এই এক মাস কাল মধ্যে তার একটা অস্বচ্ছ ধারণা মাত্র হয়েছে, সম্পূর্ণ উপলব্ধির সুযোগ বা অবসর লাভ হয় নি।

এমনিতেই এই ধরনের প্রায়-দৈবপ্রাপ্ত সৌভাগ্যে জ্ঞাতিদের মনে জ্বালা ধরা স্বাভাবিক। সে জ্বালার তীব্রতা ও দাহিকাশক্তি সম্বন্ধেও কৌরবরা যে অনবহিত ছিলেন তা নয়। কিন্তু কোন কোন যন্ত্রণা—বেদনাদায়ক হওয়া সত্ত্বেও—বিকৃত মানসিকতা ও বিপরীত মনোধর্ম অনুযায়ী মানুষ উপভোগও করে। বিষধর সর্পের দৃষ্টির দিকে চেয়ে একই সঙ্গে সে আতঙ্ক ও মোহ-গ্রস্ত হয়। কৌরবরাও অপেক্ষাকৃত নির্জনতা ও কর্মহীনতার অবসর-মুহূর্তে ইন্দ্রপ্রস্থ নগরী, পান্ডবদের ভোগবিলাস সমারোহ ও এই নব-নির্মিত প্রাসাদসৌধ দর্শনের বিষামৃত পান করতে লাগলেন।

লাঞ্ছনারও অবধি রইল না। বিশেষ, ভাগ্যক্রমে যেন দুর্যোধনের দুর্দশাই সমধিক। গৃহপ্রান্তের স্ফটিক প্রাচীরকে মুক্ত দ্বারপথ কল্পনা ক'রে বহিষ্ক্রান্ত হ'তে গিয়ে মুখে মস্তকে আঘাত পেলেন। জলভ্রমে কৃত্রিম সরোবরে অবগাহন করতে গিয়ে হাস্যাস্পদ হলেন। আবার যথার্থ দীর্ঘিকাকে স্ফটিকনির্মিত কৃত্রিম জলাশয় ভেবে তার ওপর পদচারণা করতে গিয়ে মহার্ঘ্য বস্ত্রাদিসহ জলমগ্ন হলেন। পান্ডবরা যে সব সময় উপস্থিত থাক-ছিলেন তা নয়—কিন্তু আরও বহু লোক চারিদিকে। এবং স্বতোৎসারিত কৌতুক-দমনের প্রাণপণ চেষ্টা সত্ত্বেও তাদের অধরকোণে সে কৌতুক-উপ-ভোগের হাস্যরেখা ফুটে ওঠে।

ফলে এখানের অত্যুত্তম আহার্যে কষায় স্বাদ পান দুর্যোধন। বিলাস-শয্যা কণ্টকশয্যায় পরিণত হয়। এদের ঐশ্বর্য-সম্পদেরও যেন কোন সীমা সংখ্যা পরিমাণ পান না তিনি। সেও এক মহা যন্ত্রণা। নিষ্ফল আক্রোশে চেয়ে চেয়ে দেখেন সহস্র সহস্র স্নাতক গৃহস্থ ও তাঁদের প্রত্যেকের অগণিত দাসদাসী পালন করছেন পান্ডবরা। তাঁদের প্রাসাদে প্রত্যহ দশ সহস্র লোক স্বর্ণপাত্রে উত্তম খাদ্য আহার করে। সমাগত বিশিষ্ট অতিথিবৃন্দ যে সকল উপহার এনেছিলেন—তা দুর্যোধনই গ্রহণ করেছেন। এত সম্পদ, এত বিচিত্র বস্তু যে আছে, এত রকম দেশ ও জাতি আছে—যারা যুধিষ্ঠিরের প্রাধান্য স্বীকার করছে—তা দুর্যোধনের জ্ঞান নয়, কল্পনারও বাইরে। যে সব উৎকৃষ্ট রত্নখচিত সুবর্ণ কলস ও অন্যান্য দ্রব্যাদি একমাত্র যাদবদের কাছ থেকেই উপহার পেয়েছেন যুধিষ্ঠির, তার মূল্যের সমান সম্পদ বোধ করি জরাসন্ধের ভান্ডারেও ছিল না। তিনি রাজন্যবর্গের বিদায়কালে যে সব প্রত্যুপহার দান করেছেন তাও অপরিমিত, অগণিত। যজ্ঞকালে শেষ পর্যন্ত যে সব ধনরত্ন করস্বরূপ বা উপহারস্বরূপ এসেছিল, স্থানাভাবেই তা গ্রহণ করতে পারেন নি যুধিষ্ঠির। নগরপ্রাকারের বাইরে স্তূপাকারে পড়ে ছিল। মনে হয় বর্তমানকালে যুধিষ্ঠিরের যা সম্পদ তা বরুণ ইন্দ্র বা কুবেরের ভান্ডারেও নেই।

পান্ডবদের এই সৌভাগ্য নিয়ে যতই চিন্তা বা হিসাব করেন ততই

অন্তরে মাৎসর্যাগ্নি প্রজ্বলিত হয়। তাতে ইন্ধন যোগাবারও লোকের অভাব নেই। মাতুল সৌবল ও অন্যান্য পার্শ্বচররা এটাকে পাণ্ডবদের সুপরিকল্পিত অবমাননার আয়োজন বলে মনে করেন—মনে করিয়ে দেন। ফলে এই সভাগৃহ নির্মাণটার একমাত্র কারণ তাঁদেরই হেয় করা—এই বোধ জন্মাল কৌরবদের মনে। এইভাবে কোনমতে পক্ষকাল অতিবাহিত ক'রে যখন তাঁরা হস্তিনার উদ্দেশে যাত্রা করলেন তখন বোধ করি মৌখিক সৌজন্যসম্মত আনন্দ ও তৃপ্তি প্রকাশের শক্তিও আর তাঁদের অবশিষ্ট রইল না। এই সুখবাস যে তাঁদের কাছে নরকযন্ত্রণাতুল্য হয়েছে তার স্পষ্ট পরিচয়ই কথাবার্তা ও মুখভাবে প্রকাশিত হয়ে পড়তে লাগল।

তবু—মুখভাব ও আচরণকে ওখানে যতটুকু সংযমের বাঁধ দিয়ে রাখা গিয়েছিল, স্বগৃহে প্রত্যাবৃত্ত হয়ে আর সেটুকুও রাখা যায় না। দুর্যোধন একেবারেই ভেঙে পড়েন। আত্মীয়স্বজন বন্ধুবান্ধব কারও সঙ্গে রহস্যালাপ বা বিশ্রম্ভালাপ তো দূরের কথা—বাক্যালাপ পর্যন্ত করেন না। আহারনিদ্রা একেবারে ত্যাগ না করলেও যেটুকু অবশিষ্ট থাকে তা কোন সুস্থ মানুষের জীবন ধারণের পক্ষে পর্যাপ্ত নয়। ফলে দিন দিন কৃশ ও বিশুষ্ক হতে থাকেন দুর্যোধন। অন্যান্য রাজকুমারদের এতটা না হলেও ওখানের অপ্রমাণিত কল্পিত অপমানের লজ্জায় তাঁরা যেন এখানের প্রজা-পরিজন, এমন কি সেবকদের কাছেও মাথা তুলতে পারেন না। নিজেদের যা শক্তি-সম্পদ আছে তাও যেন হারিয়ে নিঃস্ব হয়েছেন মনে হয়। সেজন্য মৃগয়া ক্রীড়াদি সকল প্রকার ব্যসন ত্যাগ ক'রে অশৌচ পালনের মতো অধিকাংশ সময় গৃহকোণেই অতিবাহিত করেন।

ধৃতরাষ্ট্র অন্ধ হলেও—অথবা অন্ধ বলেই—রাজ্য ও রাজপুরী, বিশেষ পুত্র-কন্যাদের সংবাদ সম্বন্ধে অত্যন্ত সচেতন ছিলেন। সংবাদ সংগ্রহের জন্য এবং ক্ষণে ক্ষণে তাঁকে সে সংবাদ শোনানোর জন্য বহুসংখ্যক কর্মচারী নিযুক্ত ছিল। এর মধ্যে আবার পুত্রদের সম্বন্ধে স্নেহ ও সজাগ সচেতনতা—দুর্বলতা বলাই উচিত—সর্বজনবিদিত। দুর্যোধনের এই ভাবান্তর ও স্বাস্থ্যভঙ্গের সংবাদ সহজ নিয়মেই ক্রমশঃ ওঁর কাছে পৌঁছয়। পুত্ররা সকলেই প্রিয় কিন্তু দুর্যোধন প্রিয়তম। তার এই দুর্দশার সংবাদে নিরতিশয় উদ্বিগ্ন ও অস্থির হয়ে ওঠেন।

দুর্যোধনকে ডেকে পাঠিয়েও যখন কোন সুফল লাভ হয় না—তখন তিনি নিজেই শিবিকাবাহিত হয়ে পুত্রের বাসভবনে উপস্থিত হন। এবং ব্যাকুল কণ্ঠে ওঁর এই বিষাদ ও জীবনে—বিশেষ আনন্দ উপকরণে—এতাদৃশ অনীহা ও অরুচির কারণ সম্বন্ধে বার বার প্রশ্ন করতে থাকেন।

'বৎস দুর্যোধন, শুনলাম তুমি দিন দিন বিশুষ্ক শীর্ণ মলিন ও পাণ্ডুবর্ণ হয়ে যাচ্ছ। আহারাদি আমোদ-আহ্লাদে স্পৃহা নেই, স্বজন বা বয়স্যদের সঙ্গেও দেখা-সাক্ষাৎ বা রসালাপ কর না, রমণীদের সেবা নাও না। এত কাতর হয়ে পড়লে কেন? যদি দৈহিক অস্বাস্থ্যই এর কারণ হয়, হস্তিনাপুরে তো প্রাজ্ঞ অভিজ্ঞ বৈদ্যের অভাব নেই। আমি তো অনেক চিন্তা ক'রেও তোমার এই অমর্ষতার কারণ দেখতে পাচ্ছি না। এ রাজপুরীর বিপুল ঐশ্বর্য সবই তো তোমার যথেচ্ছ উপভোগ্য এবং তোমাতে প্রতিষ্ঠিত

রয়েছে। তোমার ভ্রাতৃগণ বা সুহৃদগণ তোমার অপ্রিয়াচরণ করার কথা চিন্তা-মাত্র করেন না। তোমার পেটিকায় উত্তম উত্তম মহার্ঘ্য বস্ত্রাদি রয়েছে। প্রত্যহ সমাংস অন্ন আহার করছ। উৎকৃষ্ট অশ্ব ও সুনির্মিত রথের অভাব নেই। ক্রীড়াদি বা মৃগয়ার সমস্ত আয়োজন প্রস্তুত। মহামূল্যবান আরাম-দায়ক শয্যা, মনোরমা ভার্যা ও চিত্তহারিণী সুন্দরী রমণীগণ, সুসজ্জিত গৃহনিবহ—তোমার ইচ্ছাধীন ও আজ্ঞাবহের মতো প্রতীক্ষা করছে। এ ছাড়াও যদি তোমার কোন ভোগাভিলাষ থাকে তো ব্যক্ত করো, আমি এখনই তার ব্যবস্থা করছি।'

দুর্যোধন এবারে ক্ষোভে ফেটে পড়লেন যেন। বললেন, 'আপনি এইসব ভোগ্য বস্তুর গর্ব করেন? আরও দেবেন? কী দেবেন আপনি, কী দিতে পারেন? ঐশ্বর্য সম্বন্ধে আপনার কোন ধারণাই নেই। ভাগ্যদোষে—অথবা দোষই বা বলছি কেন, ভাগ্য-অনুগ্রহই বলব, এই সব দেখে আমার মতো তীক্ষ্ন বিষের জ্বালা ভোগ করতে হচ্ছে না—আপনি অন্ধ। পাণ্ডবদের সভায় উপস্থিত ছিলেন কিন্তু তাদের বিত্ত বা প্রভাব-প্রতিপত্তির পরিমাণ সম্যক উপলব্ধি করতে পারেন নি। আপনার সংবাদ-সরবরাহকারকদের পক্ষেও সম্ভব হয় নি সেই জনবহুলতার মধ্যে যথার্থ বিবরণ দেওয়ার। পাণ্ডবদের অমরাপুরীদুর্লভ শ্রী ও অসুরদুর্লভ শক্তিই আমার দুঃখের কারণ। জ্ঞাতিদের এই ধরনের বিপুল অভ্যুত্থান ও ক্রমবর্ধমান অপরিমেয় সমৃদ্ধি দেখার পরও যারা নিশ্চল নিষ্ক্রিয় উদাসীনবৎ বসে থাকে, তারা হয় মৃত নয় নপুংসক।'

বলতে বলতে অতৃপ্ত রোষ ও আত্মধিক্কারে দুর্যোধনের চোখে জল এসে গিয়েছিল।

ক্ষণকাল নীরব থেকে সে ক্ষোভাশ্রু করপৃষ্ঠতলে মোচন ক'রে বললেন, 'আপনি জানেন যুধিষ্ঠির বহু সহস্র গৃহমেধী স্নাতককে ভরণপোষণ করেন, তাদের প্রত্যেকের সেবার জন্য ত্রিশটি ক'রে সুন্দরী দাসী নিয়োগ করেছেন? দশ সহস্র ব্রাহ্মণ প্রত্যহ তাঁর গৃহে স্বর্ণপাত্রে ভোজন করেন? আপনার সমস্ত সৈনিক ও সেবকের সংখ্যা যোগ করলে যা হয় তার থেকে অনেক বেশী সংখ্যক শুধু অশ্বযোষিৎ উষ্ট্রযোষিৎই আছে পাণ্ডবদের। এই যজ্ঞে আমার উপরই উপহার গ্রহণের ভার ছিল। যে সব দ্রব্যাদি এসেছে তার অনেকের সঙ্গে আমাদের পরিচয় মাত্র নেই, কোন গ্রন্থেও সে সব অমূল্য দ্রব্যাদির বিবরণ পাই নি। উপহারের মহার্ঘ্যতা ও বিপুলতা আপনার কল্পনার অতীত। হিসাব রক্ষা আমার পক্ষেও অসম্ভব হয়ে পড়েছিল। শেষ পর্যন্ত আমিও ক্লান্ত হয়ে পড়েছিলাম। রাজভাণ্ডার কেন, রাজধানীর মধ্যেও সেগুলি রক্ষা করার মতো কোন স্থান অবশিষ্ট ছিল না। আমাদের রাজ্য-খণ্ডের মতো বেশ কয়েকটি দেশের তাবৎ সম্পত্তির যা মূল্য তার থেকে অনেক বেশী মূল্যের আশ্চর্য আশ্চর্য উপহারদ্রব্য নগরপ্রাকারের বাইরে প্রান্তরে স্তূপাকার হয়ে পড়ে থেকে নষ্ট হয়ে গেল। সেখানে এমন কেউ দরিদ্র ব্যক্তি নেই যে তার কোনটি গ্রহণ করে।...মহারাজ, এই কল্পকথাসুলভ শ্রীবৃদ্ধি প্রত্যক্ষ করার পর আমার আর জীবনধারণে বিন্দুমাত্র স্পৃহা নেই। কোন সত্ত্ববান পুরুষ শত্রুর এতাদৃশী শক্তিসম্পদ দেখেও স্থির থাকতে পারে! আমার মনে হচ্ছে আমি না স্ত্রী, না অস্ত্রী, না ক্লীব—কিছুই নই! পুরুষ

হলে কেউ শত্রুর এই অপরিমাণ সৌভাগ্যসন্দর্শনে অবিচল থাকতে পারে না। স্ত্রীলোক সপত্নীর ঋদ্ধি-প্রতিপত্তি সহ্য করে না। এখন মনে হচ্ছে আমার মৃত্যুই শ্রেয়, হয় অগ্নিতে বা জলে প্রবেশ ক'রে—নয়তো বিষ ভক্ষণ ক'রে আমি মৃত্যুবরণ করব—এ আপনি নিশ্চিত জানবেন।'

ধৃতরাষ্ট্র পুত্রস্নেহে বিহ্বল ও বর্তমানে তার মনক্লেশের বিবরণ শুনে দুঃখিত হলেও একেবারে বিবেকশূন্য ছিলেন না। তিনি অপ্রসন্ন কণ্ঠে বললেন, 'এ তোমার কেমন কথা। তারা নিজেদের ভুজবলে ঐশ্বর্য আহরণ করেছে, তোমার ক্ষমতা থাকে তুমিও কর। বীরভোগ্যা বসুন্ধরা। পৃথিবীর বিত্ত তো শেষ হয় নি, সমস্ত দেশ ধ্বংস বা সকল প্রজাও বিনষ্ট হয় নি। অপরের শ্রীতে ঈর্ষিত হয়ে মৃত্যুবরণ করার মতো কাপুরুষতা আর কী হতে পারে।'

দুর্যোধনও তিক্ত কণ্ঠে উত্তর দিলেন, 'আপনি বিলক্ষণ জানেন যে আমার একার পক্ষে এ ধরনের অভিযান সম্ভব নয়। আমার সে সহায় সম্বল কোথায়? অধিকাংশ ক্ষত্রিয় রাজাই এখন ওদের বশীভূত, আজ্ঞাবহ। ওরা পাঁচ ভাইই রণকুশলী, সুদক্ষ সেনানায়ক। আমাদের পক্ষে তো সেনাপতি বলতে ঐ জরদ্গব দুই বৃদ্ধ—ভীষ্ম ও দ্রোণ। তারাও পাণ্ডবদের কল্যাণের জন্যই বেশী ব্যস্ত। তাদের ভরসায় দিগ্বিজয় সম্ভব নয়। না, আমার কেউ কোথাও নেই তা বেশ বুঝেছি। পিতাই যার দুঃখ বোঝেন না তার চেয়ে হতভাগ্য আর কে আছে!'

প্রিয়তম পুত্রের অভিমানরুদ্ধ কণ্ঠ তীক্ষ্ন-অস্ত্রের মতোই ধৃতরাষ্ট্রের বুকে বিঁধল, তিনি বিষম বিচলিত হয়ে উঠলেন, তবু একটা ক্ষীণ সৎ প্রচেষ্টা হিসেবে কতকটা দুর্বল ভাবেই বললেন, 'বৎস, যুধিষ্ঠির তোমার সম্বন্ধে দ্বেষ পোষণ করেন না। তার অর্থবল মিত্রবল রাজপ্রাপ্তির সময়ে যা ছিল তা তোমার থেকে বেশী নয়—বরং অনেক কম। সে সেই সামান্য সম্বল অবলম্বনে যদি আজ এই অভূতপূর্ব রাজশ্রী অর্জন ক'রে থাকে—তুমি পারবে না কেন? তোমার আর পাণ্ডবদের একই পিতামহ—এ কোন দূরসম্পর্ক কিছু নয়। ভ্রাতারা যদি মিত্রতাপাশে বদ্ধ থাকে তবে সমৃদ্ধি ও শক্তি তাদের আশ্রয় করে। ভ্রাতাদের নাশ করতে চাও কেন? তুমি প্রীতিভরে তাঁদের কাছে কোন প্রার্থনা জানালে তাঁরা অবশ্যই তা পূরণ করবেন। তুমি যদি অশ্বমেধ যজ্ঞ করতে চাও অনায়াসে করতে পার। ভার্গবজিৎ মহাত্মা ভীষ্ম, মহাধনুর্ধর দ্রোণ, ব্রহ্মাস্ত্রাভিজ্ঞ মহাবীর অশ্বত্থামা, অঙ্গরাজ মহাবলী কর্ণ, গুরু কৃপাচার্য, সুবলতনয়গণ, রাজা সোমদত্ত—এঁরা কেউই নগণ্য নন। এঁরা তোমার সহায় হ'লে অচিরে বসুন্ধরা তোমার পদানত হবে।'

শকুনি ইন্দ্রপ্রস্থ থেকেই ভাগিনেয়কে উত্তেজিত করছিলেন এখানে এসেও জ্ঞাতিবিদ্বেষবহ্নিতে ইন্ধন ক্ষেপণে কিছুমাত্র আলস্য করেন নি। তিনি এখন বললেন, 'মহারাজ, আমার নাম উল্লেখ করলেন, আমাদেরও রথী বলে স্বীকার করলেন, সেই সাহসেই একটা কথা বলছি, বৃথা সন্তাপও যেমন অর্থহীন তেমনি নিজেদের শক্তি সহায় সম্বন্ধে অবাস্তব স্ফীত ধারণাও নৃপতিদের পক্ষে ক্ষতিকর। পাণ্ডবরা ও পাঞ্চালগণ একত্র হলে—বাসুদেব শ্রীকৃষ্ণ যদি সহায় থাকেন তো যাদব বীররাও অবশ্যই ওঁদের পক্ষে

যোগ দেবেন—দেবতারাও এ'দের যুদ্ধে পরাভূত করতে পারবেন না। কল্যাণীয় দুর্যোধন, আমি যা বলছি শোন. আমি ওখানে থাকতেই একটা বিষয় লক্ষ্য ক'রে এসেছি—অক্ষক্রীড়ায় যুধিষ্ঠিরের মাত্রাধিক আসক্তি। কিন্তু যতটা ওঁর সাধ ততটা নিপুণতা নেই। এ ক্রীড়ার কূটকৌশল, অক্ষ ক্ষেপণের হিসাব কিছুই জানেন না। ব্যসনই হচ্ছে মানুষের দুর্বলতা. সেই ছিদ্রপথে মহা মহা বুদ্ধিমান ব্যক্তিরও সর্বনাশ প্রবিষ্ট হয়েছে। তুমি এক কাজ কর। অক্ষক্রীড়ার জন্য ওঁদের সাদর আমন্ত্রণ পাঠাও। ইতিমধ্যে আমি যেমন বলি তেমনি একটি সভাগৃহ নির্মাণ কর। না না, ওদের সঙ্গে প্রতিযোগিতা করতে বলছি না, ঐশ্বর্য দেখাবার প্রয়োজন নেই। তার আয়তন ও আড়ম্বর আমাদের সাধ্যসীমার মধ্যে রাখলেই হবে। আমি এক বিশেষ উদ্দেশ্যেই এই নবভবন নির্মাণের কথা বলছি। যাতে যুধিষ্ঠিরের মুখের উপর আলো এসে পড়ে, তিনি অক্ষপট ভাল ক'রে দেখতে না পান—এই ভাবে তার দ্বার-গবাক্ষাদি বসাতে হবে। আমি অক্ষচালনা কৌশলেই ওদের যথাসর্বস্ব—ঐ কুবেরকল্পনাতীত ঐশ্বর্য জয় ক'রে পাণ্ডবরাজলক্ষ্মীকে তোমার গৃহে বন্দিনী ক'রে দেব।'

দুর্যোধন লোভে ও প্রতিশোধস্পৃহা পরিতৃপ্তির আশায় নিদারুণ উত্তেজিত হয়ে উঠলেন। বললেন, 'মহারাজ, মাতুলের কথা তো শুনলেন, এখন অনুমতি করুন, সেই ব্যবস্থাই করি।'

অকস্মাৎ ধৃতরাষ্ট্রের বাম অঙ্গ স্পন্দিত হয়ে উঠল, গবাক্ষপথের সম্মুখ দিয়ে এক বায়স কর্কশ কণ্ঠে ডেকে চলে গেল। আরও অনেক দুর্লক্ষণ অনুভব করলেন তিনি। অমঙ্গলাশঙ্কায় বিবর্ণ হয়ে অসহায় কণ্ঠে বললেন, 'তাই তো! শকুনি, তুমি কোথায় ওকে প্রতিনিবৃত্ত করবে, না উত্তেজিত করছ! এ ভ্রাতৃসংঘর্ষের ফল কদাচ শুভ হবে না। আমার মনে হচ্ছে তুমি ইচ্ছাপূর্বক এদের সর্বনাশের পথে ঠেলে দিচ্ছ। পুত্র, তুমি এখনও নিজেকে সংযত ও শান্ত কর। তুমি তো জ্যেষ্ঠ হিসাবে কুরুবংশের রাজসিংহাসন লাভ করেছ। ভারতখণ্ডের অগ্রগণ্য নৃপতি-রূপেই সকলে তোমাকে সমীহ করেন। পাণ্ডবরা সহায় থাকলে পৃথিবীর কোন ব্যক্তি তোমার কোন অমঙ্গল করতে পারবে না। তুমি নিঃসংশয়ে নিশ্চিন্তে রাজ-সুখ ভোগ কর—বৃথা কেন এ লোকক্ষয় স্বজনক্ষয়ের পথে যেতে চাইছ?'

দুর্যোধন ক্ষুব্ধ কণ্ঠে বললেন, 'মাতুল, এক আপনি ব্যতীত এ পুরীতে আমার দ্বিতীয় কোন আত্মজন নেই। আপনিই দয়া ক'রে আমাকে কোন তীব্র হলাহল এনে দিন, যাতে বিনা যন্ত্রণায় নিমেষকাল মধ্যে প্রাণত্যাগ করতে পারি।'

ধৃতরাষ্ট্র উন্মত্তের মতো স্খলিতপদে পুত্রের কাছে আসার চেষ্টা করতে করতে বললেন, 'বৎস, ক্ষান্ত হও, ক্ষান্ত হও। আর কিছুকাল ধৈর্য ধর। ...তুমি জান ধর্মাত্মা প্রাজ্ঞ বিদুরের সঙ্গে পরামর্শ না ক'রে আমি কোন কর্মে প্রবৃত্ত হই না। তাঁকে সংবাদ দাও, তিনি আসুন। তিনি কি বলেন, আগে শুনি তারপর মন স্থির করব—'

দুর্যোধন বিরক্তি ও অবজ্ঞাভরে বললেন 'ক্ষত্তা বিদুর রাজা বা ক্ষত্রিয়দের মনোবেদনা কি বুঝবেন? তিনি স্বভাবভীরু ও পাণ্ডবদের সম্বন্ধে স্নেহান্ধ। তিনি আপনার অন্নে প্রতিপালিত হয়ে তাদের কল্যাণ চিন্তা করেন। তাতেও

দোষ ছিল না, আমি লক্ষ্য করেছি, চিরদিনই দেখেছি—তিনি আপনার কাছে আমার বুদ্ধি ও প্রবৃত্তিকে হেয় প্রমাণ করার চেষ্টা করেন। তাঁর কাছে এ প্রস্তাব উত্থাপন করলে তিনি ভালমন্দ না বুঝেই বাধা দেবার চেষ্টা করবেন, যেহেতু প্রস্তাব ও ইচ্ছা—আমার।...আমি আপনাকে শেষ বারের মতো এই স্পষ্ট বলে দিচ্ছি—এই নিদারুণ মর্মদাহ, এই সন্তাপের উপশম ব্যবস্থা না হলে আমি প্রাণত্যাগ করবই। যুদ্ধ নয়, কলহ নয়—তাদের ক্রীড়ায় আহ্বান করছি, এতেও যদি বাধা দেন তাহলে আপনি নিরানব্বুই পুত্র নিয়েই সুখে বাস করুন, জ্যেষ্ঠ পুত্র আর কখনও আপনার বিরক্তিভাজন হবে না।'

প্রায় অশ্রুরুদ্ধ ভগ্ন কণ্ঠে অসহায় অন্ধ ধৃতরাষ্ট্র বলে উঠলেন, 'তবু, তবু বিদুরকে যে বলা দরকার একবার! সে কী বলে...বিদুর, বিদুর কোথায়? সে ছাড়া ধর্মবুদ্ধিসম্পন্ন ব্যক্তি কেউ যে আমার পাশে নেই। ওরে, কে এখানে আছিস্, দ্বারসেবক,—কেউ বিদুরকে গিয়ে এখনই একবার সংবাদ দে না। বল্ আমি তাঁকে স্মরণ করেছি। বিশেষ প্রয়োজন তাঁকে। বিশেষ প্রয়োজন। এখনই আসতে বল্।'

তারপর, শূন্যে অবলম্বন-সন্ধানের মতোই দুই বাহু সম্মুখে প্রসারিত ক'রে কম্পিত দুর্বল পদে সর্বতো-অন্ধ ধৃতরাষ্ট্র এসে একসময় আবার শিবিকায় উঠলেন, জ্ঞানশূন্য, স্থানকাল-বিস্মৃতের মতো আর্ত উচ্চরবে 'বিদুর! বিদুর!' এই আহ্বান করতে করতে।

বলিষ্ঠ প্রৌঢ়ের সে উচ্চস্বর প্রাসাদপুরীর পাষাণপ্রাচীর ও বলভিতে অলিন্দে প্রতিধ্বনিত হয়ে কোন এক বিচিত্র নিয়মে বহুক্ষণ অবধি শেষ দুটি অক্ষর ফিরিয়ে দিতে লাগল—'দুর! দুর!'

সে প্রতিধ্বনি যাঁদের কর্ণগোচর হ'ল তাঁরা যেন অকারণেই শিউরে উঠলেন। কেবল সদ্য জয়মত্ত দুর্যোধনের কানেই তা কোন দুর্লক্ষণ রূপে প্রতিভাত হ'ল না।

॥ ২২ ॥

আনুষ্ঠানিক যজ্ঞ সম্পূর্ণ হওয়ার পরও ইন্দ্রপ্রস্থ বেশ কিছুদিন—সহজ নিয়মেই—জনসমাকীর্ণ ও কোলাহলমুখর ছিল, কর্মব্যস্ততারও অন্ত ছিল না। যেখানে কয়েক লক্ষ অতিথি আর অভ্যাগতের সমাগম হয়েছে, সহস্র যোজনব্যাপী অস্থায়ী জনপদ গড়ে উঠেছে, সেখানে কিছু একদিনেই সকল দায়িত্ব ও কর্মের অবসান ঘটে না। অতগুলি লোকের প্রত্যাবর্তন-পর্বই তো এক বিরাট ব্যাপার। সংখ্যাতীত যানবাহন অশ্ব-অশ্বতরাদির জন্য পথ

পাওয়া, পথে পথে তাদের খাদ্য পানীয়ের ব্যবস্থা করা—আপাত-দৃষ্টিতে দুঃসাধ্য বলেই মনে হয়। সুস্থমাত্র পাণ্ডবদের শৃঙ্খলাবদ্ধ মন ও পূর্ব-চিন্তিত সুনির্দেশের জন্যই তা কোন শোচনীয় পরিণামে পর্যবসিত হতে পারে নি।

সুতরাং যজ্ঞের বৈদিক কার্যাদি এক্ষেত্রে বাহ্য ও সামান্য তথ্য মাত্র। যজ্ঞে আহূত দেবতারা স্বর্গে থাকেন, তাঁদের কোন পার্থিব বস্তুতে প্রয়োজন নেই, অভিমান কিছু থাকলেও সামান্য। এই বিপুল সংখ্যক ঈর্ষা-দ্বেষ-অভিমানে পূর্ণ নর-দেবতাদের তুষ্ট ক'রে মিষ্ট বাক্যে বিদায় দেওয়াকেই আসল যজ্ঞ বলা চলে। খাদ্য, পানীয়, সেবক, যানবাহন ইত্যাদি—অতিথিদের স্ব স্ব রাজ্যে প্রত্যাবর্তনের সুব্যবস্থা, কে কোন্ পথ দিয়ে কার পূর্বে বা পরে যাবেন, কার সত্বর যাওয়া প্রয়োজন—সমস্ত তথ্যাদি সংগ্রহ ক'রে কারও অহঙ্কারে আঘাত না লাগে—সে বিষয়ে সতর্ক হয়ে সুষ্ঠু কর্ম-পরিচালনা মানব-সাধ্যাতীত কাজ। বিদায়-পর্ব অভ্যর্থনা-পর্বাপেক্ষা কঠিনতর, দুর্বহ দায়িত্ব। কারণ এই প্রায় দুই মাস কালের অতন্দ্র অবিশ্রান্ত পরিশ্রমে ক্লান্তি সকল কর্মীরই প্রভূত-শক্তি হরণ করেছে। শুধু দেহগুলোই অবসন্ন নয়—সে দেহকে যে চালিত করবে সে মন বা চিন্তাশক্তিও ক্লান্ত, উত্ত্যক্ত।

এই কারণেই এঁদের পরামর্শ উপদেশ দিতে বাসুদেব কিছু কালহরণ করবেন সেটা স্বাভাবিক। তাঁর উপস্থিতিটা আবশ্যিক ও ইন্দ্রপ্রস্থ-রাজসভা শাসন ব্যবস্থার অঙ্গ বলেই ধরে নিয়েছিল সকলে। বস্তুত যজ্ঞ সমাপ্তি ঘোষণার দিন থেকে মাসাধিককাল গত হওয়ার পরও, যখন বাসুদেব দ্বারকা প্রত্যাবর্তনের প্রশ্ন উত্থাপন করেছিলেন তখনও যেন মনে হয়েছিল পাণ্ডবদের শিরে আকাশ-পতন ঘটল। তাঁরা...ব্যাকুল হয়েই আর কয়েকদিন অবস্থিতির অনুরোধ, অনুনয় জানিয়েছিলেন। শ্রীকৃষ্ণও সে আকুলতা ও মিনতি উপেক্ষা করতে পারেন নি। তবুও শেষ পর্যন্ত যেদিন ওঁকে বিদায় দিতেই হ'ল, সেদিন সাশ্রুলোচনেই প্রীতি নমস্কার ও আলিঙ্গনাদি নিবেদন করে-ছিলেন তাঁরা—এবং সামান্য বন্ধা নারীর মতো নগরীর প্রাকারসীমা পর্যন্ত শ্রীকৃষ্ণের গরুড়ধ্বজ রথের অনুগমন করেছিলেন।

তবু, এ সবই স্বাভাবিক। এর মধ্যে বিস্ময়কর বা অশোভন কিছু দেখতে পান নি কেউ। শ্রীকৃষ্ণই এ যজ্ঞের প্রাণ-স্বরূপ, তিনি সমস্ত কাজ সুসম্পন্ন না হওয়া পর্যন্ত এঁদের পাশে থাকবেন, এটাই আশা করবে সবাই। ইতিমধ্যে অন্য এক বিরাট নাটক কোথাও অভিনীত হচ্ছে, কোন অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটছে তা কেউ সন্দেহমাত্র করে নি। শ্রীকৃষ্ণের অত সাধের রাজধানী দ্বারাবতী শত্রু দ্বারা উৎসাদিত, পুরনারীরা লাঞ্ছিত ও অপমানিত এবং আত্মীয়স্বজন, বিশেষ তাঁর প্রিয় পুত্ররা পর্যন্ত নির্জিত ও আহত হচ্ছে—একথা যে কারও কল্পনামাত্র করাও সম্ভব নয়।

জানতেও পারে নি কেউ, যাদবরা পর্যন্ত না।

কারণ পর পর যে চারজন দূত এই বার্তা নিয়েই এসেছিল—সে সংবাদও তো কেউ পায় নি।

পায় নি তার কারণ—তাঁর ইন্দ্রপ্রস্থ আগমনের পর থেকে প্রতি সপ্তাহেই নিয়মিত দ্বারকার দূত আসত ওখানকার বার্তা নিয়ে। এই ব্যবস্থাই ক'রে এসেছিলেন বাসুদেব। বিশেষ কোন আশঙ্কা ক'রে নয়—নিতান্তই নিয়ম-

মতো। রাজাদের সকলেরই এইভাবে দূত আসত—মানে প্রত্যক্ষভাবে রাজ্য-শাসন করেন, নামমাত্র রাজা নন—তাঁদের সকলের পক্ষেই এটা প্রয়োজন ছিল। এক পক্ষের প্রেরিত সংবাদ বা উত্তরের জন্য অপেক্ষা করা বিপজ্জনক ; এমনিই তো—দিবারাত্র পথ চললেও—অশ্ব বা রথ যেখানে সবচেয়ে দ্রুতগামী যানবাহন, দূর দেশ থেকে বার্তাবাহকের পোঁছুতেই বহু কাল অতিবাহিত হ'ত—ততদিনে নানা প্রকারের বিপদ-বিপর্যয় ঘটে যেতে পারে। কিরাত, ম্লেচ্ছ ও অনার্য জাতিরা অনেকে পর্বত শৃঙ্গে শৃঙ্গে আলোকসংকেতের আয়োজন ক'রে অনেক দ্রুত সংবাদ পাঠায়—কিন্তু তারও গতি সীমাবদ্ধ. এমন বহু পথ আছে যেখানে কোন পাহাড়-পর্বত নেই। তাই দুদিক থেকেই নিয়মিত বার্তাবাহক প্রেরিত হ'তে থাকত, প্রয়োজন বুঝে দুই-তিন দিবসের ব্যবধানে. শান্তি অব্যাহত থাকলে সপ্তাহ বা পক্ষকাল পর পরও। তাও অশ্বই বিশ্রাম পেত, অশ্বারোহী বা রথীরা নয়। বিশ্রাম অনিবার্য হয়ে পড়লে সাংকেতিক ভাষায় লিখিত পত্র অন্য লোককে দেওয়া হ'ত—সংবাদের গতি অব্যাহত থাকত।

লক্ষ্যস্থলে পোঁছে মাত্র দুই-একদিন বিশ্রাম ক'রেই পুনশ্চ অপর প্রান্তের জন্য সন্দেশ নিয়ে যাত্রা করতে হ'ত বাহকদের। এইভাবে চক্রাকারে চলত সমস্যা ও সমাধানের আদান-প্রদান ; শাসনকর্তার নির্দেশ বা মন্ত্রণা, অস্থায়ী শাসকদের বক্তব্য নিবেদনের পালা।

কিন্তু গত চার-পাঁচ সপ্তাহকাল যাদব শিবিরে এর ব্যতিক্রম ঘটেছে। তবে তাও. কারও জানা কি লক্ষ্য করার উপায় ছিল না। সেখানে উত্তাল জনসমুদ্র নিত্য-তরঙ্গিত, যেখানে অতিথি. অভ্যাগত সেবক কিঙ্কর পশু সব মিলে ঘন-সন্নিবিষ্ট তৃণভূমির মতো নিশ্ছিদ্র অবস্থা—সেখানে সকলে সকলের গতিবিধির সংবাদ রাখবে এমন আশা করাও বাতুলতা।

দ্বারাবতীর দূত বাসুদেবের কাছেই সংবাদ পোঁছাত, প্রেরক বসুদেব। বাসুদেবের আদেশ-নির্দেশ মতোই তাদের বাসস্থানাদি ও বিশ্রামের ব্যবস্থা হ'ত। পুনর্যাত্রার দিন তাঁর কাছ থেকেই পত্র নিয়ে তারা যাত্রা করত। সে সব পত্রে কি থাকে বা থাকছে তা কেউই কোন দিন জানতে চান নি, এমন কি অগ্রজ বলদেব বা সাত্যকি পর্যন্ত সে বিষয়ে কৌতূহল প্রকাশ করেন নি। বিশেষ যে কোন সংবাদ থাকতে পারে বা বিপদ-আপদ ঘটতে পারে—এমন মনে হয় নি কারও। কারণ এ তো নিতান্তই গতানুগতিক, নিত্য-নৈমিত্তিক। বিশেষ জ্ঞাতব্য কিছু থাকলে তা বাসুদেবই অবশ্য জানাবেন।

গত চার-পাঁচ সপ্তাহেও দ্বারাবতীর বার্তা নিয়মিত ভাবেই পোঁচেছে কিন্তু তার উত্তর সেখানে ফিরে যায় নি। কেন ফেরে নি তার কারণ কেউ জানে না. ফেরে নি যে, তাও না। বহু পরে জানা গেছে, ইন্দ্রপ্রস্থের সীমা অতিক্রম ক'রে আরণ্য অঞ্চলে পড়ামাত্র দস্যুদের হাতে প্রহৃত ও বন্দী হয়েছিল তারা। তারপর তারা কোথায় গেছে, পরিণতি কী ঘটেছে, জীবিত আছে বা নিহত হয়েছে—সে সংবাদ কেউ বলতে পারে নি। কীলক ও তার নিষাদের দল প্রত্যহ রাজধানীতে পর্বতপ্রমাণ মাংস সরবরাহ করতে এসেছে. হয়ত এক-আধদিন কোন দুর্লভ অবসরে শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে সাক্ষাৎ ক'রে গেছে—তবে তার সঙ্গে পঞ্চনদবাসী দস্যুদের কোন সংযোগ আছে. এমন সন্দেহ করবে কে ?

যে বিরাট বিপর্যয় ঘটে গেছে তার পূর্ণ বিবরণ পেলেন বাসুদেব একেবারে দ্বারকার উপান্তে পেঁৗছে।

যজ্ঞারম্ভের দিন শিশুপাল নিহত হ'লে ক্রুদ্ধ ও প্রতিশোধ-কামনায় অধীর শাল্ব যে প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই সকলের অজ্ঞাতসারে যজ্ঞ-নগরী ত্যাগ করেছেন তা কেউই অত লক্ষ্য করেন নি। দু-একজন রাজকর্মচারী সে সংবাদ অবগত থাকলেও প্রধান কর্তাদের জানানো আবশ্যক বোধ করেন নি। যাঁরা লক্ষ্য করেছেন তাঁরাও তা নিয়ে চিন্তা করা বা শাল্বর গতিবিধির সংবাদ সংগ্রহ করা যে প্রয়োজন হ'তে পারে তাও মনে করেন নি। শাল্বও তা জানতেন—তিনি সেই সুযোগই গ্রহণ করেছেন। বাসুদেব ও অদ্ভুতকর্মা যাদববীরগণ এখনও বেশ কিছুকাল যজ্ঞনগরে ব্যস্ত ও আনন্দমত্ত থাকবেন —সে বিষয়ে স্থিরনিশ্চয় হয়ে তিনি সসৈন্যে দ্বারকা আক্রমণ ও উৎসাদন করেছেন। কিছু রক্ষীসৈন্য অবশ্যই ছিল। দু-চারজন উল্লেখযোগ্য যোদ্ধাও। কিন্তু সেই স্বল্পসংখ্যক সৈন্য নিয়ে শাল্বকে বাধা দিতে পারেন এমন অভিজ্ঞ যুদ্ধ পরিচালক তেমন কেউ ছিল না। এই অভাবিত অকারণ আকস্মিক আক্রমণের আশঙ্কাও করেন নি কেউ, তাই প্রস্তুতও ছিলেন না। শাল্ব নিজে সৌভ নামক যানে আসীন হয়ে যুদ্ধ করতেন, তাঁর জলে-স্থলে-গগনপথে সমান গতি ছিল।* তাঁর সঙ্গে পদাতিক তো নয়ই, রথারূঢ়দেরও যুদ্ধ করা কঠিন। শ্রীকৃষ্ণপুত্র কিশোর প্রদ্যুম্ন দুর্ধর্ষ বীর। তিনি প্রাণ-পণেই বাধা দিয়েছিলেন, কিন্তু গুরুতর আহত হয়ে পড়ায় শেষ পর্যন্ত যুদ্ধ পরিচালনা সম্ভব হয় নি তাঁর পক্ষেও। ফলে এক সময় অসহায়, অরক্ষিত, দ্বারাবতী ও তৎপার্শ্ববর্তী অঞ্চল শাল্বর ভয়ংকর নারকীয় প্রতিশোধ-বাসনার কাছে আত্মসমর্পণ করতে বাধ্য হয়েছে। তাঁর অনুচরদের বীভৎস কার্যকলাপের ফলে স্ত্রীলোক শিশু ও আতুরদের ক্রন্দনধ্বনি বহুদূর পর্যন্ত আকাশ বাতাসকে কলঙ্কিত ও মসীলিপ্ত করেছে। সেসব অত্যাচারের কাহিনী বর্ণনা করাও মহাপাপ।

শ্রীকৃষ্ণ দ্বারকায় পেঁৗছে ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ দেখে কোন বিলাপ বা পরিতাপ করলেন না। সর্বাগ্রগণ্য কর্তব্য বিবেচনায় প্রথমেই নিহতদের গৃহে গিয়ে আত্মীয়দের সান্ত্বনা দান ও তাঁদের পরিবারের আর্থিক অবস্থাদি সম্বন্ধে সংবাদাদি নিলেন, আহতদের চিকিৎসা ও শুশ্রূষার কাজ কেমন চলছে প্রত্যক্ষভাবে তত্ত্বাবধান করলেন। পুত্র প্রদ্যুম্ন যৎপরোনাস্তি অমর্ষিত, দুঃখিত ও লজ্জিত বোধ করছিলেন—তাকে আশ্বস্ত করলেন। কর্তব্য পালনই ক্ষত্রিয়ের জীবনধারণের উদ্দেশ্য, তাতে কোন অবহেলা না করলে সেটাই সিদ্ধি বুঝবে ; ধর্মবোধে যুদ্ধ করা ব্যক্তিগত বিদ্বেষকে প্রাধান্য না দিয়ে, আর্তত্রাণে দেশবাসীর সেবা ও দেশের স্বাধীনতা রক্ষায় এগিয়ে যাওয়ার থেকে বড় কর্তব্য আর কী আছে? যা অসম্ভব তা যদি সম্ভব করতে না পেরে থাকেন কুমার, তো লজ্জা বা ক্ষোভ বোধ করার কোন কারণ নেই।...

এ সবই প্রহর দুই কালের কাজ। এই প্রাথমিক দায়িত্ব পালন শেষ

* মহাভারত—বনপর্ব দ্রষ্টব্য।

হওয়া মাত্র বাসুদেব বৃষ্ণি, অন্ধক ও যাদব প্রধানদের নিয়ে মন্ত্রণাসভায় সমবেত হলেন—স্নানাহারের অবসরটুকুও না নিয়ে। কুলপ্রধানরাও এখানে এসে ধ্বংসকার্য ও প্রাণক্ষয়ের পরিমাণ দেখা পযন্ত অপমানে দগ্ধ হচ্ছেন, সে বহ্নির জ্বালায় অধীর ও উন্মত্তবৎ হয়ে উঠেছেন। কাজ তো একটিই, সে সম্বন্ধে আর দ্বিমত কার? এই অনাচার তস্করতা ও বিশ্বাসঘাতকতার প্রতিশোধ এবং ঘৃণ্য অপরাধের শাস্তিদান না করা পর্যন্ত স্বস্তি নেই তাঁদের।

যুদ্ধযাত্রা তো বটেই। কিন্তু সেটা কবে, কখন, কী ভাবে—প্রশ্ন এই।

স্থির হ'ল আয়োজনে একান্ত আবশ্যক যেটুকু বিলম্ব—তাও প্রাণপণ চেষ্টায় এ'রা সেটাকে ত্বরান্বিত করবেন—সেইটুকু মাত্র অপেক্ষা ক'রেই এ'রা শাল্বকে শাস্তিদানে যাত্রা করবেন। সৈন্যাপত্যের প্রশ্নে বাসুদেব শ্রীকৃষ্ণ সবিনয়ে করজোড়ে প্রধান যোদ্ধাদের কাছে অনুমতি প্রার্থনা করলেন। ওঁরা রাজধানী রক্ষা করুন, ওঁদের অনুমতি পেলে তিনিই বাহিনী পরিচালনার ভার নেবেন।

এক প্রধান—উদ্ধব সস্নেহ হাস্যে উত্তর দিলেন, 'আমরাই বরং এতে উপকৃত হলাম বাসুদেব। তবে এত লোক দ্বারাবতী রক্ষায় আর প্রয়োজন হবে না, আমরা তোমার অধীনস্থ যোদ্ধারূপে তোমার অনুগমনই করব। তাতে আমাদের গৌরব কিছুমাত্র ক্ষুণ্ণ হবে বলে আমি মনে করি না।'

বাকী সকলেই, যেন সমস্বরে, সে প্রস্তাব অনুমোদন করলেন।

সমরায়োজনের চক্র আবর্তিত ক'রে প্রায় মধ্যরাত্রে অন্তঃপুরে প্রবেশ করলেন বাসুদেব।

রুক্মিণী সঙ্গেই এসেছিলেন, এখানে পৌঁছে পুত্রের গুরুতর আঘাতের সংবাদ পাওয়া মাত্র রথের গতিমুখ পরিবর্তিত করে প্রদ্যুম্নের গৃহে চলে গেছেন। সুতরাং তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করার উপায়ও নেই, প্রয়োজনও নেই। সামান্য একটুক্ষণ চিন্তা ক'রে নিয়ে শ্রীকৃষ্ণ সত্রাজিৎ-দুহিতার পুরীর পথই ধরলেন।

সত্যভামাও অন্যান্য বিশিষ্ট পুরনারীর সঙ্গে ইন্দ্রপ্রস্থে গিয়েছিলেন। যজ্ঞান্তের এক মাস কাল পরে যখন আর্য বলদেব সহ অধিকাংশ যাদব প্রধান প্রত্যাবর্তনের জন্য প্রস্তুত হলেন তখন তাঁকেও পাঠিয়ে দিয়েছিলেন শ্রীকৃষ্ণ। এখানের অন্তঃপুর বিপুল, এক ক্ষুদ্র জগৎ বিশেষ। তার পরিচালনায় এতটুকু শৈথিল্য ঘটলেই নানা বিশৃঙ্খলা ও বিভ্রাট দেখা দেবে। সেক্ষেত্রে সত্যভামার তীক্ষ্ম সজাগ দৃষ্টি, সামগ্রিক কর্তৃত্বশক্তি ও সাংসারিক কার্যে অভিজ্ঞতা একান্ত প্রয়োজন—এই হেতু দেখিয়েই পাঠিয়েছিলেন। ভৃত্য পরিচারিকা ও অপর কর্মচারীদের দিয়ে সম্পূর্ণ কর্তব্য পালন করিয়ে নিতে সত্যভামার তুলনা কোথায়?

এই অহেতুক কৈতববাক্যে সত্যভামার অধরোষ্ঠে মৃদুমধুর হাস্যরেখাই ফুটেছিল, প্রতিবাদের ভাষা নির্গলিত হয় নি। তার প্রথম কারণ—কথাটা অনেকাংশে সত্য। দ্বিতীয়ত—শ্রীকৃষ্ণের আদেশ অনর্থক নয়, বিনা উদ্দেশ্যে কোন ব্যবস্থায় প্রবৃত্ত হন না তিনি, আর—এতদিনে তিনি তাঁর প্রিয়তম আর্যপুত্রকে ভালই চিনে নিয়েছিলেন ; ইচ্ছা বা আদেশ অত্যন্ত মিষ্ট

ভাষায় অনুরোধ এমন কি অনুনয়ের ভঙ্গীতে জানালেও—তা অপরিবর্তনীয়। তাঁর আপাত-অর্থহীন দুর্বোধ্য কর্মপন্থার পরিবর্তন হয় না কখনও। সে আদেশই, এবং তা মান্য করিয়ে নিতেও তিনি জানেন, করিয়ে নিয়ে তবে ছাড়েন। তা সে কৌশলেই হোক, যুক্তিপ্রয়োগেই হোক বা কোন নির্মম কঠিন পদ্ধতিতেই হোক। তাঁর ইচ্ছায় বাধা দেবার চেষ্টা আর কঠিন শৈল-গাত্রে সমুদ্রতরঙ্গের বার বার আছড়ে পড়া—সমান নিষ্ফল। তাতে পাষাণ বিচলিত হয় না, বিগলিত তো হয়ই না।

তবু—স্তম্ভগাত্রে প্রবদ্ধ প্রায় শতাধিক তৈলবর্তিকার উজ্জ্বল আলোতে—শ্রীকৃষ্ণ ওঁর অনিন্দ্যসুন্দর প্রস্ফুট-কমলাননের দিকে চেয়ে বুঝলেন সেখানেও বিরাট একটা বাক্ বা অভিমান-যুদ্ধের সম্মুখীন হতে হবে তাঁকে। সোহাগিনী সত্যভামা আজ অতিমাত্রায় ক্রুদ্ধ হয়েছেন।

কারণটাও অনুমান করতে অসুবিধা হ'ল না।

তবু তিনি অজ্ঞতা ও সারল্যই শ্রেয় বিবেচনা করলেন এক্ষেত্রে।

রসিকতা ক'রেই বলতে গেলেন, 'পূর্ণিমার প্রস্ফুট জ্যোৎস্নায় আজ নিদাঘ-সূর্যের উত্তাপ পাচ্ছি যেন! প্রিয়তমে, তোমার এ রোষাগ্নি কার উদ্দেশ্যে মহস্তয় উদ্যত-বজ্ররূপে প্রস্তুত হয়ে আছে? সে হতভাগ্য তোমার এ দাসানুদাস নয় তো?'

'কংসারি আজ নিজ জটিল উদ্দেশ্যের ঊর্ণাতন্তু-নির্মাণে এমনই তন্ময় ও একান্তচিত্ত হয়েছেন যে, বহু-ব্যবহার-জীর্ণ রসিকতার রসহীন পুনরাবৃত্তির শ্রুতিকটুতাও আর তাঁর কর্ণকে আঘাত করছে না। হা ধিক, আপনার রসিকরাজ নাম আজ আপনার লজ্জাকর ভূষণে পরিণত হ'ল।'

স্ফুরিতাধরা সত্যভামা এক নিমেষকাল স্তব্ধ থেকে নিজের ক্রোধ অভিমান প্রভৃতি আবেগকে কিছুটা সম্বরণ ক'রে নিয়ে পুনশ্চ বললেন, 'আপনার তো বুদ্ধির সীমা নেই। তা উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য বার বার আমাদেরই লাঞ্ছনার মধ্যে নিক্ষেপ না ক'রে অন্য উপায় উদ্ভাবন করতে পারেন না? এখনই আবার কিছু দিন দ্বারকা থেকে, আপনার প্রাণের বন্ধুদের যোগাযোগ-সীমা থেকে দূরে থাকতে চান—এই তো? তা বেশ তো, তার জন্য বহু কারণই তো তৈরী হ'তে পারত। শিকারেও তো যেতে পারতেন কোন দূর বনান্তস্থলীতে। হিমালয়ে তপস্যা করতে কিংবা বৃন্দাবনে-পুরাতন-পাদুকার-মতো-পরিত্যক্তা গোপিনীদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে—অথবা গোদাবরী-তীর্থে স্নান করতে যাওয়া—কত কীই তো কারণ ঘটতে পারত। আপনার তীক্ষ্ন মানস-ক্ষেত্রের উর্বর ভূমিতে এমন অ-কারণ আবিষ্কার করা তো এক মুহূর্তের ব্যাপার।'

শ্রীকৃষ্ণ অতিরিক্ত ক্লান্ত হয়ে পড়েছেন তখন। আর তিনি বার-বারই লক্ষ্য করেছেন, রুক্মিণী আর সত্যভামা এই দুই নারী, হয়ত বা দ্রৌপদীও—তাঁর মনের গহন অরণ্যের বহু গভীরে প্রবেশ করেছে। এদের কাছে অকারণ আত্মগোপন বা অভিনয় করতে গিয়ে লাভও নেই।

তিনি আর কথা বাড়ালেন না। একটা দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ ক'রে মাথার উষ্ণীষ ও কটিবন্ধের অসি কোষমুক্ত ক'রে নীরবেই সত্যভামার প্রসারিত হাতে দিলেন। তারপর একটা উচ্চ-আসনে বসে পড়ে শাণিত শান্ত কণ্ঠে বললেন, 'তাতে শাল্ববধ করা যেত না। এতে একই সঙ্গে দুই উদ্দেশ্য সিদ্ধ

হবে। দুটোই আমার প্রয়োজন। শাল্বের স্পর্ধা ও দুর্বৃত্ততা সমস্ত সীমা লঙ্ঘন করেছে, শিশুপালের মতোই সে ধরার ভার, মনুষ্যসমাজের আবর্জনায় পরিণত হয়েছে। কিন্তু এসব এখন থাক প্রিয়ে, আমি সত্যই বড় পরিশ্রান্ত। তৃষার্ত পথিক পিপাসাহরা প্রাণভরা সুধার অন্বেষণে তোমার দুয়ারে অতিথি, তাকে অমৃতের বদলে বহ্নি দিয়ে বঞ্চিত করো না।...একটু বিশ্রাম করতে দাও। বোধ করি এক প্রহরের মধ্যেই আবার আগামী কালের কর্মদিবস আরম্ভ হয়ে যাবে। বিশ্রামের অবসর বড় স্বল্প।'

এই পুরুষশ্রেষ্ঠর পক্ষে অস্বাভাবিক, অপরিসীম শ্রান্তি চোখেই দেখা যাচ্ছে, এর পর দুটি ইন্দীবর-কোমল সেবাহস্তে দয়িতের সে ক্লান্তি অপনোদন করতে এগিয়ে আসা ছাড়া উপায় কি? বুকে যে মমতা ঘনিয়ে এসেছে—ঐ ধুলিস্বেদ-বিজড়িত রেখাঙ্কিত ললাট ও অবসন্ন দৃষ্টি দেখে—তাতেই তো আহত অভিমান ও রোষের আগুন তিন-চতুর্থাংশ নির্বাপিত-প্রায়—বাকী যেটুকু, অন্তরের উদ্বেলিত প্রেমে এখনই নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে।

তাছাড়া, ও কণ্ঠস্বরও চেনেন বইকি। বৃথাই কিছু এতকাল এ মানুষটাকে নিয়ে ঘর করেন নি!

এ শান্ত কণ্ঠস্বর—প্রস্তর নয়, প্রস্তরও পর্যাপ্ত তাপে দ্রবীভূত হয়—নিয়তির মতোই কঠিন, নির্মম; মৃত্যুর মতোই অনিবার্য।

ওঁর পায়ে মাথা কুটেও লাভ নেই, তাতে নিজের ললাটই রক্তাক্ত ক্ষত-বিক্ষত হবে, ওঁকে বিগলিত করা যাবে না।

॥ ২৩ ॥

যাকে দেখা মাত্র মন আনন্দে আশ্বাসে কৃতজ্ঞতায় তৃপ্তিবোধে ভরে যায়—কখনও কখনও সে অসেচনককে দেখেও আশঙ্কায় কণ্টকিত হয়ে উঠতে হয়—এ এক অভিনব অভিজ্ঞতা যুধিষ্ঠিরের।

বিদুর চিরদিনই তাঁদের হিতাকাঙ্ক্ষী—তাঁরাও বিদুরের প্রিয়—তবু সেদিন ওঁকে দেখেই কোন্ এক অজ্ঞাত অমঙ্গলাশঙ্কায় যেন তাঁর বুক কেঁপে উঠেছিল। এখন ওঁর বার্তা শুনে বিহ্বল হয়ে মুখের দিকে তাকিয়ে রইলেন। বহুকাল কোন বাক্যস্ফূর্তি হ'ল না।

বিহ্বলতা ছাড়া আর কোন শব্দে তাঁর তখনকার মনোভাব বর্ণনা করা যায় না। কিংকর্তব্যবিমূঢ়তা বললেও ঠিক বলা হয় না। এ প্রস্তাব, এ আমন্ত্রণ এতই অপ্রত্যাশিত, বিদুরের মুখভাব এমনই ভাবলেশহীন নির্বিকার, আত্মীয়তাসম্পর্কহীন—যুধিষ্ঠিরের আননের প্রতি দৃষ্টিপাত মাত্রে পূর্ব পূর্ব কালে যে বিদুরের দৃষ্টি স্নিগ্ধ ও মুখভাব প্রীতিকোমল হয়ে উঠেছে—যে, তাঁর মুখনিঃসৃত বাক্যগুলির মর্মার্থ বুঝতে বেশ একটু বিলম্ব ঘটল।

দুর্যোধন এক নূতন সভাগৃহ নির্মাণ করিয়েছেন ; সে সভাগৃহ প্রবেশের অনুষ্ঠানে কুলাগ্রজ হিসাবে তিনি যুধিষ্ঠিরকে আমন্ত্রণ জানাচ্ছেন। নূতন সে সভার আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন তাঁদের জ্যেষ্ঠ অগ্রজ, ভারতের অবিসম্বাদী সম্রাট যুধিষ্ঠির—এই তাঁর ইচ্ছা। দুর্যোধন সেই উৎসব উপলক্ষে কিঞ্চিৎ দ্যূতক্রীড়ার আয়োজনও রেখেছেন। কুরুবৃদ্ধ ধৃতরাষ্ট্রের আদেশে বিদুর এই উভয়বিধ অনুষ্ঠানে সপরিবারে তাঁদের আমন্ত্রণ জানাতে এসেছেন। বিদুর আত্মীয়রূপে, কুরু-রাজ্যের মন্ত্রীরূপে এসেছেন বলেই সঙ্গে পুরোহিত বা কোন রাজকুলবধূকে আনার আবশ্যকতা বোধ করেন নি। তিনি আশা করেছেন মহারাজ-চক্রবর্তীর কাছেও সেটা কোন ত্রুটি বলে গণ্য হবে না।

বাহ্যত এ বক্তব্য অতি প্রাঞ্জল, কোন বাক্য বা বাক্যাংশের শব্দগত অর্থ বুঝতেও কোন অসুবিধা নেই।

বিহ্বলতা বা অর্থগ্রহণে অসুবিধা অন্য কারণে।

এ আমন্ত্রণ এত আকস্মিক, এত অকারণ এবং বিদুরের মুখভাব ও কণ্ঠস্বর এমনই চেষ্টাকৃত আত্মীয়তালেশহীন যে, যুধিষ্ঠিরের এই যোগাযোগ-গুলোর গূঢ়ার্থ অনুসন্ধানের ব্যাকুলতাতেই সরল মর্মার্থ হৃদয়ঙ্গম হচ্ছে না।

সবচেয়ে বিস্ময়কর বিদুরের আচরণ।

এই কঠিন নিস্পৃহতা বা নৈর্ব্যক্তিকতার একটিই মাত্র অর্থ হয়—এ যাত্রায় তিনি মাত্র আদেশ পালন করতেই এসেছেন, এ কার্যে তাঁর হৃদয়ের বা বিচার-বুদ্ধির অনুমোদন নেই।

বিদুর শুধুই ধর্মজ্ঞ বা ধর্মপরায়ণ নন। তিনি অতীব বুদ্ধিমান, অভিজ্ঞ রাজনীতিবিদ্। বহুদূরদর্শী বলেও তাঁর খ্যাতি আছে। তিনি সর্বদা সৎ পরামর্শ দেন। কদাচ কোন অসৎ বা অমঙ্গলকর পরামর্শ দেন না, ভবিষ্যতে ক্ষতির সম্ভাবনা আছে এমন প্রস্তাব অনুমোদন করেন না। এই সত্য সম্যক অবগত আছেন বলেই তাঁর পরামর্শ সর্বদা প্রেয় বা রুচিকর বোধ না হ'লেও শ্রেয়জ্ঞানে, তাঁকে যথার্থ শুভার্থী জ্ঞানে মন্ত্রীর আসনে অধিষ্ঠিত রেখেছেন ধৃতরাষ্ট্র, পুত্রদের প্রবল প্রতিবাদ সত্ত্বেও।

বিদুর তাঁর জীবনদর্শন ও জীবনাদর্শকে ধর্ম ও সত্যের সঙ্গে যুক্ত রেখেছেন বলেই সম্ভবত খলবুদ্ধি-বর্জিত পাণ্ডবরা তাঁর সমধিক প্রিয়। চিরদিন তিনি এঁদের কল্যাণ কামনা ক'রে এসেছেন। সে পরিচয়ও চূড়ান্ত-ভাবে পেয়েছেন যুধিষ্ঠির বারণাবত যাত্রার সময়। বিদুর সতর্ক ক'রে না দিলে আত্মরক্ষার জন্য তাঁরা প্রস্তুত হতে পারতেন না। এমন কি বিপদের কোন আশঙ্কাই তাঁদের মনে দেখা দিত না হয়ত। সেই বিদুরের এই দুর্বোধ্য মুখভাব আদৌ কোন শুভ সূচিত করছে না।...

যুধিষ্ঠির বহুক্ষণ এইপ্রকার হতবম্ব ভাবে বসে আছেন দেখে বিদুর তাঁর বক্তব্যের পুনরাবৃত্তি করলেন ; সাবধানে, যেন প্রতিটি শব্দ স্মরণ ক'রে ক'রে।

এবার বাক্যগুলির মধ্য থেকে সরল ও সাধারণ আপাত-বক্তব্যটুকু মস্তিষ্কে প্রবেশ করতে আর বিলম্ব হ'ল না।

তথাপি, আরও কিছুকাল নীরব থেকে যুধিষ্ঠির প্রশ্ন করলেন, 'ক্ষত্তা, এ বিষয়ে আপনার বক্তব্য ও পরামর্শ জানতে পারি কি ?'

এবার বিদুরের ললাট উজ্জ্বল, মুখভাব কিঞ্চিৎ স্বাভাবিক বোধ হ'ল। তবে তিনিও আর একটি প্রশ্নেই এর উত্তর দিলেন, 'তুমি আমার ব্যক্তিগত মত শুনতে চাও ?'

'হ্যাঁ। সম্পূর্ণ ব্যক্তিগত। আমাদের হিতাকাঙ্ক্ষী ও স্নেহপরায়ণ পিতৃব্যরূপে।'

'বৎস, দ্যূতক্রীড়ায় কারও মঙ্গল হয়েছে বলে আমি শুনি নি। অপিচ এই ক্রীড়া উপলক্ষ ক'রে বহু বিবাদবিসম্বাদ, রক্তক্ষয়, স্বজনহানির ভয়াবহ ও শোকাবহ বিবরণ আমার শোনা আছে। পণ রেখে যে খেলা হয়, তাতে অনেক সময় নিজের বিচারবুদ্ধি নিষ্ক্রিয়, দৃষ্টি আচ্ছন্ন হয়ে যায়, হিতাহিতজ্ঞান লোপ পায়। এসব ক্রীড়ার নেশা আসব পানের আসক্তি অপেক্ষাও প্রবল। আমি এ আয়োজনে আমার অনিচ্ছা ও আপত্তি জানিয়েছিলাম, কুরুকুলপতি ধৃতরাষ্ট্র পুত্রস্নেহমোহান্ধ হয়ে তাতে কর্ণপাত করেন নি। আমি তাঁর বেতনভুক্ ভৃত্যরূপে তাঁর আদেশ পালন করতে এসেছি, এ আমন্ত্রণে বা এ দ্যূতক্রীড়ার ব্যবস্থায় আমার কিছুমাত্র অনুমোদন বা আনন্দ নেই। তোমরা সপরিবারে তোমাদের পৈতৃক বাসভবনে—আমার একান্ত সন্নিকটে যাবে, সে সম্ভাবনাতেও আমি কিছুমাত্র উৎফুল্ল বোধ করছি না। এই সভাগৃহ অতি দ্রুত নির্মিত হয়েছে, পাপবুদ্ধি সৌবল এর প্রধান উদ্যোক্তা ও এই সমস্ত আমন্ত্রণ-পর্বের পরামর্শদাতা। দুর্যোধন একান্ত ভাবে তার পরামর্শেই চালিত হচ্ছেন। বৎস যুধিষ্ঠির, এ সকলের মধ্যে আমি কিছুমাত্র মঙ্গল লক্ষণ দেখছি না, পরন্তু যৎপরোনাস্তি উদ্বেগ বোধ করছি।'

বিদুর নীরব হলে যুধিষ্ঠির ললাটে হস্ত মর্দন করে কিছুক্ষণ বিভ্রান্তের মতোই কি যেন চিন্তা করলেন। তারপর বললেন, 'এক্ষেত্রে উপায় ?'

'তুমি তোমার বুদ্ধি ও ভ্রাতৃগণের পরামর্শ অনুসারে যদি আমন্ত্রণ প্রত্যাখ্যান করতে পার তাহলেই সকল দিক রক্ষা হয়।'

যুধিষ্ঠির বিপন্ন মুখে বললেন, 'কিন্তু ক্ষত্তা, শুনেছি ভদ্রজনসমাজে ক্ষত্রিয়ের পক্ষে যুদ্ধ ও দ্যূতক্রীড়ার আহ্বান গ্রহণ না করা কাপুরুষতা বলেই গণ্য হয়। মাত্র কিছুদিন পূর্বে সমগ্র রাজন্যসমাজ যাঁকে সম্রাট বলে স্বীকার ও পূজা করেছেন, তাঁর পক্ষে এই আহ্বান প্রত্যাখ্যান করা কি শোভন বা সংগত হবে ?'

বিদুর যেন ঈষৎ অসহিষ্ণু কণ্ঠেই বললেন, 'সাধারণ ক্ষত্রিয়ের ধর্ম ও রাজার ধর্ম এক নয় বৎস। রাজার সর্বপ্রথম কর্তব্য তাঁর প্রজাদের প্রতি। তার পর তাঁদের ও বংশের মর্যাদা রক্ষা করার প্রশ্ন, নিজ সিংহাসনের নিরাপত্তার প্রশ্নও বিবেচনা করা কর্তব্য। তোমার রাজত্বে যারা সুখে আছে, নিত্যবর্ধমান সমৃদ্ধি ভোগ করছে—তাদের [illegible] অত্যাচারী দাম্ভিক নিজসম্ভোগসর্বস্ব প্রতিবেশী রাজ-পরিবারের [illegible] নিক্ষেপ করার কোন অধিকার তোমার নেই।...তাছাড়া, শব্দ ও [illegible] গের গুণে ও নিপুণতাতেই বার্তা মনোহারী হয়, অন্যথায় [illegible] ওঠে। প্রত্যাখ্যানের শত শত সত্য কারণ নির্ণয় [illegible] শাসকদের পক্ষে এমন কিছু কঠিন কাজ ?...এমন কি [illegible] রক্ষার জন্যই বলতে গেলে—সামান্য মিথ্যার আশ্রয় নেওয়াতেও অন্যায় হয় না—শাস্ত্রে স্পষ্ট নির্দেশ দেওয়া আছে।'

যুধিষ্ঠির নত মুখে নীরবে বসে রইলেন, কোন প্রত্যুত্তর করলেন না। অর্থাৎ এ পরামর্শ তাঁর মনঃপূত হ'ল না। বিদুর এবার প্রমাদ গণলেন। সৎপরামর্শ যখন গ্রহণযোগ্য বোধ হয় না—তখনই বুঝতে হবে যথার্থ দুঃসময় এসেছে, দুর্গ্রহ-সমাবেশ হয়েছে শ্রোতার রাশি-লগ্নে।

তিনি অল্প কিছুক্ষণ যুধিষ্ঠিরের উত্তর প্রতীক্ষা ক'রে উৎকণ্ঠিত ভাবে পুনশ্চ বললেন, 'বেশ তো, তোমাদের শুভাশুভ সকল কর্মে যিনি তোমাদের হিত পরামর্শ দেন, যিনি যথার্থ তোমাদের মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী—সেই বাসুদেব শ্রীকৃষ্ণকে স্মরণ করছ না কেন? তাঁর পরামর্শ চেয়ে পাঠাও না!'

এবার বোধ করি উপদেশটা ধর্মরাজের মনোমত হ'ল। তবু তিনি ঈষৎ চিন্তা ও দ্বিধা-গ্রস্ত চিত্তে বললেন, 'কিন্তু যত দ্রুতই দূত-যাতায়াতের ব্যবস্থা করি না কেন, দণ্ডকাল মাত্র বিশ্রাম গ্রহণ না ক'রেও যদি শুধুমাত্র অশ্ব পরিবর্তন করার কাল-হরণই করে সে, তাহলেও এখান থেকে দ্বারাবতী যাতায়াতে মাসাধিক কাল লাগবে, কুরুরাজদূত কি এতদিন অপেক্ষা করতে পারবেন? আপনি তো সে রাজ্যের মন্ত্রীও বটে!'

'না-ই বা পারলাম। এত বড় বিশাল রাজ্য-শাসন ব্যবস্থার যাঁরা নিয়ন্তা, যাঁদের দায়দায়িত্বের অন্ত নেই—তাঁরা এক মুহূর্তের মধ্যেই সকল কার্য ফেলে এই প্রায়-অকারণ আমন্ত্রণে যাত্রা করবেন—এমন আশা করাই তো অসঙ্গত। তোমাদের সকল দিক বিবেচনা ক'রে অনুপস্থিতি অবশ্যম্ভাবী হলে সে অবস্থায় কে কোন্ ভার নেবেন তার ব্যবস্থা করতে—মনস্থির করতে বিলম্ব হবে, এটাই তো স্বাভাবিক।'

তারপর কিছুকাল নীরব থেকে—যেন মনে মনে হিসাব ক'রে নিয়ে বিদুর বললেন, 'আমি বরং পাঁচ ছয় দিন বিশ্রাম নিয়েই পুনর্যাত্রা করি। এই কথাই তাঁদের জানাই যে এ আমন্ত্রণের উত্তর দিতে তোমাদের কিছুদিন বিলম্ব ঘটবে। তোমাদের মন ও বক্তব্য স্থির হলে তোমাদের দূত সে উত্তরের বার্তা সেখানে পৌঁছে দেবে। ততদিন অপেক্ষা করা ছাড়া উপায় নেই।'

'আপনি আরও কিছুদিন বিলম্ব করতে পারেন না?'

'মহারাজ-চক্রবর্তী আদেশ করলে অবশ্যই তা পালন করতে হবে। তবে সেক্ষেত্রে সেখানে অধীরতা ও ঔৎসুক্য বৃদ্ধি পাবে, দুর্যোধন অসহিষ্ণু হয়ে উঠবেন। ভাববেন আমি এখানে থেকে তোমাকে তাঁদের বিরুদ্ধে উত্তেজিত করছি। তার প্রয়োজন নেই, আমি আমার বিশ্বস্ত সঙ্গী একজনকে রেখে যাচ্ছি, সে-ই তোমাদের প্রতিক্রিয়া ও উত্তরের বার্তা নিয়ে যথাসময়ে হস্তিনা যাত্রা করবে।'

সেই ব্যবস্থাই হ' [illegible]

কঠোর পরি [illegible] ও পারগ বার্তাবহদের সর্বাপেক্ষা দ্রুতগামী [illegible]। তাদের দুটি দলে বিভক্ত ক'রে দুই দলকে [illegible] হ'ল। এক দল যদি কোন কারণে বিপন্ন হয় [illegible] ত কিংবা বন্দী হয়, আর এক দল পৌঁছতে পারবে। দুই দলের হস্তে একই পত্রের প্রতিলিপি দেওয়া হ'ল। স্থির হইল—এরা কেউই পথিমধ্যে বিশ্রাম করবে না, রথেই রাত্রিদিন বাস করবে। কেবলমাত্র

সম্রাটের অশ্বশালাগুলি থেকে তাঁর অনুজ্ঞালিপি অনুযায়ী সারথি ও অশ্ব পরিবর্তিত হবে—তাদের শ্রান্তি বিবেচনা ক'রে।

কিন্তু মাসাধিককাল পরে দুই দলই ফিরে এসে একই সংবাদ নিবেদন করল—শ্রীকৃষ্ণ দ্বারকায় অনুপস্থিত। কোথায় ঠিক আছেন, কেউ জানে না। বাসুদেবের ইন্দ্রপ্রস্থ অবস্থানকালে শাল্ব দ্বারকা উৎসাদন ও লুণ্ঠন করেছেন। নিগ্রহে নিপীড়নে দুর্দশার চরম হয়েছে বৃষ্ণি ও অন্ধকদের, শিশু ও নারীর হাহাকারে সেখানের আকাশ বাতাস পর্যন্ত যেন ক্রুদ্ধ ও প্রতিহিংসাপরায়ণ হয়ে উঠেছে। শ্রীকৃষ্ণ এখান থেকে প্রত্যাবৃত্ত হবার পর এই দৃশ্য দেখে ও দুর্দশার কাহিনী শ্রবণ ক'রে প্রতিশোধ-পিপাসায় উন্মত্তবৎ হয়ে বিনা বিশ্রামে প্রায় তৎক্ষণাৎই শাল্বর বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করেছেন। শাল্ব সৌভ নামক ত্রিচর বিমানের অধিকারী। তিনি অন্তরীক্ষ থেকে যুদ্ধ ক'রে আত্মরক্ষার জন্য সমুদ্রগর্ভে আশ্রয় নেন। শ্রীকৃষ্ণ আহার-নিদ্রা ত্যাগ ক'রে সর্বত্র তাঁর অনুসরণ করছেন, কখন কোথায় তাঁদের যুদ্ধ হচ্ছে তা কেউ জানে না। সুতরাং বাসুদেবের সঙ্গে যোগাযোগ ক'রে যুধিষ্ঠিরের পত্র তাঁকে দেওয়া সম্ভব হয় নি।

আবারও সেই দ্বিধা, সেই কিংকর্তব্যবিমূঢ়তা।

কিন্তু বিস্ময়ের এই, দুঃসময় আসন্ন হলে যেমন বুদ্ধিনাশ হয়—এই দারুণ দায়িত্ব ও সুদূর-বিপদসম্ভাবনাপূর্ণ ইতিকর্তব্য নির্ধারণে তিনি ভ্রাতাদের পরামর্শ নেওয়া উচিত বিবেচনা করলেন না। প্রহরকালমাত্র ইতস্তত ক'রে নিমন্ত্রণ গ্রহণ করার সম্মতি জানিয়ে কুরুরাজ-দূতকে রীতিমতো উপঢৌকন ও পুরস্কারাদি দিয়ে বিদায় দিলেন।

তারপর যখন ভ্রাতা ও স্ত্রীদের জানালেন তখন আর করার কিছুই নেই। ভীম ক্রুদ্ধ হলেন, অর্জুন প্রচ্ছন্ন তিরস্কার করলেন—ভবিষ্যৎদ্রষ্টা নকুল গম্ভীর হয়ে রইলেন। কিন্তু রাজসম্মতির অন্যথা করা তখন আর সম্ভব নয়।

আসলে শকুনি ঠিকই অনুমান করেছিলেন—যুধিষ্ঠির দ্যূতক্রীড়ায় দুর্বল, অপটু, সেইজন্যই তাঁর এ ক্রীড়ায় আসক্তি প্রবল। সেই প্রলুব্ধ আসক্তিই দুর্বার গতিতে তাঁকে আকর্ষণ করেছে—অথবা নিয়তি, কে জানে কি!

এই সংবাদ নিয়ে হস্তিনায় দূত পৌঁছলে সেখানে মহোৎসবের মহোল্লাস-ধ্বনি উঠল। প্রাসাদের প্রকোষ্ঠে প্রকোষ্ঠে প[illegible]ভোজনের বন্যা বয়ে গেল প্রায়!

কেবল বিদুর ললাটে করাঘাত ক'রে অ[illegible]র বললেন, 'পাণ্ডব সৌভাগ্য-সূর্য প্রায় উদয়ক্ষণেই অস্ত গেল! [illegible]র্ভাগ্যের দুস্তর রাত্রি। জানি না বাসুদেব, এ তোমার কি খে[illegible]

যাত্রার ঠিক পূর্বক্ষণে—ঠাটকটক প্রস্তুত, অগ্র[illegible] প্রস্থের সীমা পর্যন্ত পৌঁছে গেছে, পশ্চাদনুসরণ[illegible] অশ্বনিচয়ের হ্রেষারব নদীর পরপারবর্তী শৈলসানুতে প্রতিধ্ব[illegible] ক'রে শান্ত অনুদ্বিগ্ন নগরবাসীদের সচকিত ও ত্রস্ত ক'রে তুলছে—তখন সামান্য একটু বাধা পড়েছিল।

পট্টমহাদেবীর শিবিকা থেকে এক করঙ্কবাহিনী এসে সংবাদ দিল—যাত্রায় বিঘ্ন দেখা দিয়েছে, সম্রাজ্ঞী অকস্মাৎ রজস্বলা হয়ে পড়েছেন। এ অবস্থায় তো যাত্রা নিষিদ্ধ। মহাদেবীও অস্বস্তি বোধ করছেন. অমঙ্গল আশঙ্কা করছেন। এক্ষণে মহারাজ-চক্রবর্তীর কি নির্দেশ জানতে চান তিনি।

যুধিষ্ঠির এই অযথা বিলম্বে বিরক্ত মুখে ভ্রূকুঞ্চিত ক'রে উত্তর দিলেন, 'আমরা পূর্বেই যথাবিহিত শাস্ত্রবিধি-অনুযায়ী যাত্রা ক'রে প্রাসাদপরিখা অতিক্রম করেছি, এখন যা-ই ঘটুক, তাতে যাত্রার বাধা জন্মাবে না। পট্ট-মহিষীর শিবিকা আমাদের রথের পুরোভাগে আনতে বল, তিনিই অগ্র-গামিনী হবেন। মহিষীরা সকলেই আগে যাবেন, আমাদের রথ তাঁদের অনুগামী হবে—এই আমার ইচ্ছা।'

এর পর আর কোন প্রশ্নই ওঠে না।

সেই মতোই শিবিকা, রথ, হস্তী, অস্ত্র ও খাদ্যবস্তুবাহী গোশকট ইত্যাদি একে একে চলে গেলে পশ্চাদংশরক্ষাকারী সৈন্যদল তাদের অনুগামী হ'ল। এই বিপুল যানবাহন-পদোৎক্ষিপ্ত ধূলিতে মনে হ'ল—প্রাক্-মধ্যাহ্নসূর্যের প্রদীপ্ত রশ্মিজাল প্রাবৃটজলদাবৃত হয়েছে, প্রায় প্রভাতকালেই নেমেছে সন্ধ্যার ছায়া।

সেই ধূলিরাশিও দীর্ঘকাল বায়ুতাড়িত হয়ে ঘুরতে ঘুরতে একসময় যখন স্থির ও ভূমিস্থ হয়ে এল, সূর্যকিরণ ও তার খরতাপ পুনশ্চ পথ-চারীর দেহকে উত্তপ্ত ও স্বেদসিক্ত ক'রে তুলল, তখন দেখা গেল আরও কয়েকটি প্রাণী পদব্রজে এই দলের অনুসরণ করছে।

নিষাদ কীলক ও কয়েকটি সারমেয় পরিবৃত বিরাট একদল বৃষ ও শূকর। কীলকও বোধ করি বাণিজ্য করতেই চলেছে। কিন্তু আজ তার চোখে মুখে সেই প্রায়চিরস্থায়ী হিংস্রতা ও ঘৃণার ভাব নেই, বরং এক অপরিসীম তৃপ্তির প্রসন্নতা ফুটে উঠেছে। ফলে তার বীভৎস মুখও অপেক্ষাকৃত দৃষ্টিসহনীয় বোধ হচ্ছে।

কীলক যেতে যেতে সঙ্গীতের কলির মতোই অস্ফুটস্বরে বার বার একই বাক্যের পুনরাবৃত্তি করছিল, 'সর্বনাশের দিকে ছুটে যাবার কী আনন্দ কী আগ্রহ! নিজেরই হোক পরেরই হোক—সর্বনাশের পথই বোধ করি অধিকতর মনোহর।'

॥ ২৪ ॥

অন্তঃপুরেও সৌজন্যরক্ষার কতকগুলি বাঁধাধরা রীতি আছে—যা অবশ্য-পালনীয়। সে কথা জানেনও কৌরববধূরা। তত্রাচ তাঁদের প্রত্যেককেই সে সম্বন্ধে পুনশ্চ সচেতন ক'রে দেওয়া হয়েছিল। এই সতর্কীকরণের জন্য

বিশেষ সংবাদবাহিকা থাকেন, তিনি রাজা বা প্রধানা মহিষী—বা অন্তঃপুরের কর্ত্রীস্থানীয়া—তাঁর নির্দেশ প্রতি বধূ বা কন্যার কক্ষে কক্ষে গিয়ে জানিয়ে দিয়ে আসেন। এক্ষেত্রেও তার ব্যত্যয় হয় নি।

যে বধূরা প্রধান প্রাসাদে থাকেন না, দুর্যোধন বা দুঃশাসনের পত্নীগণ—এই সব প্রধান কুমাররা স্বতন্ত্র গৃহে দাসদাসী পরিজন নিয়ে পৃথক বাস করেন—তাঁদের জানিয়ে দেওয়া হয়েছিল তাঁরা যেন ঐদিন পাণ্ডবপুরনারীদের অভ্যর্থনার জন্য স্নান প্রসাধন সমাপ্ত ক'রে প্রাসাদে এসে অপেক্ষা করেন। কারণ পৃথক বাস করেন স্থানাভাববশত, মূলে তাঁরা এই পরিবারের অন্তর্গত, প্রধানা মহিষী গান্ধারীর অধীন। অন্তত লোকদৃষ্টিতে তাই। পাণ্ডবমহিষীগণ, রাজমাতা ও অন্যান্য যেসব পুরললনা তাঁদের সঙ্গে আছেন, অন্তঃপুরের প্রবেশপথে রথ বা শিবিকা থেকে বস্ত্রবেষ্টনী সরিয়ে হাত ধরে নামিয়ে আনতে হবে। এবং প্রতি অতিথিকে এক জন হিসাবে পুরবর্তিনী হয়ে নির্দিষ্ট প্রকোষ্ঠে পেঁছে দিতে হবে।

মর্যাদা উভয় পক্ষেরই বিচার্য। সেই ভাবেই অভ্যর্থনা পর্ব পালিত হবে। নির্দেশও খুব স্পষ্ট। দুর্যোধনের প্রধানা পত্নী ভানুমতী পাণ্ডবদের পট্টমহাদেবী দ্রৌপদীর হাত ধরে নামাবেন, মাল্যচন্দন নববস্ত্রে ভূষিত করবেন, উপহারাদি গ্রহণ করবেন, তারপর হাত ধরে পথ দেখিয়ে নিয়ে যাবেন। অন্যান্য বধূরা এ পক্ষের অপরাপর মহিষীদের বা বধূদের নামাবেন, বয়স ও পদবীর ক্রম অনুযায়ী এ পক্ষের বধূরা কে কাকে স্বাগত জানাবেন, তাও পূর্বেই বুঝিয়ে দেওয়া হয়েছিল।

এই রীতি অনুযায়ী গান্ধারীরও দেহলীপ্রান্তে আসবার কথা—গান্ধারীর যাতা রাজমাতা কুন্তীকে অভ্যর্থনা করার জন্য। কুন্তীর সঙ্গে সাক্ষাতে ওঁর এমনি যথেষ্ট আগ্রহ কিন্তু এক্ষেত্রে একটু দ্বিধা ও সঙ্কোচ ছিল। পুত্রদের এ ষড়যন্ত্রে অবশ্যই তাঁর সম্মতি নেওয়া হয় নি। [illegible]কে এ সমস্ত সংবাদ জানানোই হবে না—এটা পিতা-পুত্র কোন আলোচনা না ক'রেও স্থির রেখেছিলেন। অলিখিত বা অকথিত চুক্তি বলা যায়। কিন্তু একান্ত ধর্মপরায়ণা ও অতিশয় বুদ্ধিমতী গান্ধারী যেন [illegible]সেই অধর্মের গন্ধ পেতেন। অকস্মাৎ পাণ্ডবদের সাড়ম্বরে আমন্ত্রণ [illegible]নো হচ্ছে, সাজ সাজ রব পড়ে গেছে—ভৃত্য সেবক পরিজন দেহরক্ষী সার[illegible] [illegible]জসবাহক—এতগুলি লোকের স্থানসংকুলান করা, তাদের খাদ্য-পানী[illegible] [illegible]ত্যাদির ব্যবস্থা করা, খুব সহজ কর্ম নয় নিঃশব্দে করার মতোও নয়[illegible]

এ সবই কেবলমাত্র সৌজন্যবশত নয়। [illegible] [illegible]কান উৎসব, সানন্দ অনুষ্ঠান—সৌজন্য, সৌহার্দ্য, সৌভ্রাত্রের ঘটনা [illegible]ই তাঁকে জানানো হ'ত, তাঁর মত ও নির্দেশ নেওয়া হ'ত। তাতে [illegible]দায়িত্ব পালনের গুরুভার অনেক লাঘব হ'ত—তাঁর পুত্রদের [illegible]। তাঁকে জানানো হয় নি আশঙ্কাবশতই। তিনি দৃঢ় ও [illegible] নিষেধ করলে এ পুরীতে এমন কেউ নেই যে সে [illegible] সাহসী হ'ত। এ অন্য কিছু এবং এতে পাণ্ডবদের [illegible] অধর্মের পথ অবলম্বন করলে কৌরবদেরও না। মূঢ়রা [illegible] কিছুদিন বেশ সুবিধা হতে পারে জয় বা সাফল্যও অসম্ভব নয়, কিন্তু সে পথে গেলে একদিন সমূলে বিনষ্ট হতে হবে।

সঙ্কোচ এই কারণেই ছিল। রাজমাতা কুন্তী সে দায় থেকে তাঁকে অব্যাহতি দিলেন, রাজধানীতে প্রবেশের পূর্বেই দ্রুতগামিনী দূতী প্রেরণ ক'রে জানিয়ে দিলেন—তিনি বিদুরের গৃহেই বাস করবেন এবং সরাসরি সেখানেই চলে যাবেন।

সুতরাং ভানুমতীই আজ সর্বতো কর্ত্রী। অভ্যর্থনাকারিণীদের প্রধানা। তবে, এই প্রথম, প্রাধান্য তাঁর কাছে অরুচিকর ঠেকছে।

ভানুমতী কুরুভাণ্ডারের সর্বাপেক্ষা মহার্ঘ্য মণিমুক্তার অলঙ্কারে সর্বাঙ্গ আবৃত ক'রে, নিপুণভাবে অতিশয় অনিচ্ছা ও অরুচির ভাবটিই মুখে ফুটিয়ে দ্বারে এসে দাঁড়ালেন। ঈর্ষার চিহ্নমাত্রও না মুখে ফোটে এই তাঁর চেষ্টা। উপেক্ষা, তাচ্ছিল্য, রূঢ়তা যা হয় বুঝুক ওরা—কিন্তু মাৎসর্য অর্থাৎ তিনি ঈর্ষিতা—এ কথা না ভাবতে পারে।

কিন্তু প্রথমেই প্রচণ্ড একটা আঘাত পেলেন দুর্যোধন-মহিষী—যার জন্য আদৌ প্রস্তুত ছিলেন না। যে অবস্থার কথা সুদূরতম কল্পনাতেও ছিল না।

অথচ এর মধ্যে পাণ্ডবদের কোন চক্রান্ত বা পূর্বপরিকল্পনা ছিল না। ঘটনাটা নিতান্তই আকস্মিক। খাণ্ডবপ্রস্থ পার হওয়ার সময় কে বা কারা অন্তরাল থেকে তীক্ষ্ন ও অব্যর্থ শরনিক্ষেপে মহারাজ্ঞী কৃষ্ণার রথের চারটি অশ্বকেই গুরুতর আহত করল। জীবন রক্ষা হোক বা না হোক সে পরের কথা, রথাকর্ষণ অন্তত এযাত্রা তাদের দ্বারা সম্ভব হবে না।

ঘটনাটা যে সত্যই ঘটেছে এবং তার গুরুত্ব অনুভব করতেই বহুক্ষণ সময় লাগল এঁদের।

এত দুঃসাহস কার? এর থেকে সাক্ষাৎ কৃতান্তর মুখগহ্বরে প্রবেশ করাও যে অনেক তুচ্ছ এবং নিরাপদ কাজ!

প্রথমেই সন্দেহ হয় এ কোন কৌরব গুপ্তচরের কাজ—কিন্তু পাণ্ডব ভ্রাতারা শোভনতা ও স্বীয় বংশের সম্মানের কথা চিন্তা ক'রে কেউই সে সংশয় মুখে উচ্চারণ পর্যন্ত করলেন না। তার পরিবর্তে সেখানকার বিটপী-বহুল বনস্থলীতে [illegible] বলে 'পত্রে পত্রে সন্ধান' তাই করলেন। কিন্তু নিজেদের বিশ্বস্ত [illegible]চিত যাত্রীদলভুক্ত লোক ছাড়া তেমন সন্দেহভাজন কাউকেই পাওয়া গে[illegible]। এক কয়েকজন নিরীহ নিষাদ মাংসব্যবসায়ী তাঁদের পিছু পি[illegible]ছিল একপাল মৃগ ও শূকর নিয়ে—এদের প্রয়োজনমতো কিছু [illegible] করবে এই আশায়—এত সাহস তাদের হবে এ কথা কারও মনে হ'[illegible]তারা ছিলও অনেক পিছনে, তাছাড়া তাদের কাছে যে ধনুঃশর ছিল[illegible]তই গ্রাম্য বা বন্য ধরনের, গৃহনির্মিত। আম-মাংসের স্থূল[illegible]বেত্রদণ্ডের ধনু। শর প্রভৃতিতেও কুত্রাপি কোন নিপুণতা[illegible]সুতীক্ষ্ন সায়কে রাজ-অশ্বগণ আহত হয়েছে তা [illegible]যান্ত্রিক দ্বারা প্রস্তুত। এবং অভ্যস্ত ও সুশিক্ষিত-[illegible] শরসন্ধানও সম্ভব নয়।

[illegible]ান পর্বে ছেদ টানতে হয়েছিল।

[illegible]হাদেবী কিসে যাবেন? অন্য কোন শিবিকারোহিণীর সঙ্গে যাওয়া তাঁর পক্ষে অশোভন, অমর্যাদাকর। রথ বা শিবিকা হয়ত একটা খালি করিয়ে নেওয়া যেতে পারে তবে তা মহামহিষীর উপযুক্ত হবে না।

অনেক চিন্তা ও আলোচনার পর মনে পড়ল—এই রাজযাত্রী-দলের পুরোভাগে একটি হস্তী যাচ্ছে. সৌন্দর্য ও আড়ম্বরের লক্ষণ হিসাবে—হস্তীপৃষ্ঠে রাজজনোচিত বরণ্ডকের ব্যবস্থা রাখা হয়েছে কিন্তু আরোহী কেউ নেই। এ হস্তী রাজসূয় যজ্ঞে প্রাগ্‌জ্যোতিষপুরের উপহার হিসাবে এসেছে, পর্বতাকার বিরাট ও সুদন্তী এবং সুশিক্ষিত। সুসজ্জিত তো বটেই। ভীমসেন আদেশ করলেন, 'মহামহিষী কৃষ্ণা ঐ গজপৃষ্ঠেই আরোহণ করুন, তাতে তাঁর মর্যাদা খর্ব হবে না। অসুবিধারও কোন কারণ নেই। বরং তাঁর অনুরূপ বাহন বলেই বিবেচিত হবে সকলের কাছে। আরোহিণীর জন্য যে বরণ্ডক আছে তা যথেষ্ট আরামদায়ক, বিস্তৃত ও মহার্ঘ্য বস্ত্রাবরণে নাতি-ক্ষুদ্র গৃহতুল্য বলেই বোধ হবে, স্বচ্ছন্দে যেতে পারবেন। মনে হচ্ছে যেন ওঁর জন্যই. কেউ পূর্বাহ্ণে এ সম্ভাবনার কথা চিন্তা ক'রেই, এভাবে সুসজ্জিত করেছে।'

এ প্রস্তাবে আপত্তির কোন কারণ খুঁজে পান নি কেউ। এর মধ্যে যে কিছু অতিরিক্ত দম্ভ প্রকাশ পেতে পারে বা অপরকে ক্ষুদ্র করার চেষ্টা বলে মনে হবে—তাও কারও চিন্তায় আসে নি।...

প্রাসাদান্তঃপুরের প্রবেশপথের কিছু দূরেই সে বিপুলকায় হস্তীকে থামতে হ'ল। কারণ বহির্দ্বার রথ বা শিবিকার কথা চিন্তা ক'রেই হয়ত নির্মিত হয়েছিল. এমন বিশালকায় বাহনের কল্পনা ছিল না। [illegible]ত হস্তী অবশ্য পরিচালকের ইঙ্গিতে অতি সাবধানে বসে পড়ল, [illegible]ট-কান্তি গজপৃষ্ঠকে স্ত্রীলোকের পক্ষে পর্বতাকারই বোধ [illegible] [illegible]তো বটেই।

অবশ্য এমনি কারও পক্ষেই সেখান থেকে নেমে আসা [illegible] এক শিক্ষিত মহামাত্র ছাড়া। সে ব্যবস্থাও ছিল, রজতনির্মিত [illegible]শ্রেণী সঙ্গেই আসছিল, মহারাজ্ঞীর অবতরণের সুবিধার্থ তা [illegible] সঙ্গেই একেবারে লাগিয়ে দেওয়া হ'ল।

কিন্তু ভানুমতীর অন্য সমস্যা। এক্ষেত্রে তাঁর করণীয় কি? হস্তীপৃষ্ঠ থেকে নেমে আসা পর্যন্ত অপেক্ষা করা—অথবা সেখান পর্যন্ত উঠে গিয়ে নামিয়ে আনা? রাজ-আচরণবিদের নির্দেশ খুব স্পষ্টঃ [illegible] হস্তে শিবিকা বা রথের প্রবেশাবরণীবস্ত্র অপসারণ ক'রে দক্ষিণ হস্তে আরোহিণীর দক্ষিণ হস্ত ধারণ ক'রে সসম্মানে নামিয়ে নিতে হবে।...এ [illegible] শিবিকাও না, রথও না; এক্ষেত্রে কি কর্তব্য?

চিন্তা করা, অপেক্ষা করার সময় নেই। প্রাসা[illegible]পক্ষর কাছ থেকে নির্দেশ আনার চেষ্টা করা তো বাতুলতা। অগত্[illegible] ঈষৎ দোলায়মান স্বল্পপরিসর সোপান বেয়ে—অস্থায়ী সোপান [illegible] রাখার স্থানও সঙ্কীর্ণ—উঠে যেতে হয়। কিছুদূর তো যেতেই [illegible] পাণ্ডবমহিষী অভিমানবশতঃ বসেই থাকেন তো পুরোটাই উঠ[illegible] মর্ত্যের জীবের স্বর্গবাসিনীকে নামিয়ে আনতে যাওয়া! [illegible]

এ অপমান মৃত্যুতুল্য বোধ হ'ল ভানুমতীর। [illegible] দাসীর মতো নগণ্য ও অবজ্ঞেয় ব্যক্তির পর্যায়ে পৌঁছে[illegible] লাগল। চোখে জল আসা স্বাভাবিক। কিন্তু সে তো [illegible] স্ত্রীলোকের পক্ষে। রাজরাণীর কারও সামনে চোখের জল ফেলতে [illegible]

অধিকতর অপমান। এসব জেনেও ওঁর দৃষ্টি এত অবাধ্য হ'তে চায় কোন্ স্পর্ধায় ?

তবু এতেই দীনতার শেষ নয়। উপরে উঠতে উঠতেই চোখে পড়ল গজ-পৃষ্ঠের হেমনির্মিত আসনবেষ্টনীতে পাশ্চাত্ত্য দেশাগত যে সূক্ষ্ম পশু-লোমের আবরণী দেওয়া—তাদৃশ নয়নমনোহর বস্ত্র ইতিপূর্বে কখনও দেখেন নি ভানুমতী। সে বস্ত্রই নিঃসন্দেহে মহার্ঘ্য—কোন্ উপকরণে প্রস্তুত তাও জ্ঞান বা অনুমানের অতীত—তবে সেও তুচ্ছ কথা. সে বস্ত্রের উপর যে কারুকার্য করা হয়েছে তা বোধ করি কোন কারুশিল্পীর সমগ্র জীবন-সাধনার ফল।

নিমেষকালেরও কিঞ্চিৎ অধিক সময় হবে—ভানুমতী সেদিকে চেয়ে বিহ্বল হয়ে গিছলেন. স্থান কাল পাত্র কিছুর সম্বন্ধেই সচেতনতা ছিল না তাঁর—তার মধ্যেই স্বীয় বামহস্তে সে সম্মুখাবরণ উন্মোচিত ক'রে সহাস্য-বদনা মহিষী কৃষ্ণা নেমে এলেন।

'তুমি কেন উঠতে গেলে ভাই আবার এ সিঁড়িতে—এ যে ভীষণ কষ্ট। ছি ছি ! এ কি স্ত্রীলোকের কর্ম, এই একটা কিম্ভূতকিমাকার জীবের পৃষ্ঠে আরোহণ করা ! মধ্যম পাণ্ডব নিজের মতোই বিশ্বসংসারকে ভাবেন, দিলেন আমাকে এখানে উঠিয়ে !...তুমি সাবধানে আগে নেমে যাও. আমি ঠিক নামছি।' [illegible]

[illegible] কোন কথারই অর্থ বোধগম্য হওয়ার মতো অবস্থা ছিল [illegible]র। তাঁর মতো সর্ব-অঙ্গ-আবরিত কর। সুবর্ণ ও রত্ন [illegible] নেই পাণ্ডব মহিষীর—কিন্তু যে স্বল্পসংখ্যক মণিরত্ন দ্রৌপদ[illegible] করেছেন তার দুষ্প্রাপ্যতা. মহার্ঘ্যতা ও শিল্পচাতুর্য সম্বন্ধে অল[illegible]নুমতীর কোন সন্দেহের অবকাশ ছিল না। এগুলির নির্বাচনে[illegible] সুরুচির পরিচয় দিয়েছেন কৃষ্ণা, সেটা মুখে স্বীকার করুন বা [illegible]রুন তাতেই যে এই আশ্চর্য রূপবতী নারীর সহজ সৌন্দর্য শতগুণ বৃ[illegible]য়েছে তা মনে মনে অন্তত অস্বীকার করবেন কি ক'রে ! আর এর পা[illegible]জের দেহের এই সুবর্ণ ও প্রস্তরের বোঝা যে দাসী ও অন্যান্য পুরলল[illegible]কাছে পরিহাসের বস্তু হয়ে উঠেছে তা অনুভব ক'রে নিজেকে আরও হ[illegible] লুব্ধ বোধ হতে লাগল।

যে ঈর্ষা-চিহ্ন [illegible]ত মুখে প্রকাশিত হতে দেবেন না বলে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ ছিলেন ভানুমতী, [illegible]র্ষাতেই মুখ মসীবর্ণ ধারণ করল—মাৎসর্যের তীব্র আশীবিষ-জ্বালা[illegible]সকল প্রকার হিতাহিত জ্ঞান হারালেন. নিমেষে প্রধান মহিষীর [illegible] গ্রাম্য প্রাকৃত নারীতে পরিণত হলেন ! হাত ধরে নিয়ে যাওয়ার [illegible]দেশও মনে রইল না। শুধু পথ দেখিয়ে যাওয়ার মতো আগে [illegible] মাত্র। এবং দেহলীপ্রান্তে পৌঁছে—দাসী মাল্য-চন্দন [illegible]ত অভ্যর্থনার উপচার-সজ্জিত সুবর্ণথালি নিয়ে প্র[illegible]নমতে অবশ্যকরণীয় সে পর্বটুক শেষ ক'রে—বিনা [illegible]—আর এক ছত্রবাহিনী দাসীকে নির্দেশ দিলেন, 'সু[illegible] [illegible]ব কক্ষে পৌঁছে দিয়ে আয়। সাবধানে নিয়ে যাস।' [illegible]নেক পরে অনেক অনিচ্ছায় উচ্চারিত হ'ল।

[illegible]টা তীব্র কশাঘাতের মতোই অনুভূত হ'ল দ্রৌপদীর।

মাত্র কয়েক মাস পূর্বেই তিনি এই বধূকে সসম্মান সাড়ম্বর অভ্যর্থনা জানিয়ে দু হাত ধরে নির্দিষ্ট প্রাসাদে নিয়ে গিয়েছিলেন। সে কথাও স্মরণে রইল না!

তবে দ্রুপদনন্দিনী পান্ডবজায়ার শিক্ষা অন্যরূপ। তাঁর মুখে কোন ভাবান্তর লক্ষিত হ'ল না। পূর্বের মতোই বরং আন্তরিক অমায়িকতার সুরে বললেন, 'সামান্য কিছু উপহার এনেছিলাম ভগ্নী—'

ঈর্ষা ক্ষোভ বা তজ্জনিত উষ্মা যতই প্রবল হোক, কৌতূহল প্রবলতর। তাই থমকে দাঁড়িয়ে সেদিকে চাইতে হ'ল।

'সামান্য' এক্ষেত্রে উপঢৌকনের স্তূপ। আচ্ছাদনী বস্ত্র (তাও অ-দৃষ্ট-পূর্ব) অপসারিত করতেই মুহূর্তে দৃষ্টি যেন বিভ্রান্তিপ্রাপ্ত হ'ল। রত্নালংকার, মহামূল্য বস্ত্র, দুর্লভ এবং এদের অজ্ঞাত গৃহসজ্জার উপকরণ—যা পান্ডবরাও পূর্বে কখনও দেখেন নি, ব্যবহার তো দূরে থাক, এই রাজসূয় যজ্ঞ উপলক্ষে প্রথম দেখলেন, কার কি ব্যবহার শুনলেন। দূরাগত অতিথিরাই এনেছিলেন রাজচক্রবর্তীর প্রাপ্য অর্ঘ্য হিসাবে। পান্ডবদের জ্ঞান এমন কি শ্রুতিরও বাইরের বহু দেশ থেকে এসেছিলেন তাঁরা, তাঁদের দেশের শ্রেষ্ঠ শিল্পসামগ্রী নিয়ে। তা থেকেই দ্রৌপদী নারীমনোরঞ্জক দ্রব্যগুলি বেছে বেছে এনেছিলেন, ভানুমতী প্রীত ও প্রসন্ন হবেন এই দুরাশায়।

দ্রৌপদী যা ভেবেছিলেন প্রীতির সেতু রচনা করবে—তা 'তীব্রজ্বালা অগ্নিঢালা' হলাহলবৎ দগ্ধ করতে লাগল কৌরব বধূ-প্রধানাকে। তিনি প্রাণপণ চেষ্টায় মুখে উপেক্ষা ও তাচ্ছিল্যের ভাব ফুটিয়ে একবার মাত্র সেই চারজন বলিষ্ঠা যবনীদাসীবাহিত পর্বতপ্রমাণ উপঢৌকনরাশি দুই হাতে স্পর্শ ক'রে বললেন, 'নিলাম। সত্যই বড় সুন্দর।' তার পর আর এক দাসীকে আদেশ করলেন, 'এই—এগুলো আমার প্রাসাদের কোন কক্ষে রেখে দিয়ে আয়। একটা তালিকা ক'রে রাখতে বলিস কাউকে, এই বুঝে এঁদের বিদায়কালে উপহার দিতে হবে।'

তার পর দ্রৌপদীকে কোন সম্ভাষণ মাত্র না জানিয়ে দ্রুত অন্য দিকে প্রস্থান করলেন।

দ্রৌপদী পূর্বোক্ত দাসীর সঙ্গে তাঁর জন্য নির্দিষ্ট বাসকক্ষে যাত্রা করার পূর্বে একবার দুই পাশে চেয়ে দেখলেন। অন্যান্য পান্ডবপত্নীদের অভ্যর্থনা-জ্ঞাপনের জন্য যে সব কৌরববধূরা অপেক্ষা করছেন, প্রত্যেকেরই বিরস বদন—বিরক্তি ও ঈর্ষায় মসীবর্ণ ধারণ করেছে। অভ্যর্থনা যে কেমন হবে তা তো ওঁকে দিয়েই বুঝতে পারছেন। এদের কারও মুখভাবেই প্রীতি বা শুভেচ্ছা—এমন কি সৌজন্যেরও বিন্দুবৎ চিহ্নমাত্র নেই। যেন তাঁদের লাঞ্ছিত ও অপমানিত করার জন্যই ডেকে আনা হয়েছে।

এ কী করলেন ধর্মরাজ! এখানের আকাশ-বাতাসও বোধ করি পান্ডবদের সম্বন্ধে বিদ্বেষ-বিষে তিক্ত, বিষাক্ত। যুধিষ্ঠির নিজে এসে তো ভুল করলেনই অধিকতর ভুল করলেন অন্তঃপুরিকাদের সঙ্গে এনে।

শুধু অভ্যর্থনাতেই নয়—আহার বিশ্রাম স্নানাদি—সর্ব ব্যবস্থার সর্ব পর্যায়েই অসূয়া বিদ্বেষ—তজ্জনিত চেষ্টাকৃত তাচ্ছিল্য প্রকাশ পেতে লাগল। এক-একবার তা সর্বপ্রকার শোভনতা শালীনতা এমন কি এঁদের

সহ্যেরও সীমা অতিক্রম করল। বোধ করি কৃষ্ণার কয়েকবারই মনে হ'ল তাঁর শিবিকা বা রথ আনিয়ে তিনি একাই ইন্দ্রপ্রস্থে যাত্রা করেন বা বিদুরের গৃহে জননী কুন্তীর কাছে চলে যান। কিন্তু সৌজন্যবোধ যাঁদের সহজাত, অস্থিতে মজ্জাতে রক্তে মিশে আছে, তারা সহস্র অবমাননা সহ্য ক'রেও অপর পক্ষকে আঘাত করতে দ্বিধা বোধ করে। দ্রৌপদীও তাই অতিকষ্টে নিজেকে সম্বরণ ক'রে রইলেন।...

সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হয়ে এলেও গৃহে প্রদীপ জেবলে দেওয়ার কথা কারও মনে পড়ে নি। দ্রৌপদীর নিজস্ব দাসীদের কোথায় কোন এক দূর প্রান্তে স্থান দিয়েছে এরা কে জানে, তাদের কেউই আসছে না। হয়ত এরাই বাধা দিয়েছে, 'আমাদের গৃহে আমাদের দাসীই পরিচর্যা করবে' এই অছিলায়।

সেই প্রায়ান্ধকার কক্ষে প্রাণপণে চক্ষুপ্রান্তাগত ক্রোধোত্তপ্ত অশ্রু দমন করার চেষ্টা করছেন দ্রৌপদী, দ্বারপ্রান্তে অন্ধকারের মধ্য থেকে যেন সেখানকার ছায়াই ঘনতর হয়ে মূর্তি ধারণ ক'রে পাশে এসে দাঁড়াল।

'কে ?' চমকে উঠলেন কৃষ্ণা।

যে এসেছিল সে এবার সামনে এসে ওঁর পায়ে মাথা রেখে প্রণাম করল।

'মহাদেবী আপনি আমাকে চিনবেন না। আমি এক নগণ্যা শূদ্রা দাসী মাত্র।'

'দাসী ? কার দাসী ? কে পাঠিয়েছে ?'

সে কথার উত্তর দিল না মেয়েটি। ঘোর কৃষ্ণবর্ণা, অনার্য কন্যা। কিন্তু তার কথাবার্তা বেশ মার্জিত মনে হ'ল।

সে এবার ওঁর চরণপ্রান্তে এক খন্ড বস্ত্র রেখে বলল, 'আপনার কোন হিতাকাঙ্ক্ষী বান্ধব পূর্বদেশাগত এই সূক্ষ্ম কার্পাসবস্ত্র পাঠিয়েছেন। দুই-শত হস্ত পরিমিত বস্ত্র, কিন্তু পরে থাকলে মনে হবে একটিই মাত্র একপ্রস্থ শাড়ি। কাল প্রভাতে আপনি অতি অবশ্য এই বস্ত্র ধারণ করবেন।'

দ্রৌপদী অধিকতর বিস্মিত কিছু বা সন্দিগ্ধ হয়ে বললেন, 'আমি রজস্বলা, এ অবস্থায় নববস্ত্র পরিধান যে নিষেধ।'

দাসীটি সবিনয়ে অথচ বেশ দৃঢ়তার সঙ্গে উত্তর দিল, 'আপৎকালে কোন কিছুই নিষিদ্ধ নয় মহাদেবী। কাল আপনাকে ঘোর বিপদের সম্মুখীন হতে হবে। ধর্ম যাঁর আজ্ঞাধীন এমন এক ব্যক্তি এ বস্ত্র পাঠিয়েছেন। আমি যে শত্রুপক্ষের কোন লোক নই বা বাতুলও নই—তার প্রমাণ এই অঙ্গুরীয়।'

দুই হাতে একটা কি বস্তু মেলে ধরল সে।

দ্রৌপদী তা হাতে ক'রে তুলে নিয়ে পশ্চিম বাতায়নের কাছে এনে তখনও যেটুকু আলোর আভাস ছিল—তাতেই ভাল ক'রে চেয়ে এবং ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখলেন। তাঁরই অঙ্গুরীয়, কুমারী অবস্থার—পিতৃদত্ত। কিন্তু এ কেমন ক'রে পেল ? কই, তিনি যে কাউকে দিয়েছেন কখনও—তা তো মনে পড়ছে না ! হয়ত খুলে কোনদিন কোন পেটিকায় রেখেছেন, এ অঙ্গুরীয়ের কথা স্মরণে পড়লেও এই ভেবেই আশ্বাস লাভ করলেন।

তিনি ফিরে আরও কিছু প্রশ্ন করতে যাবেন—দেখলেন সে দাসী নেই। যেমন এসেছিল ছায়ামূর্তির মতো ঘনায়মান অন্ধকারকে যেন ঘনতর ক'রে—তেমনি সেই অন্ধকারেই মিশে গেছে কখন।

শুধু এ যে সমস্তটাই স্বপ্ন নয়—তার প্রমাণ স্বরূপ সে বস্ত্রখণ্ডটি পড়ে আছে এখনও।

॥ ২৫ ॥

মানবজীবনে কখনও কখনও এমন দিন আসে, এমন ঘটনা ঘটে—যা সম্পূর্ণ সজ্ঞানে প্রত্যক্ষ ক'রে বা নিজে সে ঘটনাবর্তের অঙ্গীভূত হয়েও মানুষ সম্পূর্ণ উপলব্ধি বা বিশ্বাস করতে পারে না। নিজের জীবনের একটি বাস্তব খণ্ডাংশকে সে উত্তপ্ত ক্লান্ত মস্তিষ্কের কল্পনা ভাবে, দুঃসহ চরম দুঃখদুর্দশাকেও দুঃস্বপ্ন বলে বোধ করে।

এ সত্যটা দ্রৌপদী নিজের অভিজ্ঞতা দিয়ে উপলব্ধি করলেন, নারী-জীবনের চরম লাঞ্ছনার মূল্যে তা ক্রয় করতে হ'ল।

সে দিনের প্রতিটি দণ্ড পলের ইতিহাসই তো অবিশ্বাস্য। মানুষ যে এমন ভাবে অনায়াসে পশুরও নিম্ন পর্যায়ে নেমে আসতে পারে তা তো কোনদিন সুদূরতম কল্পনাতেও ধারণা করতে পারেন নি তিনি। না, পশুর সঙ্গে তুলনা দিলে পশুর অপমান করা হয়। অতি ঘৃণ্য, অস্পৃশ্য, অখাদ্য-ভোজী, মললুব্ধ পশুদের জীবনেও কতকগুলি নিয়ম আছে, যা তারা কদাচ লঙ্ঘন করে না। কিন্তু এরা সে নিয়মও রক্ষা করে নি সে দিন। তারা যে আচরণ করেছে ঐ অন্ত্যজ পশুদের জ্ঞান বা অনুভব শক্তি থাকলে তারা ঘৃণায় লজ্জায় শিহরিত হ'ত। কারও পক্ষে কোন অবস্থাতেই তো এমন আচরণ কল্পনা করা সম্ভব নয়। এই ইতরতা, এই কদর্য প্রবৃত্তির তুলনা রাজবংশে কেন—অতিতামস-জীবন-যাপনকারী সদা-সুরামত্ত নিষাদ-জীবনেও খুঁজে পাওয়া যাবে না।

তবু সেদিনের সেই লাঞ্ছনা অবমাননার মধ্যে, আকণ্ঠ-ফেনায়িত গ্লানি ও ক্ষোভের মধ্যে, আপন-দাহী উষ্মার অসহ্য জ্বালার মধ্যেও—জীবনের শেষদিন পর্যন্ত যার আচরণ দুর্বোধ্য ও সর্বাপেক্ষা বিস্ময়কর বলে বোধ হবে কৃষ্ণার—তা হ'ল অঙ্গাধিপতি কর্ণর উন্মত্ত ইতরতা।

দুর্যোধন দুঃশাসন প্রভৃতি কৌরবপ্রধানদের এমন পশুবৎ আচরণের তবু কিছু কারণ আছে। ঈর্ষাই সে কারণ। জ্ঞাতিদের মধ্যে যে ঈর্ষা এ সব ক্ষেত্রে অবশ্যম্ভাবী না হলেও দুর্লভ নয়। একই বংশের দুটি শাখা—একটি ধনে মানে শৌর্যে বীর্যে প্রভাবে অপর শাখাকে বহু পশ্চাতে রেখে উন্নতির শীর্ষস্থানে উঠলে—বিশেষ যে শাখাটিকে অঙ্কুরেই বিনষ্ট করার প্রচেষ্টায় কোন ত্রুটিই রাখেন নি হীনপ্রতিষ্ঠ শাখাটি—অপর শাখার অন্তরে তীব্র হলাহল জ্বালা অনুভূত হওয়া অস্বাভাবিক নয়।

কিন্তু অঙ্গাধিপতির সে ঈর্ষা থাকার তো কোন কারণ নেই। সামান্য সূতপুত্র কৌরবদের করদ বা আশ্রিত রাজ্যের অধিপতি বলে স্বীকৃত হয়েছেন। কার্যক্ষেত্রে স্বাধীন শাসক হিসাবেই রাজত্ব করছেন—তাই কি যথেষ্ট নয়? যে উচ্চাশা কৌরবে স্বাভাবিক, যে আশাভঙ্গের বেদনা তাঁদের

পক্ষে অসহ বোধ হতে পারে—সে আশা কি তাঁদের আশ্রিত ব্যক্তিও মনে মনে পোষণ করবেন? তিনি এত নির্বোধ, এত অবিবেচক?

তবে কি এ দ্রৌপদীর প্রতিই ক্রোধ, ব্যক্তিগত উষ্মা? সে দিনের সেই স্বয়ম্বর সভার রূঢ় অবজ্ঞাপূর্ণ প্রত্যাখ্যানের জ্বালা কি তিনি আজও ভুলতে পারেন নি? সে প্রতিহিংসাস্পৃহাই কি এমন অমানুষ ক'রে দিয়েছে তাঁকে?

তাও তো বিশ্বাস হয় না। অন্তত বিশ্বাস করতে ইচ্ছা করে না দ্রৌপদীর। অঙ্গরাজ কর্ণের শৌর্যখ্যাতি, তাঁর অগণিত মহানুভবতার ও অকৃপণ দানের কাহিনী—যা সমগ্র ভারতখণ্ডে তাঁর জীবদ্দশাতেই কিম্বদন্তীতে পরিণত—তাঁর দীপ্ত কান্তি, আভিজাত্যপূর্ণ ব্যবহার, বিনম্র বাক্য প্রভৃতির সঙ্গে কিঞ্চিৎ পরিচয়—কিছু বা প্রত্যক্ষ কিছু বা জনশ্রুতিতে—ঘটেছে বৈকি। তার পর এই অহেতুক অকারণ অভদ্রতা, কুৎসিত অমার্জিত বাক্যপ্রয়োগ বিশ্বাস করতে প্রবৃত্তি হয় না যে! এ কি কৃষ্ণা নিজ কানে শুনছেন? সে কদর্য অঙ্গভঙ্গী ও মুখভঙ্গী নিজে প্রত্যক্ষ করছেন?

এই দুটো সম্পূর্ণ বিপরীত ব্যক্তিসত্তাই যে তিনি মেলাতে পারছেন না কোনমতে।

প্রাভাতিক স্নানবন্দনাদি সমাপন হতেই পাণ্ডবভ্রাতাদের আবাহন এসেছে দ্যূতক্রীড়া-সভা থেকে। সামান্য জলযোগ মাত্র ক'রেই ওঁদের যাত্রা করতে হয়েছে। তখন থেকেই পাণ্ডবদের পট্টমহাদেবী তাঁর কক্ষের বাতায়নপার্শ্বস্থ আসনে বসে আছেন—অদূরে নবনির্মিত সভাহর্ম্য লক্ষ ক'রে। সেদিকে চেয়ে চেয়ে তাঁর কেবলই মনে হচ্ছে ওটা একটা ক্লেদাক্ত জীব, বিষাক্ত কোন সরীসৃপের মতো। ওটা পিশাচপুরী, ওর প্রতি প্রস্তরখণ্ড বিদ্বেষের উপকরণে গ্রথিত, ওর প্রতি রন্ধ্রে সর্বনাশের ষড়যন্ত্র। যেমন এই কৌরবপ্রদত্ত তাঁর বাসগৃহ—এর অন্তঃ-ও বহিঃ-প্রদেশের বায়ুমণ্ডল যেন লক্ষ সর্পের নিঃশ্বাসে বিষাক্ত। ইন্দ্রপ্রস্থের সভাগৃহ দানবে প্রস্তুত করেছিল কিন্তু পাণ্ডবদের পুণ্যে ও সদিচ্ছায় সেখানে দেবতাদের আরাধনা সম্ভব হয়েছে, তাঁদের আবির্ভাব ঘটেছে। যজ্ঞাগ্নিতে নিবেদিত হবি স্বয়ং ব্রহ্মণ্যদেব গ্রহণ করেছেন। কিন্তু মনুষ্যনির্মিত সভাগৃহে আজ দানবীয় লীলার নিপুণ আয়োজন. মিথ্যা ও শাঠ্য এখানের সমিধ্, স্বার্থ এখানে ঋত্বিক—ঈর্ষাই অগ্নি। অপরের সর্বনাশে এ যজ্ঞের সিদ্ধি। এ আয়োজন আজ শেষ পর্যন্ত নারকীয় পৈশাচিক ঘটনাতে পরিসমাপ্ত হলেও বিস্মিত হবার কিছু থাকবে না।

অস্বস্তির সীমা থাকে না। বাহিরের নিশ্চলতা বা স্থৈর্যের মধ্যে ঝঞ্ঝাক্ষুব্ধ সমুদ্রের অস্থিরতা। এমন মানসিক উদ্বেগের সঙ্গে দ্রৌপদীর পূর্বপরিচয় নেই। অশুচি অবস্থায় ইষ্টবন্দনা চলবে না, স্মরণ মাত্র বিধেয়। সুতরাং পূজাপাঠের কোন আবশ্যকতা নেই। আহার্য এসেছিল—অবজ্ঞার দান, বিদ্বেষ-বিষতিক্ত বোধেই তা গ্রহণে প্রবৃত্তি হয় নি। পূর্ব রাত্রিও প্রায় অনাহারে অতিবাহিত হয়েছে, অনিদ্রাতেও বটে।

রাত্রি জাগরণে আরক্ত, উপবাসক্লান্ত-নয়না দ্রৌপদী অবন্ধবেণী আলুলায়িতকেশা একবস্ত্রা অবস্থায় সেই এক স্থানে বসে আছেন—অজ্ঞাত অমঙ্গল আশঙ্কায় কণ্টকিত হয়ে।

অজ্ঞাত—অর্থাৎ বিপদ কোন্ পথে কী বেশে আসবে তা জানা নেই—কিন্তু অমূলক নয় একেবারেই। এই জ্ঞাতিশত্রুগণ শুদ্ধমাত্র কৌতুকক্রীড়া বা অলস ব্যসনের উদ্দেশ্যে পাণ্ডবদের এখানে আহ্বান করেন নি। এঁরা কোন ইষ্টবুদ্ধির দ্বারা প্রণোদিত নন। এঁদের স্নেহ-প্রীতি আত্মীয়তাবোধ নেই কিছুমাত্র। কখনই ছিল না। পাণ্ডবরা যখন পিতৃহীন—বাস্তবিক-পক্ষে ধৃতরাষ্ট্রের আশ্রিত মাত্র—তখনও ছিল না। বিষপ্রয়োগে, অগ্নিতে দগ্ধ ক'রে—নানা ভাবে হত্যার চেষ্টা করেছে কৌরবরা। আজ, সর্বোচ্চ শক্তিধর, সর্বাপেক্ষা সম্মানিত, সকলের ভীতি-উৎপাদক সম্রাটপদে অধিষ্ঠিত পাণ্ডবদের প্রতি সুপ্রবৃত্তি থাকবে—এমন ধারণা বাতুল ছাড়া কেউ করবে না।

এরা বিবেককে স্বীকার করে না, ধর্মকে উপেক্ষা করে। নিজেদের ইচ্ছার সঙ্গে যুক্তি গ্রথিত ক'রে গুরুজনদের নিষেধাজ্ঞা লঙ্ঘন করে। জ্যেষ্ঠ রাজনীতিবিদদের বুদ্ধির অপেক্ষা নিজেদের কূটবুদ্ধি ও পাপপ্রচেষ্টায় আস্থা বেশী। সুতরাং যথাসর্বস্ব তো যাবেই—সর্বস্বান্ত হয়েই এ কাল-পুরী থেকে নিষ্ক্রান্ত হতে হবে—তা ভারতসর্বেশ্বরী দ্রৌপদী জানেন কিন্তু তাছাড়াও আরও কী অনিষ্ট হবে, আরও কোন্ কোন্ উপায়ে এরা দীর্ঘ-দিনের সঞ্চিত বিদ্বেষ, হীনমন্যতা এবং অধুনা-প্রবল-প্রজ্বলিত মাৎসর্যাগ্নির শোধ তুলবে—বহু চেষ্টাতেও ঠিক সেটা কল্পনা করতে পারছেন না বলেই তাঁর এই অস্বস্তি, উদ্বেগ—রাত্রের নিদ্রা ও প্রভাতের আহার তাঁকে ত্যাগ করেছে।

সংবাদ পেঁছিনোর আয়োজন আছে।

সহদেবকে অনুরোধ ক'রে দ্রৌপদীই সেই ব্যবস্থা করেছেন।

অগ্রজদের তুল্যই দ্রৌপদীর প্রণয়মুগ্ধ হওয়া সত্ত্বেও এই কনিষ্ঠ স্বামীটির মন থেকে গুরুজনবোধজনিত সম্ভ্রমের ভাবটা যেতে চায় না কিছুতেই। এমন কি কৃষ্ণাকে প্রণয়ালিঙ্গনে বদ্ধ ক'রেও যেন তিনি সহজ বা স্বচ্ছন্দ হতে পারেন না। স্বামীর প্রাপ্য একান্ত বশ্যতা ও শ্রদ্ধা পূর্ণ-মাত্রায় গ্রহণ কি উপভোগ করতে পারেন না। জ্যেষ্ঠা ভ্রাতৃবধূ জ্ঞানে মধ্যে মধ্যেই 'আর্যা' ও 'দেবী' সম্বোধন করতে যান—হয়ত সে শব্দের একাক্ষর উচ্চারিত হবার পর কৃষ্ণার উচ্ছ্বসিত কৌতুকহাস্যে সম্বিৎ ফেরে, আত্ম-সম্বরণ করে নেন।

এই অলোকসামান্যা, সুরলোকবাসী-ঈপ্সিতা নারীরত্ন যে সত্যই তাঁর রমণী হয়েছেন—এটা ওঁকে বক্ষলগ্ন দেখেও বিশ্বাস হতে চায় না, ধারণায় আনতে বিলম্ব হয়। বিশেষ দ্রৌপদীর গাম্ভীর্য, সহজাত কর্তৃত্বশক্তি, সর্ব-দিকে প্রখর দৃষ্টি ও প্রখরতর বুদ্ধি, বিরক্তিসঞ্জাত অবস্থায় বজ্রাগ্নির মতো রোষদীপ্ত দৃষ্টি ও কঠিন ভ্রূভঙ্গী দেখে সমীহ না ক'রেও পারেন না।

সহদেবের এ মনোভাব, এ দুর্বলতা দ্রৌপদী জানেন। এও জানেন যে এই কারণেই ওঁর মনস্তুষ্টি করার জন্য তিনি সদা ব্যস্ত। কৌরবদের অন্তঃ-পুরে প্রবেশ করার পর থেকে স্বামীদের সঙ্গে ওঁর সাক্ষাৎ হয় নি। ঋতুস্নান করার পূর্বে সাক্ষাৎ করাও নিষিদ্ধ। কিন্তু পত্রালাপে অসুবিধা নেই। দ্রৌপদী সেই সুযোগ নিয়েই সহদেবকে একটি অনুরোধলিপি পাঠিয়েছেন। যাতে তিনি দুটি বুদ্ধিমতী প্রত্যুৎপন্নমতিত্বসম্পন্না সুদক্ষা সংবাদবাহিকা

নিয়োগ করেন—যারা এক দণ্ড অন্তর ক্রমান্বয়ে তাঁকে সভাগৃহের সংবাদ পেঁৗছে দিয়ে যাবে। সহদেব পত্রপ্রাপ্তি মাত্র সে ব্যবস্থা করেছিলেন। শুধু তাই নয়—এই বিশেষ দূতীরা যাতে অবাধে সভাগৃহে গমনাগমন করতে পারে সেজন্য প্রবেশাধিকারের সাংকেতিক শব্দও জানিয়ে দিয়েছিলেন।

সে সংবাদ নিয়মিতই আসছে।

তার কোনটাই শুভ নয়—আশ্বাসদায়ক তো নয়ই।

যুধিষ্ঠির কেবলই পরাজিত হচ্ছেন। দুর্যোধন ক্রীড়ার আহ্বায়ক এবং পণ-সরবরাহক হলেও তাঁর প্রতিভূ রূপে অক্ষপাতন করছেন সৌবল শকুনি। তিনি যে সহজ সত্যপথে ক্রীড়া করছেন না, কপটতার আশ্রয় নিচ্ছেন, সে বিষয়ে যুধিষ্ঠিরের সংশয়মাত্রও নেই, তাঁর সে নিশ্চিত বিশ্বাস তিনি অব্যর্থ ভাষায় প্রকাশও করেছেন, তত্রাচ এ ক্রীড়া থেকে নিবৃত্ত হন নি। অক্ষের নেশা তাঁকে মোহগ্রস্ত করছে!

সেই তথ্যই বোধ করি অদ্যকার চরম দুঃসংবাদ।

অন্তত দ্রৌপদীর কাছে। এর মধ্যেই তিনি নিয়তির নির্মম ইঙ্গিত দেখতে পাচ্ছেন। পরমা নিয়তির অতল অন্ধ আহ্বান।

যুধিষ্ঠির প্রথম পণ রাখেন তাঁর কণ্ঠস্থ, বিশ্বে অদ্বিতীয়, কুবেরেরও ঈর্ষা-আনয়ন-কারী অমূল্য মণিহার। দুর্যোধন কি রাখলেন তা নির্দিষ্ট ক'রে বলেন নি, শুধু বলেছিলেন, 'আমার বিস্তর মণিরত্ন আছে, তুমি জয়লাভ করলে, পণের অভাব হবে না।'

অবশ্য তাঁর পণ নির্ধারণের আবশ্যকও হ'ল না ; কারণ কাপট্য-পারঙ্গম শকুনি নিমেষপাতমাত্র সময়ে সে পণ জিতে নিলেন। অতঃপর যুধিষ্ঠির সহস্র সুবর্ণমুদ্রাপূর্ণ কয়েক শত পেটিকা পণ রাখলেন। সেও শকুনি তৎক্ষণাৎ কপট পাশা নিক্ষেপে তা জিতে নিলেন। অতঃপর ক্রমান্বয়ে মহারাজ-চক্রবর্তীর মণিরত্নশোভিত সুবর্ণ রথ ও তাঁর তুষার-শুভ্র কুমুদকান্তি অশ্ব-অষ্টক*, সুন্দরী সালঙ্কারা চন্দনচর্চিতা নৃত্যগীতাদি-নিপুণা এক লক্ষ তরুণী দাসী ; কর্মকুশল নম্রস্বভাব মেধাবী এক লক্ষ সুদর্শন তরুণ দাস ; এক সহস্র রণহস্তী ; সুবর্ণময় ধ্বজাপতাকাশোভিত কয়েক সহস্র রথ—যার রথীরা যুদ্ধ না করতে হলেও মাসিক সহস্র সুবর্ণ বেতন পান ; গন্ধর্বরাজ চিত্ররথ অর্জুনকে যে সব বিচিত্র বর্ণ অশ্ব দিয়েছিলেন ; বহু সহস্র সাধারণ রথ, শকট, অশ্ব ; ষষ্টি সহস্র বীর সবলদেহ যোদ্ধা ; কয়েকশত ধনভাণ্ডার —এ সকলই শকুনি তাঁর বিশেষ-কৌশলে-নির্মিত অক্ষ দ্বারা জয় ক'রে নিলেন। স্থিতধী যুধিষ্ঠিরের একবারও মনে হ'ল না যে তিনি ঐ অক্ষ পরিবর্তন করতে বলেন, অথবা তাঁর নিজস্ব অক্ষ ব্যবহারের দাবি জানান।

ক্রীড়ার গতি ও ধর্মরাজের মোহমত্ততা দেখে—নিতান্ত নিয়তিসৃষ্ট

---

* যুধিষ্ঠির কহিলেন, জলদ ও জলধিতুল্য নিনাদযুক্ত, সহস্র রথের বেগবিশিষ্ট ব্যাঘ্রচর্মাবৃত, সুপ্রতিষ্ঠিত; সুন্দর চক্র ও উপস্কর সমন্বিত, শ্রীমান, কিঙ্কিণী-জালভূষিত, হৃদয়-হ্লাদন, যে রাজরথ আমাদিগকে এখানে আনয়ন করিয়াছে এবং কোন ভূচর ব্যক্তি যাহাদের পদবিক্রম হইতে নিস্কৃতি পাইতে পারে না, কুমুদের ন্যায় কান্তিবিশিষ্ট, রাষ্ট্রপ্রশংসিত এইরূপ উৎকৃষ্ট অষ্ট অশ্ব যাহাকে বহন করে সেই জয়শীল রথবর এবার আমার পণ রহিল। [বর্ধমান সংস্করণ মহাভারত]

বিভ্রান্তি ছাড়া যাকে আর কোন আখ্যা দেওয়া যায় না—সভাস্থ বয়স্ক ও প্রাজ্ঞ ব্যক্তিরা চিন্তিত হলেন। যাঁরা ধর্মভীরু সৎ প্রকৃতির লোক তাঁরা এই প্রত্যক্ষত কপট ক্রীড়ার পরিণাম বুঝে ভবিষ্যতের মহা সর্বনাশ কল্পনায় চঞ্চল হয়ে উঠলেন।

শেষে বিদুর আর থাকতে না পেরে ধৃতরাষ্ট্রকে বললেন, 'মহারাজ, আপনার ঘোর বিপদ উপস্থিত, এ সময় আপনি উদাসীন থাকবেন না। স্মরণ করুন—এই দুর্যোধন ভূমিষ্ঠ হওয়া মাত্র গোমায়ুর* মতো রব করে-ছিল। তখনই জানি এ জাতক ভারতবংশ ধ্বংস করবে। কুরুরাজ, নিজের দেহের কোন অংশ অচিকিৎস্য-ভাবে বিষাক্ত হলে তাও তৎক্ষণাৎ ত্যাগ করতে হয়। আপনি জানেন, অন্ধক যাদব আর ভোজবংশীয়রা তাঁদের আত্মীয় কংসকে ত্যাগ করেছিলেন, তাঁদেরই নির্দেশে শ্রীকৃষ্ণ কংসকে বধ করেন। মহারাজ, আপনি আদেশ দিন, অর্জুন দুর্যোধনকে বধ করলে কৌরবগণ ও এ রাজ্য অমঙ্গলমুক্ত হবে। একজনকে ত্যাগ করলে যদি কুলরক্ষা হয়—সে নির্মমতাই প্রাজ্ঞদের বাঞ্ছনীয় ; কলহমত্ত বৃষ যেমন নিজের শৃঙ্গ ভঙ্গ ক'রে ভবিষ্যতের নিরাপত্তা নষ্ট করে—দুর্যোধনও তেমনি নিজের পুরী ও রাজ্যের মঙ্গল দূর করছে। এখনও সময় আছে, আপনি তাকে ত্যাগ করুন।'

সভাস্থ অনেকেই তাঁর অনুমোদন ক'রে প্রশংসাবাক্য উচ্চারণ করলেন, কিন্তু দুর্যোধনের উষ্মার সীমা রইল না। তিনি বিস্তর কটু বাক্য বলে বিদুরকে সভাগৃহ থেকে নিষ্ক্রান্ত হতে আদেশ দিলেন।

একটির পর একটি এমনি দুঃসংবাদ পাচ্ছেন ভারতসম্রাজ্ঞী দ্রৌপদী।

তাঁর ললাট ও হস্ততালু স্বেদাক্ত হয়ে উঠেছে ইতিমধ্যেই। অপরিসীম পিপাসায় বক্ষ পর্যন্ত যেন শুষ্ক হয়ে উঠেছে।

আরও সাংঘাতিক দুঃসংবাদ আসবে—এ তিনি পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছেন। ধর্ম যখন মোহান্ধতা, মূঢ়তা, ভ্রান্তি ও জাড্য দ্বারা আচ্ছন্ন হন, তখন আর শ্রেয় কোথায়। শ্রী ও কল্যাণ তো অন্তর্হিত হবেনই।

সংবাদ পেলেনও।

নিয়তির নির্দয় নির্দেশের মতোই তা অব্যর্থ ও অমোঘ ভাবে এসে আঘাত করতে লাগল তাঁর সহ্যশক্তিকে।...

শকুনি সবিদ্রূপে প্রশ্ন করলেন, 'রাজন! তোমার তো প্রায় তাবৎ ধনই আমাদের করায়ত্ত হ'ল। পণ রাখার মতো আর কিছু আছে নাকি?'

যুধিষ্ঠির অন্ধের মতোই তাঁর এই সুনিশ্চিত বিদ্রূপের ফাঁদে পা দিলেন। বললেন, 'আমার ঐশ্বর্য অপরিমেয়, অসংখ্যেয়। তুমি অযুত প্রযুত কোটি অর্বুদ এমন কি মধ্য পরার্ধ** যা পণ চাও আমি তাই রাখছি।'

সেও যখন এক নিমেষে স্বামী বদল করল তখন যুধিষ্ঠির বললেন, 'পর্ণাশা থেকে সিন্ধু নদ পর্যন্ত বিস্তৃত ভূখণ্ডে আমার যে গো-মেষ-মহিষ প্রমুখ পশুসম্পদ আছে—এবার তাই পণ রাখলাম।'

অতঃপর রাজ্যের যা অবশিষ্ট পণ-যোগ্য সম্পদ ও নরনারী—তাও যখন গেল, তখন ভ্রাতাদের অঙ্গের মহামূল্য অলঙ্কার পণ রাখলেন। কিন্তু

---

* শৃগাল

** কোটি, অর্বুদ, খর্ব, নিখর্ব, শঙ্খ, পদ্ম, মহাপদ্ম, মধ্য, পরার্ধ।

পুষ্পদণ্ডের দ্বারা যেমন প্রবল বন্যার জলে বাধা দেওয়া যায় না—তেমনি এই অবশিষ্ট সামান্য পণে সর্ববিনষ্টির আসন্নতাকে প্রলম্বিত করা গেল না।

ধন ধেনু রথ অশ্ব দাস দাসী সব গেল। অবশিষ্ট পঞ্চ ভ্রাতা।

যুধিষ্ঠির এবার উন্মত্তের মতো তাঁদেরই পণ রাখতে লাগলেন।

নকুল, সহদেব, ধনঞ্জয়—শেষে ভীমও, এই ভাবে অত্যল্প সময়ে শত্রু-হস্তগত হলেন।

শেষে যুধিষ্ঠির নিজেকেই পণ রাখলেন। যেন সর্বনাশকে অগ্রবর্তী হয়ে অভ্যর্থনা করাতেই আগ্রহ তাঁর।

সে পণও—কৌরবপক্ষের সভাষদ পারিষদ তোষামোদকারীদের বিপুল হর্ষধ্বনির মধ্যে—জিতে নিলেন শকুনি।

কিন্তু তাতেও বিরত হলে চলবে না তাঁর।

এরা পথের ভিখারী হয়েছে, তাঁদের দাস হয়েছে—কিন্তু অবমাননার চূড়ান্ত হয় নি এখনও।

অন্তঃপুরের মর্যাদা বিনষ্ট করতে না পারলে তা হবেও না।

শকুনি ভ্রূ কুঞ্চিত ক'রে ব্যঙ্গভরা কণ্ঠে বললেন, 'এবার? আর তো কিছুই পণ রাখার মতো রইল না তোমার। এক বাকী আছেন তোমাদের প্রেয়সী—পাঞ্চালনন্দিনী। তা—লোকে বলে স্ত্রীভাগ্যে ধন। দ্যাখো—তাঁকে পণ রেখে ভাগ্য পুনরুদ্ধার করতে পারো কি না।'

যুধিষ্ঠির আর দ্বিধামাত্র করলেন না, কর্তব্য-অকর্তব্য চিন্তার অবকাশ নিলেন না, ন্যায়-নীতির অনুশাসন চিন্তা কি বিচার করলেন না—তৎক্ষণাৎ সেই পণই রাখলেন।

এবং পরাজিত হলেন।*

শকুনি 'তাও জিতে নিলাম' এই বাক্য উচ্চারণ করা মাত্র—সমস্ত সভা অকস্মাৎ কিছুক্ষণের মতো প্রায় প্রস্তরীভূত ও নিস্তব্ধ হয়ে গেল ; তারপর সভাস্থ প্রবীণ ও পক্ষপাতশূন্য সমস্ত লোক একবাক্যে 'ধিক্! ধিক্!' এই দুটি শব্দ উচ্চারণ করলেন। যে সকল করদ ও মিত্ররাজ্যের অধিপতি উপস্থিত ছিলেন—তাঁরা লজ্জায় ও ক্ষোভে মাথা হেঁট করলেন। ভীষ্ম, দ্রোণ, কৃপ

---

* যুধিষ্ঠির কহিলেন, 'যিনি না খর্বাকৃতি, না দীর্ঘা, না কৃশা, না স্থূলা, সেই নীলকুটিলকুন্তলা, শারদপদ্মপলাশনয়না, শারদোৎপল-গন্ধা, রূপে শারদোৎপলসেবিনী লক্ষ্মীর এবং লাবণ্য-সৌভাগ্যাদিরূপিণী শ্রীর সদৃশ্যা পাঞ্চালীর দ্বারা তোমার সহিত ক্রীড়া করিতেছি। হে সৌবল! পুরুষ লক্ষ্মীতুল্য গুণশালিনী যাদৃশী স্ত্রী কামনা করে, কি দয়া, কি রূপ-সম্পত্তি, কি শীল সম্পত্তি সর্বাংশেই যিনি তাদৃশা হইতে পারেন ঃ মনুষ্য-অনুকূলা, প্রিয়ম্বদা ও ধর্মকামার্থ-সিদ্ধি প্রযোজকা যাদৃশী স্ত্রী ইচ্ছা করে—তাদৃশ সমস্ত গুণেই যিনি উপপন্না হইয়াছেন ; যিনি সকলের শেষে শয়ন ও অগ্রে জাগরণ করেন এবং গোপাল ও মেষপাল পর্যন্ত সকল লোকেরই তত্ত্বাবধান করিয়া থাকেন ; যাঁহার ঘর্মবিন্দুযুক্ত মুখমণ্ডল শিশির-শোভিত কমল ও মল্লিকার ন্যায় শোভা পায় ; বেদীসদৃশ সুমধ্যমা, দীর্ঘকেশা, তাম্রবদনা, অনতিলোমান্বিতা—এবম্বিধা সর্বাঙ্গসুন্দরী পাঞ্চালনন্দিনী দ্রৌপদীকে পণ রাখিয়া ক্রীড়া করিতেছি।' [মহাভারত—বর্ধমান সংস্করণ]

প্রভৃতি প্রধানদের প্রচুর স্বেদ নির্গত হতে লাগল। দ্বারপ্রান্তে অপেক্ষমাণ বিদুর বার বার মস্তকে করাঘাত ক'রে হাহাকার ক'রে উঠলেন।

কেবল ধৃতরাষ্ট্রই আর মনের ভাব বাহ্যিক সৌজন্যে আবরিত করতে না পেরে ব্যগ্রভাবে প্রশ্ন করতে লাগলেন, 'আমাদেরই জয়লাভ হ'ল তো? আমরাই জিতলাম তো?'

শকুনি উত্তর দিলেন, 'নিশ্চয়! আপনি বিজয়োৎসবের আদেশ দিন, যাজ্ঞসেনী এখন আমাদের পণে-ক্রীতাদাসী।

দুর্যোধন পূর্বলাঞ্ছনা-দৈন্য-প্রতিশোধ উল্লাসে ও গর্বে একবার নিজের গুম্ফ মার্জনা ক'রে নিয়ে বিদুরকেই ডাকলেন আবার, 'ক্ষত্তা, আপনি যাজ্ঞসেনীকে এখনই এ সভায় নিয়ে আসুন, তিনি আমার পদসেবা করবেন।'

বিদুর ক্রুদ্ধ হয়ে বললেন, 'মূঢ়, বিক্রীত ব্যক্তির কোন সম্পত্তি থাকে না, যুধিষ্ঠিরের এ পণ রাখার কোন অধিকার নেই। এ তোমার বিজয় লাভ নয় নিদারুণ পরাজয় মাত্র। বিষধর সর্প তোমার সম্মুখে ফণা বিস্তার করেছে—তুমি তাকে কুপিত ও উত্তেজিত ক'রে অতিশোচনীয় মৃত্যুকে আহ্বান করছ। তুমি মৃগ হয়ে ব্যাঘ্রকে লাঞ্ছিত করতে চাইছ! মেষশাবক হয়ে সিংহের গহ্বরে প্রবেশ ক'রে স্পর্ধা প্রকাশের অভিলাষী হয়েছ! এভাবে মৃত্যুর দিকে ধাবমান হয়ো না : সে তো আছেই, অনিবার্য, তাকে আহ্বান ক'রে এনে লাভ কি? তুমি যে বাক্য উচ্চারণ করেছ তা শ্রবণেও মহাপাপ। মূর্খ, এখনও নিজেকে সম্বরণ ও সংযত কর, আমি তোমাকে সকর্ত করছি।'

দুর্যোধন অধিকতর রুষ্ট হয়ে দ্বারদূত এক প্রাতিকামীকে ডেকে আদেশ দিলেন 'ক্ষত্তা বিদুর কেবল নিজকুশল-চিন্তা ও আমাদের অবনতি কামনা করেন। তোমার কোন ভয় নেই, তুমি গিয়ে আমাদের দাসী দ্রৌপদীকে এখানে নিয়ে এস। তিনি আমাদের সেবা করবেন।'

প্রাতিকামী লজ্জায় অধোবদন হয়ে আশঙ্কায় কম্পিত হতে হতে গিয়ে অত্যন্ত দীন ও অনুতপ্তভাবে অগত্যা পাঞ্চালীকে সে আদেশ নিবেদন করল :

পাণ্ডবকুললক্ষ্মী দ্রৌপদীরও সর্বাঙ্গ কম্পিত হচ্ছিল—তবে সে কোন শঙ্কায় নয়—ক্ষোভে ও রোষে। কারণ কিছু পূর্বে তিনিও এ সংবাদ পেয়েছেন।

তিনি ক্ষোভরুদ্ধ কণ্ঠে শুধু বললেন, 'প্রতিহারী, মনে হচ্ছে তুমি কৌরবদের দূতরূপে প্রেরিত হলেও আমার সম্বন্ধে করুণার্দ্র। আমার অনুরোধ, তুমি একবার সভায় ফিরে যাও, ধর্মরাজকে প্রশ্ন কর—তিনি কি পূর্বে নিজেকে পণ রেখে পরাজিত হয়েছেন?—না তার পূর্বে আমাকে পণ রেখেছিলেন? নিজে পরাজিত হওয়ার পরও কি আমাকে তাঁর পণ রাখার অধিকার ছিল?'

প্রাতিকামী ন্যায়ের এত সূক্ষ্ম ও কুটিল নীতি অবগত নয় সে কিছুক্ষণ বিহ্বলের মতো দাঁড়িয়ে থেকে সভায় ফিরে গেল—এবং যুধিষ্ঠিরের মুখের দিকে না চেয়েই প্রশ্নটি উপস্থাপিত করল।

যুধিষ্ঠির পূর্বেই অধোমুখে নির্জীব জড়পদার্থের মতো বসে ছিলেন, সেই ভাবেই স্থির হয়ে বসে রইলেন, এ প্রশ্ন তাঁর কর্ণগোচর হ'ল কিনা বোঝা গেল না। উত্তর দিলেন দুর্যোধনই, অসহিষ্ণুভাবে বলে উঠলেন, 'তাঁর

যা কিছু প্রশ্ন তা তিনি সভায় এসে নিজেই করুন।...যাও, নিয়ে এস তাঁকে।'

প্রাতিকামী বেতনভোগী ভৃত্য, আদেশ পালন ব্যতীত তার গত্যন্তর নেই। সে আবারও পাংশুমুখে স্খলিত পদক্ষেপে ফিরে এসে পাঞ্চালীকে যুধিষ্ঠিরের নিরুত্তরতা ও দুর্যোধনের আদেশ জানাল। দ্রৌপদী উষ্মায় ও অপমানবোধে অগ্নিশিখার মতোই মূর্তি ধারণ করেছেন ; সেদিকে চেয়ে—যারা তাঁর শাসনকর্ত্রীর রূপেই অভ্যস্ত—তারা অবশ্যই ভীত বোধ করবে।

পাঞ্চালনন্দিনী কিন্তু কোন কটু বা কুবাক্য বললেন না। বরং ধীরভাবে মিনতির ভঙ্গীতেই বললেন, 'প্রাতিকামী, আমি অনুনয় করছি, তুমি আরও একবার সে সভায় যাও. যদিচ তার প্রতি অণুপরমাণু পাপবুদ্ধি শাঠ্য ও বিদ্বেষ দ্বারা গঠিত তবু আশা করছি কিছু সৎবুদ্ধিসম্পন্ন ব্যক্তি সেখানে উপস্থিত আছেন যাঁরা ন্যায়নীতির মর্যাদা সম্বন্ধে অনবহিত নন. আমার প্রশ্ন তাঁদেরই কাছেঃ তুমি তাঁদের জিজ্ঞাসা ক'রে এস—আমি কৌরবদের বিজিতা কিনা. ওঁদের এ আদেশ করার কোন অধিকার আছে কিনা!'

প্রাতিকামীর অবস্থা শোচনীয়। দুর্যোধনের করাল কোপকে কে না ভয় করে! অথচ এখানে এই মহিমময়ী নারীর অনুরোধ বা আদেশ অমান্য করার শক্তিও তো তার নেই! সে যজ্ঞে উৎসর্গীকৃত পশুর মতোই কম্পিত ধীর পদক্ষেপে এসে সভার মধ্যস্থলে দাঁড়িয়ে পাণ্ডব-অধিরাজ্ঞীর বক্তব্যের পুনরাবৃত্তি করল।

কিন্তু উত্তর দেবে কে ?

ভীষ্ম দ্রোণ প্রভৃতি প্রবীণগণ সকলেই লজ্জাবনত-শিরে নীরব থেকে ললাটের ঘর্ম মোচন করতে লাগলেন। অর্জুন স্বীয় অধরোষ্ঠ দন্তে পিষ্ট ক'রে উচ্ছ্বসিত রোষবহ্নির বহির্পথ রুদ্ধ করার প্রচেষ্টায় ওষ্ঠ দুটি রক্তাক্ত ক'রে তুললেন, ভীম নিষ্ফল ক্ষোভে শত্রুর পরিবর্তে কক্ষকুট্টিমের প্রস্তর-খণ্ডেই মুষ্ট্যাঘাত করতে লাগলেন বার বার। শুধু যুধিষ্ঠির পানীয়-প্রার্থনা-ছলে স্বপক্ষীয় এক বিশ্বস্ত অনুচরকে কাছে ডেকে তাকে দিয়ে গোপনে বলে পাঠালেন. পাঞ্চালী যেন এই রজস্বলা একবস্ত্রা অবস্থাতেই সভামধ্যে এসে ধৃতরাষ্ট্রের কাছে করুণা ভিক্ষা করেন।

দূত গিয়ে সে নির্দেশ নিবেদন করতে এতক্ষণ পরে যেন দ্রৌপদীর নয়ন-কোণের উদ্যতবজ্র বিদ্যুতাগ্নি নির্বাপিত হয়ে সেখানে বর্ষণ শুরু হ'ল। তিনি বাষ্পরুদ্ধকণ্ঠে বললেন. 'ঐ পাপিষ্ঠরা কত কি লাঞ্ছনা করবে তা এখনও জানি না. কিন্তু আমার ক্ষাত্রিয় ভর্তা এই প্রস্তাব পাঠিয়ে যে অপমান করলেন আমাকে—এমন আর কেউ কোন দিন করেন নি। আমার ভাগ্যকেই ধিক্! শুনেছি আমি যজ্ঞসম্ভবা—হায়! সে যজ্ঞাগ্নিতেই আমার মৃত্যু হ'ল না কেন!'

এধারে দুর্যোধন—এই অবিশ্বাস্য অপ্রত্যাশিত কল্পনাতীত সিদ্ধি হস্ত-গত হওয়া সত্ত্বেও তা উপভোগে অযথা বিলম্ব হওয়ায়—অধৈর্য হয়ে রূঢ় কণ্ঠে বলে উঠলেন, 'এসব বাগ্‌বিস্তারে তাঁর কোন প্রয়োজন নাই। অধিকারও নেই। তুমি পুনশ্চ সেখানে গিয়ে আমাদের সুস্পষ্ট আদেশ জানাও। সহজে আসতে না চান—তুমি বলপূর্বক তাঁকে এখানে নিয়ে এস।'

'বলপূর্বক' শব্দটি যেন বেত্রাঘাতের মতোই আঘাত করল সভাস্থ

নিরপেক্ষ জনদের। প্রাতিকামীও বাত্যাতাড়িত বেতসপত্রের মতো কেঁপে উঠল একবার, তারপর জোড়করে করুণ কণ্ঠে বলল, 'আপনি স্বামী, আপনার অবাধ্য হলে আপনি আমাকে যে কোন কঠিন শাস্তি দিতে, এমন কি বধ করতেও পারেন। আপনি সেই দণ্ডই দিন, আমি বিনা অনুযোগে মাথা পেতে নেব—কিন্তু তবু এ আদেশ পালন করতে পারব না।...ভারতসম্রাজ্ঞীকে বলপূর্বক এই পুরুষদের সভায় আনয়ন করার সাহস বা সাধ্য আমার নেই।'

কৌরব এবং তাঁদের স্তাবক, অনুগৃহীত ও আশ্রিত ব্যক্তিগণ ব্যতীত সে সভার প্রায় প্রত্যেকেই 'সাধু' 'সাধু' রবে সেই সামান্য দীনবংশোদ্ভব প্রাতিকামীকে অভিনন্দিত করল। বিদুর এসে তাকে আলিঙ্গনাবদ্ধ করলেন।

কিন্তু সেই অপরিসীম চাঞ্চল্য ও সাধুবাদের শব্দকে অতিক্রম ক'রে কার পরুষ কর্কশ কণ্ঠ ধ্বনিত হয়ে উঠল, 'এই নীচকুলোদ্ভব মূর্খ প্রাতিকামী বৃথাবলদর্পিত অতিভোজী ভীমসেনকে দেখে মৃত্যুভয়ে বিহ্বল হয়ে পড়েছে! ওর কর্ম নয়। দুঃশাসন, তুমি যাও, বলপূর্বক কেশাকর্ষণ ক'রে আমাদের দাসী দ্রৌপদীকে এ সভায় নিয়ে এস!'

কার কণ্ঠ, সে কোলাহলের মধ্যে অনেকেই বুঝতে পারলেন না। দুর্যোধনের কি—না অঙ্গাধিপতি কর্ণের?

॥ ২৬ ॥

আর যে দুর্গতিই কল্পনা ক'রে থাকুন দ্রৌপদী—দুঃশাসনের এ ধৃষ্টতা, এত বড় দুঃসাহস হবে তা ভাবতে পারেন নি। যুধিষ্ঠিরের সম্পর্ক ধরলে তিনি ওর জ্যেষ্ঠা ভ্রাতৃজায়া, মাতার সমান মাননীয়া। পাদবন্দনার যোগ্য। দুঃশাসনের কলুষ-হস্তস্পর্শে তাই তিনি যে কেঁপে উঠেছিলেন তা যতটা রোষে, বোধ হয় ঠিক ততটাই বিস্ময়ে।

তবু তিনি দুঃশাসনের রাজরক্তকে জাগ্রত করার জন্যই করুণ কণ্ঠে বলতে গিয়েছিলেন, 'দুঃশাসন, আমি বর্তমানে রজস্বলা, একবস্ত্রা। এ অবস্থায় উত্তরীয় ব্যবহার যেমন নিষিদ্ধ, তেমনি নিষিদ্ধ গুরুজন বা পরপুরুষের সম্মুখীন হওয়া। তুমি এ ভাবে আমাকে নিয়ে যেও না। তোমারই বংশের বধূ আমি, সেটা স্মরণ করো।'

কিন্তু সুরা ও বিজয়গর্ব—এই দুই উগ্র মাদকে উন্মত্ত আরক্ত-লোচন দুঃশাসন পরুষ কর্কশ কণ্ঠে বলে উঠলেন, 'থাম্ থাম্। তুই এখন কৌরবদের দাসী। আমাদের যা ইচ্ছা, যেখানে ইচ্ছা সেখানে যেতে হবে; যেখানে বাস

করতে বলব সেখানেই বাস করতে হবে। রাজকুমারী বা রাজকুলবধূর যে মর্যাদা তা তুই এখনও প্রত্যাশা করছিস? তোর স্পর্ধাও তো কম নয়!' বলতে বলতে হা-হা ক'রে প্রমত্ততারই হাসি হেসে দ্রৌপদীর সেই তরঙ্গায়িত ঈষৎ নীলাভ-কৃষ্ণবর্ণ সুবিপুল কেশরাশি মুষ্টিবদ্ধ ক'রে সেই কক্ষের নির্গমন পথের দিকে আকর্ষণ করতে লাগলেন।

দ্রৌপদী নিতান্ত বলহীনা নন। পাঞ্চাল দেশের নারীরা স্বভাববলিষ্ঠা—তিনি আকস্মিক বলপ্রয়োগে দুঃশাসনের কবলমুক্ত হয়ে ছুটে গেলেন যেখানে কুরু-কুলনারীরা নির্বাক বিস্ময়ে, হতবুদ্ধি ও কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে ভীত-নেত্রে এই অঘটিতপূর্ব দৃশ্য প্রত্যক্ষ করছিলেন। তাঁদের সম্মুখে গিয়ে অপ-মানকম্পিত রোদনরুদ্ধ কণ্ঠে আবেদন জানালেন, 'তোমরাও রাজবংশ ক্ষত্রিয়-বংশের কন্যা, বধূ,—এই মর্মান্তিক অপমানের হাত থেকে আমাকে রক্ষা করো। আমি তোমাদের দাসীরূপে তোমাদের সেবা করতে প্রস্তুত আছি। আমাকে এই ভাবে সাধারণ পুংশ্চলীর মতো প্রকাশ্য সভাগৃহে সহস্র ইতর-দৃষ্টির সম্মুখে নিয়ে যেতে দিও না।'

রাজমাতা গান্ধারী সেখানে ছিলেন না। ভানুমতীও না। অবশ্য তিনি উপস্থিত থাকলেও তাঁর হৃদয় বিগলিত হ'ত কিনা সন্দেহ। যাঁরা উপস্থিত ছিলেন তাঁরা দুঃশাসনের সেই ভয়ঙ্কর মুখভাব দেখে ও অভব্য বাক্যাদি শুনে কিছু বলতে সাহস করলেন না। অবশ্য সে অবসরও বিশেষ পেলেন না, তার পূর্বেই পশ্চাদ্ধাবী দুঃশাসন ছুটে এসে পুনরপি কৃষ্ণার কেশরাশি দৃঢ়তর মুষ্টিতে আবদ্ধ ক'রে সবলে আকর্ষণ করতে করতে জনবহুল পরিজন-পরিবৃত পথ অতিক্রম ক'রে সভাগৃহে উপনীত হলেন।

এহেন অশালীন, রাজবংশ বিধিবহির্ভূত আচরণে প্রায় সকলেই লজ্জা পেলেন, এমন কি দুর্যোধনও অপর দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ ক'রে নীরব রইলেন—কর্ণই উচ্চরবে দুঃশাসনের এই দুর্মতির ভূয়সী প্রশংসা ক'রে তাঁকে অধিক-তর উত্তেজিত করতে লাগলেন।

একেবারে সভার মধ্যস্থলে পৌঁছে দ্রৌপদী আবারও প্রাণপণ বলপ্রয়োগে দুঃশাসনের মুষ্টিমুক্ত হলেন। তারপর একবার মাত্র বর্ষণবিদ্যুৎভরা দৃষ্টিতে লজ্জাবনতমুখ স্বামীদের দিকে তাকিয়ে সভাস্থ প্রবীণ ও কুলপ্রধানরা যেদিকে বসেছিলেন সেইদিকে ফিরে বললেন, 'আপনারা আমার গুরুজন—শিক্ষা দীক্ষা, ন্যায়বিচার, ধর্মবুদ্ধি, সকল দিকেই শ্রেষ্ঠ—আপনাদের কাছে আমার একটি প্রশ্ন, আশা করছি উত্তমরূপে বিচার ক'রেই উত্তর দেবেন-নিজে পরাজিত হবার পরও মহারাজচক্রবর্তী যুধিষ্ঠিরের কি এই কপট দ্যূতক্রীড়ায় আমাকে পণ রাখার অধিকার ছিল?'

নিষ্ফল-রোষদগ্ধ প্রতিকারশক্তিহীন ভীষ্ম ললাটের ঘর্ম মোচন ক'রে বললেন, 'ভাগ্যবতী, এ প্রশ্ন তুমি করার পূর্বে আমার মনেই উপস্থিত হয়েছে, কিন্তু এর যথার্থ মীমাংসায় এখনও উপনীত হতে পারি নি। ধর্মের বিচার অতি সূক্ষ্ম, তার সত্যাসত্য নির্ণয় করা আমাদের সাধ্যাতীত। বিজিত বা বিক্রীত ব্যক্তির কোন কিছুতেই অধিকার থাকে না, অথচ স্ত্রীর উপরও স্বামীর চিরন্তন অধিকার। যদি তাঁর কিছু না থাকে—তাঁর স্ত্রীরই বা থাকবে কি ক'রে? সেদিক দিয়ে বিচার করলে এই স্বামীদের পরাজয়ের সঙ্গেই তোমার স্বাধীন সত্তা বিলুপ্ত হয়েছে। যুধিষ্ঠির পরম ধার্মিক, শ্রেষ্ঠ তত্ত্বজ্ঞ,

তিনি যখন তোমাকে পণ রেখেছেন তখন তাঁর সে অধিকার নেই তাই বা বলি কি ক'রে?...তুমি কপট দ্যূতক্রীড়ার অভিযোগ এনেছ—সে বিচারের কথাও যুধিষ্ঠিরের। হতে পারে শকুনি অত্যন্ত অভিজ্ঞ কিতব, সুচতুর ও অক্ষক্ষেপণকুশলী। যুধিষ্ঠির তাঁর যোগ্য প্রতিদ্বন্দ্বী নন। এতক্ষণ খেলার পরও তিনি যদি প্রতিবাদ ক'রে বা প্রতিনিবৃত্ত হয়ে না থাকেন তাহলে এ অভিযোগই বা করা যায় কি ক'রে?'

আবারও কর্ণের যেন চেষ্টাকৃত রূঢ় কণ্ঠ ধ্বনিত হয়—'দুঃশাসন, এই দাসী ও এক জরাগ্রস্ত বৃদ্ধের প্রলাপোক্তি এত মনোযোগ দিয়ে শোনার কি আছে? দ্রৌপদী যে আমাদের দাসী হয়েছে সেটা তাকে ভাল ভাবে অনুভব করতে দাও।'

আরও একবার—যেন চরম বিপদে পরম অভয় অন্বেষণের মতোই স্বামীদের দিকে আর্ত দৃষ্টিতে চাইলেন দ্রৌপদী। কিন্তু তাঁরা সকলেই মাথা নত ক'রে বসে—তাঁদের দৃষ্টিতে এ বিপন্ন আবেদন পৌঁছল না।

কর্ণ বোধ করি অনিমেষপাত-নেত্রে কৃষ্ণাকে লক্ষ্য করছিলেন. ওঁর এ নিঃশব্দ আবেদনও তাঁর দৃষ্টি এড়াল না। তিনি নিষ্ঠুর কৌতুকে হা-হা ক'রে হেসে বললেন 'ঐ নির্জীব কাপুরুষ দাসগুলোর দিকে তাকিয়ে কোন লাভ হবে না পাঞ্চালী। ওরা কি মানুষ? মেষপাল বললেও বুঝি তাদের অপমান করা হয়। পতি নির্বাচনের সময় তুমি সুবিবেচনার পরিচয় দাও নি। সেদিন দুর্যোধনকে বরণ করলে আজ এ দুর্গতি হ'ত না।'

এবার ভীমসেন আর আত্মসম্বরণ করতে পারলেন না। বিপুল দুঃখের উপর এই মর্মান্তিক, কঠিন আঘাত স্ফুলিঙ্গাঘাতে অগ্নি-প্রজ্বলনের কাজ করল। তিনি জ্যেষ্ঠাগ্রজকে সম্বোধন ক'রে বললেন, 'মহারাজ, সসাগরা পৃথিবী জয় ক'রে যে ধনরত্ন আহরিত হয়েছিল, ভুবনবিজয়ী নৃপতিগণ স্বেচ্ছায় প্রীতিবশে যে সব অমূল্য দ্রব্যাদি উপহার দিয়েছেন—তৎসমস্ত সহ আমাদের স্বপ্রতিষ্ঠিত রাজ্য, ঐশ্বর্য, এমন কি আপনার ভ্রাতাদেরও আপনি পণ রেখে পরাজিত হয়েছেন—তাতেও আমার তাদৃশ ক্রোধ উৎপন্ন হয় নি। কারণ আপনি এ সমুদয় এবং আমাদেরও প্রভু। কিন্তু এবার আমাদের সহ্যের সীমা অতিক্রম করেছে। দ্যূতক্রীড়াপ্রিয় ব্যক্তিদের অনেক রক্ষিতা থাকে—তাঁরাও সেই বেশ্যাদের প্রতি স্নেহবশতঃ কখনও তাদের পণ রাখেন না। আপনি আপনার প্রিয়তমা ভার্যা ও আমাদের কুললক্ষ্মীকে পণ রাখলেন। সহদেব, অগ্নির আয়োজন কর, আমি ওঁর ঐ হাত, যে হাতে স্ত্রীকে পণ রেখে তিনি অক্ষক্ষেপণ করেছেন—দগ্ধ করব।'

উত্তেজনায় ভীমসেন উঠে দাঁড়িয়েছিলেন, অর্জুন ওঁর বাহুমূল ধরে নিরস্ত ক'রে বললেন, 'ছিঃ! আর্য ভীমসেন আপনি ভাগ্যের প্রতারণায় উত্তেজিত হয়ে জ্ঞান হারিয়েছেন। জ্যেষ্ঠভ্রাতা সম্বন্ধে এ ধরনের বাক্য উচ্চারণ করা এমন কি কল্পনা করাও গর্হিত। আমরা এখন প্রবল শত্রুর সম্মুখীন, ভাগ্য আমাদের উপর বিরূপ, এ অবস্থায় আমাদের ঐক্য ও শৃঙ্খলা বিনষ্ট হওয়ার অর্থ প্রকারান্তরে তাদেরই বৃহত্তর জয়লাভ, তাদের হাতে আঘাতের নূতন অস্ত্র তুলে দেওয়া। ভেবে দেখুন, এ সময়ে কোনরূপ অন্তর্দ্বন্দ্ব প্রকাশ পেলে শত্রুরা উৎসাহিত হবে, আমরাও মানবসমাজে উপহাসাস্পদ হব। ক্ষত্রিয়ের পক্ষে যুদ্ধে বা অক্ষক্রীড়ায় পশ্চাৎপদ হওয়ার অর্থ শুধু কাপুরুষতা

প্রকাশ পাওয়া নয়, ধর্মভ্রষ্ট হওয়াও। ধর্মরাজ যুধিষ্ঠির কুলধর্ম পালনের জন্য এই দ্যূতক্রীড়ায় প্রবৃত্ত হয়েছিলেন।'

অর্জুনের বক্তব্য শেষ হওয়ার পূর্বেই এক সুদর্শন তরুণ যুবক সভাস্থলে উঠে দাঁড়ালেন। ইনি দুর্যোধনের সহোদর অনুজ—বিকর্ণ।

বিকর্ণ বললেন, 'হে সভাস্থ ভদ্রমণ্ডলী, মনস্বিনী দ্রৌপদী যে প্রশ্ন করেছেন তা আপনাদের সকলেরই উদ্দেশে। কুরুবৃদ্ধ পিতামহ ভীষ্ম, কুলপ্রধান ধৃতরাষ্ট্র, আচার্য দ্রোণ, কৃপ—আপনারা কেউ এঁর প্রশ্নের সম্যক উত্তর দেন নি। এই সভামধ্যে বিভিন্ন প্রান্ত থেকে সমাগত রাজন্যবৃন্দও রয়েছেন, ক্ষত্রিয়ের পালনীয় ধর্ম বা আচরণ তাঁরাও অবগত আছেন। আপনারা পক্ষপাত অথবা ব্যক্তিগত দ্বেষ কি আশঙ্কা ত্যাগ ক'রে সত্য মতামত ব্যক্ত করছেন না কেন?'

যেন উত্তরের জন্যই কিছুক্ষণ নীরবে অপেক্ষা ক'রে বিকর্ণ পুনশ্চ বললেন, 'আপনারা এই লজ্জাজনক অবস্থা এবং এক্ষেত্রে নিজেদের কি করণীয় তা স্থিরমস্তিষ্কে চিন্তা করুন। পণ্ডিতেরা রাজাদের চার প্রকার প্রবল আসক্তিকে ব্যসনরূপে অভিহিত করেছেন। মৃগয়া, সুরাপান, দ্যূতক্রীড়া এবং স্ত্রীসম্ভোগ। ব্যসনে মত্ত হলে কোন হিতাহিত জ্ঞান থাকে না, ধর্মবুদ্ধি সে ব্যক্তিকে ত্যাগ করে। সে শ্রেণীর ব্যক্তিকে অমানুষ বলে গণ্য করা হয়। তাদের অনুষ্ঠিত কর্মকেও কেউ অভ্রান্ত বা প্রামাণিক ভাবে না। মহারাজ যুধিষ্ঠিরও ব্যসনমত্ত অবস্থাতেই দ্রৌপদীকে পণ রেখেছেন। দ্রৌপদী অন্য পাণ্ডবদেরও পত্নী। নিজে পূর্বে পরাজিত হয়ে স্ত্রীকে পণ রাখার কী অধিকার তাঁর ছিল, অপরের পত্নীকেই বা তিনি পণ রাখেন কি ক'রে? আরও একটি বিষয় আপনারা স্মরণ রাখবেন, পাণ্ডবমহিষীকে পণ রাখার কথা যুধিষ্ঠির পূর্বে কল্পনামাত্র করেন নি—ধূর্ত শকুনিই ওঁর বিহ্বলতা ও বুদ্ধিবিভ্রম লক্ষ্য ক'রে সুযোগ বুঝে সে প্রস্তাব করেন—ব্যসনাসক্ত মহারাজ অগ্রপশ্চাৎ চিন্তা না ক'রে তাতেই সম্মতি দান করেন। সুতরাং সেক্ষেত্রে কোন মতেই দ্রৌপদীকে কৌরবদের বিজিতা বলে স্বীকার করা যায় না।'

বিকর্ণের বক্তব্য শেষ হতে সভামধ্যে দারুণ কোলাহল দেখা দিল। অধিকাংশ ব্যক্তিই বিকর্ণকে সমর্থন ও শকুনির ঘোর নিন্দা করতে লাগলেন। কিন্তু কুরুকুলের কেউ এমন কি দুর্যোধনও এ কথার কোন উত্তর দেওয়ার পূর্বেই ক্রোধরক্তিমানন অঙ্গাধিপতি কর্ণ উঠে দাঁড়িয়ে প্রবল কণ্ঠে বিকর্ণকে তিরস্কার করতে লাগলেন।

'বিকর্ণ, তুমি তোমার বংশের, আপন ভ্রাতাদের বিরুদ্ধাচরণ করছ—এই তো সর্বাপেক্ষা অমানুষের কাজ। অরণি-কাষ্ঠ ঘর্ষণে অগ্নি উৎপন্ন হয়ে সেই কাষ্ঠকেই সর্বাগ্রে বিনাশ করে—তুমিও সেইভাবে পিতৃকুলের স্বার্থবিরুদ্ধ কাজ করছ। এ সভায় এত প্রবীণ জ্ঞানী শাস্ত্রাভিজ্ঞ ব্যক্তি নীরব রয়েছেন—কিছু বলতে সাহস করছেন না—তুমি কি তাঁদের চেয়েও পণ্ডিত মনে কর নিজেকে? তুমি বালক, ধর্মের সূক্ষ্মতত্ত্ব কিছুই জান না—আমাদের সে সম্বন্ধে জ্ঞান দিতে এসেছ! এর অপেক্ষা ধৃষ্টতা এবং অর্বাচীনতা আর কি হতে পারে! তোমার বয়স অল্প সে কারণে এতাদৃশ প্রগল্ভতা প্রকাশ ক'রে নিজেকে মূর্খ প্রতিপন্ন করছ।...কৃষ্ণা এখন নন, বহুপূর্বেই কৌরব কর্তৃক বিজিতা হয়েছেন। যুধিষ্ঠির সর্বস্ব পণ রেখে পরাজিত হয়েছিলেন,

দ্রৌপদীও কি সে সর্বস্বের মধ্যে পড়েন না ? শকুনি ওঁর নামটা মনে করিয়ে দিয়েছেন বলেই যুধিষ্ঠির পণ রেখেছেন ? তিনি কি একেবারে শিশু, না কি এতই নির্বোধ ? আর যদি মনে করো তাঁকে একবস্ত্রা অবস্থায় সভামধ্যে আনা অন্যায় হয়েছে—তবে তার উত্তরে একটি কথা বলেই তোমার ভ্রান্তি নিরসন করব; স্ত্রীলোকের একটিই মাত্র পতি শাস্ত্রে বিহিত হয়েছে। বিশেষ পঞ্চপতি হলেই সে নারী বেশ্যারূপে পরিগণিত হয়। এ কথা সবাই জানে। দ্রৌপদী যখনই পঞ্চ ব্যক্তির স্বামীত্ব স্বীকার করেছেন তখনই তো তিনি বারাঙ্গনার পর্যায়ে পড়েছেন। বহুজনভোগ্যা বারনারীকে একবস্ত্র কেন বিবস্ত্র অবস্থায় আনাতেও কোন দোষ হয় না।'

এতদূর অসৌজন্য, অশালীন ভাষা ব্যবহারেও বুঝি অঙ্গাধিপতির অন্তরের জ্বালা প্রশমিত হয় না—তাঁর উদ্ধত উচ্চ কণ্ঠস্বর সে সভার পরিবেশ বিদ্বেষবিষজর্জরিত ক'রে দিয়েছে অনুভব ক'রেও বুঝি থামতে পারেন না—কঠোর বাক্যাঘাত শেষ হতেই অধিকতর অপমানের কথা মনে পড়ে তাঁর। তর্জনী সংকেতে দুঃশাসনকে লক্ষ্য ক'রে বলেন, 'দুঃশাসন, বিজ্ঞতা-ভিমানী বালক বিকর্ণর আস্ফালনে তুমি কর্তব্যে বিরত কেন ? তুমি পাণ্ডব-দের ও যাজ্ঞসেনীর বস্ত্রসকল আহরণ করো। যাজ্ঞসেনীকে একবস্ত্রে আসতে হয়েছে বলে উনি বড়ই দুঃখিত—সে বস্ত্র-বন্ধন থেকে ওঁকে মুক্তি দাও !'

বিস্মিত হলেন সকলেই। কর্ণের পক্ষে এ ধরনের অন্ত্যজবৎ আচরণ কল্পনাতীত।

কিন্তু দুঃশাসনের এসব কোন চিন্তাসংকট বা ভাবদ্বন্দ্বের দুর্বলতা নেই। তিনি বিকর্ণ ও কর্ণের বাক্‌যুদ্ধের অবসরে মত্ততাজনিত ঈষৎ তন্দ্রাসুখ উপভোগ করছিলেন, সহসা অকারণেই হেসে উঠে দ্রৌপদীর দিকে অগ্রসর হলেন।

কর্ণের নির্লজ্জ নির্দেশ শোনামাত্রই পাণ্ডবরা নিজ নিজ উত্তরীয় ও উষ্ণীষ খুলে দুঃশাসনের উদ্দেশ্যে নিক্ষেপ করেছিলেন। তবে সেদিকে না দুঃশাসন আর না কর্ণ কারও লক্ষ্য ছিল না। তাঁদের দৃষ্টি দ্রৌপদীতেই আবদ্ধ। দ্রৌপদী তখন দুঃখে ক্ষোভে লজ্জায় ও উষ্মায় বাত্যাতাড়িত বেতসপত্রের মতোই কম্পমানা। তাঁর দুই চক্ষুতে একই সঙ্গে বজ্র ও বর্ষণের সম্মেলন ঘটেছে।

কিন্তু দুঃশাসনকে অগ্রসর হতে দেখেই কৃষ্ণা যেন অকস্মাৎ শান্ত ও নিরুদ্বিগ্ন হয়ে গেলেন। স্থিরকণ্ঠে কুরুপ্রধানদের শ্রবণযোগ্য স্বরে বললেন, 'বুঝলাম এ সভাগৃহে সকলেই দুর্যোধনের ভয়ে ত্রস্ত, আতঙ্কিত। এখানে সুবিচার বা সুবিবেচনা আশা করাই নির্বুদ্ধিতা। একমাত্র পাণ্ডবদের পরম শুভানুধ্যায়ী দ্বারকাধীশ যদি এখানে উপস্থিত থাকতেন তাহলে এ স্পর্ধার যোগ্য প্রত্যুত্তর দিতেন। তিনি থাকলে কারও এতখানি দুঃসাহস হ'তও না। সুতরাং আমি জন্মে জন্মান্তরে যা মানবের নিত্য-সঙ্গী নিত্য-রক্ষক—সেই ধর্মকে স্মরণ ক'রে নীরব রইলাম। এঁদের প্রত্যেকের ঘরেই জননী জায়া দুহিতা আছে, তত্রাচ তাঁরা নীরবে বিনা প্রতিবাদে আমার এ লাঞ্ছনা প্রত্যক্ষ করছেন। মনে হচ্ছে জগৎ থেকে শ্রেয় বুদ্ধি অন্তর্হিত হয়েছে, অধর্মই আজ প্রবল ও প্রধান। তথাপি আমি এ সংসারের শাশ্বত বস্তু ধর্মকেই আশ্রয় করলাম, তিনি আমাকে রক্ষা করুন।'

সভাস্থ সকল ভদ্রব্যক্তিই নীরব ও চিত্রার্পিতপ্রায় নিশ্চল হয়ে বসে রইলেন। দ্রৌপদীর অভিযোগে সকলেই লজ্জিত, তবু 'অপর কেউ প্রতিবাদে অগ্রসর হলে আমি অবশ্যই হব' প্রত্যেকেই এই বোধে এত বড় অশালীন কাজেও বাধা দিতে উঠলেন না। দুঃশাসনের তো এসব কথার মর্ম বোঝারই অবস্থা নয়, বিশেষ কর্ণ উন্মত্ত বৃষভবৎ ক্রমাগত উত্তেজিত করছেন—তিনি সত্যই অগ্রসর হয়ে দ্রৌপদীর বস্ত্রপ্রান্ত ধরে আকর্ষণ করলেন!

কর্ণ, দুর্যোধন, দুঃশাসন, শকুনি আর যে ঘটনার কথাই কল্পনা ক'রে থাকুন, বাস্তবে তার কিছুই ঘটল না। ক্রন্দন আক্ষেপ করুণাভিক্ষা—হয়ত শেষে আত্মসমর্পণ—এই কথাই চিন্তা করছিলেন তাঁরা। কিন্তু যাজ্ঞসেনী সে-সব কিছুই করলেন না, এমন কি তাঁকে বিন্দুমাত্র বিচলিত বলেও মনে হ'ল না, দুই চক্ষু বন্ধ ক'রে করজোড়ে স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে ধর্ম—এবং তাঁর কাছে যিনি ধর্মশক্তির প্রতীক—সেই শ্রীকৃষ্ণকে চিন্তা করতে লাগলেন।

তবু বিস্ময় সুদ্ধমাত্র এই স্থৈর্যেই নয়।

সেই সভাগৃহে সেদিন যে অবিশ্বাস্য ঘটনা ঘটল, যে অলৌকিক দৈব-শক্তির আবির্ভাব হ'ল—তা সভাস্থ তাবৎ লোকেরই আমরণ স্মরণ রাখার মতো। পুত্রপৌত্রাদিক্রমেই এ কাহিনী বর্ণিত হয়েছে সেই সভায় আগত আহূত-অনাহূত ব্যক্তি বা আগন্তুকদের বংশে—যদিচ পরবর্তী কালের মানুষের পক্ষে, পূর্বপুরুষদের দ্বারা কথিত হওয়া সত্ত্বেও, এই লোকোত্তর ঘটনা বিশ্বাস করা কঠিন হয়ে দাঁড়িয়েছিল।

প্রথমটা অনেকে বুঝতেও পারেন নি, বিশেষ দূরস্থিত দর্শকরা। দুঃশাসন পৈশাচিক উল্লাসে ভ্রাতৃজায়ার বস্ত্র আকর্ষণ করছেন, সে ব-্র শিথিল হয়ে খুলে আসছে—এ-ই দেখেছে সবাই। অনেকে লজ্জায়—নিজ বংশের সংস্কারে, চক্ষু মুদিত করেছেন। কিন্তু বেশ কিছুক্ষণ অতিবাহিত হওয়া সত্ত্বেও তো প্রত্যাশিত কোন ধিক্কারের শব্দ উঠল না! তখন সকলেই চেয়ে দেখলেন—দুঃশাসনের সামনে বস্ত্রের স্তূপ জমে উঠেছে—উঠছে—কিন্তু দ্রৌপদী তখনও অনাবৃতা হন নি। কে যেন কোন অলৌকিক-শক্তিবলে অদৃশ্য থেকে দুর্বৃত্ত দুঃশাসনের হাতে ক্রমাগত বস্ত্র যুগিয়ে যাচ্ছে, অঞ্চলই বিস্তৃত থেকে বিস্তৃততর হচ্ছে—দ্রৌপদীর পরিধেয় এতটুকু কোথাও স্থানচ্যুত হচ্ছে না।

নারীদের প্রমাণ পরিধেয়ের পরিমাপ সম্বন্ধে সকলেরই অল্পবিস্তর ধারণা আছে—সে মাপের হিসাবে শতাধিক বস্ত্র খুলে এসেছে, এখনও ক্রমাগতই আসছে, স্তূপ ক্ষুদ্র পর্বতাকৃতি ধারণ করছে—তবু দ্রৌপদীর অঙ্গ অনাবরিত হওয়া তো দূরে থাক কোন অঙ্গের আবরণই স্থানচ্যুত হয় নি। এবার পিছনের লোকরা এই অভূতপূর্ব, প্রায় দৈবঘটনা চাক্ষুষ করার জন্য উঠে দাঁড়াল। এখনও বস্ত্রের পর বস্ত্র চলে আসছে, আপাতদৃষ্টিতে মনে হয় দ্রৌপদীর অঙ্গ থেকেই। দুঃশাসনও বিস্ময়ে হতচেতন-প্রায়। শুধু অবিরলভাবে বেরিয়ে আসছে বলেই বিস্ময় নয়—এত সূক্ষ্ম ও মহার্ঘ্য বস্ত্র তিনি কখনও দেখেন নি। এ কোন্ তন্তু থেকে নির্গতই বা হয়েছে! এত দীর্ঘ বস্ত্র ধারণ করতে পারে এমন কোন তন্তু কখনও তিনি দেখেন নি, শোনেনও নি তিনি এতদিনের মধ্যে।

বহুক্ষণ ধরে চলল এই ঘটনা। হতবাক সকলেই। কারও চোখে পলক

পড়ছে না। লজ্জাবনতমুখ পাণ্ডবরাও কোন আশ্চর্য ঘটনা ঘটছে অনুভব ক'রে মুখ তুলে চেয়েছেন এবং চেয়েই আছেন।

বহুক্ষণ ধরে বস্ত্র আকর্ষণ-পর্ব চলার পর যখন শিথিল সেই বস্ত্রের স্তূপ সত্যই পর্বতাকার ধারণ করল তখন দুঃশাসন ক্লান্ত ও হতাশ হয়ে বসে পড়লেন। সভামধ্যে দারুণ কোলাহল উত্থিত হ'ল। এবার কৌরবদের আশ্রিতরাও—বোধ করি ধর্মের এই মহান মহিমা প্রত্যক্ষ ক'রে কিছু সাহস সঞ্চারিত হওয়ায়—সরবে কৌরবদের নিন্দাবাদ ও পরমাসতী দ্রৌপদীর জয়গান করতে লাগলেন, সভায় সংপ্লবের অবধি রইল না।

কিছুক্ষণ দারুভূতবৎ নির্বাক বসে থাকার পর এ পক্ষে কর্ণরই প্রথম সম্বিৎ ফিরল। তিনি সভার এই বিরূপতা লক্ষ্য ক'রে বললেন, 'দুঃশাসন, অকারণ বিলম্ব করছ কেন, এই দাসীকে এবার আমাদের দাসীদের আবাসে নিয়ে যাও!'

কর্ণর বক্তব্য শেষ হওয়ার পূর্বেই—চতুর্দিকের মহতী হলহলা শব্দ প্রদমিত ক'রে সভাকে নিস্তব্ধ ক'রে ভীমের বজ্রনির্ঘোষ কণ্ঠস্বর ধ্বনিত হ'ল, 'এই সভাস্থ সকলে শুনে রাখুন, যুদ্ধক্ষেত্রে আপন নখরে এই পাপাত্মা পাপকর্মা দুঃশাসনের বক্ষ বিদীর্ণ ক'রে ওর রক্ত পান করব। যদি না পারি মৃত্যুর পর যেন আমার পিতৃলোকে গতি না হয়—যেন পিশাচত্ব প্রাপ্ত হই।'

এই ভয়ংকর প্রতিজ্ঞায় সমগ্র সভাকক্ষ কিছুক্ষণের জন্য স্তব্ধ হয়ে রইল। সকলেই যেন এক আসন্ন অপ্রতিরোধ্য অমঙ্গলাশংকায় অবশ হয়ে গেলেন।

এই সুযোগে বিদুর আবারও সভাস্থ ভদ্রজনের শুভবুদ্ধির কাছে পুনরাবেদন জানানোর প্রয়াস পেলেন। দুই বাহু ঊর্ধ্বে উৎক্ষেপণ ক'রে বললেন, 'সভ্যগণ, সাধ্বী দ্রৌপদী যে প্রশ্ন করেছেন আপনারা এতাবৎ তার কোন উত্তর দেন নি। বালক বিকর্ণর যে সৎসাহস আছে, এ সভার প্রবীণ ও বিজ্ঞজনদেরও তা নেই দেখে আমি যুগপৎ বিস্ময় ও ব্যথা অনুভব করছি এবং এই কালকে ধিক্কার দিচ্ছি। শাস্ত্রে আছে অভিজ্ঞ হয়েও যে ব্যক্তি ধর্মজিজ্ঞাসু ব্যক্তিকে সত্য উত্তর না দেয়, তার দুর্দশার সীমা থাকে না। যার ধন অপহৃত হয়, যার পুত্র নিহত হয়, যে ঋণ-শোধে অপারগ, যে স্ত্রী অকালবৈধব্য প্রাপ্ত হয়, যে রাজপুরুষদের হাতে নিগৃহীত ও সর্বস্বান্ত হয়, যাকে শার্দূলে আহত করে, যে নারীকে সপত্নীসঙ্গ সহ্য করতে হয়—মিথ্যা উত্তরদাতাদের সেই সমস্ত এবং আরও বহুবিধ দুরবস্থার ন্যায় যন্ত্রণাভোগ নির্দিষ্ট হয়েছে।'

বিদুর যেন কিছুই বলেন নি এই ভাবে কর্ণ আবারও বললেন, 'দুঃশাসন কী দেখছ? এ উন্মাদ এবং স্থবিরদের সভা। তুমি দাসীকে শীঘ্র তার যথাযোগ্য বাসগৃহে নিয়ে যাও।'

দুঃশাসন এতক্ষণে কিছুটা শান্ত ও শ্রান্তিবিযুক্ত হয়েছেন, ভীমের ভয়ংকর প্রতিজ্ঞার প্রাথমিক আতংক-আচ্ছন্নতাও কিছুটা বিদূরিত হয়েছে। তিনি আবারও উঠে অশ্রাব্য কটূক্তি ও স্খলিত হাস্যসহকারে দ্রৌপদীর কেশমণ্ডলীতে হস্তার্পণ করলেন।

কিন্তু বোধ করি মানুষের জ্ঞানবুদ্ধি অভিজ্ঞতার অতীত অদৃষ্টপূর্ব এই দৈবঘটনায় চিত্তবল ফিরে পেয়েছিলেন দ্রৌপদী, তিনি কুপিতা ব্যাঘ্রীর ন্যায় গর্জন ক'রে উঠলেন। সজোরে দুঃশাসনের কবলমুক্ত হয়ে সভাস্থ

প্রবীণ ও প্রধান ব্যক্তিদের দিকে চেয়ে উচ্চরবে বললেন, 'যাকে কোনদিন এমন কি চন্দ্র সূর্যও দেখতে পেত না—সে আজ এই ভাবে কলুষিত দৃষ্টির সম্মুখে লাঞ্ছিত হ'ল। পাঞ্চালরাজের কন্যা, পাণ্ডবদের পট্টমহাদেবী, কংস ও শিশুপালের নিহন্তা বাসুদেবের প্রিয় সখীর আজ এই দুর্গতি হচ্ছে দেখেও পাণ্ডবরা নীরব রয়েছেন, কৌরবরাও তাঁদের স্নুষা ও দুহিতা প্রকাশ্য সভায় নিগৃহীতা দেখে সহ্য করছেন, সেক্ষেত্রে আমি এখানে কারও কাছ থেকেই এর প্রতিবাদ কি প্রতিকার আশা করি না, শুধু আমার প্রশ্নের উত্তর প্রার্থনা করি—আপনারা দয়া ক'রে বলুন আমি বিজিতা কি অজিতা! আপনারা সকলে যে মত দেবেন আমি তাই স্বীকার করে নেব।'

প্রবীণরা সকলেই লজ্জিত অপ্রতিভ ভাবে প্রবীণতম সভ্য ভীষ্মর মুখেই দৃষ্টি নিবদ্ধ করলেন।

ভীষ্ম অধোমুখেই উত্তর দিলেন, 'কল্যাণী, তোমাকে পূর্বেই বলেছি, ধর্মের গতি বিজ্ঞ মানব এমন কি ঋষিদেরও সম্পূর্ণ জ্ঞাত নয়। এ সংসারে বলবান মানুষ যাকে ধর্ম মনে করে, তা অধর্ম হলেও লোকসমাজে তাই সত্য ও ধর্ম বলে প্রতিষ্ঠা পায়, দুর্বলের কথিত পরম ধর্মও কেউ স্বীকার করে না। উপস্থিত এই জয়পরাজয়ের প্রসঙ্গে যে ন্যায়ের প্রশ্ন তুমি তুলেছ তার সূক্ষ্মতা ও দুরবগাহতা বিচার ক'রে আমার পক্ষে এর সত্য নির্ণয় করা অসাধ্য। তবে এইটুকু বলতে পারি আজ এখানে কৌরবরা যে কুৎসিত লোভের পরিচয় দিল ও যে ইতরতা প্রকাশ করল তাতে অচিরকাল মধ্যেই এই কুল ধ্বংসপ্রাপ্ত হবে। ভাগ্যবতী তুমি যে এই কষ্ট ও দুর্দশার মধ্যেও ধর্মকে অবলম্বন করেছ—এ তোমারই উপযুক্ত হয়েছে, এর জন্য আমি তোমাকে প্রশংসা করছি। আমি তোমার প্রশ্নের উত্তর দিতে পারলুম না, দ্রোণ কৃপ প্রভৃতি শাস্ত্রজ্ঞ ও ধর্মজ্ঞ বৃদ্ধরা মৃতর মতো জড় হয়ে বসে আছেন, সুতরাং আমার মতে, তোমার প্রশ্ন তুমি ধীমান যুধিষ্ঠিরকেই কর। উনি অন্যায় বলবেন বলে বোধ করি না।'

ভীষ্ম নীরব হলে আর কোন আশ্রয় কি ভরসা কোথাও রইল না ভেবে দ্রৌপদী আর্তস্বরে ক্রন্দন করতে লাগলেন। সভাস্থ সকলেই মূক। ভীষ্মের এই স্পষ্টোক্তির পরও যুধিষ্ঠির পূর্ববৎ আনত মুখে বসে রইলেন, একটি শব্দও উচ্চারণ করলেন না।

সভার এই মৌনতা লক্ষ্য ক'রে নিজের শক্তি ও জয় সম্বন্ধে সুনিশ্চিত দুর্যোধন ঈষৎ হাস্য ক'রে বললেন, 'পাঞ্চালী, যুধিষ্ঠির তো দেখছি নিরুত্তর। আমাদের কথার প্রতিবাদ করার শক্তি ওঁর নেই। বেশ তো, তোমার তো আরও চারজন মহাবল ও জ্ঞানবান স্বামী এখানে উপস্থিত আছেন, এ প্রশ্ন তুমি তাঁদেরই কর না। তাঁরা এই সভাস্থ আর্যদের সামনে বলুন যুধিষ্ঠিরের এই পণ রাখার কোন অধিকার ছিল না, তিনি মিথ্যাবাদী,—আমি এখনই তোমাকে মুক্তি দিচ্ছি। যা হোক একটা পথ তুমি অবলম্বন কর, সভাস্থ সকল ভদ্রব্যক্তিই তোমার রোদনে দুঃখ বোধ করছেন, কেবল তোমার মন্দভাগ্য স্বামীদের মুখ চেয়ে চক্ষুলজ্জাতেই যথার্থ উত্তর দিতে পারছেন না।'

আবারও এক বিপুল কোলাহল উঠল। অনেকে দুর্যোধনকে সমর্থন করলেন, অর্বাচীনরা পরস্পরের মুখের দিকে চেয়ে চক্ষুর ইঙ্গিত ক'রে

কৌতুকসূচক শব্দ করতে লাগল। যাঁরা কিছুটা মধ্যপথাবলম্বী তাঁরা উৎকণ্ঠ হয়ে যুধিষ্ঠিরের দিকে চেয়ে অপেক্ষা করতে লাগলেন, উনি কি বলেন শোনার জন্য।

উত্তর দিলেন ভীম। তবে সে এ প্রশ্নের উত্তর নয়। সশব্দে দীর্ঘনিঃশ্বাস মোচন ক'রে বললেন, 'এই ধর্মরাজ আমাদের জ্যেষ্ঠ ও কুলাধিপতি। ইনি আমাদের প্রভু, আমাদের পুণ্য, তপস্যা এমন কি জীবনেরও অধীশ্বর। ইনি নিজেকে এবং আমাদের পরাজিত বোধ করছেন বলেই অগত্যা আমাদের নীরব থাকতে হয়েছে। নইলে পাঞ্চালীর কেশপাশ স্পর্শ করার পরও কোন দেহধারী জন্মমরণশীল ব্যক্তি দণ্ডমাত্রও জীবিত থাকত না। জ্যেষ্ঠের গৌরব রক্ষার্থই এই অপমান সহ্য করতে হয়েছে. বিশেষ স্থিতধী অর্জুন বারম্বার নিরস্ত করছেন—নইলে কেবলমাত্র হস্ত ও পদদ্বারাই আজ কৌরবদের নিশ্চিহ্ন করতাম।'

কর্ণর সর্বাঙ্গ কণ্ঠস্বর তীক্ষ্ণতর হয়ে উঠল. বললেন, 'থাক, থাক। তুমি ভোজনে আর আস্ফালনে পটু তা সকলেই জানে। সামান্য অপরাধীরা যখন বন্দী হয়ে রাজকীয় কারাগারে আবদ্ধ থাকে. তখন তারাই এ রকম বালকোচিত আস্ফালন করে। কোন ক্ষত্রবংশীয়ের এবম্প্রকার বৃথা বাক্যবিক্রম-প্রদর্শন শোভা পায় না। যাজ্ঞসেনী, তুমি আমার কাছে তোমার প্রশ্নের উত্তর শোন। শাস্ত্রে আছে অস্বাধীন দাস, তার পুত্র ও নারী এ তিনজনই অধন, এদের নিজস্ব কিছু থাকে না, তারা যদি কখনও কিছু লাভ করে তা তাদের প্রভু বা স্বামীরই প্রাপ্য বলে গণ্য হয়। তুমি সেই অধন দাসের পত্নী. তাদের সমুদয় ধনের সঙ্গে তুমিও এই প্রভুর অধীন হয়েছ। অতএব আর বৃথা বাগ্‌জাল বিস্তার না ক'রে তোমার প্রভুর অন্তঃপুরে গমন কর এবং তাঁর পরিবারবর্গের সেবা কর। সুন্দরী. এখন ধৃতরাষ্ট্রের পুত্ররাই তোমার স্বামী। তবে দাসীদের পক্ষেও পতিবরণ অবিধেয় নয়। পঞ্চপাণ্ডব পরাজিত এবং দাসে পরিণত। তাদের আর তোমার পতিত্বের অধিকার নেই। তুমি শীঘ্রই এই কৌরবদের মধ্যে মনোমত কাউকে পতিত্বে বরণ ক'রে নাও---যাঁর হাতে পড়লে ভবিষ্যতে এমন লাঞ্ছনার সম্ভাবনা থাকবে না। ক্ষত্রকুলজাত তো দূরে থাক এই কৌন্তেয়রা যদি মানুষ হ'ত—এতটুকু পৌরুষ বা শৌর্য যদি থাকত—তাহলে নিজেদের পত্নীকে পণ রেখে অক্ষক্রীড়ায় প্রবৃত্ত হ'ত না।'

ভীম উচ্চৈঃস্বরে একটা হা-হা রব ক'রে উঠে দীর্ঘশ্বাস ফেললেন। জ্যেষ্ঠের উদ্দেশে বললেন. 'ঐ নীচ সূতপুত্রটার দোষ দিতে পারি না। কারণ সে সত্য কথাই বলেছে. আমরা যথার্থই এখন ওদের দাসে পরিণত হয়েছি... হায়. আপনি যদি কৃষ্ণাকে পণ না রাখতেন তাহলে আজ শত্রুরা এমন ভাবে আমাদের বাঙ্গবাণে বিদ্ধ করতে পারত না। সে-ই একসময় আপনাকে ক্রীড়ায় ক্ষান্তি দিতে হ'ল. নিজেদের পরাজয়েই ক্ষান্ত হলেন না কেন!'

এবার দুর্যোধনের পালা। তিনি কৃত্রিম সহানুভূতির সুরে বললেন. 'কই মহারাজচক্রবর্তী যুধিষ্ঠির. আপনি নীরব কেন?...ভীম অর্জুন তো সর্বতোভাবে আপনারই ওপর নির্ভর করছে। আপনিই বলুন এবার— কৃষ্ণা অপরাজিতা না পরাজিতা!'

এই বক্রোক্তির সঙ্গেই এক হাতে গুম্ফকে বক্রতর করতে করতে অপর

হাতে নিজের বাম উরুর বস্ত্র অপসারিত ক'রে সেই কদলীদণ্ডসদৃশ অনাবরিত উরুদেশ দেখিয়ে দ্রৌপদীর দৃষ্টি আকর্ষণ উদ্দেশ্যে মৃদু চপেটা-ঘাত করলেন এবং সেই দেহাংশে এসে উপবেশন করার ইঙ্গিত করলেন।

তাঁর এই শিক্ষা-সংস্কৃতি-বংশমর্যাদাহীন বর্বরোচিত আচরণে ভীমসেন ক্রুদ্ধ সিংহের মতো গর্জন ক'রে বললেন, 'আপনারা সকলে শ্রবণ করুন, আমি যদি একদা সমরাঙ্গণে গদাঘাতে এই পামরের ঐ উরু ভঙ্গ করতে না পারি, তবে যেন মৃত্যুর পরে আমার সদ্গতি না হয়—পিতৃপুরুষরা যেন আমার অশুচি আত্মাকে নিত্য অভিসম্পাত করেন!'

বলতে বলতে মনে হ'ল উষ্মা নয়—ভীমের সমস্ত ইন্দ্রিয় দিয়ে সত্যকার বহ্নিশিখাই নির্গত হতে লাগল।

তাঁর সেই সাক্ষাৎ কৃতান্তসদৃশ করাল মূর্তি দেখে অনেকেই আতঙ্কে মূছাহত হয়ে পড়ল। বিদুর এই সুযোগটিরই যেন অপেক্ষা করছিলেন. তিনি উঠে দাঁড়িয়ে পুনরায় বললেন, 'হে সভ্যগণ. আপনারা দেখুন মহাবলী বৃকোদর থেকে আজ ধরিত্রীর মহাভয় উপস্থিত হ'ল। মনে হচ্ছে দৈবই প্রতীপবংশীয়দের প্রতি প্রতিকূল, সেই কারণে অক্ষবেশে অধর্মকে প্রেরণ করেছেন। ধার্তরাষ্ট্রেরা বংশমহিমা এবং নিজেদের মর্যাদাকে ধূলিসাৎ ক'রে স্ত্রীলোককে বিশেষ নিজকুলের বধূকে পণীভূত ক'রে এই দ্যূতক্রীড়ায় প্রবৃত্ত হয়েছেন। ধর্ম বিনষ্ট হলে সর্ব কার্যই দূষিত হয়। এ সভাও পাপপুরীতে পরিণত হয়েছে। কোনও ব্যক্তি নিজে অনীশ্বর হয়ে—অর্থাৎ বিক্রীত হবার পর যদি কিছু পণ রাখে তা জয় করাও অর্থহীন; স্বপ্নলব্ধ পণের সঙ্গে তার কিছুমাত্র প্রভেদ নেই। কৌরবগণ এখনও সতর্ক হোন, নতুবা মহাসর্বনাশ হবে!'

দুর্যোধন এ বক্তৃতার প্রারম্ভেই ভ্রূ কুঞ্চিত করেছিলেন, এখন বিদুরের সতর্কবাণী শেষ হতেই ব্যঙ্গ-বিষাক্ত কণ্ঠে বলে উঠলেন. 'বেশ তো. এই কথাটাই ভীম অর্জুন নকুল সহদেব স্বীকার করুন যে যুধিষ্ঠির অনীশ্বর হয়ে কৃষ্ণাকে পণ রেখেছেন—আমি এখনই যাজ্ঞসেনীকে মুক্তি দিচ্ছি!'

ঠিক সেই সময়, সেই দিবাভাগেই, অগ্নিহোত্র গৃহে* এক শৃগাল বিকট চিৎকার ক'রে উঠল এবং সেই সঙ্গে যেন ঐকতান মিলিয়ে কোথা থেকে কয়েকটি গর্দভ ও সভাগৃহের বলভিতে উপবিষ্ট কয়েকটি কদাকার বিরাট পাখীও শ্রুতিকটু ঘোর রবে ডাকতে লাগল।

সেই বীভৎস উচ্চরবে সকলেই দুর্লক্ষণ চিন্তায় সন্ত্রস্ত হয়ে উঠলেন, ভীষ্ম দ্রোণ কৃপ প্রভৃতি প্রবীণগণ 'স্বস্তি স্বস্তি' উচ্চারণ করলেন। সভাস্থ তাবৎ ব্যক্তি কিছুকাল বিমূঢ়ের মতো হতবাক হয়ে রইলেন।

সে কুস্বর শুনেছিলেন ধৃতরাষ্ট্র-মহিষী মনস্বিনী গান্ধারীও। এই মহাসতী অন্ধস্বামীর গৃহে আসার প্রস্তাবেই নিজের দুই আয়ত পদ্মপলাশ-সদৃশ চক্ষু চিরদিনের মতো আবরিত ক'রে স্বামীর জন্মদুর্ভাগ্য ভাগ ক'রে নিয়েছিলেন। স্বামীর অপেক্ষা কোন বিষয়েই তাঁর অতিরিক্ত সুযোগ না থাকে—সেই তাঁর তপস্যা। অতিশয় ধর্মাপরায়ণা সাধ্বী তেজস্বিনী এই নারী বোধ করি সেই কারণেই কুরুকুলে সর্বশ্রেষ্ঠা রূপে স্বীকৃত হয়েছিলেন. আজও স্মরণীয়া হয়ে আছেন।

* যে গৃহে নিত্য হোম হয়, এবং সেজন্য হোমকুণ্ডের অগ্নি সতত প্রজ্বলিত থাকে।

এই দ্যূতক্রীড়ার পূর্বে পিতা বা পুত্র কেউ তাঁর মত নেন নি, কারণ তিনি নিষেধ করলে এ কাজ করার সাহস হ'ত না তাঁদের। পরে অবশ্যই সংবাদ তাঁর কানে গিয়েছিল, তবু ক্রীড়াগৃহে এমন কদর্য কাণ্ড ঘটবে তা তিনি আশঙ্কা করেন নি, নিজের পূজাগৃহেই নিভৃত ইষ্টচিন্তায় রত ছিলেন। এখন এই বিকট রব কানে যেতে, পূর্বাপর সেদিনের ঘটনার বিবরণ শুনে এক ভৃত্যকে দিয়ে মহারাজ ধৃতরাষ্ট্রকে অনুনয় ক'রে পাঠালেন—অবিলম্বে নারী-নির্যাতন-রূপ মহাপাপ থেকে বিরত হতে এবং পাপ দ্যূত-ক্রীড়া বন্ধ করতে।

সম্ভবত এই ভয়ঙ্কর দুর্লক্ষণে ধৃতরাষ্ট্রও বিচলিত হয়ে থাকবেন। পরের সম্পদে ঐশ্বর্যশালী হওয়ার চিন্তা অপেক্ষা আত্মরক্ষার চিন্তাই তাঁর প্রবল হয়ে উঠেছিল। ভীমের বাহুবল, অর্জুনের শস্ত্রবল—কোনটাই তাঁর অজ্ঞাত নয়। ভীমের উভয় প্রতিজ্ঞাই তাঁর কর্ণগোচর হয়েছে। এই সমস্ত নানা দিক চিন্তা ক'রে তিনি এবার—এতক্ষণে—প্রতিবাদ ক'রে উঠলেন। দুর্যোধনকে কিছু তিরস্কার ক'রে স্নুষা দ্রৌপদীকে সম্বোধন ক'রে বললেন, 'কল্যাণী, তুমি আমার বধূগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠা। তোমাকে যারা লাঞ্ছিত করছে সেই মূঢ়দের মৃত্যু ঘনিয়ে এসেছে তাতে সন্দেহ নেই। তুমি পূর্ণ মহিমায় স্বপুরে ফিরে যাও। কিন্তু ভাগ্যবতী, তার পূর্বে আমার কাছে কিছু বর প্রার্থনা কর। আমি তোমার প্রসন্নতা যাচ্ঞা করছি।'

দ্রৌপদী তাঁকে প্রণাম ক'রে করজোড়ে বললেন, 'যদি অনুগ্রহ ক'রে বর দেওয়াই মনস্থ ক'রে থাকেন—আর্যপুত্র মহারাজ যুধিষ্ঠিরকে মুক্তি দিন। আমার জ্যেষ্ঠপুত্র প্রতিবিন্ধ্যকে লোকে দাসপুত্র বলবে, এ চিন্তাই আমার অসহ্য।'

'অবশ্য, অবশ্য।' ধৃতরাষ্ট্র যেন ব্যস্ত হয়ে উঠলেন, 'তুমি আরও কিছু বর প্রার্থনা কর।'

'তাহলে আমার অবশিষ্ট চারজন স্বামীকেও মুক্তি দিন। আর কিছু আমার প্রার্থনা নেই।'

'না না। সে তো বটেই। পাণ্ডবরা শুধু মুক্ত নন, এই বিজিত ধনরত্ন—ক্রীড়ার সকল লভ্যই তাঁদের প্রত্যর্পণ করলাম। তাঁরা নিশ্চিন্ত মনে নিরাপদে ইন্দ্রপ্রস্থে প্রত্যাগমন ক'রে ঐশ্বর্যাদি ভোগ করুন। তাঁদের কল্যাণ হোক, আমি তাঁদের আশীর্বাদ করছি।'

তারপর যুধিষ্ঠিরকে নিজ সামীপ্যে আহ্বান করলেন, 'পুত্র যুধিষ্ঠির, তুমি আমার সম্মুখে এস।'

যুধিষ্ঠির কাছে এসে দাঁড়াতে—শব্দেই তা অবগত হয়ে—অন্ধরাজা পুনশ্চ বললেন, 'অজাতশত্রু যুধিষ্ঠির, তোমার মঙ্গল হোক, তুমি নির্বিঘ্নে স্বীয়পুরে ফিরে যাও। তোমার রাজ্য সম্পদ সবই আমি ফিরিয়ে দিলাম। আমি বৃদ্ধ হয়েছি, হয়ত বা পুত্রস্নেহে অযথা দুর্বলও—আমার ওপর ক্রোধ কি অভিমান রেখো না। তুমি যে ধর্মপথাবলম্বী হয়ে নীরব ও নম্র ছিলে, ধৈর্য হারিয়ে কটূক্তি করো নি, কি ক্রোধ প্রকাশ করো নি—এতেই বুঝেছি তুমি নিরতিশয় বুদ্ধিমান। যেখানে বুদ্ধি সেখানেই ক্ষমা। তথাপি পুনঃ-পুনঃ বলছি, তুমি শান্তির পথেই থেকো, কদাচ জ্ঞাতিযুদ্ধে প্রবৃত্ত হয়ো না। দেখ, পাথরে কাঠুরিয়ার কুঠার প্রবিষ্ট হয় না, কাষ্ঠখণ্ডে অনায়াসেই

হয়। যারা শত্রুর বৈরাচরণ মনে না রেখে তাঁদের যা কিছু সৎগুণের কথাই চিন্তা করেন, তাঁরাই উত্তম পুরুষ। বৎস, তুমি দুর্যোধনের নিষ্ঠুরতার কথা মনে স্থান দিও না, বৃদ্ধা গান্ধারী ও উপস্থিত এই অন্ধ পিতার কথা চিন্তা ক'রে তাকে মার্জনা ক'রো। তোমার কল্যাণ হোক, তোমরা সগৌরবে সমস্ত স্বজনসম্পদসহ ইন্দ্রপ্রস্থে ফিরে যাও।'

কিন্তু ধৃতরাষ্ট্রের কথা শেষ হতে না হতে—কর্ণ যেন মর্মবিদারী ব্যঙ্গের আঘাতে সদ্য-আভাসিত শান্তির পরিবেশ ছিন্নবিচ্ছিন্ন ক'রে দিলেন।

বলে উঠলেন, 'অদ্যাবধি অনেক নারীর কাহিনী শুনেছি, কিন্তু আজ দ্রৌপদী যে কীর্তি স্থাপিত করলেন জগতে বোধ করি তার তুলনা নেই। পুরুষ এবং ক্ষত্রিয়, বীর বলে পরিগণিত—তাদের পরিত্রাণ করতে অবলা নারী এগিয়ে এলেন তিনি ধন্য বৈকি!...পাণ্ডবেরা তরণীভ্রষ্ট হয়ে অগাধ বিপদসাগরে নিমগ্ন হচ্ছিলেন, তাঁদের পত্নীই নৌকাস্বরূপা হয়ে তাঁদের বাঁচিয়ে দিলেন। আপৎকালে পাণ্ডুপুত্রেরা সর্বদাই পত্নীকে এগিয়ে দিয়ে নিজেরা পিছনে থাকেন—নিরাপদ ছত্রছায়ায়, এ বড় আশ্চর্য ব্যাপার।'

লৌহে প্রস্তরাঘাত হলে অগ্নিশিখাই উৎপন্ন হয়। ভীম আবারও অসহ্য ক্রোধে যেন ফেটে পড়লেন। বললেন, 'মহারাজ, আপনি আদেশ দিন, এই সভাস্থ সমুদয় শত্রুকে এখনই নিপাতিত করি। অপমানিতা ভার্যার লাঞ্ছনার প্রতিশোধ না নিয়ে পুত্রদের কাছে মুখ দেখাব কি ক'রে? তারা আমাদের পরিচয় দিতে লজ্জা বোধ করবে!'

অর্জুন তাঁকে সান্ত্বনা দিয়ে বললেন, 'নীচ লোকে কত কি কটুবাক্য বলে, যাঁরা ধীমান, উত্তম পুরুষ, তাঁরা কখনও তাতে কর্ণপাত করেন না, বিচলিত হন না। শত্রুরা বৈরাচরণ করলেও বীর প্রতিপত্তিশালী ব্যক্তিগণ তাদের যতদিন সম্ভব মার্জনা করেন। আমরা যথাসময়ে এই অপমানের প্রতিশোধ নেব আপনি চিন্তা করবেন না। এই কর্ণকে আমি রণাঙ্গনে অবশ্যই বধ করব—আপনি নিশ্চিত জানবেন।'

কর্ণ নিকটে এসে দাঁড়ালেন এবার। তিনি অত্যন্ত ক্রুদ্ধ, ভীমের মতো তাঁরও সমস্ত ইন্দ্রিয় যেন অগ্ন্যুদ্গীরণ করছিল। তাঁর সেই ভয়াল মূর্তি দেখে সকলেই সভয়ে পথ ছেড়ে দিল।

কর্ণ বিশেষভাবে অর্জুনের সম্মুখবর্তী হয়ে কঠোর শ্লেষের সঙ্গে বললেন, 'এসব শৌর্য এতক্ষণ কোথায় ছিল অর্জুন? প্রিয়তমা ভার্যা এখন সভামধ্যে সহস্র দর্শকের সামনে লাঞ্ছিতা হলেন, তোমরা তার শোধ নেবে কোন-এক উত্তরকালে? পিতামাতার মৃত্যু ঘটলে অচিরেই তার সৎকার এবং বিধিমতো শ্রাদ্ধাদি করতে হয়; কেউ সুবিধা ও অবসর মতো কোন এক ভবিষ্যৎকালে তা করে না। কুলবধূর সম্মান পিতা-মাতৃগণের সম্মানের মতো সযত্নে রক্ষণীয়। অর্জুন, এককালে আমার একমাত্র উচ্চাশা ছিল, সম্মুখযুদ্ধে তোমাকে পরাজিত করব। এখন মনে হচ্ছে তোমার সঙ্গে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হওয়াই আমার পক্ষে অপমানকর। তুমি যোদ্ধা? তুমি বীর? তুমি অপরাজেয় ধানুকী? এই বুঝি তার পরিচয়!...হায় কৌন্তেয়, তোমার শৌর্যে ধিক্, তোমার বীর্যে ধিক্, তোমার শস্ত্রজ্ঞানে ধিক্! তোমাকে যিনি রণবিদ্যায় শিক্ষা দিয়েছিলেন, সেই দ্রোণাচার্যকেও ধিক্ এক কাপুরুষকে তিনি এই দুর্লভ বিদ্যা দিয়েছেন। ধিক্! ধিক্!'

॥ ২৭ ॥

কর্ণের এই স্বভাববিরুদ্ধ রূঢ় আচরণের অর্থটাই সেদিন বুঝতে পারেন নি দ্রৌপদী। সেদিন কেন—আজও ওঁর কাছে এটা দুর্জ্ঞেয়, দুর্বোধ্য, দুরবগম্য হয়ে আছে—তাঁর এই অকারণ উত্তাপ ও তিক্ততার কারণটা ; সকল দুঃখের সকল কর্মের মধ্যেও এই রহস্যটা অস্বস্তি সঞ্চার করে ওঁর অন্তরে ; এমন কি সুদীর্ঘ বনবাসের নির্জন, লোভ-ক্রোধ-অসূয়াহীন শান্ত পরিবেশ ও মনস্তাপ-হরণকারী প্রাকৃতিক শোভার মধ্যেও সেটা ভুলতে পারেন না। এই প্রশ্নটা ওঁর তীব্র ক্ষোভ, অভিমান ও দুঃসহ বেদনার যেন স্থায়ী সংগী হয়ে আছে মনে।

হ্যাঁ শেষ পর্যন্ত পান্ডবদের বনবাসেই যেতে হয়েছিল।

দ্বাদশ বৎসরের জন্য মৃগচর্ম ধারণ ক'রে বনবাস ও আর এক বৎসর অজ্ঞাতবাস!

শর্ত—এই শেষ বৎসরটি কোন জনপদেই অতিবাহিত করতে হবে, জন-সমাজের মধ্যে, অথচ কেউ তাঁদের সত্য পরিচয় জানবে না। অন্তত এঁরা—কৌরবপক্ষের কোন লোক জানতে পারবেন না। এই এক বৎসর কালের মধ্যে পরিচয় প্রকাশ পেলে আরও দ্বাদশ বৎসর বনে অতিবাহিত করতে হবে পান্ডবদের।

কর্ণ কিছু মিথ্যা বলেন নি-দ্যূতক্রীড়ার প্রথম পর্বে পান্ডবরা বস্তুত দ্রৌপদীর কল্যাণেই পরিত্রাণ পেয়ে গেলেন। অথবা বলা উচিত, দ্রৌপদীর অকথ্য অকল্পনীয় লাঞ্ছনার মূল্যে নিজেদের মুক্তি ও হৃত আর্থিকসম্পদ ক্রয় করলেন। কিন্তু সে স্বাধীনতা নিতান্তই ক্ষণস্থায়ী। ইন্দ্রপ্রস্থ পর্যন্তও পেঁছিতে পারলেন না পান্ডবরা, তার পূর্বেই পুনশ্চ হস্তিনাপুরীর অশুভ আহবান এসে পেঁছিল।

আবারও অক্ষক্রীড়ার আমন্ত্রণ—পূর্ব-নির্ধারিত, নির্দিষ্ট পণে।

এর পূর্বাপর ইতিহাসও দ্রৌপদী শুনেছেন—বনে আসার পরও তা শুনিয়ে যাবার লোকের অভাব ছিল না।

পান্ডবরা সদলবলে স্বপুরী অভিমুখে যাত্রা করতেই দুর্যোধন উদগ্র ক্রোধে ক্ষোভে ফেটে পড়েছিলেন। সেই সংগে দুঃশাসনও ; তাঁর ক্ষোভের বা বিলাপের থেকে ক্রোধই বেশী।

তাঁদের বিশেষ দোষ দেওয়াও যায় না। সুদুর্লভ সৌভাগ্য, বহুদিনের ঐকান্তিক আশা ও কামনার বস্তু করায়ত্ত হবার পর যদি পরমুহূর্তেই হস্ত-চ্যুত হয় তাহলে এ মনোভাবগুলোও স্বাভাবিক। সে পরিতাপে এই প্রকার মনোবৈকল্য, অর্ধোন্মাদ দশা হবে—তাও।

দুঃশাসন তো প্রায় গালিগালাজই করতে লাগলেন পিতাকে, বার বার

বলতে লাগলেন, 'এত কাণ্ড এত আয়োজন এত দুর্নাম সহ্য ক'রে যে শক্তি ও সম্পদ আয়ত্তে এল—তা ঐ এক মতিচ্ছন্ন বুদ্ধিভ্রষ্ট বৃদ্ধের জন্যই হারালাম। এই অতুল সম্পদ এতদিন জ্ঞাতিদের সম্পত্তি ছিল, আজ তা উনি শত্রুসাৎ ক'রে দিলেন। কারণ এ ঘটনার পর—ঐ জরাগ্রস্তবুদ্ধি বৃদ্ধ যতই অনুনয় করুন—পাণ্ডবরা আমাদের প্রতি বৈরিতার মনোভাব পরিত্যাগ করবে তা সম্ভব নয়। সে আশা ওঁর মতো পরবুদ্ধি পরিচালিত ভীমরথীপ্রাপ্ত বৃদ্ধ বা সদ্যোজাত শিশু ব্যতীত আর কেউ করবে না!'

সর্বনাশ আসন্ন হ'লে মানুষের হিতাহিত জ্ঞানই সর্বপ্রথম বিলুপ্ত হয়। কে তার যথার্থ হিতাকাঙ্ক্ষী কে অনিষ্টকারী তা বুঝতে পারে না। দুর্যোধনও এই কুপরামর্শের প্রধান উদ্গাতা সৌবলেরই শরণাপন্ন হলেন আবার। প্রায় উদ্‌ভ্রান্ত ভাবে বললেন, 'আপনি শীঘ্র কোন উপায় করুন, নচেৎ এর পর আর জীবন ধারণ করার কোন অর্থ থাকবে না। করতে পারবও না, যদি অতঃপর পাণ্ডবরা সুখে-স্বচ্ছন্দে ওখানে রাজত্ব করতে থাকে তাহলে আমাদের বিনষ্টি অনিবার্য। অথবা ওদের ক্রীতদাসে পরিণত হয়ে, ওদের সেবা ক'রে বেঁচে থাকতে হবে। সে আমি পারব না।'

শকুনির চিত্ত ও চিন্তা কখনও সুপথ ধরে চলে না। তাঁর প্রতিভা কুবুদ্ধিতেই দীপ্যমান হয়ে ওঠে। আজও নিমেষ মাত্র বিলম্ব ঘটল না কুপরামর্শ দানে। তিনি বললেন, 'এখন আবার পূর্বের ন্যায় অক্ষক্রীড়ার প্রস্তাবে বৃদ্ধ কিছুতেই সম্মত হবেন না। তার চেয়ে মাত্র একদান খেলার এক প্রস্তাব দাও। একবারই অক্ষপাত হবে, একমাত্র পথ। যে পক্ষ পরাজিত হবে সে সর্বস্ব ত্যাগ ক'রে দ্বাদশ বৎসরের জন্য বনে যাবে এবং তার পরও এক বৎসর অজ্ঞাতবাসে থাকবে। ঐ বৎসরকাল মধ্যে তাদের অবস্থান-স্থল জানা গেলে পুনশ্চ দ্বাদশ বৎসরের জন্য বনে যেতে হবে—এই পণ থাক।'

'তার পর?' দুর্যোধন তখনও ঠিক যেন বিশ্বাস করতে পারেন না, 'যদি আমরাই পরাজিত হই?'

'সে আশঙ্কা ক'রো না। পাণ্ডবরাই পরাজিত হবে। তুমি নিশ্চিন্ত থাকো। আমার প্রাণ পণ রইল। যদি পরাজিত হই—তোমাদের সম্মুখে প্রাণত্যাগ করব।'

দুর্যোধন হৃষ্ট ও নিশ্চিন্ত মনে পিতার কাছে গেলেন।

প্রথমটায়—যা আশঙ্কা করেছিলেন ওঁরা—ধৃতরাষ্ট্র অক্ষক্রীড়া শব্দটি শোনা মাত্র প্রবল আপত্তি ক'রে উঠলেন, 'না না, অনেক কষ্টে ওদের শান্ত করেছি, অনেক অনুনয়ে, বলবান ব্যক্তিকে বার বার উত্যক্ত ক'রে শত্রুতে পরিণত করা মূর্খের কাজ।'

দুর্যোধন বললেন, 'মহারাজ, শত্রু যা হবার তো হয়েই গেছে। বিষধর সর্পকে কুপিত ক'রে তাকে পদাঘাতে আহত করার পর তাকে বক্ষে ধারণ করলে সে বিষ সম্বরণ করে না, মিত্র হয় না। তাদের প্রতিজ্ঞা আপনি শুনেছেন—এর পর কিছুদিন নির্বিঘ্নে রাজত্ব করতে পেলে, আয়োজন সম্পূর্ণ হলে কোন এক সূত্র ধরে আমাদের সঙ্গে ওরা যুদ্ধ বাধাবে—এবং অনায়াসে বিনাশ করবে। সে সম্ভাবনাকে অঙ্কুরেই বিনষ্ট করতে চাই। আপনি আমাদের প্রস্তাবটা শুনুন,—এবার আর ঐ ভাবে কোন অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটতে দেব না—আমি আপনার পাদস্পর্শ ক'রে শপথ করছি। একবারই

মাত্র খেলা হবে, একটি পণ রেখে। যে পরাজিত হবে—পান্ডবরাই হবে সে বিষয়ে আমাদের সংশয় মাত্র নেই—সে অজিন ধারণ ক'রে নিঃসম্বল অবস্থায় বনে যাবে, এবং তারও পরে এক বৎসর অজ্ঞাতবাস করবে। যদি এই সময়ে তাদের সন্ধান পাওয়া যায় তো পুনর্বার দ্বাদশ বৎসর বনে থাকতে হবে। পিতা, এই ত্রয়োদশ বৎসরে তাদের এই কুবের-স্বপ্নাতীত ঐশ্বর্য আমাদের হস্তগত হলে আমরা যথেষ্ট শক্তিবৃদ্ধি এবং সৈন্য ও শস্ত্রবৃদ্ধি করতে পারব। ওদের তখন যুদ্ধ করার মতো সামর্থ্য থাকবে না, সে প্রয়াস পেলেও ব্যর্থ হবে। আপনি দয়া ক'রে সম্মতি দিন, রাজলক্ষ্মী আমাদের গলায় মাল্যদান করতে উদ্যত, সে সৌভাগ্য-মাল্য আপনি হেলায় প্রত্যাখ্যান করবেন না।'

লোভ তো ছিলই, প্রচ্ছন্ন মাৎসর্যও। ধৃতরাষ্ট্র ব্যস্ত হয়ে উঠলেন, 'তা—তাহলে তাই করো। সে ভাল। বোধ হয় এখনও তারা বেশীদূর যেতে পারে নি, দ্রুতগামী অশ্ব দিয়ে কোন বিশ্বস্ত ও বুদ্ধিমান দূত প্রেরণ করো—তারা এই প্রস্তাব ও আমন্ত্রণ জানিয়ে পান্ডবদের ফিরিয়ে আনুক।'

সে রকম বিশ্বস্ত দূত পূর্বেই প্রস্তুত রেখেছিলেন দুর্যোধন, সে ওঁর দৃষ্টির ইঙ্গিত পাওয়া মাত্র অশ্বচালনা করল।

এবার যথাসময়েই গান্ধারীর কাছে এ সংবাদ পেঁছিল।

তিনি এসে বেদনার্ত অথচ দৃঢ় কণ্ঠে ধৃতরাষ্ট্রকে বললেন, 'এ কী করলেন মহারাজ, আবার এক ঘোর অনর্থকে আবাহন করলেন! শুনেছি, কোন কোন প্রাণী আছে যারা স্বীয় সন্তানকে ভক্ষণ করে—আপনি মনুষ্য, তদুপরি জ্ঞানবান ও বিচক্ষণ হয়ে সেই আচরণেই প্রবৃত্ত হলেন! মহারাজ, বিদুরই আপনার সর্বাপেক্ষা হিতকামী, অথচ আপনি তার পরামর্শই চিরদিন অবহেলা করেন। আমার আবেদন, আপনি তার উপদেশ শুনুন, দুর্যোধনকে ত্যাগ করুন। ওর জন্মের সময় যখন ভূমিষ্ঠমাত্রই গোমায়ুর মতো রব ক'রে উঠেছিল তখনই বুঝেছিলাম এ কুল ধ্বংস করতে জন্মেছে। তখন আমিও আপনাকে—তার মাতা, গর্ভভারকাতরা জননী হয়েও এই অনুরোধ করেছিলাম, আজও অনুনয় করছি—জ্যেষ্ঠ পুত্রকে আপনি ত্যাগ করুন তাকে বধ করার আদেশ দিন, না হলে কিছুতেই সর্বাত্মক কুলনাশ পরিহার করতে পারবেন না। এই পুত্রকে বাঁচতে দিলে, তার ইচ্ছায় চালিত হলে এ বংশে পিন্ড দেবার মতো একটি শিশুও জীবিত থাকবে না। এখনও সময় আছে, কুরুবংশের মহাসর্বনাশ থেকে রক্ষা করুন।'

ধৃতরাষ্ট্র বললেন, 'রাজ্ঞী, বিধাতা আমায় বহির্দৃষ্টি থেকে বঞ্চিত করেছেন, কিন্তু সে অভাব পূরণ করেছেন অন্তর্দৃষ্টি প্রজ্ঞাদৃষ্টি দিয়ে। আমি স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি এ বংশের বিনাশ আসন্ন, অবশ্যম্ভাবী। এরা কোনমতেই রক্ষা পাবে না। নিদ্রিত অবস্থায় বিস্তীর্ণ স্থানব্যাপী মহাশ্মশানের স্বপ্ন দেখি, জাগ্রত অবস্থায় চিতাধূমের গন্ধ পাই। মহাদেবী, এ সর্বনাশের বন্যা রোধ করি, এমন সাধ্য আমার নেই। ওদের বাধা দেওয়া যাবে না। এখন তবু ওরা বাহ্য সম্মান রক্ষা ক'রে আমার সম্মতি নিচ্ছে ; আমার আদেশ ওদের ইচ্ছার প্রতিকূল হলে আমার মত গ্রহণই বন্ধ করবে। আমি তাদের পিতা বটে—কিন্তু এ রাজ্যের সম্পদ, রাজশক্তি, শাসনব্যবস্থা

সবই ওদের করায়ত্ত। আমি ওদের ইচ্ছাকে প্রতিরোধ করব কি উপায়ে? তারা আমার বাক্য অবহেলা ক'রে ইচ্ছামতো কার্য করবে। সে অপমান আমি স্বেচ্ছায় বরণ করতে যাই কেন? তা ব্যতিরেকেও—মহিষী, আমি জানি আমার জ্যেষ্ঠপুত্র অতিশয় পাষণ্ড, তার বিনাশ অনিবার্য ও আসন্ন—আরও সেই জন্যই তাকে ত্যাগ করতে পারব না। এই বিপদকালে তার একমাত্র বন্ধু তার পিতা তাকে ত্যাগ করবে কোন্ প্রাণে? সে হতভাগ্যের এই শেষ সম্বল পিতৃপ্রশ্রয় থেকে তাকে বঞ্চিত করতে পারব না।'...

এ প্রান্তে দ্রৌপদীও অনুরোধ আবেদন কম করেন নি। তিনি স্বভাবজ স্থৈর্য হারিয়ে ব্যাকুলতাই প্রকাশ করেছিলেন। সাম্প্রতিক দুঃসহ পূর্ব-স্মৃতি স্মরণ করিয়ে এ অশুভ ঈর্ষাপ্রণোদিত নিমন্ত্রণ প্রত্যাখ্যান করতে বলেছিলেন, অর্জুনকে অনুনয় করেছিলেন মহারাজ-চক্রবর্তীকে বর্তমান অবস্থা সম্বন্ধে সচেতন করতে। অর্জুনও—অর্জুন কেন সব ভ্রাতাই কুটিলতর প্রতিহিংসাজাত অনিষ্টচিন্তা, তৎপ্রসূত উদ্ধারসম্ভাবনাহীন বিপদাশঙ্কার কথা চিন্তা ক'রে তাঁর মত পুনর্বিবেচনা করতে অনুরোধ করেছিলেন—কিন্তু কোন ফল হয় নি। যুধিষ্ঠির অবিচল দৃঢ়তায় উত্তর দিয়েছিলেন 'এর মধ্যে নূতন ক'রে বিচার-বিবেচনার কোন কারণ নেই। বিধাতার বিধানে জন্মলগ্নেই জাতকের ভাগ্যের শুভাশুভ নির্দিষ্ট হয়। সেই ক্ষণের গ্রহসন্নিবেশের ফলেই প্রাণীগণ সুখ দুঃখ ভোগ করে। যদ্যপি এ আমন্ত্রণ প্রত্যাখ্যানও করি, আমাদের অদৃষ্টলিপি তাতে ব্যর্থ, খণ্ডিত করা যাবে না। এ অবস্থায় পিতৃসম স্থবিরের আদেশ লঙ্ঘন ক'রে অপরাধী হব কেন? সুতরাং পুনশ্চ দ্যূতক্রীড়ায় প্রবৃত্ত হওয়া ব্যতীত আমার কোন উপায় নেই।'

তারপর কিয়ৎকাল মৌন থেকে—অপরাহ্ণের সিন্দুরবর্ণ মেঘের দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ রেখে দ্রৌপদীকে সম্বোধন ক'রে বলেছিলেন, 'প্রিয়ে, পাপ ও অনাচার চরমে না পৌঁছলে বোধ করি তার প্রতিবিধান হয় না। যে ধর্মপথে থাকে কিছুদিন হয়ত তাকে দুর্গতি কি দুঃখ ভোগ করতে হয়—পরিশেষে কিন্তু সে-ই জয়ী হয়, স্থায়ী হয়। দ্যাখ, রামচন্দ্রের মতো স্থিতধী প্রাজ্ঞ ব্যক্তিও স্বর্ণমৃগের পশ্চাতে ধাবিত হয়েছিলেন। তিনি কি জানতেন না যে ধাতুনির্মিত কোন জীবের পক্ষে জীবিত প্রাণীর সচলতা সম্ভব নয়? তবু তিনি গিয়েছিলেন—কারণ এই উপলক্ষে অনাচার চরমে না উঠলে রাবণের তপস্যাফল ক্ষয়প্রাপ্ত হত না, আর তা না হলে রক্ষতেজ ধ্বংস ক'রে পৃথিবীতে শান্তি আনয়ন করা যেত না।'

এ আপাতশান্ত কণ্ঠস্বরের সঙ্গে এঁদের সকলেরই পরিচয় ছিল। এ কাঠিন্যকে কিছুতেই অবদমিত করা যাবে না। সুতরাং আর বৃথা কাল-ক্ষেপ করেন নি, হস্তিনাতেই ফিরে এসেছিলেন আবার। পরিণাম তো পূর্বেই জানা ; অনুমান নয়, স্থিরনিশ্চয় হয়েই সর্বনাশের দিকে ফিরে-ছিলেন।...

শুধু ভার্যা কি অনুজরা নন পথের দুদিকে সারিবদ্ধ নাগরিক—সভাস্থ আত্মীয়-কুটুম্বাদি সকলেই এই বিপদ সম্বন্ধে সচেতন করার চেষ্টা

করেছিলেন, পান্ডবদের শ্রুতিগোচর ভাবেই আক্ষেপ করেছিলেন, 'হায় হায়! এমন হিতৈষী কি কেউ নেই যে এঁদের এই মৃত্যুতুল্য দুরবস্থা সম্বন্ধে সতর্ক করে দেয়! পতঙ্গরা দীপ-শিখার দিকে ছুটে যায় ; তারা বুদ্ধিহীন, চিন্তাশক্তিহীন বলে। এঁরা তো নির্বোধ কি অবিবেচক নন, তবে কেন এই মহাসর্বনাশের দিকে এগিয়ে যাচ্ছেন ?'

যুধিষ্ঠির বিষণ্ন হাস্যে হস্তোত্তোলন ক'রে তাঁদের কাছে কৃতজ্ঞতা জানিয়ে—পার্শ্ববর্তী এক আত্মীয়কে বললেন, 'আমাদের নয়—কৌরবদেরই অমোঘ নিয়তি তাদের এই দুর্বুদ্ধিতে প্ররোচিত করছে। আমরা ওদেরই ভাগ্যচক্রে জড়িত হয়ে পড়ে নিমিত্তমাত্রে পরিণত হয়েছি।'...

এরপর রীতি-নিয়মমতো সর্বজনসমক্ষে পণের শর্ত জানিয়ে ক্রীড়ায় প্রবৃত্ত হওয়া এবং পরাজিত হওয়া তো মাত্র এক দণ্ডের ব্যাপার। একবার মাত্র খেলা, একবার মাত্র অক্ষপাত—এক পলক সময়—শকুনি এদের যথা-সর্বস্ব এবং পরমায়ুর ত্রয়োদশ বৎসর জিতে নিলেন।

এও পূর্ব-অনুমিত—সুতরাং এদের পরিতাপ বিলাপ কি বিক্ষোভ প্রকাশের কোন নতুন কারণ ছিল না। তা এঁরা করলেনও না। অবনত মস্তকে ভাগ্যের এই ছলনা মেনে নিলেন, নিয়তির কাছে আত্মসমর্পণ করলেন। কিন্তু কৌরবপক্ষের হর্ষোল্লাস সমস্ত শোভনতার সীমা অতিক্রম করল। ঈর্ষার কুৎসিত দংষ্ট্রা বিকশিত ক'রে নীচ মনের কদর্যতম রূপ প্রকাশিত হ'ল। সে প্রেততাণ্ডবে সভাস্থ প্রবীণগণ মস্তক নত করতে বাধ্য হলেন, অনেকে সভা ত্যাগ ক'রে এই ঘৃণ্য পরিস্থিতির সঙ্গে যুক্ত হওয়ার দায় থেকে অব্যাহতি পেলেন।

সর্বাপেক্ষা কলঙ্কজনক আচরণ করলেন দুঃশাসনই। এঁদের শ্রবণে কোন বাধা না থাকে এতাদৃশ উচ্চস্বরে পরিষদ ও বয়স্যদের সম্বোধন ক'রে বললেন, 'এইবার ধর্মপ্রাণ মহাত্মা দুর্যোধনের সাম্রাজ্য আরব্ধ হ'ল। কুরু-বংশের ব্রণসদৃশ পাণ্ডুপুত্ররা তাদের যথাযোগ্য বিপত্তি লাভ ক'রে উপযুক্ত স্থানে গমন করছে। শত্রুগণ অপেক্ষা যে আমরা সর্ব বিষয়েই শ্রেষ্ঠ তা নিঃসংশয়ে প্রমাণিত হয়েছে ; বিজয়লক্ষ্মী ও রাজলক্ষ্মী আমাদের গলেই মাল্যার্পণ করেছেন।...ওরা দৈবাৎ অপরিমিত ধন পেয়ে অহঙ্কারে স্ফীত হচ্ছিল, আমাদের হাস্যাস্পদ ক'রে পরিহাসের পাত্র ক'রে—পরিহাস ক'রে তৃপ্তিলাভ করছিল। হায়! আজ তাদেরই অবনত বদনে অজিন-উত্তরীয় ধারণ ক'রে বনবাসে যেতে হচ্ছে। এই যথার্থ বিধাতার সুবিচার।...এই, কে আছিস, ওদের কিরীট উষ্ণীষ অলঙ্কার খুলে নে, রুরু-চর্মের পরিধেয়র সঙ্গে ওসব শোভা পায় না। লোকে দেখলে আমাদেরই রুচির নিন্দা করবে।'

তার পর কর্ণের দিকে চেয়ে—যেন সমর্থনের আশায়—একটি চক্ষু অর্ধ-মুদ্রিত ক'রে কৌতুকের ভঙ্গীতে বললেন, 'ওদের ধারণা ছিল ওদের মতো পুরুষ আর কেউ নেই। সে আত্মশ্লাঘার উপযুক্ত ফলই পেয়েছে। দ্যাখ, দ্যাখ—ভাল ক'রে চেয়ে দ্যাখ, দুই চক্ষু তৃপ্ত হোক। তপস্বীদের মতো অজিন ধারণ করলে কি হবে, ওদের যা চেহারা, অদীক্ষিত অনার্যদের মতোই দেখাচ্ছে না ? কী দেখে যে রাজা দ্রুপদ এদের কন্যাদান করেছিলেন! যাজ্ঞসেনী, এই নিঃসম্বল, নিঃসহায়, গৃহহীন সামান্য অজিনাবৃত—সবদিক

দিয়েই অযোগ্য পতিদের সঙ্গে তোমাকেও বনবাসে যেতে হচ্ছে দেখে আমি ক্লেশ অনুভব করছি। তুমি বরং এক কাজ করো, দীর্ঘকাল তো ঐ ক্লীব-গুলোর সেবা করলে—এখন এই বীর্যবান ঐশ্বর্যসম্পন্ন কৌরবদের মধ্যে থেকে মনোমত কাউকে পতি নির্বাচন করো. তুমি সুখে ও নির্বিঘ্নে থাকতে পারবে। ভেবে দ্যাখো—শস্যহীন তিল, চর্মমাত্রসার মৃগ ও তণ্ডুলহীন ধান যেমন—পাণ্ডবরাও আজ তেমনি অন্তঃসারশূন্য পুরুষে পরিণত হয়েছে, তাদের অনুগমন করা একান্ত নির্বোধের কাজ হবে।'

ভীমসেন আর সহ্য করতে পারলেন না। দুই হাত মুষ্টিবদ্ধ ক'রে এগিয়ে এসে দুঃশাসনকে বললেন. 'মূর্খ—এই শকুনিটার জোরে কপটদ্যূতে জয়লাভ ক'রে তোর এত উল্লাস! ধর্মবন্ধ বলে এখনই এর সমুচিত প্রতিফল দিতে পারলাম না। তবে তার অধিক বিলম্বও নেই। ত্রয়োদশ বর্ষ মানুষের জীবনে এমন কিছু দীর্ঘকাল নয়, তা একদিন কেটেই যাবে। তোকে যেদিন সবান্ধবে সসহায়ে নিপাতিত ক'রে মর্মস্থল ছিন্ন ক'রে তোর রক্তপান করব সেদিনই এই অপমানের যোগ্য প্রত্যুত্তর পাবি!'

দুঃশাসন বর্তমান স্বার্থসিদ্ধির উল্লাসেই মত্ত, অপ্রীতিকর ভবিষ্যৎ চিন্তায় এ আনন্দ নষ্ট করবার পাত্র নন, 'চুপ কর্ গরু! গরু গরু! তুই গরু!' বলে দুই বাহু ঊর্ধ্বোৎক্ষিপ্ত ক'রে নৃত্য করতে লাগলেন।

কর্ণ এতক্ষণ নির্নিমেষ নেত্রে বিচিত্র দৃষ্টিতে পাঞ্চালীর দিকে চেয়ে ছিলেন, এখন এই কর্কশ ধ্বনি কানে যেতে দুঃশাসনের দিকে তাকিয়ে তাকে ঐ ভাবে সুরামত্ত নিষাদের মতো নৃত্যরত দেখে যেন ঘৃণাভরে মুখ ফিরিয়ে নিলেন।

কিন্তু শুধু দুঃশাসনই নন, দূর্যোধনও—বহুদিনের আশা, দুরাশাই বলা উচিত—অভাবনীয় ভাবে পূর্ণ হবার তৃপ্তিতে যেন জ্ঞান হারিয়ে ছিলেন। রাজবংশের মর্যাদা, আভিজাত্যের রীতি বিস্মৃত হয়ে, ভীমের পাশে পাশে তাঁর মাতঙ্গবৎ গতিভঙ্গির বিকৃত অনুকরণ ক'রে চলতে লাগলেন এবং নিজের এই কুরুচি-পরিচায়ক কৌতুকে নিজেই হেসে সারা হলেন।

ভীম রোষে অরুণবর্ণ ধারণ ক'রে আরক্ত লোচনে কঠোর কণ্ঠে বললেন, 'যদি যুদ্ধ হয় তবে দেবতারা সাক্ষী থাকুন—এই পাপাত্মা দুর্যোধনকে গদা-ঘাতে নিপাতিত ক'রে সর্বজনসমক্ষে এই মস্তকে দুই পদ রক্ষা করব।'

অর্জুন তাঁর বাহুমূল ধরে আকর্ষণ ক'রে বললেন, 'ছিঃ! যথার্থ যাঁরা বীর, মুখে আস্ফালন করা তাঁদের শোভা পায় না। এই পণের ত্রয়োদশ বৎসর অতীত হলে যা ঘটবে তা মানবসমাজ প্রত্যক্ষই করবেন, ইতিহাসে লিখিত থাকবে। আপনার নিয়োগানুসারে আমি এই অসূয়াপরবশ অকারণ-বিদ্বেষী কটুভাষী কর্ণকে বধ করব। আপনি দুর্যোধন ও দুঃশাসনের রাক্ষসোচিত ব্যবহারের প্রতিফল দেবেন। এই পর-অনিষ্টবিলাসী ধূর্ত সৌবল, এদের অনুগামী—কেউ রক্ষা পাবে না। যদি কেউ আমাদের সহায় নাও হন, আমরা এই পাঁচ ভাই-ই যথেষ্ট—আজকের এ ঘটনার প্রতিশোধ নেবই। যদি হিমাচল ধূলিতে পরিণত হয়, সূর্য প্রভাশূন্য এবং চন্দ্র শৈত্যবিরহিত হয়—তথাপি আমার এ বাক্য নিষ্ফল হবে না।'

এসব কোন কথাই যুধিষ্ঠিরের কর্ণগোচর হয়েছে বলে মনে হ'ল না।

তিনি ধীরে ধীরে মহিমান্বিত ভঙ্গিতে অগ্রসর হয়ে ধৃতরাষ্ট্রের আসন-সম্মুখে পৌঁছলেন। করজোড়ে বললেন, 'আমি ভরতবংশীয় সকলেরই যথাযোগ্য সম্মাননা ক'রে বিদায় প্রার্থনা করছি। পিতামহ, দ্রোণ, কৃপ, অশ্বত্থামা, অন্যান্য নৃপতি সকল, বিদুর, ধৃতরাষ্ট্র, তদীয় পুত্রগণ, সঞ্জয় প্রভৃতি সভাসদগণ সকলে প্রসন্ন মনে আমাদের বিদায় দিন। বিধাতার ইচ্ছা হ'লে ত্রয়োদশ বৎসর পরে আবার আপনাদের কাছে এসে নমস্কার প্রীতি ও শুভেচ্ছা জানাব।'

কিন্তু যাঁদের কাছে এই প্রার্থনা তাঁরা একটি উত্তরও দিতে পারলেন না, লজ্জাবনত শিরে স্থির হয়ে বসে রইলেন, এমন কি যাঁর চক্ষুলজ্জার কোন কারণ নেই—সেই জন্মান্ধ ধৃতরাষ্ট্রও মস্তক অবনত করলেন। শুধু বিদুরই প্রসারিত হস্তে আশীর্বাদ ও আশ্বাসের মুদ্রা ক'রে বললেন, 'বৎস, আর্যা কুন্তী বৃদ্ধা, চিরদিন সুখসেবিতা, অরণ্যবাসের কষ্ট তাঁর সহ্য হবে না। তাঁকে আমার কাছে রেখে যাও। আমি তাঁর যথাসাধ্য পরিচর্যা করব, তিনি আমার ভবনে পর্যাপ্ত সুখে না হোক, স্বচ্ছন্দে থাকতে পারবেন।'

'যে আজ্ঞা,' বলে যুধিষ্ঠির তাঁর বাক্যে সম্মান জ্ঞাপন ক'রে বললেন, 'ক্ষত্তা, চিরদিন আপৎকালে আপনি আমাদের যথাযথ উপদেশ ও সুপরামর্শ দিয়েছেন। বস্তুত আপনি আমাদের পুত্রতুল্য জ্ঞানে রক্ষা করার প্রয়াস পেয়েছেন। এখনও আপনার আশীর্বাদ ও উপদেশই আমাদের পাথেয় হবে -এই আশাই করি।'

বিদুর বললেন, 'বৎস, অধর্ম দ্বারা পরাজিত হলে সে পরাভবের জন্য ক্ষুব্ধ, লজ্জিত বা ব্যথিত হবার কোন কারণ থাকে না। তোমরা পাঁচ ভাই, পুরোহিত ধৌম্য ও বধূ দ্রৌপদী—তোমরা অশেষ গুণসম্পন্ন ও পরস্পরের প্রিয়কারী—তোমরা একত্র থাকলে তোমাদের বিশেষ অনিষ্ট কেউ করতে পারবে না। তুমি বুদ্ধিমান, তুমি ইন্দ্রের নিকট হ'তে বিজয় লাভের শক্তি, যমের ক্রোধ সম্বরণ ক্ষমতা, কুবেরের দানে আগ্রহ এবং বরুণের নিকট হ'তে সংযমের আদর্শ গ্রহণ করো। তোমরা জ্ঞানত কোন পাপ করো নি, সুতরাং তোমরা কৃতার্থ ও কল্যাণযুক্ত হয়ে পুনরায় শুভাগমন করবে এ সম্বন্ধে আমি নিশ্চিত।'

সভাগৃহ থেকে নিষ্ক্রান্ত হয়ে পাণ্ডবরা বিদুরের গৃহেই গেলেন—মাতা কুন্তীর পাদবন্দনা ক'রে বিদায় প্রার্থনা করতে। দেবী পৃথা ওঁদের দেখা মাত্র উচ্চরোলে কেঁদে উঠলেন। বললেন, 'অশেষ গুণশালিনী কর্তব্যপরায়ণা পুণ্যবতী পাঞ্চালীর এই বেশ ও দুর্দশা দেখার আগে আমার মৃত্যু হ'ল না কেন! তোমাদের পিতা আজ জীবিত থাকলে এর শোধ নিতে পারতেন। ভগ্নী মাদ্রী ভাগ্যবতী, এই সব দৃশ্য তাঁকে দেখতে হ'ল না।...পুত্র সহদেব আমার পঞ্জরাস্থি অপেক্ষা আপন, নিকট ও প্রিয়—তাকে ছেড়ে আমি কেমন করে থাকব? আমাকেও তোমরা বনে নিয়ে চলো, তোমাদের কাছে থাকলে কোন ক্লেশই আমাকে পীড়িত করতে পারবে না।'

পাণ্ডবরা বহু কষ্টে তাঁকে শান্ত ও নিরস্ত করলে তিনি দ্রৌপদীকে আলিঙ্গন ও শিরশ্চুম্বন ক'রে বললেন 'সাবধানে থেকো। আমি জানি আমার পুত্ররা তোমাকে যতদূর সম্ভব কষ্ট, অসম্মান ও বিপদ থেকে রক্ষা করবেন। তুমি স্বামীদের অনুবর্তিনী হচ্ছ—তোমার এ যশোগৌরব দীর্ঘ-

কাল পর্যন্ত অপর নারীদের কাছে ঈর্ষার বস্তু হয়ে থাকবে। কন্যা, আমার সকল পুত্রকেই তোমার হস্তে অর্পণ করলাম, কিন্তু তবু অনুরোধ—সহদেব সম্বন্ধে একটু বিশেষ সচেতন থেকো। সে চিরদিন আমার স্নেহে ও প্রশ্রয়ে আবরিত, তা থেকে বঞ্চিত হয়ে মনঃপীড়া ভোগ করবে।'

অতঃপর দ্রৌপদী গেলেন কুরুকুলবধূদের কাছে বিদায় গ্রহণ করতে।

দ্যূতক্রীড়ার শোচনীয় পরিণাম প্রত্যক্ষ করা পর্যন্ত তাঁদের লজ্জা ও পরিতাপের অবধি ছিল না। এই অবস্থা দেখে তাঁরা সরবে রোদন করতে লাগলেন। সকলে সাশ্রুনেত্রে বার বার স্বামীদের হয়ে ক্ষমাপ্রার্থনা করলেন। যাঁরা একদিন পূর্বেও ওঁর সম্বন্ধে ঘোরতর ঈর্ষিত ও বিদ্বিষ্ট ছিলেন-- তাঁরাই এখন পাণ্ডবমহিষীর এই দুর্দশায় অসম্মানে লজ্জাবনত, অনুতপ্ত। এমন কি ভানুমতীও নতবদনে এসে ওঁর দুটি হাত ধরে বললেন, 'তুমি আমাদের মুখ চেয়ে ওদের এই অমার্জনীয় বর্বর আচরণ, এই দুষ্কৃতি ক্ষমা করো। তুমি নারী—নারীদের ব্যথা বুঝবে। তোমার প্রতিটি বিন্দু অশ্রু এদের মহাপতনের এক একটি সোপান রচনা করেছে। তুমি ক্ষমা না করলে আমাদের মহাসর্বনাশ হবে। আমাদের জন্য না হোক, আমাদের পুত্রকন্যার মুখ চেয়েও অন্তত এদের মার্জনা করো।'

এঁদের এই অনুনয় ও অনুতাপে দ্রৌপদীর চক্ষু দুটিও বাষ্পার্দ্র হয়ে উঠল। তিনি করুণ বিষণ্ণ কণ্ঠে বললেন, 'ভগ্নী, আমার সে চোখের জল আর তো চোখে ফিরিয়ে নেওয়া যাবে না। সম্ভব হলে তোমাদের মুখ চেয়েও হয়ত তা নিতাম। তার সব কটি বিন্দুই যে ধর্মের চরণে নিবেদিত, তাঁরই বিচারশালার ভাণ্ডারে রক্ষিত। এখন তাঁর যা অভিপ্রায় তাই হবে। তবে যদি কৌরবদের এখনও চৈতন্য হয়—তাঁরা অনুতপ্ত হয়ে এখনও সুবিচার করেন—তা হলে, আমার মনে হয় ধর্মের ধর্মাধিকরণে তাঁদের মুক্তিলাভ একেবারে অসম্ভব হবে না।'

পাণ্ডবরা বিদায় নিয়ে চলে গেলে শুধু যে ধৃতরাষ্ট্রের অন্তঃপুরেই শোক-ক্রন্দনরোল উঠল তাই নয়—হস্তিনাপুরের রাজপথের দুদিকে সমাগত প্রজাদের বিলাপ, পাণ্ডুপুত্রদের বনগমন স্থগিত রাখার জন্য অনুনয় এবং ধৃতরাষ্ট্রদের প্রতি অভিসম্পাতের ধ্বনিও সুদূর প্রাসাদাভ্যন্তরের নিভৃত কক্ষে অন্ধ ধৃতরাষ্ট্রের কানে পৌঁছে তাঁকে উদ্বিগ্ন ও আশঙ্কার্ত ক'রে তুলল।

তিনি অসহায়ভাবে নিজে নিজেই কিছুক্ষণ বিলাপ করার পর তাঁর একান্ত সচিব ও পার্শ্বচর সঞ্জয়কে দিয়ে বিদুরকে ডেকে পাঠালেন। তাঁকে ব্যস্ত ও ব্যাকুল হয়ে প্রশ্ন করলেন, 'পাণ্ডবরা কি পুরীর বাইরে চলে গেছে? তাদের কি খুব কাতর দেখলে? কী ভাবে তারা গেল—আমার কাছে একটু বর্ণনা কর। আমি জানি আমার পুরীতে অনয় আসন্ন। আমার পাষণ্ড পুত্রদের প্রাণনাশ ও ধননাশের বিলম্ব নেই।...পাণ্ডবরা—যুধিষ্ঠির এদের অভিসম্পাত করছেন না তো?'

'মহারাজ, মনে হয় আপনি এখনও যুধিষ্ঠিরের সম্যক পরিচয় লাভ করতে পারেন নি। পাছে তাঁর দৃষ্টি অতিশয় বিষণ্ণ কি ক্রুদ্ধ হয়ে ওঠে এবং দৈবাৎ সে দৃষ্টি কৌরবদের প্রতি নিপতিত হয়ে তাদের অভিশপ্ত ক'রে

তোলে তাই তিনি দুই চক্ষু আবরিত ক'রে নগরের পথ অতিক্রম করছিলেন।'

'আর ? অবশিষ্ট চারজন ? আমার বধূমাতা দ্রৌপদী ?' ধৃতরাষ্ট্র কণ্ঠে উদ্বেগ গোপন করতে পারেন না।

'ওদের মধ্যে ভীম—ত্রয়োদশ বর্ষ অতীত হ'লে স্বীয় ভুজবলে আপনার সন্তানদের দুষ্কৃতির প্রতিশোধ নেবেন—যেন তারই ইঙ্গিত স্বরূপ দুই বিশাল লৌহকঠিন বলিষ্ঠ বাহু প্রসারিত ক'রে চলেছেন ; কল্যাণীয় অর্জুন যুদ্ধের সময় যেভাবে অনর্গল শরবর্ষণ করবেন তারই পূর্বাভাস হিসাবে দুই হাতে বালুকা বিকীরণ করতে করতে যাচ্ছেন ; নকুল ও সহদেব মুখে মৃত্তিকা লেপন করেছেন—তাঁরা উভয়েই অতিশয় রূপবান, রমণীমনোহর—মনে হয় এ অবস্থায় কোন জনপদবধূ না তাঁদের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে ধৈর্যচ্যুত হন—সেই কারণেই এ সতর্কতা।'

ধৃতরাষ্ট্র অত্যন্ত অস্থির ও ব্যাকুল হয়ে উঠলেও তখনই কিছু বলতে পারলেন না। তারপর কিছু ইতস্তত ক'রে বললেন. 'আমি যেন কিছু পূর্বে একটা ভূকম্পন অনুভব করলাম. মনে হ'ল একটা বজ্রপাতের শব্দও পাওয়া গেল। বিদুর—এ কি সত্য ? তুমি কি এরকম কিছু প্রত্যক্ষ করেছ ?'

'হাঁ আর্য। পাণ্ডবরা নগরপ্রাকার অতিক্রম করা মাত্র নগরীর প্রবেশ-তোরণে বজ্রপাত হ'ল. সেই সঙ্গে প্রবল ভূমিকম্প. তার ফলে স্থানে স্থানে অরণি-ঘর্ষণ ব্যতিরেকেই অকারণে অগ্নি প্রজ্বলিত হয়ে উঠল। তাছাড়া প্রজাদের বিলাপ ও ক্রন্দনধ্বনির সঙ্গে অকস্মাৎ বহু বায়স. গলিত-মাংস-লোভী-গৃধ্র ও গোমায়ুর বিকট রব মিলিত হয়ে এক ভয়াবহ কোলাহলের সৃষ্টি করল।'

ধৃতরাষ্ট্র ললাটে করাঘাত ক'রে বললেন, 'আমি জানি আমার পুত্রদের আর রক্ষা নেই। হায় হায়! অত্যধিক অহংকার, ঔদ্ধত্য ও ক্ষমতালোলুপতাই তাদের মহা অনর্থের কারণ হ'ল। কিন্তু আমি কি করব. তারা কেউই আমার বাধ্য নয়। আমিই বা নিজ পুত্রদের ত্যাগ ক'রে কি নিয়ে. কাদের নিয়ে থাকব ?'

এই হাহাকার. এই ক্রন্দন কলরোল. এই কর্কশ অমঙ্গল রব কর্ণের প্রাসাদেও পৌঁছেছিল বৈকি! দ্রৌপদী প্রচুর-রুধিরাক্ত বস্ত্রে আলুলায়িত কুন্তলে অশ্রুমোচন করতে করতে যাচ্ছেন দেখার পর কর্ণ যেন কোন বিষাক্ত মর্মভেদী শায়কে বিদ্ধ হয়েছেন—এইভাবে দুইহাতে বক্ষ দমন করে নিজের পুরে এসে অন্ধকার এক কক্ষে প্রবেশ ক'রে অর্গলরুদ্ধ করেছিলেন। তখন থেকে সেই ভাবেই নির্জনে আত্মগোপন ক'রে ছিলেন।

দ্রৌপদীকে ঐভাবে দুঃস্থা অনার্য রমণীর মতো যেতে দেখে পথিপার্শ্বের সমবেত জনতা সরবেই আলোচনা করছিল. 'এই ভাবেই ত্রয়োদশবর্ষ পরে কৌরবদের ভার্যারা পতিপুত্র-আত্মীয়-বান্ধবদের শোণিত-লিপ্ত ও মুক্তকেশী হয়ে হস্তিনার রাজপথে এমনি উন্মাদিনীবৎ পরিভ্রমণ করবে—এ আমরা দিব্যচক্ষে দেখতে পাচ্ছি।' আরও সেই কথাগুলোই গলিত সীসার মতো কর্ণে প্রবেশ ক'রে তীব্র এক যন্ত্রণার কারণ ঘটিয়েছে অঙ্গাধিপতির।

কিন্তু হাহাকার. বিলাপ ও অমঙ্গলসূচক শব্দেরও যেন বিরাম নেই। শেষে কর্ণ যেন আর স্থির থাকতে না পেরে উদ্‌ভ্রান্তের মতো নিজের প্রাসাদ

থেকে নির্গত হয়ে পদব্রজেই দুঃশাসনের গৃহে পৌঁছলেন। দুঃশাসনও তখন কিছু ম্রিয়মাণ অবস্থায় একটি জনহীন সেবকহীন কক্ষে বসে ছিলেন। কিছু পূর্বের সেই উন্মত্ত আনন্দ, সে জয়গর্বের কোন উল্লাস যেন অবশিষ্ট নেই—তাঁর সুরাবিকৃত মস্তিষ্কেও এই অমঙ্গল-চিহ্ন ও প্রজাদের খেদোক্তি কিছুটা প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করেছে।

কর্ণকে দেখে বোধ হ'ল তিনি মনে কিছু বল পেলেন। অর্ধশয়ান অবস্থা থেকে ঋজু হয়ে উঠে সম্মুখের পর্যঙ্ক দেখিয়ে বললেন, 'এসো এসো অঙ্গরাজ। তোমার কথাই চিন্তা করছিলাম।'

কর্ণ কিন্তু এসব সামাজিকতা ও সৌজন্যের ধার দিয়েই গেলেন না। অকারণ ও আকস্মিক ক্রুদ্ধ কণ্ঠে বললেন, 'আমরা কি চিরদিন দুর্যোধনের কিঙ্করের মতো কৃতাঞ্জলিপুটে তাঁর আদেশ ও অভিপ্রায়ের অপেক্ষায় থাকব? আমাদের কি স্বাধীন ভাবে কিছুই করার অধিকার নেই? এমন কি তাঁর হিত—বা প্রিয়কার্যও না?...চল, তাঁকে না জানিয়েই আমরা কয়েক-জন এখনই পাণ্ডবদের পশ্চাদ্ধাবন করি। তারা অসতর্ক, অ-প্রস্তুত এবং নিরতিশয় ক্লান্ত ও অবসন্ন। এ অবস্থায় তারা কোনক্রমেই আমাদের মিলিত প্রচণ্ড আক্রমণকে প্রতিহত করতে পারবে না, আমরা অনায়াসে তাদের নিহত করতে পারব। শত্রুকে পৃষ্ট হতে দিয়ে বল সংগ্রহ করতে দেওয়া নির্বোধের কাজ।...এখনই প্রকৃষ্ট সুযোগ—দুর্যোধনের অশান্তি ও দুশ্চিন্তার বিষবৃক্ষ নির্মূল করার। আমাদের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হ'লে বন্ধু দুর্যোধন নিশ্চিন্ত হয়ে রাজ্যভোগ করার ও মনোমত শাসন করার অবসর পাবেন. আমাদের প্রতি বিরক্ত না হয়ে ধন্যবাদই দেবেন।'

দুঃশাসনের মত্ততা অপনীত হওয়ায় স্বাভাবিক ভাবেই ক্লান্তি ও বিমর্ষতা দেখা দিয়েছে। কর্ণকে দেখে যেটুকু উৎসাহ বোধ করেছিলেন সেটুকুও অন্তর্হিত হয়ে তিনি আবারও যেন অবসন্ন বোধ করলেন। পূর্ববৎ উপাধানে দেহ এলিয়ে ধীরে ধীরে বললেন, 'না অঙ্গাধিপতি, ওদের আমি চিনি. আজন্ম দেখছি। একই বৃক্ষের দুই শাখায় আমাদের জন্ম তা ভুলে যেও না। যতই দুর্বল ক্লিন্ন ও ক্লিষ্ট হোক—যতই অতর্কিতে আক্রমণ করি না কেন—ওদের পরাজিত করা অত সহজ হবে না। আমরা যদি চেষ্টা ক'রে ব্যর্থ হই, সকলের উপহাসাস্পদ হব. দুর্যোধন রুষ্ট হবেন,—এবং যদি নিহত হই,—অসহায় হয়ে পড়বেন।..শুনলাম কিছু পূর্বে স্বয়ং পিতামহ ব্যাসদেব এসে পিতৃদেবকে ভবিষ্যৎ অমঙ্গলের এক ভয়াবহ বিবরণ শুনিয়ে গেছেন। সে চিত্র মানসপটে অঙ্কিত হওয়াতেও বিলম্ব ঘটে নি। পিতা অস্থির হয়ে উঠেছেন, আমাদের গালাগালি করেছেন। এখন আর এসব হঠ-কারিতার প্রয়োজন নেই। আপনি শান্ত হোন, একটু বিশ্রাম করুন।'

'শান্ত!' বিচিত্র ভাবে হাসলেন কর্ণ. প্রদীপের স্বল্পালোকেও তা দেখে দুঃশাসন শিউরে উঠলেন; সে হাসি অশ্রুর থেকেও করুণ; বললেন, 'বিশ্রাম একেবারেই করব দঃশাসন, রণক্ষেত্রে মৃত্যুর ক্রোড়ে। আর তখনই—তার হিমশীতল স্পর্শে—তখনই শান্ত হব। তার আগে ও দুটি শব্দের সঙ্গে পরিচয়ের কোন সম্ভাবনা নেই।'
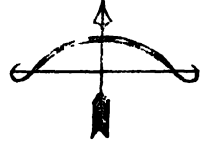
॥ ২৮ ॥

দুঃখ-ক্ষোভ-ভারাক্রান্ত পাণ্ডবদের পদব্রজে হস্তিনাপুরীর সীমান্ত অতিক্রম করতে কিছু সময় লেগেছিল, শারীরিক ক্লান্তিও কম বাধা নয়। বিশেষ দ্রৌপদী, কিয়দ্দূর যাবার পরই তাঁর পদযুগল ক্ষতবিক্ষত হয়ে উঠেছিল। কিন্তু তার পর যে অভাবনীয় কাণ্ড হ'ল তাতে সে ক্লান্তি ক্ষোভ সমস্ত মুছে গিয়ে একটিই মাত্র মনোভাব তাঁদের আচ্ছন্ন অভিভূত ক'রে রাখল—তা হ'ল বিস্ময়। শুধুই বিস্ময়! আরও বিস্ময়! এমন কি দ্রৌপদী সেই অপরিমাণ দুঃখ ও সহস্র ক্ষোভের মধ্যেও কিছুটা তৃপ্তিলাভ করলেন।

মহিমান্বিত ব্যক্তির পতনেও কিছু মহিমা ও মর্যাদা প্রকাশ পায়। ছিন্নমূল বনস্পতি যখন ভূপাতিত হয়, কিংবা প্রচণ্ড ঝঞ্ঝায় উৎপাটিত হয়ে পড়ে যায়—তখন বহুদূরবিস্তৃত ভূখণ্ড সে গুরুভার পতনের বেগ-তরঙ্গ অনুভব করে, বহুদূর পর্যন্ত জনপদ তজ্জনিত আলোড়ন ও প্রচণ্ড শব্দে সচকিত হয়। পাণ্ডবরা দীন বেশে লাঞ্ছিত বিতাড়িত ভিক্ষুকের মতো বনগমন করুক—দুর্যোধন ঈর্ষাবীজনির্গত এই অভিপ্রায়-তরুতেই নীচ-কৌশলবারি সিঞ্চন করেছেন, তাঁরা ওঁদের সেই দৈন্যদশা ও অসহায়তা দেখে ব্যঙ্গ-উপহাস ক'রে আনন্দ উপভোগ করবেন এই আশায়। এই জন্যই অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছিলেন, নগর-প্রাকার পর্যন্ত সংবাদ-সংগ্রাহক পাঠিয়েছিলেন সেই উপভোগ্য দুর্দশার বিবরণ প্রত্যাশায়। কিন্তু সে ব্যক্তি যে সংবাদ আনয়ন করল তাতে তৃপ্ত হতে পারলেন না—সদ্যদ্যূতযুদ্ধবিজয়ী স্বয়ং-ঘোষিত নূতন সম্রাট।

পাণ্ডবদের এই ভাগ্য বিপর্যয়ের সংবাদ ব্যাপ্ত হ'তে বেশ কিছু সময় লেগেছিল। কিন্তু ওঁদেরও—গুরুজন জ্ঞাতিদের কাছে বিদায় নিয়ে, শুভার্থীদের সান্ত্বনা দিয়ে প্রাসাদ থেকে নির্গত হতেও কম সময় লাগে নি। তদুপরি ধীর বিলম্বিত গতিতে নগরতোরণ পর্যন্ত পৌঁছবার মধ্যেই সে দুঃসংবাদ ঝঞ্ঝাবাহিত ধূলির মতো বহুদূর পর্যন্ত পরিব্যাপ্ত হয়ে পড়ল। তার ফলে ব্রাহ্মণ থেকে শূদ্র, ক্রীতদাস পর্যন্ত—গৃহস্থ থেকে তাদের সেবকরা—ছুটে এলেন ওঁদের সন্ধানে। সকলেরই এক কথা—'পাণ্ডবরা যেখানে যাবেন আমরাও সেখানেই যাব। ওঁদের ছেড়ে কৌরবদের রাজ্যে কিছুতেই থাকব না আমরা।'

তাঁরা প্রকাশ্যেই, অকুতোভয়ে, কৌরব এবং ভীষ্ম দ্রোণ কৃপ বিদুর প্রভৃতিকে ধিক্কার দিতে লাগলেন। তাঁদের মত এই—এ পাপিষ্ঠদের শাসনকালে তাঁদের আচার-ধর্ম-কুল-গো-গৃহ-ধনরত্ন কিছুই নিরাপদ নয়, সুতরাং কোন্ আগ্রহ বা আসক্তিতে পড়ে থাকবেন তাঁরা?

'এই দুর্যোধনকে আমরা জানি। সে গুরুদ্বেষী, আচারভ্রষ্ট, সুহৃত্ত্যাগী, অর্থলোভী, গর্বিত, নীচ ও নির্দয়-প্রকৃতি! এ ব্যক্তি রাজা হ'লে প্রজাদের

দুর্গতি অনিবার্য! অতএব এ স্থল ত্যাগ ক'রে জিতেন্দ্রিয় কীর্তিমান, দয়া-ধর্ম- ও আচার-পরায়ণ, সহানুভূতিসম্পন্ন পাণ্ডবদের অনুগমন করাই শ্রেয়। তাঁরা অরণ্যে থাকলে সেই অরণ্যই আমাদের কাছে সুখস্বর্গ হয়ে উঠবে।'

আর যাই হোক—এই বিপুল জনসমাগম আর এদের এই আর্তি—এর জন্য প্রস্তুত ছিলেন না পাণ্ডবরা। তাঁরা আবেগাভিভূত হয়ে পড়লেন। যুধিষ্ঠির জোড়-করে বার বার সকলের কাছে অনুরোধ করতে লাগলেন স্ব-স্ব গৃহে প্রত্যাগত হ'তে। কিন্তু তাঁরা ওঁর বাক্যে কর্ণপাত তো করলেনই না—উপরন্তু সহস্র যুক্তিপ্রয়োগ ও মিনতি করতে লাগলেন—এই অন্যায় দ্যূতক্রীড়াজনিত পণের দাবি উপেক্ষা ক'রে ইন্দ্রপ্রস্থে গিয়ে রাজশক্তি পরিচালনা করতে। শৌর্যে বা বীর্যে কৌরবরা ওঁদের পরাজিত করতে পারবেন না সেটা তো নিশ্চিত।

জনসাধারণের এই কাকুতি-মিনতিতে দ্রৌপদীর চোখে জল এসে যেতে লাগল বার বার। ওরা তাঁর পায়েও পড়ছে, উচ্চরবে তাঁদের জয়ধ্বনি ও কৌরবদের নিন্দাবাদ করছে। এবং পুনঃ পুনঃ দৃঢ়কণ্ঠে ঘোষণা করছে যে পাণ্ডবরা যদি নিজেদের পুরে ফিরে না যান—ওরাও আর ফিরবে না, তাঁদের সঙ্গে বনেই চলে যাবে।

অসহায় ব্যাকুল যুধিষ্ঠির অনন্যোপায় হয়ে প্রধান সারথি ইন্দ্রসেনকে ইঙ্গিত করলেন। সে পূর্বেই কিছু কিছু পরিজন ও অন্তঃপুরিকাদের নিয়ে কয়েকটি রথে এ'দের অগ্রগমন করেছিল। সে এখন আরও তিনটি রথ উপস্থিত করল। পাণ্ডবভ্রাতারা কোন এক অবসরে একটু বিচ্ছিন্ন হয়ে রথে আরোহণ করলেন। তেজস্বী অশ্ব যেন নিমেষকাল মধ্যে ওঁদের বহন ক'রে বহু দূর গিয়ে পড়ল। পাণ্ডবরা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে বাঁচলেন।

কিন্তু হায়! তখনও তাঁরা তাঁদের প্রজাসমূহের প্রীতির প্রগাঢ়তা পরিমাপ করতে পারেন নি, তাঁদের অন্তর-বেদনার সম্যক পরিচয় পান নি।

পাণ্ডবরা যাত্রা করেছিলেন অপরাহ্নে। কিছুদূর যাওয়ার পরই সন্ধ্যা ঘনিয়ে এল। সম্মুখে বিপুলা নদী! সে রাত্রে সবাইকে নিয়ে পার হওয়া দুঃসাধ্য। অগত্যা ওঁরা সেখানেই যাত্রা স্থগিত রেখে নদীতে স্নান করে সারাদিনের অনাহার ও মনোকষ্টের ক্লান্তি কিছুটা অপনোদন করলেন। ইতিমধ্যে এক বিশাল বটবৃক্ষ পাওয়া গিয়েছিল, তারই পত্রছায়ায় রাত্রি অতিবাহিত করা স্থির হ'ল। আহার্যের কোন ব্যবস্থা নেই, আহার্যে প্রবৃত্তিও নেই কারও, অঞ্জলিবদ্ধ নদীজল পান ক'রেই ক্ষুন্নিবৃত্তি করলেন।

কিন্তু নদীতীরের সে স্থান জনবিরল হ'লেও জনশূন্য নয়। অরণ্য তো নয়ই। পাণ্ডবদের ভাগ্য-বিপর্যয় ও সেখানে অবস্থানের কাহিনী প্রচারিত হ'তেও বিলম্ব হ'ল না। দেখতে দেখতে বহু সাধু-তপস্বী এসে সমবেত হলেন। তাঁরা ওঁদের ভোজন বা শয্যার কোন ব্যবস্থা করতে পারলেন না বটে কিন্তু ওঁদের ঘিরে বেদগান, স্তোত্রপাঠ ও হোম ইত্যাদি করে তাঁরাও সারারাত জেগে রইলেন।

আর ইত্যবসরে—সাধারণ গৃহস্থ বা কৃষক প্রজারা প্রতিনিবৃত্ত হ'লেও বহু ব্রাহ্মণ সারা রাত পথ চলে এসে আবারও পাণ্ডবদের সঙ্গে মিলিত হলেন।

অর্থাৎ যুধিষ্ঠিরের দুঃখের সঙ্গে দুশ্চিন্তা যোগ হ'ল। যদি সত্যই এতগুলি লোক ওঁদের অনুগামী হন—তাঁদের খাওয়াবেন কি?

পূর্ব রাত্রের সমাগত তপস্বীদের মধ্যে বিখ্যাত শৌনক মুনিও ছিলেন। যুধিষ্ঠিরকে নিরতিশয় উদ্বিগ্ন ও ব্যাকুল দেখে তিনি এসে সান্ত্বনা দিলেন। বললেন, 'মহারাজ, মানুষের জীবনযাত্রায় সহস্র শোকস্থান ও শত শত ভয়-স্থান আছে। এগুলি মূর্খকেই আকুল ও অবসন্ন করে। জ্ঞানী ও চিন্তা-শীল ব্যক্তিকে তা কদাচ অবদমিত করতে পারে না। বুদ্ধি হচ্ছেন সর্ব-দুঃখবিঘাতিনী, সেই অষ্টাঙ্গ বুদ্ধি ও জ্ঞান আপনার মধ্যে অবস্থিত আছেন। আপৎকালে শারীরিক কি মানসিক দুঃখে বিষন্ন হওয়া আপনাতে শোভা পায় না। জ্ঞানী ব্যক্তিরা অসন্তোষ ও অভাববোধকে কখনও প্রশ্রয় দেন না। আসক্তি বা প্রিয় বস্তুতে অতিরিক্ত স্পৃহাই মানসিক দুঃখের মূল। আপনি ধর্ম ব্যতীত তাবৎ বস্তুতেই স্পৃহা ত্যাগ করুন—শান্তি লাভ করবেন।'

যুধিষ্ঠির বললেন, 'মুনিবর! আমার নিজের জন্য আমি অর্থ বা বস্তুতে স্পৃহা কি অভাববোধ প্রকাশ করছি না। এই অতিরিক্ত প্রীতিপরায়ণ সহ-গামীদের জন্যই অর্থ বা সম্পদের কথা চিন্তা করছি। এঁদের আহারের ব্যবস্থা কী হবে?'

শৌনক বললেন, 'মহারাজ, যে ভাগ্য আপনাকে অকস্মাৎ সর্বরিক্ত নিঃস্ব করেছে, সেই ভাগ্যই এতগুলি অনুগামীকে প্রেরণ করেছে—আপনাকে পরীক্ষা করার জন্য। অদৃষ্ট প্রবল, মানুষ বিত্ত বা শাস্ত্র দিয়ে তার বিধান খণ্ডন করতে পারে না। সে তার যথাসাধ্য চেষ্টা করতে পারে মাত্র। আপনারা এই অপ্রত্যাশিত অতিথিদের সেবার জন্য আপনাদের যথাসাধ্য করুন, সে-ই যথেষ্ট। এঁরা আপনার নিমন্ত্রিত নন, ভোগবিলাস-পরিপূর্ণ প্রাসাদেও বাস করতে আসেন নি। শারীরিক কষ্টের জন্য প্রস্তুত হয়েই এসেছেন। ওঁরাও খাদ্য সংগ্রহে উদাসীন থাকবেন না। শুনেছি মনস্বিনী দ্রৌপদী সুগৃহিণী, সংসার-কর্মের সকল দিকেই তাঁর তীক্ষ্ণ দৃষ্টি, তিনি পরিশ্রম-পরায়ণাও। মহারাজ, সুগৃহিণীর হস্তে সংসারের দায়িত্ব ন্যস্ত করার সুযোগ পাওয়াই মহা সৌভাগ্যের কথা। আপনি সেই সুদুর্লভ সৌভাগ্যের অধিকারী। আপনি অকারণেই ব্যস্ত ও চিন্তান্বিত হচ্ছেন। আপনার ভ্রাতাদের উপরেই মাংস প্রভৃতি খাদ্য সংগ্রহের ভার অর্পণ করুন, অতিথিদের আনুকূল্য গ্রহণ করতেও কুণ্ঠা বোধ করবেন না—দ্রৌপদী তাঁদের ভোজনের সুব্যবস্থা করবেন, আপনার অরণ্যবাস নিশ্চিত রূপেই নির্বিঘ্ন ও সুযাপিত হবে।'

যুধিষ্ঠির স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে বললেন, 'আমি ধন্য যে আপনি অযাচিত ভাবে এসে আমাকে নিশ্চিন্ত করলেন।'

শৌনক পুনশ্চ বললেন, 'আপনি বনবাস থাকাকালীন প্রত্যহ সূর্যস্তব করবেন। সূর্যই সকল শক্তির আদি কারণ, তিনি আপনাকে এই দুঃসময় উত্তরণের শক্তি দান করবেন।'...

সে রাত্রি অতিক্রান্ত হলে এঁরা প্রত্যূষেই আবার যাত্রা আরম্ভ করলেন। সেখানে থেকে পদব্রজে তিন দিনের পথ কাম্যক বন। হিংস্র শ্বাপদ ও বর্বর

রাক্ষস-সমান অরণ্যচারী কিছু মানুষ থাকা সত্ত্বেও ওঁরা সেই বনেই অবস্থান শ্রেয় বলে বোধ করলেন। শিকার-যোগ্য পশু অসংখ্য, অর্থাৎ খাদ্যের অভাব হবে না। তা ব্যতীত প্রয়োজন মতো সেখান থেকে আত্মীয় বান্ধব ও স্বজনদের সঙ্গে যোগাযোগ করা যাবে। রাজধানীর বার্তা পাওয়াও কঠিন হবে না।

সেই মতো তাঁরা কাম্যক বনেই গিয়ে বসবাসের যোগ্য পর্ণকুটিরাদি নির্মাণে ব্রতী হলেন। এ কাজে সমাগত অনুরক্তজনেরা প্রচুর সহায়তা করতে লাগলেন। ভীম ও অর্জুন যতদূর সম্ভব হিংস্র পশু ও হিংস্রতর মানুষ বধ ক'রে অরণ্যকে নিরাপদ ক'রে তুলতে লাগলেন।

এ পর্যন্ত বাসুদেবের সঙ্গে যোগাযোগ করা সম্ভব হয় নি, তাঁর সংবাদও পান নি এঁরা। মাসাধিককাল পরে অকস্মাৎই একদিন তিনি সদলবলে এসে উপস্থিত হলেন। ভোজ, বৃষ্ণি ও অন্ধক বংশীয়গণ তাঁদের এই দুর্দশার সংবাদ পেয়ে ব্যস্ত ও ব্যাকুল হয়ে সংবাদ নেওয়ার জন্য যাত্রা করছেন—ঠিক তার অব্যবহিত পূর্বে বাসুদেব শাল্ব বধ ক'রে প্রত্যাবৃত্ত হলেন এবং বিশ্রামের চেষ্টা মাত্র না ক'রে তন্মুহূর্তে তাঁদের সঙ্গ নিলেন। যাদবদের সঙ্গে আরও এসে মিলিত হলেন দ্রৌপদীর পিতৃগৃহের আত্মীয়গণ, শিশুপালের পুত্র চেদীরাজ ধৃষ্টকেতু এবং কেকয় রাজপুত্ররা।

পাণ্ডবদের দুরবস্থার সংবাদ শুনেই ওঁরা এসেছেন, তবু বোধ করি ঠিক এতখানি নিঃস্বতা, সর্বাঙ্গীণ দৈন্য ও ক্লেশ-ভোগের দৃশ্য দেখার জন্য প্রস্তুত ছিলেন না। সকলেই ক্রুদ্ধ ও ক্ষুব্ধ হয়ে উঠলেন।

কিন্তু সর্বাধিক উত্তেজিত দেখা গেল বাসুদেবকে। তিনি প্রচণ্ড রুষ্ট হয়ে যেন তৎক্ষণেই সর্বলোক দগ্ধ ও ধ্বংস করবেন—এইরূপ বোধ হ'তে লাগল। বললেন, 'রণভূমি দুরাত্মা দুর্যোধন দুঃশাসন কর্ণ ও শকুনির শোণিত-সিক্ত না হওয়া পর্যন্ত আমার শান্তি নেই। অনাবশ্যক বিলম্বে প্রয়োজনই বা কি? চল আমরা এখনই যুদ্ধযাত্রা ক'রে ওদের সবংশে সপরিজনে নিহত করি। পাণ্ডবদের তাদের স্বরাজ্যে প্রতিষ্ঠিত করি।'

বলদেব প্রভৃতি যাদবরা তো প্রস্তুতই, তবু তাঁর সেই কালানল-সন্নিভ ক্রোধবহ্নি প্রজ্বলিত দেখে একটু ভীতও হলেন। নিদারুণ ভীত বোধ করতে লাগলেন অন্যান্য ব্যক্তিরা।

অর্জুন তাঁকে শান্ত করার চেষ্টা ক'রে বললেন, 'বাসুদেব, আমরা পণে বদ্ধ—এখন যুদ্ধযাত্রা করলে প্রতিজ্ঞাভঙ্গের পাপ হবে, প্রজাদের চোখে আমরা লুব্ধ ও সেই কারণে হেয় প্রতিপন্ন হব। বিশেষ আর্য যুধিষ্ঠির মিথ্যাচারী বলে গণ্য হবেন। যুধিষ্ঠির তা কদাচ সহ্য করবেন না। এ কার্য সম্ভব হ'লে আমরা তন্মুহূর্তেই ঐ পাপিষ্ঠদের বধ করতাম। এই আয়ুক্ষয়কারী মনোক্ষোভ সহ্য করার কোন কারণ থাকত না। তুমি শান্ত হও, তুমি সর্বশক্তিমান, তুমি ক্রুদ্ধ হ'লে জগৎ-সংসার ধ্বংস হয়ে যাবে।'

শ্রীকৃষ্ণ বললেন, 'অর্জুন, তুমি আর আমি অভিন্নাত্মা। যুগযুগান্তর ধরে, জন্মজন্মান্তরে আমরা বন্ধু ও আত্মীয়। তোমার কেউ কোন অনিষ্ট বা ক্ষতি করলে সে ক্ষতি আমারই করা হয়। ওদের শাস্তি না হওয়া পর্যন্ত আমি শান্ত হতে পারব না।'

অর্জুন বললেন, 'কাল মনের মতোই প্রায় দ্রুতগামী, ত্রয়োদশ বর্ষ অতিবাহিত করা এমন কিছু কঠিন বা দুঃসাধ্য হবে না। তারপর তুমি ও আমি এই সমস্ত দুঃখের শোধ নেব। তুমি ততক্ষণ ধৈর্য ধরে থাক, আমি মিনতি করছি।'

যুধিষ্ঠির বিষণ্ণ বদনে বললেন. 'বাসুদেব, তোমার সঙ্গে পরিচয় হওয়া পর্যন্ত বিপদে সম্পদে তোমার উপদেশ পেয়ে আসছি। কখনও তোমার পরামর্শ উপেক্ষা করি নি। কিন্তু ভাগ্য এমনই বিরূপ যে এই ঘোর দুর্দিনে তোমার উপদেশ নির্দেশ থেকে বঞ্চিত হলাম। কোন রূপেই তোমার সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করা গেল না। আমি বায়ুগতি অশ্ব প্রেরণ করেছিলাম. সে বহু চেষ্টা ক'রেও তোমার অবস্থিতি-স্থান অবগত হতে পারল না। এতেই বোধ করছি আমাদের এ দুঃখ-ভোগ নিতান্তই অবধারিত অদৃষ্টলিপি।'

শ্রীকৃষ্ণ তখন তাঁর অভ্যস্ত অপূর্ব শব্দজাল-রচনা ও বর্ণনাকৌশলে তাঁর অনুপস্থিতির (একরূপ অজ্ঞাতবাসই বলা চলে) কারণ বিস্তার করলেন। শাল্ব যে কী পরিমাণ পাপাচারী ক্রূর ও নিষ্ঠুর, অকারণেই শত্রুতাবদ্ধ ; বাসুদেবের ইন্দ্রপ্রস্থ অবস্থানকালে কী ভাবে দ্বারকার উৎসাদন, পুরবাসীদের নিগ্রহ এবং অন্তঃপুরিকাদের অবমাননা করেছে ; তার বর্বর সৈন্যদল বালিকা-বয়স্কা নির্বিশেষে সম্ভ্রান্ত যাদব নারীদের সতীত্বনাশ ও তাদের উপর অকথ্য নির্যাতন করেছে—তার বাস্তব দৃশ্যমান বিবরণ দিয়ে বললেন, 'সে দানব বা পিশাচবৎ আচরণ ও দুরাচারের প্রতিফল না দেওয়া পর্যন্ত আমি গৃহে প্রত্যাবর্তন বা বিশ্রাম করব না এই প্রতিজ্ঞা ক'রেই দ্বারাবতী থেকে নিষ্ক্রান্ত হয়েছিলাম। অপর কোন যোদ্ধা বা শূর হ'লে আমার বিলম্ব হ'ত না—কিন্তু শাল্ব মায়াবী, কূটকৌশলী, শৌর্য বা যুদ্ধরীতিতে অবিশ্বাসী ; উদ্দেশ্যসিদ্ধির জন্য কোনো অনাচার বা ঘৃণ্য পন্থা অবলম্বনেই দ্বিধাবোধ করে না। সে দক্ষ যান্ত্রিকও. সে এমন এক নভোচর যান নির্মাণ করেছিল—ভূমিতলে এমন কি জলেও যার অবাধ গতি। তার সৈন্যদের নিগৃহীত বা পরাজিত করা কঠিন হয় নি কিন্তু সে দুরাত্মাকে বধ করতে আমার বহু কালক্ষয় হয়েছে। সে নানাবিধ মায়া বিস্তার ক'রে আমাকে বহু দূরে সাগরতীরবর্তী নির্জন প্রদেশে নিয়ে গিয়েছিল. সেখানে সমুদ্রের উপর শূন্যে অবস্থিত সৌভবিমানে আত্মগোপন ক'রে অদৃশ্য থেকে অবিরাম অস্ত্র বর্ষণ করতে লাগল। আমার বিখ্যাত শার্ঙ্গধনু থেকে নিক্ষিপ্ত অস্ত্রও অত ঊর্ধ্বে তার বিমান স্পর্শ করতে পারল না। তখন আমি উগ্র ভয়ঙ্কর ও সুদূরগামী অস্ত্র সকল প্রয়োগ করলাম। তার বিমান নগরীর তুল্য বৃহৎ, দুর্গের ন্যায় সুদৃঢ় কিন্তু আমার সেই সকল অস্ত্রাঘাতে তার অনেকাংশ বিনষ্ট হ'ল এবং ওপক্ষের বহু যোদ্ধা আর্তনাদ করতে করতে মহার্ণবে নিপতিত হ'ল।'

শ্রীকৃষ্ণের বর্ণনা-কৌশলে সকলে মুগ্ধ, চিত্রার্পিতবৎ এই কাহিনী শুনছিলেন, তিনি এখন ঈষৎ এক মুহূর্ত দূরাবস্থিতা পাণ্ডবমহিষীর দিকে তাকিয়ে নিয়ে পুনশ্চ কাহিনীর সূত্র অবলম্বন করলেন. 'এবার ঐ দুরাত্মা দানব অন্য কৌশল অবলম্বন করল। বোধ হয় পূর্বেই সে এ পরিস্থিতির জন্য প্রস্তুত হয়ে ছিল, উগ্রসেনের এক ভৃত্যকে প্রচুর উৎকোচে বশীভূত

ক'রে তাকে এই কুকার্যে প্রবৃত্ত করেছিল, সে ব্যক্তি আমাকে এসে সংবাদ দিল যে বসুদেব নিহত হয়েছেন, যাদব-প্রধানগণ অধিকাংশই বন্দী এবং দানব সৈন্যরা দ্বারকা অধিকার করেছে। আমি যেন অবিলম্বে সেখানে প্রত্যাবর্তন করি। লোকটি আমার পরিচিত, পুরাতন সেবক। সুতরাং স্বাভাবিক ভাবেই আমি বিহ্বল হয়ে পড়লাম। কিন্তু কাল যখন পূর্ণ হয় তখন নিয়তি দুর্মতি রূপে আত্মপ্রকাশ করে। অতি কৌশল ও অধিক ব্যগ্রতাই শাল্বর নিয়তি রূপে তার বিনাশে অগ্রসর হ'ল, সহসা দেখলাম আমার পিতা বসুদেব হস্তপদ প্রসারিত ক'রে বিমান থেকে সমুদ্রে নিপতিত হচ্ছেন। তখনই বুঝলাম এ মায়া, মিথ্যা। নিশ্চয়ই নিষ্ঠুর ক্রূর শাল্ব বসুদেবের ছদ্মবেশ ধারণ করিয়ে কোন অনুচরকে এই ভাবে নিক্ষেপ করল—নিশ্চিত মৃত্যুমুখে। বসুদেব দ্বারকায় নিহত হ'লে সে দেহ এ বিমানে আসবে কিরূপে ? তখন আমি—এ পাপকে অধিকতর অগ্রসর হতে দেওয়া উচিত নয় এই বোধেও বটে—এবং অতিমাত্রায় ক্রুদ্ধ হয়েও—সাক্ষাৎ কৃতান্ত-তুল্য আমার মন্ত্রঃপূত সুদর্শন চক্রাস্ত্র ত্যাগ করলাম। সে অস্ত্র তৎক্ষণাৎ প্রলয়-কালীন সহস্রগুণতেজসম্পন্ন সূর্যের ন্যায় গগনপথে উত্থিত হয়ে ক্রকচ* যেভাবে কাষ্ঠকে বিদারিত করে সেইভাবেই বিশাল সৌভবিমানকে দ্বিখণ্ডিত ও শাল্বকে বধ করল। সেই অবিশ্বাস্য নিদারুণ ঘটনা প্রত্যক্ষ করার পর ওর পাপ অনুচরদের আর মনোবল রইল না। তারা ভীত হয়ে—করাল মৃত্যু তাদের পশ্চাতে ধাবমান এই কল্পনায় হাহাকার করতে করতে পলায়ন করল।'

শাল্বের সঙ্গে যুদ্ধের এই লোমহর্ষক বিবরণ সমাপ্ত ক'রে বাসুদেব বললেন, 'এই কারণেই আপনার দূত আমার কাছে উপস্থিত হতে পারে নি। আমিও সংবাদ পেলে অবশ্যই আপনাকে নিবৃত্ত করতাম। শেষ পর্যন্ত, প্রয়োজন হ'লে বলপ্রয়োগ করেও এ কপট ক্রীড়া বন্ধ করতাম।...সবই দৈব। এক্ষণে যা ঘটবার তা তো ঘটেই গিয়েছে, আপনার অঙ্গীকৃত স্বীকৃত পণের ত্রয়োদশ বর্ষ অতিবাহিত হ'লে যে ভয়ঙ্কর কাণ্ড সংঘটিত হবে--তা বহু-কাল পর্যন্ত পাপীদের মনে ত্রাসের কারণ হয়ে থাকবে।'

পাণ্ডবদের আশ্বস্ত ও তাঁদের গোপন অভিমান প্রশমিত ক'রে বাসুদেব নত বদনে পাঞ্চাল-তনয়ার কাছে এসে ওঁরই অজিনাসনের একপার্শ্বে উপ-বেশন করলেন।

দ্রৌপদী এতক্ষণ স্থির ও নীরব হয়ে ছিলেন।

শ্রীকৃষ্ণের অত্যাশ্চর্য শাল্বনিগ্রহ বিবরণ উপস্থিত সকল শ্রোতাকে অভিভূত করলেও—মনে হ'ল তাঁর সেই অপূর্ব বর্ণনা-কৌশল দ্রুপদ-নন্দিনীকে বিশেষ বিচলিত করতে পারে নি। বরং অতিসূক্ষ্ম এক হাস্য-রেখা ওঁর অধরোষ্ঠে আবদ্ধ থেকেও এক ধরনের কৌতুকানুভূতিই প্রকাশ করছিল।

এবং—অপাঙ্গদৃষ্টিনিক্ষেপকারী সে ঈশ্বরাত্মা কথকও সে সম্বন্ধে অন-বহিত ছিলেন না। নত দৃষ্টি সেই কারণেই। বালকের কৌশল অবলম্বনের

* করাত।

* এখানে তার সারমর্ম মাত্র দেওয়া গেল।

স্থূল প্রচেষ্টা অভিভাবকের কাছে স্পষ্ট হয়ে পড়ার অপ্রতিভতার মতোই একটু সলজ্জ হাসিও ফুটে উঠেছিল বোধ করি বিশ্ববিমোহন তাঁর সে মুখে।

দ্রৌপদী এই নিভৃত ক্ষণটিরই অপেক্ষা করছিলেন।

বাসুদেব মৃদু স্বরে 'প্রিয় সখী' বলে সম্বোধন করতেই তিনি সক্ষোভে সরোদনে বলে উঠলেন, 'লোকে বলে তুমি সর্বভূতের ঈশ্বর, সর্বজ্ঞ সর্বত্র বিরাজমান। তুমি আমাকে সখী সম্বোধন করেছ সেই অভিমানেই আমার মনোদুঃখ তোমাকে নিবেদন করছি। আমি বিশ্বত্রাস মহাবল পাণ্ডবদের ভার্যা, তোমার প্রিয়সখী, অনলাত্মা ধৃষ্টদ্যুম্নের ভগ্নী—তৎসত্ত্বেও দুঃশাসন আমাকে অনায়াসে কুরুসভায় টেনে নিয়ে গেল। একমাত্র-বস্ত্র শোণিতাক্ত, সেই অবস্থার কথাও কেউ চিন্তা করল না। লজ্জায় ক্ষোভে রোষে কম্পমানা আমাকে দেখে ধৃতরাষ্ট্রের দুর্মতি পুত্রগণ কৌতুকহাস্য করল এবং নানাবিধ কদর্য ইঙ্গিত করতে লাগল। পাঞ্চাল ও বৃষ্ণি বংশ জীবিত থাকতেও এ দুর্গতি রোধ হ'ল না! ধার্তরাষ্ট্রেরা নির্ভয়ে আমাকে দাসীরূপে সম্ভোগ করতে চাইল। সে সময় তোমার সুদর্শন কোথায় ছিল? কোথায় ছিল তোমার এ আস্ফালন ও মহাবীর্য?...ধিক্ তোমার সে দৈব অস্ত্র, ধিক্ ভীমসেনের গদা, ধিক্ অর্জুনের গাণ্ডীব ধনু! তাঁদের ধর্মপত্নীকে নীচজনে পীড়ন করতে লাগল, তাঁরা স্থাণুবৎ বসে নিরীক্ষণ করতে লাগলেন। দীনতম প্রজার কুলনারীর মর্যাদা রক্ষা করাও রাজার কর্তব্য—তাই না? স্বামী দুর্বল হ'লে স্ত্রীকে রক্ষা করার জন্য প্রাণ দেয়—গুরুজনদের মুখে শুনেছি এ-ই সনাতন ধর্ম! ধর্মরাজ নামে খ্যাত আমার স্বামী আমাকে রক্ষা করার কোন চেষ্টাই করলেন না। সকলের সামনেই দুঃশাসন আমার কেশাকর্ষণ করল, বিবস্ত্র করতে চাইল! সেই দিনই বুঝেছি আমার কেউ নেই।'*

শ্রীকৃষ্ণ এবার মুখ তুলে এক প্রকারের গভীর দৃষ্টি দ্রৌপদীর দৃষ্টিতে নিবদ্ধ করলেন। বললেন, 'মনস্বিনী, তুমি যাদের উপর ক্রুদ্ধ হয়েছ, তারা ইতিমধ্যেই মৃত্যুপুরীর দ্বারপথে পৌঁছে গেছে। সাক্ষাৎ যমরাজ ইচ্ছা করলেও আর তাদের রক্ষা করতে পারবেন না। তোমার এক এক বিন্দু অশ্রু কৌরব রমণীদের সহস্র বিন্দু অশ্রুর কারণ হয়ে রইল। আমি এই সত্য প্রতিজ্ঞা করছি তুমি আবার পূর্ণ গৌরবে ভারত-সম্রাজ্ঞী রূপে সিংহাসনে উপবেশন করবে। যদি আকাশ ভূলুণ্ঠিত হয়, হিমালয় চূর্ণ হয়, পৃথিবী ধূলিকণায় পরিণত হয়, সমুদ্র মরুভূমি হয়ে যায় তথাপি আমার বাক্য মিথ্যা হবে না।'

দ্রৌপদীও স্থির নিশ্চল দৃষ্টিতে তাঁর চোখের দিকে চেয়ে থেকে ধীরে ধীরে বললেন, 'বাসুদেব, তুমি আর যার মনেই প্রতীতি সঞ্চার ক'রে থাকো,

---

* মৃদুভাষিণী কৃষ্ণা পদ্মকোষতুল্য হস্তে মুখ আবৃত ক'রে সরোদনে বললেন, 'মধুসূদন, আমার পতি নেই, পুত্র নেই, বান্ধব ভ্রাতা পিতা নেই—তুমিও নেই। ক্ষুদ্রেরা আমাকে নির্যাতিত করেছে, তোমরা শোকশূন্যের ন্যায় তা উপেক্ষা করেছ। তখন কর্ণ যে আমাকে উপহাস করেছিল সেই দুঃখও আমার দূর হচ্ছে না। কেশব আমার সঙ্গে তোমার সম্পর্ক আছে, তোমার যশোগৌরব আছে, তুমি সখা ও প্রভু (নিগ্রহ অনুগ্রহ সমর্থ)—এই চার কারণে আমাকে রক্ষা করা তোমার উচিত।' [মহাভারত রাজশেখর বসু]

যত শব্দঝঙ্কারগুঞ্জিত অপূর্ব বাগ্‌জালই বিস্তার করো—আমাকে প্রতারিত করতে পারবে না, পারো নি। আমি জানি তোমার ইচ্ছা ছাড়া কিছুই হয় নি, তোমার অজ্ঞাতসারে এ সব ঘটনা ঘটে নি। তুমি ইচ্ছাপূর্বক দূরে গিয়েছিলে। আমার বিশ্বাস তুমি আমার এই দুর্গতিতে তৃপ্ত হয়েছ। সত্য ক'রে বলো।'

'হ্যাঁ, তা হয়েছি।' নির্দ্বিধায় উত্তর দিলেন শ্রীকৃষ্ণ. 'তোমার কাছে গোপন করব না। এর প্রয়োজন' ছিল।'

দ্রৌপদীর অনুমানই সত্য প্রতিপন্ন হ'ল, তবু বোধ হ'ল এ উত্তরের জন্য তিনি প্রস্তুত ছিলেন না। সবিস্ময়ে বলে উঠলেন, 'প্রয়োজন ছিল? প্রয়োজন! আমার এই দুঃসহ কষ্টের এই অবর্ণনীয় লাঞ্ছনার প্রয়োজন ছিল? এই অকারণ অঘটিতপূর্ব অবমাননার? তার অর্থ? আমি কি অপরাধ করলাম?'

বাসুদেব হাসলেন, বহুপরিচিত সেই মধুর দুর্জ্ঞেয় হাসি। বললেন. 'প্রিয়সখী, রথ যখন বন্ধুর উপলাস্তৃত পথে ধাবিত হয়, তখন পথের কর্কশ প্রস্তরে ঘর্ষিত হয়ে তার চক্র-যুগলের কত ক্লেশ হয় ভাবো দেখি! তাদের লৌহ-বেষ্টনীও প্রতিমুহূর্তে ক্ষয় পেতে থাকে। সে তীব্র দ্রুত ঘর্ষণে যে বহ্নিস্ফুলিঙ্গ নিক্ষিপ্ত হয় দুই দিকে—তাতে কত না কীটপতঙ্গাদি দগ্ধ হয়। এদের অপরাধ কি বলতে পারো? যাত্রার প্রয়োজন সেই চিন্তাটাই রথী-সারথির মনে অগ্রগণ্য হয়ে থাকে, রথ কিংবা তার নেমি কি চক্রের কথা কে মনে রাখে? অশ্বদের শষ্যশষ্প দেয়. পানীয় দেয়—মধ্যে মধ্যে বিশ্রাম করায়—সেও ঐ যাত্রারই উদ্দেশ্যসিদ্ধির জন্য, অশ্ব সুস্থ না থাকলে রথ আকর্ষণ করবে কে? চক্র একেবারে ভগ্নদশা প্রাপ্ত হলে সেখানে অপর চক্র সন্নিবিষ্ট করে—তার পূর্ব পর্যন্ত চক্রের অস্তিত্বই কি কারও মনে থাকে?'

'তুমি আমাকে সামান্য রথচক্রের সঙ্গে তুলনা করলে?'

দ্রৌপদী সাভিমানে ক্ষুণ্ণস্বরে প্রশ্ন করলেন।

শ্রীকৃষ্ণের দুই নেত্র তখন অর্ধ নিমীলিত হয়ে গেছে. গম্ভীর গদগদ কণ্ঠে তিনি উত্তর দিলেন, 'সাধ্বী, মহাকালের বিজয়রথ ধাবিত হয়েছে তুমি দেখতে পাচ্ছ না, আমি প্রত্যক্ষ করছি। তুমি তার চক্রও নও। অতি ক্ষুদ্র অংশ মাত্র। শুভ বুদ্ধি ও দৃঢ় সংকল্পই তার দুই চক্র। তবে যে বিরাট উদ্দেশ্যে এই মহান যাত্রা, তাতে সে রথের ক্ষুদ্রতম অংশ হওয়াও গর্বের কথা। ভামিনী, দুঃখ-লাঞ্ছনা তো তুচ্ছ—তোমার প্রাণ নিলেও যদি সে উদ্দেশ্য সাধিত হয়—তা নিতেও মুহূর্ত-মাত্র দ্বিধা করব না।'

বলতে বলতে তাঁর অনিন্দ্যসুন্দর মুখমণ্ডল এক অবর্ণনীয় দীপ্তিতে উদ্ভাসিত হয়ে উঠল। সেদিকে চেয়ে থাকা যায় না—মুগ্ধ বিস্ময়ে কিছুটা বা শঙ্কিতভাবে চেয়ে থাকার চেষ্টা ক'রে দ্রৌপদী বললেন, 'কী সে বিরাট মহান উদ্দেশ্য তা জানবারও কি অধিকার নেই আমাদের? শুধুই পিষ্ট হব. ঘর্ষিত হব—হয়ত বা বিনষ্ট হব?'

'না। এ আমার সাধনা—সাধনার কথা গোপন রাখতে হয়। উদ্দেশ্য সিদ্ধ হলে সমগ্র বিশ্ববাসীই তা জানবে, অনুভব করবে—সে সময় তুমিও জানবে। হয়ত আরও বিস্তর দুঃখের মূল্যেই তা জানতে হবে। কিন্তু উপায় কি?'

তারপর যেন কিছুটা সহজ হবার স্বাভাবিক হওয়ার চেষ্টাতেই ঈষৎ

কৌতুক-স্নিগ্ধ দৃষ্টিতে দ্রৌপদীর মুখের দিকে চেয়ে বলেন, 'এই যে রথে চ'ড়ে অরণ্যময় বন্ধুর পথে এসেছিলে—তখন তুমি কি চক্রের, অশ্বের বা রথের অনুমতি নিয়েছিলে? শোন দ্রৌপদী, একটা কথা তোমাকে বলতে পারি, আমিও এই নির্মম মহা-যাত্রার প্রয়োজনেই এসেছি. আমার এ তপস্যা বা সাধনাও তাই পূর্বনির্দিষ্ট। আমিও যন্ত্র, যন্ত্রী নই। নইলে কংসের কারাগারে জন্মগ্রহণ ক'রে জীবনের সেই প্রথম দণ্ডেই জাতিভেদের সংস্কার ছিন্ন করতে হবে কেন? ক্ষত্রিয়-পিতা বসুদেব কারাগৃহের দ্বার উন্মুক্ত পেয়েও পলায়ন করতে বা কোন ক্ষত্রিয় গৃহে রাখতে সাহস করেন নি কেন? কেন বৈশ্যের অন্নে প্রতিপালিত হবার জন্য গোপগৃহে রেখে এলেন? কিশোর বয়সে একাকী, নিরস্ত্র—সেই কংসকে বধ করার সাহস পেলাম কি রূপে? অলস, আসবাসক্ত স্বভাবভীত যাদবদের সংহত ক'রে সুধমাত্র সহাশক্তির দ্বারা অষ্টাদশবার জরাসন্ধের প্রচণ্ড শক্তি প্রতিহত করার প্রেরণা কে দিল আমাকে? নিতান্ত বালক বয়সে ইন্দ্রের স্বেচ্ছাচারিতার প্রতিবাদ ও প্রতিকার করার শক্তি পেলাম কেমন ক'রে? মাত্র দুটি লোক নিয়ে জরাসন্ধের পুর-প্রবেশ করলাম কোন্ অদৃশ্য শক্তির ইঙ্গিতে?......পাঁচটি তরুণ অনভিজ্ঞ ভিক্ষুক রাজনন্দিনীকে লাভ ক'রে অত্যল্পকাল মধ্যে সমগ্র ভারতের সম্রাট-রূপে, একছত্র অধিপতিরূপে স্বীকৃত হলেন—এর মধ্যে কি সেই বিশ্বচিন্তা, নিয়তি বা মহাকালের অদৃশ্য হস্ত দেখতে পাও নি? আজ সেই নিয়তিই যদি অকথ্য লাঞ্ছনার আয়োজন ক'রে থাকেন, সেই মহারাজচক্রবর্তীদের অরণ্য-বাসী ভিক্ষুকে পরিণত করেন আবার—তাতে বিস্মিত কি ক্ষুব্ধ হও কেন? শুধু জোড়-করে নিমীলিত নেত্রে তাঁর বিরাট ইচ্ছার কাছে মাথা নত করো, ভীষণা নির্বৃতিকে প্রণাম ক'রে তাঁর দ্বারা পিষ্ট দলিত হবার তাঁর প্রয়োজনে প্রাণ দেবার জন্য প্রস্তুত হও।'

॥ প্রথম পর্ব সমাপ্ত ॥

পাঞ্চজন্য
দ্বিতীয় খণ্ড
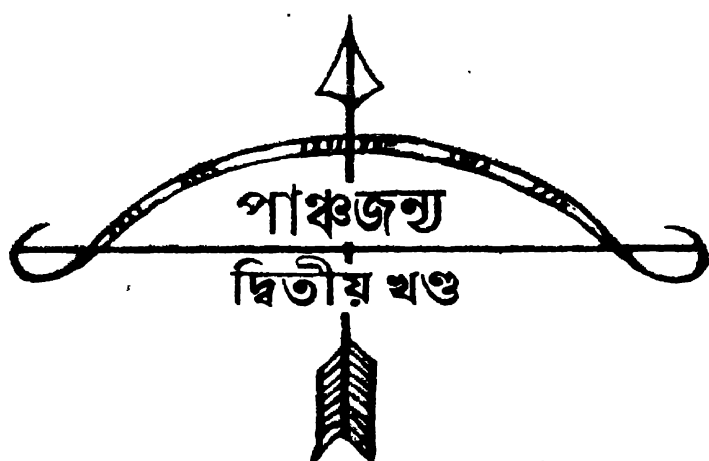
উৎসর্গ

রামকৃষ্ণ মঠ মিশনের প্রবীণ সন্ন্যাসী

পরম পূজনীয়

স্বামী রঘুবরানন্দজীর

করকমলে

॥ ১ ॥

বাসুদেব শ্রীকৃষ্ণ তাঁর বক্তব্য অতি শান্ত ও স্বাভাবিক ভাবেই বললেন, বক্তব্যের গুরুত্ব হিসেবে অতি সংক্ষেপেও—কিন্তু তাতেও সে সভা কিছুকালের জন্য নিশ্চল ও নিস্তব্ধ হয়ে গেল।

যুধিষ্ঠির দীর্ঘদিন যাবৎ তাঁদের জীবনের সকল সংকটকালে বাসুদেবের উপদেশ নির্দেশ পরামর্শে অভ্যস্ত হয়ে গেছেন, এক্ষেত্রেও নিরুপায় বিমূঢ়তায় তাঁরই মুখাপেক্ষী হবেন, এ স্বাভাবিক। তিনি দ্রুপদ-পুরোহিতের দৌত্য, সঞ্জয়ের প্রতিদৌত্য, তাঁদের অভিলাষ ও আশার বিবরণ জানিয়ে বাসুদেবের দিকেই জিজ্ঞাসুনেত্রে চেয়েছিলেন। কিন্তু তবু ঠিক এ উত্তর ও আশ্বাস আশা করেন নি।

শ্রীকৃষ্ণ বললেন, 'রাজাধিরাজ, সঞ্জয়-দৌত্যের বিবরণ আমি পূর্বেই অবগত হয়েছি। আপনার অভিপ্রায় ও বক্তব্যও শুনলাম। আপনার মন ও বুদ্ধি চিরদিনই ধর্মকে আশ্রয় ক'রে আছে, আজও তা থেকে আপনি বিচ্যুত হতে চান নি, সে আচরণ আপনার মর্যাদা বৃদ্ধিরই অনুকূল। কিন্তু অপরপক্ষের মতি কেবল শত্রুতারই অনুবর্তন করছে। তারা বিনা আয়াসে অপরিমাণ ঐশ্বর্য ও প্রভূত শক্তি লাভ করেছে, তাদের লুব্ধতা বেড়েই যাবে এও স্বাভাবিক। তারা বিনাযুদ্ধে কিছুই প্রত্যর্পণ করবে না। বিশেষ ইতি-মধ্যেই তারা যে রকম বলসঞ্চয় করেছে, ভীষ্ম দ্রোণ কৃপাচার্য প্রভৃতি বীরগণ তো তাদেরই বেতনভুক—তারা একটু স্পর্ধিত ও জয় সম্বন্ধে নিশ্চিত হয়েছে, তাতেও সন্দেহ করার কোন কারণ নেই। তেমনি আপনার পক্ষেও দীনতা প্রকাশের কোন হেতু নেই। ক্ষত্রিয়ের পক্ষে সন্ন্যাসগ্রহণ বা ভিক্ষাজীবী হওয়া অধর্মাচরণ বলেই গণ্য হয়। দীনভাব অবলম্বন ক'রে জীবনাতিপাত করা আপনার পক্ষে অকর্তব্যও। আপনি সমুচিত বিক্রম প্রকাশ ক'রে বৈরীনাশ ও নিজ রাজ্য পুনরধিকার করুন। উদ্যোগ আয়োজন সেইভাবেই চলতে থাকুক—তবে আপনার মনোভাবের প্রতি সম্মান প্রদর্শনের জন্যই আমি নিজেই আর একবার কৌরবসভায় যাবো সন্ধির প্রস্তাব নিয়ে। তবে তাতে শত্রুমনোভাবের বিশেষ পরিবর্তন হবে, এমন আশা রাখবেন না।'

আলোচনা বা মন্ত্রণা-সভা বসেছিল পাণ্ডবশিবিরে। মৎস্যদেশের এক প্রান্তে উপপ্লব্য নগর—এইখানেই আপাতত পাণ্ডবরা বাস করছেন। মৎস্য-রাজ বিরাটই এই ব্যবস্থা করেছেন, রাজচক্রবর্তীর পক্ষে অপর রাজ্যের রাজধানীতে বা তাঁদের প্রাসাদে বাস করা মর্যাদাহানিকর। সেটা বুঝেই, অভিমন্যুর বিবাহের পূর্বেই বিরাট এখানে ওঁদের বসবাসের ব্যবস্থা ক'রে দিয়েছেন। বিরাট-দুহিতা উত্তরার সঙ্গে সুভদ্রাতনয় অভিমন্যুর বিবাহোৎসবও এখানেই সম্পন্ন হয়েছে। বিরাট আসন্ন প্রয়োজন বুঝে হস্তী অশ্ব রথ—যৌতুক হিসাবে এই সবই বেশী দিয়েছেন। তাঁদের আত্মপ্রকাশের

সংবাদ পেয়ে চারিদিক থেকে পাণ্ডবদের আত্মীয়, কুটুম্ব, বান্ধব ও শুভানুধ্যায়ীরাও এখানেই সমবেত হয়েছেন। ফলে কিছুদিন পূর্বেকার কণ্টকগুল্ম-আচ্ছাদিত প্রস্তরাকীর্ণ রুক্ষ প্রান্তর জনসমাকীর্ণ ও পাণ্ডবশক্তির কেন্দ্রবিন্দুতে পরিণত হয়েছে।

কৌরবদের সঙ্গে পাণ্ডবদের, অথবা বলা উচিত, যুধিষ্ঠিরের সঙ্গে শঠ সৌবলের দ্বিতীয়বারের দ্যূতক্রীড়ায় শর্ত ছিল—যাঁরা পরাজিত হবেন, তাঁরা সপরিবারে রাজ্য, রাজশক্তি ও সম্পদাদি সমস্ত ত্যাগ ক'রে দ্বাদশ বৎসরের জন্য অরণ্যবাস করবেন এবং তার পরও এক বৎসর অজ্ঞাতবাস করবেন। এইখানেই পণের সমাপ্তি নয়—আরও শর্ত ছিল। এই ত্রয়োদশ বৎসর-মধ্যে তাঁদের অবস্থিতির সন্ধান পাওয়া গেলে পুনশ্চ দ্বাদশ বৎসর বনবাস করতে হবে।

যুধিষ্ঠির যে আবারও পরাজিত হবেন সে তো প্রায় পূর্বনির্ধারিত ভাগ্যের মতোই অবধারিত ছিল। সুতরাং পাণ্ডবদেরই অজিন-চর্ম সম্বল ক'রে বনে যেতে হয়েছিল। তারপর—সে দ্বাদশ বৎসর অতিক্রান্ত হলে—তাঁরা যুধিষ্ঠিরের এককালীন বয়স্য, প্রাক্তন সূপকার, অশ্বপাল,—ইত্যাদি পরিচয়ে বিভিন্ন সময়ে—মৎস্যরাজসভায় এসে কর্মপ্রার্থনা করেছিলেন ও তা পেয়েও ছিলেন। দ্রৌপদী এসে সৈরিন্ধ্রী* পরিচয়ে মহিষীর সহচরীরূপে কর্মগ্রহণ করলেন। বললেন, তিনি পাণ্ডবমহিষী কৃষ্ণার সেবিকা ছিলেন, প্রসাধনকর্মে নিযুক্ত থাকতেন ও অবসর সময় কাব্যপাঠ কৌতুককাহিনী-বর্ণনা ইত্যাদি দ্বারা মনোরঞ্জন করতেন। ভীম বল্লভ নামে রন্ধনশালায়, নকুল গ্রন্থিক নামে অশ্বশালায় ও সহদেব তন্ত্রিপাল নামে রাজার গোশালায় অধ্যক্ষ নিযুক্ত হলেন। অর্জুন অলঙ্কার ইত্যাদির দ্বারা ভূষিত হয়ে নপুংসক এই পরিচয়ে রাজঅন্তঃপুরের নৃত্যশিক্ষক নিযুক্ত হলেন, নাম বললেন বৃহন্নলা। তার পূর্বে তাঁরা সারথি, পাচক, পরিচারিকা ইত্যাদি সহ পুরোহিত ধৌম্যকে রাজা দ্রুপদের কাছে প্রেরণ করেছিলেন। সেই সঙ্গে পাঠিয়েছিলেন তাঁদের অগ্নিহোত্র বা যজ্ঞাগ্নি। সেইখানে তাঁদের প্রতিনিধিরূপে ধৌম্যই প্রতিদিন যজ্ঞ করবেন। রথ ও সারথিদের নিয়ে ইন্দ্রসেন দ্বারকায় চলে গেল।

পাঞ্চাল গমনের পূর্বে ধৌম্য এঁদের রাজকর্মচারীদের যোগ্য আচরণ সম্বন্ধে যে অমূল্য উপদেশ দিয়েছিলেন, সেগুলি মন দিয়ে শুনে তার গুরুত্ব অনুভব ক'রে সেই মতো চলায় এঁদের কোন অসুবিধা হয় নি।**

---

* উচ্চস্তরের পরিচারিকা, যাঁরা কেবল রন্ধনাদি ও প্রসাধনে সাহায্য করেন, কোন নীচকর্ম করেন না। কতকটা সখী বা সহচরীর মতো বাস করেন।

** 'যতই প্রিয়পাত্র হও, কখনও সেই অহঙ্কারে রাজার যান, বাহন, আসন ও শয্যা ব্যবহার করতে যেও না। রাজা জিজ্ঞাসা না করলে কখনও উপদেশ বা পরামর্শ দিও না। রাজসকাশে যথাযথ শ্রদ্ধা প্রদর্শন করে মৌন থাকাই বিধেয়। কখনও রাজপ্রণয়িনীর সঙ্গে অন্তরঙ্গতা করতে যেও না। যারা রাজার অহিতাচারী ও শত্রু, কখনও তাদের সঙ্গে মিত্রতা করবে না বা একান্তে কথোপকথন করবে না। অতি সাধারণ কাজও রাজার অনুমতি নিয়ে করবে। রাজার পুত্র ভ্রাতা বা মন্ত্রীও রাজার মর্যাদা লঙ্ঘন করলে রাজা তাদের ক্ষমা করেন না। মিথ্যা কথা বলো না, রাজাকে একদিকে দেবতা অপরদিকে সাক্ষাৎ অগ্নির মতো জ্ঞান করবে। তিনি যে কাজে নিয়োগ করবেন, তা যত তুচ্ছ বা অবমাননাকরই হোক—অভিমান,

অশান্তি কিছু হয়েছিল কৃষ্ণাকে নিয়েই। রাজশ্যালক কীচক ছিলেন অতিশয় ক্ষমতাশালী ব্যক্তি, প্রকৃতপক্ষে তিনি এ দেশের শাসকের শাসক ছিলেন; তিনি কৃষ্ণার রূপ দেখে হিতাহিতজ্ঞান হারিয়ে ওঁকে সম্ভোগ করতে চেয়েছিলেন, বাধা পেয়ে রাজার সম্মুখেই ওঁকে অপমান এমন কি পদাঘাত পর্যন্ত করতে দ্বিধা করেন নি। অসহায় রাজা তাতে বাধা দিতে পারেন নি, শেষে ভীমসেনই একদা অবগুণ্ঠনবতীরূপে অন্তঃপুরে এসে তাঁকে বধ করে দলা পাকিয়ে সে আপদ দূর করেন।

অধিকতর অশান্তির কারণ হয়েছিলেন কৌরবরাই। কিন্তু একবারের অভিজ্ঞতা থেকে শিক্ষালাভ করবেন কি লজ্জা পাবেন—বিধাতা যেন সে ধাতুতে গঠন করেন নি ওদের। পাণ্ডবরা বনে অশেষতর ক্লেশ অনুভব করেছেন তা সহজেই অনুমেয়। তবু তাঁদের দুর্দশা চোখে না দেখা পর্যন্ত যথেষ্ট তৃপ্তিলাভ হচ্ছিল না। মহারাজচক্রবর্তী অজিনধারী হয়ে তৃণশয্যায় শয়ন করছেন—এই দৃশ্য দেখার জন্য তাঁরা অধীর হয়ে উঠলেন। পাণ্ডবরা সে-সময় দ্বৈত বনে এসে বাস করছিলেন, নিকটেই কৌরবদের ঘোষপল্লী। গো গণনার নাম ক'রে মিথ্যা বলে ধৃতরাষ্ট্রের অনুমতি নিয়ে সেই বনে গিয়েছিলেন। কিন্তু দৈব বিরূপ, সেই দিনই পর্বতবাসী গন্ধর্বরা এসেছিলেন সেখানে, অরণ্য-বিহার করতে। এ'রা যেমন শক্তিশালী তেমনি মায়াযুদ্ধে নিপুণ। গন্ধর্বরা প্রথমে নিষেধ করেছিলেন, বলেছিলেন, অরণ্যান্তরে যেতে, কিন্তু নিজেদের শক্তি সম্বন্ধে অতিমাত্রায় নিশ্চিত মদোদ্ধত কৌরবরা তাতে কর্ণপাত করেন নি, ফলে যুদ্ধ। কর্ণ যুদ্ধে যৎপরোনাস্তি লাঞ্ছিত ও আহত হয়ে অপরের রথ আশ্রয় ক'রে পলায়ন করতে বাধ্য হলেন, দুর্যোধন প্রভৃতি সকলেই গন্ধর্বদের হাতে পরাজিত ও বন্দী হলেন।

তখন অবশিষ্ট ভীত সৈন্যরা, অপরাপর ভৃত্য, বারাঙ্গনা ও মন্ত্রীদের দল এসে পাণ্ডবদের শরণাপন্ন হলেন। সংবাদ শুনে ভীমসেন প্রথমটায় উল্লসিত বোধ করেছিলেন, 'আমাদের কাজ গন্ধর্বরাই সম্পন্ন করল' বলে আনন্দ প্রকাশ করেছিলেন কিন্তু যুধিষ্ঠিরের তিরস্কারে তাঁর জ্ঞান হ'ল। যুধিষ্ঠির বললেন, 'জ্ঞাতিদের মধ্যে কলহ বিবাদ হয় সে স্বতন্ত্র কথা, সে বিবাদের মীমাংসা নিজেদের মধ্যে হওয়াই বাঞ্ছনীয়। কিন্তু এখানে কুলমর্যাদার প্রশ্ন। বহিশত্রুর কাছে তাদের লাঞ্ছনার অর্থ আমাদেরই লাঞ্ছনা। দুর্যোধন যা-ই করুন, একই বংশের সন্তান আমরা, সে কথা বিস্মৃত হয়ো না। বিশেষ

কোপ ত্যাগ ক'রে সাবধানে করবে। প্রভু নিযুক্ত কার্যের ফলাফল, কোন সংবাদ বা পরামর্শ জানতে চাইলে যা প্রিয় ও হিতকারী তাই বলবে, দুটির একত্র সংঘটন অসম্ভব হলে যা হিতকারী তাই বলবে। বাকসংযম অভ্যাস করবে, রাজার দক্ষিণ বা বাম ভাগে বসবে—পশ্চাৎভাগ দেহরক্ষীদের জন্য নির্দিষ্ট। কথা বলার সময় অধিকমাত্রায় হস্তপদ সঞ্চালন করবে না, উচ্চকণ্ঠে কথা বলবে না, বায়ু বা নিষ্ঠীবন নিঃশব্দে ত্যাগ করবে। বিশেষ-কৌতুকজনক কোন আলোচনা হলেও উন্মত্তর ন্যায় হাসবে না। রাজা মিথ্যা বললেও জনসমাজে তা প্রকাশ করবে না। উৎকোচ নেবে না, রাজপ্রদত্ত যানবাহন অলঙ্কারাদি নিত্য ব্যবহার করলে রাজা প্রসন্ন থাকবেন। রাজার দৃষ্টি-সীমার মধ্যেও কখনও কারও সঙ্গে নিভৃতালাপ করবে না। নিজের শক্তি বা বিদ্যার অহঙ্কার করবে না, রাজাদেশ পালনের সময় রাজার অধিকার বিষয়ে প্রশ্ন করবে না।' ইত্যাদি—

গন্ধর্বরাজ কুরুভ্রাতাদের সঙ্গে পুরনারীদেরও বন্দী করেছেন। উদাসীনবৎ নিষ্ক্রিয় থেকে এ অবমাননা সহ্য করা আমাদের একেবারেই উচিত নয়। তা ছাড়াও—কুরুপক্ষীয়গণ দীনভাবে আমাদের শরণ গ্রহণ করেছেন—এই তো যথেষ্ট প্রতিশোধ, নয় কি? যাও, তোমরা চার ভাই গিয়ে যুদ্ধ ক'রে দুর্যোধন-দের মুক্ত করে আনো।'

অগত্যা তাঁরা বর্মচর্ম ধারণ ক'রে রথারূঢ় হয়ে গন্ধর্বরা যেখানে বিহার করছিলেন অরণ্যের সেই অংশেই গেলেন। কৌরবসৈন্যরা ওঁদের দেখে জয়-ধ্বনি ক'রে উঠল! গন্ধর্বরাজ চিত্রসেনেরই বরং বিস্ময়ের সীমা রইল না। পাণ্ডবরা তাঁর মিত্র, অর্জুনকে পুত্রের মতো স্নেহ করতেন। তিনি বললেন, 'আমি তো তোমাদের প্রিয়সাধন করছি ভেবেই নিশ্চিন্ত ছিলাম, তোমরা আবার ওদের হয়ে যুদ্ধ করতে এসেছ কেন?'

অর্জুন বললেন, 'আপনি মহাভ্রম করেছেন। যারা যোদ্ধা ও বীর—নিজেদের অপমান ও ক্ষতির প্রতিশোধ নিজেরা গ্রহণ না করলে তাদের তৃপ্তি হবে কেন। আমাদের শত্রু আমরাই নাশ করব—নইলে যুদ্ধবিদ্যা আয়ত্ত করাই তো ব্যর্থ হয়। আর তারা আমাদের জ্ঞাতি, তাদের রক্ষা করা আমাদের কুলধর্ম। মহারাজ-চক্রবর্তী যুধিষ্ঠিরের অনুরোধ আপনি ওদের মুক্তি দিন।'

চিত্রসেন যুধিষ্ঠিরের সম্মানরক্ষায় বিলম্ব করেন নি। তৎক্ষণাৎ কুরুভ্রাতাদের তাঁর সম্মুখে উপস্থিত ক'রে মুক্তি দিলেন ও ওঁদের যথাযোগ্য সম্ভাষণ জানিয়ে অর্জুনকে আলিঙ্গন ক'রে বিদায় নিলেন। যুধিষ্ঠির নত-বদন দুর্যোধনের পিঠে হাত রেখে সস্নেহে বললেন, 'তুমি নিশ্চিন্ত চিত্তে গৃহে ফিরে যাও। এর জন্য মনে কোন গ্লানি রেখো না। তবে এমন দুঃসাহসের কাজ আর ক'রো না।'

দুর্যোধন মৃত্যুর অধিক দুঃসহ এই অপমানে লজ্জায় দুঃখে বিদীর্ণ-চিত্তে ওঁকে প্রণাম ক'রে প্রায় অবশভাবে রথে উঠলেন। কিছুদূর গিয়ে এক নদী-তীরে নেমে আর নাকি যেতেই চান নি, প্রায়োপবেশনে প্রাণত্যাগের সঙ্কল্প প্রকাশ করেছিলেন—শেষ পর্যন্ত শকুনি, দুঃশাসন ও কর্ণের বিস্তর অনুনয় ও অসংখ্য যুক্তির প্রয়োগে কিছুটা সান্ত্বনা লাভ ক'রে গৃহে ফিরেছিলেন।

অতঃপর জ্ঞাতিদের দুঃখ দর্শনে আনন্দলাভের সাধ বিসর্জন দিলেও এই ত্রয়োদশ বর্ষ অতিক্রান্ত হওয়ার শেষে আরও একবার কৌরবদের পাণ্ডবহস্তে লাঞ্ছিত ও নির্জিত হতে হয়েছিল—তবে সে সম্পূর্ণ ভিন্ন কারণে।

কৌরবরা অবশ্য ইত্যবসরে পাণ্ডবদের সন্ধান-প্রচেষ্টার কোন ত্রুটি করেন নি! ধূর্ত সমাচার-সংগ্রহ-কৌশলী অভিজ্ঞ চরদের প্রচুর অর্থ ও অন্য সহায় দিয়ে প্রেরণ করা হয়েছিল—বহু নব নব কর্মীও নিযুক্ত করা হয়েছিল আশাতীত পুরস্কারের লোভ দেখিয়ে। কোথায় কোথায় পাণ্ডবদের আত্ম-গোপন ক'রে থাকা সম্ভব তা নিয়েও জল্পনা-কল্পনার অন্ত ছিল না। এক এক জন এক এক প্রকার উপদেশ-নির্দেশ দিতেন, সেই ভাবেই চর প্রেরণ করা হ'ত। যেমন কৃপাচার্য বলতেন, 'পাণ্ডবরা যে দেশে থাকবেন তাঁদের পুণ্যপ্রভাবে সেখানকার সুখ সমৃদ্ধি ও শ্রী অবশ্যই বৃদ্ধি পাবে। কোন্ দেশ

অকস্মাৎ শক্তি ও সৌভাগ্যমণ্ডিত হয়ে উঠছে তোমরা সেই সন্ধান করো।'

কিন্তু বৎসরকাল দ্রুত অতিক্রান্ত হয়ে এল, শেষের দিকে সন্ধান-চেষ্টা তীব্রতম ক'রে তোলা সত্ত্বেও তা সফল হ'ল না। তৎপরিবর্তে নূতন এক অভিযান তথা অপমান বরণে প্রবৃত্ত হলেন এঁরা। পাপ পাপেরই সহায়তা প্রার্থনা করে; ত্রিগর্ত দেশের রাজা সুশর্মার বুদ্ধি ও মতি কৌরবদের মতির পথ ধরেই চলে। তিনি এসে এঁদের সংবাদ দিলেন, সেই কীচক ও তাঁর ভ্রাতারা এক অজ্ঞাত গন্ধর্বর* হাতে নিহত হয়েছেন। কীচক অত্যন্ত পাষণ্ড অত্যাচারী ছিলেন, অধার্মিক ও ক্রূর—তেমনি অসমসাহসিক যোদ্ধা ও শূরও ছিলেন। তাঁর একদল মহাপরাক্রান্ত, পাপকর্ম-সহচর ছিল, এরা অপর দেশ থেকে যদৃচ্ছ সম্পদ লুণ্ঠন ক'রে আনত, কিন্তু অপরে মৎস্যদেশ উৎসাদনে সাহসী হ'ত না। এখন বিরাট অসহায়। অথচ বিরাট রাজার গোধন অনিঃশেষ,—ওঁর নামের সঙ্গে সমতা রেখেই যেন সে গোশালা বিরাট, বিপুল, একটা ছোটখাটো রাজ্যের মতো। দুর্যোধনের বাহিনীর সঙ্গে ত্রিগর্তের বাহিনী যুক্ত হলে তার সবটাই হরণ করা যেতে পারে।

দুর্যোধনের সম্পদতৃষা চিরঅতৃপ্ত, নিত্যবর্ধমান। পাণ্ডবদের অপরিমেয় ঐশ্বর্য করায়ত্ত হওয়া সত্ত্বেও যেন তাঁর আশা মেটে নি। তিনি এ প্রস্তাবে উল্লসিত হয়ে উঠলেন—গুরুজনদের সুচিন্তিত পরামর্শ বা নিষেধ শুনবেন এমন পাত্র তিনি নন—এবং তখনই কর্ণ, সৌবল ও দুঃশাসন প্রভৃতি অন্তরঙ্গ-সহ সুশর্মার সঙ্গে অকারণ পরস্বাপহরণ-পরিকল্পনা চূড়ান্ত ক'রে ফেললেন। স্থির হ'ল আগামী কৃষ্ণ সপ্তমীতে সুশর্মা মৎস্যগোগৃহের দক্ষিণভাগ আক্রমণ করবেন। সংবাদ পেয়ে বিরাট অবশ্যই সদল-বলে বাধা দিতে যাবেন, সেই অবসরে পরদিন প্রভাতেই দুর্যোধন-বাহিনী উত্তরগোগৃহে গিয়ে পড়বে।

পরিকল্পনায় কোন ত্রুটি ছিল না, ওঁরা সব দিকেই বিবেচনা করেছিলেন; কেবল বিরাট রাজের বিভিন্ন কার্যভারপ্রাপ্ত নবনিযুক্ত পাঁচটি কর্মচারীকে হিসাবে ধরেন নি। ধরেন নি—তার কারণ তাদের অস্তিত্বই জানতেন না। বিরাট যে যুদ্ধ-যাত্রার সময় তাঁর বয়স্য, দ্যূতক্রীড়ার সহচর কঙ্ক অর্থাৎ যুধিষ্ঠিরকে সঙ্গে নিয়ে যেতে চাইবেন এবং তাঁর পরামর্শেই গ্রন্থিক বল্লভ তন্ত্রিপালকে, তা কে জানত! সুশর্মা কীচককেই জানতেন, একাধিকবার তার উপদ্রব সহ্য করতে হয়েছে—এই চারজন অপরিচিত যোদ্ধার নাম পরিচয় কিছুই তাঁর জানা ছিল না। এদের শৌর্যে রণনৈপুণ্যে, সৈন্য পরিচালনার অভিজ্ঞতায় যেমন তাঁর বিস্ময়ের সীমা রইল না, তেমনি শোচনীয় ভাবেই পরাজিত হয়ে পলায়ন করতে বাধ্য হলেন। পিছনে রেখে গেলেন অগণিত মৃত সৈন্য ও সেনানায়ক।

এসব সংবাদ দুর্যোধন পান নি। পাওয়ার কথাও নয়। তিনি পূর্বনির্দিষ্ট সময়েই উত্তরগোগৃহে যাত্রা করলেন। সে দুর্দৈব-বার্তা বহন ক'রে যখন ভীত-সন্ত্রস্ত গোসেবকরা বিরাট পুরীতে পৌঁছল, তখন কিশোর রাজকুমার উত্তর

---

* সৈরিন্ধ্রী বলেছিলেন, তাঁর গন্ধর্ব স্বামী এক বিশেষ কারণে অজ্ঞাতবাসে আছেন কিন্তু তিনি সর্বদাই তাঁর সংবাদ রাখেন—কোন বিপদ হলেই এসে ত্রাণ করবেন বা কেউ অপমান করলে দুর্বৃত্তকে শাস্তি দেবেন।

ভিন্ন কেউ নেই সেখানে। কৌরবদের পরাক্রমের কথা তাঁর অবগত হওয়ার কথা নয়—ভীষ্ম দ্রোণ কর্ণ অশ্বত্থামার বীরত্ব কাহিনী দূরশ্রুত রূপকথা মাত্র—সুতরাং তিনি অকুতোভয়ে অন্তঃপুরে আস্ফালন ক'রে বেড়াতে লাগলেন, যদি একজন ভাল সারথি থাকত তো তিনি একাই যুদ্ধ ক'রে কৌরবদের বিতাড়িত করতেন।

সে খেদোক্তি সৈরিন্ধ্রীর কর্ণগোচর হতে কোন বাধা ছিল না। তিনি আশ্রয়দাতার এই বিপদের কথা শ্রবণ পর্যন্তই বৃহন্নলার কথা চিন্তা করছিলেন, এখন সুযোগ পেয়ে, কুমারের অজ্ঞতায় স্বতোত্থিত কৌতুক-মৃদু-হাস্য অধরকোণেই সম্বরণ ক'রে নিয়ে তাঁকে গিয়ে জানালেন, নৃত্যশিক্ষক বৃহন্নলা ইতিপূর্বে প্রয়োজনের সময় দু-চার বার মহারথ অর্জুনের সারথ্য করেছেন, রাজকুমার তাঁকেই সারথি করতে পারেন।

উত্তর বিস্মিত ও বিস্ফারিত নেত্রে বললেন, 'কিন্তু ও তো নপুংসক, নারীবেশধারী। ও রথ চালাবে কি?'

'বললাম তো—এ কার্য ইতিপূর্বে একাধিকবার করেছে, বেশ পারবে। আপনি বলেই দেখুন না।'

বৃহন্নলাবেশী অর্জুনও বোধ করি এই সুযোগই সন্ধান করছিলেন, তাঁর বীরের বাহু বহু দিন—বৎসরকাল ধনুঃশর ধারণের আনন্দস্বাদ বা বিলাসোপভোগে বঞ্চিত, যুদ্ধযাত্রার জন্য যৎপরোনাস্তি অধীর ও ব্যগ্র হয়ে উঠেছিল। তিনি প্রথম প্রথম দু-একবার ত্রাস ও অজ্ঞতার ভান ক'রে, পুরস্ত্রী-মধ্যে হাস্যরোলের তরঙ্গ তুলে, সম্মত হয়ে গেলেন। উত্তর যা যুদ্ধ করবেন তা তিনি তো জানতেনই, যুদ্ধ তাঁকেই করতে হবে। তিনিও তাই চান। এই সুযোগে গত দ্বাদশ বৎসর একাগ্র ভাবে, তপস্যার মতো ক'রে আরও যে সব রণকৌশল আয়ত্ত করেছিলেন, সংগ্রহ করেছিলেন নব নব অধিকতর শক্তিশালী অস্ত্রক্ষেপণের শিক্ষা—তার কিছু পরিচয় কৌরবদের পরিবেশন না করা পর্যন্ত শান্তিলাভ করতে পারছিলেন না।

অর্জুনের অনুমানই নির্ভুল প্রতিপন্ন হ'ল। দূর থেকেই সেই দৃষ্টি-সীমাতীত সমুদ্রের মতো বিশাল কৌরববাহিনী দেখে উত্তরের কণ্ঠ শুষ্ক হয়ে গেল, মস্তিষ্ক বিঘূর্ণিত ও হস্তপদ কম্পিত হতে লাগল। তিনি তখনই বৃহন্নলাকে রথের অশ্ব গৃহাভিমুখী করতে আদেশ দিলেন। কিন্তু বৃহন্নলা তো প্রত্যাবৃত্ত হতে আসেন নি। তিনি বিবিধ সান্ত্বনা-বাক্যে রাজ-কুমারকে উৎসাহিত করার অভিনয় করতে করতে রথ ক্রমাগত সেই সমূহ-বিপদ—সাক্ষাৎ যমদ্বারের দিকেই চালনা করতে লাগলেন। উত্তর অনন্যোপায় দেখে রথ থেকে লাফিয়ে নিচে পড়ে পলায়নের চেষ্টা দেখলেন।

এবার বৃহন্নলা স্বমূর্তি ধারণ করলেন। ছুটে গিয়ে বজ্রমুষ্টিতে উত্তরের কেশ ধারণ ক'রে নিজের পরিচয় দিলেন। এবং যথোচিত অভয় ও আশ্বাস দিয়ে উত্তরকেই সারথির কাজ করতে বলে নিজে ধনুঃশর ধারণ করলেন। যে শমীবৃক্ষে ওঁদের নিজস্ব অস্ত্রাদি গুপ্ত রাখা হয়েছিল—সৌভাগ্যক্রমে সেটা উত্তরগোগৃহেরই সন্নিকট, সেখান থেকে ওঁর ভুবনবিখ্যাত গাণ্ডীবধনু ও অক্ষয় তূণীর সংগ্রহ করতেও অসুবিধা হ'ল না।

এবার কৌরবদের চমকিত ও সন্ত্রস্ত হওয়ার পালা।

এ জ্যা রোপণ, ধনুর এই গম্ভীর টঙ্কার, তীর নিক্ষেপছলে ভীষ্ম দ্রোণকে

প্রণাম ও কুশল প্রশ্ন—চিনতে বিলম্ব হ'ল না। একটিই মাত্র ব্যক্তি আছে যার দ্বারা এ সম্ভব। নারীবেশী এ ক্লীব কে—তা এমন কি দুর্যোধন ও কর্ণও বুঝতে পারলেন। এঁরা তিন-চারজন প্রথমটা খুব উৎসাহিত হয়েও উঠেছিলেন। অজ্ঞাতবাসের নির্দিষ্টকাল মধ্যেই অর্জুন দেখা দিলেন, অতএব আবারও দ্বাদশ বর্ষের জন্য বনে যেতে হবে পাণ্ডবদের—এই কল্পনা করে; কিন্তু ভীষ্ম তিথি-নক্ষত্রের বিচিত্র গতিবিধির হিসাব ক'রে দেখিয়ে দিলেন, ত্রয়োদশ বর্ষ অতিক্রান্ত হয়েও দ্বাদশদিন অতিবাহিত হয়ে গেছে। একথা পাণ্ডবরাও জানতেন, নকুল পূর্বেই এ গণনা করেছিলেন।*

শিক্ষা পেলেন দুর্যোধন রীতিমতোই। বিখ্যাত বীরেরা একদিকে, তৎসহ এক অনীকিনী সৈন্য, অপরদিকে অর্জুন একা। কিন্তু প্রহরকালের মধ্যেই তাঁরা ক্ষত-বিক্ষত অবসন্ন হয়ে পড়লেন। প্রাণ যে রক্ষা পেল সেটা নিতান্ত অর্জুনের অনুগ্রহে। শেষে হতোদ্যম অপমানিত লাঞ্ছিত দুর্যোধনকে পশ্চাদ-পসরণেরই আদেশ দিতে হ'ল। বিজয়ী উত্তর অক্ষতদেহে রাজপুরীতে ফিরে এলেন।

এবার আর পরিচয় দেবার কোন বাধা রইল না। পাণ্ডবরা তাঁর আশ্রয়ে ছিলেন জেনে বিরাট যেমন গর্ব তেমনি আনন্দ বোধ করতে লাগলেন। অর্জুনের পরিচয় পেয়ে ও উত্তরগোগৃহ-যুদ্ধে তাঁর কৃতিত্বের কথা শুনে বিরাট তাঁর সঙ্গে কন্যা উত্তরার বিবাহ প্রস্তাব করলেন। কিন্তু অর্জুন সম্মত হলেন না। বললেন, 'এক বর্ষকাল নারীবেশে আপনার অন্তঃপুরে বাস করেছি, কুলঅন্তঃপুরিকারা সহজভাবে আমার সঙ্গে মেলামেশা করেছেন। বিশেষ আপনার কন্যাকে আমি নৃত্যগীত শিক্ষা দিয়েছি। এখন তাকে বিবাহ করলে লোকে নানা সন্দেহ করবে, আমার দুর্নাম এবং আপনার সম্ভ্রমহানি ঘটবে। শিষ্যা ছাত্রী কন্যার মতোই। আমি তাকে স্ত্রী নয়—আমার পুত্রবধূরূপে গ্রহণ করলাম। আমার পুত্র অভিমন্যু বৃষ্ণিবংশীয় বাসুদেবের ভাগিনেয়, সুভদ্রার গর্ভজাত। এখন তার ষোড়শ বর্ষ বয়স, গত ত্রয়োদশ বৎসর সে শ্রীকৃষ্ণের গৃহেই বাস করেছে. তার শিক্ষার কোন ত্রুটি রাখেন নি তিনি। এই বয়সেই সে দুর্ধর্ষ বীররূপে গণ্য হয়েছে। অতিশয় কান্তিমানও। সর্বাংশেই সে উত্তরার উপযুক্ত। আপনি তার সঙ্গে কন্যার বিবাহ দিলে একই বিবাহে পাণ্ডব ও যাদবগণ আপনার আত্মীয়ে পরিণত হবে।'

এ প্রস্তাবেই সম্মত হতে হ'ল বিরাটকে। অর্জুনকে জামাতা রূপে লাভ করার গৌরবেই তাঁর লোভ বেশী ছিল. তবু. অর্জুনের এ বিবাহে না করার যুক্তিও যে প্রবল—তাও তিনি স্বীকার করতে বাধ্য হলেন।

এ বৈবাহিক সম্বন্ধ ও পাণ্ডবদের অজ্ঞাতবাস-পূর্তির সংবাদ দ্বারকায় পেঁৗছতে, সেখানের সম্মতি আসতে. বিবাহের আয়োজন—উভয় পক্ষেরই—

---

* ভীষ্ম কহিলেন, কালচক্রে কলা. কাষ্ঠা. মুহূর্ত. দিবারাত্রি, পক্ষ, মাস, ঋতু. বর্ষ. গ্রহ ও নক্ষত্র সকল যোজিত আছে। এইরূপে কালবিভাগ দ্বারা সে চক্র প্রবর্তিত হইতেছে। গ্রহগণ-সম্বন্ধীয় গতির কালাতিরেক ও নক্ষত্রপুঞ্জের ব্যতিক্রম অর্থাৎ চন্দ্র সূর্য কর্তৃক লঙ্ঘন প্রযুক্ত, প্রতি পঞ্চম বর্ষে দুই মাস করিয়া অধিক হইয়া উঠে। —মহাভারত, বিরাটপর্ব

সমাপ্ত হতে, যাদবদের উপপ্লব্যে উপনীত হতে দীর্ঘকাল অতিবাহিত হ'ল। যেখানে অশ্ব ও রথই দ্রুততম বাহন ও যান, সেখানে সময়ের হিসাব সেই-ভাবেই অনুমান করতে হয়, বিবাহের দিনও সেই ভাবেই স্থির হয়েছিল। অন্ধক ও বৃষ্ণিপ্রধানরা উপযুক্ত যৌতুক, আত্মীয় বান্ধব অনুচর দাসদাসী, মাতুল-প্রদেয় বস্ত্র, অলঙ্কার, তৈজস, অশ্ব, রথ, হস্তী প্রভৃতি সহ এসে পৌঁছবারও দুইপক্ষ কাল পরে বিবাহ-উৎসব সম্পন্ন হ'ল। কারণ অকস্মাৎ এতগুলি লোকের অভ্যর্থনা বা আতিথ্য বিরাটের পক্ষে গুরুদায়িত্ব বোধ হওয়াই স্বাভাবিক। অভিজ্ঞ পাণ্ডবরা তাঁর সাহায্যার্থে অগ্রসর না হলে হয়ত তিনি সে কর্তব্য সম্যক পালন করতেও পারতেন না, কিছু কিছু কুটুম্ব স্বজন অসন্তুষ্ট হতেন।

এই দীর্ঘকাল সময় অবশ্য কোন পক্ষই বৃথা অতিবাহিত করেন নি। যুদ্ধ যে অনিবার্য তা সকলেই জানতেন। দুই দলই দেশে দেশে বিচক্ষণ দূত প্রেরণ করেছেন, সে সব দেশের রাজশক্তির সাহায্য প্রার্থনা ক'রে। পাণ্ডব পক্ষে পাঞ্চাল মৎস্য চেদী মণিপুর ও নাগরাজ্যের বাহিনী ও যাদবদের সর্বতো-সমর্থনের প্রতিশ্রুতি ইতিমধ্যেই পৌঁছে গেছে। কিন্তু দেখা গেল শৌর্যে বীর্যে শিষ্টাচারে পাণ্ডবরা যত প্রবীণই হোন, কূটকৌশলে ধার্ত-রাষ্ট্রদের কাছে তাঁরা শিশু। মদ্ররাজ শল্য, পাণ্ডবদের মাতুল, নকুল সহদেবের আপন মাতুল—এক অক্ষৌহিণী সৈন্য নিয়ে উপপ্লব্য অভিমুখে যাত্রা করছেন শুনেই দুর্যোধন তাঁর আগমনের পথে পথে তোরণ বিশ্রামাগার প্রভৃতি স্থাপন; সুভোজ্য; উৎকৃষ্ট সুরা ও মৌরেয় প্রভৃতি পানীয়; সেবকসেবিকা; পুষ্পমাল্যাদির এমন সুব্যবস্থা করলেন যে অভিভূত শল্য অবশেষে প্রশ্ন করতে বাধ্য হলেন—'এসব আয়োজন, এত বিবেচনা কার?' দুর্যোধন প্রচ্ছন্ন-ভাবে নিকটেই ছিলেন, তিনি সঙ্গে সঙ্গে সম্মুখে এসে করজোড়ে বললেন, 'এ আমাদেরই যৎসামান্য সেবার প্রচেষ্টা। পাণ্ডবদের মাতুল, সে হিসাবে আপনি তো আমাদেরও গুরুজন।'

'না না, যৎসামান্য কেন, এ তো প্রভূত। আমি বড় তুষ্ট হয়েছি। বৎস, তোমার যদি কোন প্রার্থনা থাকে তো নিঃসঙ্কোচে জানাও।'

দুর্যোধন বললেন, 'প্রার্থনা পূরণই যদি করতে চান, তবে দয়া ক'রে আপনি সসৈন্যে আমাদের পক্ষে যোগ দিন—এই একমাত্র প্রার্থনা।'

এই ভাবে মদ্ররাজ নিজের অনুগ্রহ-জালে নিজেই বদ্ধ হলেন। শুধু পাণ্ডবদের শিবিরে এসে যুধিষ্ঠিরের কাছে নিজের নিরুপায়তা তথা নির্বুদ্ধিতার কথা প্রকাশ ক'রে এইটুকু আশ্বাস দিলেন যে. ও-পক্ষে যোগ দিলেও যতদূর সম্ভব তিনি ভাগিনেয়দের কল্যাণকর্ম করবেন।

এঁদের আশঙ্কা কর্ণকেই বেশী। তাই যুধিষ্ঠির তৎক্ষণাৎ বলে নিলেন, 'তা যদি করেন—যদি কোনদিন কর্ণ ও অর্জুনের দ্বৈরথ সমর সমুপস্থিত হয়—আপনি অনুগ্রহ ক'রে কর্ণর নিকটবর্তী থেকে তার মানসিক বলহানির চেষ্টা করবেন. তাতেই যথেষ্ট সাহায্য করা হবে।'

শল্য প্রসন্ন চিত্তেই অঙ্গীকার করলেন।

॥ ২ ॥

দুর্যোধন কৌশলে যতই সৈন্যসংখ্যা বৃদ্ধি করুন—একটি বিষয়ে তিনি শোচনীয়ভাবে ব্যর্থ হলেন এবং এমনই মূঢ়তা যে সে পরাজয় বুঝতেও পারলেন না, ক্ষতিটাকে লাভ মনে ক'রে উল্লসিত হলেন।

অন্য সমস্ত মিত্রভাবাপন্ন নৃপতিদের কাছে দূত প্রেরণ করলেও বাসুদেবের কাছে স্বয়ং অর্জুনের যাওয়াই শ্রেয় বিবেচিত হ'ল। কুটুম্ব, আত্মীয়, বয়োজ্যেষ্ঠ, সদাহিতাকাঙ্ক্ষী—সর্বাংশেই মাননীয়—তাঁর নিকট সাধারণ দূত পাঠানো উচিত নয়। কিন্তু অর্জুন যত গোপনেই যাত্রা করুন—গুপ্তচরমুখে সে বার্তা কৌরবতথ্যকেন্দ্রে পৌঁছতে বিলম্ব ঘটল না। দুর্যোধন সর্বাপেক্ষা দ্রুতগামী অশ্বসকল ব্যবস্থা ক'রে অনতিবিলম্বে দ্বারকাভিমুখে যাত্রা করলেন। তার ফলে দুজনে প্রায় একই সময় গিয়ে শ্রীকৃষ্ণের প্রাসাদে পৌঁছলেন।

শ্রীকৃষ্ণ সে সংবাদ রাখতেন বৈকি! তিনি দক্ষতম ব্যক্তি ভিন্ন অপর কাউকে সংবাদসংগ্রাহক নিযুক্ত করতেন না। এঁদের পুরী-প্রবেশের ঠিক পূর্বেই নিদ্রাভিভূত হয়ে পড়লেন, যাকে বলে গভীর নিদ্রা। দুর্যোধন বা অর্জুন—উভয়েই প্রার্থী, সুতরাং কেউই ওঁর বিশ্রামের ব্যাঘাত জন্মিয়ে অপ্রীতিভাজন হতে চাইলেন না। অপেক্ষা করাই শ্রেয় বিবেচনা করলেন। বাসুদেবেরই পূর্বনির্দেশমত অন্তঃপুরপ্রতিহারিণী ওঁদের সেই শয়নকক্ষে পৌঁছে দিয়েছিল, উভয়েই আত্মীয়—সুতরাং অপর কোন কক্ষে অপেক্ষা করতে বলাটা অসৌজন্য হ'ত। পাদ্য-অর্ঘ পানীয় প্রভৃতি আতিথেয়তা গ্রহণ ক'রে উভয়েই নিঃশব্দে সে কক্ষে প্রবেশ করলেন এবং গর্বী দুর্যোধন বসলেন শিয়রে—অর্জুন বসলেন বাসুদেবের চরণোপান্তে, আনম্র ভঙ্গিতে।

বেশ কিছুক্ষণ পরে সশব্দ জৃম্ভণ ত্যাগ ক'রে দুই চক্ষু উন্মীলিত করলেন শ্রীকৃষ্ণ। প্রথমেই চোখে পড়ল প্রিয়বন্ধু অর্জুন, উঠে বসতে অর্জুনেরই স-ইঙ্গিত দৃষ্টি অনুসরণ ক'রে দুর্যোধন।

অতঃপর সানন্দ বিস্ময় প্রকাশ, আদর আপ্যায়ন অভ্যর্থনা—কিছুরই ত্রুটি ঘটল না। প্রাথমিক সৌজন্য বিনিময় ও পারস্পরিক কুশল প্রশ্নের পর এই আকস্মিক আগমনের কারণ জিজ্ঞাসা করলেন বাসুদেব উভয়কেই। কারণ প্রার্থনা দুজনেরই এক, উপরন্তু—দুর্যোধন যোগ করলেন—তিনি প্রথম পৌঁচেছেন, তাঁর দাবিই অগ্রগণ্য।

শ্রীকৃষ্ণ একটু হেসে বললেন, 'আপনি প্রথম এসেছেন এও যেমন সত্য, আমি প্রথম অর্জুনকে দেখেছি তাও তেমনি। সুতরাং আমি কোন পক্ষকেই একেবারে বিফল-মনোরথ হতে দেব না। দেখুন আমি স্থির করেছি, এক পক্ষে আমি একা থাকব কিন্তু নিরস্ত্র, অনাহবী—অর্থাৎ যুদ্ধ করব না। অপর পক্ষে—আমার এক অক্ষৌহিণী সৈন্য আছে, যারা প্রত্যেকেই আমার বা সাত্যকির সমযোদ্ধা, সেই কারণেই তারা নারায়ণী সৈন্য নামে খ্যাত—সেই এক অক্ষৌহিণী সৈন্য থাকবে। অর্জুন বয়োকনিষ্ঠ, তাকেই আমি

প্রথম নির্বাচনের সুযোগ দেব। দেখ পার্থ, তুমি কাকে বা কাদের নেবে।'

অর্জুন দুটি হস্ত অঞ্জলিবন্ধ ক'রে উত্তর দিলেন, 'আপনাকে। সশস্ত্র হোক, নিরস্ত্র হোক—যুদ্ধ করুন বা না করুন, আপনি আমার পাশে থাকুন —এই আমার প্রার্থনা।'

এবারে দুর্যোধনের দিকে ফিরে বাসুদেব বললেন, 'তাহলে আপনি? ঐ এক অক্ষৌহিণী সেনা নিয়ে তুষ্ট থাকা ছাড়া তো উপায় দেখি না। নেবেন তো?'

'নিশ্চয়। যুদ্ধ যদি না করেন আপনাকে নিয়ে আমার কি লাভ? আপনার কাছে পক্ষপাতশূন্য মন্ত্রণার কোন আশা নেই; আপনি পাণ্ডবদের সঙ্গে প্রীতিবন্ধ, মন্ত্রণা দিলে তা সর্বদা ওদের অনুকূলে যাবে। তাতে আমার প্রয়োজন নেই।'

পানভোজন বিশ্রামাদি সমাপ্ত ক'রে দুর্যোধন প্রফুল্ল মুখেই বিদায় নিলেন--সাফল্যের আনন্দ-গদ্‌গদ চিত্তে। দ্বারাবতী ত্যাগ করার পূর্বে বলদেবের কাছেও গিয়েছিলেন একবার—তিনি স্পষ্টই বলে দিলেন, 'দেখ বাপু, তোমাকে স্নেহ করি, ছাত্র শিষ্য তুমি—পরন্তু পাণ্ডবরা ঘনিষ্ঠ আত্মীয়। তদ্ব্যতীত জনার্দন যেদিকে যোগ দেবেন, তাদের বিরুদ্ধাচরণ করতে পারব না। আমি কোন পক্ষেই থাকব না, ঠিক করেছি সে সময়ে তীর্থযাত্রায় বহির্গত হবো।'

এখানে কোন আশা বা ভরসা নিয়ে আসেন নি, সুতরাং দুঃখিতও হলেন না। নিয়ম রক্ষা ক'রে দুর্যোধন গৃহাভিমুখে যাত্রা করলেন।

অর্জুন আরও দুই-একদিন বন্ধু-গৃহে অবস্থান করবেন, বর্তমানে সম্বন্ধীগৃহও বটে, পূর্বেই স্থির ক'রে রেখেছিলেন। বিশেষ বাসুদেব ও সুভদ্রাজননীও জামাতাকে আপ্যায়িত করতে চাইবেন এও স্বাভাবিক। এই দুইদিনের বিশ্রাম ও বিশ্রম্ভালাপের মধ্যেই এক সময় বাসুদেব ঈষৎ-কৌতুকরঞ্জিত-হাস্যমুখে প্রশ্ন করলেন, 'আমি নিরস্ত্র ও যুদ্ধে বিরত থাকব জেনেও আমাকে নির্বাচন করলে কেন?'

অর্জুন তাঁর দৃষ্টিতে দুই চক্ষু নিবদ্ধ ক'রে ধীরকণ্ঠে উত্তর দিলেন, 'আপনি যুদ্ধ করুন বা না করুন—আপনি যে পক্ষে থাকবেন, এ ভারত-খণ্ডের সমস্ত যোদ্ধা বা সৈন্যবাহিনীর বিরুদ্ধে সমরাবতীর্ণ হলেও সে পক্ষের পরাজয় ঘটবে না—এতদিনে এটুকু বুঝেছি। এও বুঝেছি এই বিগত ত্রয়োদশ বৎসরের বহু বিচিত্র অভিজ্ঞতায় যেটুকু জ্ঞান বা অভিজ্ঞতা লাভ হয়েছে, এ যুদ্ধ আপনারই সংঘটন, আমরা বা ধার্তরাষ্ট্ররা আপনারই হস্তের ক্রীড়নক পুত্তলিকা মাত্র। আমাদের জয় আপনারই জয়লাভ। এ ক্ষত্রমেধ যজ্ঞের তথা সমস্ত যজ্ঞেরই আপনি যজ্ঞেশ্বর—নয় কি?'

বাসুদেব তাঁর স্বভাবসুলভ রহস্যময় হাস্য ক'রে নিরুত্তর রইলেন। অর্জুনের অনুমান সমর্থন করলেন কি করলেন না—তা জানা গেল না। অর্জুনও নিষ্ফল জেনে উত্তরের জন্য পীড়াপীড়ি করলেন না।

·

দ্রুপদ-পুরোহিতকে দূতরূপে প্রেরণের প্রস্তাব প্রথম কে করেছিলেন, তা এঁদের ঠিক স্মরণ নেই। তবে বিরাট প্রভৃতি অনেকেই সমর্থন করে-ছিলেন: বাসুদেবও। বিজ্ঞ, ভদ্র এবং বহুলাংশে নিরপেক্ষ, রাজনীতির

জটিলতার ঊর্ধ্বে, এই বিবেচনাতেই সম্ভবত তাঁর নাম প্রস্তাবিত হয়েছিল। কিন্তু কার্যক্ষেত্রে দেখা গেল—দীর্ঘকাল যাঁরা রাজনীতির মধ্যে না থেকেছেন, তাঁদের এমন গুরুত্বপূর্ণ দৌত্যে প্রেরণ করা উচিত নয়। ব্রাহ্মণ প্রথম কিছুক্ষণ স্থৈর্য বজায় রাখলেও কৌরবপক্ষের প্রকট ও ঘৃণ্য পরধন-লুব্ধতায়—এবং তদুপরি ধৃতরাষ্ট্রের কপট হৃদ্যতায় উত্তপ্ত হয়ে উঠলেন। এঁদের সম্বন্ধে তাঁর যা মনোভাব, এঁদের যথার্থ স্বরূপ, তা দ্ব্যর্থহীন প্রাঞ্জল ভাষায় ব্যক্ত তো করলেনই, শেষের দিকে কিছু কঠিন বা কটুবাক্যও বলে ফেললেন। ফলে দৌত্যের উদ্দেশ্য একেবারেই ব্যর্থ হ'ল। ভীষ্ম পর্যন্ত বলতে বাধ্য হলেন, 'বিপ্রবর, আপনি যা বললেন তা সর্বাংশে সত্য হলেও আপনার কথনভঙ্গী অতিশয় রূক্ষ ও কটু। বোধ হয় ব্রাহ্মণ বলেই—আপনি বাক্যে রাজসভার উপযোগী মাধুর্যের প্রলেপ দিতে শেখেন নি।...আপনার এ কার্যভার গ্রহণ করা অনুচিত হয়েছে। যাই হোক পাণ্ডবরা কুশলে আছেন এই জেনেই সুখী ও নিশ্চিন্ত হলাম। আপনি চিন্তা করবেন না, সশস্ত্র অর্জুন যে পক্ষে আছেন, সে পক্ষের জয় অনিবার্য। যুদ্ধ যদি হয়ই, বিজয়-লক্ষ্মী পাণ্ডুপুত্রদেরই বরণ করবেন।'

অর্জুনের এই স্তুতিবাদে কর্ণ ক্ষিপ্ত হয়ে উঠলেন, তিনি আরও রূঢ় ও কর্কশ বাক্যে দূতকে তিরস্কার করলেন, কিছুটা কৌরবপক্ষের শক্তির আস্ফালন করলেন, নিজ শৌর্যের অহঙ্কার প্রকাশ করলেন—শেষে দূতকে জানিয়ে দিলেন পাণ্ডবরা মিথ্যাই সময়ের অপচয় করছেন, এসব দৌত্যে কোন ফললাভ হবে না।

অবশ্য তাঁর আস্ফালনের যোগ্য প্রত্যুত্তর দিতে ভীষ্মও বিলম্ব করলেন না। তীক্ষ্ণ তিক্ত হাস্যের সঙ্গে বললেন, 'রাধেয়, মাত্র কিছুদিন পূর্বেও যখন একাকী অর্জুন ছ'জন মহারথীকে পরাজিত, নিরস্ত্র ও সম্মোহিত করেছিলেন, দয়া ক'রে তোমাদের প্রাণভিক্ষা দিয়েছিলেন তখন এসব আস্ফালন, এত সব শৌর্য কোথায় ছিল? সৈন্যও তো সমুদ্রসমান নিয়ে গিয়েছিলে—তখন যদি সে তোমাদের বধ ক'রে নিশ্চিন্ত হ'ত?'

বিপুল কলহের সম্ভাবনা দেখে ধৃতরাষ্ট্র এবার এইসব বাক্যাগ্নি নির্বাপণে সক্রিয় হলেন। দূত ও ভীষ্ম উভয়কেই মিষ্টবাক্যে প্রশমিত করার চেষ্টা করলেন, বললেন. 'বিপ্রবর, আপনি কিছুই অসত্য বলেন নি, আমার পুত্ররাই অধার্মিক ও লোভী। ভীষ্মও যা বললেন তা সবই সত্য। আপনি এখন নির্বিঘ্নে ফিরে যান, আমি একটু চিন্তা ক'রে আমার ব্যক্তিগত সচিব সঞ্জয়কে প্রেরণ করব, সে-ই আমাদের মতামত আমার পরম প্রিয়পুত্র যুধিষ্ঠিরকে জানাতে পারবে।'

মোট কথা পুরোহিতপ্রবরের দৌত্য নিষ্ফল ও নিরর্থক হয়ে গেল।

ধৃতরাষ্ট্র অবশ্য চঞ্চল ও ব্যস্ত হয়েই উঠেছিলেন।

বহির্দৃষ্টি আবরিত বলেই অন্ধদের প্রজ্ঞাদৃষ্টি সাধারণ মানবাপেক্ষা অধিক হয়। এ জ্ঞাতি-কলহ, এ প্রচণ্ড আহবের ফল শুভ হবে না—তা তিনি বুঝেছিলেন। বিশেষ যুধিষ্ঠিরকে যে অন্যায়রূপে বঞ্চিত করা হচ্ছে—সে সম্বন্ধেও তাঁর মনে তিলমাত্র সংশয় ছিল না। পাণ্ডবপক্ষের শক্তিও তিনি তাঁর তথাকথিত চক্ষুষ্মান পুত্রদের অপেক্ষা অনেক নির্ভুল, যথাযথভাবে নির্ণীত করেছিলেন, বিশেষ ঘোষযাত্রা ও উত্তরগোগৃহ অভিযানের ফলাফল

জ্ঞাত হওয়ার পর। কিন্তু তাঁর পুত্ররা সমধিক অন্ধ, অথবা নিয়তিতাড়িত বলেই প্রত্যক্ষ সত্যকে দেখতে পায় না। তিনি নিরুপায়—একপ্রকার পুত্রদের বন্দী।

তবু আত্মজরক্ষা অর্থেই আত্মরক্ষা; সেজন্য বিচলিত হয়ে উঠে অল্প-কাল মধ্যেই সঞ্জয়কে উপপ্লব্য নগরে প্রেরণ করলেন। বক্তব্য যা ধৃতরাষ্ট্রেরই ঃ অকারণ শব্দজালজটিল ও উপমাবহুল, কোন স্পষ্ট প্রতিশ্রুতিহীন সদুপদেশ মাত্র। জ্ঞাতিযুদ্ধ যে কোনক্রমেই কাম্য নয়, ভ্রাতাদের সঙ্গে সর্বাবস্থাতেই প্রীতি রক্ষা ক'রে চলা উচিত, ব্যক্তিগত ক্ষতি স্বীকার ক'রেও—এই কথাটাই বার বার নানাভাবে বলতে লাগলেন সঞ্জয়। কেবল যখন অর্জুনকে উপদেশ দিতে গিয়ে বললেন, 'আপনার মতো লোকের ভোগতৃষ্ণা ত্যাগ করাই উচিত এবং ক্ষমাই পরমধর্ম'—তখন যুধিষ্ঠিরের বিশেষ শ্রীকৃষ্ণের ধৈর্যচ্যুতি ঘটল। তবু যুধিষ্ঠির শিষ্টবাক্য ত্যাগ করেন নি, কটু সত্যকে অনাবরিত ক'রে সঞ্জয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চান নি—সে কাজটি শ্রীকৃষ্ণই করলেন। দ্যূত-সভায় কৌরবদের সমস্ত কুৎসিত আচরণ স্মরণ করিয়ে দিয়ে প্রশ্ন করলেন —এসব উদার ও মহান্ আচরণ ও আদর্শের কথা সেদিন কেন মনে পড়ে নি?

তথাপি বিদায়কালে যুধিষ্ঠির বললেন, 'বেশ, আমরা প্রাপ্য রাজ্য বা সম্পদও না হয় না-ই পেলাম, দুর্যোধন আমাদের পঞ্চভ্রাতাকে পাঁচটি গণ্ড-গ্রাম দিন—কুশস্থল*, বৃকস্থল, মাকন্দী, বারণাবত ও তাঁদের ইচ্ছামতো অন্য যে কোন একটি—আমরা তাতেই তুষ্ট থাকব। যুদ্ধ করার আমাদের আদৌ ইচ্ছা নেই, তবে ক্ষত্রিয় সন্তান, রাজপুত্র, রাজা—চিরদিন ভিক্ষাব্রত-ধারীর জীবনযাপন করলে অধর্মে পতিত হ'তে হবে, তাতে আমরা অনিচ্ছুক।'

এর থেকে ভদ্রতা ও ঔদার্য কেউ আশা করতে পারে না, ন্যূনতম প্রার্থনা বললেও কম বলা হয়। তা ধৃতরাষ্ট্রও স্বীকার করতে বাধ্য হলেন, সেকথা দুর্যোধনকে বুঝিয়ে বলতেও গেলেন—কিন্তু দুর্যোধন এই মহত্ত্ব ও শান্তি-প্রিয়তাকে দুর্বলতার লক্ষণ মনে ক'রে বললেন, 'পাঁচখানা গ্রাম, বিশেষ অত বড় গ্রাম কেন—একটা ছুঁচের ডগায় যতটুকু মাটি ওঠে—ততটুকুও আমি পাণ্ডবদের বিনাযুদ্ধে ছেড়ে দিতে প্রস্তুত নই।'

ভ্রষ্ট বিবেককে সান্ত্বনা দিতে একটা যুক্তিও খাড়া করেছিলেন কর্ণ। ওঁর মতে ভীষ্মের হিসাব ঠিক নয়, অজ্ঞাতবাসের বর্ষ অতিক্রান্ত হতে কয়েক-দিন অবশিষ্ট ছিল। সমগ্রভাবে ত্রয়োদশ বর্ষ হিসাব ধরলে চলবে কেন, অজ্ঞাতবাসের পূর্ণ এক বৎসরের হিসাব বুঝিয়ে দিতে হবে। দুর্যোধনও মজ্জমান ব্যক্তির তৃণাবলম্বনের মতোই সেই যুক্তি অবলম্বন করেছিলেন।

এই 'সূচ্যগ্র মেদিনী'র সংবাদ পৌঁছবার পরেই অদ্যকার এই আলোচনা-সভা এবং বাসুদেবের অকস্মাৎ এ দৌত্যগমনের প্রস্তাব।

* * *

নীরবতা ভঙ্গ হতে অর্জুনই সমধিক বিচলিত বোধ ক'রে ব্যাকুলভাবে বলে উঠলেন, 'না না। আপনি নয়—আপনি যাবেন কেন? আপনি যাবেন না। তারা জানে, এতদিনে ভাল ভাবেই জেনেছে যে, আপনি আমাদের

---

* পাঠান্তর ভেদে 'অবিস্থল'।

সর্বাধিক সহায়—বল বুদ্ধি ভরসা, আমাদের সর্বৈক শক্তি। আপনার কোন ক্ষতি করতে পারলে আমাদের সামরিক ক্ষমতার মেরুদণ্ড ভগ্ন হবে। ওদের অসাধ্য কিছু নেই—।'

আশঙ্কাটা সুস্পষ্ট প্রকাশ করতেও পারলেন না, অন্তরের আবেগে কণ্ঠ রুদ্ধ হয়ে এল তাঁর।

বাসুদেব হাসলেন। বললেন, 'অর্জুন, তুমি আমাকে তোমার রথে থাকার জন্য—সেই কারণেই সারথ্য করার জন্য অনুরোধ জানিয়েছ। তাদের সে মন্দ উদ্দেশ্য থাকলে যুদ্ধের প্রথম দিনেই তো আমাকে বধ করতে পারে।'

'সারথিকে অস্ত্রাঘাত নিষেধ—'

'দূতও অবধ্য। ন্যায় নীতি বিবেকের শাসন যে মেনে চলে তার কাছে আশঙ্কার কিছু নেই। যে তা না মানে—তার উপর কিসের ভরসা? বিপদ তার কাছ থেকে যে কোন মুহূর্তেই আসতে পারে।...আর অর্জুন, আমিও শিশু নই। আজন্ম শত্রুর সঙ্গে, বিদ্বিষ্ট মনোভাবের সঙ্গে যুদ্ধ করে বেঁচে থাকতে হয়েছে। ওদেরও আমি বিলক্ষণ চিনি।'

এতক্ষণে যুধিষ্ঠিরও বোধ করি কণ্ঠস্বর পুনঃপ্রাপ্ত হয়েছিলেন। তিনিও উদ্বিগ্ন অনুনয়ের ভাবে বললেন, 'না না জনার্দন, লোক সকল বিপদে মিত্রকেই অবলম্বন করে। তোমা অপেক্ষা মিত্র আমাদের কেউ নেই। বিপদে সম্পদে তুমিই আমাদের একমাত্র সহায় ও আশ্রয়। তাই কৌরবদের এই কঠিন বিরূপতার সংবাদে বিমূঢ়বৎ তোমার মুখের দিকে চেয়ে ছিলাম। তবু, তুমি স্বয়ং সেই পাপসভায় যাবে—এ প্রস্তাবে সাতিশয় উদ্বিগ্ন বোধ করছি। সৎকুলজাত এবং জ্ঞানশিক্ষাদি লাভ করেও যে ব্যক্তি পরধনলুব্ধ হয়, তার সে লোভ তার বুদ্ধিনাশ করে। বুদ্ধিনাশ হলেই লজ্জা যায়, লজ্জা দূর হলেই ধর্মবোধ বিবেক প্রভৃতি বিনষ্ট হয়। তখন তার অকরণীয় কিছুই থাকে না। তুমি কৌরবসভায় গমন করো—সত্যই এ আমার অভিপ্রেত নয়। তুমি যতই সদুক্তি করো, দুর্যোধনের কর্ণে তা প্রবেশ করবে না, তার অন্তরে কদাপি শুভবুদ্ধির উদয় হবে না। তার অনুগামী ও অনুবর্তী শক্তিধর ক্ষত্রিয় রাজগণ ইতিমধ্যেই সেখানে সমুপস্থিত হয়েছেন। মাধব, তোমার যদি কোন অনিষ্ট হয়—রাজ্যধন তো দূরের কথা কুবেরের সমস্ত ঐশ্বর্য বা সমুদয় স্বর্গসুখও কামনা করি না—যে কোন প্রকার প্রাপ্তিই ঘটুক না কেন—সমস্ত অর্থহীন হয়ে যাবে।'

প্রত্যুত্তরে শ্রীকৃষ্ণ এবার কিছু গম্ভীর ভাব ধারণ করলেন, তাঁর দুই ভ্রূর ভঙ্গীতে যেন ভয়ঙ্কর কোন সংকল্পের বজ্রগর্ভ মেঘ ঘনিয়ে এল। তিনি বললেন, 'মহারাজ-চক্রবর্তী, দুর্যোধনের মতি ও প্রবৃত্তি আমার অবিদিত নেই। তবু একবার সেখানে যাওয়া আবশ্যক—অন্তত বিশ্ববাসী ও ভবিষ্যৎ-কালের কাছে নিন্দাশূন্য দায়শূন্য থাকার জন্যও। আর আমার পরিবর্তে আর কাকে প্রেরণ করবেন বলুন? রাজন্, আমি যখন কোন কার্যে দৃঢ়-সংকল্প হই তখন তার অগ্র-পশ্চাৎ শুভ অশুভ সকল দিক চিন্তা ক'রেই মতি স্থির করি। আপনি বৃথা শঙ্কিত হবেন না—তারাও আমাকে বিলক্ষণ জানে। আমি ক্রুদ্ধ হয়ে অস্ত্র ধারণ করলে কুরুপুত্রগণ তখনই বিনষ্ট হবে।' যখন বাসুদেব কথাগুলো বলছিলেন, তাঁর দৃষ্টি প্রখর হয়ে উঠেছিল, সহসা মনে হ'ল তাতে সাক্ষাৎ কালানলের আভাস।

যুধিষ্ঠির কিছুটা আশ্বস্ত এবং [এ অবস্থায় ইতিপূর্বেও যা হয়েছে] কিছুটা শঙ্কিত হয়ে বললেন, 'দেখ, তুমি যা ভাল বোঝ। তোমাপেক্ষা আমাদের হিতাকাঙ্ক্ষী কেউ নেই, তোমার মতো বহুদূরপ্রসারী বুদ্ধিও কারও দেখি না। তুমি তাদের বোঝাতে না পারলে আর কোন লোকই পারবে না। অকারণ লোকক্ষয় প্রাণহানি রক্তপাত না হয়, সেটাই আমাদের প্রধান কাম্য, তার জন্য আমি বহু ক্ষতি ও ক্লেশ সহ্য করতেও প্রস্তুত আছি।'

ভীম এতক্ষণ নীরবে নতমস্তকে বসে কী যেন চিন্তা করছিলেন। এখন অকস্মাৎ তিনি ঋজুভাব ধারণ করলেন। কেমন এক ধরনের নিস্পৃহ শুষ্কস্বরে বললেন, 'কেশব, তুমি যে দূত রূপে যাচ্ছ—এ আমাদের সৌভাগ্য। এ বিষয়ে যোগ্যতম ব্যক্তি আমি তো আর কাকেও দেখি না। ভরতবংশ রক্ষার ভার তোমার উপরই ন্যস্ত হ'ল। দেখ, একই বংশের দুই শাখা আমরা—আমাদের মধ্যে যাতে শান্তি স্থাপিত হয়, সেই চেষ্টাই করো। স্বভাবক্রোধী, কল্যাণবিদ্বেষী, মহা-অভিমানী দুর্যোধনকে উগ্রবাক্য প্রয়োগ বা ভয়প্রদর্শনে কার্যসিদ্ধি হবে না। বরং সান্ত্ববাদ দ্বারা তাকে নমনীয় করার চেষ্টা করো। বাসুদেব, যে ব্যক্তি স্বভাবপাপী, দস্যুতায় যার আহ্লাদ, অহঙ্কারী, দাম্ভিক, অদীর্ঘদর্শী, সাধুজনের অবজ্ঞাকারী, নিষ্ঠুর, ক্রূর, পান্ডবদের চিরবৈরী, মূঢ় ও অবিবেচক সে সহজে কল্যাণ বা হিতবাক্য বুঝবে না। সে ধর্মের বা সুহৃদদের বাক্যের মর্যাদা দেবে না। তবু চেষ্টা করলে হয়ত তুমিই তাকে বশীভূত করতে পারবে। দেখ, একটি পাপিষ্ঠের ক্রূর মানসহুতাশনে সমস্ত ভারতখণ্ড ভস্মীভূত হতে চলেছে। এমন ঘটনা নূতন বা অভিনব নয়-এক এক কুলনাশন পাপাত্মা খলস্বভাব নৃপতির জন্য বহু প্রাণ অকালে বিনষ্ট হয়েছে, বহু বংশ লোপ পেয়েছে, এসব তোমার অবিদিত নেই। দুর্যোধনও তেমনিই এক কালপ্রেরিত কুলাঙ্গার। উগ্র বাক্য প্রয়োগ বা ভীতি-প্রদর্শনে বিরত থেকে মৃদুমন্দ ভাষায় প্রণয় প্রদর্শন ক'রে হিতবাক্য ব'লো। আমরা বরং নম্র ভাব ধারণ ক'রে দুর্যোধনের অনুগত হয়ে থাকব তাও শ্রেয়—সমগ্র কুরুবংশ তথা ক্ষত্রকুল ধ্বংস হয়ে যাবে—এটা কোনমতেই অভিপ্রেত নয়।'

আবারও এক অখণ্ড নীরবতা নেমে আসে সেই আলোচনা সভায়—কিছুক্ষণের জন্য। জলে অগ্নি প্রজ্বলিত হতে দেখলে অথবা কৃষ্ণ বারিগর্ভ জলদপুঞ্জ থেকে বহ্নিবৃষ্টি হতে দেখলে মানুষ যেমন বিস্ময়ে হতবাক হয়ে যায়—কিংবা প্রজ্বলিত চিতায় হিমশীতল স্পর্শ পেলে—এদেরও সেই দশা, নির্বাক স্তম্ভিত অবস্থা।

অবশ্য বাসুদেবের সে নীরবতা ভঙ্গ করতেও বিলম্ব হ'ল না। তিনি ব্যঙ্গমিশ্রিত সবিস্ময় কণ্ঠে বলে উঠলেন, 'মহাবাহু ভীমসেন, এসব শান্ত হিতকারী বিনয়বাক্য কি আপনিই বলছেন? না আপনার ছদ্মবেশে অপর কোন ব্যক্তি এখানে উপস্থিত হয়েছে? আপনিই না বৈর-প্রতিশোধতৃষায় এই গত ত্রয়োদশ বর্ষ ভূমিসংলগ্নবক্ষ হয়ে বিনিদ্র কাটিয়েছেন? সধূম পাবকের মতো ক্রোধানলে সন্তপ্ত হতে হতে ক্রমাগত দীর্ঘনিঃশ্বাস ত্যাগ করেছেন? দিবারাত্র ভয়ঙ্কর শব্দ সহ মধ্যে মধ্যে ভূমিতে পদাঘাত অথবা অকারণ গর্জন ক'রে উঠে নিজের বৈরবিমর্দন প্রতিজ্ঞাকে অগ্নিহোত্রের মতো নিয়ত প্রজ্বলিত রেখেছেন? আপনার সেই প্রতিশোধতৃষার ভয়াবহতা দেখে বহু লোকে

আপনাকে উন্মাদ ভেবে পরিহার ক'রে চলে। সেই আপনি কি সমর প্রত্যক্ষ দেখে এখন পশ্চাদপদ হতে চাইছেন? আসলে কি এটা কুলরক্ষার চিন্তা—না আপনারই আশঙ্কা?'

'আশঙ্কা' শব্দটি উচ্চারিত হওয়া মাত্র ভীমসেনের যেন তন্দ্রাভঙ্গ হ'ল—তিনি নিজের স্বরূপে ফিরে গেলেন। সহস্রবজ্রনির্ঘোষের মতো একটা প্রচণ্ড গর্জন ক'রে উঠে বললেন, 'আশঙ্কা? আমার? আমি এই মুহূর্তে ঐ দুর্যোধনটার একাদশ অক্ষৌহিণীর সম্মুখীন হতে প্রস্তুত আছি। বস্তুত তার অপেক্ষা হৃদ্য ও রুচিকর আমার কাছে কিছুই হতে পারে না। ঐ পাষণ্ড দুঃশাসনের বক্ষরক্ত পানের জন্য আমার সমস্ত অন্তর শুষ্ক হয়ে আছে, তার অগ্রজটার উরুভঙ্গে বাক্যবন্ধ হয়ে আছি—সে প্রতিজ্ঞা পালন না করা পর্যন্ত আমার স্বস্তি ও শান্তি নেই। তার সঙ্গে ঐ ভীরু বক্রদৃষ্টি বৃদ্ধগুলোকেও ভূশায়িত হতে দেখলে তবে পূর্ণ তৃপ্তিলাভ করব, যারা কেবলই বাক্যজাল বিস্তার ক'রে অন্যায়কে প্রশ্রয় দেয়। বলে আমরা অন্নঋণে বদ্ধ, ধার্তরাষ্ট্রদের বেতনভুক। পান্ডুর রাজ্য ন্যায়ত ধর্মত তাঁর পুত্রদেরই প্রাপ্য, সে রাজ্য যদি কেউ অন্যায় ক'রে অধিকার ক'রে থাকে—সে রাজ্যের রাজস্ব তার হয় না, সে রাজ্যের কোষাগার থেকে প্রদত্ত বেতন পান্ডুপুত্রদেরই সম্পত্তি বা সম্পদ থেকে পাওয়া। আমি ন্যায়নীতির জটিল তত্ত্ব বুঝি না, এ আমার সহজ বুদ্ধির কথা। ঐ বৃদ্ধগুলো ঘোরতর পাপী। ওরা সবাই পরোক্ষভাবে দুর্যোধনকেই সমর্থন করে। ওদের মৃত্যু না প্রত্যক্ষ করা পর্যন্ত আমার শান্তি হবে না। হে কেশব, যেদিন এই লোকান্তকারী মহাসমরানল প্রজ্বলিত হবে, সেদিনই আমার স্বরূপ বুঝতে পারবে। আমার মজ্জাও অবসন্ন হয় নি, চিত্তও ভয়কম্পিত কি উদ্‌ভ্রান্ত নয়। পরিঘযুগলের ন্যায় আমার এই বাহুমধ্যভাগ অনুভব ক'রে দেখো—তাও দুর্বল শুষ্ক কি শক্তিহীন হয় নি, আমার ভুজবন্ধনে বদ্ধ হলে স্বয়ং দেবেন্দ্রেরও নিস্তার নেই।...না আমি কুলরক্ষার জন্যই শঙ্কিত হয়ে কথাগুলো বলেছিলাম, পূর্বপুরুষদের প্রতি ঋণ স্মরণ ক'রে—ভরতবংশ না নির্মূল হয়ে যায় এই জন্যই ব্যাকুল হয়ে, নতুবা বৈরনির্যাতন ইচ্ছা বা শক্তি আমার আদৌ দূর হয় নি।'

বলতে বলতে ভীমসেন এমন উত্তপ্ত হয়ে উঠলেন যে সভাস্থ সকলেই যেন সে রুদ্ররোষাগ্নির সম্মুখে আতঙ্কে মুহ্যমান হয়ে পড়লেন। শ্রীকৃষ্ণ তাঁদের আশ্বস্ত করতে ও অচিরে ভীমসেনের প্রকৃতিস্থ অবস্থা ফিরিয়ে আনতে বললেন, 'না না ভীমসেন, আপনার পরাক্রম আমার অবিদিত নেই। জরাসন্ধ নিগ্রহের সময়ই আপনার শারীরিক শক্তি প্রত্যক্ষ করেছি। আপনাকে ভর্ৎসনা করতে কি ধিক্কার দিতেও চাই নি। যেমন উচ্চবংশে আপনার জন্ম, তার উপযুক্ত প্রজ্ঞা ও সংযমই আপনি প্রদর্শন করেছেন—নিজের প্রতিহিংসা প্রবৃত্তি বা ক্রোধকে দমন ক'রে সর্বাগ্রে বংশের কথা চিন্তা করেছেন এজন্য আপনাকে সাধুবাদ দিচ্ছি।—অর্জুন, তোমার কোন বক্তব্য আছে?'

অর্থাৎ ভীমসেনকে আর অধিক রোষ প্রকাশের অবসরই দিলেন না।

অর্জুন ও নকুল কতকটা কর্তব্যবোধে এবং দুই অগ্রজের বক্তব্যর প্রতি শ্রদ্ধা রেখে তাঁদের বক্তব্য জানালেন। বাসুদেব যেন প্রথমটা মিষ্টবাক্যে যুক্তির পথে কার্যসিদ্ধির চেষ্টা করেন—তাতে ফললাভ না হলে শেষ যুক্তি তো আছেই!

কেবল সহদেব ক্রুদ্ধ কণ্ঠে বললেন, 'দ্যূতসভায় তারা পাঞ্চালীকে যে অপমান ও লাঞ্ছনা করেছে—যে ছলনার দ্বারা আমাদের এই দীর্ঘকাল ভিক্ষুক পরান্নভোজীর জীবনযাপন করতে বাধ্য করেছে—তার পরেও সন্ধি-প্রস্তাব, দূত-বিনিময় ভদ্রতারক্ষা ও অনুনয়-বিনয়ের প্রশ্ন উঠছে কেন আমি তা বুঝি না। জনার্দন, আপনার এখন একমাত্র কর্তব্য হওয়া উচিত—সমর বা তাদের শাস্তিদানের সুযোগ যাতে ত্বরান্বিত হয় সেই চেষ্টা করা।'

মহাবল সাত্যকি সহদেবের এই মত সমর্থন ক'রে তাঁর স্পষ্ট ভাষণের ভূয়সী প্রশংসা করলেন। সমবেত রাজন্যসমাজ ও সেনানায়কবৃন্দও উচ্চরবে সাধুবাদ জানালেন।

বাসুদেব স্মিত প্রসন্ন মুখে কিছুক্ষণ স্থির হয়ে থেকে সে কোলাহল ঈষৎ প্রশমিত হতে মহাদেবী কৃষ্ণার সম্মুখে এলেন।

'সখী দ্রৌপদী, তুমি কি বলো ?'

দ্রৌপদী বুঝি এতক্ষণ নীরবে রোদনই করছিলেন, এখন সেই নীলকমল-পলাশাক্ষী সুন্দরীশ্রেষ্ঠা তাঁর নীলাভকৃষ্ণ সুগন্ধযুক্ত অবেণীবদ্ধ বিপুল কেশভার অঞ্জলিবদ্ধ দুই করে বাসুদেবের দৃষ্টির সম্মুখে মেলে ধরে অশ্রু-গদ্‌গদ্ কণ্ঠে বললেন, 'সহদেবকে ধন্যবাদ, বুঝলাম অন্তত আমার স্বামীদের মধ্যে এমন একজন আছেন যিনি এখনও আমার লাঞ্ছনার কথা বিস্মৃত হন নি। আমি কি বলব, মহাবীর অর্জুন, বিশেষ যাঁর প্রতিশোধতৃষার উপর আমার সর্বাধিক ভরসা—সেই ভীমসেনকে আজ ধর্ম, কুলরক্ষা প্রভৃতির প্রশ্নই সর্বাগ্র-বিবেচ্য বোধ করতে দেখে, শান্তিরক্ষার জন্য ব্যাকুল ও বিনয় প্রকাশের পরামর্শ দিতে দেখে আমি বিহ্বল ও হতবাক হয়ে গেছি, জীবনধারণই আমার কাছে অরুচিকর মনে হচ্ছে। দেখ অবধ্যকে বধ করা যেমন অন্যায়, বধ্যকে অব্যাহতি দানও তদ্রূপ। বাসুদেব; তুমি সত্য ক'রে বলো—আমার ন্যায় হতভাগিনী সীমন্তিনী এ ভারতভূমিতে আর কে আছে? আমি দ্রুপদরাজের প্রতিহিংসা-যজ্ঞাগ্নিসম্ভূতা কন্যা, ধৃষ্টদ্যুম্নের ভগ্নী, তোমার প্রিয়সখী, মহারাজ পাণ্ডুর স্নুষা এবং সাক্ষাৎ পুরন্দরসদৃশ পঞ্চ স্বামীর মহিষী। তত্রাচ, এ'রা সকলেই জীবিত, সুস্থ ও যুদ্ধপারগ থাকা সত্ত্বেও সেই স্বামীদের সম্মুখে আমাকে দুঃসহ অবমাননা সহ্য করতে হ'ল। কোন ক্রীতদাসী কি বারনারীকেও এতাদৃশ দুর্দশা ভোগ করতে কখনও শুনি নি। তুমি আমার সখা, আমার রক্ষক, আমার আশ্রয়স্থল হয়েও আজ তাদের সঙ্গে সন্ধিস্থাপন করতে যাচ্ছ! আমি কি এইজন্যই ত্রয়োদশ বর্ষ অশৌচগ্রস্তার ন্যায় মুক্তবেণী হয়ে দিন যাপন করছি? আজ ভীমসেনের মুখে বিনয় ভাব প্রকাশ করার উপদেশ শুনে মনে হচ্ছে নূতন ক'রে সেদিনের সে জ্বালা অনুভব করলাম।... বাসুদেব, যদি আমাকে বিন্দুমাত্র কৃপাপাত্রী বলে মনে করো তাহলে সন্ধি নয়—অচিরে যাতে যুদ্ধ হয় সেই ব্যবস্থা করো। যদি পাণ্ডবরা ভীত ও রণবিমুখ হন আমি অভিমন্যুকে সেনাপতি করে আমার পঞ্চপুত্রকে রণক্ষেত্রে পাঠাবো, আমার বৃদ্ধ পিতা ও ধৃষ্টদ্যুম্নও নিশ্চয় আমার সে মৃত্যুর অধিক অবমাননার শোধ নিতে কুণ্ঠিত হবেন না।'

ভাগ্যক্রমে পট্টমহাদেবীকে ঐ অসহায় ভাবে কাতরকণ্ঠে রোদন করতে দেখে সে আলোচনা-সভায় বেশ একটু উত্তেজিত গুঞ্জন উঠেছিল—তার মধ্যেই অপরের অশ্রুতিগোচর কণ্ঠে বাসুদেব বললেন, 'যশস্বিনী, তুমি

নিশ্চিন্ত থাকো—সন্ধি করতে নয়, সন্ধির প্রচেষ্টা ব্যর্থ করতেই আমি সেখানে যাচ্ছি। আজ তুমি যেমন মুক্তবেণী হয়ে আকুল ভাবে ক্রন্দন করছ, অচিরকাল-মধ্যে ভরতকুলকামিনীদের সেই ভাবেই রোদন ও হাহাকার করতে দেখবে। পূর্বেও বলেছি, আজও বলছি—তুমি যাদের প্রতি কুপিতা হয়েছ তাদের মৃত বলেই ধরে নিতে পারো। পৃথিবীর কোন শক্তির সাধ্য নেই—মানবিক বা দৈবিক—যা তাদের রক্ষা করতে পারে।'

অতঃপর আলোচনার তালিকায় অবশিষ্ট থাকে যাত্রার দিন স্থির করা। বাসুদেব পুরোহিত ধৌম্যের উপরই সে ভার অর্পণ করলেন। বললেন, 'এটা কার্তিক মাস, যাত্রার প্রশস্ত সময়। দেখুন কবে উষাকালে রেবতী নক্ষত্র পাওয়া যাবে, সেইদিনই প্রত্যুষে আমি যাত্রা করব।'

তারপর সাত্যকিকে জনান্তিকে ডেকে বললেন, 'দূত অবধ্য, কোন বিপদাশঙ্কার কারণ থাকা উচিত নয়, তত্রাচ প্রস্তুত হয়ে যাওয়াই ভাল। তুমি তো যাবেই, আরও বিশেষভাবে নির্বাচিত নয়জন মহারথ তোমার সঙ্গে যাবেন। সে নির্বাচনের ভার তোমার উপর। পদাতিক ও অশ্বারোহী মিলিয়ে সহস্রসংখ্যক দেহরক্ষীও যাবে, তাদের কিছু সাধারণ অনুচর কি কিঙ্করের বেশে যাবে। অর্থাৎ আমরা তাঁদের মনোভাবে সন্দিগ্ধ, আমাদের কোন আচরণে এমন না প্রকাশ পায়। সুনির্বাচিত সুতীক্ষ্ণ ও অব্যর্থ অস্ত্রাদিরও না অভাব ঘটে, তবে সেগুলি ভোজ্য, ইন্ধন প্রভৃতির সঙ্গে স্বতন্ত্র বৃহৎ যানে যাবে। আমরা প্রথমেই তাদের যোদ্ধৃসমারোহ প্রদর্শন করাতে চাই না, তবে প্রয়োজন হ'লে যোদ্ধা বা উপযুক্ত আয়ুধের না অভাব ঘটে, সেদিকে লক্ষ্য রেখো। আর আমি যখন কুরুরাজসভায় গমন করব, তুমি আমার সঙ্গে থেকো কিন্তু সভার মধ্যে প্রবেশের চেষ্টা ক'রো না, উদাসীন কি কৌতূহলীবৎ নির্গমন-পথে অপেক্ষা ক'রো। এমনভাবেই সে পথ রক্ষা করবে যাতে সহসা কেউ না তা অবরুদ্ধ করতে পারে এবং প্রয়োজন হ'লে ইঙ্গিতমাত্র আমাদের রথী মহারথী ও দেহরক্ষীবাহিনী সভার মধ্যে প্রবেশ করতে সমর্থ হয়।

সাত্যকির মুখের পেশী কি রেখায় কোন ভাবান্তর পরিস্ফুট হ'ল না, শুধু তাঁর তাম্রাভ চক্ষু দুটি উত্তেজনা ও কৌতুকে উদ্দীপ্ত হয়ে উঠল। তিনি নীরবে সম্মতিসূচক গ্রীবাভঙ্গী ক'রে তখনই আলোচনাসভাকক্ষ থেকে নিষ্ক্রান্ত হলেন—বোধ করি যাত্রার আয়োজন সম্পন্ন করতেই।
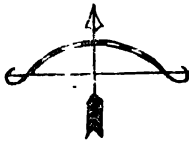
॥ ৩ ॥

স্বয়ং বাসুদেব পাণ্ডবদের দূতরূপে আসছেন, মধ্যস্থতার উদ্দেশ্যে—এ একটা বিশেষ সংবাদ বৈকি! সে সংবাদ প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই দ্রুততর যানবাহনযোগে কুরুসভায় পৌঁছে যাবে তাতেও বিস্ময়ের কিছু নেই।

এঁরা বিস্মিত হলেন, বাসুদেবের মুখ্য উদ্দেশ্য কি তা নিয়ে জল্পনা-

কল্পনারও অবধি রইল না, কিন্তু ধৃতরাষ্ট্র বিষম ব্যস্ত হয়ে উঠলেন। অন্তরে অন্তরে উদ্বিগ্নও। পুত্রদের ডেকে বললেন, 'দেখ বসুদেবপুত্র শ্রীকৃষ্ণ কার্যত আজ সমগ্র ভাবে যাদবদের—ভোজ বৃষ্ণি অন্ধক প্রভৃতির প্রধান পুরুষ ; তাঁর শক্তির কথা সুবিদিত কিন্তু তদপেক্ষাও তাঁর রাজনীতিক প্রজ্ঞা ও কূটবুদ্ধির খ্যাতি অধিক। সমগ্র জম্বুদ্বীপের তাবৎ রাজন্যসমাজ এমন কি চীন ম্লেচ্ছ-দেশ প্রভৃতির শাসকরাও তাঁকে সমীহ করেন। তিনি আজ সর্বজন-মাননীয়, সর্বজন-শ্রদ্ধেয়। তাঁর সঙ্গে স্পর্ধা প্রকাশ করতে গিয়ে জরাসন্ধর স্বয়ংবৃত সেনাপতি শিশুপালের কি দুর্দশা হয়েছিল তা তোমরাই তো প্রত্যক্ষ করেছ। তাঁর মধ্যে ধৃতি, বীর্য, প্রতাপ ও প্রজ্ঞার সমন্বয় ঘটেছে। তিনি স্বেচ্ছায় বিনা আমন্ত্রণে এ রাজ্যে পদার্পণ করছেন এ আমাদের বিশেষ সৌভাগ্য বলতে হবে। তাঁর আদর আপ্যায়ন সম্বর্ধনার কোন ত্রুটি না হয়। তিনি বিলাস ও ঐশ্বর্যে অভ্যস্ত, তাঁর বাসস্থান ও পানভোজনের ব্যবস্থাও তদ্রূপ হওয়া আবশ্যক। দুর্যোধনের বাসভবন তাদৃশ সুখদায়ক নয়—দুঃশাসনের গৃহ নব-নির্মিত ও প্রশস্ততর, নূতন শয্যাদিতে সজ্জিত। দুঃশাসন সপরিবারে আমাদের প্রাসাদে চলে আসুক. তার ভবনটি সুসংস্কৃত, পরিষ্কৃত ও নূতন উপকরণে সুসজ্জিত রাখো। বাসুদেব ওখানেই অবস্থান করবেন। তাঁর সঙ্গী সেবক বা অনুচর কজন আসছেন জানি না—কয়েকশত তো হবেই, তাদের জন্য যতগুলি সম্ভব গৃহ—অভাবে বস্ত্রাবাসের ব্যবস্থা করো। অশ্ব ও অশ্বতরগুলির খাদ্য—চনক-তৃণাদি এখন থেকে সঞ্চিত রাখার আদেশ দাও। বাসুদেব না কোনক্রমেই অসন্তুষ্ট বা বিরূপ হন।'

অতঃপর বৃদ্ধ রাজা মন্ত্রী বিদুরকে ডেকে বললেন, 'বাসুদেব শ্রীকৃষ্ণ এখানে আসছেন সংবাদ পেয়েছ নিশ্চয়। আমি পুত্র দুর্যোধনকে বার বার সতর্ক ক'রে দিয়েছি—তাঁর অভ্যর্থনার আয়োজনে কোন ত্রুটি না ঘটে। শুনেছি তিনি পূর্বরাত্রি বৃকস্থলে অতিবাহিত করে প্রত্যূষে হস্তিনানগরে প্রবেশ করবেন। বৃকস্থলের নাগরিকরা তাঁর অভ্যর্থনার বিপুল আয়োজন করেছেন। সেটা আমাদের দিক থেকে বিচার করলে অশোভন এবং আমাদের ঔদাসীন্য বোঝায়। আমাদের আপ্যায়ন ব্যবস্থা বিপুলতর ও ব্যাপকতর হওয়া আবশ্যক। কোন বিষয়েই না ত্রুটি থাকে।'

তারপর কিয়ৎকালমাত্র মৌন থেকে পুনশ্চ বললেন, 'আর দেখ, আমি তাঁকে রাজঅতিথি হিসাবে কিছু সম্মান-উপহার নিবেদন করতে চাই। তুমি আমার রত্নভাণ্ডার থেকে উৎকৃষ্ট রত্নানিচয় নির্বাচন করবে। তদ্ব্যতীত আমি তাঁকে বাহ্লীক দেশজাত সর্বসুলক্ষণযুক্ত তেজস্বী দ্রুতগামী চতুরশ্ব যোজিত ষোড়শ সংখ্যক রথ; সমরদক্ষ, সানুচর আটটি হস্তী; কাঞ্চনবর্ণা যুবতী, অজাতগর্ভা একশত দাসী ও সমসংখ্যক অল্পবয়স্ক দাস. হিমাচল-বাসী নির্মিত সুকোমল কম্বল, চীন-দেশাগত এক সহস্র রোমবহুল চর্ম প্রভৃতি দিতে চাই। আমার নিজস্ব বায়ুগতি অশ্বতর বাহিত রথ—চতুঃপ্রহরে চতুর্দশ যোজন ভ্রমণক্ষম. সেটিও দিতে চাই। দুর্যোধন যাবে না—কিন্তু সে বাদে আমার সমস্ত পুত্রপৌত্ররা যেন নগরীর প্রবেশ পথ থেকে প্রত্যুদ্গমন করে। প্রধানা সুসজ্জিতা বারাঙ্গনারা যেন পূর্বেই সেখানে সমবেত হয়। বৃকস্থল থেকে এ পর্যন্ত সমস্ত পথ যেন জলনিষেক দ্বারা ধূলিশূন্য রাখা হয়।'

বিদুর গম্ভীরকণ্ঠে বললেন, 'আপনি তাঁর জন্য যে সব উপহার-দ্রব্য,

অভ্যর্থনা বা আতিথ্যের আয়োজন প্রস্তুত রাখতে বলেছেন, তা তাঁরই যোগ্য তাতে সন্দেহ নেই। কিন্তু মহারাজ, এ কি কেবল তাঁর গুণাবলী ও তাঁর অলোকসাধারণ চরিত্রের কথা স্মরণ ক'রেই তাঁর এবম্বিধ পূজার আয়োজন করতে বলছেন? আর্য, আপন সত্য ও সারল্য অবলম্বন করুন। এখনও কৌশল ও কাপট্যের দ্বারা, হয়ত বা আত্মপ্রতারণার দ্বারাও পুত্রপৌত্রাদির সর্ববিনষ্টির কারণ হবেন না। শ্রীকৃষ্ণ এই প্রকার সম্বর্ধনারই উপযুক্ত তাতে তিলমাত্র সংশয় নেই, সসাগরা পৃথিবী প্রদান করলেও তাঁকে বোধ হয় যথেষ্ট সম্মান প্রদর্শন হয় না—কিন্তু মহারাজ, আমি জানি শুদ্ধমাত্র সে কারণে অর্থাৎ ধর্মাচরণ কি যোগ্যতা বোধে আপনার এ ইচ্ছা দেখা দেয় নি। এ কেবল ছলনা অসত্যাচরণ ও কপটতা মাত্র। আপনি পাণ্ডবদের পাঁচখানি গ্রামমাত্রও দিতে প্রস্তুত নন—শ্রীকৃষ্ণের জন্য এত ধন ও দুষ্প্রাপ্য দ্রব্যাদি দান করতে চান কেন? আপনি ভাবছেন এতদ্বারা তাঁকে বশীভূত ও পাণ্ডবদের থেকে বিচ্ছিন্ন করবেন? সে পাত্র তিনি নন, বাসুদেব শল্য নন। না ধন, না পূজা, না যত্ন-কোন কিছুর দ্বারাই তাঁকে বশীভূত মোহগ্রস্ত বা ধর্মচ্যুত করতে পারবেন না। পাণ্ডবদের পক্ষেই ধর্ম, তা আপনিও বিলক্ষণ অবগত আছেন; অর্জুন তাঁর অভিন্নহৃদয় বন্ধু—শ্রীকৃষ্ণ তাঁদের কখনই ত্যাগ করবেন না—এ বিষয়ে আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন। তিনি বারিপূর্ণ কুম্ভ, পাদপ্রক্ষালনের জল ব্যতীত আপনার নিকট হ'তে কোন বস্তুই গ্রহণ করবেন না। যদি সত্যই তাঁর যোগ্য অভ্যর্থনা করতে চান তো যে প্রার্থনা নিয়ে তিনি আসছেন অর্থাৎ কৌরবে পাণ্ডবে সন্ধি ও শান্তি স্থাপন সেইটিই পূর্ণ করুন, তিনি যথার্থ তুষ্ট হবেন।'

ধৃতরাষ্ট্র বিরসবদনে তূষ্ণীভাব অবলম্বন করলেন। বিদুর বহুক্ষণ প্রত্যুত্তরের বৃথা প্রত্যাশায় থেকে একটি দীর্ঘনিঃশ্বাস মোচন ক'রে নীরবেই বিদায় নিলেন। এ অবশ্য তিনি পূর্বেই জানতেন, শুধু কর্তব্যবোধেই নিরাবরণ সত্যভাষণ করেছিলেন।

দুর্যোধনও এই একটা বিষয়ে বিদুরের সঙ্গে একমত। এসব উৎকোচ প্রদানে বাসুদেবকে তুষ্ট ক'রে কার্যসিদ্ধি হবে না। তাঁর সম্বন্ধে যতটা জানেন, লোকশ্রুতি যা—তাতে এই ধারণাই ক্রমশঃ ধ্রুব হয়ে উঠেছে। তথাপি ধৃতরাষ্ট্রের আদেশ পালনে অবশ্যই বিলম্ব কি কোন ত্রুটি হ'ল না। রাজ্য-সীমার প্রবেশপথ থেকে রাজধানী পর্যন্ত পথে পথে সম্মান-তোরণ ও অভ্যর্থনা-মণ্ডপাদি নির্মিত হ'ল—তা শোলার কারুশিল্পে চারুচিত্রাঙ্কনে ও পত্রপুষ্পসজ্জায় এবং প্রয়োজনমতো আলোকমালায় সুরম্য উজ্জ্বল ও নয়নাভিরাম ক'রে তোলা হ'ল। সেই সঙ্গে অশ্বদের খাদ্য ও পানীয়ের জন্য বিশাল জলাধার ও তৃণ-শস্যভাণ্ডার; বাসুদেব ও তাঁর অনুচর সেবক প্রভৃতির জন্য অন্ন-পানীয়ের ব্যবস্থা। মহারথ বা রাজবংশীয়দের জন্য পক্কান্নই অধিক। দাসদাসী, বারাঙ্গনা, নয়নমনোহারিণী মনোরঞ্জনকারিণী কামিনী প্রভৃতিও প্রেরিত হয়েছিল। দুঃশাসনের গৃহও নূতন মার্জনা ও সংস্কারে নবনির্মিত প্রাসাদ ভবনের রূপ ধারণ করেছে। এই বিপুল সম্বর্ধনার আয়োজন প্রজাসাধারণের মধ্যেও একটা আলোড়ন সৃষ্টি করল, তারা ঔৎসুক্য ও সম্ভ্রমে পূর্ণ হয়ে সেই পরম অতিথির শুভ পদার্পণের

অপেক্ষা করতে লাগল।

অবশ্য এইসব রাজকীয় আয়োজনের মধ্যেও কুচক্রীর মস্তিষ্ক নিষ্ক্রিয় বসে নেই। সৌবল বা শকুনি সেই শ্রেণীর মানুষ—যারা কারও উন্নতি বা প্রতিপত্তি সহ্য করতে পারে না। সে একদিন এই কর্মব্যস্ততার মধ্যেই নিভৃতে পেয়ে ভাগিনেয়কে বলল, 'দেখ, বৃদ্ধরাজা যাই বলুন, বাসুদেবকে মিষ্ট ব্যবহারে বা মহার্ঘ্য উপহারে তুষ্ট করা যাবে না। তুমিও রাজ্যাংশ পাণ্ডবদের ছেড়ে দিতে প্রস্তুত নও। সুতরাং যুদ্ধ অনিবার্য। এক্ষেত্রে একটিই মাত্র আমাদের করণীয় আছে—তা হচ্ছে পাণ্ডবদের শক্তিক্ষয়। আর, ওদের আসল শক্তি হচ্ছে ঐ যাদবটা, বসুদেবের পুত্র। ওদের গোষ্ঠীর প্রধানও ও নয়—নামে উগ্রসেনই এখনও রাজা—কিন্তু আসলে ও-ই লোকটাই সমগ্র যাদবসমাজকে শাসন করে। তোমার ভাগ্যক্রমে দ্যূতক্রীড়ার সময় ও উপস্থিত ছিল না নচেৎ এ বিপুল সম্পদ ও বিশাল রাজ্য তোমার ভোগে আসত না। শ্রীকৃষ্ণ একা তোমাদের সভায় আসছেন, প্রীতি ও হৃদ্যতার ছলে তাঁকে অতর্কিতে বন্দী করো—তাহলেই ওদের সকল শক্তির মূল নষ্ট হবে, এখন ওদের পক্ষে যারা আছে তারা ভবিষ্যৎ ভেবে ভীত হয়ে ওদের ত্যাগ করবে।'

দুর্যোধন এ পরামর্শে খুবই উৎসাহিত হয়ে উঠলেন। বললেন, 'আমি এখনই অঙ্গরাজ ও দুঃশাসনের সঙ্গে আলোচনা ক'রে এ ব্যবস্থা সম্পূর্ণ ক'রে ফেলছি।'

শকুনি বাধা দিয়ে বললেন, 'দুঃশাসনকে বলো কিন্তু কর্ণকে এর মধ্যে জড়িও না। পূর্বাহ্ণে জানতে পারলে সে সম্মত তো হবেই না—পরন্তু বাধা দেবে। আমি লক্ষ্য ক'রে দেখেছি, পাণ্ডবদের সম্বন্ধে ওর যতই বিদ্বেষ থাক, শ্রীকৃষ্ণ সম্বন্ধে ওর একটা দুর্বলতা আছে। দুঃশাসনকে বলো, আমি তো আছিই। এসব কথা কখনও অধিক লোকের কর্ণগোচর করতে নেই, মন্ত্রগুপ্তিই এর আসল অস্ত্র।'

তবু দুর্যোধন পূর্বদিন সন্ধ্যায় কর্তব্যবোধে একবার অন্ধ রাজাকে কথাটা জানালেন। তিনি যথারীতি তাঁর সন্তানদের মন্দমতি, অসৎবুদ্ধি ইত্যাদি নিয়ে কিছু বিলাপ করলেন, এ ধরনের কার্যের দ্বারা ওরা অবশ্যই বিনষ্ট হবে তাও জানালেন—কিন্তু দৃঢ়কণ্ঠে নিষেধ করতে পারলেন না। শুধু, যেন নিজের বিবেককেই বার বার শোনাতে লাগলেন যে, নিষেধ করলেও কোন কাজ হ'ত না, সন্তানরা কেউ তাঁর অনুবর্তী নয়।

শ্রীকৃষ্ণ নগর প্রবেশের পূর্বরাত্রে বৃকস্থলে পৌঁছে সকলকেই মধুর বাক্যে আপ্যায়িত ও ধন্যবাদ জ্ঞাপন করলেও—না নাগরিকবৃন্দ, না দুর্যোধন কারও আতিথ্যই গ্রহণ করলেন না। নিজের বস্ত্রাবাসেই রাত্রিযাপন করলেন —নিজেরই অন্ন ভোজন ক'রে। উভয় পক্ষকেই—অপরের অপ্রীতিভাজন হবার আশঙ্কা যুক্তি হিসাবে উপস্থাপিত ক'রে—প্রবোধদান করলেন।

প্রত্যূষে প্রাতঃবন্দনাদি সমাপন ক'রে বৃকস্থল থেকে যাত্রা ক'রে এক প্রহর পরে হস্তিনাপুরীর প্রধান প্রবেশপথে পৌঁছে দেখলেন, একদিকে রাজকীয় সম্বর্ধনার বিপুল আয়োজন, অন্যদিকে সাধারণ নাগরিকদের বিশাল সমাবেশ, জনসমুদ্র বললেই হয়। বাসুদেব কিন্তু এতে কোন বিস্ময় প্রকাশ করলেন না, বোধ হয় এমনিই আশা করেছিলেন। সস্মিত বদনে করজোড়ে

সকলকে সম্মানিত ক'রে—এক দণ্ডকাল মাত্র কৌরবদের নির্মিত মণ্ডপে নূতন আসনে উপবেশন ক'রে ব্রাহ্মণদের আশীর্বাদ এবং উপহার স্বরূপ একটি সবৎসা ধেনু গ্রহণ ক'রে কুরুপুত্রদের আলিঙ্গন, জ্যেষ্ঠদের নমস্কার জ্ঞাপন সমাপন হ'তে এঁদের অনুমতি নিয়ে সরাসরি বিদুরভবনে গমন করলেন—পিতৃস্বসা কুন্তীকে প্রণাম নিবেদন ও কুশল বিনিময়ের জন্য।

কুন্তী এতকাল পরে ওঁকে দেখে রোদন ও বহুবিধ বিলাপ করবেন এ স্বাভাবিক। এই দীর্ঘকালের সংবাদবিনিময়েও—পৃথার দিক থেকেই আগ্রহ ও প্রশ্ন বেশী—বহু সময় অতিবাহিত হ'ল। প্রত্যেক পুত্র ও পুত্রবধূ সম্বন্ধে তাঁর আশঙ্কা ও অনিষ্টকল্পনার অবধি নেই, বিশেষ সহদেব, তাকে তিনি এখনও বালক ভাবেন, তার জন্যই সমধিক উদ্বিগ্ন।

কুন্তীর প্রশ্নাদির উত্তর ও যথাযথ সান্ত্বনা দিয়ে বিদুরের গৃহ থেকে নিষ্ক্রান্ত হয়ে বাসুদেব অকস্মাৎ সরাসরি দুর্যোধনের বাসভবনে উপস্থিত হলেন এবং পূর্ব-সংবাদ-প্রেরণ প্রভৃতির চেষ্টা না ক'রে বহির্বাটি অতিক্রম ক'রে উপরে উঠে গেলেন। দ্বারপাল দৌবারিকরা বিস্মিত হয়ে তাঁর সেই প্রশান্ত-সুন্দর আনন ও ধর্মোজ্জ্বল কান্তির দিকে তাকিয়ে রইল, তাঁকে বাধা দেবার বা পূর্বেই দ্রুতবেগে গিয়ে গৃহাধিকারীকে সংবাদ-প্রেরণের কথা কারও মনে পড়ল না। শ্রীকৃষ্ণও এমনভাবে যেতে লাগলেন যেন এ প্রাসাদ তাঁর বহু পরিচিত, এর প্রতিটি অলিন্দ ও গৃহকোণের অবস্থান তাঁর নখদর্পণে। তাতেই আরও দ্বারপালদের বাধা দিতে সাহস হ'ল না। বাসুদেব অবলীলায় ত্রিতলে উঠে যেখানে নিভৃত আলোচনাকক্ষে অন্তরঙ্গ বন্ধু, নৃপতি, অঙ্গরাজ প্রভৃতি বশম্বদ করদ ও আশ্রিত রাজা, শকুনি, দুঃশাসন প্রভৃতির সঙ্গে গৃহস্বামী ওঁর আগমন ও গতিবিধি নিয়েই আলোচনায় রত—সেইখানে গিয়ে উপস্থিত হলেন।

ঐভাবে অকস্মাৎ একা ওঁকে আসতে দেখে কিছুক্ষণ বিস্ময়-বিমূঢ় হয়ে শুধু চেয়েই রইলেন দুর্যোধন। তারপর ব্যস্ত হয়ে উঠে অগ্রসর হয়ে অভ্যর্থনা জানালেন এবং হাত ধরে এনে নিজের সুবর্ণমণ্ডিত পর্যঙ্কে বসাবার চেষ্টা করলেন। শ্রীকৃষ্ণ স্মিতপ্রসন্নমুখে তাঁর হাত ছাড়িয়ে নিয়ে একে একে উপস্থিত সকল রাজা ও কুরুবংশীয়দের সম্পর্ক ও বয়ঃক্রম অনুসারে আলিঙ্গন নমস্কার প্রীতি ও কুশল বিনিময় শেষ ক'রে নিজেই গিয়ে সে পর্যঙ্কে বসলেন।

অতঃপর মাননীয় অতিথিদের যেভাবে মধুপর্ক, পানীয় জল, দুগ্ধ প্রভৃতির দ্বারা সম্বর্ধিত করা উচিত ; ধেনু, গৃহ এমন কি রাজ্যখণ্ড ও যাবতীয় সম্পদের মৌখিক নিবেদন—সকল ব্যবস্থাই দ্রুত সম্পন্ন হ'ল। শ্রীকৃষ্ণ এখানেও নিবেদিত মধুপর্ক শিরোধার্য ক'রে সামান্য পানীয়জল মাত্র গ্রহণ করলেন, তারপর উঠে দাঁড়িয়ে তখনকার মতো বিদায়প্রার্থী হলেন। দুর্যোধন বিস্মিত ও আপাতব্যাকুল হয়ে বললেন, 'না না, তা কি ক'রে হয়! অশেষ দয়া ক'রে যখন আমার গৃহে পদার্পণ করেছেন, তখন এখানেই ভোজন সমাপন করতে হবে।'

বাসুদেব দুই হাত একত্রিত ক'রে ভিক্ষাপ্রার্থনার ভঙ্গীতে বললেন, ঐটি ক্ষমা করতে হবে।'

'কেন, আমরা কি অপরাধ করলাম ? অবশ্য আপনার জন্য একটি স্বতন্ত্র

নবসংস্কৃত ভবনই সুসজ্জিত রাখা হয়েছে—সেখানেও আহারাদির সব আয়োজন প্রস্তুত, তবু যখন এ অধমের গৃহে এসেছেন—এখানে অন্নগ্রহণ করতে বাধা কি ?'

শ্রীকৃষ্ণের ভ্রূ ঈষৎ কুঞ্চিত হ'ল, মুখের প্রসন্নতা বিলুপ্ত হয়ে একটা কঠোর গাম্ভীর্যের ছায়া পড়ল, তিনি মৃদু অথচ মেঘমন্দ্র স্বরে বললেন, 'আমি দূতরূপে এসেছি। দূতেরা কৃতকাম হলেই যেখানে এসেছে সেখানের আতিথ্য ও তাঁদের অন্ন গ্রহণ করে। আমি কাল সভায় আমার প্রার্থনা জানালে আপনি যদি তা পূর্ণ করেন—আমি সানন্দে, কৃতজ্ঞতার সঙ্গে আপনার অন্ন ভোজন করব।'

দুর্যোধন অভিমানাহত কণ্ঠে বললেন, 'দেখুন এ ব্যবহার আপনার শোভা পায় না। আপনি তো সুদ্ধমাত্র অপরের প্রেরিত দূতই নন, যদুবংশের সঙ্গে আমাদের বহুবিধ সম্পর্ক, আপনি আমাদের আত্মীয়। আপনার সঙ্গে আমাদের কোন বৈরিতা নেই, কলহ বা যুদ্ধও হয় নি। আপনি এমন ব্যবহার করছেন কেন ?'

শ্রীকৃষ্ণ এবার হাসলেন। বললেন, 'আত্মীয়তার কথা যদি বলেন, যারা আপনার বৈরী—তারা আমার ঘনিষ্ঠতম আত্মীয়। তদ্ব্যতীত, কাম অর্থ লোভ ক্রোধ দ্বেষ কোন কারণেই ধর্ম ত্যাগ করা উচিত নয়। প্রীতির সম্পর্ক থাকলে তবেই তার অন্ন মানুষ গ্রহণ করে। অথবা দুঃস্থ কি বিপন্ন হলে বাধ্য হয়ে করে। আপনি—আমার প্রতি সম্প্রীতি প্রকাশ পায় এমন কোন কার্য করেন নি, আমিও বিপন্ন হইনি। আপনি বিনা কারণে আপনাব খুল্লতাত-পুত্রদের প্রতি বিদ্বিষ্ট, তাদের ক্ষতির জন্য বদ্ধপরিকর। তারা কখনও ধর্ম ত্যাগ করে নি। যাঁরা তাঁদের প্রতি বিদ্বেষী, প্রতিকূল মনোভাব পোষণ করেন—তাঁরা আমার মিত্র বা অনুকূল হ'তে পারেন না। লোভ কামনা বা দ্বেষের বশবর্তী হয়ে যে ব্যক্তি ধার্মিক গুণশালী ব্যক্তির অনিষ্ট করে, পণ্ডিতেরা তাকে নরাধম বলেন। এই কারণেই আমি আমার দৌত্য সফল হওয়ার আগে আপনার অন্নভোজনে অস্বীকার করছি। আপনাদের প্রাসাদেও অবস্থান করা সম্ভব নয়। আমি আজ বিদুরের গৃহে অন্নগ্রহণ ও সেখানেই রাত্রি যাপন করব।'

অবজ্ঞা, ঈর্ষা, বিদ্বেষ, বিদ্রূপ মিশ্রিত একপ্রকার বিচিত্র মুখভঙ্গীতে ওষ্ঠাধর বিকৃত হয়ে উঠল দুর্যোধনের। তিনি বলে উঠলেন, 'ক্ষত্তা বিদুরের গৃহে! আমার অন্নের থেকে অনার্য দাসীপুত্রের অন্ন অধিকতর গ্রহণীয় হ'ল!'

'নিশ্চয়ই!' তীক্ষ্ন কঠিন কণ্ঠে উত্তর দিলেন বাসুদেব, 'জন্মে বা জাতিতে কারও পরিচয় হয় না, হয় মনুষ্যত্বে। আমি শৈশবে বৈশ্য গোপগৃহে লালিত হয়েছি, তাতে কোন ক্ষতি হয়েছে বলে মনে করি না। যিনি কখনও কোন কারণেই সত্য বা ধর্মকে ত্যাগ করেন না—যে কোন ব্রাহ্মণের অপেক্ষাও তিনি অগ্রগণ্য, শ্রেষ্ঠ মানুষ। তিনি মহাত্মা। আপনার দুষ্টাভিসন্ধি-সম্বলিত অশুভ অন্ন অপেক্ষা ধর্মাত্মা বিদুরের অন্ন সর্বাংশে শ্রেয়।'

অতঃপর আর বাদানুবাদের অবকাশ না দিয়েই শ্রীকৃষ্ণ দুর্যোধনের ভবন থেকে নিষ্ক্রান্ত হলেন। এবারও তাঁকে বাধা দিতে বা কোন ক্ষতি কি অবমাননা করতে কারও সাহস হ'ল না।

শ্রীকৃষ্ণ কৌরবদের আতিথ্য গ্রহণ করতে অস্বীকার করেছেন এ সংবাদ শ্রবণমাত্র ভীষ্ম দ্রোণ কৃপাচার্য স্ব স্ব রথে বিদুরের গৃহে উপস্থিত হলেন। প্রত্যেকেরই প্রার্থনা উনি তাঁদের ভবনে অবস্থান ও ভোজনাদি করুন। শ্রীকৃষ্ণ সবিনয়ে তাঁদের কাছে ক্ষমাপ্রার্থনা ক'রে বললেন, 'আপনারা যে এভাবে ছুটে এসেছেন—এতেই নিজেকে কৃতার্থ বোধ করছি। এতেই আমার আতিথ্য গ্রহণ করা হয়েছে, আমি নিরতিশয় তৃপ্ত। কিন্তু বিদুরের গৃহে অন্নগ্রহণ করব—এ আমার বহুদিনের আকাঙ্ক্ষা। দয়া ক'রে আমার এ সাধ পূর্ণ করতে দিন। আর দেখুন, আপনাদের অপেক্ষা দরিদ্র, শূদ্রাণীগর্ভজাত বর্ণসংকর, ব্রাত্য বলে যদি মহাত্মা বিদুরের অন্ন প্রত্যাখ্যান ক'রে আপনাদের গৃহে যাই, আমাকেই ধর্মে পতিত হ'তে হবে। প্রীতি ও শুভবুদ্ধির দান এ আহার্য সর্বাবস্থায় প্রেয় ও শিরোধার্য।'

সঙ্গে গিয়ে বাসুদেব সসম্মানে এঁদের নিজ নিজ রথে তুলে দিয়ে ফিরে এলে বিদুর সসঙ্কোচে বললেন, 'কাজটা কি ভাল করলেন? ওঁরা সকলেই আমার পূজনীয়, গুরুজন। তাঁদের আমন্ত্রণ প্রত্যাখ্যান ক'রে আমাকে এতাদৃশ প্রাধান্য দেওয়ায় ওঁরা ক্ষুণ্ণ হলেন সম্ভবত। তাছাড়া আমার সঙ্গতি সামান্য। আয়োজনও তদনুরূপ, আপনার কষ্টই হবে হয়ত—'

বাসুদেব তাঁকে গভীর আলিঙ্গনাবদ্ধ ক'রে বললেন, 'কাজটা ভাল হ'ল কি হ'ল না, সে পর্যালোচনা পরে একসময় করা যাবে। এখন আমি বড় ক্ষুধার্ত। আহারপর্বটা শেষ ক'রে নিই আগে। আর কষ্ট হ'ল কি না, সেটা আহার না শেষ হলে বুঝব কি ক'রে? দেখুন রাজসুখ ভোগ আমার সহ্য হয় না, সারা জীবনই তার প্রমাণ পাচ্ছি। আজ আর নতুন ক'রে তা নিয়ে চিন্তা করতে চাই না।'

॥ ৪ ॥

সে রাত্রে বাসুদেব বা বিদুর কারও নিদ্রা হ'ল না। নানাবিধ আলোচনা ও সৎপ্রসঙ্গেই ত্রিযামা রজনী অতিবাহিত হ'ল। দুর্যোধনের সামরিক শক্তি, কোন্ কোন্ ব্যক্তির উপর তাঁর সমধিক ভরসা, বৃদ্ধ রাজার মতিগতি সম্বন্ধে তাবৎ তথ্যই বিদুরের নিকট জানা গেল। বিদুরেরও পাণ্ডবদের সম্বন্ধে অনেক কিছু জিজ্ঞাস্য ছিল। সে উৎকণ্ঠা বা ঔৎসুক্যও শ্রীকৃষ্ণের বর্ণনা ও আশ্বাসবাক্যে প্রশমিত হ'ল। সেই সঙ্গে উভয়েই উভয়কে নানা শুভবাক্যে আপ্যায়িত করলেন।

নিদ্রা হ'ল না কিন্তু সেজন্য কেউই কোন ক্লান্তি বা জাড্য অনুভব

করলেন না। বাসুদেব অভ্যাসমতোই প্রত্যূষে উঠে স্নান, জপ, হোম ও সূর্য-বন্দনা শেষ ক'রে প্রতিদিনের কৃত্য হিসাবে কিছু দানকার্যও করলেন। কিন্তু ইতিমধ্যেই—প্রভাতের প্রথম প্রহর অতিক্রান্ত হওয়ার পূর্বেই শকুনি ও দুর্যোধন এসে উপস্থিত। তাঁদের বক্তব্য—সভায় ধৃতরাষ্ট্র ভীষ্ম প্রমুখ কুরুবৃদ্ধগণ ও অন্যান্য নৃপতি ও আত্মীয়বর্গ বাসুদেবের দর্শন-অভিলাষে বা আগমন প্রত্যাশায় উন্মুখ হয়ে প্রতীক্ষা করছেন। মহামনা ধৃতরাষ্ট্র তাঁর নিজস্ব রথও প্রেরণ করেছেন ওঁকে নিয়ে যাবার জন্য।

শ্রীকৃষ্ণ সবিনয় মধুর হাস্যের সঙ্গে বললেন, 'আপনারা অহেতুক ব্যস্ত হবেন না, আমার আপন রথেই এখানে আগমন করেছি, সেই রথই ব্যবহার করব। সে যানও প্রস্তুত। আপনারা অগ্রবর্তী হোন, আমি এখনই যাত্রা করছি।'

দ্বারকাধিপতি বাসুদেব সন্ধি সংস্থাপনের জন্য এখানে উপস্থিত হয়েছেন—সে বার্তা হস্তিনা কেন—রাজ্যের প্রত্যন্ত-প্রদেশেও পৌঁছে গিয়েছিল। এই অদ্ভুতকর্মা পুরুষকে দর্শন করার জন্য সেই প্রায়-ঊষাকালেই কয়েক সহস্র ব্যক্তি বিদুরভবনের চারিপার্শ্বে সমবেত হয়েছেন। তদ্ব্যতীত রাজকর্মচারী, সৈন্যবাহিনী—এবং দুর্যোধন প্রভৃতির দেহরক্ষীর দল তো আছেনই। সে জনসমুদ্রের মধ্য দিয়ে রথচালনা ক'রে অগ্রসর হওয়া কঠিন, বাসুদেবের প্রবীণ ও অভিজ্ঞ সারথি দারুকের পক্ষেও দুঃসাধ্য—সেজন্য অনিচ্ছা সত্ত্বেও গতি শ্লথ করতে হ'ল।

শ্রীকৃষ্ণ বিদুরকে নিয়ে রথে উঠেছিলেন। তাঁর গতরাত্রের সতর্কবাণীং বিস্মৃত হন নি। রাজসভার উপযোগী মহামূল্য বেশভূষার আবরণে সূক্ষ্ম লৌহতন্তু নির্মিত যে বর্ম ছিল তা আপাতঅদৃশ্য হ'লেও তার অস্তিত্ব কোন তীক্ষ্নদৃষ্টি দর্শকের উপলব্ধি হ'তে পারে এই অনুমানে তা সম্পূর্ণ আবরিত করতেই যেন জগতে-দুর্লভ কৌস্তুভমণি বিলম্বিত কণ্ঠহার ধারণ করেছিলেন—যাতে তার প্রখর দ্যুতিতে দৃষ্টি আহত ও অন্ধবৎ হয়ে ফিরে আসে, বেশভূষা সম্পর্কিত অধিক তথ্য না নয়নগোচর হয়।

রথে আরোহণ ক'রে উপবিষ্ট হওয়ার পূর্বেই বাসুদেব একবার চতুর্দিকে তাঁর শান্ত দৃষ্টি নিক্ষেপ করলেন। তাঁর লক্ষ্যে কিছুই এড়ায় না, আজও অবস্থাটা সম্যক দেখে নিলেন। সেই অকূল জনসমুদ্র মধ্যেও তাঁর দেহরক্ষী ও অনুগামীদের চিনে নিতে বিলম্ব হ'ল না। দেখলেন—সাত্যকির নির্দেশ-কৌশলে ও অভ্রান্ত পরিচালনায় তারা সেই জনতার মধ্যে মিশে থেকেও যথাসম্ভব তাঁর রথের নিকটেই আছে, একপ্রকার বেষ্টনই ক'রে আছে। সাত্যকি ও কৃতবর্মার রথ প্রকাশ্যেই এবং সঙ্গত ভাবেই ওঁর রথের পশ্চাতে আসছে। অথচ এ ব্যবস্থা যে ইচ্ছাকৃত বা পূর্বপরিকল্পনা-অনুযায়ী—তা মনে করার কোন উপায় রাখেন নি তাঁরা।...

সভাগৃহের দেহলিতে তাঁর রথ থেমেছে—এ সংবাদ পেয়ে ভীষ্ম দ্রোণ কৃপ প্রভৃতি প্রবীণরা তো বটেই—কর্ণ, দুঃশাসন, অশ্বত্থামা এমন কি সঞ্জয়ের সাহায্যে স্বয়ং অন্ধরাজা ধৃতরাষ্ট্রও প্রবেশদ্বারের বাহিরে এসে বাসুদেবকে অভ্যর্থনা ক'রে ভিতরে নিয়ে গেলেন। তাঁর সঙ্গী মহারথীদের গৃহমধ্যে প্রবেশের কোন বাধা ছিল না, সকলেই পরিচিত, বিশিষ্ট ব্যক্তি। কিন্তু তাঁরা সে চেষ্টা করলেন না, উপস্থিত নাগরিক ও কৌরব রক্ষীবাহিনীর

সঙ্গে মিশে ভবনের প্রাঙ্গনে ও সম্মুখস্থ রাজপথেই অপেক্ষা করতে লাগলেন। শুধু সাত্যকিই শ্রীকৃষ্ণর সঙ্গে গৃহমধ্যে প্রবেশ ক'রে বাসুদেবের ঠিক পিছনে আসন গ্রহণ করলেন—কৃতবর্মা এলেও উপবেশন করলেন না, যেন সভাগৃহের এতগুলি ব্যক্তির নিঃশ্বাসোষ্ণ বন্ধ আবহাওয়া কণ্টকর বোধ হওয়ায় দ্বারপ্রান্তেই অপেক্ষা করতে লাগলেন। অতিশয় স্বার্থলোলুপ ও কুবুদ্ধি-আচ্ছন্ন ধার্তরাষ্ট্রেরা কেউই এ ব্যবস্থায় কোন সতর্ক পরিকল্পনার লক্ষণ লক্ষ্য করলেন না।

ধৃতরাষ্ট্র ইতিপূর্বেই 'সর্বতোভদ্র' নামে মণিমুক্তাশোভিত সুবর্ণনির্মিত এক আসন তৈরী করিয়েছিলেন—এখন হাত ধরে এনে সেখানেই বসিয়ে দিলেন শ্রীকৃষ্ণকে। সম্মুখে রইলেন স্বয়ং ধৃতরাষ্ট্র এবং প্রবীণগণ। কর্ণ ও দুর্যোধন শ্রীকৃষ্ণর দক্ষিণে একাসনে উপবেশন করলেন, বিদুর কিছু দূরে এক সুবর্ণাচ্ছাদিত পীঠের উপর শুক্ল অজিনাসন রেখে তাতে বসলেন। দুঃশাসন যেন এঁদের মনোভাব বুঝেই সাত্যকিকে শ্রীকৃষ্ণর একেবারে পশ্চাতে এক মণিময় আসনে বসিয়েছিলেন। সাত্যকির প্রসন্ন হাস্যকে সৌজন্য ও ধন্যবাদসূচক অভিব্যক্তি ভেবে দুঃশাসন আপ্যায়িত হয়ে নিজের আসনে গিয়ে বসলেন, সাত্যকির সে রহস্যপূর্ণ প্রসন্নতার অর্থ সম্বন্ধে তাঁর মনে কোন প্রশ্নও দেখা দিল না।...

প্রাথমিক সৌজন্য-বিনিময় নমস্কারাদির পর বাসুদেব শান্ত, গম্ভীর অথচ উচ্চনাদী—অর্থাৎ সভাস্থ সকলের শ্রুতিগোচর কণ্ঠে—ধৃতরাষ্ট্রকে সম্বোধন ক'রে বললেন, 'হে ভারত, আমি কেবল পাণ্ডবদের বার্তা বহন ক'রে এসেছি একথা বললে অসম্পূর্ণ কথন হয়। ভারতবর্ষের—বিশেষ কুরুকুলের যাতে কল্যাণ হয়, শাস্ত্রজ্ঞান ও সদাচার-যুক্ত, শৌর্যে বীর্যে উদারতায় সমগ্র ভারতখণ্ডে প্রখ্যাত ও নৃপতিকুলে শ্রেষ্ঠ বিবেচিত এই কুল যাতে বিনষ্ট না হয় সেই কারণে আমি স্বেচ্ছায় মধ্যস্থরূপে, তৃতীয় পক্ষরূপেই এসেছি। আপনাদের এই প্রাচীন বংশকে সকলেই [illegible] ও সম্ভ্রমের চোখে দেখেন। দয়া, অনুকম্পা, ক্ষমা, আনৃশংস্য, সত্য ও ধর্মনিষ্ঠা এইসব গুণে সমগ্র বসুধার রাজন্যসমাজে কৌরবদের স্থান সকলের ঊর্ধ্বে। এই মহান্ কুলে অনপনেয় কোন কলঙ্কচিহ্ন পড়ে, তা কোনক্রমেই কারও অভিপ্রেত হওয়া উচিত নয়। আজ আপনার অশিষ্ট, লোভান্ধচিত্ত, অর্থাসক্ত পুত্রগণ আত্মনাশে ও সেই বংশকে চিরতরে অবজ্ঞেয় ধিক্কারের লক্ষ্য করতে প্রবৃত্ত হয়েছেন। এই একপক্ষীয় বিবাদ আপনার বংশের মধ্যেই ব্যাধি বা আপদরূপে দেখা দিয়েছে বটে কিন্তু আপনি সতর্ক ও সচেতন হয়ে তা অঙ্কুরেই বিনষ্ট না করলে সমগ্র ভারতখণ্ডের বিনাশকারণ হবে। কলহের এই অগ্নিস্ফুলিঙ্গ বিশ্বগ্রাসী দাবানলে পরিণত হবে, এ থেকে যে মহাহবের উৎপত্তি হবে তাতে কেউই পরিত্রাণ পাবেন না।'

এই পর্যন্ত বলে, ক্ষণেক স্তব্ধ থেকে বাসুদেব পুনশ্চ বললেন, 'অথচ দেখুন, এখনও চেষ্টা করলে এই ভয়াবহ পরিণাম থেকে রক্ষা পেতে পারেন। আপনি আপনার পুত্রদের শান্ত করুন, পাণ্ডুপুত্রগণ অবশ্যই শান্ত হবেন। পাণ্ডবরা আজ পর্যন্ত আপনাকে অবজ্ঞা, অতিক্রম কিংবা আপনার প্রতি কোন অশোভন আচরণ করেন নি। আপনার পুত্রদের অনিষ্ট হয় এমন কোন কর্মও করেন নি। অমেয়াত্মা যুধিষ্ঠির আপনাকে পিতার মতোই ভক্তি

করেন। তাঁদের পরাক্রমও যেমন বিশাল, অপরিমেয়—তেমনি তাঁরা কারুণ্য ও উদারতার জন্যও বিখ্যাত। ধর্ম ও সম্বিবেচনাই তাঁদের বর্ম। এ হেন সন্তানগণ—দুর্যোধনের জ্ঞাতিভ্রাতারা সহায় থাকলে আপনি সমস্ত পৃথিবীর অধীশ্বররূপে পূজিত হয়ে সুখে ও নিরুদ্বেগে জীবনযাপন এবং ভগবৎ-চিন্তা করতে পারবেন, আপনার পুত্রদেরও কোন দিক দিয়ে কোন আশঙ্কার কারণ থাকবে না। লোকে রাজ্য চায় শক্তি, মদমত্ততা আস্বাদন, ভোগবিলাস-উপকরণের প্রাচুর্য ও প্রতিষ্ঠার জন্য। যে বিপুল বিত্ত আপনাদের হস্তগত হয়েছে, তার অর্ধেক থাকলেও আপনার পুত্রদের এগুলির অভাব ঘটবে না। সেক্ষেত্রে এই আত্মনাশা কলহ একান্ত অকারণ নয় কি?...রাজন, পাণ্ডু-পুত্ররা সর্বদাই ন্যায় ও ধর্মের অনুবর্তী। আপনার তাবৎ প্রজাদের সহানুভূতি ও কল্যাণচিন্তা সর্বদাই তাদের অনুসরণ করছে। এই দীর্ঘকাল তারা অবর্ণনীয় ক্লেশ সহ্য করেছে—তবু আপনাকে অমান্য করে নি, বা ভুজবলে এ অন্যায়ের প্রতিশোধ নেবার চেষ্টা করে নি। তারাও আপনার সন্তান, কষ্টনিমগ্ন অপত্যের মতোই তারা পিতার মুখ চেয়ে আছে। আপনিও পিতৃবৎ বিবেচনা ও স্নেহ প্রদর্শন করুন—তারা আমরণ আপনার বশীভূত থেকে আপনাকে ও আপনার পুত্রদের রক্ষা করবে।'

শ্রীকৃষ্ণের বক্তব্য শেষ হ'তে সেই সভায় বিপুল সাধুবাদ ধ্বনিত হ'ল। সমাগত ঋষি ও অগ্রগণ্য ব্রাহ্মণগণও তাঁকে অনুমোদন করলেন। অনেকে পুরাকালের বহু দৃষ্টান্ত উদ্ধার ক'রে ধার্তরাষ্ট্রদের এই আত্মঘাতী কলহ থেকে নিবৃত্ত করার চেষ্টা করলেন।

ধৃতরাষ্ট্র কতকটা করুণ কণ্ঠেই বললেন, 'বাসুদেব, তোমার বাক্যগুলি নিদারুণ সত্য তাতে সন্দেহ নেই কিন্তু কি করব, আমি অন্ধ ও বৃদ্ধ, অসহায়, আমার পুত্ররা কেউই আমার ইচ্ছার অনুবর্তী নয়, আমি একপ্রকার তাদের হাতে বন্দী। পাণ্ডবদের প্রতি আমার কিছুমাত্র দ্বেষ বা তাদের সম্বন্ধে কোন অনুযোগও নেই। তারা চিরদিনই ভদ্র, শিষ্ট, বিবেচক—আমার প্রতি সাতিশয় শ্রদ্ধাপরায়ণ। আমিও তাদের কল্যাণ প্রার্থনা করি। কিন্তু এ কলহ নিবারণ করা আমার শক্তির অতীত। অমিত-তেজস্বিনী, সর্বজনপূজ্যা দেবী গান্ধারী স্বয়ং ওদের বিস্তর সদুপদেশ দিয়েছেন, তাতেও কোন কাজ হয় নি। তিনি বলেন ওদের ত্যাগ করতে, ওদের বধ করতে—তা আমার সাধ্যাতীত।'

তখন শ্রীকৃষ্ণ দুর্যোধনকে সম্বোধন ক'রেও অনেক কল্যাণকর এবং সত্য বাক্য বললেনঃ 'আপনি পাণ্ডবদের প্রতি প্রায় আজন্ম বিদ্বেষপোষণ বা অনিষ্টচেষ্টা ক'রে আসছেন, কিন্তু তাঁরা অদ্যাপি কখনও তার প্রতিশোধ গ্রহণের চিন্তা করেন নি। এমন কি ক্রুদ্ধ হয়ে কোন অশিষ্ট বাক্যও বলেন নি। তাঁরা মিত্র থাকলে আপনাদের উন্নতিই হবে, ইহকালে নিষ্কণ্টক হয়ে রাজসুখ ভোগ করতে পারবেন। ভীষ্ম দ্রোণ কৃপ বিদুর সোমদত্ত বাহ্লীক অশ্বত্থামা—এমন কি বিকর্ণ প্রভৃতি আপনার সহোদরগণও তাতে প্রীত হবেন, আপনার হিতসাধনে তৎপর থাকবেন। মানুষ বিপদে পড়লে পিতাকে স্মরণ করে, তাঁর উপদেশ প্রার্থনা করে। আপনার পিতাও পাণ্ডবদের সঙ্গে প্রীতির সম্পর্ক রক্ষা করতে উৎসুক। বুদ্ধিমান লোক হিতবাক্য স্বীকার ক'রে আত্মমত ত্যাগ করেন। সুবুদ্ধি মানব যে কোন কর্মই করেন

তা অবশ্যই ধর্ম অর্থ কাম এই ত্রিবর্গ যুক্ত হয়। যারা মূঢ় তারাই কেবল অর্থ এবং ইতর ব্যক্তিরা কামের অনুরোধ রক্ষা করে। যাঁরা চিন্তাশীল পরিণামদর্শী তাঁরা এই দুইটি অনুসরণ করলেও ধর্মানুগত হয়েই করেন। আপনি যাদের পরামর্শ অনুসারে চলছেন তারা কেউই বিক্রমে বা বুদ্ধিতে পান্ডবদের তুল্য নয়। সম্প্রতি বিরাট গোগৃহে একা ধনঞ্জয় যে অদ্ভুত কর্ম করেছেন, তাতেই আপনার শিক্ষালাভ করা উচিত ছিল। আপনি পান্ডবদের বিনির্জিত রাজ্য ও সম্পদ ভোগ করা সত্ত্বেও সামান্য ব্যক্তিদের প্রতি অধিক নির্ভর ক'রে তাদের শত্রু করেছেন—এর থেকে অধিক নির্বুদ্ধিতা আর কি হ'তে পারে? যে ব্যক্তি সৎকর্ম-নিরত সচ্চরিত্র লোকদের সঙ্গে কপটাচরণ ও বৈরিতা করে, সে নিজের কুঠার দ্বারা নিজের আশ্রয়বৃক্ষের মূলচ্ছেদন করে। আত্মকল্যাণকামী কোন ব্যক্তি ত্রিভুবনের মধ্যে কোন সামান্য প্রাকৃত জনকেও অবহেলা অবজ্ঞা করেন না, বা তাদের প্রাপ্যে বঞ্চিত করতে প্রয়াস পান না। হে রাজন, এখনও সময় আছে, আপনি দুর্জন-সঙ্গ ও তাদের অসৎ মন্ত্রণা পরিহার ক'রে পান্ডবদের সঙ্গে সঙ্গত হোন—ইহলোকে প্রকৃত সুখ, প্রভূত কীর্তি এবং পরলোকে অক্ষয় স্বর্গ লাভ করতে পারবেন। প্রীতি স্থাপিত হ'লে পান্ডবরা আপনাকেই যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত করবেন, ধৃতরাষ্ট্র উভয় রাজ্যাংশের অধিপতি বলে গণ্য হবেন। মহতী লক্ষ্মী আপনার দ্বারে সমাগমসমুদ্যতা—তাঁকে অবমাননা ক'রে প্রত্যাখ্যান করবেন না।'

এই দীর্ঘ সম্ভাষণের প্রারম্ভ থেকেই দুর্যোধনের ললাটে উষ্মা ও বিরক্তির মেঘ ঘনীভূত হয়েছিল, শ্রীকৃষ্ণ নীরব হ'তে তিনি বজ্রাগ্নির মতোই প্রজ্বলিত হয়ে উঠে সক্রোধে উত্তর দিলেন, 'আপনার মতো প্রাজ্ঞ ব্যক্তি সম্যক বিবেচনা ক'রে কথা বলেন না—এ বড় দুঃখের বিষয়। পান্ডবদের স্তুতিবাদে আর্দ্র হয়ে আপনি বিনা কারণে কেবলই আমার নিন্দা করেন। অদৃষ্টই আমার প্রতিকূল; পিতা, পিতামহ, ক্ষত্তা, আচার্য—সকলেই কেবল আমার নিন্দা করেন। অপরের কোন দোষ দেখতে পান না। আমি তো আত্মকৃত কোন অন্যায়ই দেখি না, অথচ আপনারা সকলেই আমাকে বিদ্বেষের দৃষ্টিতে দেখেন। আমি অনেক চিন্তা ক'রেও দুরদৃষ্ট ছাড়া এ ব্যবহারের অপর কোন কারণ দেখতে পাই না। নিজের অণুমাত্র দোষও আমার চোখে পড়ে না। আপনি আমাকে ভীতি প্রদর্শন করছেন? আমরা ক্ষত্রিয়—সম্মুখসমরে শরশয্যায় চিরনিদ্রিত হই, এই আমাদের ধর্ম। আমরা ভগ্ন হ'তে পারি, নত হ'তে শিখি নি কখনও। শত্রুর কাছে প্রণত হয়ে আত্মরক্ষা আমাদের কাছে অধর্ম। কেশব, এ বিষয়ে আমার চরম বক্তব্য শুনে রাখো। যখন আমরা বালক ছিলাম—তখন পিতা সম্ভবত ভয়প্রযুক্ত অথবা যথেষ্ট বিবেচনা না ক'রেই আমার প্রাপ্য রাজ্য তাদের দিয়েছিলেন। ভাগ্য সে অবিচার সংশোধন করেছেন, দুর্যোধন জীবিত থাকতে সে রাজ্য আর তারা ফিরে পাবে না।'

ওঁর এই উদ্ধত উত্তরে বাসুদেবও ক্রুদ্ধ হলেন। বিদ্রূপমিশ্রিত ধিক্কারের কঠিন হাস্যের সঙ্গে কঠোর তিরস্কার করলেন। দুর্যোধন কথিত 'অণুমাত্র' নয়, দুর্যোধনের অসংখ্য ও কদর্য দোষাবলীর কথা স্মরণ করিয়ে দিলেন। ওঁরা যে ভয়ঙ্করী নিয়তি তাড়িত হয়ে ভয়াবহ পরিণামের দিকেই অন্ধের মতো ছুটে চলেছেন—সে বিষয়েও পুনশ্চ সতর্ক ক'রে দিলেন।

এমন স্পষ্ট অনাবরিত সত্যভাষণ দুর্যোধনের রুচিকর হওয়ার কথা

নয়, তিনি রুষ্ট হয়ে সৌজন্য ও শিষ্টাচারের সকল রীতি লঙ্ঘন করলেন। কাউকে কোন সম্ভাষণ না ক'রেই, এ'দের অনুমতি প্রার্থনা না ক'রে অকস্মাৎ সে সভা ত্যাগ করলেন।

সঙ্গে সঙ্গে তাঁর পাপসঙ্গীরাও যে তাঁর অনুগমন করবেন তার আর বিচিত্র কি! কিন্তু তিনি কক্ষের বহির্ভাগে আসামাত্র দুঃশাসন উত্তেজিত অথচ নিম্ন—অপরের অশ্রুতিগোচর কণ্ঠে অগ্রজকে সম্বোধন ক'রে বললেন, 'পিতা ও পিতামহ প্রভৃতি চিরদিনই আমাদের প্রতি বিরূপ, ওঁরা যেভাবে ভয় পেয়েছেন,—জীবনদাত্রী মাতা গান্ধারী তো আমাদের বধ ক'রে আপদমুক্ত হবারই উপদেশ দিয়েছেন—সেক্ষেত্রে আপনি আমি কর্ণ মাতুল—এই চার-জনকে বন্দী ক'রে শ্রীকৃষ্ণর হাতে সমর্পণ করা কিছুমাত্র অসম্ভব নয়। আমার মনে হয় সে বুদ্ধি ইতিমধ্যেই বিদুরের মস্তিষ্কে দেখা দিয়েছে। কারণ তাঁর মুখে অকারণ এক তৃপ্তির চিহ্ন প্রত্যক্ষ করেছি। এক্ষেত্রে যদি বাঁচতে চান অতর্কিতে বাসুদেবকে বন্দী ক'রে নিজেদের আয়ত্তে রাখুন—তাতে শুধু যে আমাদের আসন্ন বিপদ দূর হবে তাই নয়, পাণ্ডবদেরও ভগ্ন-বিষদন্ত নিবীর্য ভুজঙ্গের অবস্থা হবে। ওদের শক্তি বল সহায়—সবই বাসুদেব। এ সুযোগ নষ্ট করবেন না, সত্বর ব্যবস্থা করুন।'

দুর্যোধনের তো এ পরিকল্পনা ছিলই, এখন দুঃশাসনের সমর্থনে অধিকতর উত্তেজিত ও সক্রিয় হয়ে উঠলেন। তিনি তখনই কয়েকজন বিশ্বস্ত ব্যক্তি ও দুঃশাসনকে দ্রুতকণ্ঠে বিভিন্ন নির্দেশ আদেশ দিলেন। তাঁরা ব্যূহবন্ধ হয়ে অতর্কিতে সভাদ্বার অবরোধ করবেন এবং নির্বাচিত বিশেষ কয়েকজন রথী সভাকক্ষে প্রবেশ ক'রে বাসুদেবকে বেষ্টন করবেন। দ্রুতকণ্ঠে পুঙ্খানু-পুঙ্খ নির্দেশ দেওয়া শেষ হলে তিনি উৎফুল্লচিত্তে পুনশ্চ সভায় প্রবেশ করলেন। এক সুনিশ্চিত বিজয়াশায় তাঁর দৃষ্টি তীক্ষ্ম, মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল।

কিন্তু এই অত্যল্পকাল অর্থাৎ অনধিক এক দণ্ড সময়ের মধ্যেই এখানে পরিবেশ পরিবর্তিত হয়ে গেছে। দুর্যোধনের পক্ষে বিপর্যয়ই ঘটে গেছে। তিনি যখন এক অভাবনীয় নাটকের অবতারণার প্রস্তুতিতে ব্যস্ত ছিলেন, তখন আরও দ্রুত, আরও অকল্পনীয় এক নাটকের অভিনয় আরম্ভ হয়ে গিয়েছে—সে নাটকে যবনিকাপাত বা সমাপ্তির প্রতীক্ষায় স্তব্ধ ও উদ্‌গ্রীব হয়ে আছেন এই মহান প্রেক্ষাগৃহের দর্শকগণ। দুর্যোধন এই নাট্য-পরিবর্তনের জন্য আদৌ প্রস্তুত ছিলেন না। তাঁর সুপরিকল্পিত ব্যবস্থায় এমন বিপর্যয় ঘটবে—তা ছিল কল্পনার অতীত। তিনি তো এর আভাস মাত্র পান নি, কোন দূত কোন মিত্রই তো এ প্রস্তুতির সংবাদ দেয় নি!

দুর্যোধনের এইভাবে অকস্মাৎ নিষ্ক্রান্ত হওয়ার পিছনে নিশ্চয়ই কোন প্রবল অসৎ বুদ্ধি বা অশুভ আয়োজন আছে তা অনুমান করতে সাত্যকির নিমেষমাত্র বিলম্ব ঘটে নি। এই ঈর্ষাবিষজর্জরিত মানুষটির কুটিল চিন্তা ঠিক কোন্ পথ অবলম্বন করেছে তা অভ্রান্তভাবে জানা না থাকলেও, এক গুরুতর ষড়যন্ত্র বা সাংঘাতিক কোন পরিকল্পনা আছে সেটা বুঝে-ছিলেন। তিনি সঙ্গে সঙ্গে কৃতবর্মাকে ইঙ্গিত করেছিলেন, কৃতবর্মাও বিশেষ ধরনের পলকপাত মাত্র দ্বারা বাহিরে অপেক্ষমাণ অন্ধক ও বৃষ্ণি বীরদের সে ইঙ্গিত জানিয়েছিলেন।

তাঁরা তো প্রস্তুতই ছিলেন—প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই সভাগৃহে প্রবেশ ক'রে কিছু অংশ বাসুদেবের তিন দিক ঘিরে এক রক্ষাব্যূহ রচনা করলেন—বাকি সকলে অবরুদ্ধ ক'রে দাঁড়ালেন সভার দুটি প্রবেশ বা নির্গমন পথ। তাঁরা দুর্যোধনকে পথ ছেড়ে দিলেও—সবাহিনী দুঃশাসনকে বাধা দিলেন। তাঁদের মধ্যে নায়ক যাঁরা—প্রায় সকলেই দুঃশাসনের পরিচিত, বিখ্যাত বীর প্রত্যেকেই। প্রচন্ড যুদ্ধ ছাড়া এ'দের পর্যুদস্ত ক'রে সভায় প্রবেশ করা সম্ভব নয়। তাও সে যুদ্ধের ফলাফল অনিশ্চিত। তেমন বিপুল বা পূর্ব-চিন্তিত আয়োজনও নেই। ফলে, বিস্মিত, বিহ্বল এবং কার্যত-পরাজিতবৎ দুঃশাসন ও শকুনি ধীরে ধীরে পশ্চাদপসরণ করতে বাধ্য হলেন।

বিভ্রান্ত দুর্যোধনের দিকে চেয়ে বাসুদেব এক প্রবল অট্টহাস্য ক'রে উঠলেন। বললেন, 'ওহে দুর্মতি দুর্যোধন, তুমি কি ভেবেছিলে তোমাদের মতো দুর্বুদ্ধিচালিত ক্রূরমতিদের এই পাপসভাকক্ষে আমি একা ও অরক্ষিত ভাবে আসব? তোমার কি ধারণা—আমি এতই নির্বোধ?...বেশ তো, তোমার যদি আমাকে বধ করার সুতীব্র আকাঙ্ক্ষা হয়েই থাকে, সেই চেষ্টাই করো না। আমি সভার প্রবেশপথ মুক্ত করে দিচ্ছি—তোমার বাহিনী ও রথীদের নিয়ে এস। পান্ডবদের কার্য লাঘব ক'রে আমি একাই ধৃতরাষ্ট্রের কুল বিনষ্ট ক'রে যাই। দেখ—ইচ্ছা আছে শক্তি পরীক্ষা করার?'

এই বলে তিনি আবারও তেমনি অট্টহাস্য করলেন। সে হাস্যের গম্ভীর ও ভয়ঙ্কর রব সেই মহতী সভাকক্ষের গৃহপ্রাচীরে প্রতিহত হয়ে এক অজ্ঞাত, নামহীন বিপুল আশঙ্কার সৃষ্টি করল। সমবেত মূর্ছাহতপ্রায় নিস্তব্ধ দর্শকদের মনে যেন তা সাক্ষাৎ কালান্তক যমের অট্টহাস্য ব'লে প্রতীয়মান হ'ল। সে সময় রোষপ্রজ্বলিত জনার্দনের দৃষ্টি কঠোর, আনন রক্তবর্ণ ও বাহুযুগল স্ফীতপেশীবন্ধ হয়ে উঠেছিল। মনে হচ্ছিল তাঁর প্রতিটি রোমকূপ পর্যন্ত অনল বর্ষণ করছে, তাঁর সেই বিশ্বদাহী প্রচণ্ড ক্রোধের তাপ প্রজ্বলন্ত বাস্তব বহ্নিতাপের মতোই সকলকে ভস্মীভূত করতে উদ্যত হয়েছে। অধিকাংশ ব্যক্তিই তাঁর সেই রুদ্রমূর্তি সহ্য করতে পারলেন না, আতঙ্কে ও অসহ তেজ প্রতিহত করার জন্যই যেন চক্ষু নিমীলন করলেন। ভীষ্ম দ্রোণ প্রভৃতি প্রধান ও সমাগত ঋষিতপস্বীগণ—যাঁরাই সে দৃশ্য দেখলেন তাঁদের মনে হ'ল বুঝি প্রলয়কালই সমাগত হয়েছে,—এখনই শুধু এই সভা বা এই নগরী নয়, সমস্ত বিশ্বই এই মুহূর্তে ধ্বংসপ্রাপ্ত হবে।

দুর্যোধনও ভীত ও বিমূঢ় হয়ে গিয়েছিলেন। বাসুদেবের এ মূর্তি তিনি ইতিপূর্বেও দেখেছেন—রাজসূয় যজ্ঞসভায় শিশুপাল বধের সময়। এ রোষবহ্নি যদি এখনই বাড়বানলের মতো তাঁদের গ্রাস বা ভস্মসাৎ করে তো বুঝি বিস্মিত হবার কারণ নেই। মৃত্যু অনিবার্য ও আসন্নবোধেই যেন—তিনিও দৃষ্টি নিমীলিত করলেন।

এদের যথেষ্ট শিক্ষা হয়েছে এই বিবেচনাতে সেই তেজঃপুঞ্জকান্তি বিরাট পুরুষ ধীরে ধীরে তাঁর উষ্মা সম্বরণ করলেন। শুধু তাঁর ওষ্ঠপ্রান্তে এক অপরিসীম তাচ্ছিল্য, ঘৃণা ও বিদ্রূপের হাস্যরেখা অঙ্কিত রইল। তিনি অতঃপর যেন এ'দের সম্পূর্ণ উপেক্ষা ক'রেই ধীর গম্ভীর ভঙ্গীতে গুরু-

জন, সমবেত ব্রাহ্মণ ও তপস্বীদের নমস্কার জানিয়ে কৃতবর্মা ও সাত্যকির হাত ধরে সভাগৃহ থেকে নিষ্ক্রান্ত হলেন।

সমবেত কুরুপ্রধান ও অন্যান্য রাজন্যবৃন্দ যেন সম্মোহিতবৎ নির্বাক-ভাবে তাঁর অনুসরণ করতে লাগলেন। কিন্তু সাক্ষাৎ পাবকতুল্য সেই দিব্য-পুরুষ কারও দিকে দৃকপাত করলেন না। সারথি দারুক প্রয়োজন বুঝে ওঁর হেমশৃঙ্খলপরিবৃত, শ্বেতব্যাঘ্রচর্মাস্তীর্ণ, শুভ্রবর্ণ রথ ঠিক প্রধান প্রবেশ-তোরণের সম্মুখেই উপস্থাপিত করেছিলেন ; বাসুদেব নিরুদ্বিগ্ন নিরুত্তাপ মন্থর গতিতে অগ্রসর হয়ে স্বীয় রথে পৃষ্ঠস্থাপনা ক'রে কৃতাঞ্জলিপুটে এঁদের কাছে বিদায় প্রার্থনা করলেন।

অন্ধ রাজা চোখে না দেখেও বাসুদেবের রুদ্রমূর্তির আভাস ও উত্তাপ পেয়েছিলেন, তাঁর ধারণায় কিছুমাত্র ভ্রান্তি হয় নি। এক্ষণে শ্রীকৃষ্ণ যে রথা-রোহণে উদ্যত হয়েছেন, এবার প্রস্থান করবেন তাও বুঝতে পারলেন তিনি। কী ধারণা ও মনোভাব নিয়ে যাচ্ছেন তাও অনুমান করতে কোন অসুবিধা নেই। তিনি কতকটা করুণ কণ্ঠে বিলাপের ভঙ্গীতে বললেন, 'বাসুদেব, পুত্রদের উপর আমার কিরূপ প্রভাব তা তো প্রত্যক্ষ দেখেই গেলে। আমি কত অসহায় তাও তোমার অবিদিত রইল না। পাপমতি দুষ্ট পুত্ররা আমার অবাধ্য, ওরা আপন মঙ্গলও বোঝে না। পাণ্ডবদের আমি স্নেহ করি, তাদের সম্বন্ধে আমার বিন্দুমাত্র অশুভ অভিপ্রায় নেই। আমি দুর্যোধনকে কত বোঝালাম তা তো তুমি শুনলে, সে হিতবাক্যে কখনই কর্ণপাত করে না। তুমি অবস্থা বুঝে আমাকে ক্ষমা ক'রো, পুত্র যুধিষ্ঠিরকে আমার আশীর্বাদ জানিও।'

বাসুদেব 'যে আজ্ঞা' বলে তাঁর অনুরোধ স্বীকার ক'রে নিয়ে প্রবীণ-দের সম্বোধন ক'রে বললেন, 'এই সভায় যা যা ঘটল, যেভাবে আলোচনা হ'ল তা আপনারা সকলেই দেখলেন ও শুনলেন। দুর্যোধন কোন যুক্তি অনুনয় বা অনুরোধেই কর্ণপাত করল না, উপরন্তু সেই মন্দগতি, নিয়তি-তাড়িত দুর্ভাগ্যবিভ্রান্ত লোকটি ঘোরতর অশিষ্টের মতো যে আচরণ করল, যে নিতান্ত নিন্দনীয় কর্মে উদ্যত হয়েছিল তারও আপনারা প্রত্যক্ষ সাক্ষী। আমার আর এক্ষেত্রে কিছু করণীয় নেই, আমি উপপ্লব্যে প্রত্যাবৃত্ত হয়ে এই বৃত্তান্তই জানাব। আপনারা প্রসন্নমনে আমাকে বিদায় দিন।'

বক্তব্য ও অভিবাদনাদি শেষ ক'রে রথের একটি সোপানে উঠে তিনি যেন একপ্রকার উৎসুক হয়েই সেই সর্বশ্রেণীর দর্শকপূর্ণ সমবেত জনতার চতুর্দিকে তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে নিরীক্ষণ ক'রে নিলেন। দেখলেন, সমাগত এই সমস্ত বীর ও প্রবীণদের থেকে ঈষৎ বিচ্ছিন্ন হয়ে—একা নিঃসঙ্গ মহাবীর কর্ণ বিষণ্ণ গম্ভীর মুখে কেমন এক করুণ দৃষ্টি ওঁর উপরই নিবদ্ধ ক'রে দাঁড়িয়ে আছেন।

শ্রীকৃষ্ণ বোধ করি তাঁরই অন্বেষণ করছিলেন, এখন স্মিত প্রসন্ন মুখে রথ থেকে অবতরণ ও অঙ্গরাজের দিকে কয়েক পদ অগ্রসর হয়ে তাঁকে গাঢ় আলিঙ্গনাবদ্ধ করলেন, এবং সেই অবস্থাতেই যেন বাহুপাশে বন্দী ক'রে তাঁকে নিয়েই রথে উঠলেন।

বাসুদেবের ইচ্ছার গতি কোন পথে যায় তা দারুকের অবিদিত নেই, এঁরা দুজনে রথারূঢ় হওয়া মাত্র সে তেজস্বী অশ্বচতুষ্টয়ের বল্‌গা শিথিল

ক'রে দিল, রথ প্রথম কিছুটা জনবেষ্টনীর জন্য ধীরে ধীরে অগ্রসর হ'লেও উন্মুক্ত পথে পড়ে বিদ্যুৎবেগ অবলম্বন করল। ভীষ্ম, আচার্য দ্রোণ, কৃপ, বিদুর, অশ্বত্থামা প্রভৃতি কিছুদূর তাঁদের অনুগমনের চেষ্টা করলেন কিন্তু ঝঞ্ঝাগতি সেই বাহন ও অভিজ্ঞ সারথি চালিত সে রথ অতি অল্পকালমধ্যে চক্র ও অশ্ব-ক্ষুরোত্থিত ধূলিমেঘের আবরণে অদৃশ্য হয়ে গেল।

এঁদের মনে হ'ল যা কিছু শুভ, যা কিছু এ বংশের ও পুরীর পক্ষে কল্যাণকর তা সবই ঐ রথের সঙ্গে ঐ পথে এ রাজ্য থেকে নিষ্ক্রান্ত হয়ে গেল। মহা অমঙ্গল ও সর্ববিনষ্টি ছাড়া ওঁদের সম্মুখে আর কিছু রইল না।

॥ ৫ ॥

আদিত্যতুল্য তেজশালী মহারথ কর্ণ কতকটা মন্ত্রমুগ্ধ, যন্ত্রচালিতের মতোই শ্রীকৃষ্ণর সঙ্গে তাঁর রথারূঢ় হয়েছিলেন বটে—তবে সম্পূর্ণ অনিচ্ছায় একথা বলা যায় না। তিনি এই সভার প্রারম্ভকাল থেকেই কী এক অজ্ঞেয় ও দুর্বার আকর্ষণ অনুভব করছিলেন বাসুদেবের প্রতি। বাসুদেব তাঁর শত্রু নন, তেমনি মিত্র দুর্যোধনের প্রতি প্রসন্ন বা অনুকূল নন, সেজন্য কিছুটা বরং—বিদ্বিষ্ট না হলেও—উদাসীন থাকারই কথা। তবে সেই দ্রৌপদীর স্বয়ম্বর সভা থেকে শুরু ক'রে রাজসূয় যজ্ঞাগার পর্যন্ত শ্রীকৃষ্ণ তাঁর সঙ্গে মিত্রবৎ আচরণই ক'রে আসছেন—এটাও সত্য। এ আকর্ষণ কি সেইজন্যই? এটা আকর্ষণই, সাধারণ প্রীতি অপেক্ষা অধিকতর কিছু—তা কোনমতেই অস্বীকার করতে পারছেন না। এ যা-ই হোক, মনে মনে যেন আজ এই একত্র যাত্রার জন্য প্রস্তুত হয়েই ছিলেন। এ যেন তাঁর নিয়তি—জ্ঞাত, অবশ্যম্ভাবী।

কতকটা সেই কারণেই পরিচিত জ্ঞাতি-বান্ধবদের দৃষ্টিসীমার বাইরে এসে, উদ্বেল জনতার উত্তাল গগনভেদী জয়ধ্বনি মন্দীভূত হলে কর্ণ একটি মাত্র শব্দই উচ্চারণ করলেন,—প্রশ্নের ভঙ্গীতে—'তার পর?'

ততক্ষণে নগর প্রাকারের কাছাকাছি পৌঁছে গেছেন তাঁরা। যারা বেশ কিছুদূর পর্যন্ত তাঁদের অনুগমন করছিল, মহাতেজস্বী অশ্বচতুষ্টয়ের গতিবেগের কাছে পরাস্ত, ক্লান্ত হয়ে সে চেষ্টা ত্যাগ করেছে। পথ জন-বিরল, পুরোভাগে ও পশ্চাতে বাসুদেবেরই সঙ্গী বা দেহরক্ষী ছাড়া কাউকে দেখা যাচ্ছে না। এ-ই উত্তম অবসর বুঝে শ্রীকৃষ্ণ দারুককে ক্ষণকালের জন্য এক বিরাট শিংশপা বৃক্ষতলে রথ রেখে কিছু দূরে গিয়ে বিশ্রাম করতে নির্দেশ দিলেন। তারপর, ইঙ্গিত বুঝে দারুক দ্রুত অন্তর্হিত হ'তে বাসুদেব শান্ত মধুর কণ্ঠে কর্ণকে সম্বোধন ক'রে বললেন, 'একটি নিগূঢ় রহস্য তোমার কাছে উদঘাটিত করব বলেই তোমাকে এতদূর টেনে এনেছি। তোমার জন্মরহস্য।'

সঙ্গে সঙ্গেই, বোধ করি সম্বোধন সম্বন্ধে সচেতন হয়ে উঠে বললেন,

মনে ক'রো না তাচ্ছিল্যবশত "তুমি" বলছি, তুমি আমার নিকট আত্মীয়, সম্পর্কে ভ্রাতা, হয়ত অনুজও বটে—সেই জন্যই এই অন্তরঙ্গ সর্বনাম ব্যবহার করছি।'

কর্ণ হয়ত অনেক কিছু বক্তব্য বা প্রস্তাবের জন্যই প্রস্তুত ছিলেন কিন্তু বাসুদেবের বার্তা সে পথ অবলম্বন করে নি, তাঁর সমস্ত কল্পনাকে অতিক্রম করেছে। তিনি বিমূঢ়বৎ বললেন, 'আত্মীয়? ভ্রাতা?...আপনি কি রহস্য করছেন! না তিক্ত কৌতুকে আমাকে আহত করতে চাইছেন?'

'আপনি নয় বসুষেণ, তুমি। আমি কৌতুক করি নি, কোন লঘু বাক্য নয়, মিথ্যা তো নয়ই—তুমি আমার আপন পিতৃষ্বসা-পুত্র, আমার ভ্রাতা।'

'তার অর্থ?' নিমেষ-মধ্যে যেন কর্ণর মুখমণ্ডল অঙ্গার-বর্ণ ধারণ করেছে, বিস্ময়ে অবিশ্বাসে কণ্ঠ রুদ্ধ হয়ে উঠেছে প্রায়—কোন শব্দ উচ্চারণ করতেও কষ্ট হচ্ছে।

'কর্ণ, তুমি শুধু শৌর্যে বীর্যে ঔদার্যে মহান নও, আমি জানি, তুমি জ্ঞানেও মহান। শাস্ত্রজ্ঞ, ধর্মপরায়ণ, বেদবাদবেত্তা। বেদপারগ ব্রাহ্মণদের সেবা ক'রে তাঁদের সাহচর্যে ও উপদেশে ধর্মশাস্ত্রের সূক্ষতম তত্ত্বেও জ্ঞান-লাভ করেছ। তোমার সহ্যশক্তি ও মনোবল সে জ্ঞান-লাভেরই ফল।...তুমি ধীর মস্তিষ্কে এ সংবাদ গ্রহণ করতে পারবে—এর পূর্ণ তাৎপর্যও তোমার মানসক্ষেত্রে প্রতিভাত হবে এই আমার আশা। অঙ্গাধিপতি, তুমি রাধেয় নও, অধিরথপুত্র নও। তুমি কৌন্তেয়, তুমি পাণ্ডব। পৃথা আমার পিতৃষ্বসা, অপুত্রক কুন্তীভোজ তাঁকে পুত্রীজ্ঞানে, কন্যাস্নেহে পালন করেছিলেন, সেই জন্যই তিনি কুন্তী নামে পরিচিতা, তাতে রক্তের সম্পর্ক নষ্ট হয় না। সেই কারণেই তুমি আমার ভ্রাতা।'

কর্ণ আরও বিহ্বল হয়ে পড়লেন। এ সবই যে অবিশ্বাস্য, উন্মাদের প্রলাপের মতোই অর্থহীন। বললেন, 'তোমার বক্তব্য ও বাক্যগুলি আরও দুর্জ্ঞেয়, আরও রহস্যময় হয়ে উঠছে, জটিল দ্বন্দ্ব বলে বোধ হচ্ছে। দয়া ক'রে আর একটু প্রাঞ্জল ভাষায় বুঝিয়ে দাও, এ তথ্য পরিবেশনের অর্থ।'

'কর্ণ, তুমি কি এখনও আমার বক্তব্যের প্রকৃত অর্থ বা তার ইঙ্গিত উপলব্ধি করছ না? তোমার কি অদ্যাপি তোমার জন্ম সম্বন্ধে কোন সংশয় দেখা দেয় নি? ক্ষত্রকুল-সম্ভব সকল মনোভাব যে তোমাতে উপস্থিত। সূতপুত্রের পক্ষে কি এই বীর্য, এই শাস্ত্রজ্ঞান, এই সাহস এবং উদারতা সম্ভব বলে মনে করো?...তুমিই আর্যা কুন্তীর প্রথম সন্তান—তাঁর কন্যা-বস্থায় তোমার জন্ম। এ ঘটনা অভিনব বা অস্বাভাবিক কিছু নয়, সেই জন্যই শাস্ত্রকাররা সুস্পষ্ট নির্দেশ দিয়েছেন কানীন ও সহোড় সন্তানকে বৈধ বলে স্বীকার করার। এই সন্তান সেই কন্যার পরিণেতার সন্তান বলেই গণ্য হবে। সেই বিধি-বলেই তুমি পাণ্ডুপুত্র, পাণ্ডবদের মধ্যে জ্যেষ্ঠ, যুধিষ্ঠিরাদির অগ্রজ।...কুন্তী তখন নিতান্তই বালিকা, এসব তথ্য তখন তাঁর অনভিজ্ঞাত, স্বাভাবিক লজ্জা ও জনসমাজে, পুরমধ্যে অপমানিত, লাঞ্ছিত ও হেয় হওয়ার আশঙ্কা বশত কাউকে প্রশ্ন করতে পারেন নি, এ সম্বন্ধে শাস্ত্রব্যবস্থা কি তা জানারও সুযোগ হয় নি। দুর্বলচিত্তা বালিকা কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে তোমাকে এক মৃৎপাত্রে সংস্থাপিত ক'রে নদীজলে ভাসিয়ে দেন। দৈবানুগ্রহে নিঃসন্তান সূতশ্রেষ্ঠ অধিরথ স্নানকালে সদ্যো-

জাত শিশুর ক্রন্দনধ্বনি শুনে এবং তখনও পর্যন্ত তাকে জীবিত ও সুস্থ দেখে—তোমাকে উদ্ধার করেন ও গৃহে নিয়ে আসেন। তাঁরা তোমাকে যথার্থ পুত্রস্নেহেই পালন করেছিলেন তাতে সন্দেহ নেই। তাঁদের বিশ্বাস, এ তাঁদের প্রতি ঈশ্বরের অনুগ্রহ, তাঁরা সেই কারণেই নিশ্চিন্ত মনে ও নিঃসন্দেহে তাঁদের পুত্র বলে পরিচয় দিয়েছিলেন, সেইভাবেই আচরণ করেছেন চিরদিন।'

এই পর্যন্ত বলে কর্ণকে এ বিস্ময়কর সংবাদের আঘাত কিছুটা সহনীয় ক'বে নেবার অবকাশ দিয়ে পুনশ্চ বললেন. 'জননী কুন্তীর এজন্য পরিতাপ ও দুঃখের অবধি ছিল না। তবু তোমাকে প্রনষ্ট বা মৃতজ্ঞানেই কিছুটা নিশ্চিন্ত ছিলেন। কিন্তু অকস্মাৎ কৌরবকিশোরদের শস্ত্রপরীক্ষা সভায় তোমাকে—বালার্কের ন্যায় তেজঃপুঞ্জকলেবর তরুণকে—দেখে, জন্ম-অভিজ্ঞান ঐ সহজাত কবচ-কুণ্ডলে তোমাকে সেই পরিত্যক্ত পুত্র বলে চিনতে পারেন এবং সেই কারণেই—নিজের গর্ভজাত দুই সন্তানের মধ্যে সংঘর্ষ আসন্ন বুঝেই মূর্ছিতা হয়ে পড়েন। তখনকার মতো. কৃপাচার্যের উপস্থিত বুদ্ধি-বলে সে নিদারুণ অবস্থা থেকে মুক্তি পেলেও—তাঁর জীবন—তাঁর দিবারাত্রি বিষাক্ত হয়ে যায়। তদবধি তাঁর মনোকষ্ট ও আত্মধিক্কারের সীমাপরিসীমা নেই, একদিনের জন্যও সে চিন্তাযন্ত্রণা থেকে অব্যাহতি লাভ করতে পারেন নি।'

এই পর্যন্ত বলে পুনশ্চ তাঁকে বাহুবেষ্টনে বদ্ধ ক'রে গাঢ় কণ্ঠে বাসুদেব বললেন, 'ভ্রাত কর্ণ. তুমি এবার তোমার ন্যায্য স্থান, প্রাপ্য মর্যাদা ও স্বীয় রাজ্য অধিকার করো। তুমিই কুরুবংশ-সিংহাসনের প্রকৃত অধীশ্বর। এ পরিচয় অবগত হলে তোমার ভ্রাতারা অবশ্যই তোমার বশ্যতা স্বীকার করবেন, তোমার সম্মুখে প্রণত হবেন। শুধু পাণ্ডবদের পঞ্চ সহোদর কেন, দ্রৌপদীর পঞ্চপুত্র, আমার ভাগিনেয় অপরাজিত অভিমন্যু [illegible]গত অন্ধক বৃষ্ণি দশার্হ প্রভৃতি যাবতীয় রাজা ও রাজপুত্রগণ সকলেই তোমার চরণবন্দনা করবেন। তাঁদের সঙ্গে পাঞ্চাল ও চেদীবংশীয় কুটুম্বগণ. বিরাটপুত্ররা এবং আমি উদ্যোগী হয়ে আজই তোমার অভিষেকের ব্যবস্থা করব ; স্বর্ণকুম্ভে তীর্থবারি, সর্বৌষধি. সর্ববীজ, সর্ব রত্নাদি দ্বারা শাস্ত্রমতে অভিষেক কার্য সম্পন্ন হবে। দ্বিজোত্তম ধৌম্য অগ্নিহোত্র সম্পাদন করবেন. বৈদিক কর্মাভিজ্ঞ অপর পুরোহিত ও চতুর্বেদী ব্রাহ্মণগণ অভিষেক ক্রিয়ায় নিযুক্ত হবেন। ধর্মাত্মা যুধিষ্ঠির তোমাকে শ্বেতচন্দন দ্বারা স্নিগ্ধ করবেন, মহাবল ভীমসেন তোমার মস্তকোপরি শ্বেতছত্র ধারণ করবেন। স্বয়ং অর্জুন তোমার রথচালনা করবেন, অপরাপর ভ্রাতা ও আত্মীয় কুটুম্বগণ জয়ধ্বনি দিতে দিতে তোমার অনুগমন করবেন। অতঃপর তুমি নিশ্চিন্ত সুখে গৌরবের সঙ্গে রাজ্যসুখ ভোগ করো। বসুন্ধরার যা কিছু শ্রেষ্ঠ ভোগ্য বস্তু আছে সবই তোমার অধিগত হবে ; এমন কি. তোমার গোপন চিন্তার ধন, অর্ধেক মানসকল্পনায় গঠিতা এ সংসারের শ্রেষ্ঠ নারীরত্ন—তোমার চির-ঈপ্সিতা দ্রৌপদীও তোমার অঙ্কশায়িনী হবেন, স্বীয় অধিকারেই তুমি তাঁকে লাভ করবে। প্রতি ষষ্ঠবর্ষে তিনি বৎসর কাল তোমার সেবা করবেন।'

এই শেষের কথাগুলি ধীরে ধীরে স্পষ্ট উচ্চারণে, যাতে শ্রোতার বোধগম্য হ'তে অসুবিধা বা বিলম্ব না হয় সেইভাবে, বলে তীক্ষ্ম স্থির দৃষ্টিতে কর্ণের মুখের দিকে চেয়ে রইলেন।

এই বৃত্তান্ত শুনতে শুনতে বিস্ময়ে উত্তেজনায় কর্ণের মুখমণ্ডল আরক্তিম ও স্বেদসিক্ত হয়ে উঠেছিল।

লোভ বড় বেশী। প্রবল ও দুর্বার।

যেন ওঁর মনের গোপন তৃষ্ণার বিষয় অবগত হয়েই এই শেষের কথাগুলি বলছেন বাসুদেব। যে কল্পিত সৌভাগ্যের অকল্পিত দৃশ্য ওঁর মানসচক্ষুর সম্মুখে অঙ্কিত করছেন তা বোধ করি দেবতাদেরও ঈর্ষা-প্রণোদক।

কিন্তু কর্তব্যও সুস্পষ্ট। কর্ণের মতো ধর্মশাস্ত্রপারঙ্গম ব্যক্তির কাছে তা সুনির্দিষ্টও। তিনি সামান্য দৈহিক বা ঐহিক সুখভোগের লালসায় ধর্মভ্রষ্ট হয়েছেন—একথা শোনার আগে মৃত্যুই শ্রেয়।

অঙ্গাধিপতি একটা প্রায়োদগত দীর্ঘশ্বাস মোচন ক'রে আবেগ সম্বরণ করলেন, সেই সঙ্গে ক্ষণেকের দুর্বলতা, দোলাচলচিত্ততা। তারপর অঙ্গাবরণের প্রান্তে ললাটের স্বেদ মোচন ক'রে শ্রীকৃষ্ণর ন্যায়ই ঈষৎ গাঢ় হলেও শান্ত কণ্ঠে ধীরে ধীরে উত্তর দিলেন, 'বাসুদেব, এ অভাবনীয় অচিন্তিতপূর্ব সংবাদের মধ্যে তুমি যে আমার আত্মীয়, আমার ভ্রাতা—তোমাকে ভ্রাতৃসম্বোধনে কোন বাধা রইল না আর, তাতে ধৃষ্টতা প্রকাশ পাবে না—এইটুকুই আমাকে সর্বাপেক্ষা হর্ষোৎফুল্ল করেছে। তোমার প্রতি চিরদিনই এক দুর্জ্ঞেয় অথচ প্রবল আকর্ষণ অনুভব করি—এতকাল তার কারণ বুঝতাম না, বিস্মিত হ'তাম নিজের মনোভাবে—আজ আর সে কারণ রহস্যাবরিত রইল না। তুমি চিরদিনই আমার সঙ্গে ভদ্র আচরণ করেছ, সহানুভূতি প্রকাশ করেছ, সেজন্য আমি বরাবরই কৃতজ্ঞ বোধ করেছি কিন্তু তা-ই এ মুগ্ধ আকর্ষণের একমাত্র হেতু নয়, সেটা আজ বুঝলাম।...আজও তুমি যে প্রস্তাব উত্থাপন করেছ তা প্রধানত পাণ্ডবদের হিতাকাঙ্ক্ষা-উদ্ভূত হলেও আমার পক্ষেও যে শুভ ও কল্যাণকর তাও অনস্বীকার্য। কিন্তু—'

এই পর্যন্ত বলে অকস্মাৎ ক্ষণকাল স্তব্ধ হয়ে রইলেন কর্ণ।

তারপর, যেন চিত্তের উদ্বেল তরঙ্গময়তা প্রশমিত হবার কিঞ্চিৎমাত্র অবসর দিয়েই পুনশ্চ বক্তব্যের সূত্র গ্রহণ করলেন। বললেন, 'তোমার সকল বাক্যই যুক্তি-গ্রাহ্য তা স্বীকার করছি। শাস্ত্রানুসারে পাণ্ডুই আমার পিতা, সেই হেতু তাঁর সিংহাসনে আমার অগ্রাধিকার। কিন্ত জন্মদাত্রী কুন্তী জন্মদানের পর সদ্য-প্রসূত সন্তানকে নদীগর্ভে ভাসিয়ে দিয়েছিলেন তার অমঙ্গল-উদ্দেশ্যেই, মৃত্যু অবধারিত জেনেই—তাতেও তো কোন সন্দেহ নেই। অপর দিকে সারথি অধিরথ আমাকে দেখামাত্র নিঃশঙ্ক চিত্তে পরম স্নেহে ও পরম যত্নে গৃহে এনেছিলেন, জননী রাধাও সন্তানজ্ঞানেই ক্রোড়ে ধারণ করেছিলেন, কেবল তাই নয়—সঙ্গে সঙ্গেই তাঁর স্তনে ক্ষীর-সঞ্চার হয়েছিল। তিনি অক্লেশে নির্ঘৃণ চিত্তে আমার মূত্রপুরীষাদি মোচন করেছিলেন। নিজের গর্ভজাত সন্তানের প্রতি যে আচরণ প্রত্যাশিত বা স্বাভাবিক তার ন্যূনতম অন্যথা হয় নি। এ অবস্থায় কোন ধর্মশাস্ত্রশরণপরায়ণ ব্যক্তি তাঁদের পিণ্ডলোপ করবে? এর চেয়ে অধর্ম আর কি হ'তে পারে?

'ক্রমশ, যথাসময়ে অধিরথ সূতকুল-বিধি অনুযায়ী আমার জাতকর্মাদি

সম্পন্ন করিয়ে বসুষেণ নাম রাখেন এবং সেইভাবেই আমার সংস্কারাদি করেন। সূতকুলেই আমার বিবাহ হয়েছে। সেই সকল স্ত্রীদের গর্ভে আমার পুত্রসকল এবং পরবর্তীকালে তাদের বিবাহদ্বারা পৌত্র পর্যন্ত জন্মগ্রহণ করেছে। সে সকল ভার্যা কোন অন্যায় আচরণ করেন নি, পরন্তু আমি তাঁদের সঙ্গে প্রণয়বদ্ধ। সে সম্পর্ক আজ আমি অস্বীকার করব কি ক'রে? অখণ্ড ভূমণ্ডল বা সুমেরুসদৃশ স্তূপাকার সুবর্ণের বিনিময়েও এমন অধর্মাচরণ আমি করতে পারব না। আশা করি তুমিও আমাকে তা করতে বলবে না। কারণ সে কার্যে বিশ্বসমাজে আমি ধিক্কৃত ও হেয় হয়ে থাকব।

'তারপর দেখ, দুর্যোধন আমাকে—সামান্য অজ্ঞাতকুলশীল ব্যক্তিকে—রাজপদে অধিষ্ঠিত ও অভিষিক্ত করেছেন, তাঁর আশ্রয়ে আমি নিষ্কণ্টকে রাজ্যসুখ ভোগ করেছি, উত্তরোত্তর আমার সকল দিকে শ্রীবৃদ্ধি ও প্রতিষ্ঠালাভ হয়েছে। এর পরও সূতগণের সঙ্গে জাতিগত পূজা-যজ্ঞাদির অনুষ্ঠান করেছি বিবাহাদি ক্রিয়াকলাপ নির্বাহিত হয়েছে। দুর্যোধন সেজন্য আমাকে অবজ্ঞেয় জ্ঞান করেন নি, কোনরূপ অন্যায় আচরণ করেন নি। পরন্তু চিরদিন বন্ধুবৎ ব্যবহার করেছেন। আমার উপর নির্ভর ক'রেই তিনি পান্ডবদের সঙ্গে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হয়েছেন। দ্বৈতযুদ্ধে একমাত্র আমিই সব্যসাচীর সমযোদ্ধা—সকলেই এই মত প্রকাশ ক'রে আসছেন; দুর্যোধনও সেই বিশ্বাসেই এত নিশ্চিন্ত আছেন। আজ যদি ভয় বা লোভবশত আমি তাঁর পক্ষ ত্যাগ করি, তাহলে ধর্মে তো পতিত হবোই, চিরদিন জনসমাজে মিথ্যাচারী, কাপুরুষরূপে চিহ্নিত ও অশ্রদ্ধেয় প্রতিপন্ন হবো। সকলেই বলবেন সাম্রাজ্য-লোভে বন্ধুকে চরম বিপদ বা সর্বনাশের মুখে পরিত্যাগ করেছি। ধিক্।'

তারপর আরও কিছুকাল নীরব থেকে বললেন, 'তোমার কাছে আমার একটি অনুনয়—তোমাকে বলা হয়ত অকারণ, তোমার অমানবিক [illegible] এ সত্য পূর্বেই বুঝেছ নিশ্চয়—মহাত্মা যুধিষ্ঠিরের কাছে আমার এই জন্মবৃত্তান্ত আমার পতনের বা এই যুদ্ধাবসানের পূর্বে কদাচ প্রকাশ ক'রো না। আমি কুন্তীর প্রথম পুত্র এ ইতিহাস অবগত হলে ধর্মস্বরূপ যুধিষ্ঠির কদাচ আমার সঙ্গে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হবেন না, এই সুবিস্তীর্ণ সাম্রাজ্য আমাকেই প্রদান করবেন এবং আমি তা প্রাপ্ত হ'লে অবশ্যই দুর্যোধনকে পুনঃপ্রদান করব। তার প্রয়োজন নেই, সে ইচ্ছাও আমার নেই। পান্ডবদের প্রতি আর কোনক্রমেই বিদ্বেষের ভাব আমার মনে আসছে না। যুধিষ্ঠিরই যথাধর্ম এই রাজ্যের অধিপতি, তিনিই রাজ্যেশ্বর হয়ে থাকুন। আমি দিব্যচক্ষে দেখতে পাচ্ছি তাঁর পক্ষেরই জয়লাভ হবে। বাসুদেব যে পক্ষের নেতা ও বুদ্ধিদাতা; ধনুর্ধর ধনঞ্জয়, মহাবল ভীমসেন, নকুল, সহদেব, দ্রৌপদেয়গণ, ধৃষ্টদ্যুম্ন, সাত্যকি, কুন্তীভোজ, সপুত্র বিরাট, পঞ্চ কেকয়, চেদীরাজ প্রভৃতি ক্ষত্রিয় বীরগণ যে পক্ষের যোদ্ধা—সে পক্ষের জয় অনিবার্য।'

এই পর্যন্ত বলে কর্ণ কৌতুকচ্ছলে অথচ বিষাদপূর্ণ কণ্ঠে বললেন, 'বাসুদেব, তুমি কী না জানো! রাজনীতিতে আজ তোমার অপেক্ষা পারদর্শী তো কাউকে দেখি না। সুহৃদ্বর দুর্যোধন এক বিরাট শস্ত্র-যজ্ঞের আয়োজন করেছেন। তুমিই তার উপদেষ্টা বা অধ্বর্যু; কপিধ্বজ তার হোতৃ, গাণ্ডীবস্রুক ও পুরুষকার আজ্যর কাজ করবে; সব্যসাচী প্রযুক্ত ঐন্দ্র

পাশুপত ব্রাহ্ম প্রভৃতি অস্ত্রসকলই এ যজ্ঞের মন্ত্রস্বরূপ হবে; অভিমন্যু স্তোত্র পাঠ করবেন; ভীমসেন উদ্‌গাতা ও স্তোতা; যুধিষ্ঠির ব্রহ্মা; শঙ্খশব্দ মুরজশব্দ ভেরীশব্দ ও সিংহনাদ মঙ্গলধ্বনি বলে গণ্য হবে; কল্যাণীয় নকুল সহদেব পশুবন্ধন করবেন, ধ্বজদণ্ড ও রথশ্রেণী যূপ-স্থানীয় হবে।**

'বাসুদেব, আমি পাণ্ডবদের অনেক কটু বাক্য বলেছি। সব সময়ে যে দুর্যোধনের প্রীতিবর্ধনের জন্যই বলেছি তা নয়—স্ত্রীর অশ্রুতপূর্ব লাঞ্ছনায় তাদের নির্লজ্জ ঔদাসীন্য দেখে অপরিমাণ ক্রোধ উৎপন্ন হয়েছিল, তাদের পৌরুষকে যদি জাগ্রত করা যায় সেই আশাতেই তাদের ধিক্কার দিয়েছি। তবু, সে অপকর্মের জন্য আজ অনুতাপ হচ্ছে।...এ অবস্থার সত্বর অবসানই কামনা করি। তুমি দ্রুত যুদ্ধের আয়োজন করো, গাণ্ডীবীকে আমার সম্মুখে আনয়ন করো—এ হতভাগ্য জীবনের অবসান হোক। শ্রেষ্ঠ ক্ষত্রিয়কুলে জন্মগ্রহণ ক'রেও যে সে পরিচয় দিতে পারল না, জন্মের

** 'হে জনার্দন কৃষ্ণ! তুমি এই যজ্ঞের বেত্তা ও অধ্বর্যু হইবে, অর্থাৎ তোমাকেই ইহার অধ্যক্ষতা ও যজুর্বেদী ঋত্বিকের কর্ম সম্পন্ন করিতে হইবে। সন্নাহযুক্ত কপিধ্বজ বীভৎসু ঋগ্‌বেদী হোতার কার্য করিবেন। গাণ্ডীব শরাসন স্রুক্‌ এবং প্রতিপক্ষীয় পুরুষগণের বীর্যই আজ্য-স্বরূপ (মনুষ্য ব্যবহারে যাহাকে ঘৃত বলা হয় তাহাই দেবগণের উদ্দেশ্যে যজ্ঞাগ্নিতে প্রদান করা হইলে আজ্য নামে অভিহিত হয়, পিতৃগণের পক্ষে তাহাই আয়ুত।) হইবে। হে মাধব! শস্ত্রবিক্ষেপ সময়ে সব্যসাচী ঐন্দ্র, পাশুপত, ব্রাহ্ম ও স্থূণাকর্ণ প্রভৃতি যে সমস্ত অস্ত্র প্রয়োগ করিবেন, তৎসমুদায়ই যজ্ঞীয় মন্ত্রনিচয়ের স্থানীয় হইবে। পরাক্রমে পিতৃতুল্য অথবা তদপেক্ষাও বলশালী সুভদ্রানন্দন অভিমন্যু সম্যক প্রকারে গীতস্তোত্র অর্থাৎ উদ্গাতা হইবেন। সমরাঙ্গণে ঘন ঘন গর্জনকারী, গজসৈন্যের সাক্ষাৎ অন্তক স্বরূপ, মহাবল পরাক্রান্ত, নরব্যাঘ্র ভীমসেন সামবেদী উদ্গাতা ও স্তোতার কার্য করিবেন। জপ-হোম-সংযুক্ত নিত্য ধর্মপরায়ণ যুধিষ্ঠির আপনিই ব্রহ্মা অর্থাৎ হোমকার্যের পর্যবেক্ষক হইবেন। শঙ্খ-মুরজ ও ভেরী-সকলের নিনাদ এবং উপকৃষ্ট সিংহনাদ-সমস্তই সুব্রহ্মণ্য অর্থাৎ কালের ভোজনার্থক আবাহন মন্ত্রস্বরূপ হইবে। যশস্বী মহাবীর্য মাদ্রীনন্দন নকুল সহদেব সেই যজ্ঞে সম্যক-রূপে শমিত্র, অর্থাৎ ক্ষত্রিয়-পশু হিংসা করিবেন।...বিচিত্রবর্ণ-দণ্ড-সম্পদ-সংযুক্ত সুবিমল রথরাজিনিচয় এই যজ্ঞে যূপরূপ উপকল্পিত হইবে। কর্ণি, নালীক, নারাচ প্রভৃতি অস্ত্র সকল বৎসদণ্ড ও উপবৃংহণ অর্থাৎ সোমাকৃতি সাধন চমসাদির ঐ যজ্ঞে দুর্যোধন দীক্ষিত হইবেন এবং মহতী অনীকিনীই তাঁহার পত্নীস্বরূপ পবিত্র অর্থবৎ সোমোৎক্ষেপণ-সাধন অভিষবণ (যজ্ঞের পূর্বে স্নান) সমূহের, খড়্গ সমুদায় কপাল সকলের, মস্তক সমস্ত পুরোডাশ-পাকপাত্র-পুঞ্জের, শক্তিরাজি অগ্নিসন্দীপনার্থ সমিধ কদম্বের, গদা নিবহ পরিধি অর্থাৎ আহুতি রক্ষণার্থ অগ্নির উভয় পার্শ্বে স্থাপিত কাষ্ঠ নিচয়ের এবং রুধির হবির কার্য করিবে। দ্রোণ, ও শরদ্বৎপুত্র কৃপের শিষ্যগণ সদস্য কর্ম করিবেন। গাণ্ডীবধন্বা ধনঞ্জয়, এবং দ্রোণ-দ্রৌণি প্রভৃতি অন্যান্য মহারথগণ যে সমস্ত শস্ত্র বিসর্জন করিবেন তৎসমুদায় পরিস্তোম অর্থাৎ সোমচমসাদির স্থানীয় হইবে। সাত্যকি প্রতি-প্রাস্থানিক অর্থাৎ অধ্বর্যুর সহকারে সমুচিত মন্ত্র সংধারণ কর্ম সম্পন্ন করিবেন। ঐ যজ্ঞে দুর্যোধন দীক্ষিত হইবেন এবং মহতী অনীকিনীই তাঁহার পত্নীস্বরূপ হইবে।'

বর্ধমান সংস্করণ মহাভারত—১৪১ অধ্যায়, উদ্যোগ পর্ব।

মুহূর্ত থেকে যে মাতৃস্নেহ ও মাতৃস্তনে বঞ্চিত হ'ল—সহোদরদের প্রতি সহজ স্নেহ যার অন্তরে বিকৃত রসে জারিত হয়ে বিদ্বেষে ও অসূয়ায় রূপান্তরিত হ'ল—জীবনের যে একমাত্র তৃপ্তি এতদিন লক্ষ্য ছিল, আশায় সঞ্জীবিত রেখেছিল মনকে—পাণ্ডবদের পরাজয়—সে লক্ষ্যও আর রইল না। সামান্য ও অজ্ঞাত এক জন্মকাহিনী তা বিনষ্ট ক'রে দিয়ে জীবনকে লক্ষ্যহীন আশাহীন গ্লানিযুক্ত ক'রে দিল কয়েকটি নিমেষকাল মধ্যে। এ জীবনে শত ধিক্!'

বাসুদেব বললেন, 'কিন্তু তুমি যত সহজে এ যুদ্ধের ফলাফল নির্ণয় করছ, নিশ্চিত হচ্ছ—আমি তো তত সহজে সে ফল লাভের আশা দেখি না। দুই জামদগ্ন্যশিষ্য—অপরাজেয় ইচ্ছামৃত্যু ভীষ্ম ও মহাপরাক্রান্ত মহেন্দ্রত্রাস কর্ণ যেদিকে যুদ্ধ করবেন, দ্রোণাচার্য তো আছেনই, সে পক্ষের পরাজিত বা বিনষ্ট হবার সম্ভাবনা কোথায়? তুমি যদি ঐ পক্ষেই থাকো, সত্য রক্ষার জন্য, বীরধর্ম ক্ষাত্রধর্ম পালনের জন্য যুদ্ধ তো করতেই হবে!'

কর্ণ ভ্রূ কুঞ্চিত ক'রে কিছুকাল স্থির দৃষ্টিতে বাসুদেবের আপাতভাবলেশহীন দৃষ্টির দিকে চেয়ে রইলেন, বোধ করি এই উচ্চারিত শব্দগুলির পিছনে অনুচ্চারিত অপ্রকাশিত অর্থ হৃদয়ঙ্গম করবার জন্য। ক্রমে ক্রমে এক বিচিত্র রহস্যপূর্ণ হাস্যরেখা তাঁর অধরোষ্ঠে সঞ্চারিত হ'ল, বার বার অকারণে বিনা অপরাধে অদৃষ্টের কাছে প্রহৃত হলে যে নিরুপায় বিষণ্ণকৌতুকের হাস্য দেখা দেয় মানুষের মুখে—তেমনই। তিনি বললেন, 'ভীষ্মের পতন না হলে আমি কৌরবপক্ষে যোগ দেবো না, তুমি নিশ্চিত থাকো।'

'কিন্তু—', বাসুদেবও বোধ করি বিস্মিত বোধ না ক'রে পারেন না, 'দুর্যোধনকে এ অদ্ভুত ব্যবহারের কী কারণ দেখাবে? তিনি দুঃখিত, অপ্রীত হবেন না?'

'পিতামহ ভীষ্ম—আজ অকুণ্ঠ চিত্তেই তাঁকে পিতামহ বলছি, আমাকে রথী বলেই স্বীকার করেন না, সর্বদা ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ ও কটু-কাটব্য করেন—তাঁর সৈনাপত্যে অধীনস্থ যোদ্ধারূপে সংগ্রাম না করার সে-ই তো যথেষ্ট কারণ।' এই বলে আবারও একটু ক্লান্ত ক্ষীণ হাস্য করলেন।

শ্রীকৃষ্ণ কর্ণের দুখানি হাত করাবদ্ধ ক'রে বললেন, 'ভ্রাত কর্ণ, আমি তোমাকে পৃথিবীর সাম্রাজ্য দিতে চাইলাম, তুমি অনায়াসে তা সামান্য প্রস্তরখণ্ডের মতো ত্যাগ করলে!'

এতক্ষণ পরে এই প্রথম কর্ণের কণ্ঠ অকস্মাৎ বিষতিক্ত হয়ে উঠল। বললেন, 'তুমি আমাকে যে রাজ্য দিতে চাইছ, প্রধানত যার লোভ দেখাচ্ছ, সে রাজ্য ন্যায়ত ধর্মত আমারই—এই মাত্র তুমিই সে সংবাদ দিয়েছ। আজ তা তোমার কাছ থেকে গ্রহণ করতে হবে কেন? সে প্রাপ্য থেকে আমাকে বঞ্চিত করলেন কে—না শিশু ভূমিষ্ঠ হবার পর সংসারে নবজাতকের যে সর্বাপেক্ষা সহায়, বন্ধু—একান্ত কল্যাণকামী সেই মা, জন্মদাত্রী। পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ নৃপতিকুলে জন্মে সারথিপুত্র বলে পরিচিত হলাম ; গৃহরক্ষক প্রহরারত সারমেয়কে যেমন গৃহকর্তা মাংসখণ্ড দেয় তেমনই এক রাজ্যখণ্ড দিয়ে দুর্যোধন আমাকে তাঁর রাজ্যরক্ষক ভৃত্য হিসাবে চিরঅধীনতাবদ্ধ করলেন। আজ যে রমণীরত্নের প্রলোভন দেখাচ্ছ—পণমূল্যে বহুপূর্বেই সে নারীর

আমার অঙ্কশায়িনী হওয়ার কথা। আমার ভাগ্যে হোমাগ্নিসম্ভবা রাজকন্যা ক্ষত্রিয়কুমারীও শর্তভঙ্গ করলেন। শস্ত্রগুরু পরশুরামের ক্লেশ নিবারণের জন্য অসহ্য কষ্ট সহ্য করলাম—তার বিনিময়ে তিনি অভিসম্পাত* দিলেন, কষ্টার্জিত বহুদিনের সাধনালব্ধ অস্ত্রসকল সর্বাপেক্ষা সংকটকালে বিস্মৃত হবো! এমন ভাগ্যহত চিরবঞ্চিত কাউকে দেখেছ আর? তারপরও আমাকে রাজ্য গ্রহণ করতে বলো? না ভাই, আমার সাহস হয় না। ভাগ্যের আর এক বঞ্চনার কঠোরতর আঘাত আর না-ই বা মাথা পেতে নিলাম।'

বাসুদেব ধীরে ধীরে, একটা বহুক্ষণের রুদ্ধ-দীর্ঘনিঃশ্বাস মোচন ক'রে বললেন, 'পরশুরামের এ অভিসম্পাত মহাসংকট বা অন্তিমকালের জন্যই। কিন্তু সহজাত কবচকুণ্ডলধারী মহাবীরের সে সংকটকাল এত শীঘ্র আসন্ন হওয়ার কোন কারণ নেই। জয়লাভ করার কথা স্বতন্ত্র কিন্তু ঐ দুটি বস্তু তোমার অঙ্গে থাকতে তোমার নিহত হওয়ার কোন প্রশ্নই তো উঠছে না। আর যতক্ষণ তুমি জীবিত থাকছ ততক্ষণ তোমাকে পরাজিত করার সম্ভাবনা কোথায়?'

এবার কর্ণ সহসাই—বোধ করি বাসুদেবকেও সচকিত ক'রে—হা হা রবে উচ্চহাস্য ক'রে উঠলেন। তারপর সেই সকৌতুক হাস্যপ্রতিফলিত দৃষ্টিই বাসুদেবের দুই বিশাল রহস্যময় নয়নে স্থির-নিবদ্ধ ক'রে উত্তর দিলেন, 'আমার জীবনযাত্রার সঙ্গে যাদের কিছুমাত্র পরিচয় আছে তারাই জানে—গঙ্গা বা অপর কোন নদী কি তীর্থে স্নান ক'রে উঠে যখন আমি ইষ্টবন্দনা করি তখন যে কোন প্রার্থী যে কোন দ্রব্যই যাচ্ঞা করুক—আমি তাকে তৎক্ষণাৎ তা দান করি, নিজের ইষ্টানিষ্ট ভবিষ্যৎ চিন্তা না ক'রেই। স্বকৃত এ নিয়মে বদ্ধ আমি বহুকালাবধি। সুতরাং আমাকে সহজাত কবচকুণ্ডলহীন করা আদৌ কোন কঠিন কর্ম নয়। না, অস্ত্র যদি স্মরণে না আসে তাহলে ধনঞ্জয়ের মতো মহাবীরের কাছে পরাজিত বা নিহত হওয়া নিমেষকালের ঘটনা মাত্র।'

শ্রীকৃষ্ণ যেন ঈষৎ অপ্রতিভভাবেই চক্ষু আনত করেছিলেন, এখন আবারও অঙ্গাধিপতির দুটি হাত চেপে ধরে বললেন, 'কর্ণ, তুমি ধন্য। তুমি মহান, লোকোত্তর পুরুষ একথা বহুবিদিত, বহুল-প্রচারিত। আজ তার সত্যতা প্রত্যক্ষ ক'রে সত্যই নিজেকে কৃতার্থ মনে করছি। বিধাতা তোমাকে রাজচক্রবর্তী হওয়ার মতো সমস্ত গুণ ও মানসিক গঠন দিয়েই পাঠিয়ে-

* কর্ণ সূতপুত্র হয়েও জামদগ্ন্য গোত্রীয় বলে পরিচয় দিয়ে শস্ত্রশিক্ষা করতে গিয়েছিলেন। ব্রাহ্মণ বা ক্ষত্রিয় ছাড়া পরশুরাম কাকেও শিক্ষা দিতেন না। কিন্তু গুরুর গোত্র নিজগোত্র বলে পরিচয় দেওয়া রীতি দীর্ঘদিনের, সেই রীতি অনুযায়ীই কর্ণ নিজের ঐ পরিচয় দিয়েছিলেন। একদা কর্ণর উরুতে মস্তক রক্ষা ক'রে গুরু ভার্গব সুষুপ্ত ছিলেন, এমন সময় এক বজ্রকীট কর্ণকে দংশন করতে শুরু করে। অসহ্য কষ্ট সত্ত্বেও কর্ণ তাকে বধ করার চেষ্টা করেন নি পাছে গুরুর নিদ্রার ব্যাঘাত হয়, শেষে ওঁর রক্তধারা প্রবাহিত হয়ে ভার্গবকে স্পর্শ করলে নিদ্রোত্থিত পরশুরাম এক বজ্রকীট কর্ণর চর্ম ভেদ ক'রে মাংসখণ্ড ভক্ষণ করছে দেখে বললেন, 'কোনও ব্রাহ্মণের পক্ষে এই কষ্ট সহ্য করা সম্ভব নয়, তুমি সত্য ক'রে বলো তুমি কোন জাতীয়?' তখন কর্ণ সত্য কথা বলাতেই পরশুরাম ঐ অভিশাপ দিয়েছিলেন।

ছিলেন, কেবল সে ভাগ্যটা দেন নি। তোমার দেশবাসীরই দুর্ভাগ্য, তোমার এই বিপুল শক্তি তাদের কল্যাণকর্মে নিয়োজিত হ'ল না। সর্বাধিক দুর্ভাগ্য অর্জুনের—তোমার মতো জ্যেষ্ঠাগ্রজের সঙ্গে তাকে যুদ্ধ করতে—হয়ত বা নিহত করতেও হবে।'

'ওকথা থাক বাসুদেব। বিধাতা আমাকে চিরবঞ্চিত ক'রেই পাঠিয়েছেন যখন—তখন মহৎ গুণগুলো অধিকতর যন্ত্রণাদায়ক নয় কি? অদৃষ্টের নির্মম পরিহাস। সান্ত্বনা এই—এ রহস্য হয়ত অনাবরিতই থাকবে চিরদিন. লোকের করুণার পাত্র হ'তে হবে না—অন্তত আমি জীবিত থাকতে। তবে আজ আমিও তোমার যথার্থ পরিচয় লাভ ক'রে কৃতার্থ হলাম। কেউ কেউ বলে তুমি ঈশ্বরের অবতার, বিশ্বমানবের মুক্তিদাতা ; কেউ বলে তুমি উৎপীড়িতের বঞ্চিতের পরিত্রাতারূপেই জন্মগ্রহণ করেছ। আমি দেখলাম তুমি আমারই মুক্তিদাতা, এই জন্ম, এ জীবনের—জীবিত থাকার দুঃসহ যন্ত্রণা থেকে, বন্দীদশা থেকে মুক্তি দিতে এসেছ, সেই মুক্তির পথই দেখিয়ে গেলে। ধন্য, ধন্য!'

এরপর দুজনেই দীর্ঘক্ষণ, বোধ করি অর্ধদণ্ডের অধিককাল নিস্তব্ধ স্থির হয়ে বসে রইলেন। দুজনেই সমাহিতবৎ আত্মচিন্তামগ্ন। শেষে এক-সময় যেন সম্বিৎ ফিরে পেয়ে কর্ণ বললেন. 'তাহলে এবার আমাকে বিদায় দাও।'

তিক্ত কর্তব্য পালনের পর সামান্য একটু বিষাদের সুর বাজে কি? বাসুদেব আবারও দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে বলেন, 'বিদায়! হ্যাঁ ভাই. বাইরেই বিদায় দিলাম, আমার অন্তরে তুমি যে চিরদিনের মতো প্রবেশ করলে, তার প্রস্থান বা বিদায় নেই।...যাও বীর. তোমার কীর্তির পথে।'...তার পর-মুহূর্তেই বাস্তবে ফিরে আসেন. দূরে তাকিয়ে ব'লেন. 'তোমার রথ এখানে প্রেরণ করার নির্দেশ দিয়ে এসেছিলাম, দেখছি ইতিমধ্যেই তা পেঁ ছে গেছে।'

কর্ণ পুনশ্চ বিদায় সম্ভাষণ জানিয়ে ওঁর রথ থেকে অবতরণ করলে বললেন. 'অঙ্গাধিপতি, তুমি কৌরব সভায় প্রত্যাবর্তন ক'রে পিতামহ ভীষ্ম দ্রোণ প্রভৃতিকে বলবে যে যুদ্ধের পক্ষে এই মাসই সর্বোত্তম। এখন তৃণ সুলভ অথচ ইন্ধনও দুষ্প্রাপ্য নয়। ওষধি ও বনবৃক্ষ সকল সতেজ, বৃক্ষ-গুলি ফলবান, মক্ষিকা বিনষ্ট. নদী বা তড়াগের সলিল নির্মল এবং সুস্বাদু হয়েছে। এই মাস নাতিশীতোষ্ণ, আহতদের পক্ষে নিদাঘকালের উষ্ণতা অধিকতর যন্ত্রণার কারণ। আজ থেকে সপ্ত দিবস পরে অমাবস্যা, স্বয়ং ইন্দ্র এই তিথির অধীশ্বর, অতএব সেই দিনেই সংগ্রাম সামগ্রী ইত্যাদি সংগ্রহ ও সুসজ্জিত করুন। যে সকল রাজা দুর্যোধনের পক্ষে যোগ দিয়েছেন তাঁদের ব'লো যে পাণ্ডবরাই যে এ যুদ্ধে জয়লাভ করবেন সে বিষয়ে সন্দেহ মাত্র নেই ; বিশ্বকর্মানির্মিত মায়াময় রথে বানরকেতু নামে ধনঞ্জয়ের অত্যুগ্র জয়ধ্বজা উত্থিত হয়েছে। যখন সেই রথে কৃষ্ণকে সারথি ক'রে তিনি কৃতান্তপ্রেরিত মৃত্যু-দূতবৎ দিব্য অস্ত্র সকল ত্যাগ করবেন ; যখন মহাবল ভীমসেন প্রতিমাতঙ্গঘাতী মত্তমাতঙ্গের ন্যায় দুঃশাসনের রুধির পান ক'রে রণক্ষেত্রে নৃত্য করবেন ; যখন দেখবে আচার্য দ্রোণ, পিতামহ. ভীষ্ম কৃপ দুর্যোধন প্রভৃতি একে একে অজেয় সব্যসাচী. আদিত্যতুল্য তেজস্বী ধর্মপরায়ণ যুধিষ্ঠির ভীম নকুল সহদেব প্রভৃতির দ্বারা পরাজিত ও নিহত হচ্ছেন—

তখন কি সত্য কি ত্রেতা কি দ্বাপর কোন যুগই থাকবে না—সেই মহা-যুগান্তরের মুহূর্তে কেশব তোমাদের অভিলাষ পূর্ণ করবেন, পাণ্ডবদের শস্ত্রদ্বারা নিহত হয়ে অক্ষয় স্বর্গলাভ করবে।'

কর্ণ বললেন, 'আমি তাদের আরও বলতে পারব। এই যে পৃথিবীর প্রলয় দশা উপস্থিত হয়েছে—দুর্যোধন দুঃশাসন বা শকুনিই শুধু নন, তার জন্য আমিও দায়ী। পাণ্ডব-কৌরবদের এই ভয়াবহ সংগ্রামে ভারতভূমি রুধিরে কর্দমাক্ত হবে, দুর্যোধন পক্ষীয় রাজা ও রাজপুত্রগণ, একাদশ অক্ষৌহিণী যোদ্ধা সকলেই নিহত হবেন। চারিদিকেই দুঃস্বপ্ন, ঘোর দুর্নিমিত্ত, লোমহর্ষক উৎপাত সকলের বিবরণ শুনছি—তা দুর্যোধনের পরাজয় ও তৎপক্ষীয়গণের সম্পূর্ণ বিনষ্টিই সূচনা করছে। শনি রোহিণী নক্ষত্রে এসেছেন, মঙ্গল জ্যেষ্ঠায় বক্র হয়ে অনুরাধাকে কামনা করছেন, রাহু গ্রহ চিত্রাকে বিশেষরূপে পীড়িত করছেন ; চতুর্দিকে উল্কাপাত হচ্ছে, মাতঙ্গগণ সভয় গর্জন ও অশ্বগণ খাদ্যবিমুখ হয়ে অশ্রুপাত করছে, ময়ূর হংস সারস চাতক চকোর প্রভৃতি পবিত্র পক্ষীরা পাণ্ডবদের এবং—গৃধ্র, বক, শ্যেন, বৃক ও মক্ষিকুল কৌরবদের শিবিরে অবলম্বন করেছে। এ সকল লক্ষণই অসংখ্য প্রাণীবিনাশ ও মহাভয়ের পূর্বাভাস। আমি স্বপ্নে দেখেছি পৃথিবী রুধিরে কর্দমাক্ত, কৃষ্ণগ্রীব রক্তপদ শকুনরা মেঘের মতো আকাশ আচ্ছন্ন করেছে ; তারই মধ্যে যুধিষ্ঠির অস্থিপর্বতে আরোহণ ক'রে প্রফুল্লচিত্তে উত্তমপাত্রে ঘৃত পায়স ভোজন করছেন। বাসুদেব তোমার ইচ্ছাই পূর্ণ হবে—একথা আমি তাদের বলব।'

॥ ৬ ॥

বাসুদেব উপপ্লব্য যাত্রা-কালে অঙ্গাধিপতি মহাবীর কর্ণকে তাঁর রথে তুলে হস্তিনাপুরীর নগর সীমা পর্যন্ত নিয়ে গেছেন, কোন তৃতীয় ব্যক্তির অনুপস্থিতিতে উভয়ের নিভৃত আলোচনাও হয়েছে কিছু—ধর্মাত্মা বিদুরের মুখে এ সংবাদ পাওয়ার পর থেকে জননী কুন্তী কয়েকদিন আশা ও আশঙ্কায় কণ্টকিত হয়ে রইলেন।

শ্রীকৃষ্ণ যে পিতৃষ্বসার কানীন-পুত্র-রহস্য অবগত আছেন, সেটা তাঁর আচার-ব্যবহার ও বাক্যের ইঙ্গিত থেকে কুন্তী পূর্বেই অনুমান করেছিলেন। বস্তুত ওঁর এই ভ্রাতুষ্পুত্রটির সঙ্গে আলোচনা ক'রে মনে হয়েছে বিশ্বের কোনো সংবাদই তাঁর অজ্ঞাত নয়। তিনি সর্বজ্ঞ ; মানুষের—বিশেষ পরিচিত ব্যক্তিদের মনের কুটিলতম তথা জটিলতম পথে তাঁর অভিজ্ঞতার ও বুদ্ধির অনায়াস গতিবিধি। সুতরাং এ আলোচনা যে কর্ণকে তাঁর জন্মাধিকারের সংবাদ জ্ঞাত করিয়ে কৌরবপক্ষ ত্যাগ ও পাণ্ডবগণ বরণ করানোরই উদ্দেশ্যে তাও অনুমান করতে বিলম্ব হয় নি। আশা সেই জন্যই—আশঙ্কা কর্ণ

যদি সম্মত না হন।

কিন্তু তার পরও তিন দিন অতিবাহিত হয়েছে। তেমন চমকপ্রদ কোন সংবাদই দিতে পারেন নি বিদুর। বরং সমরায়োজনই দ্রুত অগ্রসর হচ্ছে— সে আয়োজন প্রায় সম্পূর্ণতার পথে—এই সংবাদই অহরহ পাচ্ছেন কুন্তী ; বিদুরের নিকট হতে তো বটেই, দাসদাসী পরিজন প্রতিবেশী সকলের মুখ থেকেই শুনছেন।

ফলে আশা অন্তর্হিত হতে থাকে, আশঙ্কাই প্রবল হয়।

উদ্বেগের সীমা থাকে না। আর বিন্দুমাত্র কালহরণ করা উচিত নয়। এ তাঁরই সর্বনাশের প্রশ্ন। এই বিশ্বনাশা আহবে কখনও না কখনও কর্ণ ও অর্জুন দ্বৈরথ সমরে প্রবৃত্ত হবেন। চিরপ্রতিদ্বন্দ্বী দুই বিশ্ববিজয়ী বীর রণক্ষেত্রে পরস্পরের সম্মুখীন হলে একজনের মৃত্যু অনিবার্য। যিনিই নিহত হোন, কুন্তীরই এক পুত্র বিনষ্ট হবে।

যতই সে সম্ভাবনার কথা চিন্তা করেন ততই বুকের মধ্যে অব্যক্ত অন-ভিজ্ঞাত একটা যন্ত্রণা হতে থাকে। মর্মন্তুদ শব্দটার সম্যক অর্থ এতদিন পরে বুঝতে পারেন চিরদুঃখিনী কুন্তী। অথচ এ অবস্থায় প্রতিকার কী তাও ভেবে পান না। শ্রীকৃষ্ণর কাছে দূত পাঠিয়ে সংবাদ আনতে গেলে বৃথা আরও দুটো দিন অতিবাহিত হবে। সে অবসর আর নেই। যা করতে হবে —এখনই, অনতিবিলম্বে।...শেষে কোন মতেই স্থির বা নিষ্ক্রিয় থাকতে না পেরে সংকল্প করলেন তিনিই একবার শেষ চেষ্টা ক'রে দেখবেন।

কি ভাবে করবেন তাও স্থির করলেন।

সকলেই বলে দিবসের দ্বিতীয় প্রহরে স্নানান্তে কর্ণ যখন আপন ইষ্ট সূর্যের বন্দনা করেন, তখন পরিচিত অপরিচিত যে কোন প্রার্থী যে কোন যাচ্ঞা জানাক—কর্ণ তৎক্ষণাৎ তা পূরণ করেন, কখনও বিমুখ করেন না। কিম্বদন্তী, এইভাবে একদা নিজের পুত্রকেও নিশ্চিন্ত মৃত্যুমুখে সমর্পণ করতে গিয়েছিলেন।

এই সুযোগই নেবেন তিনি—এই পুণ্য অবসরের।

কুন্তী প্রত্যূষেই যমুনাভিমুখে যাত্রা করলেন। সে কথা কাউকেই জানা-লেন না, এমন কি বিদুরকেও না। অবশ্য বিদুর হয়ত অনুমান করতে পারবেন এই গোপন যাত্রার কারণ—তবে তাতে কোন ক্ষতি হবে না।

একাকী অবগুণ্ঠনবতী হয়ে পদব্রজেই যাত্রা করেছিলেন কুন্তী। এই অসহায়, লজ্জাজনক দীনতার কথা কেউ না জানতে পারে—কোন বিদ্রু-পোদ্দীপক ও কলঙ্কমূলক সংবাদ প্রচারের জন্য একটি লোকের কর্ণগোচর হওয়াই যথেষ্ট—এই কারণেই রথ কি শিবিকা গ্রহণ করেন নি, সঙ্গে কোন দাসী, সেবিকা বা ছত্রধারিণীও নয়। ক্লেশের সীমা পরিসীমা রইল না, কিন্তু কুন্তীও যে অনন্যোপায়। অনভ্যস্ত পদ, দীর্ঘ পথ—প্রশ্ন ক'রে ক'রে লক্ষ্যস্থান নির্ণয় করা—এ সমস্তই এমন কি স্বল্পবয়স্কর পক্ষেও কষ্টকর অভিজ্ঞতা। কর্ণ একটু নির্জনেই যেতেন স্নান করতে, যাতে অবাঞ্ছনীয় ব্যক্তির উপস্থিতি কি কোলাহলে জপ বা উপাসনায় কোন ব্যাঘাত না ঘটে। সুতরাং সে স্থানটির অবস্থান সম্বন্ধে সঠিক সংবাদ খুব অল্প লোকই জানে। ফলে অভুক্ত পরিশ্রান্ত অবসন্নপ্রায় কুন্তী যখন সে স্থানে গিয়ে

পেঁৗছলেন তখন দ্বিপ্রহরের সূর্য সরল রেখায় মাথার উপরে পেঁৗছেছেন।

কর্ণ তখনও সূর্য-বন্দনায় নিবিষ্ট। ঊর্ধ্বমুখে একমনে ইষ্টমন্ত্র জপ করছেন, মধ্যে মধ্যে ধ্যানমগ্নও থাকছেন কিছুকাল ক'রে। নিশ্চল স্থির ভাবে দণ্ডায়মান কর্ণের ওষ্ঠ কম্পিত হচ্ছে কিনা তা নির্ণয় করাও কঠিন। চারিদিকে ধু ধু করছে বালুময় নদীতট-ভূমি, কোথাও কোন জনপ্রাণী নেই। শুধু মৃদুমন্দ বাতাসে কর্ণের অঙ্গ-সংলগ্ন উত্তরীয় কাঁপছে—বস্তুত জীবনের লক্ষণ বলতে যেন ওইটুকুই।

বহুদিন কোনপ্রকার দৈহিক ক্লেশে অনভ্যস্তা জননী কুন্তী পদব্রজে এই দীর্ঘপথ অতিক্রম ক'রে এসে ক্লান্তিতে ভেঙে পড়েছেন প্রায় : তদুপরি মাথার উপরে শরতের প্রখর রৌদ্র। নিকটে কোথাও পাদপাদিও নেই। মেঘাচ্ছন্ন দিন ছাড়া কর্ণ সূর্যতাপেই তপস্যা করেন চিরদিন—সেই কারণেই তপস্যার সময় বৃক্ষতল বা ছায়াস্নিগ্ধ স্থান পরিহার ক'রে চলেন। অথচ কুন্তীরও তখন একটু ছায়া একান্ত প্রয়োজন। অগত্যা তিনি আরও ঘনিষ্ঠ হয়ে ঠিক পিছনে এসে কর্ণের উত্তরীয়-অন্তরালই অবলম্বন করলেন।

দীর্ঘ সময় লাগল সেদিন কর্ণের ইষ্ট-আরাধনা সমাপ্ত হ'তে। প্রভাতেই এক অনাশঙ্কিত বিঘ্ন ঘটেছে, মন অপ্রসন্ন হয়ে আছে তখন থেকেই। সে বিরক্ত প্রশান্তিহীন মন সংযত ক'রে ইষ্টের ধ্যানে সন্নিবিষ্ট করতে অনেক সময় লেগেছে।

নদীতীরে পেঁৗছে স্নান করতে নামবেন এমন সময় বীভৎস-দর্শন সর্বাঙ্গমললিপ্ত মদিরামত্ত এক নিষাদ এসে পথ রোধ ক'রে দাঁড়িয়েছিল। দেখলেই মন ঘৃণায় বিমুখ হয়ে ওঠে এমন তার আকৃতি। বোধ হয় কত কাল স্নান করে নি. এমন কি মুখও প্রক্ষালন করে নি লোকটি। কেশ ধূলিধূসর জটাবদ্ধ. সর্বাঙ্গের ক্লেদাবরণ বহুদিনের সঞ্চয়ে এমন আকার ধারণ করেছে যে লৌহ-অস্ত্র ছাড়া অপসারিত করা সম্ভব নয়।

দেখা মাত্রই মন অপ্রসন্ন হয়ে উঠেছিল। একটু রূঢ় কণ্ঠেই প্রশ্ন করেছিলেন, 'কী চাই এখানে?'

লোকটা সুরারক্ত দুই চক্ষু ওঁর মুখে নিবদ্ধ রেখে মুখের বিচিত্র ভঙ্গী ক'রে উত্তর দিয়েছিল, 'না. কিছ চাইতে আসি নি বরং নিষেধ করতেই এসেছি—চাওয়া মাত্র দান করার অভ্যাসটা ত্যাগ করার কথা বলতে। শুনেছি খুব দাতা তুমি, যে যা চায় নিজের কোন সুবিধা-অসুবিধা না বুঝেই তাই দাও। কথাটা শুনেই তোমার উপর মায়া হ'ল, তাই গরজ ক'রে সাবধান করতে এলাম।...খুব ষড় হচ্ছে, এক ব্রাহ্মণ এসে তোমার কাছে ভিক্ষে চাইবে. —কী তোমার গায়ে আছে, চামড়ার সঙ্গে জড়ানো—যা থাকলে কেউ তোমাকে মারতে পারবে না—সেই বস্তু। অমন সবাইকে আগে থাকতে কথা দিও না. হ্যাঁ—যে, যা চাইবে তাই দেব।'

'তুমি কেমন ক'রে জানলে ষড় হচ্ছে?'

অপ্রসন্নতা কিছু বিদূরিত হয়ে সে স্থলে প্রবল কৌতূহলের উদয় হয়েছে।

'আমিই যে সে লোক স্থির ক'রে দিয়েছি—যে ব্রাহ্মণ ভিক্ষার নাম ক'রে তোমার ওই পদার্থ দুটো অপহরণ করবে। তাকে অনেক অর্থ দেবেন

একজন—সুবর্ণ দেবেন।'

এবার একটা ক্ষীণ হাসির রেখা ফুটে উঠেছিল কর্ণের মুখে, ভাগ্যহতর হাসি, তিক্ত-করুণ। একটু বুঝি গর্বও বোধ হয়েছিল মুহূর্তকালের জন্য। ওধারের শিবিরে যা কিছু দুশ্চিন্তা তা হ'লে ওঁকে নিয়েই! যে প্রাণটা সম্বন্ধে বিন্দুমাত্র মমতা নেই ওঁর—সেই প্রাণ হরণের জন্য কী গভীর ষড়-যন্ত্রই না চলছে!

ক্ষণেকের এ মনোভাব হৃদয়োত্থান মাত্রই বোধ করি বিলীন হয়েছে। গম্ভীর কণ্ঠে বলেছেন নিষাদকে, 'তুমি কে জানি না, তথাপি বলছি, জেনে রাখো. সহজাত কবচকুণ্ডল কেন, ইহজগতে যা কিছু মানুষের প্রিয়বস্তু বা ব্যক্তি আছে—স্ত্রী পুত্র কন্যা পৌত্র দৌহিত্র, রাজ্য, ঐশ্বর্য,—এই প্রাণ—কিছুর জন্যই কর্ণ তার প্রতিজ্ঞা বিসর্জন দিতে প্রস্তুত নয়। ইষ্ট-বন্দনার সময় কোন প্রার্থীকে বিমুখ করতে পারব না। তুমি আমার কল্যাণকামনায় এসেছ, তোমাকে ধন্যবাদ দিচ্ছি, তুমি এখন যেতে পারো।'

অতঃপর নিষাদ কী সব বিদ্রূপাত্মক কটূক্তি করতে করতে চলে গিয়েছিল —তিনি নির্বোধ, বৃথাগর্বী ইত্যাদি ইত্যাদি ; সেদিকে কান না দিয়েই কর্ণ দ্রুত নদীতে অবতরণ করেছিলেন, কিন্তু দীর্ঘক্ষণ ধরে অবগাহন-স্নান ক'রেও মনের গ্লানি ও তিক্ততা দূর হয় নি। মন ও মস্তিষ্কে শান্ত পরিবেশ অর্থাৎ তদ্গতচিত্ততার সৃষ্টি না হলে সেখানে ইষ্টদেবতাকে আনয়ন করা সম্ভব হয় না।

সূর্যদেব শিখরবিন্দু অতিক্রম ক'রে পশ্চিমাভিমুখী হওয়ারও বহুক্ষণ পরে কর্ণ অতৃপ্তির দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলে চক্ষু উন্মীলিত করলেন। দৃষ্টি বাষ্পাচ্ছন্ন. ললাটে অসীম বেদনার ছায়া। বোধ করি নিজের অন্তরের বেদনা ও বিক্ষোভই এতক্ষণ ধরে নিবেদন করছিলেন ইষ্টের কাছে · ক্ষমাপ্রার্থনাও সেই সঙ্গে. অস্থিরচিত্ততার জন্য ; বাহ্যজ্ঞান ছিল না তাই।

কিন্তু. এবার. পরিবেশ সম্বন্ধে সচেতন হওয়া মাত্র, অবহিত হলেন—এখন এই মুহূর্তে তিনি একা নন. তাঁর অতি নিকটে অপর কেউ এসেছে বা প্রতীক্ষা করছে।

সচকিত হয়ে ফিরে দাঁড়াতেই অবগুণ্ঠনবতী কুন্তীকে দেখতে পেলেন।

বিস্ময়ের পরিসীমা রইল না। মুখাবয়ব দৃষ্টিগোচর না হলেও—ইনি যে কোন সম্ভ্রান্তবংশীয়া মহিলা সে সম্বন্ধে তিলার্ধ সন্দেহ রইল না। এই নদীতীরে —যেখান থেকে চারিদিকে অর্ধক্রোশ-চক্রের মধ্যে কোন জনপদ নেই —সেখানে ইনি একা এলেন কি ক'রে? কি ভাবেই বা এলেন? কোন শিবিকা কি রথের তো চিহ্ন নেই কোথাও।

প্রথমটা বিস্ময়ে হতবাকই হয়ে গিয়েছিলেন. এখন—রাজোচিত মনোবলে. দীর্ঘদিন মানসিক আবেগ আবরিত রাখার অভ্যাসেও, অচিরে আত্মসম্বরণ ক'রে নিলেন, মহিলার সম্মুখে প্রায় আভূমি নত নমস্কার ক'রে করজোড়ে বললেন. 'দেবী, আপনি কে, কী উদ্দেশ্যে আপনার আগমন—প্রশ্ন করতে পারি কি? এই জনহীন প্রান্তরে একা কী জন্য অপেক্ষা করছেন? এখানে তো দ্বিতীয় কোন ব্যক্তি নেই। আমার কাছেই কি কোন প্রার্থনা আছে? থাকলে নিঃসঙ্কোচে আদেশ করুন আপনার কোন্ প্রিয়কার্য সম্পাদন

করতে পারি। আমি জননী রাধা ও সূতশ্রেষ্ঠ অধিরথের আত্মজ, কর্ণ।'

কুন্তী এবার অবগুণ্ঠন উন্মোচন করলেন।

পূর্বের বিস্ময়ই যথেষ্ট বোধ হয়েছিল, এখন মনে হ'ল সেটা নিতান্তই অকিঞ্চিৎকর। কর্ণ তড়িতাহতের মতোই চমকিত হয়ে যেন কতকটা নিজের অজ্ঞাতসারে দুই পাদ পিছিয়ে গেলেন, অস্ফুটকণ্ঠে শুধু উচ্চারণ করলেন, 'পাণ্ডবজননী!'

কুন্তী পথশ্রমে তখন অবসন্ন ; স্বেদাম্বুশোভিত তাঁর কপোলে ললাটে উদ্বেগ, শারীরিক ক্লেশ ও পুত্রদর্শনজনিত আবেগে মুহুর্মুহু বর্ণান্তর ঘটছে—তৎসত্ত্বেও অনভ্যস্ত ক্লান্তির কালিমাই তাতে প্রধান। বেশ কয়েক নিমেষকাল সময় লাগল তাঁর কণ্ঠ ভেদ ক'রে স্বর নির্গত হ'তে। ওষ্ঠ দুটি বার বার কম্পিত হ'লেও তারা তখনই কোন শব্দ উচ্চারণ করতে পারল না। কিন্তু—অবশেষে অতিকষ্টে যখন উত্তর দিলেন, তখন সমস্ত সঙ্কোচ ও দ্বিধা পরিহার করতে পেরেছেন, বললেন, 'বৎস, আমি তোমারও জননী। তুমি রাধেয় নও, কৌন্তেয়। তুমিই আমার জ্যেষ্ঠ সন্তান। অল্প বয়সের অজ্ঞতা, অনভিজ্ঞতা, অপরিণামদর্শিতা ও কৌতূহলের ফলে, ক্ষণিকের চাপল্যে তোমাকে গর্ভে ধারণ করেছিলাম। অল্প বয়স ব'লেই বিবেচনা বুদ্ধি বা মনের দৃঢ়তা ছিল না, তোমার জন্মের পর তাই লোকলজ্জায় ও সমাজে অপাংক্তেয় পতিত হবার আশঙ্কায় তোমাকে এক মৃৎপাত্রে স্থাপিত ক'রে নদী-জলে ভাসিয়ে দিয়েছিলাম। মহাপ্রাণ অধিরথ সেই অবস্থায় তোমাকে উদ্ধার ক'রে গৃহে নিয়ে যান ও লালন করেন। তিনি ধন্য, কিন্তু তথাপি তিনি তোমার পিতৃত্ব দাবি করতে পারেন না। বৎস, তুমি এবার তোমার জন্মগত অধিকার—পাণ্ডবপক্ষের সর্বাধিনায়কত্ব গ্রহণ ক'রে এই সসাগরা ধরা শাসন করো—এই আমার প্রার্থনা। শুনেছি তুমি ধার্মিক ও ধর্মতত্ত্বজ্ঞ ; আমি তোমার গর্ভধারিণী, আমার বাক্য রক্ষা করাই তোমার ধর্ম। তুমি সিংহাসনে উপবেশন করো, মহাত্মা যুধিষ্ঠির ও আমার অবশিষ্ট চারপুত্র সানন্দে সশ্রদ্ধচিত্তে তোমার সেবা ক'রে ধন্য হোন।'

কুন্তীর বাক্যাবলী শ্রবণ করতে করতেই কর্ণের মুখভাব কঠিন হয়ে উঠেছিল। তিনি এবার বিরস ও নিস্পৃহ কণ্ঠে উত্তর দিলেন, 'ক্ষত্রিয়ে, আপনি ধর্মের কথা উচ্চারণ না করলেই ভাল করতেন। আপনি গর্ভধারিণী হতে পারেন কিন্তু কোনক্রমেই জননীর প্রাপ্য মর্যাদা দাবি করতে পারেন না। আপনি ক্ষত্রিয়-কন্যা, রাজবংশসম্ভূতা—কিন্তু আপনি আমার যে অনিষ্ট করেছেন এমন কোন নীচকুলোদ্ভবা অনার্য নারীও কখনও করে না। আপনি নিজের অসুবিধা দূরীকরণের জন্য আমার মৃত্যুর প্রত্যাশাতেই আপনার সদ্যোজাত অসহায় অজ্ঞান প্রথম সন্তানকে নদীগর্ভে ত্যাগ করেছিলেন— সে বিচারে আপনার সে পুত্র মৃত। যিনি সেই অনিবার্য মৃত্যু থেকে রক্ষা করেছেন সেই প্রাণদাতা অধিরথই ধর্মত আমার পিতা। এ আমার নবজন্ম, এর উপর আপনার কোন দাবি নেই।'

ক্রোধে, ক্ষোভে, দীর্ঘকালের পুঞ্জীভূত বেদনা, অপমান ও লাঞ্ছনার কারণ এই নারীকে সম্মুখে দেখে কর্ণের কণ্ঠ আবেগে রুদ্ধ হয়ে এসেছিল, কিছুক্ষণ নিস্তব্ধ থেকে নিজেকে সম্বরণ ক'রে নিয়ে পুনশ্চ বললেন, 'আপনি আজ আমাকে বলছেন পাণ্ডবদের জ্যেষ্ঠ হিসাবে পাণ্ডবদের

সিংহাসনে অধিরোহণ করতে, কিন্তু সে পথও আপনিই নষ্ট করেন নি কি? ক্ষত্রিয়কুলে জন্মগ্রহণ ক'রেও ক্ষত্রিয়ের কোন সংস্কার শিক্ষাদীক্ষা লাভ করি নি. সে জাতির রীতি-নীতি কিছুই জানি না—সে অবস্থায় ভারতের অগ্রগণ্য ক্ষত্রিয় রাজবংশের সিংহাসন গ্রহণ করতে গেলে জন-সমাজে, প্রজাদের কাছে হাস্যাস্পদ হবো না কি? পরন্তু যে দুর্যোধন আমাকে নগণ্য সূত সমাজ থেকে তুলে রাজ-মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করেছেন, যিনি এত-কাল স্নেহে সৌজন্যে নানাবিধ সুযোগ-সুবিধায় লালন করেছেন, যিনি বিশ্বস্ত বন্ধুর প্রাপ্য সম্মান প্রদানে কখনও কুণ্ঠিত হন নি, যিনি প্রধানত আমার উপর নির্ভর ক'রেই এই ভয়ংকর যুদ্ধে প্রবৃত্ত হয়েছেন—এই আপৎ-কালে তাঁকে ত্যাগ করলে কোন্ ধর্ম আমার বজায় থাকবে বলতে পারেন?

'তদ্ব্যতীত, এই অন্তিম সময়ে কুরুপক্ষ ত্যাগ ক'রে পাণ্ডবপক্ষে যোগ দিলে সমস্ত ক্ষত্রিয় সমাজে ধিক্কৃত হবো না কি? অর্জুনের বীরখ্যাতি আজ সর্বজনপ্রসিদ্ধ. অনেকেরই বিশ্বাস তিনি অপরাজেয়—সুতরাং সকলেই মনে করবেন তাঁর হস্তে পরাভূত, লাঞ্ছিত ও নিহত হওয়ার আশংকাতেই আমি পাণ্ডবপক্ষে যোগ দিয়েছি, হয়ত বা অনুনয় ক'রেই। এতে বীরের ধর্ম থেকেও পতিত হতে হবে। অর্জুনের সঙ্গে দ্বৈরথ সমরে শক্তি পরীক্ষা আমার আকৈশোর স্বপ্ন, এ ক্ষেত্রে মাথা নত ক'রে তাঁর আশ্রয়ের নিরাপদ ছত্রছায়ায় কালযাপন করা—সে দ্বৈরথ যুদ্ধের সম্ভাবনা থেকে বঞ্চিত হওয়া —তার চেয়ে যে কোন নগণ্য সৈনিকের হস্তে নিহত হয়ে মৃত্যুবরণ করা সর্বাংশে শ্রেয়, তাতে অন্তত স্বর্গলাভের পথ প্রশস্ত হবে। না, সে সম্ভব নয়, ঐশ্বর্য রাজ্য বা প্রাণের জন্য নিজের ধর্ম, বিবেক, বিবেচনা, কীর্তি, সম্মান বিসর্জন দেওয়া শুধু বীর বা ক্ষত্রিয় নয়, মনুষ্য মাত্রেরই অযোগ্য বলে আমি মনে করি।'

'কিন্তু আমি তোমার কাছে ভিক্ষা চেয়েছিলাম বৎস, তুমি তো কখনও প্রার্থীকে বিমুখ করো না।' হতাশা ও লজ্জা-জড়িত করুণ কণ্ঠে বলেন কুন্তী।

'গর্ভধারিণী এবং জন্মদাতা কখনও পুত্রের কাছে ভিক্ষা প্রার্থনা করতে পারেন না, তাঁরা আদেশ করবেন। দেখুন, আপনি এত কাল পরে আজ কেবলমাত্র আমার জন্যই ব্যাকুল হয়ে, আমার কল্যাণার্থ আমাকে আমার প্রাপ্য ভাগ দিতে বা আমার প্রাণের ভয়ে এভাবে এত ক্লেশ স্বীকার ক'রে এখানে আসেন নি। আপনার স্বীকৃত ও সর্বজনজ্ঞাত পঞ্চপুত্রের জীবন-নাশের আশঙ্কাতেই এসেছেন—তাই না? নিজেকে প্রতারিত করবেন না—মাতৃস্নেহ-প্রবঞ্চিত সন্তানকেও না।...তৎসত্ত্বেও—আমার প্রতিজ্ঞা বিশ্বচরাচর-বিদিত—আমি কোন প্রার্থীকে বিমুখ করি না, মাতৃসম্বন্ধীয়া নারীকে তো নয়ই। আমি আপনাকে আশ্বাস দিচ্ছি, আমার বাক্য কদাচ অন্যথা হবে না, এ যুদ্ধে যাই কেন না ঘটুক আপনি পঞ্চপুত্রের জননীই থাকবেন। যুদ্ধে আমি অর্জুন ছাড়া অপর কোন পাণ্ডবকে বধ করব না। অর্জুন ও আমার মধ্যে দ্বৈরথ যুদ্ধ হ'লে—সম্ভবত অর্জুনই জয়ী হবেন—না হলেও আপনি পঞ্চপুত্রের মাতাই থাকবেন, তখন আপনাকে জননী ব'লে স্বীকার করতে কোন দ্বিধা থাকবে না। যদিচ সে ক্ষেত্রেও সিংহাসন আমি গ্রহণ করব না। যুধিষ্ঠির আমার অপেক্ষা সর্বাংশেই সে সিংহাসনের উপযুক্ত, তিনিই রাজ্য

শাসন করবেন। সুতরাং আপনি নিশ্চিন্ত হয়েই চ'লে যান।'

শেষের দিকে তাঁর কণ্ঠে কি একটা সকরুণ ব্যঙ্গের সুরই ফুটে উঠল?

উঠলেও কুন্তী তা লক্ষ্য করলেন না। অঞ্চলপ্রান্তে অশ্রুমোচন ক'রে নত মস্তকে ধীরে ধীরে বললেন, 'পুত্র, তোমার বাক্যগুলি নির্ঘাৎ, জ্বলন্ত শল্যসমই তা আমার শ্রবণেন্দ্রিয় দহন ক'রে অন্তরে প্রবিষ্ট হয়েছে। তোমার বক্তব্য যে সত্য তাও অনস্বীকার্য কিন্তু অভিযোগ মিথ্যা হ'লে বোধ করি সহজে সহ্য হয়—সত্য ব'লেই তা আরও মর্মঘাতী। আমি অপরাধিনী, আমার তোমার কাছে কিছু প্রত্যাশা করার যোগ্যতাও নেই, দুঃসাহসও নেই। যে আশ্বাস বা প্রতিশ্রুতি দিলে তাই আমার প্রাপ্যের অতীত, আশার অতীত।... কে জানে আর কখনও ইহলোকে দেখা হবে কিনা—যদি নাও হয়, হত-ভাগিনীর একটি মিনতি রইল, নিজের বাল্যজীবনের অজ্ঞানতাপ্রসূত দুর্বলতায় কোন অকরণীয় যদি কিছু ক'রে থাকো—কখনও অবসরকালে সে কথা স্মরণ হ'লে এই পিশাচীর সেদিনের সে অবস্থার সঙ্গে তুলনা ক'রে দেখো—তা'হলে হয়ত ক্ষমা করতে পারবে।'

অন্তর্গূঢ়-বাষ্পলীন কণ্ঠে কথা কটি ব'লে মাতা কুন্তী নতমস্তকেই বিদায় নিলেন। বহু আশায় জননীত্বর দাবি প্রতিষ্ঠিত করতে সন্তানের কাছে এসেছিলেন, তখন পথকষ্ট দুঃসহ হলেও অসহ বোধ হয় নি—এখন কর্ণও চেয়ে দেখলেন—ক্লান্ত পদ প্রতি পদেই যেন তাঁর গতিকে বাধা দিচ্ছে। আর বোধ করি এতটুকুও শক্তি অবশিষ্ট নেই তাঁর। তদুপরি অবিরল অশ্রুবর্ষণে দৃষ্টিও অন্ধপ্রায়। প্রায় প্রতি পদক্ষেপেই ইতস্তত-বিক্ষিপ্ত উপলখণ্ডে আঘাত পাচ্ছেন।

তবু, ক্রমশ এক সময় আর্যা কুন্তী তাঁর দৃষ্টিসীমার শেষ প্রান্তে পৌঁছে একটি শ্বেতবিন্দুর মতো প্রতিভাত হ'তে হ'তে এক সময় যেন দিগন্তেই বিলীন হয়ে গেলেন। কিন্তু কর্ণ তখনই গৃহাভিমুখে যাত্রা করতে পারলেন না। জন্মদাত্রীর এই শেষ আবেদন যেন তাঁর সমস্ত শক্তি ও ইচ্ছা নষ্ট ক'রে তাঁকে অনড় জড় ক'রে দিয়ে গেছে।

বহুক্ষণ সেই ভাবে স্থির হয়ে রইলেন অঙ্গাধিপতি কর্ণ। সূর্য পশ্চিম দিগন্তে ঢলে পড়েছেন, অপরাহ্নের আর বড় বিলম্ব নেই। রৌদ্রের সে প্রজ্বলন্ত রূঢ়তা প্রশমিত হয়েছে, রবিকরের প্রখরতা স্তিমিত হয়ে প্রসন্নতা প্রকাশ পাচ্ছে। এত বিলম্ব ওঁর কখনও হয় না, গৃহে মহিষীরা ও সেবকবর্গ এতক্ষণে উদ্বিগ্ন হয়ে উঠেছেন নিশ্চয়ই, হয়ত বা অনুসন্ধানে নির্গত করার কথা চিন্তা করছেন।

কিন্তু কর্ণ তখন না পরিবেশ, না পরিজন—কোনটা সম্বন্ধেই সচেতন ছিলেন না। গর্ভধারিণীর শেষ কথাগুলি—আর্ত রোদনেরই বুঝি নামান্তর—তাঁর মনভূমিতে বহুদিন পূর্বের এক অনুরূপ ঘটনার স্মৃতি অঙ্কুরিত করেছে। অপরাধী বিবেকের মৃদু অস্বস্তি বোধ করছেন একটা।

বহুদিনের কথা। সম্পূর্ণ বিস্মৃত ছিলেন এতদিন। আজ অকস্মাৎ যেন বহুদিনের রুদ্ধ দ্বারের অর্গল উন্মোচিত হয়ে নিজের সেই কদর্য চেহারাটা মাথা নত ক'রে কারাদণ্ডপ্রাপ্ত অপরাধীর মতো নির্গত হয়েছে।

সে ঘটনাও এমনি এক জনহীন নদীতীরেই সংঘটিত হয়েছিল, এমনিই

স্নান ও ইষ্ট-আরাধনা সমাপনের পর। অভ্যাস-মতো নিরুদ্বেগ অবসর পেয়ে দীর্ঘক্ষণ ধরে ইষ্টমনন করেছিলেন সেদিনও। সেদিনও এমনি পার্থিব পরিবেশ সম্বন্ধে সচেতন হওয়া মাত্র চমকিত হয়ে উঠেছিলেন।

দেখেছিলেন একটি উদ্ভিন্নযৌবনা তরুণী শবরকন্যা সেই শেষ-চৈত্রের প্রখর রৌদ্রে অদূরস্থ কণ্টক-বৃক্ষের ছায়া আশ্রয় না ক'রে তাঁরই সন্নিকটে করজোড়ে দণ্ডায়মান। তার ললাট-কপোলের শ্যাম বর্ণ অবিরল স্বেদত্যাগে পাংশুবর্ণ ধারণ করেছে ; মানসিক উত্তেজনায়, সহজ সঙ্কোচে, কোন প্রবল আশঙ্কায় অথবা দৈহিক শ্রান্তিতে থরথর ক'রে কাঁপছে।

সে মেয়েটিও সেদিন ভিক্ষাই প্রার্থনা করেছিল। আদিম অনার্য জাতির সরলা দুহিতা, কোন অনাবশ্যক ভূমিকা কি বাগ্‌জাল বিস্তারের চেষ্টা করে নি ; সুললিত কাব্যময় ভাষা তাদের অজ্ঞাত, সে ভাষার সাহায্যে মনোগত বাসনা বা মূল বক্তব্যকে আচ্ছাদিত করায় তারা অনভ্যস্ত। সে সোজাসুজিই ভিক্ষা চেয়েছিল একটি সন্তান। তার মুকুলিত কৈশোরের স্বপ্ন--সে সৌভাগ্য। মহাবীর মহাতেজস্বী, বিশাল-হৃদয় কর্ণের সন্তান সে গর্ভে ধারণ করবে এ তার সর্বাধিক অত্যুগ্র কামনা। তার ঈপ্সিত ভিক্ষা লাভ করলেই সে তার নগণ্য পল্লীতে তাদের সমাজে ফিরে যাবে--তাদের দারিদ্র্য ও বন্যতার মধ্যে। এ সন্তানের কোন দায়-দায়িত্ব কর্ণের থাকবে না, সে কঠিনতম শপথ করেই প্রতিজ্ঞা করছে।

কর্ণ প্রথমে বিস্মিত, পরে বিপন্ন বোধ করেছিলেন। তাকে নিবৃত্ত করারও কিছু চেষ্টা করেছিলেন। এ ভিক্ষার পরিবর্তে ধনসম্পদ, ভূমি, গাভী, এমন কি অন্য যোগ্য ক্ষত্রিয় পাত্রও দিতে চেয়েছিলেন কিন্তু সে কন্যা সম্মত হয় নি। ওই একটিই তার প্রার্থনা, আর--এ বিশ্বচরাচরে কে না জানে, এ সময় কর্ণ কখনও প্রার্থীকে হতাশ করেন না!

শেষ অবধি তার ঈপ্সা পূরণ করেছিলেন কর্ণ। সে মেয়েটিও তার প্রতিশ্রুতি রক্ষা করেছিল। তৎক্ষণাৎ ওঁকে প্রণাম ও প্রদক্ষিণ ক'রে চ'লে গিয়েছিল সে, আর কোনদিন ওঁর সান্নিধ্যে আসে নি, কোন প্রার্থনা জানায় নি, সংবাদ পর্যন্ত দেয় নি।

সেই এক দণ্ড কালের মাত্র পরিচয়--তার পর এই দীর্ঘদিনে সে ওঁর জীবন থেকে ও স্মৃতি থেকে বিলুপ্ত হয়ে গিয়েছিল। সম্পূর্ণই বিস্মৃত হয়েছিলেন ঘটনাটা। আজ কুন্তীর এই সবেদন অনুরোধের পূর্ব পর্যন্ত মনে ছিল না।

এখন, প্রায় বিদ্যুৎবেগেই সে দিনের সে ঘটনা মনে পড়েছে। সমস্ত চিত্রটা মানসপটে উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছে নিমেষমধ্যে।

ন্যায়ত তাঁর কোন দায়িত্ব ছিল না। কিন্তু ধর্মতও কি তাই?

তাঁর কি উচিত ছিল না সে ক্ষণিকের সম্ভোগসঙ্গিনী, বিবেকের চোখে গন্ধর্বমতে বিবাহিতা স্ত্রী—তার সংবাদ সংগ্রহ করা, ভদ্রভাবে জীবন-যাপনের উপায় ক'রে দেওয়া—সন্তান পুত্র হলে তার উপযুক্ত শিক্ষার ব্যবস্থা করা? জনশ্রুতি ভীমও নাকি একাধিকবার এ কার্য করেছেন—কিন্তু তিনি উদরসর্বস্ব, বিবেচনা-বুদ্ধিহীন—সকলেই জানে। তাঁর আচরণ ও কর্ণের আচরণের পার্থক্য থাকা উচিত ছিল। তদ্ব্যতীত—তিনি শুনেছেন—সে বিবাহের সন্তানদের সঙ্গে পাণ্ডবরা যোগাযোগ রেখেছেন, প্রয়োজন মতো

তারা ওঁদের কাছে আসেও।

না, তাঁর আচরণ গর্হিত হয়েছে তাতে সন্দেহ নেই। নীচকুলোদ্ভব ভদ্রসংস্কারবিহীন ব্যক্তির মতোই।

আর, শুধুই কি নিরুপায় হয়ে সেদিন সে বালিকার ইচ্ছাপূরণ করেছিলেন? ধর্মের কাছে কি অকুণ্ঠিত চিত্তে সে কথা বলতে পারবেন? তাঁর নিজের কি একান্ত অনভিপ্রায় ছিল? সেই কিশোরবয়সী উদ্ধতযৌবনা তরুণীর লাবণ্য কি তাঁকে আকৃষ্ট করে নি? সে কি ওঁর অন্তরের গোপনতম প্রান্তে একবিন্দু লালসা উদ্রিক্ত করে নি? তাঁর ধমনীর রক্তস্রোত কি ঈষৎ চঞ্চল হয়ে ওঠে নি?

সে ক্ষেত্রে সব দায়িত্ব সে সংসারজ্ঞানহীনা, জীবনানভিজ্ঞা বালিকার উপর ছেড়ে দিলে চলবে কেন?...

একটা দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলে কর্ণ একবার পশ্চিম দিগন্তের দিকে তাকালেন, প্রণাম করলেন সৃষ্টির আদি দেবতা, দিবসের অধিদেবতাকে। দর্পণ না থাকলেও অনুভব করলেন অস্তগামী ভগবান প্রখর-দীধিতির রক্তাভা তাঁর আননের লজ্জা ও অপরাধবোধের রক্তিমার সঙ্গে মিশে গিয়েছে।

তিনি অস্ফুট মর্মযন্ত্রণাবিদ্ধ কণ্ঠে উচ্চারণ করলেন, 'জননী, আমাকে মার্জনা ক'রো।'

॥ ৭ ॥
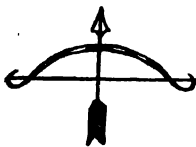
পাণ্ডব শিবিরে সেদিন যে গোপন মন্ত্রণাসভার অধিবেশন বসেছিল তাতে প্রধান আলোচ্য ছিলেন কুরুপিতামহ ভীষ্ম।

যুদ্ধের আয়োজন প্রস্তুত-প্রায়! পাণ্ডবরা সাধারণ অস্ত্রশস্ত্র, গোলক ও অন্যান্য দূরগামী অস্ত্র বা অগ্নি-নিক্ষেপক যন্ত্র, প্রয়োজনীয় তৈজস, যোদ্ধৃবৃন্দ ও তাদের বাহনের জন্য খাদ্যসম্ভার. যান অচল ও ভগ্ন হলে তার সংস্কার বা পুনর্গঠনের যন্ত্রপাতি, ঔষধ, যোদ্ধাদের চিকিৎসা এবং চিত্তবিনোদনের জন্য চিকিৎসক সেবক নট গায়ক বারাঙ্গনা প্রভৃতিসহ যুদ্ধস্থলে নিজেদের জন্য সুবিধামতো স্থান অধিকার ক'রে শিবির স্থাপন করেছেন।

হিরণ্বতী নদী শীর্ণকলেবরা হলেও নির্মলসলিলা, এক্ষণে এই শরৎকালে তাতে সুপেয় জলের অভাব ঘটবে না। একদিকে নদী অপর তিনদিকে গভীর পরিখা খনন করিয়ে তার ভিতর দিকে প্রস্তর এবং বৃহৎ বৃক্ষকাণ্ড সন্নিবেশে দুর্গ-প্রাচীরের মতোই দুর্ভেদ্য আশ্রয়-অন্তরাল নির্মাণ করিয়েছেন। অকর্মণ্য বা অবসরপ্রাপ্ত বৃদ্ধ সৈনিকদেরও নিয়ে এসেছেন যুধিষ্ঠির; শিবিরের কেন্দ্রস্থলে ঔষধ আয়ুধ খাদ্য প্রভৃতির ভাণ্ডার স্থাপনা ক'রে তা রক্ষা ও সরবরাহের দায়িত্ব নিজের হাতে রেখেছেন—সেখানেই তাদের বিভিন্ন উপযুক্ত কর্মে নিযুক্ত করা হয়েছে।

চতুর্দিকেই সাজো-সাজো রব উঠেছে, সকলেই আসন্ন মহাসমরের জন্য প্রস্তুত হচ্ছেন। সেই সাত অক্ষৌহিণী সৈন্য, তাদের সেবক পাচক ও বাহন—হয়-কুঞ্জরের ধ্বনিতে নিরন্তর অমাবস্যা পূর্ণিমার সমুদ্র গর্জনের মতো কোলাহল উঠছে। শরাসন, জ্যা, শর, গোলক; ধনুনী প্রভৃতির পর্বতপ্রমাণ সঞ্চয় হয়েছে।* বহু লোকের প্রয়োজন। শুধু সুদীর্ঘ পরিখা রক্ষার জন্যই বলবান সতর্ক ও সদাজাগ্রত অসংখ্য প্রহরী নিযুক্ত করা হয়েছে—শত্রু না কোন অসতর্ক মুহূর্তে অনুপ্রবিষ্ট হতে পারে। দুই দল ক্রমান্তরে সতর্ক তীক্ষ্ণদৃষ্টি নিয়োগ করে পাহারা দিচ্ছে। তাদের সময়মতো খাদ্য-পানীয়াদি পৌঁছে দেওয়ার জন্য পূর্বোক্ত অনাহবী পুরুষদের মধ্য থেকে বিশেষ যোগাযোগকারী নিযুক্ত রাখা হয়েছে। বিরাট দ্রুপদ প্রমুখ প্রবীণ যোদ্ধারাও এই আয়োজন দেখে সন্তোষ প্রকাশ করেছেন ও ব্যবস্থা ত্রুটিহীন বলে স্বীকার করেছেন।

সপ্ত অক্ষৌহিণী সৈন্যের সপ্তজন অভিজ্ঞ সেনাপতি পূর্বেই নির্বাচন করেছেন মহারাজ-চক্রবর্তী যুধিষ্ঠির—দ্রুপদ, বিরাট, ধৃষ্টদ্যুম্ন, শিখণ্ডী, সাত্যকি, চেকিতান ও ভীমসেন ; কিন্তু এঁদের মধ্যে কে প্রধান অধিনায়ক হবেন সেটা স্থির করার জন্য তিনি সকলেরই মত জিজ্ঞাসা করেছিলেন। সহদেব বলেছিলেন, 'যাঁর আশ্রয়ে আমাদের জীবন ও পরমায়ুর ত্রয়োদশ বৎসর রক্ষা হয়েছে সেই মৎস্যরাজ রণদুর্মদ বিরাটকেই প্রধান সেনাপতি পদে বৃত করা উচিত।' নকুল বললেন, 'যিনি আমাদের গুরু দ্রোণাচার্যের সতীর্থ, ভরদ্বাজের অস্ত্র-শিষ্য, যিনি পার্থিব হিসাবে শ্বশুর হয়েও সর্বদা আমাদের পিতার ন্যায় প্রতিপালন করেন, আমার মতে সেই প্রবীণ যোদ্ধা দ্রুপদকেই প্রধান সেনানায়ক রূপে বরণ করা কর্তব্য।'

অর্জুন কিছুক্ষণ নির্বাক থেকে বললেন, 'আমার মনে হয় ধৃষ্টদ্যুম্ন ব্যতিরেকে কেউই ভীষ্মের বজ্রাশনিসম অস্ত্রসমূহের সম্মুখে দাঁড়াতে সক্ষম হবেন না। যিনি প্রমত্তবারণতুল্য অসীমবীর্যসম্পন্ন, সত্যবাদী, জিতেন্দ্রিয় পুরুষ—আচার্য দ্রোণের বিনাশার্থেই দৈবানুগ্রহে জন্মগ্রহণ করেছেন—তিনিই সর্বাংশে এ দায়িত্ব বহনের উপযুক্ত।'

---

* অনুকর্ষ (রথের নিম্নদেশে নিবদ্ধ ভগ্ন সংস্কারার্থ কাষ্ঠ), তূণীর (রথবাহ্য বিশাল বাণকোষ), বরূথ (রথাচ্ছাদন ব্যাঘ্রচর্মাদি), তোমর (হস্তদ্বারা ক্ষেপণীয় শল্যযুক্ত দণ্ড [বর্শা?]), উপাসঙ্গ (অশ্বগজ-বাহ্য বাণকোষ), ঋষ্টি (গুরুভার কাষ্ঠদণ্ড), ধ্বজ, পতাকা, শরাসন-তোমর (ধনুদ্বারা ক্ষেপণীয় স্থূল-বাণ), রজ্জু, পাশ (সমীপাগত প্রতিপক্ষের গলদেশে নিক্ষেপণার্থ রজ্জু), আস্তরণাদি পরিচ্ছদ, কচগ্রহবিক্ষেপ (কেশে গ্রহণ পূর্বক শত্রুর প্রতি নিক্ষেপার্থ তীক্ষ্ণাগ্র দণ্ড বিশেষ), তৈল, গুড়, বালুকা, সসর্প-কুম্ভ, ধূনচূর্ণ, ঘণ্টফলক (ঘণ্টাযুক্ত ফলাম্বিত শস্ত্র), অয়োগুড় (লোহগুলি), জলোপল (জলক্ষরণশীল প্রস্তর), সশূল ভিন্দিপাল (শূলযুক্ত লগুড়), মধূচ্ছিষ্ট (মোম), মুদ্গর, কণ্টকময় দণ্ড, লাঙ্গল, বিষদিগ্ধ তোমর, শূর্প, পিটক (বেত্রনির্মিত বৃহৎ করণ্ড) পরশু প্রভৃতি দাত্র, অঙ্কুশাকার তোমর, দন্তযুক্ত করপত্র, বাসী, বৃক্ষাদন, (লোহকণ্টক), ব্যাঘ্র ও দ্বীপিচর্ম পরিবৃত রথ, হস্ত দ্বারা ক্ষেপণীয় চক্রাকার কাষ্ঠফলক, শৃঙ্গ, ভল্ল, কুঠার, কুদ্দাল, তৈলক্ষৌম (তৈলাক্ত বস্ত্র—আঘাতস্থলে ভস্ম চিকিৎসার জন্য), পুরাতন ঘৃত প্রভৃতি।

অস্ত্রশস্ত্রের সঙ্গে এগুলিও গিয়েছিল আনুষঙ্গিক হিসাবে।

[মহাভারত বর্ধমান সংস্করণ, উদ্যোগ পর্ব]

ভীম প্রতিবাদ করলেন, 'ইতঃপূর্বে সিদ্ধ ও ঋষিগণ যাঁকে ভীষ্মবধার্থে সমুৎপন্ন বলে চিহ্নিত করেছেন সেই শিখণ্ডী ব্যতিরেকে আর কাকে ভীষ্মের বিরুদ্ধে প্রধান সেনাপতি করবেন?'

বহু তর্কবিতর্ক ও আলোচনাতেও যখন এঁরা একমত হ'তে পারলেন না তখন যুধিষ্ঠির বিপন্ন মুখে বাসুদেবের দিকে তাকালেন। বললেন, 'রজনী গভীর হয়ে আসছে, এ আলোচনা আর দীর্ঘতর করা কর্তব্য নয়। তুমিই চিরদিন আমাদের জয়পরাজয়ের মূল, শুভাশুভ সুখদুঃখ সকলই নিয়ন্ত্রণ করছ, তুমিই বলো কাকে এ দায়িত্ব দেব। তুমি যাঁর নাম করবে তিনি অকৃতাস্ত্র হলেও তাঁকেই প্রধান সেনাপতি পদে বরণ করব।'

শ্রীকৃষ্ণ এতক্ষণ স্মিতমুখে কেবল শ্রোতারূপেই বসে ছিলেন। এখন যুধিষ্ঠির কর্তৃক এই ভাবে অনুরুদ্ধ হয়ে অর্জুনের মুখের দিকে চেয়ে মৃদুহাস্য সহকারে বললেন, 'মহাবীর ধনঞ্জয়,—যিনি সমরে যথার্থ অর্থেই অপরাজেয় বলে আমার বিশ্বাস—এ বিষয়ে তাঁর অভিমতই সর্বাপেক্ষা নির্ভরযোগ্য। আমিও তাঁর সঙ্গে একমত হয়ে বলছি—ধৃষ্টদ্যুম্নই এ গৌরব-প্রাপ্তি ও পাণ্ডবপক্ষের গৌরবরক্ষার সর্বাংশে যোগ্য ব্যক্তি।'

অতঃপর এ সম্বন্ধে কেউ আর ভিন্নমত প্রকাশ কি প্রতিবাদ করতে সাহস করেন নি। যুধিষ্ঠিরের দৃঢ় মনোভাব প্রকাশের পর অন্য কোন প্রস্তাব উত্থাপন করাও অনর্থক হ'ত। সুতরাং একপ্রকার সর্বসম্মতিক্রমেই ধৃষ্টদ্যুম্নকে আবাহন ক'রে সামগ্রিক ভাবে যুদ্ধ পরিচালনার ভার দেওয়া হয়েছে।

কিন্তু অদ্যকার এ মন্ত্রণাসভার উদ্দেশ্য অন্য। প্রধান সেনানায়ক ও সহ-কারী সেনানায়কদেরও আমন্ত্রণ করা হয়েছে। যুদ্ধারম্ভের দিন যত নিকট-বর্তী হচ্ছে ততই তার গুরুত্ব ও বাস্তব দিকগুলি সম্বন্ধে ধারণাও স্পষ্ট হয়ে উঠছে। সেই সঙ্গে—কৃষ্ণপক্ষের অন্ধ রাত্রে গভীর সমুদ্রে অর্ণবযানের একেবারে সম্মুখে কৃষ্ণতর সুবৃহৎ পর্বতের আকস্মিক আবির্ভাবের মতোই অন্ধকার ভবিষ্যতের চিন্তাও।

ওপক্ষের আর কারও জন্যই এঁরা তত চিন্তিত নন, আর কারও সম্বন্ধেই এঁদের মনোভাবে ভয় শব্দটি প্রযোজ্য নয়—কুরুপিতামহ ভীষ্ম ছাড়া। ভীষ্মের প্রশ্ন অপর সকলের থেকেই স্বতন্ত্র। পরশুরামের প্রিয় শিষ্য এই প্রবীণ ও অভিজ্ঞ যোদ্ধা শুধু অপরাজেয় বীরই নন, অথবা কেবলমাত্র বিচক্ষণতম রণ-কুশলী যুদ্ধশাস্ত্রবিশারদ নন—ইনি মহাযোগী ও মহাত্যাগী। এঁর চরিত্র ও মনোবল দেবদুর্লভ, ঋষিদেরও ঈর্ষার পাত্র ইনি।

প্রবীণ পিতার ভোগলালসা চরিতার্থ করতে উনি প্রশান্তমুখে প্রসন্ন-চিত্তে অনায়াসে নিজের জীবন ও ভবিষ্যৎ নষ্ট করেছেন। বৃদ্ধ পিতা শান্তনু এক ধীবর কন্যার রূপলুব্ধ হয়ে তাকে বিবাহ করবার প্রস্তাব করলে ধীবর বলেন, 'বৃদ্ধের সঙ্গে এমন রূপসী ও কিশোরী কন্যার বিবাহ দেব কোন্ লোভে? তুমি যদি বাক্যবদ্ধ হও যে এর গর্ভে পুত্রসন্তান জন্ম-লাভ করলে সে-ই কুরুবংশের সিংহাসন লাভ করবে তবেই তোমাকে কন্যা দান করতে পারি।' শান্তনু যতই মুগ্ধ বা মোহগ্রস্ত হোন, প্রবল ইন্দ্রিয়-তাড়না সত্ত্বেও এটুকু কাণ্ডজ্ঞান তাঁর তখনও ছিল। তিনি সে সত্য করতে পারলেন না। পুত্র দেবব্রত রূপেগুণে, বিদ্যায়, সৌজন্যে, বীর্যে, শৌর্যে,

বুদ্ধি-বিবেচনায় অনন্য। সাধারণ মানুষ তো নয়ই—দেবতাদের মধ্যেও তার তুলনা বিরল। আর শক্তি! স্বয়ং পরশুরামও ইদানীং এই এককালীন শস্ত্র-শিষ্যের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় অবতীর্ণ হ'তে সাহস করেন না।...এই গৌরব-করার-মতো পুত্রকে বঞ্চিত ক'রে ঐ মৎস্যজীবীর দৌহিত্রকে কুরু-বংশের প্রাচীন-সিংহাসনে বসাবেন কোন্ মুখে! না, তা হয় না। ন্যায় নীতি বিবেক—কোথাও এর কোন সমর্থন নেই।

পিতার মনোকষ্ট তীক্ষ্ণধী ও তীক্ষ্ণতরদৃষ্টি দেবব্রত লক্ষ্য করবেন বৈকি। এর কারণও তাঁর কর্ণে প্রবেশ করতে বিলম্ব হ'ল না। তিনি নিজেই গেলেন ধীবররাজ সন্নিধানে। বললেন, 'আমি তোমার কাছে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ থাকছি, আমি ও সিংহাসন গ্রহণ করব না। পিতার মৃত্যুর পর তোমার দৌহিত্রই এ রাজ্যের একচ্ছত্র অধীশ্বর হবেন। এও বলছি আমি যতদিন জীবিত বা সক্ষম থাকব, কায়মনোবাক্যে তার সিংহাসন রক্ষা করব, কদাচ তার বিরোধিতা করব না। তুমি অনায়াসে রাজাধিরাজকে এই কন্যা সম্প্রদান করতে পারো।'

'কিন্তু তার পর?' ধীবররাজ তবু যেন নিশ্চিন্ত হ'তে পারেন না, 'তোমার ছেলেরা এই অন্যায় যদি সহ্য না করে?'

দেবব্রত অম্লানবদনে বললেন, 'আমি সে সত্যও করছি—আমি কোন-দিন বিবাহ বা নারীসঙ্গ করব না। সন্তান হবার সম্ভাবনাই থাকবে না।'

সেই ভীষণ প্রতিজ্ঞার জন্যই তিনি অতঃপর জনসমাজে ভীষ্ম নামে পরিচিত হয়েছেন এবং সেই প্রতিজ্ঞা তিনি আক্ষরিক ভাবেই পালন ক'রে আসছেন। এই ঊর্ধ্বরেতা মহামানব কঠোর তপস্যা ও ইন্দ্রিয়-সংযমের দ্বারা একপ্রকার মৃত্যুঞ্জয়ীই হয়েছেন। তিনি নিজে মৃত্যু বা পরাজয় ইচ্ছা না করলে তাঁকে কেউ নিহত বা পরাজিত করতে পারবেন বলে বোধ হয় না।

এ প্রাচীন ও পবিত্র অত্যাশ্চর্য ইতিহাস, ভীষ্মর শক্তি — সভার কারও অবিদিত নেই। তবু একবার মহারথ ভীষ্মের লোকোত্তর চরিত্র ও অমানুষিক শক্তি-শৌর্যের কথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে যুধিষ্ঠির তাঁর উদ্বেগ দ্ব্যর্থ-হীন ভাষায় প্রকাশ করলেন।

বললেন, 'এমন কি যিনি এ পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ ধনুর্ধর বলে প্রসিদ্ধি লাভ করেছেন সেই স্বয়ং অর্জুনও এই অসাধ্যসাধন করতে পারবেন কিনা সে বিষয়ে আমার সন্দেহ আছে। এখন আপনারা দয়া ক'রে বলুন, কোন্ পথ অবলম্বন করলে আমরা এ বিপদসাগর উত্তীর্ণ হ'তে পারি।'

সকলেই সময়োপযোগী সান্ত্বনা দানের চেষ্টা করলেন। যুদ্ধে প্রায় অবতীর্ণ হয়ে—যখন আর মাত্র দুটি দিন মধ্যে অবশিষ্ট আছে তখন এসব প্রশ্নের বা বিবেচনার সার্থকতা কি সে বিষয়েও অনেকে কটাক্ষ করলেন। কেউ কেউ ঈষৎ বক্রোক্তিও করলেন। অর্জুন ও ভীম তাঁদের ভুজবল সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত। অর্জুন এমন শ্লাঘাও প্রকাশ করলেন, 'আমি ইচ্ছা করলে সমস্ত কুরুবাহিনী এক দিনেই বিনষ্ট করতে পারি, সে ভয়ঙ্কর মারণাস্ত্রও আমার আয়ত্তাধীন।'

যুধিষ্ঠির বললেন, 'কিন্তু সমস্ত কুরুবাহিনী আর পিতামহ ভীষ্ম এক নন, তিনি এ সমস্তর থেকে স্বতন্ত্র, বিরাট—অমানুষিক শক্তিধর।'

সকলের মত প্রকাশ শেষ হ'লে যেন চিরাচরিত রীতি হিসাবেই যুধিষ্ঠির

বিপন্ন ও কাতর নেত্রে বাসুদেবের মুখের দিকে চাইলেন। সে চাহনির অর্থ 'এবার তুমিই বলো কী করা উচিত, কী করব!'

বাসুদেব এতক্ষণ সভার শেষ প্রান্তে উপবিষ্ট থেকে নীরবে এ'দের আলোচনা শুনছিলেন, এবার কথা কইলেন, 'আপনি নিজে কিন্তু কোন পন্থা বা উপায় এখনও ব্যক্ত করেন নি। আপনার মত কি? আপনি কি করতে চান?'

যুধিষ্ঠির যেন আরও বিপন্ন ও কুণ্ঠিত হয়ে পড়লেন। দ্বিধাগ্রস্ত চিত্তে বললেন, 'ওঁর কাছে যাওয়া ছাড়া তো আর কোন উপায় দেখছি না। উনিই বলে দিন কী ভাবে ওঁকে পরাজিত করা যায়!'

এবার শ্রীকৃষ্ণর চিরপ্রশান্তিও যেন ঈষৎ বিচলিত হ'ল। তিনি ভ্রূকুটি-বদ্ধ নেত্রে যেন সামান্য-শাণিত-কণ্ঠেই উত্তর দিলেন, 'ছিঃ! আপনি ক্ষত্রিয়, রাজা। নিজ বীর্যবলে মহারাজ-চক্রবর্তী পৃথবীশ্বররূপে স্বীকৃত—আপনি জয়ভিক্ষা করবেন? ধিক!'

যুধিষ্ঠির প্রথমটা লজ্জায় অধোবদন হলেন। এ ধিক্কার অত্যন্ত মর্মান্তিক ও একান্ত সত্য। তারপর ধীরে ধীরে প্রশ্ন করলেন, 'তা তুমি কি পরামর্শ দাও? তুমি হ'লে কি করতে, কি ভাবে অগ্রসর হ'তে?'

'কিছুই করতাম না। কোন গোপন প্রচেষ্টা করতাম না শত্রুর বীর্যহানি করার। যুদ্ধই করতাম।...যুদ্ধ করবেন বলেই তো এত আয়োজন, ভারত-খণ্ডের প্রত্যন্ত প্রদেশ থেকে রথী, সৈন্য এবং দ্রব্যসম্ভার আনা হয়েছে। যাঁরা এসেছেন প্রসন্নচিত্তে কর্তব্যবোধেই এসেছেন, মৃত্যুভয়ের কথা চিন্তা করেন নি। সে যুদ্ধ এখনও একদিনও হয় নি, এখনও শরাসন ধারণ করেন নি কেউ—এখনই এত হতাশ এত উদ্বিগ্ন হচ্ছেন কেন? ও-পক্ষের সেনাপতির পতন বা মৃত্যুর জন্যই বা' এত অধীর হচ্ছেন কেন?'

'ও-পক্ষের সেনাপতি যে অজেয়।' অভিভাবকদের নিকট সকারণে তিরস্কৃত বালকের মতোই শঙ্কিত অপ্রতিভতার সঙ্গে বলার চেষ্টা করেন যুধিষ্ঠির।

'অজেয় কি অমর কেউ নন এ পৃথিবীতে। জনশ্রুতি মহাত্মা ভীষ্মের ইচ্ছামৃত্যু শক্তি আছে, অর্থাৎ তিনি ইচ্ছা না করলে মৃত্যু হবে না। কিন্তু তা সত্য হলেই বা কি, সে ইচ্ছা তো কত কারণেই হ'তে পারে। দেহধারী নরনারী মাত্রেরই কখনও না কখনও জীবন সম্বন্ধে বিতৃষ্ণা আসে, এ জীবন সম্বন্ধে ক্লান্তি বোধ হয়, বীতস্পৃহ হয়ে ওঠে। কে বলতে পারে বহু লোকক্ষয় ক'রে, তাঁর থেকে বীর্যে শস্ত্রজ্ঞানে অভিজ্ঞতায় অনেক হীন, নিকৃষ্ট, অবোধ ও নিরপরাধ অগণিত সৈন্যবধে ওঁরও তেমন বীতস্পৃহা বা বিরক্তি দেখা দেবে না? তখন হয়ত তিনিই মৃত্যু ইচ্ছা করবেন।'

যুধিষ্ঠির যেন এতক্ষণে ধিক্কারের গাঢ় মসীময় অন্ধকারে আত্মরক্ষার ঈষৎ আলোকরেখা দেখতে পান। ব্যগ্র উৎসাহ প্রকাশ ক'রে বলেন, 'আমারও তো সেই বক্তব্য ছিল। এই যে উভয়পক্ষের সমবেত অষ্টাদশ অক্ষৌহিণী সেনা, এ যুদ্ধে এদের কোন স্বার্থ নেই, এরা কেউ আমাদের কোন অনিষ্টও করে নি—তবু এই নিরপরাধ লোকগুলিই নিহত হবে—প্রত্যহ সহস্র সহস্র, হয়তো বা লক্ষাধিক ক'রে। শুনেছি পিতামহ ভীষ্ম প্রতিজ্ঞা করেছেন আমাদের পক্ষের অন্যূন দশ সহস্র পদাতিক ও এক সহস্র রথী প্রত্যহ বধ

করবেন, আচার্য দ্রোণও সেই প্রকার আশ্বাস দিয়েছেন দুর্যোধনকে। অকারণে—এই বৃথা লোকক্ষয়ের কথা চিন্তা ক'রেই আরও—'

তীক্ষ্ণ কশার মতোই বাসুদেবের নির্মম কন্ঠস্বর কানে এসে পোঁছয় —'কিছুই অকারণ নয় মহারাজাধিরাজ। এ সংসারে ঘটনাপরম্পরা বিধাতার প্রয়োজন হিসাবে সাজানো আছে, সেই ভাবেই ঘটে। সব প্রয়োজন সব সময় আমরা বুঝি না, তাই আমরা অকারণেই বিলাপ করি।...লোকক্ষয়ের কথা বলছেন? মধ্যে মধ্যে লোকক্ষয়ও প্রয়োজন। কত সময় মহামারীতে কত নিরপরাধ ভীত অবোধ লোকের মৃত্যু হয়, কে তার সংবাদ রাখে! এই সব ভয়াবহ সর্বনাশা যুদ্ধ, এও বিধিনির্দিষ্ট।

'আর কিছু না হোক—জনস্ফীতি রোধ করতেই এর প্রয়োজন। বিশেষ মন্দপ্রকৃতি লোকের সংখ্যা কত বৃদ্ধি পেয়েছে তা কি আপনি অনুভব করছেন না? ক্ষাত্রশক্তি অকারণেই আজ উদ্ধত, অকারণেই নিষ্ঠুর। স্বার্থান্ধ নয় শুধু—স্বার্থোন্মত্ত। এদের ধ্বংস অনিবার্য, এ-ই মহাকালের বিধান। কোন পর্বতশৃঙ্গের একাংশ যখন ভূপতিত হয়, তখন বহু প্রাণী বহু নর-নারী বহু জনপদ তাতে পিষ্ট চূর্ণ বিনষ্ট হয়। তাদের কথা কে হিসাব করছে! প্রতিদিন আপনার রথচক্র বা অশ্বপদে কত প্রাণীর মৃত্যু ঘটছে তাদের কথা কখনও চিন্তা করেছেন? তাদের কি অপরাধ? আপনার প্রয়োজনে তারা প্রাণ দিচ্ছে; ম[illegible]বোধ প্রাণী পূর্বমুহূর্তে পর্যন্ত জানতে পারে না যে তাদের মৃত্যু আ[illegible]ই সৈন্যরা ক্ষত্রিয় নৃপতিদের অবলম্বন, এরাই ওদের ঔদ্ধত্যের উৎস শক্তি যোগাচ্ছে। সেজন্যই এদের মরতে হবে।'

এই পর্যন্ত বলে নিদাঘ-দ্বিপ্রহরের ভাস্করের মতো উগ্রমূর্তি ক্রুদ্ধ বাসুদেব অকস্মাৎই নীরব হলেন। কিন্তু তাঁর মৌন অবলম্বন করার পর বহুক্ষণ পর্যন্ত সে সভাগৃহ নিঃশব্দ রইল, মনে হ'ল সেখানে অপর কোন প্রাণী উপস্থিত নেই। সমবেত রাজন্যবর্গ বা পরামর্শদাতা অভিমত-প্রকাশ-কর্তাদের কারও মুখেই সহসা কোন বাক্যস্ফূর্তি হ'ল না।

আর, সত্য বলতে কি, যুদ্ধ করতে এসে সে ঘটনার অব্যবহিত পূর্বেই এত আশঙ্কা ও হিসাব, ভবিষ্যৎ চিন্তা—তাঁদের অধিকাংশরই মনঃপূত বোধ হচ্ছিল না, তাঁদের এতে অনুমোদনও ছিল না। তাঁরা ক্ষত্রিয়, যুদ্ধই তাঁদের ধর্ম। সে ধর্মপালন করতে গিয়ে যদি মৃত্যু ঘটে তদপেক্ষা শ্রেয় লাভ আর কি হ'তে পারে?

অগত্যা যুধিষ্ঠিরও একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ত্যাগ করে তূষ্ণীভাব অব-লম্বন করলেন। বাসুদেবের ইচ্ছা, নির্দেশ—অনুজ্ঞা বলাই উচিত—তো স্পষ্ট, তার প্রতিবাদ করা কি তা অগ্রাহ্য করা ওঁদের শক্তির অতীত। সে সাহস বা স্পর্ধা ওঁদের নেই।

কুরুক্ষেত্র রণস্থলে যথাযোগ্য বাসস্থান বা বস্ত্রাবাস নির্মিত হ'লেও উপপ্লব্য নগরী সন্নিকটে ব'লেই তখনও এঁরা সেখানে স্থায়ীভাবে বসবাস আরম্ভ করেন নি। কিছু-কাল সেখানে অতিবাহিত করে প্রয়োজনমতো উপপ্লব্যে প্রত্যাগমন করছিলেন। তবে উপপ্লব্যের প্রাসাদ উপনগরীরই উপযুক্ত, কদাচ কোন কারণে রাজপুরুষ বা রাজার অবস্থিতির প্রয়োজন হ'লে এখানে বাস করবেন—এই উদ্দেশ্যেই নির্মিত, বহু জনসমাগমের কথা

চিন্তা ক'রে এ প্রাসাদ পরিকল্পিত হয় নি। এখানেও অভিমন্যুর বিবাহ-কালেই তাই কাষ্ঠ বংশ মৃত্তিকা প্রভৃতি দ্বারা নির্মিত অস্থায়ী গৃহ অথবা বিস্তৃত স্কন্ধাবারের ব্যবস্থা হয়েছিল। এগুলি নষ্ট করার কথাও কেউ চিন্তা করেন নি, কারণ পান্ডবদের অন্তঃপুরিকারা যেমন যুদ্ধের কয় দিবস এই প্রাসাদেই থাকবেন স্থির ছিল, তেমনি এ পক্ষের সেনাপতি বা প্রধান-গণের স্ত্রী-কন্যা-বধূ ইত্যাদিও এই সব অস্থায়ী আবাসেই থাকবেন, যাতে রণক্ষেত্রের সঙ্গে যোগাযোগ অক্ষুণ্ণ থাকে।

বাসুদেবের মূল প্রাসাদেই স্থান হ'তে পারত কিন্তু অপর সমাগত নিমন্ত্রিত আত্মীয় ও বান্ধবগণ, বিশেষ যাঁরা ওঁদের জন্য—সম্ভবত প্রাণ দিতেই—এসেছেন, তাঁরা এ ব্যবস্থায় অশোভন পক্ষপাতদোষ দেখতে পারেন এই আশঙ্কায় বাসুদেবই থাকতে সম্মত হন নি, নিজস্ব স্কন্ধাবারেই বাস করছেন। এদিনের মন্ত্রণাসভা অন্তে তিনি বিশ্রামার্থ সেখানেই যাচ্ছেন, প্রাসাদ থেকে একটি বালকভৃত্য অতি দ্রুতপদে তাঁর সম্মুখে এসে নতমুখে করজোড়ে বার্তা নিবেদনের ভঙ্গীতে দাঁড়াল। কেবল জিজ্ঞাসিত না হলে সেবকদের কথা বলা নিষেধ বলেই ওই ভাবে—প্রায় পথরোধ ক'রে দণ্ডায়মান রইল।

তার ভঙ্গী দেখেই বাসুদেব বুঝলেন বিশেষ কোন বার্তা বা সন্দেশ বহন করে এনেছে সে, তিনি গতি সম্বরণ ক[illegible]ত তুলে অভয় ভঙ্গী করতে সে এবার ভূমিষ্ঠ প্রণাম ক'রে তার ব[illegible]বদন করল: 'সর্বজন-পূজিতা পট্টমহাদেবী আপনার দর্শনপ্রার্থিনী, [illegible]শ্য যদি আপনার অন্যত্র অন্য কোন গুরুতর কার্য না থাকে বা সাতিশয় ক্লান্তি বোধ না করেন আপনি অনুগ্রহ ক'রে তাঁর প্রকোষ্ঠে পদার্পণ করলে তিনি অনুগৃহীতা বোধ করবেন।'

নিমেষকালের জন্য বাসুদেবের ভ্রূ কুঞ্চিত হয়েছিল, যেন এই আকস্মিক আহ্বানের কারণ নির্ণয় করতে না পেরেই—কিন্তু সে ওই পলকপাত কালই. পরক্ষণেই এক অতি সূক্ষ্ম প্রায়-অদৃশ্য কৌতুক-হাস্যরেখা ওষ্ঠপ্রান্তে ফুটে উঠল। তিনি রীতি-অনুযায়ী একটি সুবর্ণ মুদ্রা আশীর্বাদী স্বরূপ প্রদান করে তৎক্ষণাৎ পশ্চাদাস্য হয়ে প্রাসাদান্তঃপুরের পথ ধরলেন।

দ্রৌপদীর প্রকোষ্ঠ পর্যন্ত অবশ্য তাঁকে পেঁছিতে হ'ল না। দেখা গেল তিনি যৎপরোনাস্তি উদ্বেগব্যাকুল মুখে গৃহসম্মুখস্থ অলিন্দপথেই অপেক্ষা করছেন। বোধ করি কোন দুশ্চিন্তার জন্যই তাঁর শিল্পীকল্পনা-তীত সুন্দর ললাটে এই শারদ অপরাহ্ণেই মুক্তাবিন্দুর মতো স্বেদবিন্দু প্রকাশিত হয়েছে, কপোলে মুহুর্মুহু বর্ণোচ্ছ্বাস ঘটছে।

এই নারী আজও, এতকাল পরেও তেমনি সহস্রবর্ষ-সাধনা-দুষ্প্রাপ্য রূপ-যৌবন ও লাবণ্যের অধিকারিণী আছেন। অদ্যাপি তেমনি একান্ত ঈপ্সার পাত্রী, তেমনি চিত্ততরঙ্গোদ্বেলকারিণী। আজও পুরুষের ধমনীতে রক্ত চঞ্চল ক'রে তুলতে পারেন ইনি—তুলছেনও।

বাসুদেব হৃদয়োত্থিত আবেগের আভাস মাত্রে অপর দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করলেন, কক্ষবহির্গাত্রে অঙ্কিত তরুণী ও ময়ূরের চিত্রে কি কি ত্রুটি আছে তারই হিসাব যেন তাঁর একান্ত প্রয়োজন। সেও অবশ্য ওই মুহূর্ত-কালই। কঠোর অভ্যাসে যে কোন আবেগ দমন করতে তাঁর ঐটুকু সময়ও

লাগে না। ওষ্ঠাধরে অভ্যস্ত সস্নেহ কৌতুকহাস্য ফুটিয়ে বললেন, 'আদেশ কর সম্রাজ্ঞী—তোমার এ অপদার্থ অধম সেবক তোমার কোন্ প্রিয় কার্য সাধন করতে পারে!'

এ প্রকার কৌতুক বা সৌজন্য-আলাপন উপভোগের মতো মানসিক অবস্থা তখন নয় দ্রৌপদীর—তিনি বিনা ভূমিকায় কুশল প্রশ্ন মাত্রও না ক'রে মূল বক্তব্যে চলে গেলেন।

'কেশব, তুমি কেন মহারাজকে প্রতিনিবৃত্ত করলে? অযথা লাঞ্ছনা ক'রে তাঁরই অধীনস্থ নৃপতিসমাজে তাঁকে অপদস্থ করলে! তোমার বিশ্বের চিন্তা, মহাকালের পদক্ষেপ—কল্পনা, চিন্তাবিলাস। কিন্তু আমি যে পুত্রের জননী, আমার এ প্রশ্ন অনেক বেশী বাস্তব। স্বীয় পুত্রাধিক বালক অভিমন্যু, আমার পঞ্চপুত্র, এত আত্মীয়স্বজন, জামাতাকুটুম্বাদি—এদের আসন্ন মৃত্যু আশঙ্কা ক'রে কিছুতেই যে স্থির থাকতে পারছি না, আমার বুক কাঁপছে!...ভীষ্মের দুর্জয় শৌর্যের কথা কে না জানে। তিনি প্রতিজ্ঞাও কখনও ভঙ্গ করেন না। তিনি দুর্যোধনকে আশ্বাস দিয়েছেন যথাসাধ্য তার দিক হয়ে যুদ্ধ করবেন। প্রতিদিন অন্তত দশ সহস্র সৈন্য ও এক সহস্র রথী বিনাশ করবেন। যদি সত্যই তিনি সংহারমূর্তি ধারণ করেন! স্বীকার করছি সম্ভবত তিনি আমার স্বামীদের বধ করার চেষ্টা করবেন না কিন্তু আমার পিতা ভ্রাতা পুত্রেরা—কেউ কি বাঁচবে! মহারাজ-চক্রবর্তী যাচ্ছিলেন তাঁর শরণ নিয়ে তাঁর মৃত্যুর উপায় জিজ্ঞাসা করতে—তুমি কেন বাধা দিলে! স্নেহবশত অবশ্যই ভীষ্ম তা বলতেন। তাতেও একেবারে যুদ্ধ ঘটত না, বা যুদ্ধের আদৌ প্রয়োজন হ'ত না—একথাই বা তোমাকে কে বললে! তবু তাতে এমন ভাবে সার্মগ্রিক বিনষ্টি ঘটত না। তোমার ধর্মরাজ্যের কল্পনা তোমারই থাক। বিশ্বচরাচরের কল্যাণচিন্তার থেকে আমার কাছে আমার পুত্রদের প্রাণের মূল্য বেশী!'

বলতে বলতেই দ্রৌপদীর নিম্ন কণ্ঠস্বর উচ্চগ্রামে না পেঁৗছেও তীক্ষ্ণ ও তীব্র হয়ে উঠল।

কিন্তু শ্রীকৃষ্ণও ততক্ষণে বুঝি এই নারী সম্বন্ধে তাঁর সামান্যমাত্র দুর্বলতাও ত্যাগ করেছেন। তাঁর দৃষ্টি ও ভ্রূকুটি পুনশ্চ কঠোর হয়ে উঠেছে—কিছু পূর্বের মন্ত্রণাসভার মতোই—ওষ্ঠাধরের দৃঢ়বদ্ধতা তেমনি নির্মম। তিনি তীক্ষ্ণতর কণ্ঠে বললেন, 'ভাবিনী, এই যে এতগুলি সৈন্য-সমাগম ঘটেছে পুণ্য কুরুক্ষেত্র প্রান্তরে—এরাও কোন না কোন জননীর পুত্র, অধিকাংশরই জননী হয়ত আজও জীবিতা ; এই সব তরুণ কিশোর রথী শৌর্য প্রদর্শনের সুযোগলাভে আনন্দিত, এই মহা বিপদের সম্মুখে, সম্ভাব্য মৃত্যুর সঙ্গে মুখোমুখি হওয়ার জন্য ব্যগ্র, অধীর : জীবনের মূল্যে গৌরব ক্রয়ের আশায় এদের দৃষ্টি দীপ্ত, আনন উজ্জ্বল—এদেরও গৃহে জননী আছে, জায়া আছে, ভগ্নী আছে—তারাও উদ্বিগ্নব্যাকুল নেত্রে এদের প্রত্যাবর্তনের পথ চেয়ে আছে, যদিচ তারা জানে যে সে আশার মূলে কোন সম্ভাবনাই নেই। এরা কেন এসেছে জান? তোমার স্বামীরা তাঁদের সিংহাসন ফিরে পেতে চান, কৌরবরা দিতে চায় না। ধার্তরাষ্ট্ররা তোমার রূপলুব্ধ, না পেয়ে কদর্য অপমান করেছে—জঘন্য শব্দ ব্যবহারেই সে আচরণের যথার্থ বর্ণনা হয়—সেই অবমাননার প্রতিশোধ গ্রহণই পাণ্ডুপুত্রদের

উদ্দেশ্য এই যুদ্ধ করার। কিন্তু সে সবই তোমাদের ব্যক্তিগত, কুরুকুলের নিজস্ব স্বার্থসংঘাত লোভ ও লালসার কারণে—ভারতখণ্ডের অগণিত নৃপতিকুলের হিসাবে সেটা সামান্য তথ্যমাত্র, অতি তুচ্ছ—এদের বিন্দুমাত্র স্বার্থসিদ্ধি ঘটবে না, যে পক্ষেরই জয় হোক না কেন। তবু এরা এসেছে, আহ্বান পাওয়া মাত্র—কারণ যুদ্ধ করা, যুদ্ধক্ষেত্রে প্রাণ নেওয়া ও দেওয়াই ক্ষত্রিয়ের ধর্ম, বীরের ধর্ম, সেই ধর্মাচরণের জন্যই এসেছে। এসব কথা তোমার মতো বুদ্ধিমতী রাজনীতি-অভিজ্ঞার কাছে বলাই অর্থহীন,—তবু বলতে হচ্ছে সেই তো বিস্ময়ের কথা, পরিতাপের কথা। এই নিঃস্বার্থ প্রাণবলিদানোদ্যত অষ্টাদশ অক্ষৌহিণীর সম্মুখে দাঁড়িয়ে তোমার ছটি পুত্রের প্রাণের চিন্তা অগ্রগণ্য হয়ে উঠল! ধিক তোমাকে!

'যখন কৌরব দ্যূতসভায় ক্রুদ্ধ কঠোর প্রতিজ্ঞা করেছিলে কৌরবদের সর্বনাশ দেখবে—তখন এ চিন্তা কোথায় ছিল? দাবানল প্রজ্বলিত হলে বনমধ্যস্থ ঋষির তপোবনও ভস্মীভূত হওয়ার পরিণাম থেকে অব্যাহতি পায় না। পিতামহ ভীষ্ম তোমাদের কাছে কী এমন অপরাধ করেছেন যে তোমার পুত্রদের প্রাণ বাঁচাতে তাঁকে নিজের মৃত্যুর উপায় বলে দেবার অনুরোধ করবে?'

লজ্জায় পূর্বেই মাথা নত হয়েছিল। সেই তরঙ্গায়িত মেঘবর্ণ কেশ-পুঞ্জের মধ্যে শীর্ণ সীমন্তরেখাটি দৃষ্টিগোচর হচ্ছে—সঙ্কীর্ণ অথচ সুন্দর অন্তরঙ্গ বীথিপথের মতো—এখন নীল সরোবরতুল্য নেত্রের কূল প্লাবিত ক'রে পদ্মপলাশস্থ শিশিরকণার মতোই ঝরে পড়ল কয়েক বিন্দু অশ্রু। বাষ্পগাঢ় কণ্ঠে কৃষ্ণা বললেন, 'শুধু কি আমার পুত্রদের কথাই চিন্তা করছি! জনক ভ্রাতা বা—সর্বোপরি আমার দেবাধিক মহান স্বামীরা—'

কপোলের স্বেদ-মুক্তাবলীর সঙ্গে অশ্রুবিন্দু যোগ হয়েছে, ললাটের এক এক বিন্দু স্বেদ এসে মিলিত হচ্ছে তার সঙ্গে। দ্রৌপদীর কণ্ঠে অনুতাপ ও মিনতি।

শ্রীকৃষ্ণের কণ্ঠাগ্নি শীতল হয়ে এসেছিল প্রথম কয়েক বিন্দু অশ্রু-বর্ষণের সঙ্গে সঙ্গেই—এখন অনেক কোমল কণ্ঠে বললেন, 'আয়ুষ্মতী, তোমার প্রথমেই হিসাবে ভুল হয়েছে, ভীষ্মের হস্তে তোমার স্বামী-পুত্র-দের বিনাশ-আশঙ্কা নেই। তিনি সম্পর্কে কৌরব পাণ্ডব উভয়েরই পিতামহ, উভয় পক্ষই তাঁর সমান স্নেহভাজন হওয়ার কথা—কিন্তু তোমার স্বামীরা তাঁদের চারিত্রিক মহত্ত্ব ও শুদ্ধতায়—সৌজন্যে, ভদ্রতায়, ন্যায়নীতি-অনুগ ব্যবহারে, সহস্র দুঃখ ও বঞ্চনার মধ্যেও ধর্মবুদ্ধি-ভ্রষ্ট না হওয়ায়—তাঁর সমধিক প্রিয়। তাঁদের কি তাঁদের পুত্রদের বধ ক'রে পাণ্ডুর পিণ্ডলোপ করবেন না তিনি কখনই—করতে পারবেন না। আরও, কুরুবংশের পিণ্ডর প্রশ্নও আছে সেখানে—কারণ পাণ্ডুপুত্রদের হাতে কোন ধৃতরাষ্ট্রতনয়ই অব্যাহতি পাবে না। না, ভীষ্ম নন, যার দ্বারা প্রবল অনিষ্টাশঙ্কা ছিল তাকে বলহীন ক'রে দিয়ে এসেছি। তুমি নিশ্চিন্ত থাক, তোমার স্বামী-পুত্রদের অন্তত এ যুদ্ধে মৃত্যু ঘটবে না।'

'ভীষ্মের অপেক্ষাও ভীষণ, ভয়ঙ্কর যোদ্ধা—কুরুপক্ষে এমন কে আছে? দ্রোণাচার্য—?'

দ্রৌপদীর কণ্ঠে একই সঙ্গে অবিশ্বাস ও কৌতূহল প্রকাশ পায়।

'দ্রোণাচার্য সম্বন্ধেও ঐ একই বক্তব্য—এ'রা তাঁর অধিক প্রিয়। পরন্তু কুরুপুত্রগণ কখনও তাঁর সম্যক স্নেহলাভ করতে পারেন নি।'

'তবে?'

'তুমি মহারথ কর্ণের কথা বিস্মৃত হচ্ছ কেন?'

'কর্ণ এ'দের থেকেও বীর! তুমি কি সত্যই তা বিশ্বাস করো?' বিস্ময়ের সঙ্গে প্রচ্ছন্ন অভিমান যোগ হয়।

'করি। কারণ তোমাদের সম্বন্ধে তীব্র বিদ্বেষ ছিল তাঁর মনে। বিদ্বেষ আর ঈর্ষা। তোমাদের প্রতি তাঁর স্নেহমমতা থাকার কোন কারণ আছে কি?...তদ্ব্যতীত তাঁর শৌর্য অর্জুন ব্যতীত এ পক্ষের সকলের অপেক্ষাই অধিক। তাও উত্তর গোগৃহযুদ্ধে তিনি অত সহজে অর্জুনের নিকটও পরাজিত হতেন কিনা সন্দেহ—যদি না দুর্যোধনের এই সাধারণ দস্যুজনোচিত আচরণে তাঁর পূর্ব থেকেই আপত্তি থাকত—বিরক্তি বোধ না হ'ত। তিনি এসেছিলেন ঘোর অনিচ্ছাতেই। করদরাজা, দুর্যোধনের আশ্রিত—সেদিন বোধ করি এ অবস্থার গ্লানি তিনি তীব্রভাবেই অনুভব করেছিলেন।'

'তা এখনই বা তাঁর পরিবর্তন হবে কেন, তাঁর শৌর্য হ্রাস পাবার কোন তো কারণ ঘটে নি।...এখনও তো তিনি তেমনিই মহাশূর আছেন!'

'না, তা তিনি নেই। কেশরীর নখদন্তের তীক্ষ্ণতা হ্রাস পেয়েছে, বাসুকির বিষের তীব্রতা অপগত হয়েছে—আমিই সে ব্যবস্থা ক'রে দিয়ে এসেছি।'

'কী ভাবে!' বিস্মিতা দ্রৌপদী প্রশ্ন করেন।

'সেটা প্রকাশ করার কাল এখনও আসে নি মনস্বিনী, একদিন আপনিই প্রকাশ পাবে, তখনই জানবে, আমার বলার প্রয়োজন থাকবে না।'

দ্রৌপদী চোখ তুলেছেন পূর্বেই. চীনাংশুকে যতটা সম্ভব অশ্রুচিহ্নও মুছেছেন. তাঁর দৃষ্টিতে আশ্বাসের আভাস জাগলেও সন্দেহের ও উদ্বেগের চিহ্ন এখনও লোপ পায় নি।

'কিন্তু যিনি মহাবীর হবেন, তিনি দুর্বলের সহায় হবেন, উৎপীড়িতের ত্রাণকর্তা হবেন, শ্রেষ্ঠ যোদ্ধার প্রথম শর্তই এটা—নয় কি? দ্যূতসভায় তাঁর আচরণ কি একান্ত কাপুরুষবৎ নয়? নীচ বংশীয় নীচ কর্মরত ব্যক্তিরই উপযুক্ত ব্যবহার!'

'তুমি কি তার অর্থ আজও বুঝতে পারো নি?' এবার যেন বাসুদেবেরই বিস্মিত হবার পালা, 'আশ্চর্য! এইখানেই স্ত্রীজাতির সহজ দীনতা। অতি বুদ্ধিমতী নারীও অন্তর দেখে না, শুধু বাইরের আচরণ দেখে পুরুষকে বিচার করে।'

এই ব'লে, আর দ্বিরুক্তি কি উত্তর-প্রত্যুত্তরের অবকাশ না দিয়েই বাসুদেব সে স্থান এবং প্রাসাদ ত্যাগ করলেন। তিনি শ্রান্ত, সম্ভবত ক্ষুধার্তও—অবিলম্বেই নিজের বস্ত্রাবাসে পেঁছনো আবশ্যক—তাঁর মুখভাব দেখে অন্তত সকলের তাই মনে হ'ল।

দ্রৌপদী আর বাধা দিলেন না। কিন্তু তার পরও বহুক্ষণ সেইখানে পাষাণ-প্রতিমাবৎ স্থির অনড় হয়ে রইলেন।

এ আবার কোন্ ধরনের বক্তব্য বাসুদেবের! কর্ণের সেদিনের সে আচরণের স্মৃতি আজ, এই সুদীর্ঘ ত্রয়োদশ বর্ষ পরেও—বিস্মৃত হন নি তিনি,

সমস্ত অপমান সমস্ত বাক্যবাণের ক্ষত আজও তেমনি জ্বালার কারণ হয়ে আছে। সব তথ্যই মনে আছে তাঁর পুঙ্খানুপুঙ্খ।

হ্যাঁ, কিছুটা দুর্বোধ্য বোধ হয়েছিল ঠিকই। তাঁর উদারতা, তাঁর দানশীলতা, তাঁর শৌর্য সম্বন্ধে যে সব জনশ্রুতি—তার সঙ্গে এ আচরণের অর্থ মিলিয়ে পান নি। তবু—তাকে সমর্থন করা, তার সপক্ষে যুক্তি অনুমান বা আরোপ করা কি সম্ভব!

অনেকক্ষণ চিন্তা এবং স্মৃতি বিশ্লেষণ ক'রেও বাসুদেবের এ ধন্ধ-সদৃশ উক্তির কোন অর্থ খুঁজে পান না কৃষ্ণা, সে আচরণের সমর্থন বা কর্ণ সম্বন্ধে সহানুভূতির সূত্র ধরতে পারেন না। তবু কে জানে কেন—ইতিপূর্বেও নিজের এ মনোভাবে তিনি যৎপরোনাস্তি বিস্ময় বোধ করেছেন. সহজ আপাত-বিচারবুদ্ধির কাছে কেমন এক ধরনের লজ্জাও—আজও আর একবার যেন ওই অকারণে রূঢ়, অভদ্র সুরামত্তকিরাতবৎ আচরণকারী লোকটির জন্য একটা গোপন ব্যথাও অনুভব করলেন। বনবাসে থাকাকালে, অজ্ঞাতবাসের নিভৃত, কর্মহীন অবকাশে ওঁর চিন্তা মানসপটে উদিত হয়ে তীব্র ঘৃণার মধ্যে মধ্যে একাধিকবার এমনি একটা অজ্ঞাত বেদনাও অনুভব করেছেন তিনি। পরক্ষণেই নিজের এই অস্বাভাবিক মনোভাবে বিস্ময়ের অন্ত থাকে নি। লজ্জাতে একথা কাউকে বলতেও পারেন নি। শেষ পর্যন্ত নিজেকেই বুঝিয়েছেন—সেই বহুবিগত দিনের এক স্বয়ম্বর সভায় নিজের অভদ্র ও অন্যায় আচরণের জন্য অনুতাপ থেকেই বোধ করি এ বেদনার জন্ম।

কে জানে সেদিনের সে আঘাত হয়ত লোকটি আজও ভুলতে পারেন নি—হয়ত আজও বহুপূর্ণতার মধ্যেও সেই কিশোরী মেয়েটির অভাব বোধ করেন—সেই সঙ্গে একটা ব্যর্থতা ও শূন্যতা-বোধও।

কে জানে—হয়ত সেই জ্বালাই সেদিনের সে তিক্ততার মূলে কাজ করেছে।

॥ ৮ ॥

যুধিষ্ঠির বা দ্রৌপদীকে যেমনই তিরস্কার করুন না কেন, শেষ পর্যন্ত বাসুদেব স্বয়ং স্বেচ্ছাপ্রবৃত্ত হয়ে সেই দিনই মধ্যরাত্রে পদব্রজে বহুপথ অতিক্রম ক'রে কুরুসেনাপতি মহাত্মা ভীষ্মের শিবিরে উপস্থিত হলেন।

বাসুদেব এ শিবিরে সুপরিচিত, বিশেষ কৌরবসভায় দৌত্যকর্মে গমন করার পর সাধারণ সৈন্য ও প্রহরীরাও অনেকে তাঁকে চাক্ষুষ করেছে—তথাচ শিবিররক্ষকরা তাদের কর্তব্য পালন করতে পথরোধ করবে এ স্বাভাবিক। বিশেষ প্রধান সেনাপতির শিবির সম্বন্ধে সমধিক সতর্কতা অবলম্বন করাই

উচিত। বোধ করি কুরুরাজ নিজে এলেও তারা প্রবেশাধিকার-ইঙ্গিত জানতে চাইত।

বাসুদেবও তা জানেন, সকল রণাঙ্গনেই এ রীতি প্রচলিত আছে, আবহমান কাল থেকে। সর্বাধিনায়ক বা রাজ্যাধিপতি প্রতিদিন সন্ধ্যায় একটি নূতন শব্দ বা স্বল্পশব্দের একটি বাক্য প্রহরারত কর্মীদের জানিয়ে দেন—ইঙ্গিত স্বরূপ। যে রাজকার্যে শিবিরাভ্যন্তরে প্রবেশ করবে বা শিবির ত্যাগ করবে কিংবা যাঁরা এ পক্ষের নেতৃস্থানীয়—তাকে বা তাঁদের সেটি জানিয়ে দেওয়া হয়। নৈশ ইঙ্গিত প্রত্যূষকাল পর্যন্ত কার্যকর থাকে, দিবারম্ভে আবার নূতন ব্যবস্থা। কখনও বা প্রয়োজনবোধে মধ্যরাত্রেও—শত্রুপক্ষ কোন কৌশলে এ ইঙ্গিত অধিগত করেছেন এমন সংবাদ পেলে—এই [illegible] বা শব্দসমষ্টির পরিবর্তন করা হয়। সর্বাধিনায়কের অঙ্গুরীয়বাহী [illegible] দূত এসে দ্বারে দ্বারে প্রহরীদের জানিয়ে দিয়ে যায়।

এ সব নিয়মই বাসুদেবের সুপরিজ্ঞাত, তাঁর নিজের রাজ্যে বরং অধিকতর সতর্কতা অবলম্বন করতে হয়। তিনিও এ বাধার জন্য প্রস্তুত হয়েই এসেছেন। তাঁর নিষাদ অনুচর কীলক কৌরব-শিবিরে—শিবিরে কেন হস্তিনার রাজপ্রাসাদেও—সুদীর্ঘকাল যাবৎ মাংস সরবরাহ করছে। সে প্রায় মধ্যরাত্র থেকে ঊষাকাল পর্যন্ত পরদিনের ভক্ষ্য মৃগ-শূকর-শশ-শল্লকী মাংস পৌঁছে দিতে থাকে অগণিত উষ্ট্র বা বৃষবাহিত শকট পূর্ণ ক'রে। সুরাপান-আধিক্য প্রভৃতি কারণে নিজে অপারগ হলেও এ সরবরাহ বন্ধ হয় না, তজ্জন্য কিছু বিশ্বস্ত সহকর্মী আছে তার। সে কারণ তাকে ও তার অনুচরদের এ ইঙ্গিত জানানো আবশ্যক। কীলক বাসুদেবের নির্দেশ অনুযায়ী সে ইঙ্গিত অবগত হওয়া মাত্র তাঁকে জানিয়ে দিয়ে যায়। অবশ্য কেবলমাত্র তাঁকেই ব্যক্তিগতভাবে জানায়, অপর কোন ব্যক্তির মধ্যস্থতায় আস্থা নেই তার। তদ্ব্যতীত, তার ধারণা বাসুদেবকে এ গোপন সঙ্কেত জানানো বিশ্বাসঘাতকতার পর্যায়ে পড়ে না।

বাসুদেব প্রহরীদের প্রসন্নহাস্যে ও অভয়মুদ্রায় আশ্বস্ত ক'রে মৃদুকণ্ঠে শুধু একটি শব্দ উচ্চারণ করলেন—'দাবানল', প্রহরীরা সসম্ভ্রমে, তাঁকে নমস্কার ক'রে, পথ ছেড়ে দিল।

কুরু-সেনাপতি ভীষ্ম সেদিন মধ্যরাত্রি অতিবাহিত হওয়া সত্ত্বেও শয়ন করেন নি। ইদানীং তাঁর নিদ্রার কাল অতিশয় সংক্ষেপিত ক'রে এনেছেন। রজনীর দ্বিতীয় যামের শেষভাগে তাঁর সুখলেশহীন কঠিন শয্যা—কাষ্ঠের উপর মাত্র একটি মৃগচর্ম আস্তৃত—গ্রহণ করেন ও তৃতীয় যাম অতিবাহিত হওয়া মাত্র শয্যা ত্যাগ ক'রে স্নান-পূজা বন্দনা প্রভৃতিতে নিরত হন। আজ তিনি তাও করেন নি—তাঁর বস্ত্রাবাসের সংকীর্ণ শূন্য স্থানটুকুতে কতকটা অস্থিরভাবেই পাদচারণা করছিলেন, যেন কার প্রতীক্ষা করছেন।

বাসুদেব সে কার্পাসকক্ষের প্রবেশপথের কাষায়দ্বার অপসারিত ক'রে প্রায় নিঃশব্দেই প্রবেশ করেছিলেন কিন্তু বিপরীত দিকে দৃষ্টি থাকা সত্ত্বেও যেন কোন মায়ামন্ত্রবলে তা ভীষ্মের অনুভূতিগোচর হ'ল। তিনি স্নেহ-কোমল কণ্ঠে বললেন, 'সুস্বাগত বসুদেবতনয়. আমি তোমারই প্রতীক্ষা করছি। আমি জানতাম তুমি আসবে।'

শ্রীকৃষ্ণ তাঁকে পাদস্পর্শ-প্রণামান্তে তেমনি মৃদুকণ্ঠে বললেন, 'এ বিশ্ব-

সংসারে কোন ঘটনাই যে আপনার প্রজ্ঞা বা দূরদৃষ্টির অতীত নয় কুরু-পিতামহ—তা আমি বিলক্ষণ জানি। এও জানি—আমি যে ভিক্ষার্থী হয়ে আজ এসেছি সে তথ্যও আপনাকে নিবেদন করা অনর্থক।'

'বিলক্ষণ, তুমি আসবে যখন অনুমান করেছি তখন কেন আসবে তাও অনুমান করতে পারব এ আর আশ্চর্য কি! তবে ভিক্ষা শব্দটি এখানে প্রযোজ্য নয়—তুমি এমনই এক ভিক্ষুক—তোমার প্রার্থনার অর্থই হ'ল আদেশ।...আমার প্রাণদণ্ড দিতে এসেছ—এই তো?'

'আপনাকে দণ্ড দেবার স্পর্ধা বা সাধ্য স্বর্গে মর্ত্যে কারও নেই। আপনি নিষ্পাপ শুদ্ধসত্ত্ব যোগেশ্বর—আজীবন ব্রহ্মচর্য-ব্রতধারী এবং সে ব্রহ্মচর্য অটুট রেখেছেন, পরার্থেই আপনার জীবনধারণ, জীবন উৎসৃষ্ট। শুধু শুধুমাত্র আপনাকে স্মরণ করাতে এসেছি যে, আপনি বহুকাল এ পৃথিবীতে এসেছেন, আপনি জন্মগ্রহণ করার বা জ্ঞান হওয়ার পর যে সমাজ ও সংস্কার দেখেছেন, যে উচ্চমানের পবিত্র জীবনযাত্রা স্বাভাবিক বলে আপনার ধারণা—তার বোধ করি আজ কোন চিহ্নও কোথাও নেই। পূর্বে বিবেক ব্যতিরেকে কারও দ্বারা শাসিত হ'ত না মানুষ, আজ সে বিবেক, আত্মসম্মানজ্ঞান, সৌজন্যবোধ, ভদ্রজীবনের অলিখিত রীতি ও নীতি সকলই বিলুপ্তপ্রায়—সে সমস্ত বহুদূরস্মৃতিতে মাত্র পর্যবসিত হয়েছে। পূর্বকালে সাধারণ প্রজারা সুবিচারের জন্য যে ধর্মাধিকরণে যেত, শাসকদের দ্বারস্থ হ'ত—আজ সে ধর্মাধিকরণ পর্যন্ত কলুষিত, বিচার-করা অর্থলোলুপ, বিচার-বিক্রয়-উৎসুক। নৃপতিরা পরঐশ্বর্যলুব্ধ, ঈর্ষী, ভোগোন্মত্ত ; অকারণেই উদ্ধত, অকারণেই অত্যাচারী। অপরের দুর্দশায় তাদের চিত্ত তৃপ্তিলাভ করে, দরিদ্র বলহীনদের অসহায় অবস্থার পৃষ্ঠপটে নিজেদের শক্তির বহুগুণবর্ধিত স্বরূপ কল্পনা ক'রে এক বিকৃত আত্ম-প্রসাদ ভোগ করে। মানবজাতির এই শোকাবহ অধঃপতন দেখেও কি আপনার মনে মৃত্যু-ইচ্ছা দেখা দেয় না? আরও কোন্ আশায়, কোন্ বাসনা চরি-তার্থ করতে আপনি জীবিত থাকতে চান? আমি জানি পিতার ও গুরুর আশীর্বাদে, নিজের সাধনার ফলে আপনার ইচ্ছামৃত্যু—আপনি নিজে না শরাসন ত্যাগ করলে বা যুদ্ধে নিবৃত্ত না হ'লে কারও সাধ্য নেই আপনাকে নিপাতিত করে। সেই কারণেই আপনাকে স্মরণ করাতে এসেছি যে—এক্ষণে আপনার এ পাপনিমগ্ন পৃথিবী এই জরাজীর্ণ দেহ থেকে বিদায় নেবার কাল সমুপস্থিত হয়েছে।'

ভীষ্ম ইতিমধ্যেই সাদরে সসম্মানে বাসুদেবের দুই হাত ধরে তাকে গৃহের অদ্বিতীয় কাষ্ঠাসনে বসিয়ে নিজেও সম্মুখস্থ শয্যায় উপবেশন করেছেন। বাসুদেবের সক্ষোভ বক্তব্য শুনতে শুনতেই তাঁর মুখ এক সকৌতুক মধুর হাস্যে রঞ্জিত হয়ে উঠেছিল, এখন তিনি ঈষৎ শব্দ সহ-কারেই হাস্য করলেন। বললেন, 'আমার বিদায় নেবার কাল উপস্থিত হয়েছে বললে সত্যের অপলাপই ঘটে—সে ক্ষণ বহু পূর্বেই বিগত হয়েছে। সে বিষয়ে আমি অনবহিত নই। কিন্তু সত্যই একটি বাসনা অপূর্ণ আছে এখনও। ঋষিরা বলেন ব্রহ্মের তিনটি রূপ—ব্রহ্মারূপে তিনি সৃজন করেন, নারায়ণ বা বিষ্ণুরূপে পালন করেন ও প্রলয়কাল উপস্থিত হলে শিবরূপে সংহার করেন। যতই অস্বীকার কর—আমি জানি তুমিই সাক্ষাৎ নারায়ণ,

এক অকল্পনীয় অপরূপ লীলা প্রদর্শন ও নিজেও আস্বাদনের নিমিত্ত তুমি নরদেহ ধারণ করেছ। তোমার স্ব-নির্দিষ্ট কর্মকে অতিক্রম ক'রেই সেই লীলা—অর্থাৎ তুমি এবার সংহারমূর্তি ধারণ করেছ। সেই রূপ নিজের চোখে প্রত্যক্ষ করব বলেই আমি অদ্যাপি জীবিত আছি বাসুদেব—নইলে মানবজাতি কেন, নিজের বংশধরদের যে কুৎসিত আচরণ চোখে দেখতে হ'ল তাতে জীবনে বীতস্পৃহা জাগারই কথা।'

শ্রীকৃষ্ণ শান্ত কণ্ঠে উত্তর দিলেন. 'কিন্তু আমি তো এ মহাহবে অস্ত্র-ধারণ করব না বলে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ।'

ভীষ্মের দুটি চোখে মুগ্ধতার সঙ্গে কৌতুকের এক আশ্চর্য মিলন ঘটল। তিনি বললেন, 'আমি যদি কিছুমাত্র সৎকার্য ক'রে থাকি—অর্থাৎ তোমার কথাই সত্য হয়—আমার কোন যোগবল থাকে তবে তোমার প্রতিজ্ঞা আমি ভঙ্গ করাবই। শ্রীকৃষ্ণ, যদি এই কুরুক্ষেত্র যুদ্ধে তুমি আমাকে বধ কর—তাহলে সেই মুহূর্তেই মৃত্যুইচ্ছা করব, তোমার এই বিস্ময়কর লীলা প্রত্যক্ষ করার পর আর কোন কারণ থাকবে না জীবিত থাকার, তোমার চক্রাস্ত্রে নিহত হওয়া অপেক্ষা আর কোন ঈপ্সিত মৃত্যুও আমার নেই!'

সে প্রসঙ্গের কোন স্পষ্ট উত্তর না দিয়ে শ্রীকৃষ্ণ শুধু বললেন, 'কিন্তু আপনি কি মনে করেন না যে ক্ষাত্রশক্তির এই পচনশীল রূপ পরিবর্তনের সময় এসেছে—প্রজাশাসনের নামে অনাচার ও যথেচ্ছাচার বন্ধ করার?'

'করি বৈকি। ধর্মের গ্লানি, অধর্মের অপসারণের জন্য যে তোমার এই দীর্ঘকালব্যাপী বিপুল আয়োজন,—মনুষ্যত্বকে সংস্কৃত কলুষমুক্ত করার ইচ্ছা—তাও জানি। যদিচ এও জানি দেহধারীর শক্তিও সীমাবদ্ধ, তোমার সৃষ্টির সুকঠিন নিয়মে তুমি বদ্ধ—তোমারও সাধ্য নেই কালের এই বন্যাকে, মনুষ্যত্বের এই অধোগতিকে প্রতিরুদ্ধ করো।...তবু দুই চোখ মেলে তোমার লীলা তো দেখব—সেইটুকুই আমার লাভ। আমাকে বধ করার জন্য অর্জুনকে সর্বশক্তি সর্ববুদ্ধি প্রয়োগে গঠিত করেছ—সে শক্তিরও আস্বাদন ক'রে যেতে চাই—সেই সঙ্গে তোমাকেও দেখাতে চাই—আমিও গুরুর কাছে বৃথাই শস্ত্রবিদ্যা শিক্ষা করি নি।'

'তাহলে কি আমি বিমুখ হয়েই ফিরে যাব?'

শ্রীকৃষ্ণ যেন অসহায় অনুনয়ের ভঙ্গীতে বলে ওঠেন।

'বাসুদেব, আমি ক্ষাত্রিয়সন্তান, প্রাচীন রাজবংশজাত। তুমিই এইমাত্র বললে, আমরা মনুষ্যত্বের ও কর্তব্যবুদ্ধির প্রাচীন নিয়মে বদ্ধ, সেই ধারণায় অভ্যস্ত। দুর্যোধনের অন্নগ্রহণ করেছি, তার বেতনভুক সেবক আমি, তদুপরি সে বিপন্ন হয়ে আমার শরণ নিয়েছে, আমাকে সেনাপতি পদে বরণ করেছে। আমি ধর্মত তার পক্ষে যুদ্ধ করতে বাধ্য।'

বাসুদেব বললেন, 'আপনি তার অন্ন গ্রহণ করেন নি, কুরুরাজ্যের অন্ন গ্রহণ করেছেন। এ সিংহাসন পান্ডুর, ন্যায়ত ধর্মত তা যুধিষ্ঠিরেরই প্রাপ্য। সেই এ বংশের জ্যেষ্ঠও। দুর্যোধন অসৎ উপায়ে বলপূর্বক সে রাজ্য গ্রহণ করেছেন—নয় কি?'

ভীষ্মর ললাটে সামান্য একটু ভ্রূকুটির ভঙ্গী প্রকাশ পেল। বললেন, 'তোমার মতো প্রজ্ঞা বা সূক্ষ্ম বিচারবুদ্ধি আমার নেই সত্য কথা। তবে আমি যা বুঝেছি—বারণাবত যাত্রার পর দীর্ঘকাল পান্ডবরা আমাদের জ্ঞাত

জগতে ছিল না, তারা মৃত জেনেই—এমন কি ধর্মাত্মা বিদুরও তাদের জীবনরক্ষার সম্ভাবনায় শেষ পর্যন্ত জোর দিতে সাহস করে নি—ধৃতরাষ্ট্র আপন অধিকারবলে, বয়োজ্যেষ্ঠ ও অভিভাবক হিসাবে, সে সিংহাসন শূন্য দেখে দুর্যোধনকে দিয়েছেন, দুর্যোধনও রাজপুরুষগণ, আশ্রিত ও করদ নৃপতিগণ তথা আপামরসাধারণ কর্তৃক ধৃতরাষ্ট্রের প্রতিনিধি শাসকরূপে স্বীকৃত হয়েছেন।* পরে যখন রাজ্য দুই ভাগ হয় তখন পাণ্ডবরা আমাকে বা দ্রোণাচার্যকে কি কৃপাচার্যকে সে রাজ্যের কার্যভার গ্রহণের জন্য আমন্ত্রণ জানান নি, অথবা অংশভাগ হিসাবেও কাউকে দাবি করেন নি। সুতরাং আমি সর্বদিক বিবেচনান্তে নিজেকে কৌরবদের বেতনভুক কর্মচারী হিসা-বেই গণ্য করি।'

'কিন্তু এরা উভয়পক্ষই আপনার বংশধর. আপনার অপত্যস্থানীয়। পাণ্ডবরাও সে হিসাবেও আপনার রক্ষ্য।'

'ধর্মই সর্বাধিক রক্ষণীয় বাসুদেব। এক্ষেত্রে সাধারণ সেবকের ধর্ম ছাড়াও বীরের ধর্ম পালনের প্রশ্ন আছে। শোন যাদবশ্রেষ্ঠ, এ পাপপক্ষের পরাজয় অনি-বার্য ; তুমি, যুধিষ্ঠির ও অর্জুন যে পক্ষে আছ তার জয়লাভও সুনিশ্চিত। তুমি বৃথা চিন্তিত হয়ো না. আমাকে অন্তত কিছুদিন যুদ্ধ ক'রে অন্নঋণ ধর্মঋণ শোধ করতে দাও। দুর্যোধনকে আমি আশ্বাস দিয়েছি আমার সৈনাপত্যে পাণ্ডবপক্ষে প্রতিদিন অন্যূন দশ সহস্র সৈনিক ও কিছু রথী নিহত হবে, সে সত্য আমি পালন করবই. স্বয়ং গুরু ভার্গব এসে পাণ্ডব-পক্ষে যোগ দিলেও তার অন্যথা হবে না। নয় দিন যুদ্ধ চলার পর—তখনও যদি উভয়পক্ষে যুদ্ধ বন্ধ করবার মতো সুমতি না হয়—যুধিষ্ঠিরকে সঙ্গে নিয়ে আর একবার এস, আমার পতনের অথবা আমাকে পাতনের উপায় সেইদিন বলে দেব। দশদিনের বেশী এই পাপিষ্ঠদের পক্ষে যুদ্ধ করার প্রবৃত্তি আমার নেই। আর—' ঈষৎ পরিহাসরঞ্জিত কণ্ঠে বললেন, 'ইতিমধ্যে তুমি যদি পাণ্ডবপক্ষে যুদ্ধে অবতরণ ক'রে আমাকে বধ করতে অভিলাষী হও, আমি সেই মুহূর্তে প্রাণ দেব—কিছুমাত্র বাধা দেব না।'

শ্রীকৃষ্ণও ঈষৎ হাস্যরঞ্জিত মুখে তাঁকে পুনশ্চ প্রণাম ক'রে বললেন, 'পিতামহ আপনি ধন্য—জীবনে-মরণে আপনি অসামান্য, মানবোত্তর আপনার প্রকৃতি, আপনার চরিত্র আপনার কার্য সকলই মহান ; আপনার মহাত্মা বিশেষণ সার্থক।'

রাত্রি দ্বিতীয় প্রহর অতিক্রান্ত তখন ; তৃতীয় প্রহরও বুঝি বিগতপ্রায়। প্রহরীগণ ব্যতিরেকে উভয় শিবিরে কোনজনই বোধ হয় অতন্দ্র নেই। তবুও তখনই বাসুদেব নিজের অস্থায়ী আবাসে প্রত্যাবর্তনের চেষ্টা করলেন না। তখনও আর এক স্থলে যাওয়ার প্রয়োজন ছিল তাঁর।

ধীরপদে কুরু-শিবির-সীমা অতিক্রম ক'রে এসে এক অশ্বত্থবৃক্ষতলে

---

* **Prince-Regent**—যদিও অন্ধ এই কারণে ধৃতরাষ্ট্র অগ্রজের অধিকারে বঞ্চিত হয়েছিলেন, সিংহাসন পান নি, তবু পরবর্তীকালে, মহাভারতে যা দেখা যায়—তাঁকেই পুনঃপুনঃ মহারাজ নরপতি প্রভৃতি বলে উল্লেখ বা সম্বোধন করা হচ্ছে। সে কি শুধুই সৌজন্যমূলক, না তিনিই রাজা, দুর্যোধন তাঁর প্রতিনিধি ছিলেন ?

উপনীত হলেন। পূর্বাহ্ণেই নিশ্চয় নির্দেশ দেওয়া ছিল, ওঁর নিজস্ব রথ সেখানে অপেক্ষা করছে। রজনীও অন্ধকার, তদুপরি বৃক্ষছায়ার অন্ধকারে আরও ঘনীভূত, আরও গাঢ়—এমন স্থির ও নিঃশব্দ যে সারথি রথ ও অশ্বযুগলকেও সেই অন্ধকারের অংশ বলে ভ্রম হয়।

শ্রীকৃষ্ণও বিনা বাক্যে, বিনা সম্ভাষণে সে রথে আরোহণ করলেন। তিনি যখন নির্দেশ দেন তখন তাতে কোন ভ্রান্তির অবকাশ থাকে না। পুনঃ প্রশ্ন তিনি সহ্য করেন না—গন্তব্যস্থলের কথাও সারথি অনবগত নয়—সুতরাং সে বিনা প্রশ্নেই বল্‌গা শিথিল করল, শিক্ষিত অশ্বও ইঙ্গিত মাত্র প্রভুর অভিপ্রায় বুঝে প্রয়োজন-নির্মিত নূতন পথ ত্যাগ ক'রে প্রান্তরের দিকে যাত্রা করল।

ভীষ্মের সৈনাপত্যকালে কর্ণ তাঁর অধীনে কৌরবপক্ষে যুদ্ধ করবেন না—একথা তিনি দুর্যোধনকে দ্ব্যর্থহীন ভাষায় জানিয়ে দিয়েছিলেন। তাঁর যুক্তি ভীষ্ম তাঁকে অবজ্ঞেয় বোধ করেন ; রথীদের ক্রমবিচারে তাঁকে অর্ধরথ বলে উল্লেখ করেছেন ; কোন আলোচনা সভায় উভয়ে উপস্থিত থাকলেই ভীষ্ম তাঁকে বিদ্রূপে কটুবাক্যে অপমানসূচক বিশেষণে জর্জরিত করেন। কর্ণ যখন স্পর্ধা প্রকাশপূর্বক বলেছিলেন তিনি একাই পাণ্ডবদের সঙ্গে যুদ্ধ ক'রে তাদের পরাজিত করতে পারেন—তখন উত্তরগোগৃহে অর্জুন-হস্তে কর্ণের লাঞ্ছনার ইতিবৃত্ত স্মরণ করিয়ে ভীষ্ম সভামধ্যে তাঁকে মর্মান্তিক আঘাত করেছেন। এ অবস্থায় একই যুদ্ধক্ষেত্রে উভয়ে উপস্থিত থাকলে অন্তর্যুদ্ধ বাধাও আশ্চর্য নয়।

দুর্যোধন প্রতিযুক্তি প্রয়োগ, অনুনয়-বিনয়—কিছুতেই কর্ণকে বিচলিত করতে পারেন নি ; নিজের সিদ্ধান্ত পুনর্বিবেচনা করতে সম্মত হন নি কর্ণ। অথচ মুখে যাই বলুন, কর্ণের ভরসায় ভীষ্মকে প্রধান সেনাপতিপদ থেকে অপসারিত করতে সাহস হয় নি দুর্যোধনের এই অবস্থায়। কর্ণ কুরুক্ষেত্রের যোজন দুই উত্তর-পশ্চিমে শিবির স্থাপন ক'রে সসৈন্যে সপরি-বারে বাস করছেন।*

শ্রীকৃষ্ণের মেঘবর্ণ অশ্ব গাঢ়নীল বর্ণের রথ বহন ক'রে অন্ধকারে প্রায় অদৃশ্য হয়ে গেল এবং অত্যল্প সময়ে সেই দীর্ঘ ব্যবধান অতিক্রম ক'রে কর্ণ-শিবির-সীমায় উপনীত হ'ল। বাসুদেব রথকে একেবারে শিবিরের প্রবেশদ্বারসম্মুখে যেতে দিলেন না, কিছু দূরেই অবতরণ ক'রে একাই পদব্রজে সেদিকে অগ্রসর হলেন।

এখানের প্রবেশসঙ্কেতও বাসুদেবের অজ্ঞাত নয়—তবে সে নিদর্শন প্রকাশের প্রয়োজন হ'ল না। কিছু দূর গিয়েই দেখলেন শিবিরের বহি-র্দেশেই সুবিশাল জলাশয়ের তীরে প্রস্তরমূর্তির মতো শুভ্র-বস্ত্রাবৃত এক দীর্ঘদেহ ব্যক্তি দণ্ডায়মান। তাঁর দৈহিক গঠনে সেই অন্ধকারেই বোঝা গেল তিনি স্বয়ং কর্ণ। কারণ, লোকটি যেন কিছুটা ব্যগ্র উৎসুক ভাবেই ঊর্ধ্ব-মুখ পূর্বগগনে নিবদ্ধ ক'রে স্থির নিশ্চল হয়ে দাঁড়িয়ে আছেন। স্বীয় ইষ্টদেবের আবির্ভাবের জন্যই যে তাঁর এই ব্যগ্রতা তাও বুঝতে বিলম্ব হয় না।

---

* বর্তমান কর্ণাল ?

করা হয়েছে ; বীরগণের বাহু কর্ম-অধীর—যুদ্ধে নিজ নিজ পরাক্রম ও শিক্ষা প্রদর্শনের জন্য উৎসুক, ব্যগ্র ; এমন কি হয়-হস্তীগণ পর্যন্ত যেন ধৈর্যহীন হয়ে অবিরাম অস্থির পদদাপে ভূতলকে ক্ষতবিক্ষত ক'রে তুলেছে —ঠিক এমন সময় অর্জুন অকস্মাৎ বিষণ্ন হয়ে পড়লেন তাঁর গাণ্ডীবের মুষ্টিবন্ধন শিথিল, প্রায়-অবশ হয়ে এল, সেই বিশাল যোদ্ধৃ-সমুদ্রের দিকে তাকিয়ে করুণ ও কাতর কণ্ঠে বন্ধু বাসুদেবকে বললেন, 'দেখ. সমগ্র ভারতখণ্ডের শ্রেষ্ঠ শূরগণ এখানে সমবেত হয়েছেন, উভয়পক্ষেই যে পরিমাণ মহারথী মহাবীরগণের সমাবেশ দেখছি—এ যুদ্ধ শেষ হতে এই অষ্টাদশ অক্ষৌহিণীর একজনও থাকবে না। তাহলে ভারতে কি থাকবে, কে থাকবে? কতকগুলি বৃদ্ধ, শিশু এবং বিধবা নারী—? এদের নিয়ে ধর্মরাজ যুধিষ্ঠির রাজত্ব করবেন? সে রাজত্বের মূল্য কি? ধিক্! শ্রেষ্ঠ দেশবাসীগণই যদি গতাসু হন, তাহলে দেশ কাকে নিয়ে? এ ভারতভূমিকে কানন বলে কল্পনা করলে এই মানুষগুলি সে কাননের শ্রেষ্ঠ পুষ্প, এরাই যদি বিনষ্ট হয়—এ মহাদেশ কণ্টকগুল্মে সমাকীর্ণ অরণ্যভূমিতে পরিণত হবে। বাসুদেব, এদের অকালবৈধব্যপ্রাপ্ত নারীরা অনেকেই স্বল্পাস্বাদপ্রাপ্ত স্বামীসহবাসের স্মৃতিমাত্র নিয়ে দীর্ঘ বৈধব্য বহন করতে পারবে না, উচ্চবর্ণের উচ্চ শিক্ষাদীক্ষাপ্রাপ্ত পুরুষের অভাবে নীচজাতীয় নীচকর্মা পুরুষদের আহ্বান ক'রে নিজেদের সম্ভোগতৃষ্ণা ও সন্তানাকাঙ্ক্ষা চরিতার্থ করবে। তার ফলে নিকৃষ্ট শ্রেণীর বর্ণসংকরে দেশ ভরে যাবে—ভারতভূমির শোচনীয় অধঃপতন ঘটবে।'

এই পর্যন্ত বলে, ললাটের ঘর্ম ও উত্তেজনা-ক্ষোভজনিত প্রায়োদগত অশ্রুবিন্দু মোচন ক'রে পুনশ্চ বলতে লাগলেন, 'আরও দেখ, এই রথীরা অধিকাংশই আমাদের জ্ঞাতি, কুটুম্ব, আত্মীয়, ও বান্ধব। এদের মধ্যে কত তরুণ কত কিশোর এমন কি কত বালকও রয়েছে—কোন প্রাণে সেই সুকুমার জীবনকলিকা বিনষ্ট করব? এরা বিগতায়ু হ'লে এই সব সুপ্রাচীন রাজবংশের পিণ্ড লোপ পাবে, প্রেত বা পিশাচসম ব্যক্তিরা এসে এদের সিংহাসন অধিকার করবে, প্রাচীন কীর্তিসমূহ বিলুপ্ত হয়ে চণ্ডাল-শাসন প্রতিষ্ঠিত হবে।...ওই পিতামহ ভীষ্ম আমাদের পিতার মতো লালনপালন করেছেন, আমরা ওঁকেই পিতা বলে জানতাম, কতদিন সে সম্বোধনও করেছি ; উনি সস্নেহে ক্রোড়ে তুলে নিয়ে আমাদের ললাট চুম্বন ক'রে সুমিষ্টভাবে ভ্রমসংশোধন করেছেন। আমরা ধূলিধূসর কলেবরে ওঁর অঙ্কে আরোহণ করেছি—শুভ্রবেশ ধূলিলিপ্ত মলিন হয়ে গেছে—উনি সেজন্য কদাচ কোন বিরক্তি প্রকাশ করেন নি। ওই আচার্য দ্রোণ পুত্রজ্ঞানে আমাদের অস্ত্রশিক্ষা দিয়েছেন, পুত্রের অধিক যত্ন নিয়েছেন আমাকে অজেয় ক'রে তুলতে। আজ কোন্ প্রাণে ওঁদের ক্ষতবিক্ষত, আহত বা নিহত করব? না সখা, প্রয়োজন নেই তুচ্ছ এ সিংহাসনে, এ রাজ্যখণ্ডে। ভ্রাতা দুর্যোধনই তা ভোগ করুক—আমরা চিরদিন বনে বাস করব সেও শ্রেয়।'

শ্রীকৃষ্ণ এতক্ষণ নীরবে এই উচ্ছ্বাসোক্তি শ্রবণ করছিলেন, অর্জুনের বক্তব্য শেষ হতে গম্ভীর কঠিন কণ্ঠে বললেন, 'গাণ্ডীবী. এ যুদ্ধ তুমি করছ এমন স্পর্ধা তোমার জন্মাল কেমন ক'রে? তুমি কি? বিশ্বসৃষ্টির অনন্তায়তনের কথা চিন্তা কর দেখি—সে তুলনায় ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র কীট মাত্র, কীটাণু-

কীট—নয় কি? শোন, এই যে অগণিত সৈন্য দেখছ—এরা সাধারণ মানুষ, এদের আত্মীয়স্বজন পুত্রকন্যা ফেলে এসেছে, সকলেই কি শুধু বেতনের-প্রত্যাশায় অথবা লুণ্ঠনের লোভে? না, তা নয়। এরা জানে রাজবংশীয়দের কদর্য লোভে, অকারণ অবাস্তব উচ্চাশায়. মাৎসর্যে, অহঙ্কারে, সাধারণ নরনারী কি অবর্ণনীয় দুর্দশা ভোগ করে। এরা এসেছে সেই অবস্থার অবসান হবে এই আশায়। বর্তমান শাসনব্যবস্থায় সর্বতোভাবে উচ্চপদাধিকারীদেরই সকলপ্রকার সুখ-সুবিধা। সে শাসনশক্তির শক্তিমত্তার রথচক্রতলে এরা নিয়ত পিষ্ট হচ্ছে ; সে যন্ত্রণা কোনদিন ওই নৃপতিবৃন্দ—তুমি যাদের ভারতকাননের পুষ্প ভাবছ, তারা—সুদূর কল্পনাতেও অনুভব করতে পারবে না। এক রাজা অপর রাজার বিরুদ্ধে যখন যুদ্ধযাত্রায় যায়—তখন দুই দেশের অথবা যে সব ভূখণ্ড দিয়ে যেতে হয় সে দেশের অধিবাসীদের উপর কী নির্যাতন হয় তা কখনও ভেবে দেখেছ? এ যুদ্ধের আয়োজন তোমাদেরও নয় কৌরবদেরও নয়—এ আয়োজন বৃহত্তর কোন শক্তি যাকে ঐশীশক্তি বলা হয় তাঁর। এতদিনে তাঁর ধৈর্যচ্যুতি ঘটেছে। সাধারণ, ভাগ্যতাড়িত, শক্তিশালী-ব্যক্তি-কর্তৃক-প্রবঞ্চিত, সর্বরিক্ত সহায়সম্বলহীন মানুষও যে একদা মহাদাম্ভিক শক্তিমদমত্ত রাজক্ষমতাকে বিনষ্ট ক'রে ধর্মরাজ্য স্থাপন করতে পারে—সেই সম্ভাবনা সম্বন্ধে সকলকে সচেতন করতে, সকলের দৃষ্টি উন্মুক্ত করার জন্যই এত আয়োজন।

'মূঢ় অজ্ঞান পার্থ', বিশেষ ভাবে তোমাদেরই নির্বাচিত করা হয়েছে—পঞ্চজন অর্থাৎ জনসাধারণের প্রতীক হিসাবে। তোমরা কৈশোরেই রাজ্যভ্রষ্ট হয়ে বনে বনে ভিক্ষুকরূপে ঘুরে বেড়িয়েছ, কারও সাহায্য ব্যতিরেকেই নিজেদের প্রতিষ্ঠিত ও শক্তিশালী করতে পেরেছ—তোমরাই এই প্রতিনিধিত্বের যোগ্য! এমন কি পরবর্তীকালেও সর্বস্বান্ত হয়ে অজিনবাস-ভিক্ষুকরূপে বনে প্রেরণ ক'রে বিধাতা প্রমাণ ক'রে দিলেন যে একেবারে নিঃসহায় সর্বস্বান্ত ব্যক্তিও ধর্মপথে থেকে চেষ্টা, একাগ্রতা, [illegible] নিবন্ধতা ও আত্মবিশ্বাসের দ্বারা এ পৃথিবীতে প্রবলতম শক্তির বিরুদ্ধেও মাথা তুলে দাঁড়াতে পারে। তুমি বা যুধিষ্ঠির এই ঐশীকর্মচক্রের, দৈববিচারের যন্ত্রাংশমাত্র, যন্ত্রী নও। প্রকৃতপক্ষে যারা নিহত হবে ভেবে তুমি শোকবিহ্বল হয়েছ, তারা নিহত হয়েই আছে, বিনাশের জন্য পূর্ব-চিহ্নিত। তোমরা তার নিমিত্তমাত্র। এ যুদ্ধে এরা কেউই বাঁচবে না, তোমরাও লাভবান হবে না। সর্বস্বজনরিক্ত হয়ে মহাশ্মশানে রাজত্ব ক'রে তৃপ্তি বা সার্থকতা এমন কি জয়ের আনন্দও লাভ হবে না—তা আমিও জানি। এরা সকলেই মৃত, তুমি দেখতে পাচ্ছ না, আমি দেখছি। কিন্তু তাতেই বা কি? এর জন্য আমি কোন দুঃখ কি উদ্বেগ বোধ করছি না। জনগণের বৃহত্তর স্বার্থে, দেশের ও উৎপীড়িত নিঃস্ব বঞ্চিত দেশবাসীর কল্যাণে তোমাদের কটা প্রাণের বা সুখের কি মূল্য? ওঠ. অস্ত্র ধারণ কর, ভবিষ্যৎ কালের যুগযুগান্তের মানুষের সামনে আদর্শ স্থাপন কর।

'আর, তোমার এত কর্তৃত্বাভিমান কেন? তোমার শক্তিসামর্থ্য কতটুকু? মানুষ তার কর্মফলে সুখদুঃখ ভোগ করে, নিধন করে বা নিহত হয়। এতই যদি তুমি শক্তিমান তো তোমাদের বারম্বার দুর্দশা, রিক্ততা, বঞ্চনা সহ্য করতে হবে কেন? তুমি যুদ্ধবিদ্যা শিক্ষা করেছ, তোমার কর্তব্য যুদ্ধ করা,

তুমি সেই কর্তব্য পালন ক'রে শিক্ষা-ঋণ শোধ কর। কর্মই হ'ল যথার্থ পুরুষের ধর্ম, সেই ধর্ম আচরণ কর। ভবিষ্যতে কি হবে তা কেউই জান না, তা নিয়ে চিন্তা করা নিরর্থক। আমাকে তুমি নাকি ভক্তি কর? বেশ তো, সর্ব কর্ম এবং তার ফল আমাকেই সমর্পণ ক'রে নিশ্চিন্ত হও।...যুগে যুগেই এমন হয়, যখনই অধর্মের চরম অভ্যুত্থান এবং ধর্মের কুৎসিত গ্লানি উপস্থিত হয়—সাধারণ বিবেকবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষ অত্যাচারী অধার্মিকদের হাতে লাঞ্ছিত হয় তখনই দৈবরোষ জাগ্রত হয়, তার প্রতিকারের জন্য মানুষের মধ্যে থেকেই প্রতিবাদ ও বাধা দেখা দেয়। অন্ধকার ভবিষ্যৎ কল্পনা ক'রে কর্মে নিবৃত্ত হওয়া অমানুষের, নপুংসকের শোভা পায়, তোমাতে তা পায় না।'

এমনি আরও বহু তিরস্কার করলেন বাসুদেব। জগৎসৃষ্টি ও মনুষ্য-জীবন—তার কর্ম ও কর্মফল সম্বন্ধে কিছু বিশুদ্ধজ্ঞানও দিলেন। মনুষ্যের প্রজ্ঞা, দৃষ্টি ও শক্তি কত সীমিত, সে সম্বন্ধে অর্জুনের মানসিক তমিস্রা দূরীভূত করলেন। এ বিশ্বসংসারে নিত্য যা ঘটছে তার কর্তৃত্ব মানুষের কতটুকু নিয়ন্ত্রণসাধ্য, কত অকিঞ্চিৎকর সে বিষয়ে সচেতন ক'রে দিলেন। এই অনন্তবিশ্ব—যাকে ব্রহ্মাণ্ড বলা হয়—তার নিয়ন্তা যে ব্রহ্ম, যিনি সগুণ ও নির্গুণ দুই-ই—অর্থাৎ তিনিই সব করছেন অথচ তিনি নিস্পৃহ, নিরাসক্ত, নিষ্ক্রিয়, এই দিব্যজ্ঞানে অর্জুনকে প্রবুদ্ধ করার চেষ্টা করলেন। ওঁর সেই কুরুবিন্দকঠিন* একান্ত নৈর্ব্যক্তিক অসম্পৃক্ত অথচ রোমাঞ্চকর-বিস্ময়-জাগ্রতকারী বাণী শুনতে শুনতে অর্জুনের উপলব্ধি হ'ল—এ সন্দেহ তিনি পূর্বেও বহুবার করেছেন—এবার নিশ্চিত বিশ্বাস হ'ল, বাসুদেব বার বার যে অমানবিক বা ঐশীশক্তির উল্লেখ করছেন, উনিই তার প্রতিনিধি অথবা স্বয়ং সেই শক্তির নিয়ন্তা। অর্জুনের বহুভাগ্যে বন্ধুরূপে, তাঁর সামান্য দারুনির্মিত যুদ্ধরথের শুধু নয়—জীবনরথেরও চালকরূপে ধরা দিয়েছেন। এ সৌভাগ্য দুর্লভ নয়—অলভ।

এই বিপুল বিশ্ব যাঁর ইঙ্গিতে ঈপ্সায় সৃষ্ট হয়েছে, চালিত হচ্ছে, আবার যাঁর ইচ্ছা হলে এক নিমেষে ধ্বংসপ্রাপ্ত হবে, যিনি এই বিশ্বেই ওতপ্রোতভাবে মিলিত আছেন অথচ এর কোন কর্ম বা কলুষ যাঁকে বিচলিত করতে বা স্পর্শ করতে পারে না—এ জীবনের বাক্য মন বা চিন্তায় যাঁকে বর্ণনা করা, প্রকাশ করা কি উপলব্ধি করা যায় না, যিনি অব্যক্ত, অক্ষর, নিরুপাধি পরমব্রহ্ম সেই পরমেশ্বরই কি আজ তাঁর সম্মুখে!

অর্জুন, সম্মোহিতের ন্যায়, ভীতবিহ্বল চিত্তে পুনরায় শরাসন তুলে নিলেন।

অতঃপর সংখ্যাগণনাহীন শঙ্খনাদে ও শূরগণের আস্ফালনসিংহনাদে ধরা কম্পিত ক'রে উভয়পক্ষই যুদ্ধে প্রবৃত্ত হবেন—এমন সময় আর এক বিস্ময়কর ঘটনার অবতারণা হ'ল।

আবারও এক অভাবনীয় নাটকীয়তা। ফলে এপক্ষে দুশ্চিন্তা, উৎকণ্ঠা

---

* কুরুবিন্দ—অতি কঠিন রত্নপ্রস্তরবিশেষ, পূর্বে যার সাহায্যে হীরামানিক প্রভৃতি মণিরত্ন কাটা হ'ত।

ও লজ্জা, ওপক্ষে ক্ষণস্থায়ী বিজয়োল্লাস দেখা দিল। এপক্ষে বার বার প্রশ্নের উত্তাল তরঙ্গ আহত হ'তে লাগল আকাশবেলাভূমে—ওপক্ষে ধিক্কার ও বিদ্রূপ।

এ অবস্থার কারণও যথেষ্ট। দেখা গেল অকস্মাৎ—ঠিক প্রথম অস্ত্র-নিক্ষেপের মুহূর্তটিতে যুধিষ্ঠির তাঁর বর্ম চর্ম আয়ুধ প্রভৃতি পরিত্যাগ ক'রে নিজ যুদ্ধরথ হ'তে অবরোহণপূর্বক কৃতাঞ্জলিপুটে পদব্রজে কৌরব-ব্যূহের দিকে গমন করছেন। কৌরবপক্ষ এ কর্মকে শেষ মুহূর্তের আতঙ্কের ফল বলে মনে করবেন, এ নিতান্ত স্বাভাবিক। কৌরবদের এই মহারথী-সমাবেশ ও বিপুলতর সৈন্যসংখ্যা—যা দৃষ্টিসীমার সীমান্ত অতিক্রম ক'রে গেছে—এতদিন ঠিক হয়ত এটা কল্পনা করতে পারেন নি, আজ বাস্তবে দেখে ভীতিবিহ্বল হয়ে করুণাভিক্ষা ও সন্ধিপ্রার্থনা করতে যাচ্ছেন নিশ্চয়। ধিক্কার ও বিদ্রূপ সেই কারণেই।

পান্ডবরাও এটাকে ভীতিজনিত দুর্বলতা বলেই কল্পনা করেছেন। একেবারে এই চরমক্ষণে এই ঘোরতর যুদ্ধের ভয়াবহতা, বিপুলতা ও ব্যাপকতা দেখে এবং তার পরিণতি কল্পনা ক'রে নিশ্চয় মতিভ্রম ঘটেছে মহারাজ-চক্রবর্তীর। তাঁর পক্ষের যুদ্ধাধিপতিগণ উচ্চৈঃস্বরে প্রশ্ন করতে লাগলেন, 'হে মহারাজ, যুদ্ধকাল সমুপস্থিত, বৈরীগণ অস্ত্রত্যাগে উদ্যত, এ সময় আপনি আমাদের ব্যূহ পরিহার ক'রে কোথায় চলেছেন? প্রতিনিবৃত্ত হোন, প্রতিনিবৃত্ত হোন!'

কিন্তু সে প্রশ্ন উভয়পক্ষের ভেরী, তূরী, দামামা, শঙ্খ ও সিংহনাদ এবং সমবেত উদ্বিগ্ন উত্তেজিত কণ্ঠস্বরেই নিমজ্জিত হ'ল, তা যুধিষ্ঠিরের কর্ণগোচর হওয়া সম্ভবও ছিল না। তখন ভীম, নকুল, অর্জুন, সাত্যকি প্রভৃতি রথ থেকে নেমে তাঁকে বাধা দেবার চেষ্টায় তাঁর অনুগমন করতে লাগলেন। রথ থেকে নামলেন শ্রীকৃষ্ণও—কিন্তু সে অর্জুনকে নিবৃত্ত করতেই, হস্তস্পর্শে তাঁকে বিরত ক'রে অভয় ইঙ্গিত করলেন—অর্থাৎ 'তোমরা যা কল্পনা করছ তা নয়।' তাঁর স্মিতপ্রসন্ন মুখ দেখে বোঝা গেল এ অদ্ভুত আচরণের মর্ম তিনি বুঝেছেন, এবং এতে এত ব্যস্ত হবার কোন প্রয়োজন নেই।

অবশ্য সে অর্থ অপর সকলেও বুঝল প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই। দেখা গেল বিশেষ ভাবে ভীষ্মের রথসান্নিধ্যই যুধিষ্ঠিরের গন্তব্য লক্ষ্য। যতবাক্ সেই ধর্মাত্মা পিতামহের রথের পার্শ্বে গিয়ে ভূমি থেকেই তাঁকে পাদস্পর্শ প্রণাম ক'রে বললেন, 'আমরা এখনই আপনার সঙ্গে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হব, আপনি দয়া ক'রে অনুমতি দিন ও আশীর্বাদ করুন।'

ভীষ্ম দক্ষিণহস্তে অভয়ভঙ্গী ক'রে বললেন, 'বৎস, তুমি আমাকে প্রণাম না ক'রে যুদ্ধ আরম্ভ করলে আমি অবশ্যই ক্ষুব্ধ ও অসন্তুষ্ট হতাম। এখন প্রসন্নমনেই আশীর্বাদ করছি, তুমি ধর্ম ও ন্যায়ানুসারে যুদ্ধ কর, অবশ্যই তোমার জয়লাভ হবে। দেখ, পুরুষ কেবলমাত্র অর্থেরই দাস—আর কারও বা আর কিছুর দাস নয়। কৌরবরা আমাকে অর্থ দ্বারা বদ্ধ করেছে সেই কারণেই আমি এই অন্যায় যুদ্ধে প্রবৃত্ত হয়েছি। আশা করছি তুমি আমার অবস্থা বুঝে দেখে আমার সম্বন্ধে মনে কোন ক্ষোভ বা অসন্তোষ পোষণ করবে না।'

সেখান থেকে পুনঃপ্রণাম ক'রে যুধিষ্ঠির দ্রোণাচার্যের কাছে গেলেন, তারপর কৃপাচার্য এবং মাতুল শল্যের কাছেও। তাঁরা সকলেই যুধিষ্ঠিরের এই বিনয় এবং বিদ্বেষহীনতায় তুষ্ট হলেন এবং মুক্তকণ্ঠে তাঁকে আশীর্বাদ ও তাঁর জয়কামনা করলেন।

এইভাবে কর্তব্য সম্পন্ন ক'রে নিজের রথে প্রত্যাগত হবার পথে পুনরায় কি মনে হ'ল, তিনি কৌরবদের দিকে ফিরে দাঁড়িয়ে উচ্চকণ্ঠে বললেন. 'এখনও সময় আছে, আপনাদের মধ্য থেকে যদি কেউ এপক্ষে যোগ দিয়ে যুদ্ধ করতে চান, অকুণ্ঠিতচিত্তে চলে আসুন, আমি তাঁকে সাদর সসম্মান আমন্ত্রণ জানাচ্ছি।'

তখন দুর্যোধনেরই এক ভ্রাতা, যুযুৎসু—কৌরবব্যূহমধ্যস্থ তাঁর স্থান থেকে বেরিয়ে মধ্যের অচিহ্নিত শূন্যস্থানে এসে বেশ স্পষ্ট কণ্ঠেই বললেন, 'আমি আপনাদের পক্ষে যুদ্ধ করতে ইচ্ছা করি, কারণ আপনাদের অন্যায়ভাবে বঞ্চিত করা হয়েছে। আপনি কি আমাকে গ্রহণ করবেন?'

যুধিষ্ঠির আলিঙ্গনের ভঙ্গিতে দুই বাহু প্রসারিত ক'রে বললেন, 'ভাই, আমি তোমাকে সাদর আমন্ত্রণ জানাচ্ছি। আমি তোমার এই সত্য ও ন্যায়সঙ্গত কর্মে যে কী প্রকার আহ্লাদিত এবং নিজেকে ভাগ্যবান বোধ করছি—তা ভাষায় প্রকাশ করতে পারব না। কে জানে, হয়ত তোমার দ্বারাই মহামনা ধৃতরাষ্ট্রের পিণ্ডরক্ষা হবে।'

ভীষ্ম যুধিষ্ঠিরকে যতই আশ্বস্ত ও আশীর্বাদ করুন—প্রথম দিনেই তিনি যুদ্ধে যে সংহারমূর্তি ধারণ করলেন তা ধারণাতীত। এমন কি কৌরবরাও এতটা আশা করতে সাহস করে নি। তাঁর এই পরিণত বয়সে —যখন মনুষ্যমাত্রেই স্থবিরত্ব প্রাপ্ত হয়—তিনি যে এতখানি তৎপর ও ক্লান্তিহীন আছেন তা কে জানত! অল্প কিছুক্ষণের মধ্যেই বিরাটের পুত্র—অর্জুনের স্নেহভাজন উত্তর নিহত হলেন। অতঃপর উত্তরের অগ্রজ ক্রুদ্ধ শ্বেত ভীষ্মের সঙ্গে দ্বৈরথ সমরে অবতীর্ণ হয়ে ভয়ঙ্কর সংগ্রাম আরম্ভ করলেন বটে কিন্তু দুর্যোধনাদি রথীবৃন্দ এসে ভীষ্মের পৃষ্ঠরক্ষা করায় শেষ পর্যন্ত তিনিও উত্তরের দশাই প্রাপ্ত হলেন।

অর্জুন-তনয় অভিমন্যু—ষোড়শবর্ষীয় তরুণ মাত্র—তিনি পূর্বেই স্পর্ধা প্রকাশ করেছিলেন যে পিতা ও পিতৃব্যগণ সুখে বিশ্রাম করুন, তিনি একাই এ যুদ্ধ পরিচালনা ক'রে বিপক্ষকে পরাজিত করতে পারবেন ; ভীষ্মের এই রুদ্রমূর্তি দেখে প্রথম তিনিই ক্রুদ্ধ হয়ে ভীষ্মের দিকে ধাবমান হলেন। তাঁর পিঙ্গলবর্ণ তেজস্বী অশ্বচতুষ্টয়বাহিত ও কর্ণিকার-কেতুশোভিত সুবর্ণবর্ণের রথ বহুদূর থেকেই দৃষ্টিগোচর হয়েছিল, এখন সেই রথ তাঁর দিকেই আসছে দেখে, অভিমন্যুর প্রপিতামহ সকৌতুক সস্নেহ হাস্য করলেন মাত্র, এই কিশোরের অস্ত্রধারণের সহজাত ভঙ্গী দেখে যথেষ্ট প্রীতও হলেন—প্রথম কিছুক্ষণ চেষ্টা করলেন বালককে পরিহার করার—সারথি ও সঙ্গীদের উপরই অস্ত্র নিক্ষেপ করার—কিন্তু অল্পক্ষণ পরেই বুঝলেন এই যোদ্ধা বয়সে বালক হলেও রণকৌশলে প্রাজ্ঞ—কারণ অতি অল্পসময় মধ্যেই সে সৃষ্টির অন্তিম শিবতাণ্ডবের মতো যুদ্ধক্ষেত্রে মৃত্যু ও ধ্বংসলীলার এক প্রলয়ঙ্কর রূপ প্রকট ক'রে সত্যই যেন নৃত্য ক'রে

বেড়াতে লাগল। তখন আর ভীষ্ম প্রতিযোদ্ধা কিশোরবয়স্ক বলে তাকে অবহেলা বা অগ্রাহ্য করতে কি প্রশ্রয় দিতে সাহস করলেন না, অতঃপর বৃদ্ধ ও বালকে—প্রপিতামহ ও প্রপৌত্রে এক বিস্ময়কর যুদ্ধ আরম্ভ হ'ল। অভিমন্যুর হস্তকৌশল ও বাহুবল দেখে শুধু ভীষ্ম নন—কৃপাচার্য, কৃতবর্মা, শল্য প্রভৃতি অভিজ্ঞ ও বয়স্ক যোদ্ধারাও স্বীকার করতে বাধ্য হলেন যে এ বালক অর্জুনেরই পুত্র বটে—সর্বাংশে তাঁর শক্তি লাভ করেছে। কালক্রমে হয়ত অর্জুন অপেক্ষাও দুর্জয় যোদ্ধা হবে।

কিন্তু তবু সে বালকই—ভীষ্মের রথধ্বজ নিপাতিত ক'রে তাঁকে শরজালে আচ্ছন্ন ও বিব্রত করতে ভীষ্মও উত্তেজিত হয়ে এমন অস্ত্রনিক্ষেপ আরম্ভ করলেন যে পাণ্ডবপক্ষীয় মহারথগণ অভিমন্যুকে রক্ষার জন্য ছুটে এলেন—এলেন এপক্ষের প্রবীণ বা প্রধান যোদ্ধারাও, ফলে যুদ্ধ যেন সেইখানেই কেন্দ্রীভূত হ'ল, অভিমন্যুর একক শক্তি প্রদর্শনের সুযোগ রইল না। পরন্তু বিরাট পুত্র উত্তর ও শ্বেত ভগিনীপতিকে বিপন্ন দেখে তাকে আচ্ছাদিত ও নিরাপদ করতে এসে সংহারমূর্তি ধারণ ক'রে শল্যকে বিপর্যস্ত ও স্বয়ং ভীষ্মকে রথসারথিহীন করলেন। ভীষ্মও এবার সত্য সত্যই ক্রুদ্ধ হয়ে উঠলেন। ফলে এই দুজন আশ্চর্যকর্মা যোদ্ধাই যে নিহত হলেন তাই নয়, সূর্যাস্তকালে এমন অবস্থা দাঁড়াল যে প্রভঞ্জনমুখে পক্ক শস্যশীর্ষের মতো পাণ্ডবপক্ষীয় রথী ও পদাতিকগণ ভূপাতিত হতে লাগলেন—কত যে ক্ষয়ক্ষতি হ'ল তার ইয়ত্তা রইল না। পাণ্ডবসৈন্যরা ভীত ও ভগ্নমনোরথ হয়ে উদ্‌ভ্রান্তের মতো আর্তনাদ করতে করতে ইতস্ততঃ পলায়ন করতে লাগল। আর ভীষ্মও সেই উত্তম অবসরে তাদের যথেচ্ছ বধ করতে লাগলেন। তাঁর বায়ুবেগ-পরাজয়কারী দ্রুত-নিক্ষিপ্ত অস্ত্রজালে আকাশে যেন কৃত্রিম মেঘের সৃষ্টি হ'ল। আর কিছুক্ষণ এমন অসম যুদ্ধ চলতে থাকলে অকারণে অধিক সংখ্যক লোকক্ষয় হবে বুঝে ধৃষ্টদ্যুম্ন যুদ্ধ অবহারধ্বনি করলেন--সাধারণ যোদ্ধারাও তৎক্ষণাৎ যে যেখানে পারল শুয়ে পড়ল। প্রকৃষ্ট বিশ্রামস্থানে গমন বা ক্ষুৎপিপাসা নিবারণের কথা চিন্তা মাত্র করতে পারল না।

প্রথম দিনেই যুদ্ধের এই গতিপ্রকৃতি দেখে যুধিষ্ঠির একেবারেই ভেঙে পড়লেন। তিনি এতাবৎ কোন বৃহৎ যুদ্ধে অবতীর্ণ হন নি, রাজসূয় যজ্ঞের পূর্বে তাঁর ভ্রাতারাই দিগ্‌বিজয়ে গিয়েছিলেন—সুতরাং এমন ব্যাপক নরবধ ইতিপূর্বে কখনও প্রত্যক্ষ করেন নি। আহতদের আর্তনাদে, মুমূর্ষুদের অস্ফুট মৃত্যুযন্ত্রণাপূর্ণ কাতরোক্তিতে এবং জীবিত আত্মীয়বান্ধবদের ক্রন্দনে আকাশবাতাস যেন আচ্ছন্ন হয়ে গেল। সদ্যপাত রুধিরের গন্ধে বিবমিষা উপস্থিত হ'ল। তিনি শিবিরে ফিরে আকুলভাবে বিলাপ করতে লাগলেন এবং বার বার ঘোষণা করতে লাগলেন যে, এতদপেক্ষা চীরবল্কল ধারণ ক'রে অচিরে বনগমনই তাঁর ক্ষেত্রে বাঞ্ছনীয়। 'গ্রীষ্মকালের অগ্নি যেমন নিমেষপাতকালে বহুদূর পর্যন্ত ব্যাপ্ত হয়ে শুষ্ক তৃণরাশি দগ্ধ করে, ভীষ্ম তেমনই আমাদের সৈন্য বিনষ্ট করছেন। ওঁর সঙ্গে যুদ্ধে অবতীর্ণ হওয়াই আমাদের পক্ষে বাতুলতা হয়েছে। এখনও সময় আছে—এ যুদ্ধে বিরত হ'লে বহু প্রাণনাশ মিত্রনাশ আত্মীয়নাশ বন্ধ হ'তে পারে। বাসুদেব, সব্যসাচী অর্জুন এই মৃত্যুবন্যা রোধ করতে

পারতেন কিন্তু মমতাবশে তিনি যথেষ্ট মনোযোগ দিচ্ছেন না। এক্ষেত্রে আমার কি করণীয় বল।'

শ্রীকৃষ্ণ মৃদু অনুযোগের সঙ্গে সান্ত্বনা যোগ ক'রে বললেন, 'মহারাজ, উভয়পক্ষই যেখানে প্রবল সেখানে একদিনেই কিছু যুদ্ধের নিষ্পত্তি হয় না, অন্তিম ফলাফলও অনুমান করা যায় না। আপনি অকারণে কাতর হচ্ছেন। আপনার পক্ষেও যোদ্ধা কম নেই, তাঁরা প্রাণপণেই যুদ্ধ করবেন। আপনি তো ইতিপূর্বেই শ্রবণ করেছেন—বিশিষ্ট ভবিষ্যদ্বক্তামুখে যে—শিখণ্ডী ভীষ্মের ও ধৃষ্টদ্যুম্ন দ্রোণ-বধের কারণ হবেন। এঁরা উভয়েই আপনাদের পক্ষে, তবে আপনি এত ব্যস্ত ও উদ্বিগ্ন হচ্ছেন কেন? এই রথী মহারথী নৃপতিদের মধ্যে বহু পাপিষ্ঠও এখানে সমাবিষ্ট হয়েছেন—সাধারণ প্রজাদের শান্তির ও ভারতভূমির মঙ্গলের জন্য তাঁদের মৃত্যুই প্রয়োজন। যুদ্ধ দীর্ঘস্থায়ী না হ'লে সে সুফল আশা করা যায় না। আর অর্জুন? তিনি আজ হয়ত জ্ঞাতি-আত্মীয় মমতাবশে কিছু দৌর্বল্য প্রকাশ ক'রে থাকবেন, হয়ত এ পর্যন্ত সে মমতা অপনোদিত হয় নি—এখনও প্রতিপক্ষ যে আত্মীয় সে তথ্য ভুলতে পারেন নি···কিন্তু এ ভ্রান্তি তাঁর থাকবে না—আপনি শান্ত ও নিশ্চিন্ত হোন।'

যুধিষ্ঠিরের অনুযোগেই প্রধানত—অর্জুন পরদিন প্রভাতে—যেন পূর্বদিনের শৈথিল্যের ক্ষতিপূরণ করতেই—রণক্ষেত্রে কালান্তক মূর্তি ধারণ করলেন। ফলে, কুরুপক্ষের অপরিমাণ লোকক্ষয় হ'তে লাগল। এমনকি দুর্যোধনের জ্যেষ্ঠপুত্র লক্ষ্মণ অল্পের জন্য ভীমের কবল থেকে পরিত্রাণ পেলেন। অপরাহ্নের দিকে দুর্যোধন মুখ অন্ধকার ক'রে গিয়ে ভীষ্মকে বললেন, 'এ কী প্রকার ঘটনা ঘটছে—কিছুই বুঝছি না—আপনি ও যোদ্ধা-শ্রেষ্ঠ দ্রোণ উপস্থিত থাকতেও অর্জুন আমাদের তাবৎ সৈন্য বধ করছে। আপনার জন্যেই আমার যথার্থ হিতকামী বন্ধু কর্ণ অস্ত্রত্যাগ ক'রে দূরে অবস্থান করছেন, অথচ আপনার দ্বারাও কোন অভীষ্ট সিদ্ধ হচ্ছে না। অর্জুন যাতে নিহত বা যুদ্ধে অসমর্থ হয় আপনি সেই ভাবে যুদ্ধ করুন।'

ক্রোধে অপমানবোধে ভীষ্ম আরক্ত মুখে তখনই পুনশ্চ অর্জুনের সম্মুখীন হলেন। মনে হ'ল যেন সে প্রচণ্ড যুদ্ধ আকাশচারী অশরীরী প্রাণীরাও স্তব্ধ বিস্ময়ে প্রত্যক্ষ করছেন। কিন্তু দুজনেই সমান যোদ্ধা। কোন পক্ষই অপর পক্ষকে দমিত বা বিপর্যস্ত করতে পারলেন না। তার ফলস্বরূপ সেদিনও সাধারণ সৈন্যমধ্যে হাহাকার উঠল, তবে কৌরবপক্ষেই বেশী।

মহাধনুর্ধর দ্রোণাচার্য যাতে ভীষ্মের সাহায্যার্থ তাঁর সমীপবর্তী হ'তে না পারেন সে ভার নিয়েছিলেন ধৃষ্টদ্যুম্ন, তিনি প্রাণপণ প্রয়াসে বিপুল বিক্রমের সঙ্গে আক্রমণ ক'রে দ্রোণকে ব্যস্ত-বিব্রত রাখলেন। দ্রোণ বহু চেষ্টাতেও তাঁকে অতিক্রম করে অর্জুনের সম্মুখীন হতে পারলেন না। এদিকে ভীমও সেদিন যেন সহস্ররথীর শক্তি প্রদর্শনে বদ্ধপরিকর। তিনি একাই প্রায় সমস্ত কলিঙ্গসৈন্য নিঃশেষ করলেন, শেষ পর্যন্ত কলিঙ্গরাজ নিজেও সপুত্র ভীমের হাতে নিহত হলেন। অধিকতর বিপর্যয় রোধ করতে ভীষ্ম দূর থেকেই অস্ত্র নিক্ষেপ ক'রে ভীমের রথাশ্বগুলিকে বধ

করলেন, তার উত্তর দিলেন ভীম পিতামহের সারথিকে বধ ক'রে। ভীষ্মের রথের অশ্বচতুষ্টয় নিজেদের পরিচালকহীন বুঝে ভীত হয়ে রথসহ দ্রুত সমরের সেই কেন্দ্রবিন্দু থেকে নিষ্ক্রান্ত হয়ে অপেক্ষাকৃত নিরাপদ স্থানে চলে গেল।

সেটাকে ভীষ্মের পশ্চাদপসরণ বা মৃত্যু কল্পনা ক'রে—সেই প্রায়ান্ধকার প্রদোষবেলায় দূর থেকে বিশেষ কিছুই দৃষ্টিগোচর হচ্ছিল না—কুরুসৈন্য-মধ্যে মহা হাহাকার উঠল। অবস্থা বুঝে, এখনও নিবৃত্ত না হ'লে যুদ্ধের গতি অধিকতর অবনতির দিকেই যাবে অনুভব ক'রে, দুর্যোধন অনিচ্ছা-সত্ত্বেও সেদিনের মতো যুদ্ধ স্থগিত ঘোষণা করতে বাধ্য হলেন।

কুরুপক্ষের দুই প্রধান ভীষ্ম ও দ্রোণ—সাধারণ সৈনিক ও নিম্নস্তরের রথী বা সেনানায়কদের হতাশা দূর ও মনোবল বৃদ্ধি করতেই যেন বদ্ধ-পরিকর হয়ে পরের দিন যুদ্ধ আরম্ভ করলেন। সে দিনের যুদ্ধের সে উগ্রতা ও ব্যাপকতা দেখে সকলে বিস্মিত ও ভীত হ'লেও দ্বিপ্রহর কাল পর্যন্ত কোন পক্ষেই কোন দুর্বলতা প্রকাশ পেল না। দেখতে দেখতে মনুষ্য ও হয়-হস্তীর মৃতদেহে স্তূপ রচিত হ'ল, রুধিরে ভূমি পিচ্ছিল ও কর্দমাক্ত হয়ে উঠল।* ইতিমধ্যে একসময় ভীমের অব্যর্থ শরাঘাতে দুর্যোধন হতচেতন হয়ে রথের মধ্যেই পড়ে গেলে সারথি আতঙ্কিত হয়ে তাঁকে নিয়ে দ্রুত সে স্থান ত্যাগ করল। তার ফল এক্ষেত্রে যা হয়, পরাজয় বা মৃত্যু কল্পনা ক'রে তাঁর সৈন্যরা ছত্রভঙ্গ হয়ে প্রাণভয়ে ইতস্তত পলায়ন করতে লাগল।

কিছু পরে সংজ্ঞা লাভ ক'রে দুর্যোধন আবার রণক্ষেত্রে ফিরে এসে কিছু রূঢ়ভাবেই ভীষ্মের কাছে অনুযোগ করলেন, 'পিতামহ, আপনি দ্রোণ ও কৃপাচার্য আমাদের পক্ষে সশস্ত্র উপস্থিত থাকতেও কুরুসৈন্য পলায়ন করে—এর চেয়ে আশ্চর্য ও পরিতাপের বিষয় কি হ'তে পারে? ও পক্ষে আপনাদের সমকক্ষ কেউ নেই, তথাপি তারা অবাধে আমাদের সৈন্য-ক্ষয় করছে দেখলে মনে হয় আপনি তাদের মঙ্গল-চিন্তাতেই অধিকতর মগ্ন। এমতাবস্থায় আপনার পূর্বেই বলা উচিত ছিল যে "আমি পাণ্ডব শিনি† ও পাঞ্চালদের সঙ্গে যুদ্ধ করব না।" আপনি ও আচার্যদেব আপনাদের মনোভাব স্পষ্ট ব্যক্ত করলে আমি কর্ণর সঙ্গে পরামর্শ ক'রে

*"কাঞ্চন তনুত্রাণ, কিরীট ও ধ্বজা সকলের পতনধ্বনি, শৈলে শিলাপতনের শব্দসদৃশ প্রতীয়মান হইল। শত শত সহস্র সহস্র মস্তক ও ভূষণশোভিত বাহু-সকল ভূতলে পড়িয়া বিচেষ্টমান হইতে থাকিল। কোন কোন পুরুষ গৃহীতাস্ত্র, কেহ বা উদ্যতাস্ত্র ভাবেই ছিন্নমস্তক হইয়া তদবস্থই রহিলেন। রণক্ষেত্রে মনুষ্য অশ্ব ও হস্তীশরীর হইতে সমুৎপন্না, গৃধ্র ও গোমায়ুর হর্ষবর্ধিনী রুধিরবাহিনী মহা স্রোতস্বতী ঘোরা নদী উৎপন্ন হইল। মাতঙ্গের অঙ্গ সকল যেন ঐ সকল নদীর শিলা, শোণিত উহার সরিৎ এবং উহা পরলোকরূপ সাগরাভিমুখে বহমানা হইল। পরিকীর্ণ কবচ ও শিরস্ত্রাণসমূহ দ্বারা রণস্থল শরৎকালের নভস্থল-সদৃশ শোভমান হইল।" মহাভারত, ভীষ্মপর্ব। বর্ধমান রাজসংস্করণ

† শ্রীকৃষ্ণ-বংশের শাখা, সাত্যকি যাঁদের অধিনায়ক।

ইতিকর্তব্য স্থির করতাম, এভাবে বিনষ্ট হতাম না।'

দুর্যোধনের এই অর্বাচীনবৎ স্পর্ধা ও কটূক্তিতে ক্রুদ্ধ ভীষ্মের দুই চক্ষু আরক্ত হয়ে উঠল—অতিরিক্ত ক্রোধজনিত একপ্রকার নিরানন্দ হাস্য-সহকারে তিনি বললেন, 'রাজন্, তোমাকে আমি ইতিপূর্বে বহুবার বলেছি—শ্রীকৃষ্ণ যাদের সহায় ও সখা, উপদেষ্টা—সেই পাণ্ডবরা যুদ্ধে সুরাসুর সকলেরই অপরাজেয়। তাদের শত্রু না ক'রে সামান্য কিছু ভূখণ্ড দিয়ে মিত্র করলে তোমরাও ভারতভূমিতে সকলের নেতা এবং অপরাজেয় হয়ে থাকতে পারতে। সে কথা শোন নি, এখন মহাবিনষ্টিকালে আমাকে দোষারোপ করলে কি হবে? যাক, তবু আমি তোমাকে প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি—আজকের যুদ্ধে পাণ্ডবসৈন্য পরাভূত ও ছত্রভঙ্গ হবে, এ যুদ্ধ চিরকাল যোদ্ধা মানবগণ স্মরণ রাখবেন।'

অতঃপর তিনি বিপুল সৈন্যদল নিয়ে অর্জুনকেই যেন বিশেষ ক'রে প্রচণ্ড আক্রমণ করলেন। সত্যই এমন যুদ্ধ এই সকল মহাধানুকী নৃপতিরাও তাঁদের জীবিতকালের মধ্যে কখনও প্রত্যক্ষ করেন নি, পিতৃপুরুষের মুখে এমন কাহিনী শুনেছেন বলেও কারও মনে পড়ল না। ক্রুদ্ধ ভীষ্মের হুঙ্কারে গর্জনে ধনুকের টনৎকারে. শঙ্খরবে বোধ হল প্রলয়কাল সমুপস্থিত। তিনি নিমেষে নিমেষে শত শত শরবর্ষণে অর্জুনকে ক্ষতবিক্ষত শোণিতাক্ত এবং আকাশমণ্ডল অন্ধকার ক'রে ফেললেন। এতই তাঁর অস্ত্রগ্রহণ ও প্রয়োগের ক্ষিপ্রতা যে খুব নিকটস্থ স্বপক্ষীয় ব্যক্তিও তাঁর শরত্যাগ দেখতে পাচ্ছিল না। অক্ষিগোলক থেকে একবারের ছায়া অপসারিত হওয়ার পূর্বেই আরও অন্তত সপ্তসংখ্যক শর নিক্ষিপ্ত হচ্ছিল। শ্রীকৃষ্ণ তাঁর অমোঘ শরাঘাত থেকে রথ ও রথীকে রক্ষা করতে ইন্দ্রজাল প্রদর্শনীর মতোই অশ্বচালনা-কৌশল অবলম্বন করলেন—দক্ষিণে বামে অগ্রে বা পশ্চাতে কখন কোথায় যাচ্ছেন বা যাবেন, কখন অশ্বগণকে যুগপৎ জানু-অবলম্বী করবেন তা কেউ অনুমানও করতে পারছিল না। তবু ভীষ্মের অমানুষিক অস্ত্রনিক্ষেপ-পারঙ্গমতা থেকে অর্জুন অব্যাহতি পাচ্ছিলেন না।...

পাণ্ডবপক্ষীয় অপর যোদ্ধারাও নিশ্চেষ্ট হয়ে বসে ছিলেন না—কিন্তু ভীষ্মের যা ভয়ঙ্কর করাল রূপ—কারও সাধ্য হ'ল না তাঁর নিকটবর্তী হয় বা তাঁকে প্রতিরোধ করে। তিনি প্রায় সংহার মূর্তি ধারণ ক'রে রথোপরি তাথিয়া তাথিয়া নৃত্য করতে লাগলেন। সে সময় তাঁকে দেখে মনে হ'ল যেন সাক্ষাৎ মহাকাল রুদ্ররূপে ধ্বংসমহোৎসবে মত্ত হয়েছেন। সত্যিই বুঝি প্রলয় আসন্ন—কতকটা এই কল্পনায় নিদারুণ আতঙ্কবিহ্বল হয়ে যোদ্ধা ও সৈনিকরা আর্তরব করতে করতে সে স্থান থেকে পলায়ন করতে লাগল, পাণ্ডবদের ব্যূহ একেবারেই ভগ্ন ও বিশৃঙ্খল হয়ে গেল।

শ্রীকৃষ্ণ আত্মরক্ষার প্রাণপণ প্রয়াসের মধ্যেই লক্ষ্য করছিলেন অর্জুন পিতামহ-নিক্ষিপ্ত অস্ত্র প্রতিরোধ করতে যতটা ক্ষিপ্রতা ও শিক্ষানৈপুণ্য দেখাচ্ছেন—ততটা ওঁকে প্রহার করতে নয়। অর্জুনের সর্বাঙ্গ শরাঘাত-কণ্টকিত হওয়া সত্ত্বেও তিনি শ্রদ্ধা ও মমতাবশত—এবং ভীষ্মের গৌরব স্মরণ ক'রে ওঁকে বিদ্ধ করতে এখনও দ্বিধা করছেন, সাধ্যমতো সে কর্তব্য পরিহার ক'রে চলেছেন।

এদিকে পান্ডবপক্ষের এই ছত্রভঙ্গ ও পলায়নপর অবস্থা দেখে সাত্যকি উচ্চকণ্ঠে বলতে লাগলেন, 'এ কি! তোমরা এ কি করছ! হে সৈনিকগণ, ক্ষত্রিয় ও বীরের পরিচয়ে কলঙ্ক লেপন ক'রে তোমরা পলায়ন করছ! ভীষ্মের হাতে নিহত না হলে কি তোমরা অমর থাকবে? মৃত্যু তো অবধারিত, জীবমাত্রের পক্ষেই ধ্রুব। আর যখন রণক্ষেত্রে এসেছ—তখন তো মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত হয়েই এসেছ। বীরধর্ম ও পৌরুষধর্ম পালন না ক'রে এমন কাপুরুষতা প্রদর্শন করছ কেন?' কিন্তু আর্তনাদ, অস্ত্রঝঙ্কার এবং হাহাকারের মধ্যে সাত্যকির কণ্ঠস্বর কারও শ্রুতিগোচর হ'ল না।

ক্রমশ যেন অর্জুনের চারিদিকেই সমগ্র কৌরবশক্তি সংহত ও কেন্দ্রীভূত হ'ল। দ্রোণ, বিকর্ণ, জয়দ্রথ, ভূরিশ্রবা: কৃতবর্মা: কৃপাচার্য: পূর্বদেশীয় নৃপতিগণ, সৌবীরগণ, মালবগণ—সকলেই চারিদিক থেকে ওই একটি মাত্র রথ লক্ষ্য ক'রে অস্ত্র বর্ষণ করতে লাগলেন। সেই মহদাশ্চর্য শস্ত্রলীলায় 'বায়ু উষ্ণ ও সধূম হয়ে তুমুল শব্দে বহমান হ'ল। সাধারণ রথী বা পদাতিকদের সে তেজ অসহনীয় বোধ হবে—এ স্বাভাবিক। বিশেষ অসংখ্য শরসমূহ আকাশেই অবস্থান করায় (একটি পাতিত হবার পূর্বেই অন্যূন সপ্তসংখ্যক সেখানে উত্থিত হচ্ছে, অবতরণের বা লক্ষ্যস্থলে পৌঁছবার অবসর ও অবকাশ পাচ্ছে না) গগনমণ্ডল আচ্ছন্ন হয়ে দিবাভাগেই যেন রাত্রির অন্ধকার নেমে এল। পলায়নের পথও দেখা যায় না—ফলে নিজেদের রথচক্র ও অশ্বপদতলে নিজেরাই পিষ্ট হতে লাগল। শুধু অর্জুন নয়—এবার শ্রীকৃষ্ণর সর্বাঙ্গও শরবিদ্ধ হওয়ায় সেই অনিন্দ্য অবর্ণনীয় সুন্দর নীলাভ শ্যামদেহ ও অঙ্গের পীতাম্বর রুধিরাক্ত হয়ে রক্তপুষ্পশোভিত বোধ হতে লাগল।

তিনি আর দ্বিধা করলেন না। হুঙ্কার দিয়ে উঠে শিনিকুলপতি সাত্যকিকে বললেন, 'যাক, যারা রণক্ষেত্র ত্যাগ করতে চায় তারা করুক, যারা এখনও আছে তারাও চলে যাক—কোন কোটরে কি গহ্বরে গিয়ে ক্ষুদ্র প্রাণ রক্ষা করুক। পান্ডবপক্ষে আর কাউকেই যুদ্ধ করতে হবে না. আমি একাই ভীষ্ম দ্রোণের সঙ্গে যুদ্ধ ক'রে তাদের নিপাতিত করব।'

এই ব'লে তিনি তাঁর বিখ্যাত সুদর্শন নামক চক্রাস্ত্রসহ এক-লম্ফে রথ থেকে ভূমিতে অবতীর্ণ হয়ে সাক্ষাৎ কৃতান্তের মতো, ভীষ্মের রথাভিমুখে ধাবিত হলেন। তিনি একক—তবু সে সময় তাঁর সে ক্রুদ্ধ প্রজ্বলিত প্রলয়াগ্নিবৎ মূর্তি দেখে আপাতবিজয়ী কৌরবপক্ষের ওই বিপুল বাহিনীও ত্রস্ত এবং বিমূঢ় হয়ে গেল। সেই সঙ্গে যুদ্ধের ক্রমোত্থিত তীব্রগতিও যেন মুহূর্তে স্তব্ধ হয়ে গিয়ে এক অপ্রত্যাশিত ও অভূতপূর্ব ভয়ঙ্কর ঘটনার অপেক্ষা করতে লাগল।

মহাত্মা ভীষ্মের উপর এ ঘটনার প্রতিক্রিয়া হ'ল অন্যরূপ।

তিনি জুলকি নিষ্ক্রিয় রইলেন না, পরন্তু বোধ হ'ল তিনি এই ঘটনাটিরই প্রতীক্ষা করছিলেন। এক পলকপাত-মাত্র কালে ধনুঃশর দূরে নিক্ষেপ ক'রে তিনি করজোড়ে সহাস্যে বাসুদেবকে আহ্বান করতে লাগলেন, 'হে দেবেশ, হে চক্রপাণি মাধব, আগচ্ছতু। তুমি সকল প্রাণীর শরণ্য, সকলের পালন ও রক্ষাকর্তা, তুমি আমার জন্য স্বকর্ম ত্যাগ ক'রে আমাকে বধ করলে আমি গৌরবান্বিত বোধ করব। আমি এই ক্ষণেরই অপেক্ষা করছিলাম। তুমি আমাকে

নিহত করতে চাইলে আমি আর বিন্দুমাত্র জীবনেচ্ছা প্রকাশ করব না। এসো, আমাকে বধ করো—আমি ধন্য ও কৃতার্থ হই।'

ততক্ষণে অর্জুনও সাতিশয় লজ্জিত হয়ে লম্ফ প্রদান ক'রে এসে শ্রীকৃষ্ণের বাহু ধারণ করেছেন। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ তখন এতই ক্রুদ্ধ হয়েছেন এবং এমন বেগেই অগ্রসর হচ্ছেন যে অর্জুন-সুদ্ধই সেই ভাবে বহু দূর যাওয়ার পর তাঁর গতি ঈষৎ মন্দীভূত হ'ল।

অর্জুন বলছেন, 'বাসুদেব, তোমার কাছে করজোড়ে মিনতি করছি'—তিনি সেইখানেই রুধিরাক্ত পতিতশরাকীর্ণ মৃত্তিকায় নতজানু হয়ে ব'সে পড়ে ওঁর চরণ স্পর্শ করেছেন—'তোমার চরণধারণ করছি. তুমি নিবৃত্ত হও। আমার অমনোযোগের ফলে যদি তোমাকে প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করতে হয়, আমার লজ্জার ও কলঙ্কের পরিসীমা থাকবে না। আমি গাণ্ডীবের নামে শপথ ক'রছি. আর বিন্দুমাত্র আমার শৈথিল্য দেখবে না। যুদ্ধে কাউকেই অব্যাহতি দেবো না—তা তিনি পিতামহই হোন বা আচার্যদেবই হোন। তুমি অস্ত্র সংবরণ করো। নতুবা স্বেচ্ছামৃত্যু ভিন্ন আমার গত্যন্তর থাকবে না।'

শ্রীকৃষ্ণ এবার মনে হ'ল সন্তুষ্ট হলেন। উদ্যত আয়ুধ সম্বরণ ক'রে অপেক্ষাকৃত মন্থর গতিতে ফিরে এসে পুনশ্চ রথারূঢ় হয়ে অশ্ববল্‌গা ধারণ করলেন।

তবে, তেমন কোন তীক্ষ্ণদৃষ্টি ব্যক্তি লক্ষ্য করলে দেখতে পেত—শুধু সন্তুষ্টি বা সাফল্যের তৃপ্তি নয়—তাঁর ওষ্ঠপ্রান্তে কেমন যেন একটু কৌতুক-রেখাও ফুটে উঠেছে।

॥ ১০ ॥

প্রত্যাশিত সংবাদ—বহুপূর্বেই প্রত্যাশিত—ভীষ্ম যে এখনও. এই বয়সেও দশ দিন এমন প্রচণ্ড যুদ্ধ করবেন. করতে পারবেন এবং তার মধ্যে তিন-চারটি রাত্রিও সংকুল যুদ্ধ—তা আশা করেন নি ; তত্রাচ তাঁর পতনের সংবাদ শুনে বিস্মিতই বোধ করলেন কর্ণ। বহুক্ষণ পর্যন্ত বিশ্বাস হ'তে চাইল না—চর বা দূতকে পুনরাক্তি করতে হ'ল।

অবিশ্বাস্য. অবিশ্বাস্য—এইটেই মনে হ'তে লাগল বার বার. এই শব্দটিই পুনঃপুনঃ আঘাত করতে লাগল ওঁর ধারণা ও চিন্তাশক্তিকে।

হিমালয় পর্বত দ্রবীভূত হয়ে সাগরে পরিণত হয়েছে অথবা সপ্ত সমুদ্র শুষ্ক হয়ে মরুভূমির রূপ ধারণ করেছে—এমনি কোন সংবাদ নির্ভরযোগ্য ব্যক্তির মুখে শ্রবণ করলে মনে যেমন বিহ্বলতা দেখা দেয়. তেমনিই একটা সর্বেন্দ্রিয়-শিথিল-করা বিহ্বলতা জাগল মনে।

অথচ কেন যে এমন অবিশ্বাস্য তা তিনি জানেন না, বলতে পারবেন না।

চরমুখে নিত্য শুধু নয়, প্রহরে প্রহরে—বস্তুত দণ্ডে দণ্ডে যুদ্ধের সংবাদ পাচ্ছিলেন। কখনও বা তেমন উত্তেজক ঘটনাপ্রবাহ দেখা দিলে আরও অল্পকাল ব্যবধানে। কুরুপক্ষনিয়ন্তা দুর্যোধনও ওঁর জন্য বহুসংখ্যক চর নিযুক্ত করেছিলেন, কর্ণর নিজস্ব চরও কিছু ছিল। তারা ক্রমাগত, প্রায় চক্রাকারে আবর্তিত হচ্ছিল, অর্থাৎ একজন যখন রণক্ষেত্র থেকে নির্গত হচ্ছে সেই মুহূর্ত পর্যন্ত যুদ্ধের সংবাদ নিয়ে—তখন আর একজন সেখানে পৌঁছে গেছে, তৃতীয় ও চতুর্থ জন শিবির বেষ্টনীর মধ্যে দিয়ে আসছে।

ফলে কোন তথ্যই অনবগত ছিলেন না কর্ণ। এ কদিনই ভীষ্ম আশ্চর্য অসংঘটিতপূর্ব যুদ্ধ করেছেন, এতাবৎ ভারতবর্ষের ইতিহাসে এমন যুদ্ধের অবতারণা কুত্রাপি হয়নি, কিন্তু তবু ক্রমাগত কৌরবপক্ষ ক্ষীয়মান হয়েছেন। দুর্যোধনের কয়েক ভ্রাতা বিনষ্ট হয়েছেন, শকুনির ছয় ভ্রাতা গেছেন—আরও বহু রথী নিহত বা সাংঘাতিক আহত হয়েছেন। পাণ্ডব পক্ষেও অগণিত পদাতিক, সাধারণ রথী এবং কিছু কিছু বিশিষ্ট যোদ্ধা হত হয়েছেন—তার মধ্যে বিরাটের তিন পুত্রই প্রধান—তবু সামগ্রিক ভাবে পাণ্ডবপক্ষই অধিকতর শক্তিশালী ও অপেক্ষাকৃত অল্প ক্ষতিগ্রস্ত বোধ হচ্ছে। এটা সাধারণ ধারণা, কোন হিসাবের ফল নয়। কৌরবপক্ষে এখনও প্রবীণ ও বিচক্ষণ মহারথীদের সংখ্যা কিছুমাত্র হ্রাস পায় নি ; কর্ণ এতাবৎ-কাল রণক্ষেত্রে অবতীর্ণ না হলেও ভীষ্ম, দ্রোণ, কৃপ, অশ্বত্থামা, ভূরিশ্রবা, অলম্বুষ, শল্য, দুর্যোধন, দুঃশাসন এঁরাও যোদ্ধা হিসাবে নিতান্ত অবজ্ঞেয় নন—সকলেই মহা শস্ত্রজ্ঞ, রণকুশলী মহাবীর যোদ্ধা ; ভীষ্ম, দ্রোণ তো অপরাজেয় বলেই গণ্য হন, তবু কুরুপক্ষের মনোবল যে ক্রমশঃই ভেঙে পড়ছে—তা সাধারণ সৈনিকদের বা বিভিন্ন সরবরাহকারক, প্রহরী, সেবক প্রভৃতি অন্যান্য কর্মীদের হতাশামিশ্রিত কথোপকথন, আর্ত বিলাপ থেকেই পরিস্ফুট হচ্ছে।

চরমুখে সে সকলের প্রতিটি সংবাদ পাচ্ছেন অঙ্গাধিপতি। তিনি নিজেও রাত্রে যুদ্ধের অবহার ঘোষিত হ'লে একাকী অন্ধকারে কৌরব-শিবিরে ঘুরে বেড়ান, পরিশ্রান্ত ক্ষতবিক্ষত সৈনিক বা অপর কর্মীরা তাঁকে অত লক্ষ্য করে না, জনারণ্যে মিশে থাকেন—কিন্তু অবস্থা সম্যক লক্ষ্য করতে বা এদের মনোভাব অবগত হ'তে তাঁর কোন অসুবিধা হয় না। পাণ্ডবপক্ষ সংখ্যার বিচারে এদের থেকে পরাক্রান্ত না হলেও তারা অজেয় ; তাদের আক্রমণ বা প্রহার সহ্য করার শক্তি সমধিক—এই কথাই সকলের মুখে মুখে। তারা অমর একথাও রটনা করছে কেউ কেউ, কে জানে এর মূলে পাণ্ডবদেরই প্রচারকৌশল সক্রিয় কিনা, হয়তো বাসুদেবেরই চক্রান্ত এটা। অন্তত একটি তথ্য দিবালোকের মতোই সুস্পষ্ট—বাসুদেব যে পক্ষের উপদেষ্টা ও সহায়, সে পক্ষেরই জয় অবশ্যম্ভাবী, তাদের পরাভূত করা যাবে না, এই ধারণা কৌরবপক্ষের যোদ্ধৃসাধারণের মনে বদ্ধমূল। তাতেই হতাশা ও আতঙ্ক এত প্রকট। এখন যেটুকু আশা তাদের সঞ্জীবিত ক'রে রেখেছে তা হচ্ছে—এই, হয়ত চরম সর্বনাশের পূর্বে—দুর্যোধনও এ সত্য সম্বন্ধে সচেতন হবেন এবং পাণ্ডবদের সঙ্গে সন্ধি করবেন।

কিন্তু কর্ণ উত্তমরূপেই জানেন, এটা দুরাশা। যাঁরা দুর্যোধনের অন্তরঙ্গ তাঁরা সকলেই অবগত আছেন—দুর্যোধন উচ্চ বৃক্ষচূড়ের মতো হয়তো বা ভেঙে পড়বেন কিন্তু বেত্রদণ্ডের মতো বাতাসের বেগে মাথা নত করবেন না। তাঁকে এ যুদ্ধের অনিবার্য ফলাফল সম্বন্ধে সচেতন করার প্রয়াস অনেকেই পেয়েছেন ইতিপূর্বে, এখনও পাচ্ছেন। এই কদিনের ভয়াবহ রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ দেখে তিনি বিচলিত হচ্ছেন সে বিষয়ে সন্দেহ নেই, প্রায় প্রত্যহই সেজন্য কটু ভাষায় ভীষ্মকে অনুযোগের ছদ্মাবরণে তিরস্কার করছেন, পরোক্ষে তাঁকেই দায়ী করছেন—কর্ণকে বিদ্বিষ্ট ও এই যুদ্ধে বিমুখ ক'রে তোলার জন্য বিশেষত—ওঁর ধারণা কর্ণ এ যুদ্ধে অংশগ্রহণ করলে এমন বিপর্যয় ঘটত না—কিন্তু সন্ধির প্রস্তাবের কোন আভাসমাত্র পাওয়া যায় নি ওঁর আচরণে বা বাক্যে। ভীষ্মের সতর্কোক্তি বা স্পষ্টভাষণেও ওঁর চিন্তা সে পথ অবলম্বন করে নি। ভীষ্ম প্রত্যহই যথাশক্তি, তাঁর বয়সের অনুপাতে, কল্পনাতীতরূপ ভয়ঙ্কর যুদ্ধ করছেন, অমানুষিক শক্তির পরিচয় দিচ্ছেন—তবে যা মৃত্যুর মতোই অমোঘ ও দুর্নিবার তাকে প্রতিহত করবেন কি ক'রে? সে কথা তিনি পূর্বেও বলেছেন, এখনও প্রতিদিনই দুর্যোধনের চেতনাগোচর করার চেষ্টা করছেন—যে পক্ষে শ্রীকৃষ্ণ ও অর্জুন, যে পক্ষে সত্য, ধর্ম ও ন্যায়, সে পক্ষ পরাজিত হবে না, দুর্যোধনের সর্বনাশ অবশ্যম্ভাবী ও আসন্ন।

দুর্গ্রহ-কবলিত ব্যক্তি কখনই সদুপদেশে কর্ণপাত করে না। অন্ধ যেমন সু-উজ্জ্বল দিবালোক দেখতে পায় না, চক্ষুপীড়াক্রান্ত ব্যক্তি যেমন সূর্যালোক সহ্য করতে পারে না—দুর্ভাগ্যচালিত ব্যক্তিও তেমনি সুস্পষ্ট সত্যকে দুর্বুদ্ধি দ্বারা বিচারদৃষ্টির সম্মুখে আবরিত রাখে। ভীষ্ম প্রাণপণেই যুদ্ধ করছেন, অপর রথীদেরও প্রযত্নের সীমা নেই—তবু কৌরবপক্ষ ক্রমশই যে হীনবল হয়ে পড়ছে তাও অনস্বীকার্য। ভীম ক্রমাগতই ধৃতরাষ্ট্রের পুত্রদের একে একে শমনসদনে প্রেরণ করছেন। এমন কি একদিন স্বয়ং দ্রোণাচার্য অবিরাম বৃষ্টিপাতের মতো তাঁকে শরবর্ষনে আহত ক'রে ধার্তরাষ্ট্রদের রক্ষার চেষ্টা করা সত্ত্বেও কোন ফল হয় নি, সে সমস্ত নিশিত-শায়কবর্ষণ পুষ্পবৃষ্টির মতোই অগ্রাহ্য ক'রে ভীমসেন নিজ কার্য সমাধা করেছেন।

ক্ষতি অবশ্য পাণ্ডবপক্ষেও হয়েছে—বিরাট পুত্রত্রয় ছাড়াও, একটি প্রধান ক্ষতি—উলূপীগর্ভজাত অর্জুনপুত্র ইরাবানের মৃত্যু। ইরাবান বীর্যে শৌর্যে অর্জুনের উপযুক্ত পুত্র। তদুপরি সে পার্বত্য প্রদেশের অধিবাসী, তাদের যুদ্ধ করার পদ্ধতি অন্যরূপ, কৌশল ও চাতুর্যে পূর্ণ। সে সব রীতি সমতল দেশের মানুষের কাছে অপরিচিত বা অজ্ঞাত শুধু নয়—বিস্ময়করও বটে। এদের কাছে তা কতকটা ইন্দ্রজালের মতো প্রতীয়মান মনে হয়, এরা মায়াযুদ্ধ মনে করে। সেই হেতু ইরাবান কৌরবদের সমূহ ক্ষতি করছিলেন। বিপদ দেখে দুর্যোধন অনার্য নৃপতি অলম্বুষের শরণাপন্ন হন—তিনি ছাড়া এসব প্রায়-ঐন্দ্রজালিক রহস্য আর কেউ বুঝবেন না। দুজনেই সমান যোদ্ধা— অলম্বুষ বয়স্ক, ধূর্ততায় পরিপক্ক ; তিনিই শেষ পর্যন্ত ইরাবানকে বধ করেন।

অবশ্য এর ফল কৌরবদের পক্ষে ভাল হয় নি। ভীমসেনের সেই প্রথমা

স্ত্রী, অনার্যা হিড়িম্বার গর্ভজাত পুত্র ঘটোৎকচ মহাবলিষ্ঠ মহাবীর যোদ্ধায় পরিণত হয়েছে, তার স্বজাতীয় সেনাবাহিনীও দুর্ধর্ষ, তারা আম-মাংস আহার ক'রে যুদ্ধ করে—অগ্নিপক্ক খাদ্যের জন্য অপেক্ষা করে না—আর রণক্ষেত্রে হস্তী অশ্বের মৃতদেহ তো অগণন—দুইই সমান সুস্বাদু। ইরাবানের মৃত্যুসংবাদে ঘটোৎকচ ক্রুদ্ধ হয়ে যেন প্রলয় তাণ্ডবে মত্ত হলেন, যথেচ্ছ কুরুসৈন্য সংহার ক'রে বেড়াতে লাগলেন। দ্রোণ ধৃষ্টদ্যুম্ন প্রভৃতি মহারথীরা প্রাণপণে বাধা দেওয়া সত্ত্বেও তাকে অবদমিত, বা সে প্রতিহিংসাজাত মৃত্যুমহোৎসব থেকে বিরত করতে পারলেন না।

ক্রুদ্ধ হয়েছেন অর্জুনও, ক্রুদ্ধ ও শোকার্ত। তিনিও যেন বিশ্বধ্বংসী মূর্তি ধারণ ক'রে অরাতি নিধনে প্রবৃত্ত হলেন। ইতিমধ্যে ঘটোৎকচের অনুচরগণ এক সময় সুকৌশলে রটনা ক'রে দিল যে দ্রোণ শল্য অশ্বত্থামা নিহত হয়েছেন, দুর্যোধনের দ্বিখণ্ডিত মৃতদেহ নিয়ে তাঁর সারথি পলায়ন করেছে।। ফলে সৈন্যরা ভীত এবং প্রাণরক্ষার আশা বিসর্জন দিয়ে পলায়ন করতে লাগল। ভীষ্ম প্রভৃতি প্রধানগণ অবশ্যই উচ্চরবে তাদের বোঝাতে চেষ্টা করলেন যে এ সংবাদ সর্বৈব মিথ্যা—কিন্তু সে সব সান্ত্বনা ও আশ্বাসবাক্য নিজেদেরই হাহাকার রবে অশ্রুত রয়ে গেল—কারও কর্ণগোচর হ'ল না। শেষে প্রাগ্‌জ্যোতিষপুরের রাজা ভগদত্ত পর্বতপ্রমাণ এক হস্তীতে আরূঢ় হয়ে ঘটোৎকচকে প্রতিহত করার চেষ্টা করলেন, তাতেও কুরুপক্ষ বিশেষ কোন উৎসাহ বোধ করল না। অগত্যা, বাধ্য হয়েই সম্মানরক্ষার্থ সেদিনের মতো বিরাম ঘোষণা করতে হ'ল।

এই পরাজয়ে প্রমাদ গণনা ক'রে সেই সন্ধ্যাতেই দুর্যোধন ও শকুনি কর্ণর সঙ্গে মিলিত হলেন। দুর্যোধন সক্ষোভে ঘন ঘন শ্বাস ত্যাগপূর্বক বললেন, 'বন্ধু অঙ্গাধিপতি, নিশ্চয়ই অদ্যকার এই শোচনীয় এবং লজ্জাজনক পরিস্থিতির কথা তোমার শ্রুতিগোচর হয়েছে। এখন তো মৃত্যুবরণ করা ব্যতীত আমার মানরক্ষার কোন উপায় দেখি না। তুমিই আমার একমাত্র বন্ধু, তুমি বলো এখন আমার কর্তব্য কি!'

কর্ণ বললেন, 'কুরুরাজ, শোক ক'রো না।—উপায়ান্তর না সন্ধান ক'রে শুধু বিলাপ করা কেবল স্ত্রীলোকেরই শোভা পায়।...ভীষ্ম রণে বিরত হলেই আমি সসৈন্যে এসে তোমার বাহিনীর সঙ্গে যোগ দেব এবং পাণ্ডবদের পরাজিত ও বন্দী বা নিহত করব। ভীষ্ম মহাধনুর্ধর কিন্তু তিনি পাণ্ডবদের প্রতি অপরিসীম মমতাপরায়ণ। এখন তোমার একমাত্র করণীয় হচ্ছে তাঁকে যথেষ্ট সম্মান দেখিয়ে বিনয়বচনে যুদ্ধে নিবৃত্ত করা বা অস্ত্র ত্যাগ করতে বলা। তা কি পারবে? সহস্র হলেও তিনি তোমার গুরুজন।'

দুর্যোধন এই পরামর্শই শ্রেয় বোধ করলেন। তিনি সাড়ম্বর রাজবেশে সজ্জিত ও রক্ষীপরিবৃত হয়ে অশ্বারোহণে প্রধান সেনাপতির আবাসের দিকে যাত্রা করলেন। এ যাত্রার কারণ অনুমান ক'রে উৎসুক সৈনিক ও কর্মচারীর দল তাঁকে বেষ্টন করছিল। বেত্রহস্তে সে জনসমাবেশকে দ্বিখণ্ডিত ক'রে রক্ষীরা তাঁকে নিরাপদে ভীষ্মের বস্ত্রাবাসে নিয়ে গেল।

ভীষ্মের সম্মুখে গিয়ে অশ্রুরুদ্ধ কণ্ঠে দুর্যোধন বললেন, 'আপনি ও আচার্য দ্রোণ উপস্থিত থাকতেও পাণ্ডবরা শনৈঃ আমার ভ্রাতৃগণকে বধ

করছে। শুনেছি আপনি রণাঙ্গনে অস্ত্র ধারণ করলে স্বয়ং পুরন্দরও যুদ্ধে বিজয়ী হতে পারেন না। আপনি আমাকে রক্ষা করুন। দেবেন্দ্র যেমন পুরাকালে দানব সৈন্য মথিত ও বিনষ্ট করেছিলেন আপনি সেইভাবে পাণ্ডবদের বিমর্দিত করুন। আপনি আমাকে পূর্বে বহুবার আশ্বাস দিয়েছেন—পাণ্ডব পাঞ্চাল কেকয় সকলকে বধ করবেন, সে সত্য এখন রক্ষা করুন। আর যদি আমার প্রতি বিদ্বেষ বা পাণ্ডবদের প্রতি অত্যধিক স্নেহবশত তাদের রক্ষা করতে ইচ্ছুক হয়ে থাকেন তো আপনি গৃহে ফিরে গিয়ে বিশ্রাম করুন, আমি কর্ণকে আহ্বান করি।'

ভীষ্ম অতিরিক্ত ক্রুদ্ধ, বিরক্ত ও দুর্যোধনের এই কঠোর বাক্যে দুঃখিত হলেন বলেই বোধ করি সহসা কোন উত্তর দিলেন না। অষ্ট দিবস ক্রমাগত অরুণোদয় থেকে সূর্যাস্ত কাল পর্যন্ত—কখনও বা সারাদিন-রাত্রি যুদ্ধ করছেন। এক লহমার জন্য তাঁর হস্ত বা বাহু বিশ্রাম পায় না, দেহের কোন রোমকূপ বোধ করি অক্ষত নেই ; সাধারণ যোদ্ধাদের শর বর্মে প্রতিহত হয়—অর্জুন বা সাত্যকির অস্ত্র বর্ম ভেদ ক'রে চর্মে প্রবেশ করে। তিনি অপরিসীম ক্লান্ত। ইচ্ছা নেই সত্য কথা, তবু তিনি ধর্মরক্ষার জন্য প্রাণপণেই যুদ্ধ করেছেন ; বিন্দুমাত্র শৈথিল্য প্রদর্শন করেন নি, জ্ঞানত পাণ্ডবপক্ষকে অব্যাহতি দেন নি—এমন কি তাদের বোধ করি নিঃশ্বাস গ্রহণেরও অবসর দেন নি—বৃদ্ধ বয়সে এতখানি সেবার এই পুরস্কার! তিনি যে মেদমজ্জানির্মিত মানবদেহধারী—তাঁর যে ক্লান্তি আছে, অবসাদ আছে, তাঁরও পেশী-স্নায়ুর বিশ্রাম প্রয়োজন—বিশেষ এই বয়সে—সে কথা এই স্বার্থান্ধদের একবারও মনে পড়ে না, আশ্চর্য!

বেশ কিছুক্ষণ নিরুত্তর থেকে অসহ ক্রোধ কথঞ্চিৎ প্রশমিত হলে ঈষৎ করুণ হাস্য দেখা দিল তাঁর অধরপ্রান্তে। তিনি ধীরে ধীরে মৃদুকণ্ঠে বললেন, 'দুর্যোধন, তুমি জানো না কাকে কী ভাবে বাক্যশল্য বিদ্ধ করছ! আমি আমার যথাসাধ্য যুদ্ধ করছি—বরং বলা উচিত সাধ্যের অতীত। বস্তুত এ-ই আমার শেষ যুদ্ধ, আমি তোমার জন্য এই যুদ্ধে প্রাণ আহুতি দিতে চলেছি। কিন্তু যা অসম্ভব তাকে সম্ভব করব কেমন ক'রে? পূর্বেও বলেছি পঞ্চপাণ্ডব অপরাজেয়—এখনও তাই বলছি। আমি তাদের বধ করতে পারব এমন আশ্বাস কখনও দিই নি। পাণ্ডবরা যে দুর্জয় বীর তা কি তুমিই জানো না—তাদের পরাক্রমের স্বাদ কি ইতিমধ্যেই বিস্মৃত হয়েছ? তুমি যখন গন্ধর্বদের হাতে লাঞ্ছিত ও বন্দী হয়েছিলে, তোমার বীর ভ্রাতারা ও বীরশ্রেষ্ঠ কর্ণ তখন কোথায় ছিল? অর্জুন এসে দয়া ক'রে গন্ধর্বরাজকে পরাস্ত না করলে এতদিন গন্ধর্বকারাগৃহেই শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করতে হ'ত না কি? বিরাটনগরে উত্তরগোগৃহে অর্জুন একাকী আমাদের সকলকে জয় ক'রে যখন বালক উত্তরকে দিয়ে আমাদের বস্ত্র ও উষ্ণীষ হরণ করিয়েছিল তখন তোমার ও কর্ণের স্পর্ধা বা আস্ফালন কোথায় ছিল? নিজের শক্তি না বুঝে এই মহাযুদ্ধের আয়োজন করেছ, এখন আমার কাছে ক্রন্দন করলে কি হবে? পূর্বে আমাদের কোন উপদেশে কর্ণপাত করেছিলে? আসন্ন-মৃত্যু ব্যক্তির বিপরীত বুদ্ধি হয়—তোমারও সেই অন্তিমকাল আসন্ন তাই এমন দুর্বুদ্ধি হয়েছে। যাও, গৃহে ফিরে যাও, যে কদিন জীবিত আছ, সুখনিদ্রা ভোগ করো। আমাকে আর উত্ত্যক্ত করতে এসো না।'

তারপর ক্ষণকাল নীরব থেকে বললেন, 'যুদ্ধ করতে এসে যুদ্ধ জয় না ক'রে অস্ত্রত্যাগ করতে বা রণভূমি থেকে নিষ্ক্রান্ত হ'তে আমি অভ্যস্ত নই। আমাদের কাছে তা মহাপাপও। আমি যুদ্ধই করব। হয় ওপক্ষের সকলকেই বধ করব—পঞ্চপাণ্ডব ব্যতীত—নয় তো নিজেই নিহত হবো। এই আমার প্রতিজ্ঞা। তবে পাঞ্চালদের শিখণ্ডীর সঙ্গে যুদ্ধ করব না তা তুমি উত্তমরূপেই জানো। কারণ সে পূর্বে স্ত্রীলোক ছিল, অধুনা দৈবের বিচিত্র ইচ্ছায় পুরুষত্ব প্রাপ্ত হয়েছে। স্ত্রী, বৃদ্ধ, অশক্ত, শরণাগত এবং অনস্ত্র ব্যক্তিকে আমি কখনও প্রহার করি না। এখন যাও, শুনে যাও কাল আমি এমন যুদ্ধ করব, যুগান্তর পরেও লোকে সসম্ভ্রমে সভয়ে যার আলোচনা করবে।'

ভীষ্ম তাঁর বাক্য রক্ষা করেছিলেন। এমন লোমহর্ষণকারী যুদ্ধ ইতি-পূর্বে কোথাও কেউ করছে বলে জানা নেই। উভয়পক্ষই সেদিন প্রাণপণে যুদ্ধ করেছেন ; কিশোর অভিমন্যুর যুদ্ধ প্রত্যক্ষ ক'রে বোধ করি স্বয়ং দেবেন্দ্রও বিস্ময় বোধ করতেন। তবু অপরাহ্ণ পর্যন্ত যা দেখা গেল—পাণ্ডব-পক্ষেই লোকক্ষয় বেশী হয়েছে। কৌরবেরা সেটাকেই নিজেদের জয়লাভ বিবেচনা ক'রে সন্ধ্যাকালে সেদিনের মতো অবহার ঘোষিত হ'লে ঘন ঘন হর্ষধ্বনি ও ভীষ্মের জয়ধ্বনিতে সানন্দে আকাশ-বাতাস অনুরণিত ও মুখর ক'রে তুলল।

এরা যেমন সহর্ষ, পাণ্ডবশিবির সেই পরিমাণেই বিমর্ষ হয়ে রইল।

যুধিষ্ঠির তাঁর স্বভাব মতো প্রথম কিছুকাল বিলাপ ক'রে নিজের ভাগ্যকে ধিক্কার দিতে দিতে বললেন, 'আমি বুদ্ধির দোষে ভীষ্মের সঙ্গে যুদ্ধে অবতীর্ণ হয়ে সম্পূর্ণরূপে বিনষ্ট হ'তে বসেছি। এখনও বোধ করি সময় আছে, বাসুদেব তুমি আমাকে অনুমতি দাও, আমি বনগমন করি। তাহলে হয়ত পাণ্ডবপক্ষের কিছু লোক অব্যাহতি পাবে। আমার একমাত্র আশঙ্কা, এভাবে পশ্চাদপদ হলে ক্ষত্রিয়-ধর্ম অনুসারে পতিত হবো, নচেৎ নিশ্চয়ই প্রতিনিবৃত্ত হতাম।'

শ্রীকৃষ্ণ বললেন, 'আপনি অকারণে বিচলিত হবেন না। ভীষ্ম অমর নন, কৌরবদের পাপও পুঞ্জীভূত হয়ে ধর্মের আসন বিচলিত করেছে। তাদের ধ্বংস ও মৃত্যু সদা-আসন্ন, অনিবার্য। তবু, আপনি যদি আদেশ করেন, অর্জুন যদি তাঁর অক্ষমতা স্বীকার করেন, আমি আমার প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ ক'রে অস্ত্রধারণ করি। আমি একাই তাদের সকলকে নিহত করতে পারব। এ আমার বৃথা আস্ফালন বা শূন্যগর্ভ অহঙ্কার প্রকাশ নয়—সহজ ও সত্য-ভাষণ মাত্র। তদ্ব্যতীত অর্জুন আমার সম্বন্ধী, সখা ও শিষ্য, আমার প্রাণতুল্য —তার ইষ্টসিদ্ধির জন্য আমি সব করতে পারি।'

অর্জুন লজ্জিত হয়ে ব্যাকুলভাবে বারম্বার বাসুদেবের কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করতে লাগলেন, যদি কোন শৈথিল্য প্রকাশ পেয়ে থাকে তা সং-শোধন ও তার প্রায়শ্চিত্তের প্রতিজ্ঞা করলেন; যুধিষ্ঠিরও বললেন, 'না, তা হবে না। আমাদের সামান্য স্বার্থের জন্য তোমাকে ধর্মচ্যুত করব না কিছুতেই। অন্য কোন পরামর্শ দাও।'

বাসুদেব স্বল্পকাল মাত্র নীরব থেকে বললেন, 'আপনার স্মরণ থাকা

উচিত, ভীষ্ম আমাদের কয়েকদিন পরে আর একবার যেতে বলেছিলেন— তাঁর বধোপায় বলে দেবেন ব'লে, মৃত্যু-ইচ্ছা হয়েছে কিনা তাও জানাবেন। চলুন আমরা তাঁরই শরণাপন্ন হই।'

এই পরামর্শই সকলের সমীচীন বোধ হ'ল। সময় অল্প, তখনই তাঁরা সেই যাত্রার জন্য প্রস্তুত হলেন।

না, রাজযোগ্য আড়ম্বর সহকারে নয়, বরং অতি দীনভাবে—অস্ত্র বর্ম রক্ষী সব ত্যাগ ক'রে —তাঁরা পদব্রজে, পাদুকা পর্যন্ত বাহিরে রেখে, বিনতভাবে কৃতাঞ্জলিপুটে ভীষ্মের বস্ত্রাবাসে প্রবেশ করলেন। প্রবেশাধিকার সম্পর্কিত ইঙ্গিত বাক্য বাসুদেব সংগ্রহ ক'রেই রাখেন—প্রতি প্রত্যূষে ও সন্ধ্যায়—তা না হলেও যুধিষ্ঠিরকে বাধা দেবার চিন্তা রক্ষীদের মনে আসত না।

এঁদের আগমনে ভীষ্মের ললাট-কুঞ্চনরেখা ও ভ্রূভঙ্গী থেকে কিছু-পূর্বের বিরক্তি ও তিক্ততা অপসারিত হয়ে প্রসন্নতা প্রকাশ পেল। তিনি প্রণত পান্ডবদের ও বাসুদেবপুত্রকে দৃঢ় বাহুপাশে বদ্ধ ক'রে বেশ সরবেই অভ্যর্থনা জ্ঞাপন করলেন। বললেন, 'বৎসগণ সুস্বাগতম্। তোমাদের দেখে বহুদিন পরে মনে নির্মল আনন্দ লাভ হ'ল। তোমাদের এই আকস্মিক শুভাগমনের হেতু বিস্তার ক'রে বলো। বলো তোমাদের কি প্রিয়সাধন করব? অকুণ্ঠিতচিত্তে বলো। যদি দুষ্কর কর্ম হয়—তোমাদের প্রীতির জন্য তাও ক'রব।'

ভীষ্ম যথার্থ আন্তরিকতার সঙ্গে স্নেহ-কোমল লঘু কণ্ঠে এই আশ্বাস-বাক্য উচ্চারণ করলে যুধিষ্ঠির সাহস সঞ্চয় ক'রে করজোড়ে বললেন, 'পিতামহ, আজ একান্ত বিপন্ন হয়েই আপনার কাছে এসেছি। আপনি আর কয়েকদিন এভাবে যুদ্ধ করলে মনে হয় সমগ্র সৃষ্টি লোপ পাবে। আমরা কি ভাবে তাহলে যুদ্ধে জয়ী হবো, প্রজারা কি ক'রে রক্ষা পাবে! ধর্মের মর্যাদাই বা কী ভাবে প্রতিষ্ঠিত হবে? আপনার বিক্রম কোনমতেই আমাদের সহ্য হচ্ছে না। আপনার অবিরাম বাণবর্ষণের মধ্যে আমরা তিলার্ধ ছিদ্রও দেখতে পাই না। আপনার ধনু অবিরাম মন্ডলাকারে আবর্তিত হয়। কখন বাণ নেন, কখন জ্যা কর্ষণ ক'রে তা ত্যাগ করেন, পুনশ্চ কখনই বা তূণীর হ'তে শর সংগ্রহ করেন—আমাদের দৃষ্টির অসাধ্য তা লক্ষ্য করা। তাই আজ অনন্যোপায় হয়ে আপনার কাছে এসেছি, আপনিই বলে দিন—কেমন ক'রে আমরা জয়ী হবো।'

ভীষ্ম ধীরভাবে যুধিষ্ঠিরের বক্তব্য শুনে হাসলেন একটু। স্নিগ্ধ সপ্রীতি হাসি—অনুকূল মনোভাবেরই পরিচায়ক। বললেন, 'তুমি যে আমার বধোপায় আমাকেই জিজ্ঞাসা করতে এসেছ—এতেই বুঝেছি তোমার জয় এবং কল্যাণ সুনিশ্চিত। একথা সত্য, আমি শরাসন গ্রহণ ক'রে যুদ্ধে অবতীর্ণ হ'লে আমাকে পরাজিত করা শ্রীকৃষ্ণ ও অর্জুন ব্যতীত কারও পক্ষে সম্ভব নয়। পরন্তু তাঁদের পক্ষেও তা অনায়াসসাধ্য হবে না। অতএব অতি সত্বর ভূপাতিত করার জন্য যত্নবান হও। অর্জুনকে বলো আমাকে যদৃচ্ছ প্রহার করতে। আর একটি উপায় শোন—পূর্বেও বলেছি দ্রুপদপুত্র শিখন্ডী প্রথমে স্ত্রীলোকরূপেই জন্মগ্রহণ করেছিলেন, পরে পুরুষে

রূপান্তরিত হন, তাঁর রথধ্বজও অমাঙ্গলিক চিহ্নযুক্ত—অতএব আমি কোনক্রমেই তাঁর প্রতি শরবর্ষণ করব না। তাঁর রথ সম্মুখে রেখে তোমরা সকলে মিলে ক্রমাগত আমাকে শরবিদ্ধ করো, তাতেই আমি একসময় অপাঙ্গ অক্ষম হয়ে পড়ব।'*

ক্ষণকাল মাত্র নীরব থেকে মহাত্মা ভীষ্ম পুনশ্চ বললেন, 'বৎসগণ, তোমাদের কল্যাণ হোক, তোমরা জয়লাভ করো, এ বিশ্বে ধর্মের শাসন প্রবর্তিত হোক, দরিদ্র দুর্বল প্রজাগণ অধার্মিক শাসকদের অযথা নিপীড়ন থেকে মুক্তিলাভ ক'রে স্বচ্ছন্দে নিজেদের মতো জীবনযাত্রা নির্বাহ করুক। আমারও আর জীবনবহনের ইচ্ছা নেই। প্রাণধারণের মূল্য শোধ করতে ইচ্ছার বিরুদ্ধে পাপিষ্ঠের দাসত্ব করতে হয়েছে -কিন্তু আর না। কেশব, আমার ইচ্ছাও তুমি পূর্ণ করেছ, তুমি ধন্য। তোমার জয় হোক।'

তাঁকে ভক্তিভরে, সম্ভবতঃ শেষবারের মতো প্রণাম জানিয়ে, পান্ডবরা অপরাধবোধ-ভারাক্রান্ত চিত্তে বস্ত্রাবাসের বাহিরে এলেন। সকলেরই দৃষ্টি বাষ্পাচ্ছন্ন, ফলে উচ্চাবচ প্রান্তরভূমি অতিক্রমের সময় পদে পদে আঘাত পেতে লাগলেন। যুধিষ্ঠির সক্ষোভে বললেন, 'ক্ষাত্রধর্মে ধিক্! বংশের বৃদ্ধতম ব্যক্তি, স্নেহশীল পিতামহ—তাঁর কাছ থেকে উপায় জেনে নিয়ে তাঁকে বধ করতে হচ্ছে, এর থেকে নৃশংসতা আর কি হ'তে পারে! যে ব্যক্তি সস্নেহে আশীর্বাদের সঙ্গে স্বচ্ছন্দে প্রসন্ন ঔদার্যে নিজের মৃত্যুর উপায় বলে দেন—একান্ত পামর ছাড়া তাকে কেউ হত্যা করে না। আমাদের সেই কাজই করতে হচ্ছে। প্রব্রজ্যাধারী তপস্বীরাই সুখী তাঁদের কদাপি এমন গর্হিত কার্যের প্রয়োজন হয় না।'

অর্জুন কপোলবাহিত অশ্রুচিহ্ন অপনোদনের চেষ্টা করতে করতে বললেন, 'বন্ধু, পিতৃকুলে যাঁর নিকট থেকে সর্বাধিক স্নেহ লাভ করেছি, তাঁকে কেমন করে নির্মম প্রহারে জর্জরিত করব! জয়লাভ থাক, আমাদের এ রাজ্যে প্রয়োজন নেই—আমরা বনেই সুখে ছিলাম, সেখানেই ফিরে যাই।'

শ্রীকৃষ্ণ কঠিনকণ্ঠে উত্তর দিলেন, 'বহুলোকের মৃত্যুর দায় ইতিমধ্যে তোমাদের এই রাজ্যলাভ-প্রত্যাশার উপর বর্তেছে—এখন আর স্ত্রী-জনোচিত বিলাপ শোভা পায় না। ফাল্গুনী, তুমি ক্ষত্রিয়, এ যুদ্ধে জয়লাভ করবে এই প্রতিজ্ঞা ক'রে এখানে এসেছ। ভীষ্মকে নিপাতিত না করলে যুদ্ধে জয়লাভের কোন সম্ভাবনা নেই। তাঁকে বধ করতেও তুমি বাক্যবদ্ধ। তুমি ক্ষণিকের জন্য মোহান্ধ হয়েছ নইলে ভেবে দেখতে—জন্মমৃত্যু সমস্তই ভাগ্য স্থির করেন, পরমায়ু জন্মলগ্নেই নির্ধারিত হয়ে থাকে। তাঁর যেমন ভাবে যে সময়ে মৃত্যু নির্দিষ্ট আছে, সেই সময় সেই ভাবেই হবে কেউ তার অন্যথা করতে পারবে না। সর্বাধিক বুদ্ধিমান বৃহস্পতি ব'লে গেছেন, "নানা-সদ্‌গুণান্বিত ব্যক্তিও আততায়ী হ'লে, তার দ্বারা তোমার অনিষ্ট হবার বা প্রাণসংশয়ের কারণ উপস্থিত হ'লে তাকে নিহত করতে দ্বিধা করবে না।"...পরন্তু ক্ষত্রিয়ের ধর্মই এই—অসূয়ারহিত ভাবে শত্রু বধ করবে,

---

* ভীষ্মের প্রতিজ্ঞা ছিল, অস্ত্রহীন, ভূপাতিত, আহত, বর্ম ও ধ্বজবিহীন, পলায়মান, মরণাপন্ন স্ত্রী, স্ত্রীনামধারী বিকলেন্দ্রিয়, এক পুত্রের পিতা, নীচাচারী এবং যার ধ্বজায় অমঙ্গল চিহ্ন—এমন ব্যক্তির সঙ্গে তিনি যুদ্ধ করবেন না।

এবং প্রাণপণে প্রজা রক্ষা করবে। সেই ধর্ম পালন করো।'

ভীষ্মের উপদেশমতো পরদিন প্রাতে শিখণ্ডীকে পুরোভাগে রেখে পাণ্ডবরা ভীষ্মকে বেষ্টন ক'রে প্রচণ্ডভাবে আক্রমণ করলেন। ভীষ্ম শিখণ্ডীকে দেখে ঈষৎ হাস্যসহকারে বললেন, 'তুমি যতই আমাকে অস্ত্রাঘাত করো—তোমাকে আমি প্রত্যাঘাত করব না। কারণ তুমি স্ত্রীলোক হয়ে জন্মগ্রহণ করেছিলে, আমার কাছে আজও তাই আছ।'

শিখণ্ডী অল্পবয়সোচিত স্পর্ধাসহকারে বলতে গেলেন, 'তুমি দেব যক্ষ রক্ষ সকলেরই অজেয় হতে পারো, কিন্তু আজ আমার হাতে তোমার পরিত্রাণ নেই।'

ভীষ্ম যেন তাঁকে অপ্রতিভ করতেই, স্নেহ-মধুর হাস্যে দক্ষিণহস্তে অভয়মুদ্রা ক'রে অপর যোদ্ধাদের সংহারে প্রবৃত্ত হলেন। কিছু পরে, যুদ্ধরত অবস্থাতেই যুধিষ্ঠিরকে ইঙ্গিতে আহ্বান ক'রে—নিকটে এলে বললেন, 'তোমরা আমাকে নিপাতিত করো, আমি সক্ষম ও রথারূঢ় থাকতে কর্তব্যে অবহেলা করতে পারব না।'

শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে প্রবোধিত ও প্রবুদ্ধ-করার চেষ্টা করলেন, 'ধনঞ্জয়, তুমি শীঘ্র যথাশক্তি পিতামহকে আঘাত করো—নচেৎ অকারণে যুদ্ধ বিলম্বিত হলে, উনিও নিষ্কৃতি পাবেন না। উনিই যে কেবল অপরকে আঘাত করছেন তা তো নয়, এই ক্লান্তিকর অবিরাম হত্যাকাণ্ড ওঁকেও শ্রান্ত, বিমর্ষ ও জীবনে বীতস্পৃহ করে তুলেছে। সেই কষ্টকর অবস্থা থেকে ওঁকে উদ্ধার করো।'

যুদ্ধ এই এক বিশেষ বিন্দুতে কেন্দ্রীভূত দেখে, পাণ্ডবদের অভিপ্রায় বুঝে কৌরবপক্ষের মহারথীরাও ভীষ্মকে রক্ষা করার জন্য সেইখানে সমবেত হলেন। ভীষ্ম পাণ্ডবদের বড়ই আশ্বাস দিন, তাঁর ধনুঃশর তখনও শ্রান্ত কি ক্লান্ত হয় নি। বোধ হয় অর্জুনও বিগতরাত্রির সেই আবেগজনিত দুর্বলতা মন থেকে মুছে ফেলেছেন। তিনি সাক্ষাৎ কালান্তক যমের মতোই সংহারমূর্তি ধারণ করলেন। সেই দ্রুত ও অবিরাম অনবসন্ন শস্ত্রবর্ষণের মধ্যেই শিখণ্ডীকে ডেকে বললেন, 'তুমি নিরস্ত থেকো না, প্রাণপণে ওঁকে শরবিদ্ধ করো। আজ যদি আমরা ভীষ্মকে নিহত বা নিরস্ত্র করতে না পারি—লজ্জার শেষ থাকবে না।'

অর্জুন নিজেও শত্রুপক্ষের অপর যোদ্ধাদের বধ করার মধ্যে মধ্যেই ভীষ্মকে লক্ষ্য ক'রে তীক্ষ্ণাগ্র অস্ত্রগুলি নিক্ষেপ করতে লাগলেন। সে আঘাত ভীষ্মকে নির্ঘাতভাবে আহত করতে লাগল, তার ফলে বর্মের মধ্য দিয়েই রুধিরক্ষরণ হ'তে লাগল। ভীষ্মের প্রসন্নতা তখনও অব্যাহত, দুঃশাসনকে উদ্দেশ্য ক'রে মৃদুহাস্যে বললেন, 'পুত্র অর্জুনের অস্ত্রশিক্ষা সার্থক, আর কেউই আমাকে এভাবে ক্ষতবিক্ষত করতে পারত না। এসব কোন তীরই শিখণ্ডী বা ধৃষ্টদ্যুম্ন কি সাত্যকির নয়, ওদের অস্ত্র বর্মেই প্রতিহত হয়, অর্জুনের তীর বর্ম দেহচর্ম দুইই ভেদ করে। এমন বাহুবল ও অস্ত্রত্যাগকৌশল একমাত্র অর্জুনই করতে পারেন।'...

দুর্যোধন অবসন্ন ও খিন্ন হয়ে ভীষ্মকে সম্বোধন ক'রে বললেন, "দাবানল যেমন তৃণ হ'তে বনস্পতিসকল নির্বিচারে দগ্ধ করে, অর্জুন

তেমনিই আমার পক্ষের সকলকে রথী-পদাতিক নির্বিশেষে নিধন করছেন। ভীম প্রভৃতি অপর রথীরাও কম নিপীড়ন করছেন না। আপনি রক্ষা করুন।'

ভীষ্ম তিক্তকণ্ঠে উত্তর দিলেন, 'আমি তোমাকে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলাম আমার সৈনাপত্যে প্রতিদিন অপরপক্ষের অন্যূন দশ সহস্র ব্যক্তি নিহত হবে, সে প্রতিজ্ঞা অদ্যাপি রক্ষা করেছি। আজই আমার যুদ্ধের শেষ দিন, হয় আজ আমি এই কুরুক্ষেত্রে শয্যা নেব, নতুবা পান্ডবরা পরাজিত নিহত হবে। তবে সম্ভবত তোমার কাছে আমার যে ঋণ—তোমার অন্ন গ্রহণ করেছি—সে ঋণ আজ আমার মৃত্যুতেই শোধ হবে।'

ভীষ্ম অতঃপর যেন আরও উগ্র হয়ে উঠলেন। চতুর্দিকে আহতদের আর্তনাদ, মুমূর্ষুর অন্তিম যন্ত্রণাধ্বনি শ্রুত হ'তে লাগল। সমস্ত আকাশ শরজালে মেঘমেদুর অপরাহ্নের মতো দিবালোককে অস্পষ্ট বিলুপ্ত ক'রে দিল। মনে হ'ল ভীষ্ম নন—সাক্ষাৎ শিবই প্রলয় তান্ডবে মত্ত হয়েছেন।

ভীষ্মের এই রুদ্রমূর্তি দেখে ভীম প্রভৃতি চার পান্ডব, অর্জুন, অভিমন্যু, ঘটোৎকচ, সাত্যকি, বিরাট, দ্রুপদ এবং প্রধান সেনাপতি ধৃষ্টদ্যুম্ন একযোগে ভীষ্মকে লক্ষ্য ক'রেই শর অস্ত্রক্ষেপ করতে লাগলেন। অপরপক্ষও নিষ্ক্রিয় কি উদাসীন রইল না। কিন্তু গান্ডীবী অর্জুন যেখানে অখন্ড মনোযোগে যুদ্ধ করছেন সেখানে তারা কি বা কতটুকু বাধা দিতে পারে?

এমনকি আচার্য দ্রোণও তাঁর প্রিয়তম শিষ্যের এই যুদ্ধ দেখে প্রমাদ গণলেন। অপত্যস্নেহবশত তিনি একমাত্র পুত্র অশ্বত্থামাকে এই কদিন যুদ্ধের বিপদজনক অংশ থেকে দূরে রাখছিলেন, আজ তাকে নিকটে আহবান ক'রে বললেন, 'ভীষ্ম ও অর্জুন আজ যেভাবে দ্বৈরথ যুদ্ধে বদ্ধ হয়েছেন তাতে আমি শঙ্কিত বোধ করছি, আমার চিত্ত অবসন্ন হচ্ছে, আমি যেন চতুর্দিকে নানা দুর্নিমিত্ত দেখতে পাচ্ছি। পান্ডবরা শিখন্ডীকে সম্মুখে রেখে যুদ্ধ করছেন, ভীষ্ম কদাচ ওকে অস্ত্রাঘাত করবেন না; অর্জুন যোদ্ধাশ্রেষ্ঠ—বোধ করি দেবগণেরও অজেয়। আজ এই যুদ্ধে প্রলয়ঙ্কর কান্ড ঘটবে। বৎস, পরাশ্রিত পরভৃত ব্যক্তিদের নিরাপদ দূরত্বে থেকে প্রাণরক্ষার সময় এ নয়—আশ্রয়দাতার ঋণ শোধের চেষ্টাই অবশ্য-করণীয়। ধর্মরাজ যুধিষ্ঠির ক্রুদ্ধ হয়েছেন, কৌরবদের সর্বনাশ অনিবার্য। তবু আমাদের কর্তব্য আমরা করব। তুমি যতদূর সম্ভব অর্জুনের দৃষ্টি কি তাঁর গতিপথ পরিহার ক'রে অন্য রথীদের নিবারণ করো। বিশেষ ধৃষ্টদ্যুম্ন ও ভীমসেনকে ঐ স্থল থেকে যদি কিছু দূরে নিয়ে যেতে পারো, দুর্যোধনের মহৎ উপকার হবে। আমি স্বয়ং যুধিষ্ঠিরকে প্রতিহত করব।'

কিন্তু যাকে রক্ষা করার জন্য প্রয়াস—সেই পিতামহ ভীষ্ম দশদিন-ব্যাপী যেন এই বিরাট নরমেধযজ্ঞে বিরক্ত হয়ে উঠেছিলেন। জীবনে আর কিছুমাত্র রুচি ছিল না, অভীপ্সা ছিল না এ যুদ্ধে জয়লাভেরও। প্রাণ-ধারণ, সুখদুঃখ—এ যুদ্ধের ফলাফল—সমস্ত কিছু সম্বন্ধেই উদাসীন। তিনি পুনশ্চ যুধিষ্ঠিরকে লক্ষ্য ক'রে উচ্চৈঃস্বরে বললেন, 'বৎস, আমার এ যুদ্ধে অত্যন্ত বিরাগ দেখা দিয়েছে। তুমি অর্জুনকে বলো যতশীঘ্র সম্ভব আমাকে নিহত করুক। সে ছাড়া এ কার্য আর কারও সাধ্যায়ত্ত নয়।'

যুধিষ্ঠিরের মুখে এই বার্তা পেয়ে অর্জুন দ্বিগুণ ও প্রচণ্ড বেগে আক্রমণের গতি বর্ধিত করলেন। তিনি বার বার ভীষ্মের ধনু ছেদন করতে ভীষ্ম অন্য অস্ত্র নিক্ষেপের চেষ্টা পেলেন. অর্জুন চোখের নিমেষে তাও প্রতিহত করলেন।

নানা বিচিত্র ও শক্তিশালী মারণাস্ত্রসমূহ যখন অর্জুনের ক্ষিপ্রতা ও প্রচণ্ডতর অস্ত্রনিক্ষেপের ফলে বিনষ্ট হতে লাগল তখন ভীষ্ম বুঝলেন এবার তাঁর বিরত হবার কাল সমাগত, অন্তিম সময় আসন্ন। তাঁর যোদ্ধৃ-জীবনের এইবার পরিসমাপ্তি। তিনি ধীরভাবে শান্ত সস্মিত হাস্যে ইষ্ট-দেবী গঙ্গাকে স্মরণ ক'রে ধনুঃশর ত্যাগ করলেন। কিন্তু তখনই অবতরণ কি রণক্ষেত্র ত্যাগের চেষ্টা করলেন না. স্থির হয়ে রথেই বসে রইলেন।

এ পক্ষের শরবর্ষণে অবশ্য ছেদ নেই। উপযুক্ত অবসর বা সুযোগ বুঝে শিখণ্ডী প্রভৃতি বহু যোদ্ধা উৎসাহিত হয়ে অধিকতর বেগে অস্ত্র নিক্ষেপ করতে লাগলেন। তাতে ভীষ্মকে বিশেষ বিচলিত দেখা গেল না, সে সব শর তাঁর বর্মেই বাধা পেল. কিন্তু অর্জুনের শর সাংঘাতিক. তাঁর নিক্ষে-পণের শক্তিও অনন্যসাধারণ; তা অনায়াসে বর্ম ভেদ ক'রে দেহে বিদ্ধ হ'তে লাগল। ভীষ্ম পুনশ্চ ঈষৎ হাস্য ক'রে দুঃশাসনকে দেখালেন, 'এই যে সব বজ্রতুল্য মর্মভেদী বাণ বর্ম ভেদ ক'রে দেহে বিদ্ধ হয়ে এই রক্তক্ষরণের কারণ হচ্ছে—এ সবই অর্জুনের। এতকাল তিনি প্রীতিবশত আমাকে এভাবে প্রহার করা থেকে বিরত ছিলেন; মনে হচ্ছে এবার আমার অন্তিম-কাল আসন্ন।'

কথাগুলি প্রসন্ন ঔদার্যেই বলা। প্রীতির অভাব নেই. জীবনের আসক্তি বা মমতা তো নেইই—তথাপি, নিরবচ্ছিন্ন এই প্রহারযন্ত্রণায় জর্জরিত হয়ে ভীষ্ম একসময় চর্ম ও খড়্গ নিয়ে দ্বৈরথ সমরের উদ্দেশ্যে রথ থেকে অব-তরণের চেষ্টা করতে গেলেন—কিন্তু তার পূর্বেই অর্জুন তাঁর সে চর্মও খণ্ড খণ্ড ক'রে দিলেন। এবার যুধিষ্ঠিরের নির্দেশে তাঁর পক্ষীয় বীরগণ চারিদিক থেকে ওঁকে বেষ্টন ক'রে অস্ত্রবর্ষণ আরম্ভ করলেন। তাঁদের প্রচণ্ড তেজ প্রতিরোধে অসমর্থ কৌরবরা ভীষ্মকে রক্ষা করার আশা ত্যাগ ক'রে আত্মরক্ষার্থ নিরাপদ দূরত্বে চলে গেলেন।...তখন এঁদের যদৃচ্ছ শরাঘাতের অবাধ অবসর। শেষে এমন অবস্থা দাঁড়াল—ভীষ্মের দেহে এক আঙ্গুল পরিমিত স্থানও অক্ষত রইল না।

মানবদেহধারী মাত্রেরই দৈহিক যন্ত্রণা সহ্য করার শক্তি সীমাবদ্ধ—ভীষ্মও আর সহ্য করতে পারলেন না। অবিরাম রক্তক্ষরণে দুর্বল ও অবসন্ন হয়ে রথ থেকে ভূমিতে পড়ে গেলেন।

যতই কেননা সকলে এই পরিণতি আশঙ্কা বা আশা ক'রে থাক—ঘটনাটার তাৎপর্য সম্পূর্ণ মস্তিষ্কায়ত্ত হ'তে এবং বিশ্বাস করতে বেশ কিছুক্ষণ সময় লাগল—প্রায় অর্ধদণ্ডকাল। একটা সশব্দ দীর্ঘায়ত দীর্ঘ-নিঃশ্বাস গ্রহণের সঙ্গে নেমে এল একটা অদ্ভুত অবর্ণনীয় নীরবতা—তারপর সেই প্রশ্বাস ধীরে ধীরে বহির্গত হ'ল—যেন সেটুকু শব্দও করতে কারও সাহস হচ্ছে না—মনে হচ্ছে মানবোত্তর এই মানবের এই মহামহিমময় পত-নের গুরুত্ব লাঘব করা হবে তাতে।

এ কী হ'ল! এও কি সম্ভব! এ কি তারা সত্যই দেখছে!

হিমালয় চূর্ণবিচূর্ণ হয়ে তাদের চক্ষের সম্মুখে বালুকারাশিতে রূপান্তরিত হ'লে বা সে স্থলে বিশালবিপুল সমুদ্রতুল্য হ্রদ দেখা দিলেও বোধ করি এতটা বিস্ময় বোধ হ'ত না, অথবা বিপুল তরঙ্গোচ্ছ্বাসে সমুদ্রজল পর্বতপ্রমাণ হয়ে যদি স্তম্ভিত হয়ে থাকত—তাহলেও না।

ভীষ্ম! ভীষ্মর মৃত্যু ঘটল! এখনও যদি শেষ নিঃশ্বাসটুকু বহির্গত না হয়ে থাকে—শীঘ্রই হবে। আর বীর যোদ্ধার যুদ্ধে অক্ষমতা তো মৃত্যুরও অধিক। সেই ভীষ্ম! লোকে বলে যাঁর ইচ্ছামৃত্যু, যিনি যক্ষ রক্ষ গন্ধর্ব দেব মানব সকলের অজেয়—তিনি নিজেরই পৌত্রদের শরাঘাতে বিকল হয়ে ভূমিশয্যা গ্রহণ করলেন! এও কি সত্য হ'তে পারে!

এই অস্বাভাবিক নীরবতার পরই শোনা গেল বহুযোজনব্যাপী রণভূমির অগণিত যোদ্ধাদের হা হা বিলাপ শব্দ। কৌরবপক্ষে তো বটেই, পাণ্ডবপক্ষেও অনেকে প্রকাশ্যেই রোদন করতে লাগলেন। একমাত্র ভীম ব্যতীত কেউই কোন হর্ষোল্লাস প্রকাশ করলেন না—সকলেরই অন্তরে এক বিপুল ব্যথা অনুভূত হ'তে লাগল। ভীষ্ম শুধু ত্যাগীশ্রেষ্ঠ, যোগীশ্রেষ্ঠ, যোদ্ধাশ্রেষ্ঠ তাই নন—তিনি জ্ঞানীশ্রেষ্ঠ, মানবশ্রেষ্ঠও। এ ব্যক্তি সকলের উপকারী, সকলের প্রতি স্নেহশীল—স্বার্থলেশহীন ঔদার্যমূর্তি। তিনি যে সকলের প্রিয়, সকলের শ্রদ্ধেয়। যাঁরা তাঁকে ভূপাতিত করলেন—তাঁরাই তো এ জয়ে কেউ সুখী নন, অকারণ অনুশোচনায় দগ্ধ হচ্ছেন।

হাহাকার শব্দে ক্রন্দন ক'রে কক্ষকুট্টিমে ললাটাঘাত করতে লাগলেন অন্ধ ধৃতরাষ্ট্র। দ্রোণ রথের উপরই সংজ্ঞাহীন হয়ে পড়ে গেলেন। যুদ্ধের অবহার কাউকে ঘোষণা করতে হ'ল না। আপনিই—যেন অব্যক্ত এক অন্তরাদেশে, অনুচ্চারিত অলিখিত সম্মতিচুক্তিতে তা বন্ধ হয়ে গেল।

এই মহাপতনের পর এই রাজ্যজয়েচ্ছা, এই ক্ষুদ্রস্বার্থসংঘাত নিতান্ত তুচ্ছ ও অর্থহীন ব'লে বোধ হ'ল সকলের।

এই মহাপতন-সংবাদে বিজয়সংবাদ-প্রত্যাশায় প্রতীক্ষমাণ দূরস্থ পাণ্ডব রাজপরিবারের পুরললনাদের মন এবং মুখ বিষাদের কৃষ্ণছায়ায় অবগুণ্ঠিত হ'ল। কৌরবপক্ষে ততোধিক। তাঁরা এক অজ্ঞাত আতঙ্কে স্তব্ধ প্রতস্তরীভূত হয়ে রইলেন, প্রাণের লক্ষণ বলতে রইল শুধু কপোলবাহিত অশ্রুধারার অবিরল নিঃশব্দ বর্ষণ। কিংবা, অজ্ঞাত বলাও হয়ত ভুল; যে অমঙ্গলাশঙ্কা উচ্চারণ করতে সাহস হ'ল না, হয় নি—সেই পরিণতি বা পরিণামের সম্পূর্ণ না হোক, অস্পষ্ট একটা আকার কি তাঁরা দেখতে পাচ্ছিলেন না?

সে সংবাদ তাই কর্ণকেও সুখী বা উল্লসিত না ক'রে—তাঁর পক্ষে এক অবিশ্বাস্য জাড্যে—অনড় ক'রে দিল।

এ দৃশ্য প্রত্যক্ষ করলেও প্রত্যয় হয় না—অপরের মুখে শ্রুত সংবাদ তো বিশ্বাস করার কথাও নয়। বিহ্বলতা বিমূঢ়তা সেই কারণেই।
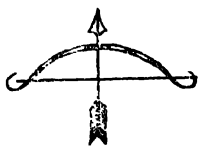
॥ ১১ ॥

অবশেষে একসময় বিশ্বাস করতে হয় বৈকি?

উপর্যুপরি বার্তাবাহক আসছে একই সংবাদ নিয়ে। সকলেরই মুখ বিষাদকালিমাচ্ছন্ন, কারও বা চক্ষু অশ্রুসিক্ত, কণ্ঠস্বর বাষ্পরুদ্ধ। তারা যেন নিজেদেরই অপরাধী বোধ করছে। সে সংবাদ দেবার সময়—ঐ মহান ব্যক্তির মহাপতনের সংবাদ—বারে বারে নিজেদের শিরে করাঘাত করছে।

না, বিশ্বাস না করতে পারার মতো আশ্রয় বা আশ্বাস কোথাও নেই।

দুর্যোধনের সন্ত্রাসার্ত আহ্বান এসে পৌঁচেছে ইতিমধ্যেই। এখনই কৌরব শিবিরে যাত্রা করতে হবে। নূতন সেনাপতি বৃত হবেন আজ রাত্রেই। অদ্যকার এ দুর্ঘটনা সকলের মন যতই গুরু-ভারাক্রান্ত ক'রে রাখুক—কৌরবদের বিজয়াশায় যতই ভয়াবহ জিজ্ঞাসাচিহ্ন অঙ্কিত হোক তাদের মনে—যুদ্ধ আর বন্ধ হবে না, বন্ধ করা যাবে না; প্রত্যূষেই আবার সেই ক্লান্তিকর মৃত্যুলীলা আরম্ভ করতে হবে।

আরও অনেক সংবাদ পেলেন কর্ণ।

অত্যল্পকাল মধ্যে বহু সংবাদবাহক এসে পেঁছিল সেই সব বার্তা নিয়ে।

ভীষ্ম মৃতকল্প অবস্থায় আছেন কিন্তু মৃত্যু হয় নি তাঁর। তিনি নাকি এখনই দেহত্যাগ করবেন না। সূর্য উত্তরায়ণে না গমন করা পর্যন্ত অপেক্ষা করবেন।

এ তিনি করতে পারেন।

এই যোগীবর মৃত্যু ও শারীরিক অনুভূতিকে ইচ্ছাধীন করেছেন। কামার্ত পিতার বাসনা পরিতৃপ্তির জন্য যখন নিজের জীবন, ভবিষ্যৎ, বাসনা কামনা, সিংহাসন—ইহজীবনের যা কিছু ভোগ মানুষের কাম্য সব আহুতি দিয়েছিলেন—কিম্বদন্তী, সেই সময়ই লজ্জিত অনুতপ্ত অথচ কামনার কাছে অসহায় পিতা আশীর্বাদ করেছিলেন—মৃত্যু তাঁর ভৃত্যবৎ আয়ত্তাধীন থাকবে। তবে ঋষিরা বলেন, ওঁর মতো ঊর্ধ্বরেতা শুদ্ধচিত্ত যোগীর পক্ষে মৃত্যুকে ইচ্ছাদাস করা এমন কিছু কঠিন বা বিস্ময়কর নয়।

আরও শুনলেন অঙ্গাধিপতি।

সমস্ত শরীর অগণ্য শরবিদ্ধ হওয়ায় ভীষ্মের দেহ ভূমিস্পর্শ করে নি। বস্তুত সেই সব নিশিত শরের উপরেই তিনি শয়ান আছেন। দুর্যোধন ও যুধিষ্ঠির উভয়েই প্রবীণ অভিজ্ঞ শল্যচিকিৎসক আহ্বান করেছিলেন, ক্লান্ত কিন্তু সস্মিত হাস্যে ভীষ্ম সে চিকিৎসা প্রত্যাখ্যান করেছেন। বলেছেন, 'অবিলম্বে এঁদের প্রাপ্য সম্মানদক্ষিণা দিয়ে নিজ নিজ স্থানে পাঠিয়ে দাও। পেশী মেদ বা স্নায়ুর অনুভূতি আর আমাকে কায়িক ক্লেশে কাতর করতে পারবে না। বরং এ আমার গৌরবশয্যা, সর্বতোভাবে প্রকৃত যোদ্ধার উপযুক্ত।

এই বীরশ্লাঘ্য অন্তিম শয্যা থেকে আমাকে বঞ্চিত ক'রো না। তদ্ব্যতীত চিকিৎসায় সুস্থ হ'লে আবারও যুদ্ধের প্রশ্ন উঠবে—সে অভিরুচি আমার নেই। এ সময় তোমরা এই বৃদ্ধ মৃত্যুপথযাত্রীর সামান্য স্বাচ্ছন্দ্যচিন্তা নিয়ে অযথা ব্যস্ত হয়ো না—বস্তুত এ আমার সুখশয্যাই। শুধু মস্তক কেউ শরবিদ্ধ করে নি, শ্রদ্ধা বা মমতাবশত, একটা উপাধানের ব্যবস্থা ক'রে দাও।'

তাঁর বাক্যের সম্যকার্থ কেউ বুঝতে পারেন নি। সকলেই ব্যস্ত হয়ে চতুর্দিকে রথ ও অশ্বারোহী প্রেরণ ক'রে কোমল সুখদ রেশমাবৃত উপাধান উপস্থিত করেছিলেন। ভীষ্ম এঁদের নির্বুদ্ধিতায় বিরক্ত হয়ে ভ্রূকুঞ্চিত ক'রে শুধু বলেছিলেন, 'আঃ! অর্জুন, অর্জুন কোথায় গেল? যে শয্যা রচনা করেছে সে-ই উপাধান দিক।'

বাসুদেবের ইঙ্গিতে অর্জুন অবনতবদনে নিকটে গিয়ে তিনটি শরের উপর পিতামহের মস্তক রক্ষা করলেন। ভীষ্ম পরিতৃপ্তির নিঃশ্বাস ফেলে যেন কতকটা স্বগতোক্তিই করলেন, 'এই লোকের সঙ্গে যুদ্ধ ক'রে দুর্যোধন জয়ী হ'তে চায়! ধিক!'

তারপর বললেন, 'বড় তৃষ্ণা। অর্জুন, আমি এখন জীবন ও মৃত্যুর মধ্যস্থলে—জীবিতদের মধ্যে গণ্য নই, পরলোকেও পৌঁছই নি। তুমি আমাকে এ অবস্থার উপযুক্ত পানীয় দাও।'

তাও নাকি দিয়েছেন অর্জুন।

এই বিষণ্ণ, পরিণাম-চিন্তা-ভারাক্রান্ত অবস্থাতেও কর্ণ যুগপৎ ঈর্ষার এক গোপন দংশনজ্বালা এবং—কৃতী পুরুষের উপযুক্ত ঔদার্যে, অপরের সত্যকার কীর্তিতে মুগ্ধ প্রশংসাবোধও অনুভব না ক'রে পারলেন না।

অর্জুন পিতামহের এই অনুজ্ঞা তাঁর যোগ্য ভাবেই পালন করেছেন। তীক্ষ্ন এবং শক্তিশালী কয়েকটি দিব্য আয়ুধে ধরিত্রীর বক্ষ বিদীর্ণ ক'রে পাতালবাহিনী ভোগবতীর স্রোতধারা একটি ঊর্ধ্বোৎক্ষিপ্ত নির্ঝরিণী রূপে উপরে আনয়ন করেছেন সেই ভূগর্ভ-উৎসারিত অমৃতোপম বারি একেবারেই ভীষ্মর মুখমধ্যে এসে পড়েছে—কোন পাত্রের আবশ্যক হয় নি। ভীষ্মর পিপাসা শান্ত ও তৃপ্ত হ'লে অর্জুনই আবার সে উৎসমুখ রুদ্ধ ক'রে দিয়েছেন।

বলিহারি! বলিহারি! কর্ণ বার বার উচ্চারণ করেছেন নিজের মনেই।

ভাগ্যের পরিহাসে ও নিষ্ঠুর চক্রান্তে প্রতিরথী প্রতিদ্বন্দ্বী না হলে এই অনুজের কীর্তিতে আজ যথার্থ গৌরবানন্দ অনুভব করার কথা।

ভীষ্ম অতঃপর শেষবারের মতো, আরও একবার দুর্যোধনকে বোধ করি সতর্ক করতে চেয়েছেন। বলেছেন, 'বৎস, অর্জুনের মধ্যে বীর্যের সঙ্গে বুদ্ধি মিলিত হয়েছে—সেই জন্যই সে অপরাজেয়। তোমরা তাকে পরাজিত করতে পারবে না। বিশেষ পাণ্ডবদের শৌর্য ও শিক্ষা ধর্মের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত; লোকোত্তর বুদ্ধি ও মানবদুর্লভ প্রজ্ঞাসম্পন্ন শ্রীকৃষ্ণ তাঁদের সহায়। তিনি একাই এ ভারতভূমি নিঃক্ষত্রিয় করতে পারেন—কিন্তু জনশিক্ষার নিমিত্তই সহায়সম্বলহীন পাণ্ডবদের দ্বারা একবার দিগ্বিজয়*

* রাজসূয় যজ্ঞের প্রাক্কালে।

করিয়েছেন; এবার এ যুদ্ধে তাদের জয়ী ক'রে মদোদ্ধত, ঈর্ষী, পরশ্রীকাতর, অত্যাচারী, লোভী ও কলহপরায়ণ ক্ষত্রিয় নৃপতিদের ধ্বংস করবেন। তোমরা নিজেদের সেই ধ্বংসযজ্ঞের সহায়ক হয়েছ। আমি এখনও অনুরোধ করছি —সৎ পরামর্শ গ্রহণ করো—আমার মৃত্যুতেই এ বিবাদের অবসান হোক। পান্ডবদের সঙ্গে সন্ধি ক'রে তাদের প্রাপ্য অর্ধরাজ্য প্রত্যর্পণ করো, তারা ইন্দ্রপ্রস্থে সুখে বসবাস করুক। শত্রুর পরিবর্তে মিত্র ও আত্মীয় রূপে তাদের লাভ করলে তোমরাও সুখে ও নির্বিঘ্নে রাজসুখ ভোগ করতে পারবে। তারা সহায় থাকলে রাজ্যসীমা বর্ধিত করাও আদৌ দুরায়াসসাধ্য থাকবে না।'

দুর্যোধন এ কথার কোন উত্তর দিলেন না, অবশ্য সেই নীরবতাতেই ভীষ্ম উত্তর লাভ করলেন। বুঝলেন, কোন রোগীর শিয়রে যখন শমন-দূতের আগমন ঘটে, তখন তার ঔষধ ও সুপথ্যে অরুচি হয়। দুর্যোধনের কাল পূর্ণ হয়েছে, সে এ হিতকর বাক্যের মূল্য উপলব্ধি করতে পারবে না। তিনি একটি দীর্ঘনিঃশ্বাস মোচন ক'রে তূষ্ণীম্ভাব অবলম্বন অব-লম্বন করলেন।

ক্রমে সন্ধ্যা সমাগত হ'ল। যেন মহামানবের মহাধনুর্ধরের এ পতনদৃশ্য সহ্য করতে না পেরে সূর্যদেব অন্ধ যবনিকার অন্তরালে অন্তর্হিত হলেন। একসময় এল রাত্রি, সে রাত্রিও গভীর থেকে গভীরতর হ'ল। এই মহাশ্চর্য অবিশ্বাস্য সংবাদ লোকমুখে বিস্তার লাভ করতে দূরদূরান্তর থেকে তীর্থ-যাত্রীর মতো রথী-মহারথী-পদাতিক-নির্বিশেষে যোদ্ধা, গৃহস্থ ও কুলনারীরা মহাবীর্যবান পুণ্যাত্মাকে শেষ শ্রদ্ধা নিবেদনের জন্য আকুল হয়ে ছুটে আসতে লাগলেন। কুমারী কন্যারা তাঁর দেহে মঙ্গলমাল্য, গন্ধপুষ্প ও লাজাঞ্জলি বর্ষণ করতে লাগল। এল সকল জাতি ও বর্ণের সাধারণ প্রজারা —যুদ্ধক্ষেত্রের বিভীষিকা ও অবর্ণনীয় আতঙ্ক উপেক্ষা ক'রে। নট বাদ্যকর গায়ক কথক ভৃত্য মৃত্তিকাখনক সূপকার ক্রীতদাস-দাসী ও অন্যান্য কর্মীরা সকলেই রোদন করতে করতে এসে তাঁর পদধূলি নিল। কৌরব ও পান্ডব উভয়পক্ষের বীরগণ অস্ত্র বর্ম ত্যাগ ক'রে এই শোকতীর্থে অনা-য়াসে সমবেত হলেন। ঘনিষ্ঠভাবে একত্রে তাঁরা কুরুপিতামহকে প্রণাম জানালেন, প্রদক্ষিণ করলেন।

ভীষ্ম উত্তরায়ণ পর্যন্ত জীবনধারণ করবেন. নিশ্চয় তার বহুপূর্বে এ যুদ্ধের অবসান ঘটবে—তত্রাচ যে কয়দিন যুদ্ধ চলে, ভ্রান্তিকর প্রচন্ড প্রমত্ততা থেকে সাংঘাতিক ভাবে আহত বৃদ্ধকে রক্ষা করা প্রয়োজন। যুদ্ধের গতি এক এক সময় বিভিন্ন অবস্থায় বিভিন্ন স্থানে কেন্দ্রীভূত হয়, যদি যুযুধান কোন বৃহৎ অংশ এই দিকে এসে পড়ে তখন কারও পক্ষে ওঁর কথা স্মরণে রেখে সতর্ক হওয়া সম্ভব হবে না। সুতরাং যুধিষ্ঠির ও দুর্যোধন যেন পরস্পরের অকথিত সম্মতি নিয়ে নিজ নিজ খনকদের আহবান ক'রে একত্রে ভীষ্মের চতুর্দিকে বিশাল ভূমিখন্ড শূন্য রেখে তার বাহিরে পরিখা খননের কার্যে নিযুক্ত করলেন। অতি বিস্তীর্ণ-স্থানব্যাপী এক দ্বীপের আকার ধারণ করল সে স্থান। অতটাই ব্যবধানের প্রয়োজন ছিল—আগ্নেয়াস্ত্র প্রভৃতি অকস্মাৎ এসে পড়া বিচিত্র নয়।

অবশেষে একসময় দর্শনার্থীদের আগমনস্রোত মন্দীভূত হয়ে এল। শেষ রাত্রির তারকারাও যেন এই মহাপুরুষকে প্রণাম নিবেদন ক'রে দিগন্তের পথে প্রস্থানের উদ্যম করলেন। পূর্বাকাশ অরুণাভ হওয়ার পূর্বেই সে আলোকদূতের আবির্ভাববার্তা পাওয়া গেল দূর বৃক্ষচূড়ে দুই-একটি পক্ষীর সদ্যজাগরণ-কাকলিতে। কদিনের যুদ্ধের অস্বাভাবিক কোলাহলে রণৎকারে অধিকাংশ বন্য পশুপক্ষীই পলায়ন করেছে, শুধু দু-একটি দুঃসাহসী বায়স তখনও তাদের বাসস্থানের মায়া ত্যাগ করতে পারে নি, কোনমতে প্রাণধারণ ক'রে আছে, যেন প্রতিদিন দিবসদেবতার শুভাগমনের মাঙ্গলিক বার্তা ঘোষণার জন্য। তৃতীয় প্রহরের যামঘোষণাও সমাপ্ত হয়েছে কিছু পূর্বে। আরও দন্ডকাল মধ্যে সব কোলাহলই স্তিমিত, ক্রমশ নীরব হ'ল। ভীষ্মও এবার শ্রান্তিতে ও শান্তিতে দুই চক্ষু বন্ধ করলেন।

তবে বেশীক্ষণ বিশ্রাম বোধ করি তখনও তাঁর ভাগ্যে ছিল না, পুনশ্চ তাতে ব্যাঘাত ঘটল।

কার স-সন্তর্পণ মৃদু পদধ্বনিতে বিস্মিত ভীষ্ম কষ্ট ক'রেই চক্ষু উন্মীলন করলেন আবার। দুর্বলতায় ও রক্তক্ষরণে দৃষ্টি আচ্ছন্ন, দেখেও ঠিক বুঝতে পারলেন না—এ আগন্তুক কে।

'কে?' প্রশ্নই করলেন তিনি।

ক্ষীণকণ্ঠে—তবু সেই সামগ্রিক নিস্তব্ধতার মধ্যে তা শোনায় কোন বাধা রইল না। যে এসেছে সে আরও নিকটে এল, বাষ্পগাঢ় স্বরে বলল, 'পিতামহ যে ব্যক্তি চিরদিন আপনার নয়নপথে পতিত হওয়ামাত্র আপনার অন্তরে বিদ্বেষ ও বিরক্তি জাগ্রত করত—আমি সেই অধিরথ-সূতপুত্র—রাধেয় কর্ণ।'

চারিদিকে সতর্ক রক্ষীর দল রাখা হয়েছে, বন্য জন্তুর আক্রমণ থেকে ভীষ্মকে রক্ষা করার জন্য, কর্ণ তাদের সকলেরই পরিচিত। এঁদের অহি-নকুল সম্পর্কের কথাও সুপরিজ্ঞাত—সুতরাং তাদের কৌতূহল স্বাভাবিক, তারা সাগ্রহে এগিয়ে এল, উৎকর্ণ হয়ে—ভীষ্ম তা ভাল ক'রে না চেয়েও যেন দেখতে পেলেন। ইঙ্গিতে তাদের আদেশ করলেন—শ্রুতিসীমার বাহিরে, একেবারে সদ্য-কর্তিত পরিখার ধারে গমনের জন্য। তারপর কর্ণকে সস্নেহে আমন্ত্রণ জানালেন, 'ভ্রাত, ওখানে, অত দূরে নয়; তুমি আমার নিকটে এসো, আমার বুকের কাছে।'

তারপর, বিমূঢ় কর্ণ সামীপ্যে এলে দক্ষিণহস্ত প্রসারিত ও আলিঙ্গনের মতো আবেষ্টন ক'রে নিকটে এনে কোমল কণ্ঠে বললেন, 'কর্ণ, আমি তোমার প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করি নি কোনদিন, তবে বিরক্ত হয়েছি। তুমি মহাবীর, মহান ও মহৎ—আমরা একই গুরুর শস্ত্রশিষ্য। তোমার শৌর্য ও বীর্যের পরিমাণ আমার অবিদিত নেই। তুমি একাই স্বীয় বাহুবলে রাজ্য জয় ক'রে স্বাধীন সার্বভৌম নৃপতিরূপে সর্বজনের সম্ভ্রমের পাত্র হয়ে থাকতে পারতে অনায়াসে। তোমার মতো যোদ্ধাকে এক পাপিষ্ঠের অধীনে ভিক্ষালব্ধ রাজ্যখন্ডে করদরাজা হিসাবে তার চাটুকারশ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত দেখে—যে রাজ্য ন্যায়ত ও ধর্মত তার নয়—

আমার ক্রোধ উপস্থিত হ'ত। তাই তোমাকে নিত্য ধিক্কারে উদ্বোধিত ও আত্মসচেতন করতে চেয়েছি—যাতে তোমার নিজের শক্তি সম্বন্ধে অবহিত হয়ে নিজের প্রাপ্য মর্যাদার আসন গ্রহণ করতে পারো একদিন। কপট দ্যূত-সভায় তোমার আচরণ খুব গর্হিত এবং অশালীন—তবে সেও যে আমার মতোই অপরকে উদ্বুদ্ধ উত্তেজিত করার উদ্দেশ্যে, তা আর কেউ না বুঝুক আমি বুঝেছিলাম, তাই ক্ষমাও করেছি। আমি অকৃতদার, কুমার—এবং নিঃসংশয়ে বলতে পারি এই দীর্ঘজীবনে সে কৌমার্য ব্রহ্মচর্য ভঙ্গ করি নি একবারও—তবু মানবচরিত্র সম্বন্ধে দীর্ঘদিনের অভিজ্ঞতায় তোমার—তোমাদের অন্তরের কথা ও ব্যথাও অনুমান করতে পারি।...কর্ণ, আর একটি কথা—তুমি রাধেয় নও, তুমিও কৌন্তেয়। তুমিই মাতা কুন্তীর জ্যেষ্ঠ সন্তান, সেহেতু জ্যেষ্ঠ পাণ্ডবও। এ তথ্য কি তুমি অবগত আছ?'

বহু আয়াসে কণ্ঠস্বর শ্রুতিগম্য ক'রে কর্ণ উত্তর দিলেন, 'আছি। প্রথমে বাসুদেব পরে পাণ্ডবজননী স্বয়ং সে কথা আমাকে জানিয়েছেন।'

'তাহলে তোমার প্রাপ্য স্থান তুমি অধিকার করছ না কেন? কেন এই যুদ্ধের অবশ্যম্ভাবী পরিণাম চিন্তা করছ না? এখনও সময় আছে, পাণ্ডব-পক্ষে যোগ দিয়ে তোমার প্রাপ্য রাজ্য তুমি জয় ক'রে নাও। তুমি অদ্যাপি এ যুদ্ধে যোগ দাও নি, এখনও অনায়াসে জ্যেষ্ঠপাণ্ডব হিসাবে ও পক্ষে চলে যেতে পারো।'

'আপনি কেন পারেন নি পিতামহ? আপনার কিসের ঋণ ছিল দুর্যোধনের কাছে? যে সামান্য বেতন গ্রহণ করেছেন তা দেওয়া হয়েছে কুরুবংশের রাজস্ব থেকে। সে সিংহাসন, সে রাজস্ব ধর্মত যুধিষ্ঠিরেরই প্রাপ্য।—তাই না? আপনি এই তর্কগ্রাহ্য অনিঃসন্দেহ ঋণের জন্য এই ভাবে অধর্মের পক্ষে যুদ্ধ করে প্রাণ আহুতি দিলেন—তবে আমি কোন্ বিচারে সর্বনাশের সম্মুখে পতিত জেনেও সে হতভাগ্য আশ্রয়দাতাকে ত্যাগ করব?...জন্মলগ্নে জননী আমাকে মৃত্যু অবধারিত আশা ক'রেই নদীগর্ভে ত্যাগ করেছিলেন, সেদিন যে অধিরথ এবং রাধা সেই স্পষ্টত অজ্ঞাত-পরিচয় কামজ সন্তানকে তুলে এনে জীবনদান করেছেন, যথার্থ পুত্রের মতোই লালনপালন করেছেন—আজ তাঁদের সে ঋণ, পরিচয় অস্বীকার করলে চরম কৃতঘ্নতা প্রকাশ হবে না কি? আর সেদিন এই স্পষ্টত নীচ-কুলোদ্ভব অখ্যাত অবজ্ঞাত তরুণকে যে ঘোর অবমাননা থেকে রক্ষা ক'রে বন্ধু বলে অঙ্কে স্থান দিয়েছিল—সে দুর্যোধন লোভী, ঈর্ষী, অহঙ্কারী, পাপপরায়ণ হোক—আমার সে অত্যাজ্য। আমি ধর্মশাস্ত্র বিশেষ অধ্যয়ন করি নি, কিন্তু আমার হৃদয়ের শাস্ত্র অন্তত এই কথাই বলে। পিতামহ, এক রক্তের সহজ আকর্ষণ অহরহ আমাকে অর্জুনের দিকে আকর্ষণ করেছে—কিন্তু সেভাবে তাকে লাভ করতে পারি নি, ফলে সে আকর্ষণ বৈরীভাবে তার কথা চিন্তা করিয়েছে। বস্তুত আমার জননীই তাকে আমার প্রতিদ্বন্দ্বীতে পরিণত ক'রে ঈর্ষার পাত্র ক'রে তুলেছেন। সহজাত প্রগাঢ় প্রীতি নির্গমনের পথ খুঁজে না পেয়ে বিদ্বেষের সুরায় রূপান্তরিত হয়ে উন্মত্ত ক'রে তুলেছে। এখন সেখানে আমার স্থান কোথায়? এতদিনের মনোভাব কি কেউই আমরা ভুলতে পারব? না, তা আর হয় না। আপনি আশীর্বাদ করুন—এ হতভাগ্য মন্দ-ভাগ্যদের দলে থেকেই যেন চিরপ্রবঞ্চিত জীবন অবসান করতে পারে—

উপকারী বন্ধুকে ত্যাগ করার মতো দুর্মতি তার না হয়।'

ভীষ্ম গাঢ়কণ্ঠে বলে উঠলেন, 'ধন্য, ধন্য! আর আমার কোন বক্তব্য নেই। কর্ণ, আমি তোমাকে অকুণ্ঠ আশীর্বাদ করছি—নিষ্কামচিত্তে পুণ্যকামনায় ধর্মযুদ্ধ ক'রে তুমি স্বর্গে যাও। দুর্যোধন যা-ই ক'রে থাকুন, তাঁর পাপ তোমাকে স্পর্শ করবে না—তুমি জীবনেও যেমন মহান, মৃত্যুতেও তেমনি মহান থাকবে।'

কর্ণ নীরবে তাঁর পাদযুগলে নিজের শিরস্পর্শ ক'রে সাশ্রুনেত্রে বিদায় নিলেন।

॥ ১২ ॥

কর্ণের ধারণা ছিল—বিগত প্রায় মাসান্তকালে, তিনি বাসুদেবের মনের সীমা ও তল পেয়ে গেছেন—কিন্তু কুরুক্ষেত্রের এই কয়দিনের বিচিত্র ঘটনাসমূহ তাঁর মনে প্রবল এক উদ্‌ভ্রান্তির সৃষ্টি করেছে। তিনি কি সত্যই ওঁর মানসিক গতির সঠিক পরিমাপ করতে সক্ষম হয়েছেন?

ভীষ্মের নিকটে গমন, অকস্মাৎ তাঁকে আক্রমণ করার অভিনয়, পরে তাঁর মৃত্যুকৌশল তাঁর মুখ থেকেই উচ্চারণ করানো—এ সব তো তুচ্ছ। আরও যে সব বিস্ময়কর দুর্বোধ্য আচরণ ওঁর—তার যেন কোন অর্থই খুঁজে পান না কর্ণ। সহজ বাহ্যিক অর্থে নিলে যাদবকুলে শ্রেষ্ঠ এই ব্যক্তিকে অতি নীচাশয় বলেই মনে হয়—তবু, তাতেও তো সব প্রশ্নের উত্তর মেলে না। আর যেটুকু দেখেছেন তিনি শ্রীকৃষ্ণকে, শুনেছেন তার ঢের বেশী, তাতে তো অসাধারণ শুধু নয়, লোকোত্তর চরিত্রের মহামানব বলেই বোধ হয়। ক্ষুদ্র স্বার্থের জন্য কোন নীচ প্রবৃত্তি বা বুদ্ধিকে প্রশ্রয় দেবার মানুষ তো তিনি নন।

তবে ?

ভীষ্মপতন-রাত্রে কর্ণ চলে আসার অব্যবহিত পরেই শ্রীকৃষ্ণ পুনশ্চ একা ভীষ্ম সমীপে গিয়েছিলেন, কৌতূহলী রক্ষীদল প্রসাদাৎ সে কথোপকথনের কিছু অংশ অবগত হ'তেও অসুবিধা ঘটে নি। আসন্ন অবশিষ্ট যুদ্ধের ফলাফল সম্ভাবনাদি বিষয়েই আলোচনা করেছেন শ্রীকৃষ্ণ। কুরুপক্ষে কার কি পরিমাণ শক্তি, কে কে কোন্ সব মহাদিব্যাস্ত্র আয়ত্ত ও করায়ত্ত ক'রে অপেক্ষা করছেন এই যুদ্ধে নিজ নিজ চিহ্নিত শত্রুদের বিনাশ করার জন্য—এই সব তথ্যই তাঁর জিজ্ঞাস্য বা সংগ্রহণীয় ছিল।

মহামানব ভীষ্ম অবশ্য এসব গূঢ় গোপনীয় তথ্য তাঁর কাছে প্রকাশের পূর্বে একটু দ্বিধাগ্রস্ত হয়েছিলেন। শ্রীকৃষ্ণ তাঁর নিজস্ব প্রবল যুক্তিতে সে সংকোচ—বীরধর্মের স্বাভাবিক সংস্কার নিঃশেষে নির্মূল করেছিলেন। বলেছিলেন, 'হে মহাত্মা, আপনি জাগতিক অর্থে এখন মৃতই। আপনার অসাধারণ যোগবলে ও চারিত্রিক শুদ্ধতায় আপনি প্রাণকে ইচ্ছাধীন

করেছেন বলেই এই জরাজীর্ণ, ক্ষতবিক্ষত, রক্তশূন্য-প্রায় দেহখানাকে ত্যাগ করেন নি, সূর্য উত্তরায়ণ উত্তীর্ণ হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করছেন। তথাপি সে দেহও ভূপৃষ্ঠ স্পর্শ ক'রে নেই, ইহজগতের খাদ্য বা পানীয় কিছুই গ্রহণ করছেন না। উভয় পক্ষই সর্বসম্মতিক্রমে চতুর্দিকে বিশাল ভূমির ব্যবধান ও অতল পরিখার দ্বারা রণভূমি থেকে দূরে রেখেছে। এখন আপনি কোন পক্ষেরই নন, ইহসংসারের বন্ধন উন্মোচন করার সঙ্গে সঙ্গে আপনি সাংসারিক শর্ত-বিবেচনাদির বন্ধন থেকেও মুক্ত হয়েছেন। দুর্যোধনের নিকট যেটুকু ঋণ ছিল বলে আপনার বিশ্বাস সে ঋণ বহুগুণ কুসীদসহ শোধ করেছেন। এখন আপনার এসব তথ্য প্রকাশ করতে বাধা কি? বিশেষ আমি যখন রণচিকীর্ষু নই, প্রত্যক্ষ যুদ্ধ করব না বলে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ!'

তবু ভীষ্ম তাঁকে দিয়ে প্রতিজ্ঞা করিয়ে নিয়েছেন যে এ সব তথ্য তিনি অপর কারও কাছে মৌখিক বা লিখিত ভাবে প্রকাশ করবেন না। তখন ভীষ্ম নিঃসঙ্কোচে ও নিশ্চিন্ত হয়ে কিছু গোপনীয় তথ্য শ্রীকৃষ্ণর কাছে প্রকাশ করেছেন। তবে সেগুলি এতই মৃদুকণ্ঠে বলেছেন যে দূরস্থিত প্রহরীদের তা শ্রুতিগোচর হয় নি।

ভীষ্মর এ আচরণে কর্ণও কোন দোষ ধরতে পারেন নি। সত্যই তিনি পার্থিব জগৎ থেকে অপসৃত, এ সংসারের কোন নীতি বা নিয়মে তাঁকে বিচার করা যায় না। তাঁর প্রতি কর্ণর শ্রদ্ধা যে আন্তরিক, তা কুরুশিবিরে যোগদানের সময়—প্রথম সসৈন্যে প্রবেশকালেই—কুরুপক্ষীয় সকলের হর্ষ ও জয়ধ্বনির সময়ই প্রমাণিত হয়েছে। তিনি এই সম্বর্ধনার উত্তরদান প্রসঙ্গে সাশ্রুনেত্রে এই কথাই বলেছিলেন, 'ধৃতি, বুদ্ধি, পরাক্রম, শাস্ত্রজ্ঞান সত্য, স্মৃতি, বীরের সমস্ত লক্ষণ, আশ্চর্য শাস্ত্রজ্ঞান, সন্নতি, প্রিয়ভাষিতা, কৃতজ্ঞতাবোধ ও অসূয়ারাহিত্য নিজ গাত্রচর্মের মতোই যাঁকে সর্বদা বেষ্টন ক'রে থাকত, সেই শত্রুনিপাতক বিপক্ষবীরহন্তা মহাবীর ভীষ্ম আজ যখন অক্ষম হয়ে শরশয্যা গ্রহণ করেছেন তখন আর কারও জীবন বা শৌর্য সম্বন্ধে কোন নিশ্চয়তা নেই। বন্ধুগণ, কে জানে আজিকার সূর্যাস্তকালে তোমাদের কতজনকে অর্থ, পুত্র, পৃথিবী, এই মহান কুরুবংশর জন্য শোক করতে হবে, কতজনের সে শোক প্রকাশেরও সাধ্য বা অর্থ থাকবে না—অর্থাৎ তাঁরাও নিপাতিত হবেন!'

কতকটা এই গভীর শ্রদ্ধা ও প্রীতিবশতই, কতকটা যদি কোনক্রমে ভীষ্ম-কৃষ্ণ সংবাদের কোন গুহ্য তত্ত্ব অবগত হতে পারেন এই আশায়, সেদিন প্রাতে যুদ্ধযাত্রার প্রাক্কালে কর্ণ আরও একবার ভীষ্মসকাশে গিয়েছিলেন। তাঁকে প্রণাম ও প্রদক্ষিণ করে বলেছিলেন, 'পিতামহ, আমি কর্ণ, আমি আপনাকে প্রণাম ও আশীর্বাদ প্রার্থনা করতে এসেছি। আপনার অপেক্ষা ধর্মদৃঢ়, বিশুদ্ধ বুদ্ধিযুক্ত, যুদ্ধবিদ্যাপারঙ্গম ব্যক্তি আর দ্বিতীয় কেউ নেই—এ সংসারে বিধাতার বিচিত্র বিধানে, অথবা যথার্থ সুকৃতির ফল মানুষ ভোগ করতে পারে না, সেইজন্যই আজ আপনি ভূপাতিত, শরশয্যায় শায়িত, তবু আপনি এই বর্তমান কালের নরশ্রেষ্ঠ তাতে সন্দেহ নেই। আপনি আশীর্বাদ করুন—আমি রণশৌণ্ড পাণ্ডবদের বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করছি।'

ভীষ্ম অতিকষ্টে তাঁর শ্লথ নেত্রচর্ম উন্মোচন ক'রে কর্ণর প্রতি প্রসন্ন

দৃষ্টিপাত করলেন। বললেন, 'বৈরীদুঃসহবীর্য কর্ণ, তুমি নিষ্কামচিত্তে ধর্মপালন নিমিত্ত যুদ্ধযাত্রা করছ—স্বয়ং ঈশ্বরই তোমাকে আশীর্বাদ করবেন। আমি তোমাকে স্নেহ ও শুভেচ্ছা জানাচ্ছি। দেখ এ পৃথিবীতে যৌনসম্বন্ধ অপেক্ষা সাধুসম্বন্ধ অধিক দৃঢ়,—তুমি সেই সম্বন্ধেই কৌরবদের নিকট-আত্মীয় এবং রক্ষাকর্তা, সেই বিবেচনাতেই কুরুসন্তানগণকে রক্ষা করো, তাদের নিঃশত্রু করার চেষ্টা করো—তোমার মঙ্গল হোক।'

কর্ণ কুরুপিতামহর এই সস্নেহ আচরণ ও আশীর্বাদে শান্ত হৃষ্টচিত্তে ফিরেছিলেন, কিন্তু কোন্ কোন্ মূল্যবান তথ্য শ্রীকৃষ্ণর গোচর হয়েছে তাঁর আভাসমাত্র সংগ্রহ করতে পারেন নি। প্রত্যক্ষভাবে সে প্রশ্ন করতেও তাঁর সাহস হয় নি। যে বিশ্ববিধ্বংসী ভয়ঙ্কর অস্ত্রটি তিনি এতদিন সযত্নে লালন করছেন—অর্জুনবধের মানসে—সে অস্ত্রের কথা পিতামহ অবশ্যই জানেন, এ সম্বন্ধে কোন সংবাদই তাঁর অজ্ঞাত নয়—শ্রীকৃষ্ণ কি সেই গোপন মারণাস্ত্রের কথা অবগত হয়েছেন? সেই ওঁর প্রবল দুশ্চিন্তা।

অবশ্য—এ ভূভারতে কোন কিছুই কি শ্রীকৃষ্ণের অজ্ঞাত আছে!

এক এক সময় কর্ণ এই কথাটা চিন্তা করতে গিয়ে বিহ্বল হয়ে পড়েন, কেমন যেন একটা আতঙ্ক অনুভূত হয়। অপ্রাকৃত, বিরাট সীমাহীন রহস্যময় কিছু দর্শন করলে সাধারণ মানব যেমন অভিভূত ভীতিগ্রস্ত হয়—তেমনই।

শুধু কি তাঁর প্রজ্ঞা ও অভিজ্ঞতাই লোকোত্তর! তাঁর আচরণগুলিই কি কম বিস্ময়কর, কম দুর্বোধ্য!

প্রাগ্‌জ্যোতিষপুরের অধিপতি ভগদত্তবধের সময় তিনি যে কার্য করেছেন, তা আপাতদৃষ্টিতে আদৌ সমর্থনযোগ্য নয়, কারণ তা তাঁর পৌনঃপুনিক ঘোষণা ও প্রতিজ্ঞার সম্পূর্ণ বিরোধী।

দুর্যোধন সেদিন যুদ্ধের প্রাক্কালে দ্রোণাচার্যকে বলেছিলেন, 'আপনি যে কোনরূপে হোক যুধিষ্ঠিরকে জীবিতাবস্থায় বন্দী ক'রে দিন!'

দ্রোণ প্রথমটা ভেবেছিলেন, শুভ-বুদ্ধি, শ্রদ্ধা বা প্রীতিবশতই যুধিষ্ঠিরকে বধ করতে দুর্যোধন অনিচ্ছুক। এটুকু বিবেকবিবেচনা যে এখনও দুর্যোধনের আছে, এতেই তৃপ্ত হয়েছিলেন দ্রোণাচার্য, যার সেবা করতে বাধ্য হয়েছেন সেই ব্যক্তির এইটুকু সুবুদ্ধি ও ভদ্র আচরণে। তিনি সেইজন্য সাধুবাদও দিতে গিয়েছিলেন। কিন্তু সে ভুল ভাঙতেও বিলম্ব হয় নি। কারণ পরক্ষণেই মনের গূঢ় পাপ-অভিসন্ধি নিজেই প্রকাশ ক'রে ফেলেছেন দুর্যোধন, বলেছেন, 'যুধিষ্ঠিরকে বধ ক'রে কোন লাভ নেই, তার ভ্রাতারা অধিকতর হিংস্র হয়ে উঠবে, এবং দ্বিগুণ বিক্রমে যুদ্ধ করবে। ওকে বন্দী করতে পারলে মুক্তিপণ রূপে পুনশ্চ দ্যূতক্রীড়ায় আমন্ত্রণ করব, আবার সর্বস্ব জিতে নিয়ে দীর্ঘকালের জন্য বনবাসে পাঠাব। তাহলে আর যুদ্ধ করার প্রয়োজন থাকবে না।'

এ মনোবৃত্তিতে কুটিলতায় ঘৃণাবোধ করবারই কথা—বিশেষ যখন মনে হয় এই বৃদ্ধবয়সে এই প্রভুরই সেবা করতে হচ্ছে—কিন্তু দুর্যোধনের সম্বন্ধে বুঝি আর ঘৃণাও জাগে না মনে।

দ্রোণ একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে বললেন, 'বৎস, অর্জুন আমার কেন, বোধ করি স্বয়ং রুদ্রেরও অজেয়। সে যে সকল অস্ত্র আয়ত্ত ও সংগ্রহ করেছে

তা তোমার পক্ষীয় কোন ধনুর্ধরেরই নেই। অর্জুন নিকটে উপস্থিত থাকতে যুধিষ্ঠিরকে বন্দী করা আমার পক্ষেও সাধ্যাতীত। চেষ্টা করো তাকে দূরে সরিয়ে নিয়ে গিয়ে ব্যস্ত রাখতে—তাহলে হয়ত যুধিষ্ঠিরকে বন্দী করা সম্ভব হবে।'

সেই পরামর্শমতোই এক বিপুল বাহিনী অগ্নিতে আহুতি দিয়ে প্রতিজ্ঞা-বদ্ধ হ'ল যে তারা হয় অর্জুনকে বধ করবে নতুবা তার হস্তে নিহত হবে। অর্জুনের বিনাশ না ঘটা পর্যন্ত তারা যুদ্ধ ত্যাগ বা গৃহে প্রত্যাবর্তন করবে না এবং অন্নজল স্পর্শ করবে না।* ত্রিগর্তরাজ সুশর্মার বাহিনী ও শ্রীকৃষ্ণপ্রদত্ত নারায়ণী সেনার এক বিপুল অংশ মিলিত ভাবে এই প্রতিজ্ঞা ক'রে অর্জুনকে যুদ্ধে আহ্বান জানাল।

অর্জুন বিপন্ন বোধ করলেন বৈকি! যুধিষ্ঠিরের রক্ষাবিধানে অসমর্থ ক'রে তোলার জন্যই যে এই চক্রান্ত তা তিনি সম্পূর্ণই বুঝেছিলেন। কিন্তু বীরধর্মকেও উপেক্ষা করা সম্ভব নয়। বিশেষ তাঁকে যুদ্ধে আহ্বান করলে তিনি কদাচ তা উপেক্ষা করবেন না—বহুকাল হ'তেই এই প্রতিজ্ঞাবদ্ধ। সত্যজিৎ নামে এক পাঞ্চালবীরের উপর যুধিষ্ঠিরের পার্শ্বরক্ষার ভার দিয়ে—যতশীঘ্র সম্ভব এদের বিনাশ ক'রে ফিরে আসবেন ধর্মরাজকে এই আশ্বাস দিয়ে সংশপ্তকদের দিকে ধাবিত হলেন। তারাও রণক্ষেত্রের একান্তে দক্ষিণ দিকে সমবেত হয়েছিল—যাতে যুধিষ্ঠিরাদি থেকে ওঁকে বহুদূরে নিয়ে যেতে পারে।

'যতশীঘ্রসম্ভব' এ শব্দসমষ্টি একটা অস্পষ্ট সান্ত্বনা মাত্র. তাতে কোন নির্দিষ্ট সময়সীমা প্রকাশ পায় না। তবে হয়ত সান্ত্বনাদাতার একটা ধারণা থাকে সে কালটুকু সম্বন্ধে। কিন্তু অর্জুন এই বাহিনীর সঙ্গে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হয়েই বুঝলেন তাঁর কল্পিতকালে এদের বিনষ্টি তাঁরও সাধ্যাতীত। তিনি যত বড় বীরই হোন, যত ভয়ঙ্কর অস্ত্রই তাঁর আয়ত্তে থাকুক—দৃষ্টি-সীমাতীত এই যোদ্ধৃসমুদ্রকে নিহত করা কয়েকদণ্ড কি এক প্রহরকালেরও কর্ম নয়।

অর্জুন অবশ্য যুধিষ্ঠিরের অসহায় অবস্থা স্মরণ ক'রে প্রাণপণে যুদ্ধ করে সাক্ষাৎ কৃতান্তের মতোই মৃত্যুমূর্তিতে বিচরণ করতে লাগলেন. সাংঘাতিক অস্ত্রসমূহ—যাদের শক্তি ভয়াবহ ও বহুবিস্তৃত, ব্যাপক—চিন্তা ক'রে ক'রে সেই সকল অস্ত্রই প্রয়োগ করতে লাগলেন, তত্রাচ সেই রণদুর্মদ সৈন্য-সমুদ্রের আয়তন খর্বিত হ'ল না, তাদের হতোদ্যম কি পশ্চাৎপদ হবারও কোন লক্ষণ দেখা গেল না।...

ইতিমধ্যে দ্রোণ নিশ্চেষ্ট হয়ে নেই। যুধিষ্ঠিরের দিকেই লক্ষ্য বুঝতে পেরে ভীম প্রচণ্ড বিক্রমে তাঁকে বাধা দেবার চেষ্টা করতে লাগলেন। কিন্তু দ্রোণও সেদিন দৃঢ়প্রতিজ্ঞ, তিনি একা দশজন মহাযোদ্ধার সমান যুদ্ধ করতে লাগলেন। সত্যজিৎ তো গেলেনই, শেষে এমন অবস্থা হ'ল যে পাঞ্চালবীর-গণ প্রায় সকলেই দ্রোণের সেই প্রচণ্ড আক্রমণে নিপাতিত হলেন, তাঁকে বাধা দিতে এক ভীম ছাড়া কেউ রইল না। •

* সেকালে এ রীতি প্রচলিত ছিল, এই ভীষণ প্রতিজ্ঞা ক'রে যারা যুদ্ধযাত্রা করত, তাদের বলা হ'ত সংশপ্তক।

দুর্যোধন আহ্লাদিত হয়ে কর্ণকে বললেন, 'আচার্যদেব আজ সত্যই সংহারমূর্তি ধারণ করেছেন। এখন আমাদের উদ্দেশ্য-সিদ্ধির বাধা তো দেখছি একমাত্র ভীম, সেই-বা আর কতক্ষণ দ্রোণের এ পরাক্রম সহ্য করবে!'

কর্ণ তাঁর মূঢ়তায় ঈষৎ করুণার হাসি হেসে বললেন, 'তুমি আবাল্য দেখেও ভীমকে কিছুমাত্র চিনতে পারো নি। সে পরাজিত হয়ে রণক্ষেত্র ত্যাগ করার পাত্র নয়। তাছাড়া পান্ডবপক্ষীয় অপর বীরগণও নিশ্চয় আবার এসে পড়বেন। রণহস্তী যত দুর্ধর্ষই হোক, একপাল কোক্-এর* কাছে সে অসহায়। আমাদের এখন অবিলম্বে আচার্যর পৃষ্ঠ ও পার্শ্বরক্ষা করতে যাওয়া উচিত।'

দ্রোণের এই অসহায় অবস্থা অনুমান করেছিলেন ভগদত্তও। তিনি সিংহনাদ সহকারে তাঁর বিরাট হস্তীবাহিনী নিয়ে দ্রোণের পার্শ্বরক্ষা অভিলাষে দ্রুত এগিয়ে এলেন। তাঁর নিজস্ব বাহন মহাহস্তীটিও বিখ্যাত, অসংখ্য যুদ্ধে সে সগৌরবে ভগদত্তকে বহন করেছে। প্রবাদ সে স্বয়ং ইন্দ্রবাহন ঐরাবতের বংশধর, সে বাহন মাত্র নয়, সেও এক যোদ্ধা।

ভগদত্ত যাতে দ্রোণের সঙ্গে মিলিত হতে না পারেন সেই উদ্দেশ্যে যুধিষ্ঠির পাঞ্চালবীরগণসহ মধ্যপথেই তাঁকে বাধা দিতে চেষ্টা করলেন। কিন্তু ভগদত্ত ও তাঁর অপরাজেয় হস্তিবাহিনী সেদিন যেন এক মহাপ্রলয়ের অবতারণায় সঙ্কল্পবদ্ধ। প্রাগ্‌জ্যোতিষপুরের পার্বত্য সেনাবাহিনী ও পর্বতসদৃশ এই হস্তিযূথ সেদিন এমন প্রচণ্ড যুদ্ধ করল যে দণ্ডকাল মধ্যে পান্ডবপক্ষের বহু বিশিষ্ট ধনুর্ধর নিহত হলেন, পাঞ্চাল সৈন্যরা "কালান্তক যমই হস্তীপৃষ্ঠে অবতীর্ণ" এই ধারণায় চতুর্দিকে ছত্রভঙ্গ হয়ে পলায়ন করতে লাগল।

হস্তীর গর্জন বহু দূরে সেই অগণিত অস্ত্র ঝনৎকারের মধ্যেও অর্জুনের শ্রুতিগোচর হ'ল।

অর্জুন চিন্তিত হয়ে অবিরাম যুদ্ধের মধ্যেই শ্রীকৃষ্ণকে বললেন, 'এ গভীর বৃংহিত ধ্বনি ভগদত্তের বাহন ব্যতিরেকে আর কোন হস্তীর হতে পারে না। এ হস্তী লৌহ এবং অগ্নিতে কাতর হয় না। ধর্মরাজ আজ নিশ্চিত বিপন্ন, তুমি সত্বর উত্তর রণাঙ্গনে রথ নিয়ে চল।'

কিন্তু তখনও চতুর্বিংশতি সহস্র সংশপ্তক তাঁর পথ রোধ ক'রে আছে। তারাও পণবদ্ধ. তাদের নিহত না ক'রে অর্জুন পাদমেকং যেতে পারবেন না। উপরন্তু সুশর্মা প্রভৃতি অর্জুনরথের অশ্ব এবং সারথিকেও এমন ভাবে তীক্ষ্ন শায়ক বর্ষণে জর্জরিত ক'রে তুললেন যে অশ্বগুলি তো কাতর হয়ে পড়লই স্বয়ং বাসুদেবও ক্ষতবিক্ষত ও স্বেদাক্ত হয়ে উঠলেন। কিছুক্ষণের জন্য তাঁর দৃষ্টিও আচ্ছন্ন হয়ে এল।

বিপন্ন অর্জুন যুধিষ্ঠিরের নিরাপত্তার জন্য সংশয়াচ্ছন্ন বলেই বোধ করি ঈষৎ অন্যমনস্ক হয়ে গিয়েছিলেন। বিপক্ষীয়রা সেই সুযোগই গ্রহণ করেছে। তিনি এবার ক্রুদ্ধ হয়ে এক অকল্পনীয় অশ্রুতপূর্ব কার্য করলেন। শত্রুপক্ষের সেই বিরাট বাহিনীর উদ্দেশ্যে সূর্যতুল্য তেজস্বী, প্রায়-বিশ্ব-বিধ্বংসী এক বিষম ব্রহ্মাস্ত্র প্রয়োগ করলেন। বহুদূরে নিক্ষেপের ফলে

* নেকড়ে বাঘ।

তাঁদের খুব ক্ষতি হ'ল না কিন্তু সে অস্ত্রের প্রলয়ঙ্কর বহ্নিবন্যায় কয়েক সহস্র সংশপ্তক সেনা নিহত হ'ল, অবশিষ্ট অধিকাংশ মুমূর্ষু বা অচেতনভাবে নিশ্চল হয়ে পড়ল। তাদের হস্তী, অশ্ব, রথ, এমন কি প্রান্তরস্থ চতুষ্পার্শ্ববর্তী বৃক্ষলতাসমূহও সে অগ্নি ও তজ্জনিত প্রবল বাত্যায় ছিন্নভিন্ন দগ্ধ বা নিহত হ'ল।

সেই অবসরে দ্রুত অশ্বচালনা ক'রে শ্রীকৃষ্ণ পথবর্তী অগণ্য পদাতিককে দলিত চক্রপিষ্ট ক'রে রথ ভগদত্তর সম্মুখে নিয়ে গেলেন।

অর্জুনের আর অর্ধদণ্ড বিলম্ব হ'লেই মহাবিপদ—হয়ত বা মহাসর্বনাশই হ'ত। ভীম একাকীই কৃতান্ততুল্য ভগদত্তর সঙ্গে দ্বৈরথ যুদ্ধে নিরত। এ ক্ষেত্রে বিপক্ষ শুধু ভগদত্তই নন, তাঁর মেঘপর্বত-সদৃশ হস্তীটিও শত্রুদলনে তৎপর। অমিতবীর্য ভীমসেনের পক্ষেও তাকে নিস্তেজ বা নিষ্ক্রিয় করা কঠিন হয়ে পড়েছিল। শেষে এক সময় বিপর্যস্ত হয়ে তিনি ওর বিশাল উদরাবলম্বনে আত্মগোপন করতে বাধ্য হয়েছিলেন। সে সময় তাঁকে দেখতে না পেয়ে 'হায়, ভীমসেন নিহত হলেন' পাণ্ডবসৈন্য মধ্যে এই হাহাকার ধ্বনি উঠেছিল। সেই সংকটকালে কিশোর অভিমন্যু মহাবিক্রমে ভগদত্তর সম্মুখীন না হ'লে হয়ত সেই বিলাপের কারণ সত্য হয়ে উঠত।

দূর থেকে ফাল্গুনীকে প্রলয়দেবতা মহারুদ্রের মতো শত্রুসৈন্য বিমর্দিত বিমথিত ক'রে তাঁর দিকে বেগে ধাবমান দেখে ভগদত্ত এঁদের ছেড়ে অর্জুনের দিকেই হস্তী চালনা করলেন। শ্রীকৃষ্ণ তাঁকে এই ভয়ঙ্কর মূর্তিতে অগ্রসর হ'তে দেখে—সে আক্রমণের প্রচণ্ড বেগ পরিহার করতে সুকৌশলে প্রায় বিদ্যুৎবেগে রথঅশ্বের গতিমুখ পরিবর্তন ক'রে ভগদত্তের দক্ষিণ ভাগে এসে গেলেন। তখন অর্জুনের পক্ষে পশ্চাৎ দিক থেকে গজ ও গজারোহীকে বধ করা এক নিমেষের কাজ—কিন্তু এ সুযোগ নেওয়া বা পশ্চাৎদিক থেকে অস্ত্র প্রয়োগ করা যোদ্ধার অযোগ্য বলেই তিনি তা থেকে বিরত রইলেন।

ভগদত্ত বহুবিধ অস্ত্রে প্রস্তুত হয়েই সেদিন রণক্ষেত্রে অবতীর্ণ হয়েছিলেন। ধনু গদা তোমর ভল্ল প্রভৃতি সাধারণ অস্ত্র তো ছিলই, কয়েকটি সজীব অস্ত্রও সঙ্গে এনেছিলেন—প্রাগ্‌জ্যোতিষপুরের বিখ্যাত কৃতান্তদূততুল্য অজগর সর্প। এরা অনায়াসে বৃহদাকার জন্তু ও প্রমাণাকৃতি মানুষকে জীবন্ত গলাধঃকরণ করে, অথবা তাদের বেষ্টন ক'রে অস্থিসকল চূর্ণ ক'রে কর্দমবৎ পিণ্ডে পরিণত করে।

ভগদত্ত সেই সকল ভীষণাকৃতি ভীষণকর্মা মহানাগ নিয়োগ করলেন। তারা সাধারণ অস্ত্রাঘাতে কাতর কি বিচলিত হয় না, পরন্তু ক্রুদ্ধ হয়ে উঠে অস্ত্রবর্ষণকারীর প্রাণঘাতী হয়। এঁদের মধ্যে সর্ববৃহৎ ও সর্বাপেক্ষা সাংঘাতিক নাগটিকে প্রয়োগ করলেন তিনি ধনঞ্জয়ের উদ্দেশে। অপর শূরগণ তার সুবিশাল অথচ তড়িৎগতি দেহ, ভয়ঙ্কর গর্জন ও মূর্ছা-আনয়ন-কারী নিঃশ্বাসেই বিহ্বল নিষ্ক্রিয় হয়ে পড়ল, বীভৎস মৃত্যু আসন্ন জেনেও অপসরণের শক্তি রইল না তাদের ; কিন্তু অর্জুন অনায়াসে সহাস্য বদনে বিদ্যুৎবৎ-গতিতে তাকে দশটি সুতীক্ষ্ন শায়কে বিদ্ধ ক'রে বধ করলেন।

অতঃপর ভগদত্ত ও অর্জুনের মধ্যে যে যুদ্ধ হ'ল তা অবর্ণনীয়।

ভগদত্ত ইচ্ছাপূর্বকই যেন রথীকে উপেক্ষা ক'রে সারথি ও বাহকদের

বিব্রত অস্থির ক'রে তুললেন। অর্জুনের রথের অশ্ব-অষ্টক বিখ্যাত, এদের শক্তি সহিষ্ণুতা ও শিক্ষা তুলনাহীন, অর্জুনের বিশেষ প্রিয়—এদের ও বাসুদেবকে বধ করতে পারলে অর্জুন নির্বীর্য ও হতোদ্যম হয়ে পড়বেন, তখন তাঁকে বন্দী করা সহজসাধ্য হবে—বোধ করি এই ছিল তাঁর ধারণা। কিন্তু এ অন্যায় ও যুদ্ধরীতি-বহির্ভূত আক্রমণের ফল হ'ল বিপরীত। শ্রীকৃষ্ণকে রুধিরাক্ত-দেহ ও প্রিয় অশ্বগুলিকে শরবিদ্ধ দেখে নিরতিশয় ক্রুদ্ধ হয়ে উঠলেন অর্জুন, এবং অবিলম্বে ভগদত্তবধে কৃতসংকল্প হলেন।

ভগদত্ত তাঁর সে অবিশ্বাস্য রকমের প্রচন্ড আক্রমণ থেকে আত্মরক্ষা করতে একে একে তাঁর শেষ সময়ের সঞ্চয় সমস্ত বহুপ্রাণহন্ত্রী মারণাস্ত্র-গুলিই নিক্ষেপ করলেন, কিন্তু অর্জুন বহুগুণ শক্তিধর অস্ত্র প্রয়োগে তার সবগুলিই প্রতিহত ক'রে ভগদত্ত ও তাঁর বাহন মহাহস্তীকে বিপর্যস্ত ও অস্ত্রজর্জরিত ক'রে তুললেন। হস্তীটি এসে তাঁর রথের উপর পদ রেখে রথ চূর্ণ ও রথীকে শুন্ডবেষ্টনে বন্দী করার চেষ্টা করল, সে পদচাপ সম্পূর্ণ হবার পূর্বেই যন্ত্রণাদায়ক এক অস্ত্র প্রয়োগে তাকে কাতর ও উন্মত্তবৎ অস্থির ক'রে তুললেন।

এবার ভগদত্ত প্রমাদ গণনা করলেন। এতাবৎ সাক্ষাৎ সমরে অবতীর্ণ না হওয়ার জন্য অর্জুনের শিক্ষা ও শক্তি সম্বন্ধে ধারণা ছিল না তাঁর। তিনি ব্যাকুল হয়ে উদ্ধার চিন্তা করতে স্মরণ হ'ল, তাঁর পূর্বপুরুষ-সংগৃহীত অসুররাজ প্রদত্ত এক অমোঘ দিব্যাস্ত্র আছে। চরম সংকটকালে তা প্রয়োগ করার কথা। সে অস্ত্র সামান্য রথীর উপর বিনিয়োগ করলে বহু লোক এমন কি তাঁর নিজেরও সর্বনাশ হবার কথা। সেই কারণেই তাঁর পূর্ব-পুরুষরা তা কোন দিন ব্যবহার করেন নি। কিন্তু এক্ষণে সেই চরম সংকটকাল উপস্থিত এবং জগতের শ্রেষ্ঠ যোদ্ধা তাঁর প্রাণনাশে উদ্যত এই বিবেচনায় ভগদত্ত সেই মহাস্ত্র গ্রহণ করলেন।

তার সূর্য-সদৃশ তাপে ও দীপ্তিতে নিমেষ কাল মাত্রে চতুষ্পার্শ্বস্থ সমস্ত সেনা ও যোদ্ধারা হতচেতন হয়ে পড়লেন, অনেকেই অন্ধ হয়ে গেলেন। উল্কার মতো গতিশীল, শত ভাস্করের মতো প্রদীপ্ত প্রজ্বলিত সেই অস্ত্র চতুর্দিকে দুঃসহ তেজ বিকীরণ করতে করতে অর্জুনের দিকে ধাবিত দেখে শ্রীকৃষ্ণ অকস্মাৎ এক বিচিত্র ও কিছুপূর্বেও-অচিন্তিত কর্ম করলেন। পলকপাতমাত্র কালে তিনি অশ্ববল্গা ত্যাগ ক'রে এক লম্ফে রথে আরোহণ ক'রে অর্জুনকে আচ্ছাদিত করলেন ও নিজের বহুরমণীঈপ্সিত প্রশস্ত বক্ষে সেই অস্ত্রের আঘাত গ্রহণ করলেন। দেখা গেল সেই প্রজ্বলন্ত ভীষণ-কর্মা মহাঅস্ত্রও তাঁর অঙ্গে কোন ক্ষতি করতে পারল না, পরন্তু সেই পরম-স্পর্শেই যেন নিস্তেজ ও নির্বাপিত হয়ে গেল।

এর পর ভগদত্ত-বধে কোন বাধা থাকার কথা নয়, রইলও না।

কিন্তু ঘোর শত্রু নিপাত অনায়াসসাধ্য হওয়াতেও অর্জুনের মনে আনন্দ রইল না। তিনি সক্ষোভে অনুযোগ করলেন, 'বাসুদেব, তুমি এই যুদ্ধে প্রত্যক্ষভাবে কোন অংশগ্রহণ করবে না, বার বার এ দৃঢ় সংকল্প ঘোষণা করা সত্ত্বেও সে প্রতিজ্ঞা লঙ্ঘন করলে কেন? আমি যুদ্ধে অপারগ হয়ে পড়েছি? বিশেষ ভগদত্ত আমার সঙ্গেই যুদ্ধ করছিল—তার অস্ত্রাঘাত থেকে আমাকে আবরিত করায় বীরসমাজে আমি চিরকালের মতো হাস্যাস্পদ

হলাম।'

শ্রীকৃষ্ণ ভ্রূকুটি ক'রে বললেন, 'বন্ধু, অহঙ্কারের মতো শত্রু বীরগণের খুব অল্পই আছে। অহঙ্কার বিনষ্ট না হ'লে শৌর্য কেন—কোন শিক্ষাই সম্পূর্ণ হয় না। তুমি শ্রেষ্ঠ যোদ্ধা তাতে সন্দেহ নেই, তাই বলে যদি তোমার এ ধারণা হয়ে থাকে তুমি সর্বতো ও সর্বথা অপরাজেয়—তাহলে বুঝতে হবে শৌর্য তোমার যেমনই হোক, বুদ্ধি কিছুমাত্র নেই।...আর, তুমি বিলক্ষণ জান, আমি উত্তম কারণ ভিন্ন আপাতগর্হিত কোন কার্য করি না। এত বড় প্রতিজ্ঞা যখন ভঙ্গ করেছি তখন তোমার বোঝা উচিত ছিল—তার কারণও তেমনিই সুবৃহৎ। তুমি কি বিশ্বের তাবৎ মহাঅস্ত্র প্রয়োগ সংহরণ বা প্রতিরোধের রহস্য আয়ত্ত করেছ? মূঢ়, এই অস্ত্র বিশ্বত্রাস নরকাসুর নির্মাণ করিয়েছিলেন, দেবতাদের জয় করার উদ্দেশ্যে। তাঁর কাছ থেকেই ভগদত্তর পিতা ওটি লাভ করেন। চরমসংকটকালে প্রয়োগ করবেন ব'লে ভগদত্ত এতদিন সংগোপনে ওটি লালন করেছেন। কথিত আছে মহাবৈষ্ণবী-মন্ত্রে ওটি পরিশোধিত—সেই কারণেই সাধারণ যোদ্ধাগণের অপ্রতিরোধ্য। আমি কোনদিন প্রয়োজন হতে পারে এই বোধ ক'রেই বহুযত্নে এ অস্ত্রের প্রভাব বিনষ্ট করার কৌশল আয়ত্ত করেছি। সেইজন্যই আমি তোমাকে আবরিত ক'রে ওটির সংঘাত গ্রহণ করলাম—নতুবা তুমি কেন, কর্ণ, দ্রোণ, এমন কি ভীষ্মেরও ক্ষমতা নেই ঐ অস্ত্রের বেগ ও তেজ সহ্য ক'রে জীবিত থাকেন।...অর্জুন, স্মরণ রেখো তোমার শৌর্যাভিমানের অপেক্ষা তোমার প্রাণ—তথা আমার উদ্দেশ্যসিদ্ধি আমার কাছে অধিক মূল্যবান।'

॥ ১৩ ॥

এ-ই যথেষ্ট, তবু—বাসুদেবের দুর্বোধ্য আচরণের এও একমাত্র উদাহরণ নয়!

কর্ণ সব চেয়ে বিস্মিত হন অভিমন্যুবধের সামগ্রিক ঘটনাতেই।

অভিমন্যু শ্রীকৃষ্ণের ভাগিনেয়, প্রিয়তম বন্ধুর পুত্র। তার শৌর্যে-বীর্যে কান্তিতে ব্যবহারে শ্রীকৃষ্ণের বিশেষ প্রিয়। তার সম্বন্ধে সদা-সচেতন, সদা-সতর্ক থাকার কথা। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ এমন ভাবেই আচরণ করলেন যেন তার মৃত্যুর কিছুমাত্র আশঙ্কা ছিল না, যেন এ পরিণতি তিনি পূর্বে অনুমান করতে পারেন নি।

অথচ, দ্রোণ যে সেদিন চক্রব্যূহাকারে সৈন্যসজ্জা করবেন তা শ্রীকৃষ্ণ—এবং অর্জুনও—নিশ্চিত জানতেন। শত্রুশিবিরে কোন মন্ত্রণা গৃহীত হওয়া মাত্র তার সংবাদ অপরপক্ষের গোচরস্থ হয়। এই চক্রব্যূহে প্রবেশ ও নির্গমনের রহস্য পাণ্ডবপক্ষে একমাত্র অর্জুনই অবগত আছেন—এ তথ্যও শ্রীকৃষ্ণের অজ্ঞাত নয়। অর্জুন একদিন যুদ্ধকৌশল প্রসঙ্গে বাসুদেবের

সম্মুখেই চক্রব্যূহ ভেদ করার পদ্ধতি অভিমন্যুকে শিক্ষা দিয়েছিলেন। কিন্তু নির্গমনের কৌশল পর্যায়ে পৌঁছনোর পূর্বেই বালক অভিমন্যু নিদ্রাতুর হয়ে গৃহকুট্টিমের যে অংশে নকশা অঙ্কিত ক'রে ওঁকে দেখানো হচ্ছিল—তার ওপরই শুয়ে পড়েন। পরে আর অর্জুন সে শিক্ষা সমাপ্ত করার অবসর বা সুযোগ পাননি। তত প্রয়োজনও বোধ করেন নি।

সেদিন প্রত্যূষকালে যুদ্ধারম্ভের প্রাক্কালেই যখন সংশপ্তক নারায়ণী সেনারা অর্জুনকে যুদ্ধে আহ্বান ক'রে রণক্ষেত্রের কেন্দ্রভূমি থেকে বহুদূরে নিয়ে যাচ্ছে, তখন তাদের প্রধান উদ্দেশ্য বাসুদেব নিশ্চয় অনুমান করতে পেরেছিলেন। তিনি যদি সে সময় একবার অর্জুনকে সচেতন ক'রে দিতেন তাহলে অন্তত এক দণ্ডকাল অপেক্ষা ক'রে অভিমন্যুকে সে জটিল ব্যূহ থেকে নিষ্ক্রমণের অথবা ভীমসেনকে প্রবেশের কৌশল বিবৃত ক'রে বুঝিয়ে দিয়ে যেতে পারতেন।

কিন্তু বাসুদেব কিছুই করেন নি, প্রশান্ত উৎফুল্ল মুখেই অর্জুনের রথাশ্ব চালনা করেছিলেন দূর দক্ষিণদিগন্তের দিকে।

অভিমন্যুবধে যে ভূমিকা নিয়েছিলেন কর্ণ, তার জন্য তাঁর লজ্জা ও আত্মগ্লানির অবধি নেই, তবে নিতান্ত নিরুপায় হয়েই শকুনি ও দুঃশাসনের অতিগর্হিত, সর্বপ্রকার-রণনীতিবিরুদ্ধ মন্ত্রণা অনুমোদন করতে হয়েছিল তাঁকে। নতুবা সেদিন সূর্যাস্তের পূর্বেই বোধ করি বালক অভিমন্যুর নিকট কৌরবপক্ষকে চূড়ান্ত পরাজয় বরণ করতে হত। হয়ত বা মৃত্যুও। সেদিন দ্রোণাচার্য দুর্যোধন কর্তৃক কর্কশ ভাষায় ধিক্কৃত হয়ে পাণ্ডবপক্ষকে হতমান করার দৃঢ়সঙ্কল্প নিয়েছিলেন। চক্রব্যূহ রচনা সেই সঙ্কল্পেরই ফল। এ ব্যূহে প্রবেশ ও নির্গমনের রহস্য অর্জুন ছাড়া পাণ্ডবপক্ষে কেউই জানেন না—এই জ্ঞানেই দ্রোণ নিশ্চিন্ত ছিলেন। তাঁরই নির্দেশে সংশপ্তকরা অর্জুনকে বহুদূরে নিয়ে গেছে. আর কার সাধ্য আছে এ ব্যূহ ভেদ করার!

দ্রোণাচার্য অভিজ্ঞ দূরদর্শী—তবু অভিমন্যুর কথাটা হিসাবে ধরেন নি।

অবশ্য তাই বলে তিনি গোপন ব্যূহদ্বার অরক্ষিতও রাখেন নি, ধৃতরাষ্ট্র-জামাতা সিন্ধুদেশাধিপতি মহাবল জয়দ্রথ, দ্রোণ স্বয়ং, অশ্বত্থামা, দুর্যোধনের বহু ভ্রাতা, শকুনি, শল্য ও শত্রুত্রাস-ভূরিশ্রবা—এতগুলি মহাশূর সেই ব্যূহদ্বার রক্ষা করছিলেন। যুধিষ্ঠির এত জানতেন না, এই শোচনীয় পরিস্থিতি অনুমানও করতে পারেন নি। তিনি এই বিশ্বাসেই অভিমন্যুকে সে ব্যূহদ্বার ভেদ করার আদেশ দিয়েছিলেন যে, দ্বারের সন্ধান পেলে ভীমসেন প্রভৃতি মহাপরাক্রান্ত বীরদের অভিমন্যুর অনুসরণে কোন বাধা থাকবে না। অভিমন্যু এত কিছুই ভাবেন নি. জ্যেষ্ঠ পিতৃব্যের আদেশ মাত্রে সেইদিকে অশ্বচালনা করেছিলেন এবং অল্পায়াসেই পথরক্ষক বীরদের পরাজিত ক'রে অভ্যন্তরে প্রবেশ করেছিলেন।

প্রবেশ করলেন কিন্তু অভিমন্যু একাই।

ভীম যুধিষ্ঠির সাত্যকি ধৃষ্টদ্যুম্ন এঁরা আশ্বাস দিয়েছিলেন যে, "তুমি শুধু আমাদের প্রবেশপথ পর্যন্ত পৌঁছে দাও, তারপর যা করণীয় তা আমরাই করব। নিষ্ক্রিয় হয়ে অর্জুনের প্রত্যাগমন পর্যন্ত অপেক্ষা ক'রে কৌরবদের অস্ত্রবৃষ্টির লক্ষ্য হয়ে থাকলে অথবা কৌরবদের হস্তে বন্দী

কি নিহত হলে আমাদের শুধু নয়, অর্জুনের লজ্জা ও অবমাননার শেষ থাকবে না। জীবিত বা মুক্ত থাকলেও সে মুখ নিয়ে আমরা অর্জুনের সম্মুখে দাঁড়াতে পারব না।'

কিন্তু কার্যকালে তাঁরা কিছুই করতে পারলেন না, অভিমন্যু অনায়াসে ভিতরে প্রবেশ করলেও অপর কোন পাণ্ডবই পারলেন না। ব্যূহদ্বার-রক্ষীরা—বিশেষ জয়দ্রথ—যেন সাক্ষাৎ রুদ্রদেবতা-অনুপ্রেরিত হয়ে এমন প্রবল বিক্রমে যুদ্ধ করলেন যে, এঁদের পক্ষে সেই সংকীর্ণ ব্যূহদ্বার ভেদ ক'রে ভিতরে যাওয়া সম্ভব হ'ল না।

অভিমন্যু প্রথমে অতটা লক্ষ্য করেন নি। পরে এক সময় দেখলেন সমগ্র কুরুবাহিনীর সম্মুখে তিনি একা, তাঁর জ্যেষ্ঠতাত খুল্লতাতগণ অথবা মাতুল-বংশীয়রা কেউই তাঁর অনুগমনে সক্ষম হন নি।

সে ক্ষেত্রে সকৌশলে ব্যূহ থেকে বেরিয়ে আসাই বুদ্ধিমানের কার্য হ'ত—কিন্তু সে উপায় তাঁর জানা ছিল না। তবু তিনি অর্জুনেরই পুত্র, পলায়ন বা পরাজয় শব্দ তাঁর অজ্ঞাত। কিছুমাত্র হতোদ্যম না হয়ে প্রাণপণে যুদ্ধ ক'রে যেতে লাগলেন। শেষে এমন হ'ল যে, ঐ কিশোর বালকের নিকটেই বোধ করি আজ কৌরববাহিনী ধ্বংস হয়ে যাবে, এমনি আশঙ্কা হ'তে লাগল।

একেবারে অনন্যোপায় হয়েই শকুনির পরামর্শ মতো কৌরবদের সপ্ত মহারথ চারিদিক থেকে ঘিরে ঐ কমলকোরকের ন্যায় অর্ধস্ফুটিত-যৌবন বালককে বধ নয়—তাঁরা হত্যাই করলেন।

মহাপাপ, অমার্জনীয় অপরাধ তাতে সন্দেহ নেই, তবে সেদিন সে কার্য তাঁদের বাধ্য হয়েই, আত্মরক্ষার্থে করতে হয়েছিল। মৃত্যূত্তর কালে ধর্ম কি বিচার করবেন তা তাঁরা জানেন না—কিন্তু শাস্ত্রে আছে আত্মরক্ষার জন্য অকরণীয় কিছুই নেই—তাঁদের দিকে এ-ই একমাত্র সান্ত্বনা রইল।

সে যা-ই হোক, কর্ণর মূল প্রশ্ন অনুত্তরিতই থেকে যাবে বোধ হয়—শ্রীকৃষ্ণ সব জেনেও এই বালককে হত্যা করালেন কেন?

তিনি যে এ সম্ভাবনা অবগত ছিলেন বা অনুমান করতে পেরেছিলেন তার প্রমাণ—সংশপ্তকদের বিধ্বস্ত ক'রে অর্জুন যখন সন্ধ্যাকালে শিবিরে প্রত্যাবর্তন করছেন তখন চতুর্দিকে নানাবিধ দুর্লক্ষণ দেখে উদ্বিগ্ন হয়ে শ্রীকৃষ্ণকে প্রশ্ন করলেন, 'বাসুদেব, চারিদিকে এত অমঙ্গলসূচক লক্ষণ দেখছি কেন? ভয়ানক সব উৎপাত চিহ্ন, গৃধ্রগণ পশ্চিম আকাশ আচ্ছন্ন করেছে, শূন্য মণ্ডলে যেন রক্ত বৃষ্টি হচ্ছে, আমার বাম অঙ্গ ঘন ঘন স্পন্দিত হচ্ছে, শরীর অবসন্ন বোধ হচ্ছে—বাতাসে যেন এক হাহাকার ধ্বনি শুনছি। ধর্মরাজ জীবিত আছেন তো? পাষণ্ডরা তাঁকে বন্দী করে নি তো?'

এই উৎকণ্ঠাকুল প্রশ্নের উত্তরে শ্রীকৃষ্ণ নিতান্ত নিরুদ্বিগ্ন ভাবে বলেছিলেন, 'না, না। সে আশঙ্কার কারণ নেই। তোমার ভ্রাতারা জীবিত ও সুস্থই আছেন। তাঁদের কেউ বন্দীও করে নি। অন্য কোন সামান্য ক্ষতি বা বিপদ হয়ত হয়েছে।'

তাঁর এই উক্তি পরে পাণ্ডব শিবিরে বার বার উচ্চারিত ও আলোচিত হয়েছে। তাঁর অসামান্য ভবিষ্যৎ-দৃষ্টি—মানবোত্তর প্রজ্ঞা—অপ্রত্যক্ষ অশ্রুত

ঘটনা সম্বন্ধে এই অলৌকিক জ্ঞান—সাধারণ সৈনিকদের একটা অস্পষ্ট আতঙ্ক ও পাণ্ডবদের ক্ষোভের কারণ হয়েছে। অনুযোগও করেছেন ভীমসেন। বাসুদেব যখন সবই জানতেন, কিছুই যখন তাঁর অগোচর নয়, কোন ভবিষ্যৎ ঘটনাই, ত্রিকালজ্ঞ বলে তাঁকে অভিহিত করাই উচিত—তখন তিনি এ সর্বনাশ ঘটতে দিলেন কেন!

এই 'কেন'র উত্তর সেদিন বাসুদেব দেন নি।

এই 'কেন'র উত্তর খুঁজে পান নি কর্ণও।

এক-একবার এক অদ্ভুত অস্বাভাবিক ধারণা মনে আসে—কিন্তু সেও তো অবিশ্বাস্য। মনে হয় এও কি সম্ভব, এমন কি শ্রীকৃষ্ণের পক্ষেও?

মনে হয়—বাসুদেব ভারতের তাবৎ ক্ষাত্রশক্তি তথা রাজশক্তির ধ্বংসে দৃঢ়সঙ্কল্প। সেইজন্যই তাঁর এই মহাযুদ্ধের—এই বিপুল বিস্তৃত নরমেধ যজ্ঞের আয়োজন। হ্যাঁ, এ যে তাঁরই সুনিশ্চিত আয়োজন তাতে বর্তমানে আর কর্ণের কোন সংশয় নেই। সেই হতভাগ্যর দল—হতভাগ্যই বলবেন অঙ্গাধিপতি তাদের, কারণ শ্রীকৃষ্ণ যাদের বিনাশে কৃতায়োজন, তাদের স্বয়ং পুরন্দরও রক্ষা করতে পারবেন না; তাঁর অমানুষী শক্তি, বুদ্ধি ও প্রজ্ঞা দেখে তাই মনে হয়—সেই সকল ক্ষত্রিয় রাজবংশ মধ্যে তাঁর নিজ জ্ঞাতিকুল—যাদব বৃষ্ণি অন্ধক—এঁরাও আছেন। অবশ্য, যদি সত্যই অনাচারী অত্যাচারী পাপনিমগ্ন ঐ শক্তি ধ্বংস ও নির্মূল করতে হয় তাহলে এদেরও অব্যাহতি দেওয়া উচিত নয় কোন মতেই. তা কর্ণ স্বীকার করতে বাধ্য। শ্রীকৃষ্ণের বিরাট ব্যক্তিত্বের ছত্রছায়ায় নিরাপদ নিশ্চিন্ত জীবন যাপন করতে করতে এরা অধঃপতনের শেষ পর্যায়ে এসে পৌঁচেছে। কামচরিতার্থতা, কুৎসিত ভোগোন্মত্ততা ব্যতীত কোন আনন্দই জানে না তারা। নারী সুরা দ্যূত-ক্রীড়া এই তাদের ব্যসন, যথেচ্ছাচার তাদের ধর্ম। কদর্য জীবন সম্ভোগই তাদের জীবনের পরিপূর্ণতা, জীবনের লক্ষ্য। বিখ্যাত বীরগণের অপত্যরা আজ অপরিমিত সুরাপান. যৌনসম্ভোগ (তার নানা কদর্য পন্থা উদ্ভাবনেই সমস্ত বুদ্ধি বুঝি নিঃশেষিত) ও কর্মহীন জীবনযাত্রায় বীর্য-হীন, সাহসহীন, আদর্শহীন।

মনে হয় বাসুদেব তাদেরও বধ্যরূপে চিহ্নিত ক'রে রেখেছেন মনে মনে, নিঃশব্দ দণ্ডাদেশ দিয়েছেন। কিন্তু অভিমন্যুর মতো দুর্জয় বীর জীবিত থাকতে তার মাতুল বংশের সংহার সম্ভব হবে না বুঝেই তাঁর এই নির্মম ঔদাসীন্য...

বাসুদেবের কার্যকলাপের অর্থ এবং চিন্তাকল্পনার বুঝি তল পান না তাঁর অন্তরঙ্গ সুহৃৎ ও প্রিয় পাণ্ডবরাও।

পুত্রশোকাতুর অর্জুন যখন নিতান্ত প্রাকৃত জনের মতোই ক্রন্দন, হাহাকার. নিন্দা-গঞ্জনা-ধিক্কার প্রকাশ ও বিলাপের পর ভয়ঙ্কর প্রতিজ্ঞা করলেন যে পরদিন সূর্যাস্তের পূর্বেই তিনি জয়দ্রথকে বধ করবেন নতুবা অগ্নিতে প্রবেশ ক'রে প্রাণত্যাগ করবেন—তখন কৌরব শিবিরেও আপৎ-কালীন বিশেষ মন্ত্রণাসভা আহূত হবে এ খুবই স্বাভাবিক। অর্জুন বলেছেন এ প্রতিজ্ঞা পালন করতে না পারলে শুধু যে আত্মহত্যা করবেন তাই নয়—কঠোর শপথবাক্য উচ্চারণ করেছেন—পরলোকেও যেন তাঁর

আত্মা শান্তি না পায়। পৃথিবীর তাবৎ ঘৃণ্য কার্যের পাপ যেন তাঁকে আশ্রয় করে, তিনি যেন অনন্ত নরক ভোগ করেন।

অর্জুন এমনিতেই অপরাজেয়—অমর দেবতাদেরও অবধ্য, ত্রাস স্বরূপ। তিনি শস্ত্রপাণি হ'লে সমস্ত পৃথিবী ত্রস্ত থাকে। এমত অবস্থায় তাঁর এই কঠিন প্রতিজ্ঞা শুনেই জয়দ্রথ অবশ্যম্ভাবী মৃত্যু-আশঙ্কায় মুমূর্ষুবৎ হয়ে পড়লেন, কম্পিত কণ্ঠে বললেন, 'হে কুরুরাজ, হে অপরাপর রাজন্যবর্গ, আপনাদের কল্যাণ হোক, অদ্য এই দণ্ডেই রণস্থল ত্যাগ করাই আমার প্রাণ-রক্ষার একমাত্র উপায়। দূর কোন নির্জন অরণ্যে গিয়ে আত্মগোপন করা ছাড়া আর তো আমার অব্যাহতির কোন পথ দেখতে পাচ্ছি না!'

দ্রোণাচার্য প্রভৃতি সকল বীরগণ প্রায় সমস্বরে তাঁকে আশ্বাস দিলেন, কৌরবদের তখনও পর্যন্ত যে বিপুল সৈন্য ও যে অগণন মহারথী জীবিত আছেন—পরের দিন সূর্যাস্ত অবধি—পাণ্ডবদের পরাজিত বা নিহত কি বিপর্যস্ত করার চেষ্টা না ক'রে কেবলমাত্র জয়দ্রথকে রক্ষা করারই চেষ্টা করবেন, সকলে তাঁকে ঘিরে থাকবেন নিশ্ছিদ্রমানবপ্রাচীর রচনা ক'রে।... এতেই, অর্থাৎ যদি জয়দ্রথকে রক্ষা করতে পারেন, তাঁদের শত্রুজয়-উদ্দেশ্যও সিদ্ধ হবে, কারণ অর্জুন অগ্নিতে প্রাণত্যাগ করলে পাণ্ডবপক্ষেরা হীনবল ও মনোবলহীন হয়ে পড়বে।

এ পক্ষের বিশ্বস্ত চরমুখে ও-পক্ষের এই প্রতিক্রিয়া বা প্রতিরোধ-সঙ্কল্প এঁদের শ্রুতিগোচর হ'তে বিলম্ব ঘটল না। দিক্‌দাহকারী ক্রোধ ও অপরিমেয় শোকের মধ্যেও অর্জুন ঈষৎ চিন্তিত হয়ে পড়লেন। দ্রোণাচার্যের শক্তির পরিমাণ সম্বন্ধে তাঁর ধারণায় কোন ভ্রান্তি বা অবাস্তবতা ছিল না, নিজের ক্ষমতা সম্বন্ধে অযথা স্ফীত ধারণাও না। ঐ বর্ষীয়ান যোদ্ধা এখনও বহু তরুণ বীরের মিলিত শক্তি অপেক্ষাও অধিক শৌর্য ও বীর্যের অধিকারী। তিনি যথার্থ মনঃসংযোগ বা প্রাণপণ চেষ্টা করলে একা সব্যসাচী অর্জুন কেন, সমুদয় পাণ্ডবপক্ষের যুক্তসামর্থ্যেরও সাধ্য নেই তাকে প্রতিহত করে।

শোকাবেগ ও প্রতিহিংসায় উন্মত্ত হয়ে প্রতিজ্ঞা করা এক কথা,—তা কর্মে রূপায়িত করা অন্য। এবং এক্ষেত্রে তা খুব অনায়াসসাধ্য হবে না...

দুশ্চিন্তার মধ্যেই কখন ক্লান্ত চক্ষু তন্দ্রায় নিমীলিত হয়েছে তা অর্জুন জানেন না, সুতরাং স্বপ্নকে প্রত্যক্ষ ঘটনা বলেই বোধ হয়েছে। দেখছেন তিনি ও শ্রীকৃষ্ণ শূন্যমার্গে প্রায় মনোবেগে কোথায় চলেছেন: নিমেষকাল মধ্যে অনন্ত মহাকাশ অতিক্রম ক'রে কৈলাসে দেবাদিদেব শিবের নিকট উপস্থিত হলেন, মহাদেবকে পূজা ও স্তবে তুষ্ট ক'রে তাঁর কাছে পাশুপত অস্ত্র—যা একমাত্র প্রলয়কালেই ব্যবহার করেন শিব, যার সংহার-শক্তির বেগ সহ্য করতে পারে এমন কিছু নেই, এমন কেউ নেই এ ব্রহ্মাণ্ডে—তাই প্রাপ্ত হলেন।...

নিদ্রার মধ্যেই নিশ্চিন্ত ও তুষ্ট হয়েছেন অর্জুন। ব্রাহ্মমুহূর্তে তাঁর নিদ্রাও ভঙ্গ হয়েছে। প্রফুল্ল চিত্তে এই আশ্চর্য স্বপ্নবৃত্তান্ত বাসুদেবকে শোনাতে যাবেন—সবিস্ময়ে লক্ষ্য করলেন তাঁর কপিধ্বজ রথের পাশেই শ্রীকৃষ্ণর শিখীধ্বজ রথ তাঁর বায়ুগতি অশ্বচতুষ্টয়-যোজিত অবস্থায় প্রস্তুত হয়ে অপেক্ষা করছে। কেবল তাই নয়, বাসুদেবের বিখ্যাত ভয়াবহ অস্ত্রসমূহ—কৌমুদকী গদা, চক্রাস্ত্র, ধনুঃশর, ভল্ল, শক্তি, পাশ প্রভৃতিও স্তূপীকৃত।

এমন কি আসনের উপর শ্রীবৎসচিহ্নলাঞ্ছিত রাজছত্রও শোভা পাচ্ছে।

অর্জুন যৎপরোনাস্তি বিস্মিত হয়ে দারুককে প্রশ্ন করলেন, 'দারুক, এ কী? বাসুদেবের নিজ রথ প্রস্তুত কেন?'

দারুক রহস্যময় হাস্যে উত্তর দিলেন, 'প্রভুর ইচ্ছা। কাল রাত্রে যাদবশ্রেষ্ঠ বাসুদেব কিঞ্চিন্মাত্রও নিদ্রা যান নি। তৃতীয় প্রহরের প্রথম দণ্ডেই স্কন্ধাবার হতে নির্গত হয়ে এসে আমাকে এই নির্দেশ দিলেন। বললেন, পার্থ যে অসমসাহসিক এবং ভয়ঙ্কর প্রতিজ্ঞা করেছেন তা তাঁর পক্ষেও বোধ করি রক্ষা করা কঠিন হবে। অথচ তা রক্ষা করতে না পারলে তাঁর মৃত্যুবরণ ব্যতীত গতি থাকবে না। তিনি আমার প্রাণপ্রিয় বন্ধু, তাঁর এই অকাল- ও শোচনীয় মৃত্যু আমি সহ্য করতে পারব না। সে ক্ষেত্রে নির্দিষ্ট সময়ের পূর্বেই আমি স্বয়ং সমস্ত কৌরবকুল বিনষ্ট ক'রে ওঁকে জয়দ্রথ বধের সুযোগ দেব।'

স্বপ্নমধুর রাত্রিশেষের তৃপ্তি ও নিশ্চিন্ততা মুহূর্তে অপমানবোধের তিক্ততায় বিলীন হ'ল। এ ব্যবস্থা যেমন তাঁর সম্বন্ধে স্নেহ ও ব্যাকুলতা-বোধের পরিচায়ক—তেমনি তাঁর শক্তি সম্বন্ধে অনাস্থারও।

তিনি ঈষৎ বিরস মুখেই শ্রীকৃষ্ণকে বললেন, 'এ ভাবে তুমি বার বার নিজের প্রতিজ্ঞাভঙ্গ ক'রে আমাকে নিমিত্তের ভাগী করছ কেন? না হয় প্রতিজ্ঞারক্ষায় অকৃতকার্য হয়ে আমার মৃত্যুই ঘটত! সে আমি তত ক্ষতিকর মনে করি না, তোমাকে যদি লোকে মিথ্যাবাদী বা কপটাচারী বলে—সে বেদনা আমার পক্ষে মৃত্যুর অধিক দুঃসহ।'

শ্রীকৃষ্ণ কিছুক্ষণ স্থির দৃষ্টিতে ওঁর মুখের দিকে চেয়ে থেকে বললেন, 'রথ প্রস্তুত রাখা এবং রথীর যুদ্ধ করা এক বস্তু নয়। আমি বিনা প্রয়োজনেই তোমাকে বীর সমাজে হেয় ক'রে যুদ্ধে অবতীর্ণ হব—এমন কথা ভাবছ কেন? বরং...আমি প্রস্তুত আছি—এই তথ্য শত্রু-শিবিরে যে মানসিক প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করবে তাতেই তোমার উদ্দেশ্য অনেকটা সিদ্ধির দিকে এগিয়ে যাবে।...বন্ধু, অযথা বীরত্বাভিমানে মনোকষ্ট ভোগ করা অনেক সময় কার্যসিদ্ধির প্রবল বাধা হয়ে ওঠে। তেমন সংকটকাল উপস্থিত হলে বুদ্ধিমান ব্যক্তিরা শুধু বলের বা শস্ত্রজ্ঞানের উপর নির্ভর ক'রে নিশ্চিন্ত থাকেন না, ছল ও কৌশলেরও আশ্রয় নেন—এবং বীর-সমাজে সে ব্যবস্থা নিন্দনীয় নয়।—আর সত্যিই যদি শেষ পর্যন্ত তেমন দুর্লগ্ন উপস্থিত হয়, তোমার প্রতিজ্ঞারক্ষা অসম্ভব হয়ে ওঠে—আমি অবশ্যই আমার প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করতে দ্বিধা করব না।'

কে জানে এ বার্তা চরমুখে কৌরব শিবিরে পৌঁছবে জেনেই বাসুদেব একথা বলেছিলেন কিনা, সবটাই নাটকীয় অভিনয়—অথবা এ তাঁর আন্তরিক সত্যভাষণ।

কে জানে, দিনশেষে সূর্যাস্তের পূর্বেই যে একখণ্ড আকস্মিক কৃষ্ণ মেঘ—যা নিতান্তই অসাময়িক—এসে রাহুগ্রস্ত অবস্থার মতো সূর্যকে আবৃত ও দিবালোক আচ্ছন্ন ক'রে মিথ্যা সন্ধ্যার সৃষ্টি করেছিল—যার জন্য জয়দ্রথ ও তাঁর রক্ষীগণ উৎফুল্ল হয়ে কয়েক মুহূর্তের জন্য সকল সতর্কতা বিসর্জন দেওয়ায় অর্জুনের পক্ষে জয়দ্রথ বধ সম্ভব হল—তার মধ্যে বাসুদেবের কোন কৌশল বা জাদু ছিল কিনা!

তবু, প্রতিজ্ঞাভঙ্গ ক'রে এক পক্ষ অবলম্বন পূর্বক যুদ্ধ করা বা যুদ্ধের আয়োজন করা বীরধর্মবিরোধী হলেও তেমন নীচ বা গর্হিত কর্ম নয়, যেমন শ্রীকৃষ্ণ ভূরিশ্রবা বধ কালে করলেন।

জয়দ্রথ বধের কিছু পূর্বে সূর্য তখন প্রায় অস্তাচলগামী—অর্জুন একাগ্রমনে শুধু জয়দ্রথের সমীপবর্তী হওয়ার কথা চিন্তা করছেন, প্রাণপণে সেই দিকেই অগ্রসর হতে চাইছেন—এবং দুর্যোধন দুঃশাসন কর্ণ প্রভৃতি বাধা দেবার চেষ্টা করছেন সর্বপ্রযত্নে, দ্রোণের প্রয়াস দুর্যোধনের অনুরোধ-অনুযায়ী কোন মতে যুধিষ্ঠিরের চতুষ্পার্শ্বস্থ রক্ষকগণকে অপসারিত, পরাজিত বা নিহত ক'রে তাঁকে বন্দী করতে। সেই সময় সাত্যকিও প্রবল বিক্রমে যুদ্ধ করছিলেন। যাদব অন্ধক বা বৃষ্ণিকুলের বীরগণের মধ্যে শ্রীকৃষ্ণের পরই শিনিপুত্র সাত্যকির স্থান। সাত্যকির প্রচন্ড আক্রমণ প্রায় দুঃসহ হয়ে উঠেছে, সেই সময় স্বয়ং ভীমসেন কর্ণের নিকট পরাজিত লাঞ্ছিত ও আহত হয়ে পড়েছিলেন, কর্ণ তখন ইচ্ছা করলে অনায়াসেই ভীমকে বধ করতে পারতেন, কেবল কুন্তীর কাতরতা স্মরণ ক'রেই সামান্য বিদ্রূপের পর অব্যাহতি দিলেন।

তখন ভীমের রথ চূর্ণ, অশ্ব ও সারথি মৃত, রথের সঙ্গে অস্ত্রসকলও বিনষ্ট। অগত্যাই তিনি এসে সাত্যকির রথে আশ্রয় নিলেন।

এই দুই দুর্ধর্ষ বীরকে একত্র হ'তে দেখে সাধারণ যোদ্ধারা প্রমাদ গণে পশ্চাদপদ হতে চাইবেন এ স্বাভাবিক। অবস্থা বুঝে শত্রুর এই শক্তি বৃদ্ধির আতঙ্ককর জনরব নিবারিত করতেই ভূরিশ্রবা দ্রুত সেদিকে এগিয়ে এলেন। ভূরিশ্রবা কুরুবংশীয় ধার্তরাষ্ট্রদের নিকট জ্ঞাতি, নিজে মহাপরাক্রান্ত শূর তো বটেই—কৌরবপক্ষের যবন কিরাত কাম্বোজ সেনাগণের বিশেষ প্রিয়, তারা ওঁকে বীরের আদর্শ জ্ঞান করে।

ভূরিশ্রবার সাত্যকি সম্বন্ধে বিশেষ বিদ্বেষ ও উষ্মার কারণ ছিল। সাত্বতবংশীয় শিনি যখন বসুদেবের জন্য দেবকের কন্যা দেবকীকে বলপূর্বক হরণ ক'রে নিয়ে যাচ্ছিলেন তখন ভূরিশ্রবার পিতা সোমদত্ত বাধা দিতে এলে উভয়ে যে বাহুযুদ্ধ হয় তাতে শেষ পর্যন্ত সোমদত্ত পরাজিত ও ভূপাতিত হলে শিনি তাঁকে পদাঘাত করেন। মৃত্যুর অধিক এই অপমান সোমদত্ত বিস্মৃত হন নি, তা ভূরিশ্রবাও স্মরণে রেখেছিলেন।

সাত্যকি তখন অবিরাম যুদ্ধের ফলে ক্লান্ত হয়ে পড়েছিলেন, সুযোগ বুঝে ভূরিশ্রবা সর্বশক্তি প্রয়োগে তাঁকে আক্রমণ করলেন। অচিরেই পরস্পরের শরে পরস্পরের রথ অশ্ব বিনষ্ট হ'ল—তখন ভূরিশ্রবা বাহুযুদ্ধমানসে সাত্যকির ভগ্নরথে আরোহণ ক'রে তাঁকে ভূতলে নামিয়ে আনলেন এবং শীঘ্রই সাত্যকিকে পরাভূত ক'রে সবলে পদাঘাত করলেন। সে আঘাতে কিছুক্ষণের জন্য সাত্যকি অনড় ও মূর্ছিতবৎ হয়ে গেলেন। কিন্তু অপমানের শেষ হলেও শত্রুর শেষ হয় নি—এই কথা স্মরণ ক'রে ভূরিশ্রবা বামহস্ত কেশ-বন্ধ রেখেই সাত্যকির মস্তক ছেদনের জন্য দক্ষিণ হস্তে খড়্গ উত্তোলন করলেন।

তখন আর বিন্দুমাত্র কাল-হরণের অবকাশ নেই। আর হয়ত পলক মাত্র মধ্যে মহাসর্বনাশ হয়ে যাবে। নিতান্ত—সাত্যকির অন্তত সামান্য চেতনা ফিরে আসার জন্য ভূরিশ্রবা অপেক্ষা করছেন—ব'লেই—ভূপাতিত নিরস্ত্র ও

অচেতন শত্রুকে বধ করার রীতি নেই—কয়েক লহমা মাত্র বিলম্ব করছেন। শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে তাড়না করলেন, 'কী করছ পার্থ, কিসের জন্য অপেক্ষা করছ! এখনই ওর দক্ষিণ হস্ত ছেদন কর! আর সময় নেই।'

তবু অর্জুনের দ্বিধা যায় না। বললেন, 'কিন্তু ও যে অপরের সঙ্গে যুদ্ধে রত, আমি কেমন ক'রে আঘাত করি।'

শ্রীকৃষ্ণ তীব্র ভর্ৎসনার সুরে বলে উঠলেন, 'কাল যখন এই ব্যক্তিই অপর কপট, নীতিবিগর্হিত যুদ্ধকারীদের সঙ্গে মিলিত হয়ে নিরস্ত্র রথবিহীন বর্মবিহীন বালক অভিমন্যুকে বধ করেছিল—তখন কোন্ রণনীতি রক্ষিত হয়েছিল? যুদ্ধে বিজয়লাভই নীতি, ন্যায়, ধর্ম!'

অভিমন্যুর অসহায় মৃত্যু—ব্যাধহস্তে চতুর্দিকে সারমেয়তাড়িত ও পরিবৃত শূকরের ন্যায়—স্মরণ ক'রেই আর দ্বিধা করলেন না, তরস্বী অর্জুন এক পলকপাতের পূর্বেই ক্ষুরাগ্রশাণিত শায়কে ভূরিশ্রবার দক্ষিণ হস্ত ছেদন করলেন।

অর্জুনের দিক থেকে সম্ভবত এ আক্রমণ আশঙ্কা করেন নি ভূরিশ্রবা। কিছুক্ষণ বিহ্বল দৃষ্টিতে ওঁর দিকে তাকিয়ে থেকে ধিক্কারের সুরে বললেন, 'তুমি এত বড় বীর হয়ে এই অন্যায় এবং নৃশংস কাজ করলে! আমি তো তোমার সঙ্গে যুদ্ধে প্রবৃত্ত ছিলাম না। এ ক্ষাত্রধর্ম শূরধর্ম তোমাকে কে শিখিয়েছিলেন—দ্রোণ কৃপ—না স্বয়ং ইন্দ্র! ধিক্!'

চতুর্দিকে আরও অগণিত কণ্ঠে এই 'ধিক ধিক' শব্দ উঠেছিল, এমন কি পাণ্ডব-হিতৈষীরাও বিমর্ষচিত্তে বলাবলি করছিলেন, 'এমন ভাবে অপরের সঙ্গে যুদ্ধে রত এক বীরকে এভাবে অক্ষম ক'রে দেওয়া উচিত হয় নি। অন্তত পূর্বেই সতর্ক ক'রে দেওয়া কর্তব্য ছিল!'

অর্জুন যেন সেই সব সমালোচকদের শুনিয়েই উচ্চকণ্ঠে ভূরিশ্রবাকে বললেন, 'গতকাল তোমরা যে যুদ্ধে ছয়-সাতজন মহারথ মিলে একা নিরস্ত্র, বর্ম-চর্ম-রথহীন ক্লান্ত বালক অভিমন্যুকে বধ করেছিলে—সে যুদ্ধ তোমাদের কে শিখিয়েছিল, কোন্ গুরু, কোন্ মহারথী? এখনও নিরস্ত্র ভূপাতিত শত্রুকে বধ করতে উদ্যত হয়েছিলে—সে-ই বা কোন্ ক্ষাত্রধর্ম অনুযায়ী আচরণ? তোমাদের অনিন্দ্য ন্যায়-নীতি-ধর্মবোধ এই সময়গুলোয় কোথায় ছিল ভূরিশ্রবা!'

ভূরিশ্রবা মাথা নত করলেন, তারপর নীরবে নিজের কর্তিত দক্ষিণ হস্ত ক্ষমা-প্রার্থনার ভঙ্গীতে অর্জুনের পায়ের দিকে নিক্ষেপ ক'রে বাম হস্তে নিজের তূণীরের শরগুলি বিছিয়ে আসনের মতো তাতেই উপবেশন করলেন এবং অবিরাম রক্তক্ষরণে অবশ্যম্ভাবী মৃত্যুর প্রতীক্ষায় ঈশ্বরচিন্তা করতে লাগলেন।

ইতিমধ্যে ক্রুদ্ধ সাত্যকির সচেতনতা ফিরে এসেছে, তিনি উঠে সেই ভূরিশ্রবার পরিত্যক্ত খড়্গ তুলে নিয়ে তাই দিয়েই ধ্যানস্থ ভূরিশ্রবার মস্তক ছিন্ন করলেন।

সাত্যকিও অবশ্য এই নীতিবিগর্হিত কার্যের জন্য অভিমন্যুবধেরই আশ্রয় নিলেন, তথাপি যে অধিকাংশ বীরই তাঁর আচরণে ক্ষুণ্ণ হলেন—এমন কি তাঁর স্বপক্ষীয় ও জ্ঞাতিবান্ধবরাও—সে বিষয়ে সন্দেহ রইল না।

অর্জুন লজ্জিত হয়ে বিমূঢ় ভাবে শ্রীকৃষ্ণের মুখের দিকে চাইলেন—

দেখলেন সে প্রশান্ত দিব্যদ্যুতি-উজ্জ্বল মুখে অনুতাপ বা লজ্জার লেশমাত্র চিহ্ন নেই, বরং তাঁকে তৃপ্ত ও প্রসন্নই দেখাচ্ছে।

এসব আচরণ গর্হিত ও নীতিবিরুদ্ধ হ'তে পারে—তাঁর সম্বন্ধে চিন্তা করলে দুর্বোধ্য তো বটেই—তত্রাচ, ঘটোৎকচ বধের সময় তিনি যা করলেন, যে নির্মমতা, যে প্রায়-পৈশাচিক উল্লাস প্রকাশ করলেন—তার কোন তুলনা নেই।

অর্জুনের সঙ্গে কখনও না কখনও দ্বৈরথ সমরে অবতীর্ণ হ'তে হবে—আর সেইটেই তো জীবনের একমাত্র লক্ষ্য এখন—সেই জন্য কর্ণ একটি অব্যর্থ সাংঘাতিক অস্ত্র এতদিন লালন করছিলেন। তাঁর সর্বপ্রকার আত্ম-চিন্তাহীন দানে—বা দানযজ্ঞে তুষ্ট ও বিস্মিত এক মহাপুরুষ তাঁকে এই অস্ত্র দান করেন। দাতা বলেই দিয়েছিলেন—"এ অস্ত্র অব্যর্থ ও অমোঘ, কোন পার্থিব প্রাণীর সাধ্য নেই এ অস্ত্রাঘাত প্রতিরোধ করতে পারে বা আঘাত সহ্য ক'রে জীবিত থাকতে পারে। তবে এ অস্ত্র যার প্রতি নিক্ষিপ্ত হবে সে যত বড় শূর, শক্তিমান বা শস্ত্রকুশলীই হোক—তাকে বধ ক'রেই এ অস্ত্রর শক্তি নিঃশেষিত হয়ে যাবে, পুনরায় ব্যবহার করা যাবে না কোনমতেই।"

ইতিমধ্যে বহু সংকটমুহূর্ত সমাগত হওয়া সত্ত্বেও কর্ণ এ অস্ত্র প্রয়োগের লোভ সম্বরণ করেছেন, জীবনের সেই প্রত্যূষকাল থেকে চিরপ্রতিদ্বন্দ্বী অর্জুনকে বধ করবেন বলেই এ অস্ত্র আর কারও উপর প্রয়োগ করেন নি।

জয়দ্রথ বধের পর অপমানিত, ক্রুদ্ধ, প্রতারিত কৌরবগণ সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হলেও যুদ্ধ বন্ধ করলেন না, স্নান আহার বা বিশ্রাম না ক'রেই শত্রুক্ষয় ক'রে যেতে লাগলেন। হয়- ও হস্তী-পৃষ্ঠে প্রদীপ জ্বালা হ'ল, পদাতিক সৈন্যগণ অসংখ্য মশালে যুদ্ধভূমি আলোকিত করলেন। প্রথম দিকে অর্জুনের বিক্রমে কুরুপক্ষীয়রা ছত্রভঙ্গ হয়ে পড়ছিল—তা লক্ষ্য ক'রে দুর্যোধন দ্রোণ ও কর্ণকে উত্তেজিত করার জন্য বললেন, 'আপনারাই এ নৈশযুদ্ধের আয়োজন করলেন, অথচ অসহায় ক্লান্ত ক্ষুধার্ত সেনাগুলিকে রক্ষার কোন ব্যবস্থা করছেন না। বাড়বাগ্নির সম্মুখে শুষ্ক তৃণগুচ্ছের অবস্থা হয়েছে তাদের। এই যদি আপনাদের শক্তির পরিচয় হয়—তাহলে বলুন, যুদ্ধ বন্ধ ক'রে আমি অরণ্যবাসে যাই অথবা প্রায়োপবেশনে প্রাণত্যাগ করি।'

ধিক্কৃত কর্ণ ও দ্রোণ অতঃপর যেন জীবনপণ ক'রে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হলেন, তাঁদের নেতৃত্বে-সঞ্চারিত-সাহস অপর যোদ্ধারাও সর্বশক্তি প্রয়োগে পুনশ্চ নূতন উদ্যমে যুদ্ধ আরম্ভ করলেন। এবার পাণ্ডব সৈন্যের ভীত, ছত্রভঙ্গ হবার পালা। অর্জুন তাদের আর্ত ত্রস্ত দৃষ্টি ও পলায়নের কালে অব্যক্ত হতাশা-সূচক ধ্বনি শুনে উদ্বিগ্ন হয়ে শ্রীকৃষ্ণকে বললেন, 'বাসুদেব, কর্ণ আমাদের বাহিনী নিঃশেষিত করছেন, তুমি শীঘ্র তাঁর সম্মুখে রথ নিয়ে চল।'

শ্রীকৃষ্ণ তাঁর অনিন্দ্য ললাটের ঘর্মমোচন ক'রে বললেন, 'না। কর্ণ এই সুযোগই খুঁজছেন, আমি এখন তোমাকে তাঁর সম্মুখে উপস্থিত করতে প্রস্তুত নই। তাঁর কাছে এক সর্বসংহারকারী অস্ত্র আছে, আমি জানি সে অস্ত্র যার প্রতি নিক্ষেপিত হবে তার মৃত্যু অনিবার্য, কোন নরদেহধারী মনুষ্য বা প্রাণীই তার আঘাত সহ্য করতে পারবে না। জীবন-তুচ্ছ-করা এক আশ্চর্য পুণ্যকর্মে কর্ণ এই দিব্যাস্ত্র লাভ করেছেন, আমি চাই এ অস্ত্র

পূর্বে আর কারও উপর প্রয়োগ করা হোক। তারপর তুমি তাঁর সঙ্গে দ্বৈরথ সমরে অবতীর্ণ হয়ো।'

অর্জুন কি একটা বুঝি প্রতিবাদ করতে চাইছিলেন, বোধ হয় বলতে চাইছিলেন যে এই ভাবে নিশীথ সমরে পান্ডবপক্ষ বিপর্যস্ত হচ্ছে, কর্ণ সাক্ষাৎ কালান্তক যমের মতো যেন মৃত্যু বর্ষণ ক'রে ঘুরে বেড়াচ্ছেন—এমতাবস্থায় তাঁর নিষ্ক্রিয় থাকার অপেক্ষা লজ্জাকর আর কি হ'তে পারে!

কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ তার পূর্বেই বাধা দিয়ে বলে উঠলেন. 'কর্ণ আজ যে ভাবে সর্বশক্তি নিয়োজিত ক'রে যুদ্ধ করছেন—তাতে তুমি ও ঘটোৎকচ ছাড়া কেউ তাঁকে বাধা দিতে পারবে না। আমি ঘটোৎকচকেই আহ্বান করছি।'

বিস্মিত. হয়ত বা ঈষৎ-ক্ষুব্ধ ধনঞ্জয়ের কণ্ঠ ভেদ ক'রে একটি মাত্র শব্দই বহির্গত হ'ল, 'ঘটোৎকচ!'

'হ্যাঁ. ঘটোৎকচ।' কণ্ঠে অতিরিক্ত জোর দেন বাসুদেব, 'কর্ণর সঙ্গে আজ প্রতিরণে অবতীর্ণ হ'তে পারেন এমন মাত্র দুজনকেই দেখছি। তুমি আর ঘটোৎকচ। সে অশিক্ষিত অনার্য রাক্ষসজাতীয় ব'লে তাকে অবজ্ঞা ক'রো না। তোমার মতো নানা প্রকার মারণাস্ত্র তার কাছে নেই সত্যকথা. কিন্তু সে মহা বীর। কিশোর ভীমের ঔরসে রাক্ষসকন্যা হিড়িম্বার গর্ভে তার জন্ম—ভূমিষ্ঠ কাল থেকেই সে মহাপরাক্রান্ত। উপরন্তু সে ঐন্দ্রজালিক, নানা প্রকার মায়াযুদ্ধ জানে, জলে ও আকাশে অন্তরীক্ষে তার অবাধ গতি। ভীমবিক্রম এই ভীমতনয় তোমাদের প্রতি শ্রদ্ধাশীল, তোমাদের অনুরক্ত। তোমাদের বিন্দুমাত্র সেবা করতে পেলে সে নিজেকে কৃতকৃতার্থ বোধ করে। আমি তাকেই আহ্বান করছি।'

আর বাদানুবাদের অপেক্ষা করলেন না বাসুদেব, দ্রুত ঘটোৎকচ সমীপে রথ নিয়ে গিয়ে বললেন. 'পুত্র ঘটোৎকচ. অঙ্গাধিপতি আজ কৃতান্তমূর্তি ধারণ করেছেন. দ্রোণ কৃপ অশ্বত্থামা শল্য প্রভৃতি বিখ্যাত কুরুপক্ষীয় বীর-গণ অক্লান্ত ভাবে প্রবল পরাক্রমে যুদ্ধ করছেন—ফলে পান্ডবসৈন্যরা এক্ষণে ভীত, ত্রস্ত ও পলায়নপর। শিশিরকালীন গোবৎসের মতো, উত্তর সমীরে আন্দোলিত তৃণরাশির মতো তারা আতঙ্কে কম্পমান। অর্জুন আজ সারা-দিন সুরাসুরেরও বিস্ময়-উৎপাদক যুদ্ধ ক'রে অতিশয় ক্লান্ত, এখন যদি তুমি পান্ডবপক্ষকে না রক্ষা করো তা'হলে প্রভূত সর্বনাশ হবে আমাদের।'

ঘটোৎকচ স্বীয় বীর্য ও শিক্ষা প্রদর্শনের এই উত্তম এবং শ্লাঘ্য সুযোগ পেয়ে উৎফুল্ল হয়ে উঠলেন. পিতৃব্য ও বাসুদেবকে প্রণাম ক'রে ত্বরিত গতিতে নিজের রাক্ষসীয় চমূসহ কর্ণ-আক্রমণে উদ্যত ও অগ্রসর হলেন। ব'লে গেলেন. 'আপনারা নিশ্চিন্ত থাকুন, আজ আমি কর্ণকে এ ভূপৃষ্ঠ থেকে অপসারিত ক'রে আপনাদের বিজয়ের পথ নিশ্চিত ও সুগম ক'রে দেব।'

অতঃপর দুজনে যে যুদ্ধ বাধল—তেমন ভয়ঙ্কর যুদ্ধ কেউ কখনও দেখে নি। ঘটোৎকচ যে এত বড় বীর, যোদ্ধা ও রণকৌশলী তা পান্ডবরাও এত-দিন উপলব্ধি করেন নি। তাঁর বাহিনীও সম্মিলিত কৌরব শক্তির অপ্রতি-রোধ্য হয়ে উঠল। ঘটোৎকচ নিজে তো শুধু কর্ণই নয় কৌরবপক্ষের অপরা-পর মহারথদের কাছেও মহাভয়ের কারণ হয়ে উঠলেন।

শেষে, কৌরবপক্ষকে দ্রুতক্ষীয়মাণ ও একান্ত সন্ত্রাসগ্রস্ত হ'তে দেখে দুর্যোধন আর স্থির থাকতে না পেরে কর্ণকে গিয়ে বললেন, 'বন্ধু, বোধ হচ্ছে আজই কৌরবদের অন্তিম দিন সমাগত, ঘটোৎকচের আক্রমণ আর কয়েকদণ্ড অব্যাহত থাকলে আমাদের পক্ষে আর একজনও জীবিত থাকবে না। তুমি তোমার গোপন রক্ষিত ইন্দ্রায়ুধ প্রয়োগ ক'রে অচিরে ঐ রাক্ষসটাকে বধ করো, নতুবা তোমার আমার কারও নিস্তার নেই!'

এ অনুরোধ মস্তিষ্কগোচর হ'তে কর্ণের কিছু সময় লাগল। তিনি বিস্মিত বিহ্বল ভাবে দুর্যোধনের মুখের দিকে চেয়ে বললেন, 'সেই অস্ত্র ওই রাক্ষসটার ওপর প্রয়োগ করব! যা আমি এতকাল সহস্র বিপর্যয়েও কোন যোদ্ধার ওপর প্রয়োগ করি নি, অর্জুন নিধনের জন্য সযত্নে লালন করেছি! সে অস্ত্র হস্তচ্যুত হ'লে অর্জুনকে তো কোনমতেই বধ করা যাবে না!'

'অদ্যকার এ সর্বনাশা যুদ্ধে পরিত্রাণ পেলে অর্জুনের কথা চিন্তা করা যাবে। অভিমন্যুর মতো কোন অবসরে একাকী পার্থকে সকল মহারথী মিলে বেষ্টন করে তাকে বধ করব। তুমি এখন এই প্রত্যক্ষ ধ্বংস থেকে আমাদের রক্ষা করো।'

দুর্যোধন দীন অনুনয়ের ভঙ্গীতে কথাগুলি বললেন. তাঁর কণ্ঠে মৃত্যুর আতঙ্ক প্রকাশ পেল।

কর্ণ একবার যেন অসহায় ভাবে চারিদিকে তাকিয়ে দেখলেন। সত্যই ঘটোৎকচ যেন সাক্ষাৎ কৃতান্তের মতো রণক্ষেত্রে অবিরাম মৃত্যু বর্ষণ ক'রে যদিচ্ছ বিচরণ করছেন, তাঁকে বাধা দেওয়া তো দূরের কথা—তাঁর সম্মুখে যাওয়ারও কারও সাধ্য নেই। সমস্ত কৌরব সেনাবাহিনী এমন কি সেনানায়করাও তাঁর এই অমানুষিক পরাক্রমে আতঙ্কগ্রস্ত হয়ে পড়েছেন, তাঁদের সকলেরই এই এক কথা—স্বয়ং মৃত্যু এই মায়াদেহ ধারণ ক'রে রণক্ষেত্রে আবির্ভূত হয়েছেন।

কর্ণের নিজেরও রথ ভগ্ন, সারথি নিহত, অশ্বগণ মুমূর্ষু—এবার হয়ত তাঁরই পালা। তিনি একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে সেই দিব্যাস্ত্র গ্রহণ করলেন। সর্বজীবের অসহনীয়, কৃতান্ত-রসনার মতো লেলিহান, উল্কার মতো প্রদীপ্ত ও প্রজ্বলন্ত সেই অস্ত্রের তেজে ও তাপেই চতুর্দিকের বহু যোদ্ধা বিমূঢ় ও মূর্ছিত হয়ে পড়লেন, অনেক দুর্বল ব্যক্তি প্রাণ হারাল।

সেই ভয়ঙ্কর অস্ত্র তাঁর প্রতি সমুদ্যত দেখেই ঘটোৎকচ মায়াবলে বিশাল দেহ ধারণ ক'রে বাধা দিতে গেলেন কিন্তু জ্বলন্ত অস্বাভাবিক-উত্তপ্ত অগ্নির সম্মুখে শুষ্ক পত্রের মতো সে মায়া ভস্মীভূত হয়ে—সে অস্ত্র তাঁকে সংহার করল।

এমন ভয়ঙ্কর শত্রুবধে কৌরবপক্ষে বিপুল উল্লাসধ্বনি উঠবে—স্বাভাবিক; ঠিক সেই কারণেই পাণ্ডবপক্ষে হাহাকার ওঠার কথা—উঠলও তাই; এমন কি স্থিতধী যুধিষ্ঠির, মৃত্যুভয়লেশহীন ভীমসেনও তাঁদের প্রতি একান্ত প্রীতি ও শ্রদ্ধাসম্পন্ন এই তরুণ বীরের মৃত্যুতে শোকাভিভূত হলেন। সাধারণ মানবের মতোই বিলাপ ও অশ্রু বিসর্জন করতে লাগলেন; বহু মৃত্যুর কারণ ও দ্রষ্টা, সদ্যপুত্রবিয়োগবিধুর স্বয়ং অর্জুনও এই পুত্রোপম স্নেহ-

ভাজন বীরকে রক্ষা করতে না পারার গ্লানিতে শিরে করাঘাত করতে লাগলেন —কিন্তু, কিমাশ্চর্যমতঃপরম্—তিনি সেই দুঃসহ দুঃখের মধ্যেই পরম বিস্ময়ে লক্ষ্য করলেন, বাসুদেব অশ্ববল্গা ত্যাগ করে রথের উপর উদ্দণ্ড নৃত্য. বাহ্বাস্ফোট ও মধ্যে মধ্যে জয়োল্লাসসূচক গর্জন করছেন।

অর্জুন তাঁর এই হীনরুচি-প্রকাশক উল্লাসে বিরক্ত কণ্ঠে বললেন, 'বাসুদেব, আমাদের এতবড় ক্ষতি, এমন পরাজয় ও আত্মীয়বিয়োগ তোমার কাছে আনন্দের কারণ হ'ল! তুমি কোন্ পক্ষের বন্ধু—আমি এই ক্ষণে ঠিক যেন বুঝে উঠতে পারছি না!'

বালকের নির্বুদ্ধিতায় যেমন বয়স্ক অভিভাবকরা সপ্রশ্রয় অবহেলা প্রদর্শন করেন, সেইরূপ হাস্যের সঙ্গে শ্রীকৃষ্ণ উত্তর দিলেন, 'নির্বোধ, আমি তোমাদের বন্ধু ও হিতৈষী ব'লেই এত আনন্দ করছি। এই অব্যর্থ অস্ত্র কর্ণ তোমার জন্য রেখেছিলেন, এ অস্ত্র প্রয়োগ করলে পৃথিবীর কোন শক্তির সাধ্য ছিল না তোমাকে রক্ষা করে। তবে এ অস্ত্র একাঘ্নী, একজনকে মাত্র বধ ক'রে নিজেও বিনষ্ট ও ভস্মীভূত হয়। সুতরাং এই অস্ত্র ব্যবহৃত হওয়ায় তোমার জয়ের পথই নিরঙ্কুশ হ'ল, অতঃপর আর কর্ণবধে কোন বাধা রইল না।

'শক্তিগর্বী ধনঞ্জয়, স্মরণ রেখো—পৃথিবীতে তোমার সমকক্ষ আরও অনেক বীর ছিল, এবং এখনও আছে। তোমাকে আমিই অপরাজেয় করতে চেয়েছি—এতদিনের পাপজীর্ণ মদোদ্ধত ক্ষাত্রশক্তি বিনষ্ট ক'রে জনসাধারণের শক্তিকে প্রতিষ্ঠিত করতে। সেই কারণেই তোমার সমস্ত সম্ভাব্য প্রতিদ্বন্দ্বীকে অপসারিত করেছি। জরাসন্ধকে বধ করিয়েছি; শিশুপাল ও একলব্যকে নিজে বধ করেছি। এরা জীবিত থাকলে নিশ্চিত আমাদের শত্রুপক্ষে অর্থাৎ কৌরবপক্ষে যোগ দিত, সেক্ষেত্রে তোমার পক্ষেও দুরূহ হয়ে উঠত কৌরবদের পরাজিত করা। এই ঘটোৎকচ নিহত হতে শুধু যে তোমার জয়রথ-চক্রপথ অবারিত হ'ল তাই নয়—সম্ভাব্য মহাশত্রুও অপসারিত হ'ল ঘটোৎকচ মহাশক্তিমান কিন্তু তামসিক বুদ্ধিসম্পন্ন. তামসিক পরিবেশে বাস করত। ভবিষ্যতে সে যে তোমার প্রতিদ্বন্দ্বী ও প্রবল শত্রু হয়ে উঠত না তাই বা কে বললে!

'এবং শোন অর্জুন, এই অবসরে আরও একটি গূঢ় তথ্য তোমাকে অবগত করাই। অভিমন্যুর এই অসহায় মৃত্যুও আমার অননুমিত ছিল না। পরন্তু অবিদিত ছিল না বললেই ঠিক বলা হয়—কারণ আমার অনুমান এ পর্যন্ত ভ্রান্ত প্রমাণিত হয় নি। তথাপি আমি তোমাকে সতর্ক করি নি বা অভিমন্যুকে রক্ষা করার চেষ্টা করি নি, তার কারণ—অভিমন্যুতে তোমার শৌর্য ও বীর্যের পূর্ণ লক্ষণ প্রকাশ পেয়েছিল, শিক্ষা ও নিয়মিত অভ্যাসে কালে সে তোমার অপেক্ষাও দুর্ধর্ষ শূরে পরিণত হ'ত। তার মাতুল বংশের প্রতি তার মমতাও স্বাভাবিক. সে জীবিত থাকতে যাদবকুল ধ্বংস করা সম্ভব হ'ত না। অথচ এই ভারতখণ্ডে যে সকল বংশ বা কুল অনর্জিত সম্পদ ভোগের কারণে অলস, লক্ষ্যহীন উন্নতিচিন্তাহীন জীবনযাত্রায় অভ্যস্ত হয়েছে, তার অবশ্যম্ভাবী পরিণামে জীবনযাত্রার ধারণায়, আচরণে. কামনা-বাসনায়—যে ক্লেদ গ্লানি কলুষ, কুৎসিত বদভ্যাসসকল, হেয় সম্ভোগমত্ততায় যে বিপুল অনাচার, সীমাহীন পাপ ও অকারণ দম্ভ, অন্ধ অসূয়া ইত্যাদি

পঞ্জীভূত হয়েছে—আমার পিতৃকুল—বৃষ্ণি অন্ধক যাদব, আমার আত্মীয় ও জ্ঞাতিরাও তার সমান অংশভাগী। প্রকৃত ধর্মরাজ্যস্থাপন করতে হ'লে তাদের সম্পূর্ণ বিনষ্টি প্রয়োজন। এবং সে নাশকার্যে আমি কৃতসংকল্প।'

॥ ১৪ ॥
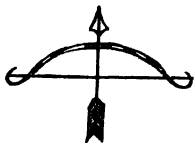
শস্ত্রগুরু দ্রোণাচার্য কৌরববাহিনীর পরিচালনাভার গ্রহণ করার পর যে অক্লান্ত পরিশ্রম এবং অভূতপূর্ব পরাক্রম প্রকাশ করেছিলেন—কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের মহান ইতিহাসেও তার দৃষ্টান্ত বিরল। এমন কি, দুর্যোধনের মনে হতে লাগল, এরূপ অবিশ্রাম ভয়ংকর যুদ্ধ, এরূপ অপরিমেয় শত্রুনাশ মহাত্মা ভীষ্মের সৈনাপত্যকালেও সম্ভব হয় নি। দ্রোণ যে ঐকান্তিকতার সঙ্গে কৌরবগণের শ্রেয় এবং পাণ্ডবদের ক্ষতি সংঘটন ক'রে চলেছিলেন সে বিষয়ে উভয় পক্ষে কারও সংশয়মাত্র ছিল না। যুদ্ধের অবহার ঘোষণা তো প্রায় বন্ধই হয়ে গিয়েছিল—দিবারাত্রি সমান হয়ে পড়েছিল সেই যুযুধান সেনাদের কাছে। আর সর্বাপেক্ষা শক্তি ও শৌর্য প্রদর্শন করেছিলেন পঞ্চা-শীতি-বর্ষীয় বৃদ্ধ দ্রোণাচার্যই—পাণ্ডবপক্ষীয় সাধারণ যোদ্ধাগণের কাছে তিনি কালান্তক কৃতান্তের প্রতীক হয়ে উঠেছিলেন।

অধিকন্তু সে যুদ্ধ, সে শত্রুক্ষয়ের ভয়াবহ অবস্থা প্রায় তুঙ্গে উঠেছিল পঞ্চম দিনেই। সকলকার মনে এই সংশয়ই দেখা দিচ্ছিল যে পাণ্ডবপক্ষের বুঝি এ যাত্রা আর রক্ষা নেই, স্বয়ং ধর্মও শস্ত্রগুরু দ্রোণের কবল থেকে তাঁদের রক্ষা করতে পারবেন না।

কিন্তু বিজয়লক্ষ্মী যখন প্রায় কৌরবদের বরণ করতে চলেছেন, সিদ্ধি যখন তাঁদের করায়ত্ত বলে কল্পনা করতে আরম্ভ করেছেন দুর্যোধন, ঠিক সেই মুহূর্তেই কি যে হ'ল—দ্রোণাচার্য অকস্মাৎ ধনুঃশর ত্যাগ ক'রে বিহ্বল শূন্য দৃষ্টিতে দূর দিগন্তের দিকে চেয়ে স্থির হয়ে বসে রইলেন; মনে হ'ল তাঁর বাহ্য বা ঐহিকজ্ঞান সম্পূর্ণ লোপ পেয়েছে; চারিদিকের এই নারকীয় পরিবেশ—মৃত্যু-দূতের নিঃশব্দ খল্‌খল্‌ হাসি, যমভগিনীর প্রসারিত লোলুপ রসনা, অস্ত্র-ঝনৎকারের মারণ-সংকেত—গলিত শবের পূতিগন্ধ, আহতের মুমূর্ষুর আর্তনাদ—এর কোন কিছুই আর তাঁর অনুভূতিগোচর নয়, এই সমস্ত পরিবেশ, কুরুক্ষেত্র রণভূমি, আত্মীয়কলহ ও জ্ঞাতিনাশ—এর সমস্ত ইতিহাস সম্বন্ধেই তিনি সম্পূর্ণ অনবহিত, উদাসীন, হয়ত বা অচেতন।

এর কারণ কি ঐ চিরসত্যবাদী সত্যতপস্বী যুধিষ্ঠির-উচ্চারিত মিথ্যা শব্দ কয়টি?—পাণ্ডবদের সর্বনাশ প্রত্যক্ষ ও অনিবার্য দেখে স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ যে মিথ্যা বলতে তাঁকে অনুরুদ্ধ ও প্ররোচিত করেছিলেন? অশ্বত্থামা

নামক একটি হস্তীর মৃত্যুতে যেন দৈবের স্পষ্ট নির্দেশ প্রত্যক্ষ করেছিলেন বাসুদেব, যুধিষ্ঠিরের কাছে গিয়ে আকুলভাবে মৃত্যুপথযাত্রী সমগ্র পাণ্ডব-বাহিনীর পক্ষ থেকে অনুনয় ক'রে বলেছিলেন, দ্রোণাচার্য-সম্মুখে শুধু এই দুটি শব্দ উচ্চারণ করতে—'অশ্বত্থামা হ'ত!' যুধিষ্ঠির মিথ্যা বলবেন এ অকল্পনীয়, দ্রোণাচার্য তাই হয়ত এই অবিশ্বাস্য বাক্যও বিশ্বাস ক'রে পুত্র-শোকে কাতর হয়ে পড়বেন। এমন কি অকারণ বুঝে অস্ত্রত্যাগও করতে পারেন। সেই একমাত্র অবসর, কৌরব সেনাপতির আক্রমণের প্রচণ্ডতা থেকে এতটুকু বিরতি লাভ ক'রে নিজ শক্তি সংহত করা, আত্মবিশ্বাসে ফিরে আসা।

যুধিষ্ঠিরও চূড়ান্ত সর্বনাশের সম্মুখে এ অনুরোধ অবহেলা করতে পারেন নি। বিবেককে বুঝিয়েছিলেন—অশ্বত্থামা নামক এক জীব তো হত হয়েছেই—সুতরাং পূর্ণ মিথ্যা বলা হবে না। তবু শেষ পর্যন্ত ক্ষুব্ধ বিবেকের দংশন বাঁচাতে অস্ফুটকণ্ঠে আরও দুটি শব্দ ঐ বার্তার সঙ্গে যোগ করেছিলেন—'ইতি গজ'! কিন্তু তিনি বেশ জানতেন যে সে সামান্য শব্দ দ্রোণের কর্ণগোচর হবে না, যাতে না হয় তিনি সেই ভাবেই বলেছেন। সুতরাং মিথ্যা মিথ্যাই—আত্মপ্রতারণায় তাকে সত্য, এমন কি অর্ধ-সত্যও করা যায় না। নিজের কাছেই অপমানিত হলেন যুধিষ্ঠির—এতদিন পরে এই সত্য তাঁর কাছে পূর্ণালোকে উদ্ভাসিত ও প্রতিষ্ঠিত হ'ল—মানবদেহ ধারণ করলে মিথ্যাচার ও মিথ্যাকথন অনিবার্য, সে দুর্দশা থেকে কারও মুক্তি নেই।

কিন্তু উনি যে ভাবেই বলুন, সত্যই কি দ্রোণ তা বিশ্বাস করেছিলেন?

লোকে বলে—তখনও সকলের বিশ্বাস হয়েছিল যে—বিশ্বাস ক'রেই একমাত্র-পুত্র-শোকাতুর বৃদ্ধ যুদ্ধ ও জীবনে বীতস্পৃহ হয়েছিলেন। জয় পরাজয় শৌর্য বীর্য গৌরব লজ্জা সব কিছুই অর্থহীন হয়ে গিয়েছিল—অস্ত্রত্যাগ ক'রে মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত হয়েছিলেন।

কিন্তু তা কেমন ক'রে হবে? দ্রোণাচার্য জানতেন তিনি জীবিত থাকতে অশ্বত্থামার মৃত্যু সম্ভব নয়। নিজে গণনা করেছেন, বহু জ্যোতিষী একথা বলেছে। ক্রোধী বিলাসী ও বিবেকহীন তাঁর এই সন্তান দীর্ঘকাল জীবিত থেকে স্বীয় স্বভাবের মূল্য শোধ করবে এ তো তিনি জানতেনই।

তবে?

তাঁর এ অদ্ভুত আচরণের হেতু কি?

এই হেতুটাই কোনমতে কারও বুদ্ধি বা কল্পনাগোচর হয় নি, সেদিনও না, তার পরেও বহুদিন না।

সুদ্ধমাত্র বুঝি সত্যব্রতী যুধিষ্ঠিরের চিরকলঙ্ক-চিহ্ন হিসাবেই ঐ গজমৃত্যু-সংবাদের দ্ব্যর্থবাহক শব্দ দুটি কারণ হিসাবে চিহ্নিত করেছেন মহাভারতকার, তিনিও একবার চিন্তা করেন নি, অশ্বত্থামার মৃত্যুও যেমন সম্ভব নয়—তেমনি সে-কথা বিশ্বাস করাও দ্রোণের পক্ষে অসম্ভব।

আসলে এই মুহূর্তে মন তাঁর বহু দূরে চলে গিয়েছিল, আজ থেকে বহুকাল অতীতে। সে অতীত যেন আজ এই মুহূর্তে পুরাতন, বিস্মৃত-প্রায় অপকীর্তির—পাপই বলা উচিত—মূর্তি পরিগ্রহ ক'রে অকস্মাৎ তাঁর দৃষ্টির সম্মুখে বর্তমান কাল ও পরিবেশের মধ্যে অন্তরাল সৃষ্টি ক'রে দেখা দিল।

ভদ্র শিক্ষিত লোকের জ্ঞানকৃত অপরাধের স্মৃতি ও অন্যায়বোধ চির-স্থায়ী দুষ্ট ব্রণের মতো লেগে থাকে তার মনে। এই ধরনের গোপন ক্ষত মানুষ সাবধানে সন্তর্পণে আচ্ছাদিত রাখে বস্ত্রাবৃত শবের মতো—কিন্তু তার যন্ত্রণা থেকে অব্যাহতি পায় না। বরং তা আরও পীড়াদায়ক হয়ে ওঠে —কাউকে জানিয়ে দেখিয়ে একটু সান্ত্বনা কি সহানুভূতি লাভ করতে পারে না বলে।

স্থবির মহাগুরু দ্রোণাচার্যেরও সেই অবস্থা হয়েছে। একটা গোপন প্রবল অপরাধ-বোধ এই দীর্ঘকাল ধরে কর্কট রোগের ক্ষতের মতোই নিরন্তর পীড়া দিচ্ছে তাঁকে। না পারছেন কোন প্রায়শ্চিত্ত ক'রে তা থেকে অব্যাহতি পেতে, আর না পারছেন কাউকে সেই লজ্জাকর অপরাধের কথা—সেই সঙ্গে নিজের নিরুপায়তার কথা—জানিয়ে কিছু সান্ত্বনা বা পরামর্শ লাভ করতে।

কাউকে জানাতে পারছেন না—কারণ জানাবার মতো নয়।

কেউ কেউ জানে ঠিকই, কিন্তু কালক্রমে অসংখ্য ঘটনার ধূলিঝঞ্ঝায় সে স্মৃতি চাপা পড়ে গেছে—আজ আবার নূতন ক'রে তা স্মরণ করিয়ে দিলে চারিদিক থেকেই হয়ত একটা প্রবল ধিক্কার ও নিন্দার তরঙ্গ উঠবে। সে সময় ওঠে নি—দীর্ঘকাল পূর্বের মানুষের বিবেক অন্যভাবে প্রভাবিত হ'ত বলেই নয়—সে সময় এখনকার অনেকেই বালক ছিল, ঘটনাটার পূর্ণ অর্থ তাদের কাছে প্রতিভাত হয় নি, অথবা আচরণটাকে এত দোষণীয় বা নিন্দ-নীয় বলে বুঝতে পারে নি। কিন্তু আজ এই পরিণত বিচারবুদ্ধির বয়সে সে কথা স্মৃতিপথে উদিত হলে সকলেই তাঁর নিন্দায় মুখর হয়ে উঠবে. সঘৃণ দৃষ্টিতে তাকাবে তাঁর দিকে। এমন কি যার জন্য এ কাজ তিনি করে-ছিলেন—হয়ত সে পর্যন্তও।

অবশ্য, তার জন্যেই কি ঠিক তিনি করেছিলেন?

যতবার কথাটা তিনি মনকে বোঝাতে গেছেন—ততবারই তাঁর বিবেক তাঁকে বিদ্রূপ করেছে, ব্যঙ্গশাণিত হয়ে উঠেছে তার রসনা।

হয়ত আজ কাউকে অকপটে খুলে বলতে পারলে, মানুষের নিন্দা মাথা পেতে নিলে কিছুটা শান্তি পেতেন, প্রায়শ্চিত্ত হ'ল বলে মনে করতেন। শ্রদ্ধা হারাতে সাহস হয় নি তাঁর, তাই পারেন নি নিজের বিচার করতে. পারেন নি, সেই মোহই তাঁর মুক্তির পথ রুদ্ধ করেছে। ধীরে ধীরে. দীর্ঘ-কাল-ক্রমে এই যে অগণিত মানুষের সম্মান ও শ্রদ্ধার একটি আসন গড়ে উঠেছে—শুধু কৌরবরা বা পাণ্ডুপুত্ররা নয়, দেশ-বিদেশের নৃপতি ও ক্ষত্র-বীররা তাঁকে সম্ভ্রম-বিস্ময়-মিশ্রিত শ্রদ্ধার চোখে দেখেন—সেই আসন, সে শ্রদ্ধা হারাতে সাহস হয় নি তাঁর, তাই পারেন নি নিজের বিচার করতে, সযত্ন রচিত মিথ্যা খ্যাতির সিংহাসন থেকে নেমে এসে অপরাধীর নির্দিষ্ট স্থানে দাঁড়াতে।

অপরাধ অনেক।

অবিচার বললেও ভুল বলা হবে, অন্যায়ই করেছেন তিনি।

সশ্রেণীর কোন লোককে—সম্ভ্রান্ত উচ্চকুলোদ্ভব কারও সঙ্গে এ আচরণ করলেও এতটা দোষার্হ হ'ত না হয়ত। অশিক্ষিত পদানত নীচ-কুলোদ্ভবের সঙ্গে এই প্রবঞ্চনা করা আরও অন্যায় হয়েছে—বিশেষত যে

তাঁকে দেবতাজ্ঞানে পূজা করে, সেই শিষ্যোপম তরুণ কিশোরকে এমনভাবে প্রতারিত ক'রে তার সর্বনাশ সাধন করা ; যা তার জীবনের সবচেয়ে বড় কাম্য, একান্ত আকাঙ্ক্ষিত, তার সাধনার সবচেয়ে বড় সিদ্ধি, তা থেকে তাকে চিরকালের মতো বঞ্চিত করা, জীবনের সকল সফল সম্ভাবনার পথ রুদ্ধ করা।

অথচ সে বেচারী কোন অপরাধই তো করে নি। না তাঁর কাছে, না অপর কারও কাছে। একমাত্র অপরাধ তার, নীচ কুলে জন্মেও যোদ্ধা হবার উচ্চাশা করেছিল।

তবু, সেও রাজপুত্র। নীচ বংশে জন্ম হলেও একলব্যর পিতা হিরণ্যধনু রাজাই ছিলেন—নিষাদ বা ব্যাধদের রাজা।

কিন্তু শুধু নীচ-কুলোদ্ভব ব'লেই কি তাকে এমন নির্দয় শাস্তি দিয়েছিলেন সেদিন, তার উচ্চাভিলাষকে এমনভাবে নির্মূল, সিদ্ধির-অণুমাত্র-সম্ভাবনা-শূন্য করেছিলেন?

তাহলেও তো তবু একটা সান্ত্বনা দিতে পারতেন নিজেকে—নিজের বিবেককে। তিনি উচ্চবর্ণের লোক, ব্রাহ্মণ—তিনি তাঁর ধারণা এবং সংস্কার-মতোই কাজ করেছেন—এইটুকু সমর্থন করতে পারতেন নিজের কুকর্মের।

না, তিনি এ কাজ করেছিলেন সেদিন—জ্ঞানতই নিজের স্বার্থসিদ্ধির জন্য, দুরন্ত অভিমান—গোপন প্রতিহিংসাস্পৃহা চরিতার্থ করার জন্য।

একলব্য যেদিন স্নানান্তে বল্কল পরিহিত হয়ে পুষ্প দূর্বা মধু দুগ্ধ ও মৃগ-মাংস প্রভৃতি অর্ঘ্য নিয়ে করজোড়ে গিয়ে দাঁড়িয়ে তাঁর শিষ্যত্ব প্রার্থনা করেছিলেন, সেদিন তাকে তিনি নীচকুলোদ্ভব, নীচ বৃত্তি বা জীবিকার মানুষ—এই যুক্তি দেখিয়েই প্রত্যাখ্যান করেছিলেন—যদিচ ন্যায়ত সে অধিকারও তাঁর ছিল না। তিনি বর্ণগুরু, তিনি শিক্ষক—তাঁর কাছে সকলেই সমান, বিশেষ কিশোর একলব্য ব্রহ্মচারী নিষ্পাপ—তা তার মুখের দিকে চেয়েই বুঝেছিলেন।

তবু তাতে অত দোষ হয় নি। লোকাচারের অছিলা একটা ছিল। কিন্তু তারপর যেটা করলেন সেটাই অমার্জনীয় অপরাধ। চিরদিন, যাবচ্চন্দ্রার্ক-মেদিনী—এই অপযশ ঘোষিত হবে, ঐ লোকটার, ঐ চণ্ডালটার সুকৃতি আর তাঁর কুকীর্তি। যতদিন একটি লোকও অবশিষ্ট থাকবে মনুষ্য সমাজের চিহ্নরূপে, ততদিনই এই অপকীর্তি, এই জঘন্য স্বার্থবুদ্ধির কাহিনী প্রচারিত হবে। অথচ একলব্যের মতো ভক্ত তো তাঁর কেউ ছিল না সেদিন। সেদিন কেন—আজই বা কে আছে? এই দীর্ঘকালের মধ্যে এমন কোনও শিষ্য কি তাঁকে দেবতাজ্ঞানে পূজা করেছে? একজনও না। এই তো—যে পাণ্ডবদের জন্য, যে অর্জুনের জন্য তিনি এই কদর্যতম অন্যায়াচরণ করলেন, সুদ্ধ-মাত্র তাকে খুশী করার জন্য—সেই পাণ্ডবরা, সেই অর্জুনই তো তাঁকে বধ করার জন্য আজ বদ্ধপরিকর।

সেদিনের কথাটা আজও স্পষ্ট মনে আছে। চিরদিনই থাকবে। মনের পটে অগ্নি-অক্ষরে লেখা আছে সে ছবি।

কুমারদের নিয়ে গভীর অরণ্যে শিকারে গিয়েছিলেন—শিকার-পারদর্শিতা রাজকুমারদের শিক্ষার অন্যতম অঙ্গ—স্বভাবতই শিকারী সারমেয় ছিল

সঙ্গে। কর্দমালিপ্ত চীরবাস-পরিহিত, তপঃকৃশ-তনু জটাধারী কৃষ্ণকায় একলব্যকে দেখে একটি কুকুর তার স্বধর্মানুযায়ী উত্তেজিত হয়ে উচ্চরব করতে করতে তার দিকে ধেয়ে গিয়েছিল; তপস্যায় বাধাপ্রাপ্ত বিরক্ত একলব্য আশ্চর্য ক্ষমতার সঙ্গে তার ধ্বনি-ব্যাদিত মুখ-গহ্বরে পর পর সাতটি তীর বিঁধে তাকে নীরব ক'রে দিয়েছিল।

ভীত সারমেয়টি অস্ফুট একটা আর্তনাদ করতে করতে সেইভাবে কুমারদের কাছে ফিরে এলে এই আশ্চর্য শরনিক্ষেপ-দক্ষতা সকলেরই দৃষ্টি-গোচর হ'ল। বিস্ময়ের সীমা রইল না কারও—বিস্ময়, আর তার সঙ্গে একটা মুগ্ধ সম্ভ্রমবোধ। তার মধ্যেই অভিমানে স্ফুরিতাধর হয়ে কিশোর অর্জুন বললেন, 'আচার্যদেব, আপনি আমাকে আশ্বাস—শুধু আশ্বাস কেন প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন যে, সমগ্র সসাগরা ধরণীতেই আমাপেক্ষা দক্ষ আর কোন ধনুর্ধর থাকবে না, আমিই হব শ্রেষ্ঠ ধনুর্বিদ; সরল বিশ্বাসে আপনার উপর নির্ভর ক'রে আত্মতৃপ্ত ছিলাম। কিন্তু আজ সকলের সামনে, বিশেষ এইসব বিদেশী কুমারদের কাছে—সে তৃপ্তি বিনষ্ট, সে গর্ব চূর্ণ হ'ল—অপরিসীম লজ্জা পেলাম।'

বিস্মিত দ্রোণও বড় কম হন নি। এ কৃতিত্ব বোধ করি তাঁরও কল্পনা-তীত। তাই তিনি এদের বলার অপেক্ষা রাখেন নি। তৎক্ষণাৎ আহত সার-মেয়টির পিছু পিছু সেই গভীরতর অরণ্যদেশে গিয়েছিলেন। সেখানে গিয়ে যে দৃশ্য তাঁর চোখে পড়েছিল তাতে আনন্দে গর্বে বুক ভরে ওঠারই কথা।

প্রত্যাখ্যাত নিষাদ-রাজতনয় একলব্য সেই জনমানবহীন অরণ্যে গুরু-রূপে তাঁরই মৃন্ময় মূর্তি প্রতিষ্ঠিত ক'রে একাগ্রমনে, তপস্যার মতো ক'রে শস্ত্রাভ্যাস করছে।

কিন্তু সাধারণ মানুষের সাধারণ নিয়মে যে তৃপ্তি ও আনন্দ বোধ করার কথা—তিনি তা করতে পারেন নি, করার উপায়ও ছিল না বুঝি। কারণ তাঁর মনে তাঁর প্রতিশোধ-সংকল্পই সর্বাগ্রগণ্য। তিনি তৎক্ষণাৎ হিসাব করতে বসেছিলেন যে, একলব্য যত বড় সুকৌশলী যোদ্ধাই হোক, একক তার দ্বারা তাঁর কার্যসিদ্ধি হবে না। অন্যদিকে অর্জুন তথা কৌরবরা সহায় থাকলে অনায়াসে তা হতে পারবে। এতগুলি রাজকুমার আর কৌরবদের বিপুল সৈন্যবাহিনী—এদের সামনে দ্রুপদ দাঁড়াতেও পারবেন না, যুদ্ধ তো দূরের কথা। অথচ দ্রুপদকে পদানত অপমানিত করার জন্যই তাঁর এই সাধনা, এই ক্ষত্রিয়দের কাছে দাসত্ব স্বীকার।

দ্রুপদ তাঁর বাল্যবন্ধু, এই দাবিতেই একদা কপর্দকশূন্য, অভাব ও অনশনতাড়িত দ্রোণ তাঁর সভায় গিয়েছিলেন, সামান্য কিছু বৃত্তির আশায় —যাতে অবশিষ্ট জীবন অন্নান্বেষণে বিব্রত না থেকে ব্রাহ্মণোচিত কার্যে অতিবাহিত করতে পারেন।

কিন্তু রাজা দ্রুপদ, সিংহাসনোপবিষ্ট ধনী দ্রুপদ বন্ধুকে স্মরণ করতে পারেন নি, সামান্য ভিক্ষুকের মতোই আচরণ করেছিলেন দ্রোণের সঙ্গে।

সেই জ্বালাই বিস্মৃত হতে না পেরে দ্রোণের শস্ত্রতপস্যা আরম্ভ। তারই পূর্ণ সিদ্ধি কুরুবংশের শস্ত্র-শিক্ষকরূপে প্রতিষ্ঠা।

তিনি কুমারদের কাছে শিক্ষা-সমাপ্তির দক্ষিণা পূর্বেই জানিয়ে রেখে-

ছিলেন, দ্রুপদের পরাজয়, অবমাননা। আজ কি সে সমস্ত হিসাব ও পরিকল্পনা ব্যর্থ হয়ে যাবে? না, তা কল্পনা করাও তাঁর সাধ্যাতীত, তাই নিতান্ত নীচ স্বার্থপরের মতো, চণ্ডালাধিক চণ্ডালের মতো ঐ বীর উদার মহান চণ্ডালপুত্রের কাছে গুরুদক্ষিণা দাবি করেছিলেন—তার দক্ষিণ বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠটি—এবং সেও অম্লানবদনে তা দিয়েছিল।

স্বার্থে অন্ধ হয়ে হিসাবটা করেছিলেন ব'লেই সেদিন কতকগুলো কঠিন রূঢ় সত্য তাঁর মনে পড়ে নি। একলব্যর কাছে গুরু-দক্ষিণা গ্রহণ করা মানেই তার শিষ্যত্ব স্বীকার ক'রে নেওয়া। তাহলে ইতিপূর্বে তার জন্ম, বংশ ও বৃত্তির দোহাই দিয়ে তাকে যে প্রত্যাখ্যান করেছিলেন সেটা আজ মিথ্যাচরণ বলে প্রমাণিত হয়। আরও একটা কথা মনে পড়া উচিত ছিল সেদিন—একলব্য যা-ই বলুক আর যা-ই করুক, তিনি যখন জানতেন যে কোনোদিন কোনও কালে এক নিমিষের জন্যও, অণুমাত্র শিক্ষাও তাকে দেন নি, তখন তার কাছে গুরুদক্ষিণা চাওয়া মানেই অন্যায় প্রতিগ্রহ করা, প্রত্যবায়ভাগী হওয়া। এও এক রকমের প্রতারণা, পরস্বাপহরণ।

কিন্তু সেদিন নিজের স্বার্থবুদ্ধিতে ও প্রতিহিংসাস্পৃহায় অন্ধ ও বধির হয়েছিলেন। বিবেকের অনুশাসন শোনার মতো, জাজ্বল্যমান সত্য প্রত্যক্ষ করার মতো অবস্থা ছিল না।

চির-অবনত চিরপদদলিত নিষাদরা কিন্তু এই অবিচার বা অত্যাচার নির্বিচারে স্বীকার করে নিতে পারে নি। একলব্য তাদের আশা-ভরসা, একলব্য তাদের জাতির প্রত্যক্ষ মুক্তিদূত। ওকে কেন্দ্র ক'রে তাদের অনেক কল্পনা, অনেক উচ্চাশার স্বপ্ন। এই ভাবে সে আশা-আকাঙ্ক্ষায় বঞ্চিত, প্রতারিত হয়ে তারা বিষম উত্তেজিত হয়ে উঠল, প্রবল আলোড়ন উঠল নিষাদসমাজে।

কেউ বললে, 'আর আমরা ওদের সঙ্গে কোন সম্পর্ক রা... না। ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়দের সঙ্গে আজ থেকে আমাদের সম্পূর্ণ অসহযোগ।' কেউ বা বললে, 'এবার থেকে যেন ওদের পাদুকার চর্ম আর ভোজ্যের মাংস নিজেরাই সংগ্রহ ক'রে নেয়—সেই সঙ্গে অসিযুদ্ধের চর্মও। ওদের সঙ্গে ব্যবসায়ে আমাদের প্রয়োজন নেই। বনের ফল আর বন্য পশুর মাংস খেয়ে আমরা সুখেই থাকব। ওরা আমাদের সাহায্য না নিয়ে কেমন ক'রে বাঁচে তাই দেখব।'

সেদিন একলব্যই ওদের শান্ত ও নিরস্ত করেছিল। জনে জনে মিনতি ক'রে বলেছিল, 'তিনি যে আমার শিষ্যত্ব স্বীকার ক'রে নিয়েছেন সে-ই আমার সৌভাগ্য। কৃতার্থ হয়েছি আমি। আমাদের— চণ্ডালদের এর চেয়ে জয়লাভ আর কি হতে পারে? কুরুবংশের শস্ত্রশিক্ষক, ব্রাহ্মণ, গুরু ভার্গবের অস্ত্রজ্ঞানের উত্তরাধিকারী—তিনি আমার কাছ থেকে গুরুদক্ষিণা গ্রহণ করেছেন, এর চেয়ে বড় সার্থকতা আর তো আমি কিছু ভাবতেই পারি না। আমি তৃপ্ত ও প্রসন্ন মনেই দক্ষিণা দিয়েছি, কোন ক্ষোভ কি অতৃপ্তি নেই সেজন্য। এই উপলক্ষ ক'রে যদি কোন বিরোধ বাধে, তা'হলেই আমি বরং দুঃখ পাব।...আরও চিন্তা করো—তারা প্রবল, সব দিক দিয়েই আমাদের থেকে শক্তিশালী, তারা যদি আমাদের আচরণকে স্পর্ধা মনে ক'রে তার প্রত্যুত্তর দিতে আসে—এক নিমেষেই আমরা ধ্বংস হয়ে যাব। ক্ষতি তো

হবেই—অপমানেরও সীমা থাকবে না। তোমরা এই দুর্বুদ্ধি ছাড়, গুরুর যদি কৃপা থাকে—আমি বাম হস্তেই শর নিক্ষেপ ক'রে যোদ্ধা হয়ে উঠতে পারব।'

চর মুখে উত্তেজনা প্রশমনের এই সংবাদ লাভ ক'রে নিশ্চিন্ত হয়েছিলেন দ্রোণ, এ নিয়ে আর অধিক চিন্তা করার প্রয়োজন বোধ করেন নি।

সহসা এক রূঢ় আঘাতে যেন তাঁর সুখনিদ্রা ভেঙে গেল।

কপট-দ্যূতসভাতেই প্রথম সচেতন হয়ে উঠলেন তিনি।

বহুদর্শী. জীবনে বহু-আঘাত-সহ্যকরা দ্রোণাচার্য সেই একদিকে ক্রুদ্ধ, অপরদিকে ব্যঙ্গ-চপল কোলাহলের মধ্যেই শুনতে পেলেন মৃত্যুর ভয়ঙ্কর পদধ্বনি—স্পষ্ট দেখতে পেলেন ধৃতরাষ্ট্র-পুত্রদের অবিমৃষ্যকারিতার, নির্বুদ্ধিতার ফল।

ওরা নিশ্চিত ধ্বংসপ্রাপ্ত হবে। সেই সঙ্গে ওঁরও সেই পরিণাম অবশ্যম্ভাবী। পান্ডবদের সেই প্রথম জীবনের অজ্ঞাতবাসকালেই ওঁরা ধৃতরাষ্ট্রের কাছ থেকে বেতন গ্রহণ করেছেন—জানিয়েছেন আনুগত্য। তারপর, পান্ডবরা দ্রৌপদীকে বিবাহ ক'রে ফিরে এলে রাজ্য ভাগ হয়েছে, পান্ডুপুত্রদের জন্য নূতন রাজধানী স্থাপিত হয়েছে. কিন্তু ভীষ্ম দ্রোণ সেই পুরাতন হস্তিনাপুরে ধৃতরাষ্ট্রদেরই বেতনভুক থেকে গেছেন। সুতরাং যুদ্ধ বাধলে এই পাপপক্ষেই যুদ্ধ করতে হবে তাঁকে, অর্থাৎ পান্ডবদের বিপক্ষে। আর সেক্ষেত্রে—

সেক্ষেত্রে কি হবে তা দ্রোণ জানেন। মৃত্যু অনিবার্য। এই মূঢ় দাম্ভিক দুর্যোধনের সাধ্য নেই শ্রীকৃষ্ণ কর্তৃক রক্ষিত পান্ডবদের পরাজিত করে।

চঞ্চল হয়ে উঠলেন দ্রোণ। শুধু অনুতাপ আত্মগ্লানিতেই নয়, আতঙ্কেও অস্থির হয়ে পড়লেন। আতঙ্ক নিজের জন্যও তত নয়—যত অশ্বত্থামার জন্য। অবশেষে আর স্থির থাকতে না পেরে খুঁজে খুঁজে একদা নিষাদরাজ একলব্যের গৃহে গিয়ে উপস্থিত হলেন।

বিস্মিত একলব্য ব্যস্তসমস্ত হয়ে সসম্ভ্রমে তাঁর অভ্যর্থনা করল। আদর-আপ্যায়নের ধৃষ্টতা প্রদর্শন করল না—গুরুকে ইষ্টদেবতার পূজার মতো ক'রেই আবাহন জানাল। নূতন অজিনাসনে বসিয়ে নদীর জলে পাদপ্রক্ষালন করে পুষ্পচন্দন দূর্বা সুগন্ধি-তৈল মধু প্রভৃতি অর্ঘ্য দান করল, ধূপ-দীপে আরতি ক'রে ফল. দুধ ও মধু নিবেদন করল ভোজ্য হিসাবে। ব্রাহ্মণ ও আর্য—এর বেশি কিছু গ্রহণ করতে পারবেন না এখানে, তা একলব্য জানে। তারপর নতজানু হয়ে বসে দুই হাত জোড় করল, 'আদেশ করুন, আপনার কি প্রিয়সাধন করতে পারি।'

আজ আর বৃথা কোন বাগাড়ম্বর করলেন না দ্রোণাচার্য। তাঁর যা অনুমান আর আশঙ্কা—খুলে বললেন সব। ধৃতরাষ্ট্র-তনয়দের পরিণাম তিনি দিব্যচক্ষে দেখতে পাচ্ছেন, সেই সঙ্গে নিজেরও।

একলব্য সব শুনে কিছুক্ষণ মৌন হয়ে থেকে একটু ম্লান হেসে বললে, 'প্রভু, যদি সত্য বলে মনে আঘাত দিই, সে আঘাত আমাকেও সমানভাবে আহত করবে—এই ভেবে ক্ষমা করবেন। আমার দক্ষিণাঙ্গুষ্ঠ যদি আপনি দয়া ক'রে গ্রহণ না করতেন, কি আমাকে শিষ্যত্ব-গ্রহণে বিমুখ

না করতেন—তাহলে আমার আজ আপনার পক্ষে যুদ্ধ করা সম্ভব হ'ত, আর আপনার কৃপায় স্বয়ং দেবেন্দ্রও সাধ্য হ'ত না আপনার কোন অনিষ্ট করে। কিন্তু আজ পান্ডবদের হাত থেকে আপনাকে রক্ষা করতে পারে এমন একজনকেও তো দেখছি না।'

দ্রোণ অবনত মস্তকে বললেন, 'তবু শুনেছি তুমি অঙ্গুলিত্রের সাহায্যে অজেয় ধনুর্ধর হয়ে উঠেছ---।'

'একটু ভুল শুনেছেন বোধ হয়। অপরের কাছে অজেয় হলেও গাণ্ডীবী অর্জুনের কাছে নয়। অঙ্গুলিত্রে আর অঙ্গুলিতে একটু প্রভেদ থাকবে বৈকি। আপনি শস্ত্রশাস্ত্রপারঙ্গম—এ বিষয়ে আপনার হিসাবে কিছু ভুল হয় নি। অর্জুনই আজ সর্বশ্রেষ্ঠ ধনুর্ধর।'

মাথা আরও হেঁট হয়ে এল দ্রোণাচার্যের। অনেকক্ষণ নীরবে বসে রইলেন তিনি। তারপর ঈষৎ লজ্জাস্খলিত কণ্ঠে বললেন, 'তুমি কি আমাকে ক্ষমা করতে পারবে একলব্য?'

একলব্য দু হাতে নিজের কান ঢাকলেন। বললেন, 'সামান্য মিথ্যাচরণকে এত বড় ক'রে দেখছেন কেন? বস্তুত আমার কাছে আপনার কোন অপ-রাধই থাকতে পারে না দেবতা। সুতরাং যখন অপরাধই হয় নি—তখন ক্ষমার প্রশ্নই বা উঠবে কেন?'

দ্রোণ এবার উত্তেজিত হয়ে উঠে ভ্রূকুঞ্চিত ক'রে প্রশ্ন করলেন, 'মিথ্যা-চরণ? আমি মিথ্যাচরণ করেছি! সে কি! সেইটেই তো মিথ্যা কথা।'

একলব্য একটু হাসলেন। তারপর সবিনয়েই বললেন, 'ক্ষমা করবেন দেব, আপনি যদি একটু ভেবে দেখেন কথাটা—তাহলে অত বিস্ময়বোধ করবেন না। আপনি যেদিন অর্জুন প্রমুখ রাজকুমারদের নিয়ে আমার সন্ধানে আসেন, সেদিন আমার কাছে কী চাইবেন তা পূর্বেই স্থির করে নিয়েছিলেন; জানতেন যে তাতে আমার সর্বনাশ হবে, আমার যা একান্ত কাম্য তা থেকে চিরদিনের জন্য আমাকে বঞ্চিত করতে যাচ্ছেন, আমার সমস্ত জীবন ব্যর্থ ক'রে দিচ্ছেন—কিন্তু সে কথার আভাস-মাত্র না দিয়ে শুধুই গুরুদক্ষিণা চেয়েছিলেন। অতি সাধারণ ভাবে—যাতে আমি কোন সন্দেহ না করি, প্রতিশ্রুতি দিতে দ্বিধা না করি। এইটেই কি মিথ্যাচরণ হ'ল না?'

দ্রোণের কণ্ঠতালু শুষ্ক হয়ে গিয়েছিল। তিনি যেন আর কোনমতেই চোখ তুলে একলব্যের দিকে চাইতে পারছিলেন না। তবু, ঈষৎ জড়িতকণ্ঠে আড়ষ্ট রসনাকে কোনমতে সক্রিয় ক'রে নিয়ে প্রশ্ন করলেন, 'তুমি—তুমি জানতে আমি কি চাইব?'

'সঙ্গে অভিমান-ম্লানমুখ অর্জুনকে দেখেই অনুমান করতে পেরে-ছিলাম।'

'তবু—তবু দ্বিধা করো নি, সতর্ক হও নি—আগে জানতে চাওনি আমি কি চাইব?'

'আপনাকে যেদিন থেকে গুরুত্বে বরণ করেছি, সেদিন থেকেই তো আপনার আদেশ সম্বন্ধে দ্বিধা কি সংশয়ের কোন অধিকার রাখি নি। সে পথ কোথাও উন্মুক্ত ছিল না। আমার জীবন, কীর্তি, ভবিষ্যৎ—এই গুরু-দক্ষিণা আপনি চাইবেন তা বুঝেও আমার আর কি উপায় ছিল সেদিন ঐ প্রতিশ্রুতি না দিয়ে—বলুন!'

আর সহ্য করতে পারলেন না কুরুবংশ-শস্ত্রগুরু দ্রোণাচার্য। স্থির হয়ে বসে থাকতেও না। একলব্যর নিরুত্তেজিত শান্ত শ্রদ্ধাবিনম্র কথাগুলির প্রতিটি শব্দই তাঁর কর্ণে অগ্নিশলাকার মতো প্রবেশ করেছিল, মনে শুধু নয়, সমগ্র দেহেও বৃশ্চিক-দংশনজ্বালা অনুভব করেছিলেন। এবার লগুড়াহত জন্তুর মতোই অস্থির হয়ে উঠে সে স্থান ত্যাগ করলেন। যাওয়ার আগে বিদায়-সম্ভাষণ কি আশীর্বাদ করার কথাও মনে রইল না তাঁর।

বহু দিনের কথা। সার্ধ ত্রয়োদশ বর্ষ পূর্বের ঘটনা।

তবু আজও এই কুরুক্ষেত্রের মহাশ্মশানে, চতুর্দিকের অগণিত শত্রু-সৈন্যের মধ্যে বসেও উভয় পক্ষের হাহাকার, শোকোচ্ছ্বাস ও হর্ষধ্বনির মিশ্রিত কোলাহল সত্ত্বেও— যেন পরিষ্কার শুনতে পাচ্ছেন সে কথাগুলো। আজও অনুভব করছেন সেই তীব্র বিষদাহ।

আজও শুনছেন। নতুন এক কণ্ঠস্বর আজ কানে আসছে, অদ্যাবধি যা কোনদিন শোনেন নি। তাঁর বিস্মৃত বিবেক যেন মনের রুদ্ধদ্বার ঠেলে সেই প্রত্যন্ত দেশে এসে বলছে, 'মিথ্যাচরণ! সে কি শুধু ঐ একবার? অস্ত্রশিক্ষা পরীক্ষার দিন মহাবীর কর্ণ যখন এসে অর্জুনের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় অবতীর্ণ হতে চেয়েছিলেন, সেদিন তুমিই কি সম্বন্ধী কৃপাচার্যকে দিয়ে জন্মর প্রশ্নটা তোলাওনি—কর্ণ নিদারুণ আঘাত পাবে, লজ্জিত হবে জেনেও? তারপর কুন্তীর অসুস্থতার অজুহাত পেয়ে পরীক্ষা বন্ধ ক'রে দিতে পেরে কি আশ্বস্তবোধ করো নি? ভাল ক'রে ভেবে দ্যাখো। কর্ণের কান্তি, সহজাত দিব্য কবচকুণ্ডল দেখে কি তুমি বুঝতে পারো নি—ঐ কিশোর ক্ষত্রিয় তো বটেই, নিশ্চয়ই কোন দেবপুরুষের অংশে জন্মগ্রহণ করেছে? তখন কেন তুমি তাকে অর্জুনের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নামতে দাও নি?'

দ্রোণ কান পেতে শোনেন মনের গোপন অন্তঃপুরে বিবেকের এই কঠোর সত্য কথাগুলি, আর মনের মধ্যেই মিলিয়ে নেন তার যথার্থতা।

হ্যাঁ, মিথ্যাচরণ ছিল বৈকি। তা আজ আর অস্বীকার করবেন না। তার আগেই আধায় উপযুক্ত জেনে তিনি অর্জুনের সঙ্গে গোপন চুক্তি করেছেন, তাঁকে যদি অপরাজেয় শস্ত্রধর ক'রে দিতে পারেন—সে তাঁর প্রতিশোধ-স্পৃহা চরিতার্থ করবে, যেমন ক'রে হোক। একচক্ষু হরিণের মতো শুধু এই দিকটাই দেখেছেন—সার্থক শিষ্য একলব্য বা কর্ণও যে তাঁর এইটুকু প্রিয়সাধন করতে পারত অনায়াসে, তাঁর আদেশ মাত্রে, অতটা ভেবেও দেখেন নি।

মনের অগোচর পাপ নেই। বিবেক আজ অনেক কথাই বিস্মৃতির অতল থেকে উদ্ধার ক'রে এনে তাঁর চিত্তবুদ্ধির সামনে মেলে ধরছে।

দ্রুপদের অবহেলা বা নিজের দারিদ্র্য তিনি ব্রাহ্মণ, ঋষির পুত্র—অনায়াসে উপেক্ষা করতে পারতেন, মানুষের স্বভাব বুঝে দ্রুপদকে ক্ষমা করতে পারতেন, করাই উচিত ছিল। করলে তাঁর শিক্ষা-দীক্ষা-সংস্কারের উপযুক্ত কাজ হ'ত—কিন্তু তিনি সাধারণ কামানুদাস মানবের মতোই কামিনীর মনোরঞ্জন করার জন্য, স্ত্রীর বৃথা অভিমান দূর করার জন্যই চিরজীবন উচ্চাশার তরুমূলে অব্রাহ্মণ-জনোচিত উপায়ের বারিসিঞ্চন করেছেন, ন্যায়-

অন্যায় বোধ বিসর্জন দিয়ে, নিজের সংহত সকল শক্তি সার দিয়েছেন। দ্রুপদের অবহেলা, পুত্রবন্ধুদের বিদ্রূপ দ্রোণকে তত বাজে নি, যত বেজেছে তাঁর স্ত্রী কৃপীকে। তারই তাড়নায় দ্রোণ সামান্য ধনসম্পদের কাঙাল হয়ে ছুটে গেছেন ভগবানের অংশস্বরূপ মহামানব মহর্ষি পরশুরামের কাছে, তিনি প্রচুর ধনরত্ন সকলকে বিতরণ করে নিঃস্ব হবেন এই সংবাদ পেয়ে। তারপর পার্থিব ঐশ্বর্যে ধনী হয়ে দ্রুপদকে স্পর্ধা জানাবেন—এই ইতর রিপু, ইতর মনোবৃত্তি চরিতার্থ করার আশায়।

এই সম্পদ নিজের শক্তিতে আহরণ করবেন এ মনোবল ছিল না—তাই ভিক্ষুকবৃত্তি নিয়েই ছুটে গিয়েছিলেন ভার্গবের কাছে। তারপর সেখানে গিয়ে যখন শুনেছেন যে, যা কিছু ধনরত্ন ছিল ইতিমধ্যেই তা বিতরিত হয়ে গেছে, শুধু অস্ত্রগুলি পড়ে আছে, তখন সেইগুলিই যাচ্ঞা করে নিয়ে এসেছেন—তা প্রয়োগ প্রত্যাহারের পদ্ধতিজ্ঞান সুদ্ধ।

কিন্তু সে বিত্তের মূল্য দ্রুপদ বোঝেন নি। তিনি বাল্যের দরিদ্র ক্রীড়া-সঙ্গীর সঙ্গে পুনঃ-সৌহার্দ্য স্থাপন করতে রাজী হননি—রূঢ় ব্যবহারে ফিরিয়ে দিয়েছেন। তখন ক্রুদ্ধ দ্রোণ সাধারণ নীচকুলোদ্ভব মানুষের মতোই প্রতিজ্ঞা করেছেন এই অস্ত্র সম্বল ক'রেই, নিজের এই শস্ত্রবিদ্যার সহায়তা-তেই দ্রুপদকে বাধ্য ও অবনত করবেন তাঁর কাছে। সেই প্রতিজ্ঞা রাখতেই প্রথম যাকে সুপাত্র ও যোগ্য বলে মনে হয়েছে তার সঙ্গেই চুক্তি করেছেন—অর্জুনের সঙ্গে। সেই চুক্তি অনুযায়ী অর্জুনকে অপরাজেয় রাখতেই একটির পর একটি অন্যায় ক'রে গেছেন, জেনেশুনে, সজ্ঞানে।

না, আর বিলম্ব নেই। মহাপাপের মহাপ্রায়শ্চিত্তের কাল প্রত্যাসন্ন। সেজন্য কোনও ক্ষোভও নেই তাঁর। কোন অভিযোগ নেই ভাগ্যের কাছে।

এবার একলব্যকে দেখার পর থেকে, তার লোকোত্তর মহৎ চরিত্রের পরিচয় পেয়ে—তার সেই অবিশ্বাস্য অক্রোধ অহিংস, সর্বপ্রকার প্রতিশোধ-স্পৃহাহীন আচরণ ও সভক্তি বিনম্র কথাবার্তায় নিজের কলুষিত মনের ছবিটা যেন কদর্যতর চেহারা নিয়ে স্পষ্ট হয়ে উঠেছে মনে, নিজের পাপের বোঝাটা আরও দুঃসহ গুরুভার ব'লে মনে হচ্ছে।

বিধাতার অভিসম্পাত কিছুটা যে ফলেছে তা তো সুপ্রত্যক্ষ। অশ্বত্থামা, যার দুঃখ দূর করার জন্যই পাণ্ডবদের এত তোষামোদ করা, এই মিথ্যা ও অসদাচার—সে সত্যই অমানুষ হয়েছে। ক্রূর, ক্রোধী, স্বার্থপর, চপলমতি। ব্রাহ্মণের শিক্ষা সংস্কার বিবেচনা স্থিরবুদ্ধি কিছুই সে পায় নি। নিহত না হোক—পাণ্ডবদের হাতে যে মৃত্যুর অধিক লাঞ্ছনা ভোগ করবে তাতে অণুমাত্র সন্দেহ নেই।

তাঁর নিজের ক্ষেত্রেও কি সে অভিসম্পাত ফলবে না!

কিছুই বাকি থাকবে না—কড়ায়-গণ্ডায় নিজের দুষ্কৃতির মূল্য শোধ দিতে।

তবু এই যুদ্ধে পরাজয় ও পতন অবশ্যম্ভাবী জেনেও অথবা জেনেই দ্রোণাচার্য যেন সাক্ষাৎ কালান্তক যমের মতো, ক্ষত্রিয়-ধ্বংসকারী, ভার্গব পরশুরামের মতো প্রচণ্ড যুদ্ধ করছিলেন। সে মৃত্যুন্মত্ততা দেখে মনে হতে লাগল—নিয়তিকে একেবারে সামনে দেখে, যমরাজ প্রস্তুত হয়ে এসে দাঁড়িয়েছেন বুঝেই—তিনি সম্পূর্ণরূপে মৃত্যুভয়কে উপেক্ষা করেছেন, মরীয়া

হয়েই এই মরণ-মহোৎসবে মেতেছেন।

তাঁর মনে হতে লাগল, ব্রহ্মলোকবাসী মহর্ষি ও দেবর্ষির দল তাঁর শ্রবণেন্দ্রিয়র পার্শ্বে এসে উপস্থিত হয়েছেন, তাঁকে ধিক্কার দিচ্ছেন, এই ভাবে—নিতান্তই সাধারণ মানুষের উপর সহস্র লক্ষ নরবিধ্বংসী ভয়ঙ্কর অস্ত্রপ্রয়োগের জন্য—নিন্দা ক'রে বলছেন, অস্ত্র ত্যাগ ক'রে এবার ঈশ্বর-চিন্তায় মন দিতে, মহাপ্রয়াণের জন্য প্রস্তুত হ'তে। মনে হ'ল তাঁর সহজাত বিবেক তাঁর অন্তর থেকে সাশ্রুনয়নে বিদায় নিয়ে চলে গেল। কিন্তু তিনি কোনরূপ ভ্রূক্ষেপ করলেন না। তাঁর নেতৃত্বে যুদ্ধের পঞ্চম দিনে সন্ধ্যার পরও বিরতি ঘোষণা করলেন না যুদ্ধের, মধ্যরাত্রে কয়েকদণ্ড মাত্র বাদে সমস্ত রাত্রিই যুদ্ধ চলল। পাণ্ডবপক্ষ গত চৌদ্দ দিনে যত না হীনবল হয়েছিলেন, মনোবল হারিয়েছিলেন—এই এক দিন-রাত্রির যুদ্ধে তার কয়েকগুণ হারালেন, রথী-মহারথী পদাতিক কত যে নিহত হ'ল তার ইয়ত্তাই নেই। সবাই বলতে লাগলেন আর এক প্রহরও যদি এইভাবে দ্রোণ যুদ্ধ করেন, তাহলে পাণ্ডবদের পরাজয়ের আর কিছুই বাকি থাকবে না।

তখন অগত্যাই শ্রীকৃষ্ণের পরামর্শে পাণ্ডবদের মিথ্যার সাহায্য নিতে হ'ল। পুত্র সম্বন্ধে তাঁর অসাধারণ দুর্বলতা জানা ছিল, ভীম তাই সেই স্থানটিতেই মর্মান্তিক আঘাত দিলেন, কাছে গিয়ে উচ্চৈঃস্বরে বললেন, 'অশ্বত্থামা তো নিহত হয়েছে। আর কেন যুদ্ধ করছেন, কার জন্যে?'

আজকের এই হত্যাতাণ্ডব, নররক্তের এই ঘূর্ণির মধ্যে তাঁর এতকালের অপরাধবোধ আত্মগ্লানি এমন কি কুকর্মের স্মৃতিও যেন ভুলে বসেছিলেন। দ্রোণ, সেই সঙ্গে একলব্য এবং অবমানিত দ্রুপদের যজ্ঞ ও ধৃষ্টদ্যুম্নের জন্মবৃত্তান্তও। অথবা তার এই বাস্তব চেহারাটা কল্পনা করতে পারেন নি। তাই অশ্বত্থামার মৃত্যু সম্ভব নয় জেনেও ক্ষণকালের জন্য বিমূঢ় হয়ে পড়লেন। বিশ্বাস হ'ল না ঠিক, তবু একটা আশঙ্কাতে অবশ হয়ে গেল মন—সেই সঙ্গে দেহও। একবার এমনও মনে হ'ল—যে বিরক্ত ব্রহ্মর্ষিরা তাঁকে এতক্ষণ অস্ত্রত্যাগের পরামর্শ দিচ্ছিলেন—তাঁরাই হয়ত ওঁর অবাধ্যতায় রুষ্ট হয়ে এই অঘটন ঘটালেন।

তবু এমন কি যুধিষ্ঠিরের দ্বারা সে সংবাদ সমর্থিত হওয়া সত্ত্বেও হয়ত এমনভাবে যুদ্ধবিমুখ হতেন না, যদি না অকস্মাৎ ঐ নিষাদ রাজপুত্র এমন প্রায়-জীবন্ত মূর্তিতে মানসদৃষ্টিতে এসে আবির্ভূত হ'ত।

আর তার ফলেই তাঁর প্রায়-অবশ হস্ত থেকে ধনুক খসে পড়ল। যখন অস্ত্র ত্যাগ ক'রে স্থির হয়ে ইহলৌকিক সকল ইষ্টানিষ্ট কার্যকারণ থেকে অপসৃত করিয়ে নিয়ে ব্রহ্মচিন্তায় মনকে সংহত করার চেষ্টা করছেন—সেই সময় অকস্মাৎ একটি দৃশ্য তাঁর মানসচক্ষুর সামনে ভেসে উঠল।

দেখলেন একলব্য—মহর্ষি একলব্যকে শঙ্খ ঘণ্টা দুন্দুভি-নিনাদ সহকারে তাবৎ ব্রহ্মর্ষি ও সুরলোকবাসী দেবতারা প্রত্যুদ্‌গমন ক'রে স্বর্গে নিয়ে যাচ্ছেন—আর একটি ঘোর কৃষ্ণবর্ণ ব্যক্তি, দ্রোণাচার্যের মতোই যার অবয়ব ও আকৃতি, কাতরভাবে ভৈরবতাড়িত হয়ে তাঁর পিছু পিছু যাচ্ছে। আরও দেখলেন, একলব্য করজোড়ে বার বার সেই লোকটিকেই প্রণাম জানাচ্ছেন এবং কাতরকণ্ঠে বলছেন—'ওঁকেও আসতে দিন, ওঁকে ছেড়ে আমি স্বর্গে যাব না।'

এক লহমা হবে বোধ হয়। মনের মধ্যে তার থেকেও অল্প সময়ে বহু ঘটনার ছবি দেখা যায়।

কিন্তু সেইটুকুর মধ্যে—বিদ্যুৎ-চমকেই মনে পড়ল কথাটা। কিন্তু তখন আর ফেলে-দেওয়া-অস্ত্র তুলে নিয়ে নিয়তির সঙ্গে যুদ্ধ করার প্রবৃত্তি হ'ল না।

অবসরও পেলেন না অবশ্য।

ধৃষ্টদ্যুম্ন তার মধ্যেই তাঁর রথে উঠে খড়্গ উদ্যত করেছে।

দ্রোণ তেমনি চোখ বুজে থেকেই শুধু অস্ফুট কণ্ঠে বললেন, 'একলব্য, একলব্য—তোমার ঋণ কি শোধ হ'ল? প্রায়শ্চিত্ত কি সম্পূর্ণ হ'ল আমার? এতদিনের আত্মদহন যজ্ঞে কি জীবনের পূর্ণাহুতি পড়ল?'

কিন্তু প্রতিশোধের হোমাগ্নিতেই যার জন্ম—পিতৃবধের প্রতিহিংসায় হিতাহিতজ্ঞানশূন্য সেই ধৃষ্টদ্যুম্ন সে কথা শুনতে পেলেন না। পেলেও অর্থ বুঝতে পারতেন না।

॥ ১৫ ॥

অকস্মাৎ কর্ণ যেন কেমন বিহ্বল—হতবুদ্ধি হয়ে পড়লেন। দুর্বলতা? ক্লান্তি? অবসাদ? অবিরাম রক্তক্ষয়ী প্রাণক্ষয়ী সংগ্রামে অনীহা? জীবনেই বিরক্তি?

কী যে তা কর্ণও ঠিক বুঝতে পারছেন না। সে অবসরও তো নেই। যুদ্ধ প্রায় চরম পর্যায়ে পৌঁচেছে। হয়ত আর কয়েক দণ্ডের মধ্যে চূড়ান্ত মীমাংসা হয়ে যাবে—কুন্তীর জ্যেষ্ঠ পুত্র অথবা কনিষ্ঠ পুত্র কোন্‌টি জীবিত থাকবে, কোন্‌টি গতাসু হবে—কে জয়ী হবে কে পরাজয়ের কলঙ্ক নিতে বাধ্য হবে!

এই চরম-মুহূর্তটিরই তো প্রতীক্ষা কর্ণর—আজীবন বলা হয়ত সঙ্গত হবে না—আকৈশোর। পৃথানন্দন এ পৃথিবীর সর্বোত্তম ধনুর্ধর, সর্বশ্রেষ্ঠ বীর—এই কথা শুনতে শুনতে তিনি ক্লান্ত, ঈর্ষার বিষে জর্জরিত। এক এক সময়—যখন অর্জুনের এই অকারণ অপ্রমাণিত বিপুল স্তুতি শুনেছেন ইতিপূর্বে, দুর্ভাগ্য-সৃষ্ট এই অপ্রতিকার অসহায় অবস্থায় মৃত্যু-ইচ্ছা দেখা দিয়েছে মনে। কখনও গোপনে গিয়ে তাঁকে দ্বৈরথ সমরে শক্তি পরীক্ষায় আহ্বান করার দুর্নিবার ইচ্ছা জেগেছে। এখন তো, ওদের বন গমনের পর থেকে, অবিরত শুনছেন অর্জুন অপরাজেয়—সুর নর রক্ষ যক্ষ গন্ধর্ব—সকলকারই। তাই যদি হয়, কর্ণর প্রাণধারণের আর কোন প্রয়োজন বা অর্থ নেই, অবিলম্বে মৃত্যুই শ্রেয়।

অথচ, কৈশোর থেকেই, বার বার চেষ্টা করেছেন নিজের শিক্ষা নিজের শৌর্য প্রমাণ করতে, উভয়ের মধ্যে সত্যই কে শ্রেষ্ঠ ধনুর্ধর তা অবিসম্বাদী-

রূপে প্রমাণ করতে। এমনই দুর্দৈব, আর দুর্দৈব তো বটেই, দৈব তো জন্ম-মুহূর্ত থেকেই তাঁর শত্রু—নিজের যোগ্যতা প্রমাণের সুযোগই পান নি। প্রথম বয়সে কৌরবদের অস্ত্রশিক্ষা-পরীক্ষাগারে—যেখানে কুরুবংশীয় রাজপুত্ররা ছাড়াও বহু নৃপতিপুত্র পরীক্ষা দিয়েছিলেন, দ্রোণাচার্যের শিষ্যরূপে—সেখানে শুধু তিনিই সে সুযোগ লাভে বঞ্চিত হয়েছেন, লাঞ্ছিতও কম হন নি। ঐ ব্রাহ্মণ দুটো—দ্রোণ ও কৃপ তাঁকে প্রবঞ্চিত করেছে, এমন কি প্রতারিত করেছে বলাও চলে। আরও একবার, কৈশোর উত্তীর্ণ হয়ে তরুণ বয়সে বালার্কদ্যুতি শালপ্রাংশু মহাভুজ অঙ্গাধিপতি স্বয়ম্বর সভায় নারী-চিত্ত জয়ের লোভে নয়—স্বয়ম্বরের শর্ত শুনে নিজের শস্ত্র-জ্ঞানের শ্রেষ্ঠতা প্রমাণের জন্যই গিয়েছিলেন, কিন্তু সেখানেও সে সুযোগে বঞ্চিত হয়েছেন—ভাগ্যরূপিণী এক নারীর দ্বারা।

দ্রৌপদী, কৃষ্ণা। একই সঙ্গে তাঁর প্রাণের আনন্দ, চিত্তের প্রদাহ। শুধু কৌরব নয়—তাঁরও বুঝি মৃত্যুরূপিণী যজ্ঞাগ্নিসম্ভূতা ঐ নারী।

কৃষ্ণার জন্যই—কৃষ্ণার অবর্ণনীয়, ইতিহাসের সর্বাপেক্ষা ঘৃণ্য লাঞ্ছনা ও অপমানে হিতাহিতজ্ঞানশূন্য হয়ে—ভদ্রবংশীয়, ভদ্রপদবীধারী. এমন কি বোধ করি অশিক্ষিত বর্বর ব্যক্তির পক্ষেও নিন্দার্হ গর্হিত আচরণ করেছেন তিনি, সুরাপানমত্ত নিষাদ বা রাক্ষসদের মতো কুবাক্য উচ্চারণ করেছেন আর তার ফলে পাণ্ডবদের মন বিষতিক্ত ক'রে তুলে তাদের চরম শত্রুতে পরিণত করেছেন।

তাতেও শেষ হয় নি। আর এই চরম মুহূর্তে, চূড়ান্ত ভাগ্যপরীক্ষা-কালে আবারও বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে তার সর্বক্ষণের ভাবনার সঙ্গে জড়িত এই নারী।

প্রস্তুত, হ্যাঁ, প্রস্তুতই ছিলেন। জীবনের প্রতি কোন আসক্তি বা মোহ তাঁর নেই, অর্জুনকে পরাজিত না করতে পারলে এ জীবন ধারণের কোনও অর্থও নেই। গতরাত্রিতে আসন্ন সর্বনাশভীত দুর্যোধনকে তিনি বৃথা আশ্বাসও দেন নি, সর্ব প্রকারেই ভ্রান্তিহীন আয়োজন সম্পন্ন করেছেন অদ্যকার যুদ্ধের জন্য। এমন কি তাঁর গুপ্তচর যখন সেই সন্ধ্যারাত্রেই এসে সংবাদ দিল যে সে কীলক নামে এক মাংস-সরবরাহকারীর মুখে সদ্য শুনে এসেছে, শ্রীকৃষ্ণ ঐ পাণ্ডবদের বলেছেন, তাঁর সমকক্ষ সারথি কৌরবশিবিরে একজনই আছেন—বোধ করি কোন কোন বিচারে দক্ষতরও—তিনি মহারথ শল্য; শল্য অপেক্ষা অশ্বচালনাভিজ্ঞ ব্যক্তি সমগ্র ভারতখণ্ডেই বিরল, তিনি যদি কর্ণর সারথ্য গ্রহণ করেন তাহলেই কিছু সংকট দেখা দেবে, নতুবা পরদিনের যুদ্ধে কর্ণর পতন অনিবার্য—তখন দুর্যোধনকে দিয়ে সেই অসাধ্য সাধনও করেছেন—শল্যকে বিস্তর স্তবস্তুতিতে তুষ্ট ও শান্ত ক'রে অদ্যকার যুদ্ধে সারথ্য গ্রহণে সম্মত করিয়েছেন। অবশ্য কে জানে এর মধ্যে চতুরশ্রেষ্ঠ বাসুদেবের কোন চক্রান্ত আছে কিনা, কারণ শল্য এক সাংঘাতিক শর্ত করেছেন, তিনি কর্ণকে যে কোন কটূক্তিই করুন, পাণ্ডবপক্ষের যত প্রশংসাই করুন—কর্ণ কোন প্রতিবাদ করতে পারবেন না। করলে সেই মুহূর্তে শল্য বল্‌গা ত্যাগ করবেন।

আজ বুঝতে পারছেন অঙ্গাধিপতি, এ শর্ত করা উচিত হয় নি। এও এক নিদারুণ ভ্রান্তি তাঁর। শল্য হয়ত তাঁর ভাগিনেয়দের কল্যাণার্থেই—

ক্রমাগত বিদ্রূপবাণে জর্জরিত ক্রুদ্ধ ক'রে তুলবেন। যুদ্ধ শান্ত স্থির-মস্তিষ্কের কার্য, উত্ত্যক্ত চিত্ত—অভ্যস্ত, বহুদিনের আয়ত্ত অস্ত্রও স্মরণে আনতে দেয় না।

কিন্তু এ বিহ্বলতা, উদ্‌ভ্রান্তি কি শুধু সেই কারণেই? অথবা শক্তিশালী পান্ডবদের—পান্ডবদের শৌর্য বীর্য সম্বন্ধে তাঁর কোন মিথ্যা ধারণা বা মূঢ় তাচ্ছিল্য নেই—অদ্যকার প্রতিজ্ঞা শ্রবণেই কি তিনি ভয়ার্ত হয়েছেন! কৃষ্ণা তাঁর মৃত্যুরূপিণী কি শুধু সেই কারণেই?

হায় রে! তাই যদি হ'ত!

বিঘ্ন দেখা দিয়েছে আজ শেষ রাত্রি থেকেই।

ঐ নারীর চিন্তাই, আজ এই প্রথম, তাঁর ইষ্টচিন্তায় ব্যাঘাত ঘটিয়েছে, যা তাঁর জ্ঞান হওয়া অবধি সুদীর্ঘ জীবনে কখনও হয় নি। অথচ এই পূজা ধ্যান স্মরণ মননই তো তাঁর শক্তির ও মানসিক শান্তির উৎস।

প্রত্যূষে প্রাতঃকৃত্যস্নানাদি সমাপনান্তে অনন্যচিন্ত্য, একান্তচিত্ত হয়ে দিবসাধিপতির ধ্যান ও পূজা করা তাঁর আবাল্য অভ্যাস, অবশ্যকৃত্য। কেন, তা তিনি জানেন না। বোধ হয় যেন জন্মসূত্রের কোন বন্ধনে উনি বদ্ধ সূর্যের সঙ্গে। নতুবা ভাল ক'রে জ্ঞান হওয়ার পূর্বেও কেন এই আকর্ষণ বোধ করবেন উনি?

চিরদিনই করেন এই পূজা ধ্যান। এই সময় কোন বাহ্যজ্ঞানই থাকে না তাঁর। কায়মনোবাক্য প্রণতির সঙ্গে অন্তরের সমস্ত ব্যথাবেদনা, সকল আঘাতের ইতিহাস ইষ্টচরণে নিবেদন ক'রেই তিনি সুস্থ ও নিশ্চিন্ত হন। অবসরকালে স্বাভাবিক জীবনযাত্রায় সূর্য শীর্ষস্থানে পৌঁছানোর পূর্ব পর্যন্ত এইভাবেই ইষ্টচিন্তায় মগ্ন থাকেন তিনি, কখনও এর ব্যতিক্রম হয় না।

অবশ্যই যুদ্ধকালে তা সম্ভব হয় না। সেই কারণেই রজনীর তৃতীয় যামার্ধেই শয্যাত্যাগ ক'রে—গতকাল তো দ্বিতীয় প্রহরের শেষেই বিশ্রাম করতে গেছেন, মাত্র কয়েক দণ্ড শয়ান অবস্থায় ছিলেন, নিদ্রা তো হয়ই নি, তন্দ্রার আভাসমাত্রও নামে নি তাঁর অক্ষিপল্লবে—আসলে ঐ অবিশ্বাস্য স্বল্পাবসরে, অপরিসীম ক্লান্ত অবস্থাতেও তিনি সেই মৃত্যুরূপিণীর চিন্তাতেই মগ্ন ছিলেন—প্রাতঃকৃত্যস্নানাদি সম্পন্ন ক'রে যথারীতি অন্ধকার আকাশতলে পূর্বাস্য অবস্থায় ইষ্টচিন্তার চেষ্টা করেছেন কিন্তু আজ এই প্রথম তাঁর ইষ্টচিন্তা অন্য সর্বচিন্তাবিরহিত একান্তচিত্ত হয়ে উঠতে পারে নি, তাঁর পূজা-ধ্যানের চেষ্টা ব্যর্থ হয়েছে। অশান্ত উদ্বিগ্ন উদ্বেলিত মন ইষ্টের পদপ্রান্তে সংহত বা একাগ্রনিমগ্ন করতে পারেন নি।

না, কোন ইতর চিন্তা নয়, কলুষিত কামনার স্পর্শ নেই তাতে। সুন্দরী রমণী সম্বন্ধে সমর্থ পুরুষের যে চিন্তা স্বাভাবিক তা নয়। এ অন্য ভাবনা। এ যা, তার বুঝি কোন অভিধা দেওয়া যায় না।

শাসক, নৃপতি, প্রধানামাত্য বা যোদ্ধৃবাহিনীর সর্বাধিনায়কদের বিশ্বস্ত গুপ্তচর নিয়োগ ও প্রয়োগ, তাদের সঙ্গে ক্ষণে ক্ষণে মিলিত হয়ে তাদের আহরিত সংবাদ জ্ঞাত হওয়া—অবশ্যকর্তব্য। স্বাভাবিক সময়েও তা প্রয়োজন, যুদ্ধাদি আপৎকালে অপরিহার্য। প্রতিপক্ষের পরিকল্পনা জ্ঞাত না হলে

নিজেদের কার্যপ্রণালী নির্ধারণ করা কঠিন, অনেক সময় বিশেষ প্রচেষ্টা বা সঙ্কল্পও ব্যর্থতায় পরিণত হয়। লজ্জা বা অপমানের শেষ থাকে না।

অঙ্গাধিপতির সর্বাপেক্ষা বিশ্বস্ত, কর্মিৎকর্মা ও চতুর চর বিচিত্রবুদ্ধি। পান্ডব শিবিরের কোন আলোচনা এমন কি সামান্য কথোপকথনও তার সংগ্রহ করতে অসুবিধা হয় না, এমন কি বহু সময় বক্তার সে বাক্য উচ্চারণের দন্ড-দশমাংশকালের মধ্যে তার কর্ণগোচর হয়। তার পাদুকা লোমাবৃতচর্মের, তার অশ্বপদতলেও লৌহক্ষুরের পরিবর্তে তেমনই চর্ম-পাদুকার ব্যবস্থা; তার গতিবিধি তড়িৎতুল্য, বায়ুবেগও সে গতির কাছে তুচ্ছ, কৃষ্ণবস্ত্রাবৃত এই চর নিঃশব্দচারী, ছায়ামূর্তির মতোই প্রায় অদৃশ্য।

প্রয়োজনীয় অর্থের অভাব নেই বলে, বিচিত্রবুদ্ধি শত্রুশিবিরেই নানা প্রকারের, নানা পদবীর চর রেখেছে, উপযুক্ত পারিতোষিকের লোভে তারা নিমেষকালমধ্যে সকল সংবাদ ওকে পেঁাছে দিয়ে যায়। অশ্বরক্ষক, দ্বারপাল, ব্যক্তিগত সেবক এমন কি জলসংগ্রাহক, কাষ্ঠ ও খাদ্য-সরবরাহকারীরাও অনেকে তার বেতনভুক। যারা তার কর্মীশ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত নয়, তারাও অতিরিক্ত পুরস্কারের লোভে সাগ্রহে নানা বিচিত্র সংবাদ বহন ক'রে আনে ওর কাছে। সে সব বার্তা পেঁাছে দেবার স্থানও পূর্ব-নির্ধারিত আছে, তাই কোন কারণেই বিন্দুমাত্র বিলম্ব হয় না।

প্রতিদিনই বিচিত্রবুদ্ধি শয়নের পূর্বে একবার এসে সর্বশেষ সংবাদ কর্ণের গোচর করে যায়। কালও সে এসেছিল, এই সময়টা প্রশস্ত বস্ত্রাবাসের কেন্দ্রস্থলে এক ব্যাঘ্রচর্মাবৃত কাষ্ঠাসনে বসে কর্ণ ক্ষতস্থানে ঔষধ-প্রলেপ লাগাতে লাগাতে তার বক্তব্য শ্রবণ করেন—কেন্দ্রবিন্দুতে উপবেশনের কারণ কোন অপরপক্ষীয় গুপ্তচর না তাঁদের কথোপকথনের মর্ম জ্ঞাত হতে পারে—কালও তাই শুনেছেন। বিচিত্রবুদ্ধি পান্ডবশিবিরের সকল প্রকার উদ্যোগ আয়োজন পরিকল্পনা, এমন কি সাধারণ কথোপকথনেরও সারাংশ শুনিয়ে গেছে। অবশ্য এর বহু অংশ পূর্বেই জ্ঞাত হয়েছেন কর্ণ—বিপক্ষদল কিভাবে ব্যূহ সন্নিবেশ করবে, কে কে ব্যূহের কোন্ ভাগ রক্ষা করবে, কে কে শুদ্ধমাত্র সর্বাধিনায়ক অর্থাৎ কর্ণকেই লক্ষ্য করবে—কী কৌশলে বিব্রত করবে তাঁকে—এ সংবাদ অবগত হয়েই কর্ণ নিজের ব্যূহ গঠনের আদেশ-নির্দেশে গোপন পরিবর্তন করেছেন।

সুতরাং এখন নূতন সংবাদ বেশী ছিল না। যা ছিল সামান্য সংবাদে কর্ণ তৃপ্ত হ'তে পারেন নি। অথবা একটি বিশেষ প্রশ্নের জন্য বহু পূর্ব থেকেই উদ্‌গ্রীব হয়ে আছেন, নিজের অন্তরের লজ্জা ও কুণ্ঠাতেই সে প্রশ্ন করতে ইতস্তত করেছেন, এতক্ষণ কতকটা অন্যমনস্ক হয়েই শুনেছেন বিচিত্রবুদ্ধির সাধারণ সংবাদ সকল। শেষ পর্যন্ত বিচিত্রবুদ্ধি একই সঙ্গে প্রলেপকার্য ও সংবাদ নিবেদন সমাধা ক'রে বিদায় নেবার উদ্যোগ করছে দেখে যেন অতিকষ্টে সকল দ্বিধা অপসারিত ক'রে সেই অনাবশ্যক ও অশোভন প্রশ্নটিও ক'রে বসেছেন, 'আচ্ছা, ওঁদের মানে আর্যা মহিষীদের—পান্ডব পুরললনাদের শিবিরে কী সব আলোচনা হচ্ছে—আমি সেনাপতি হয়েছি শুনে তাঁদের কী প্রতিক্রিয়া—সে সব সংবাদ কিছু সংগ্রহ করেছ নাকি বিচিত্রবুদ্ধি?'

প্রশ্নের উত্তরে মৃদু হাস্য করেছে বিচিত্রবুদ্ধি। করজোড়ে অকারণেই

একটা আনত নমস্কার ক'রে জানিয়েছে—সে সংবাদও সে রাখে। বস্তুত এই কুরুক্ষেত্র রণভূমির বাইরে বিশযোজন বহির্চক্রেও কোথায় কি ঘটছে, কে কি আলোচনা করছে তার কোনটাই বিচিত্রবুদ্ধির অজ্ঞাত নয়। আর, এই সেবাকার্যেই তো সে তার জীবন ক্ষয় ক'রে আনল! এ সুধমাত্র তার বৃত্তি নয়, বিপুল এক ব্যবসায়। সে অভিজ্ঞ ধীবরের মতোই সংবাদ সংগ্রহের স্বর্ণ-রৌপ্য-আসক্তি-নির্মিত বেষ্টনীজাল নিক্ষেপ ক'রে, এবং যথাসময়ে সেই জাল আকর্ষণ ক'রে সংবাদগুলি আহরণ ক'রে এবং মূল্য বুঝে তার মধ্য থেকে নির্বাচিত তথ্যগুলি স্মৃতির পেটিকায় কুঞ্চিকাবদ্ধ ক'রে রাখে। তাই প্রভুর আদেশমাত্রে সেগুলি তাঁর শ্রুতিগোচর করতে অসুবিধা হয় না।

বিচিত্রবুদ্ধি কি কর্ণের চিত্তান্তঃপুরের অতিসংগোপন অতিপেলব ছায়াকার চিন্তারও সংবাদ রাখে? নচেৎ অপর পান্ডব-নারীদের নীরস ও নিষ্প্রয়োজন কথোপকথনের সারমর্ম দ্রুত শেষ ক'রে পান্ডবদের প্রধানা মহিষীর মানসিক প্রতিক্রিয়ার প্রসঙ্গ উত্থাপন ও সবিস্তার বর্ণনা করবে কেন?

খুবই উৎকণ্ঠিত হয়েছেন পট্টমহাদেবী দ্রৌপদী।

খুবই বিচলিত হয়েছেন।

মৃত্যুঞ্জয় পিতামহ ভীষ্ম বা সর্বশাস্ত্রপারঙ্গম দ্রোণাচার্য এ পক্ষের সর্বাধিনায়ক পদে অভিষিক্ত হয়েছেন শুনে এত উদ্বিগ্ন হন নি তিনি—এবার যতটা হয়েছেন।

পরন্তু আজ প্রথম রাত্রে অর্জুন যে পরদিবস কর্ণ বধের কঠোর প্রতিজ্ঞা করেছেন—তা শুনেও নাকি বিশেষ আশ্বস্ত বা উৎফুল্ল হতে পারেন নি। অথচ কে না জানে—এ পর্যন্ত তৃতীয় পান্ডবের এই ধরনের প্রতিজ্ঞা কোন ক্ষেত্রেই ব্যর্থ হয় নি! প্রত্যুত পট্টমহাদেবীর এতাবৎকালের সমস্ত দুঃখ-বেদনা অপমানবোধ—এই বিগত দিনের অগণিত শোক ছাপিয়ে উঠেছে তাঁর অদ্যকার দুশ্চিন্তা, আশঙ্কা।

তিনি নাকি তাঁর এক সপত্নীর কাছে আক্ষেপ ক'রে স্পষ্টই বলেছেন, 'তোমরা জান না অঙ্গাধিপতি গান্ডীবধন্বা তৃতীয় পান্ডব সম্বন্ধে কী বিপুল ঈর্ষা ও অন্ধ বিদ্বেষ পোষণ করেন! রণশাস্ত্রনিপুণ হিসাবে হয়ত দুজনে সমান অভিজ্ঞ, সমান কেন ধনঞ্জয় অবশ্যই কর্ণ অপেক্ষা অধিকতর বীর, অধিকতর শস্ত্রাভিজ্ঞ, রণবিদ্যা-বিশারদ—তত্রাচ মানুষ যখন ঈর্ষায় জ্ঞানশূন্য হয়, অন্ধক্রোধে উন্মত্ত হয়ে ওঠে তখন তার অসাধ্য কিছুই থাকে না। উন্মাদের বল সাধারণ বলশালী ব্যক্তি অপেক্ষা অনেক অধিক। তাছাড়া বিদ্বেষ ও অসূয়া ন্যায়নীতিবিগর্হিত যুদ্ধরীতি প্ররোচিত করে।'

সে সপত্নী বিস্মিত হয়ে প্রশ্ন ক'রছিলেন, 'এহেন বিদ্বেষের কারণ কি মহাদেবী? পৃথিবীতে এত যোদ্ধা এত মহারথী থাকতে ফাল্গুনীর উপরই বা এত আক্রোশ কেন?'

দ্রৌপদী ললাটে করাঘাত ক'রে উত্তর দিয়েছিলেন,—উদগত অশ্রুতে কণ্ঠ বাষ্পাচ্ছন্ন—অতিকষ্টেই বলেছিলেন, 'ভগ্নী, আমি অভাগিনীই বুঝি এর মূল। জন্মাবধিই আমি অশান্তির কারণ হচ্ছি। বিদ্বেষে আমার জন্ম—এই মহারণই তো আমার সেই জন্মলগ্নের ফল। দ্রোণাচার্যের নিকট পরাজিত

অপমানিত হয়ে আমার পিতা দ্রুপদ প্রতিহিংসামানসে তপস্যা ও যজ্ঞ করেছিলেন—তার ফলেই আমাদের জন্ম। আমার ও ধৃষ্টদ্যুম্নর। প্রতিহিংসা থেকে দুর্বুদ্ধির ফলে কলহ বিবাদ যুদ্ধ হয়। মহামনা কর্ণ আমার স্বয়ম্বর সভায় যে অপমানিত হয়েছিলেন—সে অকারণ অবমাননার ক্ষোভ যদি আজও না বিস্মৃত হতে পেরে থাকেন তো তাঁকে কিছুমাত্র দোষ দেওয়া যায় না। সত্যই তো, সেদিন তাঁর প্রতি রীতিমতো অবিচারই করা হয়েছিল—সেদিন তিনি আমাদের মিথ্যাচরণ ও প্রতিজ্ঞাভঙ্গের জন্যই তাঁর অপেক্ষা শৌর্যে-বীর্যে মহত্ত্বে বহুলাংশে হীন রাজন্য সমাজে উপহাসের পাত্র হয়েছিলেন।'

'তার অর্থ?' শ্রোত্রীর কৌতূহল প্রবলতর হয়ে ওঠে।

'আমার পিতা প্রধানত অর্জুনের জন্যই পরাজিত ও হৃতমান হয়েছিলেন, তাই তাঁর একান্ত বাসনা ছিল অর্জুনই তাঁর জামাতা হয়। সেই উদ্দেশ্যেই সাধারণ মানবের তথা রাজবর্গেরও দুঃসাধ্য, দুঃসাধ্য কেন অসাধ্য পণ রেখেছিলেন স্বয়ম্বরের। সুকঠিন সে লক্ষ্য ভেদ করা, বোধ করি তদপেক্ষাও কঠিন সেই বজ্রতুল্য কার্মুকে জ্যা যোজনা করা। সে ধনু পিতার নির্দেশে ও অনুরোধে বিশ্বকর্মাতুল্য যন্ত্রশিল্পী বহুদিন ধরে নির্মাণ করেছিলেন। এ তথ্য—তথা পিতার গোপন আকূতি আমি জানতাম। আমিও পিতার মুখেই অর্জুনের শৌর্যবীর্য অস্ত্রপ্রয়োগ নৈপুণ্যের প্রশংসা শুনতে শুনতে তাঁর সেই একান্ত আকাঙ্ক্ষিত পাত্র অ-দৃষ্ট অপরিচিত মহাবীরকে কামনা করেছি। আমারও দৃঢ় বিশ্বাস জন্মে গিয়েছিল—অর্জুন ভিন্ন কেউই ঐ শরাসনে জ্যা রোপণ করতে পারবেন না, লক্ষ্য ভেদ তো অসম্ভব।'

'মনে মনে নিশ্চিত ও নিশ্চিন্ত ছিলাম—তাই সমাগত সুবিখ্যাত নৃপতির দল, স্ব-প্রচারিত অপরাজেয় মহাবীর সব একে একে যখন পিতার নির্দেশে বিশেষভাবে নির্মিত সেই ধনুতে জ্যা রোপণ করতে এসে ব্যর্থমনোরথ, হৃতমান ও দর্শকদের হাস্যাস্পদ হয়ে নতমুখে নিজ নিজ নির্দিষ্ট স্থানে ফিরে যাচ্ছিলেন, তখন আমি কৌতুকই অনুভব করছিলাম। তারই মধ্যে অকস্মাৎ যখন কর্ণ স্বীয় আসন থেকে উত্থিত হয়ে লক্ষ্যভেদ মঞ্চে আরোহণ করলেন, তখন বক্ষে হিমভাব বোধ করলাম একটা। সুগঠিত ব্যায়ামপুষ্ট বলিষ্ঠ দেহ, সুন্দর আননে আত্মবিশ্বাসের দীপ্তি, অরুণাভ উজ্জ্বল কান্তি—যেন সাক্ষাৎ তরুণ সূর্যদেব এসে উদিত হলেন স্বয়ম্বর সভায়।...ওঁকে আসতে দেখেই আমি প্রমাদ গণেছিলাম—পরে যখন স্মিতহাস্যের সঙ্গে সেই বজ্রকঠিন ধনু আনত ক'রে অনায়াসে তাতে জ্যা রোপণ করলেন—তখন আর আমার জ্ঞান রইল না। বেশ বুঝলাম এ কার্য যিনি করতে পারেন—যত দুঃসাধ্যই হোক—লক্ষ্যভেদও তাঁর নিকট দুরূহ হবে না। তখন আমি যেন সমস্ত শোভনতা-অশোভনতা, সত্য-মিথ্যা, কর্তব্য-অকর্তব্য-বোধ, সব হারিয়ে ফেললাম। ধৃষ্টদ্যুম্ন কর্তৃক পুনঃপুনঃ প্রচারিত স্বয়ম্বর শর্তের স্মৃতিও মনে রইল না। কারও সঙ্গে পরামর্শ করা কি পিতার মত নেওয়ারও অবসর ছিল না—আমি বিচলিত দিশাহারা হয়েই বলে ফেললাম—"আমি প্রাণ থাকতেও ঐ সামান্য সারথি-পুত্রকে বরণ করব না, নীচজাতীয় লোকের গলায় মালা দেওয়া অপেক্ষা আত্মহত্যাও শ্রেয়। কর্ণ যদি লক্ষ্য ভেদ করেন আমি প্রায়োপবেশনে অথবা জ্বলন্ত চিতায় আরোহণ ক'রে মৃত্যুবরণ করব।'

'সুপর্ণা, বাক্য আর অক্ষ একবার নিক্ষেপ করলে আর কোনমতেই তাকে প্রতিসংহার করা যায় না। এ যে কী সুকঠিন মর্মান্তিক কথা আমি বললাম, কী নিদারুণ আঘাত দিলাম ঐ বালার্কদ্যুতি মহাবীরকে, তা শব্দ কয়টি কণ্ঠ থেকে নিঃসারিত হওয়া মাত্র বুঝতে পেরেছি। বিশেষ যখন চারিদিক থেকে—তবু জনসাধারণের, দর্শকদের সৌজন্যবোধ সহানুভূতি আছে, সেদিকটা অনেকাংশে সংযত—কিছু-পূর্বে-অপদস্থ-রাজন্যসমাজে উচ্চ হাস্য-রোল উঠল। সেই নির্লজ্জ কাপুরুষদের ব্যঙ্গহাস্যে ও আমার প্রাণান্তক বাক্যবাণের আঘাতে অঙ্গাধিপতির বালারুণবর্ণ অঙ্গারাভা ধারণ করল, হস্তও মুষ্টিবন্ধ হ'ল একবার কিন্তু সে নিমেষকাল মাত্র; তারপরই আত্ম-সম্বরণ করলেন। তিনি আমার প্রগল্‌ভতা, অকারণ বেদনাদায়ক বাক্য—সর্বোপরি প্রতিজ্ঞাভঙ্গের অপরাধও অনায়াসে উপেক্ষা করলেন, প্রতিবাদে একটি রূঢ় বাক্যও তাঁর কণ্ঠ ভেদ ক'রে উচ্চারিত হ'ল না। বরং একবার ঊর্ধ্বাকাশে মধ্যগগনগত দিনমণির দিকে নেত্রপাত ক'রে মধুরতর উদার হাস্যের সঙ্গেই ধনু জ্যামুক্ত ক'রে সেটি সযত্নে বেদীর উপর নামিয়ে রেখে ধীরে ধীরে বললেন, "থাক বরাঙ্গনে, আমার জন্য তোমার প্রাণত্যাগের প্রয়োজন হবে না। তুমি দীর্ঘজীবিনী হও।"

'সে হাসি আমি লক্ষ্য করেছিলাম সুপর্ণা, সে হাসির স্মৃতি আমার বুকে আমার দুষ্কৃতির কণ্টক হয়ে বিঁধে আছে। সে হাসি ক্রন্দন অপেক্ষাও করুণ, মৃত্যু অপেক্ষাও শীতল—দুর্ভাগ্যের অপেক্ষাও কঠিন। তার জন্য অদ্যাপি অনুশোচনা ও আত্মগ্লানির অবধি নেই আমার।...না, আমি কর্ণকে পতিত্বে বরণ করতে পারতাম না সত্য কথা—কিন্তু বক্তব্যটা নম্রভাবে ঘাতসহ ভাষায় প্রকাশ করা চলত, হয়ত একটা মধুর মিথ্যারও আশ্রয় নিতে পারতাম। ...অবশ্য এ আমার অনভিজ্ঞতারই ফল। কয়েকটি কথা, কয়েকটি বহু-ব্যবহৃত শব্দ দ্বারা গঠিত বাক্য যে মানুষকে এমন আঘাত করতে পারে—বাক্য যে সকল পরিচিত জ্ঞাত অমোঘ অস্ত্র অপেক্ষাও যন্ত্রণাদায়ক মর্মান্তিক হতে পারে—সেদিন কর্ণর মুখের দিকে চেয়েই প্রথম বুঝলাম। সে আঘাত কি কর্ণ ক্ষমা করতে পারেন! সেই কারণেই—বিশেষ, অর্জুনের জন্যই আমার বরমাল্য রক্ষা করেছিলাম বুঝেই—তাঁর এত আক্রোশ, অর্জুন সম্বন্ধে এত ঈর্ষা!'

সপত্নী সুপর্ণা তবু কিছু সান্ত্বনা দেবার চেষ্টা করেছিলেন, 'আপনি বড় বেশী দুশ্চিন্তা করছেন মহাদেবী, অমঙ্গলের দিকটাই শুধু দেখছেন। আপনি যতটা অনুমান করছেন এতটা বিদ্বেষ হয়ত তাঁর সত্যই নেই!'

এবার হাসলেন পাঞ্চালী, শিশুর মতো প্রবোধ দেবার প্রয়াস দেখলে যেমন বয়স্করা হাসেন তেমনিই। বললেন, 'নিশ্চিত না বুঝলে আমি এতটা বিচ-লিত হতাম না—সুপর্ণা। ভীম অর্জুন যার স্বামী, বাসুদেব যার সখা—সে সাধারণ শত্রুতার ভয়ে বিচলিত হবে এমন ভাবছ কেন? আর কর্ণকেও সামান্য শত্রু ভেবো না। সহজাত বর্ম নিয়ে তিনি জন্মগ্রহণ করেছেন, স্বয়ং জামদগ্ন্যের কাছে তাঁর অস্ত্রশিক্ষা। কেবলমাত্র ভীষ্ম ও অর্জুন ব্যতিরেকে তাঁর সমকক্ষ ধনুর্ধর কেউ নেই। আর তাঁর বিদ্বেষ? না, সেও অনুমান নয়। আমি আকাশে আলিম্পন রচনা ক'রে তাকে সমতলভূমি কল্পনা করি না। তুমি কপট-দ্যূতসভায় সহস্র ইতর পুরুষের দৃষ্টির সম্মুখে আমার

সে অবর্ণনীয় লাঞ্ছনা দেখ নি—তাই ঠিক উপলব্ধি করতে পারছ না সবটা। কর্ণ যে কী পরিমাণ জ্বালা বহন করছেন এখনও—সে পরিচয় সেইখানেই পাওয়া গিয়েছিল। কর্ণর মতো বীর, কর্ণর মতো অদ্বিতীয় দাতা—উদার ও কৃতজ্ঞ ব্যক্তি যিনি পূর্ব-উপকার স্মরণ ক'রে কোন কারণেই পামর দুর্যোধনকে তার বিপদের দিনে ত্যাগ করতে সম্মত হন নি—তিনি সেদিন ঐরূপ চরম অশালীন, বর্বর ইতর জনোচিত আচরণ করবেন কেন? যে লোকটা সব দিক দিয়েই মহৎ না হোক, মহান—সে অমন নীচের মতো ব্যবহার করবে কেন?'

দ্রৌপদী অতঃপর সেদিনকার সমস্ত ঘটনা, কর্ণর আচরণ পুঙ্খানুপুঙ্খ বর্ণনা করেছেন। সেসব কুবাক্য, কুৎসিত ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ পুনরায় যেন নূতন ক'রে অনুভব করলেন তিনি। বলতে বলতে তাঁর চিত্রার্পিতের ন্যায় সুন্দর ললাট ও কপোল তপ্ত অঙ্গার বর্ণ ধারণ করেছে—তাঁরও অন্তরের জ্বালা বুঝি দীর্ঘদিনেও কিছুমাত্র প্রশমিত হয় নি—বর্ণনা দিতে গিয়ে মর্মান্তিক দুঃখে বেদনায় তাঁর কণ্ঠ রুক্ষ, দৃষ্টি বাষ্পাচ্ছন্ন হয়ে এসেছে, তবু সবই বলেছেন। প্রতিটি তথ্য, কর্ণ-ব্যবহৃত প্রতিটি দুঃশব্দই তাঁর মনে আছে যে!

তার পর বলেছেন, 'না ভগ্নী, এ যুদ্ধে বিন্দুমাত্র মঙ্গল দেখতে পাচ্ছি না; এ যুদ্ধে পান্ডবরা জয়লাভ করলেও সুখী হতে পারবে না—প্রতিশোধ-স্পৃহা চরিতার্থ হবে মাত্র। কিন্তু তাও কি হবে আদৌ? আজ প্রত্যূষকাল থেকেই আমার দক্ষিণাঙ্গ স্পন্দিত হচ্ছে, বাম নেত্রের নিম্নপক্ষ অবিরাম কাঁপছে—চতুর্দিকে শুধুই যেন অশুভ চিহ্ন দেখছি। এ-সবই আত্মীয়বিয়োগ সূচনা করে!'

এই পর্যন্ত বিবৃত ক'রে বোধ করি নিঃশ্বাস নেবার প্রয়োজনেই ক্ষণ-কালের জন্য নীরব হয়েছেন বিচিত্রবুদ্ধি। কিন্তু কর্ণ তাঁকে বিশ্রাম করার অবকাশ দেন নি, ইতিপূর্বের সমস্ত সতর্কতাজনিত ঔদাসীন্য বিসর্জন দিয়ে সাগ্রহে, উত্তেজিত কণ্ঠে বলেছেন, 'বলো, বলো—ক্ষান্ত হয়ো না, বলো আরও কি বলেছেন পান্ডবমহিষী!'

আরও বলেছেন বৈকি কৃষ্ণা!

সুকেশী, নীলোৎপলবর্ণা, পদ্মপলাশলোচনা—পৃথিবীর সর্বোত্তমা সেই দ্রৌপদী—না, কৃষ্ণা নামটাই বেশী প্রিয় কর্ণর—বলেছেন, 'আমার আজ পরি-তাপের সীমা নেই সুপর্ণা, প্রকৃতপক্ষে এই লোকক্ষয়কারী, আত্মীয়বান্ধব-বিনাশকারী যুদ্ধে আমিই পান্ডবদের প্ররোচিত করেছি; এদের ইচ্ছা ছিল না, আমার জন্যই তাঁদের এই ভয়ঙ্কর যুদ্ধে প্রবৃত্ত হতে হয়েছে।...আমি শুদ্ধমাত্র নিজের বিপদের কথাই চিন্তা করছি না ভগ্নী। এই রাত্রি প্রভাতে হয় আমার নতুবা কর্ণের মহিষীগণ বিধবা হবেন। এতকাল ঠিক নিজের বৈধব্যাশঙ্কা করি নি—জানতাম পিতামহ ভীষ্ম বা দ্রোণাচার্য পান্ডবদের বধ করবেন না—এখন সে আশ্বাসটুকুও নেই।...তাই, আমার মনোভাব দিয়েই অঙ্গরাজমহিষীদের আশঙ্কা অনুভব করতে পারছি।...হায়! এখনও যদি এ যুদ্ধ বন্ধ করা যেত! এখনও যদি চৈতন্য হ'ত ক্রূরমনা দুর্যোধনের! এখনও ধৃতরাষ্ট্রে একেবারে নির্বংশ হন নি, তাঁদের ও আমাদের পক্ষেও কিছু কিছু বীর, বিশিষ্ট নৃপতি জীবিত আছেন। এঁরাও যদি রক্ষা পেতেন!'

তারপর অল্পকাল মৌন থেকে, অতি ধীরে প্রায় অস্ফুট কণ্ঠে বলেছেন কৃষ্ণা, 'সম্ভব হলে—এ যুদ্ধ বন্ধ হলে আমি নিজে গিয়ে কর্ণর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা ক'রে আসতাম। তিনি ক্ষমা করবেন না জানি—করা সম্ভব নয়—তবু আমার তো কথঞ্চিৎ প্রায়শ্চিত্ত হ'ত! আমি জানি আমার ভর্তা ধর্মরাজও এ কার্যে বাধা দিতেন না।...কিন্তু তা কি আর সম্ভব হবে!'

এই ব'লে নীরবে অশ্রু বিসর্জন করেছেন পাণ্ডবমহিষী।

কর্ণ চক্ষু মুদিত ক'রে সেই দৃশ্য কল্পনা করার, মনে মনে সেই চিত্র অঙ্কিত করার চেষ্টা করলেন।

সেই সুন্দর অতিসুন্দর, নীলপদ্মের মতো আয়ত দুটি চোখ থেকে মুক্তাবিন্দুর মতো অনুশোচনাশ্রু, বেদনাশ্রু ঝরে পড়ছে; সেই সুডৌল মসৃণ ললাটে আসন্ন সর্বনাশের আশঙ্কা কয়েকটি উদ্বেগরেখার সৃষ্টি করেছে—দেবগণেরও ঈপ্সিত সেই আনন আজ বেদনায় বিকৃত।

কর্ণ অস্থির হয়ে উঠলেন।

তাঁর বক্ষে একটা তীব্র যন্ত্রণা অনুভব করছেন কেন?

॥ ১৬ ॥

আরও বহু কথা বলে গেল বিচিত্রবুদ্ধি।

আরও বহু তথ্য, বহু সংবাদ পরিবেশন করল।

অন্যান্য অন্তঃপুরিকাদের নানা মন্তব্য, নানা খেদোক্তি ও দম্ভোক্তি।

সে সব কথা শোনেন নি আর অঙ্গাধিপতি। সে সব মূল্যহীন সংবাদ কর্ণে প্রবেশ করলেও মস্তিষ্ক তা গ্রহণ করে নি।

তিনি আচ্ছন্ন অভিভূত ভাবে বসে একটি কথাই শুধু চিন্তা ক'রে যাচ্ছেন।

কৃষ্ণা ব্যথিত হয়েছেন। কৃষ্ণা আসন্ন অমঙ্গলের আশঙ্কায় উদ্বিগ্ন হয়েছেন। অশ্রু বিসর্জন করছেন। শুধু কর্ণের মহিষীদের বৈধব্যের কথাই চিন্তা করছেন না, নিজের বৈধব্যের সম্ভাবনাও একেবারে মন থেকে বিদায় দিতে পারছেন না। তার মানে পরোক্ষে ওঁর শক্তি স্বীকার ক'রে নিচ্ছেন। কর্ণর শৌর্য, রণদক্ষতা যে কারও থেকে কম নয় তা উপলব্ধি করেছেন। পরন্তু অঙ্গাধিপতির মহিষীদের জন্য তিনি চিন্তিত. তাদের সম্ভাব্য বৈধব্যের কথা চিন্তা ক'রে তাঁর বেদনার সীমা নেই—এ সংবাদ কি একটি মাত্র বার্তাই বহন ক'রে আনে না যে, তিনি কর্ণ সম্বন্ধে তীব্র বৈর ও প্রচণ্ড প্রতিহিংসাস্পৃহা ভুলে গেছেন—অন্তত এখন আর এই পিশাচটার, এই বর্বরটার মৃত্যু কামনা করছেন না?

তবু এও তুচ্ছ। এত সংবাদের মধ্যে একটি তথ্য—অঙ্গরাজ্যের বিগত

দীর্ঘ জীবনের অত্যুত্তম অংশ যে দুঃসহ জ্বালার মধ্যে দিন কাটিয়েছে—এতদিনের সেই দাহ শীতল করেছে। সেই বার্তার অমৃতসিঞ্চনে সহানুভূতি-রূপ দিব্যৌষধির প্রলেপে দুঃপ্রশমনীয় বিষক্ষতের অসহ-যন্ত্রণা উপশমিত হয়েছে। কথাটা শোনার পর থেকে মন একটি কৃতজ্ঞতাস্নিগ্ধ বেদনায় আপ্লুত হয়ে এসেছে, একই সঙ্গে অপরিসীম আনন্দ ও দুস্তর লজ্জা বোধ করছেন। ইচ্ছা করছে এই সংবাদ কোন সু-উচ্চ পর্বতশীর্ষ থেকে সগৌরবে উচ্চকণ্ঠে ঘোষণা করেন; দেশ থেকে দেশান্তরে এই আশ্চর্য ইতিহাস প্রচার করেন—কৃষ্ণা, ওঁর নিভৃত অন্তর-বাসিনী সেই দিব্যাঙ্গনা ওঁর প্রতি অবিচারের জন্য, মিথ্যাচরণের জন্য অনুতপ্ত; কর্ণর অমার্জনীয় ব্যবহার ও নীচ-জনোচিত বাক্যপ্রয়োগের জন্য ধিক্কার বা অভিশাপ না দিয়ে সেই ইতরতম কার্যের সঙ্গত কারণ চিন্তা ক'রে নিজেকেই দায়ী করছেন, নিজের সেই রূঢ় ও অন্যায় আচরণকেই তার কারণ রূপে উপস্থাপিত করছেন—কর্ণর আচরণকে প্রতিশোধ-প্রচেষ্টা প্রতিপন্ন করার চেষ্টা করছেন।...

বহু—বহুদিন বুঝি কর্ণর হৃদয় এই সংবাদটুকুর জন্যই তৃষ্ণার্ত হয়েছিল, আশা করতে সাহস হয় নি, তবু অসম্ভব অবিশ্বাস্য সৌভাগ্যও তো মানুষ কল্পনা করে—তাতেই যেটুকু সুখ, সেইটুকুই অনুভব করার চেষ্টা করেছেন কর্ণ। ওঁর আচরণ সমর্থন করবেন অগ্নিসম্ভবা অগ্নিসদৃশা তেজস্বিনী সেই নারী, বা তার যাথার্থ্য বুঝবেন—এতটা দুরাশা কেন পোষণ করবেন কর্ণ—কৃষ্ণার করুণাও প্রার্থনা করেন নি। মনের নিভৃত গোপন প্রকোষ্ঠে বসে কল্পনার স্বপ্নতন্তুতে বয়ন করেছিলেন এই সুদুর্লভ সৌভাগ্যই, হয়ত সেই সঙ্গে একটা অসঙ্গত অসম্ভব আশাও মনে দেখা দিয়েছিল—মানবহৃদয় যখন কোন আশা করে তখন তো জমা-খরচের যোগ-বিয়োগ অন্তে, নিজের এতটা প্রাপ্য হয় কিনা, এতটা আশা করা সঙ্গত কিনা বুঝে করে না—উনিও তাই আশা করেছিলেন, কামনা করেছিলেন—ওঁর অন্তরের আবেগ ও আরতি নিজের অনুভূতি দিয়ে গ্রহণ করুন কৃষ্ণা, তাকেই প্রায়শ্চিত্ত বলে গ্রহণ ক'রে ক্ষমা করুন।

তাই হয়েছে—ক্ষমা করতে পেরেছেন কিনা কর্ণ তা জানেন না, তবে ওঁর ব্যথা তিনি বুঝেছেন—এতে উনি তৃপ্ত, প্রসন্ন। অধিকতর আনন্দিত, পরিপূর্ণ পরিতৃপ্ত হতেন কর্ণ— যদি আরও একটি কথা, সত্য ইতিহাস কৃষ্ণাকে—ওঁর ভ্রাতৃবধূকে জানিয়ে যেতে পারতেন। হ্যাঁ—ওঁর ভ্রাতৃবধূই। এ কথা কেউ না জানুক জননী কুন্তী জানেন, চতুরশিরোমণি কৃষ্ণও জানেন। একদিন কৃষ্ণাও অবশ্যই জানবেন। জানবেন—এ চিন্তা মনে আসার সঙ্গে সঙ্গে একটি স্নিগ্ধ কৌতুক-রসে মন ভরে গেল কর্ণর—দ্রৌপদী যে দিবারাত্র পার্থ-পার্থ করেন—কর্ণও পার্থ। যদি ওঁর জন্মলগ্ন থেকেই বিরূপ গ্রহ না ওঁকে প্রবঞ্চিত করতেন, নিজের জননী না ওঁকে পরিত্যাগ করতেন—তাহলে পাণ্ডবদের এ রাজছত্র ওঁর মস্তকোপরিই শোভা পেত এবং কৃষ্ণাও ওঁর কণ্ঠলগ্ন হয়ে ওঁকে 'আর্যপুত্র' 'প্রভু' বলে সম্বোধন করতেন।

এই সব চিন্তা ও কল্পনা—সত্যে ও আকূতিতে মেশানো চিত্র, চিন্তা-তন্ময়তা—অবশিষ্ট সারারাত্রিই তাঁকে মুগ্ধ মোহগ্রস্ত ক'রে রেখেছিল। নিশান্তেও সে মোহের অবসান ঘটে নি।

এই চিত্রজাল-বয়নে, এই প্রণয়কল্পনা-প্রসূত ভাবাবেগেই তাঁর সর্বাপেক্ষা ক্ষতি হয়ে গেছে; আজ প্রত্যূষে ইষ্টচিন্তায় মন দিতে পারেন নি।

সে জন্য যত আত্মগ্লানি বোধ করেছেন, যত ব্যাকুল হয়ে মনকে শাসন ক'রে প্রতিদিনের মতো ইষ্টচিন্তায় তদগতচিত্ত হতে চেয়েছেন ততই যেন আরও উদ্‌ভ্রান্তির সৃষ্টি হয়েছে, আরও চিত্তবিক্ষেপের কারণ ঘটেছে। এমন কি এই কল্পনা-মাধুর্য আস্বাদন ও কর্তব্যবোধের দ্বন্দ্বের মধ্যে পূর্বাকাশ অরুণরাগরঞ্জিত হয়েছে, আরও অনেকক্ষণ পরে ঊষার লোহিত আস্তরণ অপসারণ ক'রে স্বয়ং সূর্যদেব দেখা দিয়েছেন, কর্ণ অভ্যাসবশতঃ সেদিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করেছেন, অভ্যাসবশতই কৃতাঞ্জলিপুটে মন্ত্র উচ্চারণ ক'রে স্বাগত জানাতে চেয়েছেন—কিন্তু কোনটাই প্রতিদিনের মতো সার্থক ও চিত্তপরিপূর্ণকর হয়ে উঠতে পারে নি।

ব্যর্থ—হ্যাঁ ব্যর্থই হয়েছিলেন তিনি আজ ইষ্টপূজায়। জীবনে এই প্রথম, অন্তত জ্ঞান উন্মেষের পর এই প্রথম; কিন্তু আজই সর্বাপেক্ষা প্রয়োজন ছিল ইষ্টদেবতার চরণে নিজেকে নিঃশেষে সমর্পণ করার, হয়ত বা মৃত্যুর পূর্বে তাঁর আশীর্বাদ গ্রহণেরও।

কিন্তু শুধু কি ইষ্ট চিন্তাই ব্যর্থ হয়েছে আজ? শিক্ষা, দীক্ষা, ক্ষাত্রধর্ম এতদিনের আশা ও অবিচার-বোধের প্রতিকার-প্রচেষ্টা—সবই কি ব্যর্থ হতে চলেছে না! এ কী হ'ল তাঁর!

গতকাল পর্যন্ত অর্জুনবধের প্রতিজ্ঞায় দৃঢ় ও অনমনীয় ছিলেন কর্ণ। এ জিঘাংসা নয়, এ সুচিন্তিত বিচার। অন্তত কর্ণ তাই মনে করেন। কপট দ্যূতসভায় পাঞ্চালীর অবর্ণনীয় লাঞ্ছনায়—মানব-জাতির ইতিহাসে, বোধ করি অতীতে ও ভবিষ্যতে, এ শ্রেণীর অমানুষিক লাঞ্ছনা ও নির্যাতনের এই একটিই মাত্র উদাহরণ—ক্রোধে, ক্ষোভে, আত্মধিক্কারে, লজ্জায় উন্মত্ত কর্ণ বহু চেষ্টা করেছেন অর্জুনের পৌরুষ জাগ্রত করতে, যাতে সে তখনই এই পাশাখেলার স্বরূপ প্রকাশ ক'রে, এ মিথ্যার ক্রূরতার প্রাসাদ চূর্ণবিচূর্ণ ক'রে, ধার্তরাষ্ট্র ভ্রাতাগণকে দলিত বিমর্দিত নিহত ক'রে সহধর্মিণীর এই অবমাননার শোধ নয়। তার জন্য প্রলয় আহবের অবতারণা করলেও সেই মৃত্যুর মুখে দাঁড়িয়ে কর্ণ চিরপ্রতিদ্বন্দ্বী অর্জুনকে সাধুবাদ দিতেন।

কিন্তু তৃতীয় পাণ্ডব তুষারাবৃত গিরিশৃঙ্গের ন্যায় শীতল ও অনড় হয়ে রইলেন, জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার প্রতি অবিচলিত বশ্যতা দেখিয়ে। যদি তাই হয়, জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা ওঁকে পণ রেখে পাশা নিক্ষেপ ক'রে পরাজিত হয়েছেন, অর্জুনের তখন আর তাঁর নিকট বশ্যতার কোন কারণ ছিল না। তিনি তখন ন্যায়ত দুর্যোধনের দাস। তাঁর বিদ্রোহ প্রভুর বিরুদ্ধে ক্রীতদাসের বিদ্রোহ মাত্র। এবং দাসের প্রতিও অমানবিক পৈশাচিক ব্যবহারের অধিকার প্রভুর নেই। সে বিদ্রোহে কোন পাপ হ'ত না। সর্বোপরি অর্জুন ক্ষত্রিয়—ক্ষাত্রধর্মই হচ্ছে শিশু, নারী, অসহায় দুর্বল ব্যক্তি, অত্যাচারিতকে রক্ষা করা। সে ধর্ম অন্তত রক্ষা হ'ত তখন সংহারমূর্তি ধারণ করলে। সে মৃত্যু-মহোৎসবে সম্ভবত ওঁরও মৃত্যু ঘটত, তাতেও দুঃখিত বোধ করতেন না কর্ণ।

কিন্তু তা হয় নি। কিছুই করেন নি অর্জুন। শেষ পর্যন্ত কৃষ্ণার আকুল অসহায় মর্মভেদী ক্রন্দনে—যে ক্রন্দন ও বিলাপের প্রতিটি অশ্রু-

বিন্দু প্রতিটি শব্দ কর্ণের বক্ষে মৃত্যুর অধিক বেজেছে, যাতে পাষণ্ড কপটাচারী ধৃতরাষ্ট্র পর্যন্ত বিচলিত হয়েছেন—পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ ধনুর্ধর বলে খ্যাত অর্জুনের বুকে তা কোন তরঙ্গ জাগাতে সক্ষম হয় নি।

না, কিছুই করেন নি গাণ্ডীব-ধন্বা, অখিল ভূমণ্ডলের সর্বশ্রেষ্ঠ বীর ও যোদ্ধা অর্জুন।

তখনও না, বনগমনের সময়ের দুর্যোধন, দুঃশাসন ও কর্ণের বর্বরাধিক ঘৃণ্য আচরণে বা ব্যঙ্গোক্তিতেও না। এমন কি, অঙ্গাধিপতি শুনেছেন—মৎস্যরাজগৃহে পাঞ্চালী যখন রাজশ্যালক শক্তিমদমত্ত কীচক কর্তৃক নিগৃহীতা হয়েছিলেন, তখন ভীম ছদ্ম পরিচয় ব্যক্ত হওয়ার মহদাশঙ্কা পরিহার ক'রে সে নিগ্রহের উপযুক্ত শাস্তি দিয়েছিলেন। কিন্তু নপুংসকবেশী নপুংসকচিত্ত অর্জুন তখনও নির্বিকার অনুৎকণ্ঠিত চিত্তে সম্ভবত অসম্বৃতবসনা অন্তঃপুরিকাদের নৃত্যশিক্ষা দিয়ে চলেছেন।

সেইদিন সেই লজ্জাজনক সংবাদ পাওয়ার দিন থেকেই কর্ণ অর্জুন নিধনে দৃঢ়-সঙ্কল্প। তিনি যে কোনদিন প্রকাশ্য প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নিজের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণের সুযোগ পেলেন না, সে অবিচার—ভাগ্যেরই বঞ্চনা বোধে উপেক্ষা করতে প্রস্তুত ছিলেন—কিন্তু কৃষ্ণার সম্বন্ধে এই ঔদাসীন্য, তার প্রতি এই ব্যবহার মার্জনা করতে প্রস্তুত নন।

সেই হিসাব চুক্তি করার দিন আজ এসেছে।

সেই প্রতিজ্ঞা রক্ষার দিন।

এতদিন পরে নিয়তির পদক্ষেপ প্রত্যক্ষ, ইন্দ্রিয়গোচরীভূত হয়েছে। কাল পর্যন্ত দৃঢ়প্রতিজ্ঞ ছিলেন কর্ণ—যে কোন প্রকারে হোক অর্জুনকে বধ করবেন, অন্তত আপ্রাণ চেষ্টা করবেন। পাণ্ডবজননীর কাছে তিনি অবশিষ্ট চার অনুজের প্রাণরক্ষা সম্বন্ধে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ; ধনঞ্জয় সম্বন্ধে তেমন কোন আশ্বাস দেন নি। সেদিক দিয়ে বিবেকের কাছেও তিনি মুক্ত।

কিন্তু কাল রাত্রিতে তাঁর এই জীবনেই যেন এক জন্মান্তর ঘটে গেছে। সঙ্কল্প কল্পনা সব বিপর্যস্ত হয়ে গেছে। যেন এক বিধ্বংসী ভূমিকম্পে বহুদিনের সযত্নরচিত প্রাসাদ চূর্ণবিচূর্ণ হয়েছে। বিচিত্রবুদ্ধির বিচিত্র সংবাদ তাঁর মনোজগতে বিচিত্রতর প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করেছে।

কৃষ্ণা ভীতা, সম্ভাব্য বৈধব্যের চিন্তায় আর্ত। তাঁর সেই যুগল পদ্মপলাশনেত্রে অশ্রুর বন্যা জেগেছে, ঘন পক্ষ্মের নিবিড় কৃষ্ণ প্রাচীর প্লাবিত ভগ্ন ক'রে প্লাবন নেমেছে—সুচারু কপোলে, রাজহংসী-বিনিন্দিত কণ্ঠে আর সেই উর্বশীরও-ঈর্ষা-জাগ্রতকারী বক্ষে। কল্পনায় সেই অশ্রুর প্রতিটি বিন্দুকে অনুসরণ করেছে কর্ণের মন, সে অশ্রু-উৎসের ব্যথায় নিপীড়িত নিষ্পেষিত হয়েছে।

প্রায় অবিশ্বাস্য সম্ভাবনাতেই এতটা কাতর হয়েছেন কৃষ্ণা, সত্য সত্যই বৈধব্য ঘটলে—

শিহরিত হয়ে উঠলেন কর্ণ। কিছুক্ষণের মতো যেন নিঃশ্বাস রুদ্ধ হয়ে এল সে চিত্র কল্পনা ক'রে। মনে হ'ল কে যেন বজ্রকঠিন হস্তে উত্তপ্ত লৌহশলাকায় তার হৃৎপিণ্ড উৎপাটিত করতে চাইছে।

না, সে তিনি পারবেন না। তিনি অন্তত পারবেন না কৃষ্ণার বৈধব্য

ঘটাতে। সম্ভব নয় তাঁর পক্ষে।

'তুমি নিশ্চিন্ত থাকো কৃষ্ণ', মনে মনে বললেন মহাবীর ও মহানহৃদয় কর্ণ, 'তোমার ললাটের সিন্দুর-বিন্দু চিরদিন অক্ষয় ভাস্বর থাক! মণি-বন্ধের ঐ অলঙ্কার অনন্তকাল চিরায়তীর গৌরব বহন করুক। তোমার মুখশ্রী থাক অম্লান, চির-উজ্জ্বল, তোমার দৃষ্টি থাক চিরপ্রসন্ন। হতভাগ্য কর্ণ চিরদিন চিরবঞ্চিতের দলেই আছে, চিরকালই থাক। তার ব্যথা, তার আচরণের আপাত-দুর্বোধ্য গোপন অব্যক্ত কারণ—তার সমস্ত ব্যর্থতা সমস্ত বঞ্চনার ইতিহাস তার সঙ্গে চিতাভস্মে বিলীন হয়ে যাক। সে ইতিহাস না কোন দিন তোমার ঐ আনন্দিত সুখ-প্রসন্ন চোখে বিষাদবাষ্পের কারণ ঘটায়। কর্ণের দুর্ভাগ্য কর্ণেরই থাক। অর্জুন থাকুন চিরবিজয়ী, চিরগৌরবের অধিকারী। তাতে আজ আর কোন ক্ষোভ বোধ হচ্ছে না। তুমি দুর্ভাগা কর্ণকে ক্ষমা করেছ—পরাজয়ের মধ্যেও এইটুকুই তাকে গৌরবমুকুটে ভূষিত করুক, তার অনন্ত পথযাত্রার পাথেয় হোক।'

এতটা চিন্তা করেছেন কর্ণ, মন এক অতীতের বিস্মৃতলোকে চলে গিয়ে যেন স্বপ্নের মধ্যে অল্প সময়ে তাঁর দীর্ঘ জীবনের চলচ্চিত্র দেখছিল এতক্ষণ, বাস্তবের সঙ্গে সম্পর্ক কিছুমাত্র ছিল না, অকস্মাৎই সেই স্বপ্ন ভঙ্গ হল—রূঢ় বাস্তবে নেমে এলেন,—সেই কঠোর একটা আঘাতে নিদ্রোত্থিতের মতোই সচকিত হয়ে উঠলেন।

সে আঘাত এল তাঁর মহামান্য সারথির নিকট থেকেই—শল্যরই বিদ্রূপ-শল্যে বাস্তব অর্থাৎ যুদ্ধক্ষেত্র সম্বন্ধে সচেতন হয়ে উঠলেন কর্ণ।

'কী সূতপুত্র, মৃত্যুভয়ে বিহ্বল হয়ে পড়লে নাকি?...তা বেশী বিলম্ব আর নেই। মৃতারোহী অশ্ব আর পরিচালকহীন সৈন্যবাহিনী—এরা দ্রুত পলায়নের পথ দেখবে এই তো স্বাভাবিক। তুমি এদিকে বিহ্বল চিত্তে পলায়নের স্বপ্ন দেখছ, ওদিকে কৌরবপক্ষ মহাকালের দ্রংষ্ট্রা স্পর্শ পাচ্ছে। যুদ্ধশেষের আর স্বল্পই বিলম্ব আছে, মনে হচ্ছে অদ্যই কুরুক্ষেত্র ভূমি মহাশ্মশানে পরিণত হবে. সেখানে সর্বাত্মক মৃত্যুর নীরবতা নেমে আসবে।'

বিলম্ব নেই তা কর্ণও জানেন। তিনিও নিহত হবেন—এ পরিণাম সম্ভাবনা মাত্র ছিল কিছুকাল পূর্বে, তখন ভেবে রেখেছিলেন অর্জুন-নিধনের পরই তিনি স্বীয় রাজ্যে ফিরে যাবেন, অতঃপর দুর্যোধন জয়লাভ করুন বা না করুন, সে তিনি বুঝবেন, কর্ণের কোন দায়িত্ব থাকবে না। উনি চিরদিনের মতো অস্ত্রত্যাগ ক'রে অবশিষ্ট জীবন ভ্রাতৃবধের প্রায়শ্চিত্ত করবেন। কিন্তু এখন তো তিনি পরাজয় বরণের জন্যই কৃতসঙ্কল্প।

তাই তিনি সস্মিত হাস্যে প্রশ্ন করলেন, 'এর অর্থ?'

অর্থ যা, তাও জানাতে বিলম্ব হ'ল না শল্যর।

দুটি মর্মঘাতী দুঃসংবাদ দিলেন তিনি।

কুরুবংশের অনিবার্য ধ্বংসরূপ চরম পরিণাম যে আসন্ন এ তারই উপক্রমণিকা।

ভীম আহত ক্ষতবিক্ষত রথঅশ্বহীন ভূপাতিত দুঃশাসনের কণ্ঠ সবলে পদদলিত ক'রে শাণিত কৃপাণে তার বক্ষ বিদীর্ণ করেছেন এবং অঞ্জলি ভরে সেই রক্ত পান ক'রে উন্মাদের মতো আনন্দে নৃত্য করেছেন। অতঃপর তার

মস্তক ছেদন ক'রে কণ্ঠের শোণিত লেহন করতে করতে বলেছেন, 'এতদিনে নিরপরাধিনী একবস্ত্রপরিহিতা রজস্বলা দ্রৌপদীর কেশাকর্ষণ, প্রকাশ্যে সভামধ্যে বস্ত্রহরণের অবমাননার পরিশোধ হ'ল। আজ আমার কাছে স্তন্য, মধু, ঘৃত, বিশুদ্ধ মাধ্বী সুরা, দুগ্ধ, দধি প্রভৃতি যাবতীয় দিব্য পানীয় অপেক্ষাও এই রক্ত সুস্বাদু বোধ হচ্ছে।'

এই ভয়ঙ্কর ও রাক্ষসীয় দৃশ্য দেখে অশ্বত্থামা সাশ্রুলোচনে দুর্যোধনের কর ধারণ ক'রে বলেছেন, 'বন্ধু, এখনও সময় আছে. এই সর্বনাশা যুদ্ধ বন্ধ করো। তুমি অনুরোধ করলেই যুধিষ্ঠির সম্মত হবেন. এখনো যে কয়জন আত্মীয় সুহৃৎ পুত্র ভ্রাতা আছে তাদের নিয়ে শান্তিতে না হোক নিরাপদেই সুখে রাজত্ব করতে পারবে। আমি জানি কর্ণরও কিছুমাত্র রুচি নেই এ যুদ্ধে, সে বিনাপ্রতিবাদে অঙ্গদেশে প্রত্যাগমন করবে। এখনও সুযোগ আছে কুরুবংশের পিন্ডরক্ষা করার।'

দুর্যোধনও আকুল হয়ে রোদন করছিলেন. তবু তার মধ্যেও বললেন. 'বন্ধু. অবসর আর নেই। তুমি ভীমের এই বাক্যগুলি শুনলে না? ওরা সেদিনের সে অবমাননা ভোলে নি. তার শোধ না ওঠা পর্যন্ত ক্ষান্ত হবে না। আর আমারও জীবনে বিন্দুমাত্র রুচি নেই। নির্বান্ধব জীবনটার জন্য শান্তি ভিক্ষা করতে পারব না।'

এই সংবাদই কর্ণর বিহ্বলতা অপনোদনের পক্ষে যথেষ্ট—কিন্তু আরও একটি বিশেষ সংবাদ তখনও দেন নি শল্য। অতঃপর সেই সর্বশেষ শেলাঘাতটি করলেন।

কর্ণর পুত্র বৃষসেন এইমাত্র অর্জুনের হস্তে নিহত হয়েছেন।

॥ ১৭ ॥

আঘাতটা সহ্য ক'রে সচেতন ও সক্রিয় হয়ে উঠতে কয়েক পল সময় লাগল বৈকি! তার পরই কিন্তু কর্ণর মুখ কেমন একপ্রকার কৌতুক-হাস্যরঞ্জিত হয়ে উঠল। শল্য যে হাস্যের অর্থ অনুধাবন করতে পরলেন না, পারার কোন কারণও নেই, তিনি এটাকে মর্মান্তিক দুঃসংবাদে সাময়িক মস্তিষ্ক-বিকৃতি বোধ ক'রে ভ্রূ কুঞ্চিত করলেন। কর্ণ যে কিছু পূর্বে মৃত্যুবরণের জন্যই দৃঢ়সঙ্কল্প হয়েছেন এবং এ সংবাদ যে সেই ইচ্ছারই পরিপোষক—তা শল্য জানবেন কেমন ক'রে? বিধাতা যে কর্ণর এ সঙ্কল্প অনুমোদন করেছেন, ভাগ্য যে এই মুহূর্তে তাঁর মৃত্যুর দন্ডাদেশ স্বাক্ষর করেছেন—এ তো তারই সঙ্কেত মাত্র। পৃথিবীর বন্ধন একে একে শিথিল হচ্ছে. এ জীবনের মমতা-বন্ধন জীর্ণ হতে জীর্ণতর হচ্ছে। বাঁচার ইচ্ছা থাকলে—যতই সাময়িক

আবেগে 'শত্রুবধ করবেন না' এই প্রতিজ্ঞা করুন, যথাস্থানে নিজের শিক্ষা ও আয়ত্ত-অস্ত্র তার কাজ ক'রে যাবে। সেই ইচ্ছাই আর রইল না।

সকল মানবের শ্রেষ্ঠ আশ্রয় ও সহায় জননী তাঁর জন্মকালের মহাশত্রু, শস্ত্রগুরু ভার্গব তাঁর একান্ত গুরুপ্রীতির জন্য সাংঘাতিক অভি-সম্পাত-রূপে পুরস্কারদাতা, চরম সংকটকালে কর্ণ সে জ্ঞান বিস্মৃত হবেন এই কথা স্পষ্ট ভাষায় জানিয়ে দিয়েছেন; একমাত্র যে নারী তাঁর জীবন সার্থক করতে পারত সে প্রথম যৌবনেই তার দেব-ইচ্ছায়-জন্ম-গৌরব, রাজ-বংশীয়া-ক্ষত্রিয়বংশীয়ার সম্মান বিস্মৃত হয়ে প্রতিজ্ঞাভঙ্গ ক'রে সমস্ত জীবন ব্যর্থ, মরুভূমি ক'রে দিল। জীবন সম্বন্ধে বন্ধন, আসক্তি, ঈপ্সা জন্মমুহূর্ত থেকেই ক্ষয় হচ্ছে। তবু আত্মজ, সন্তান, উত্তরাধিকারী সম্বন্ধে যে মমতা ও আশা থাকতে পারত তাও এই মুহূর্তে সম্পূর্ণ নির্মূল হ'ল। বিধাতা ও তাঁর ইষ্টদেবতা জীবনপ্রভাতেই সর্বনাশের পথ প্রশস্ত ক'রে দিয়েছিলেন—এবার ভাগ্য এই জীবন-সায়াহ্নে মৃত্যুর পথ প্রশস্ত ক'রে দিলেন।

কর্ণর এ তিক্তকৌতুক-হাস্য সেই কারণেই। ভাগ্যের কি ব্যগ্রতা তাঁকে অপসারণের জন্য! বলিহারি!

নিজের এই প্রবলতম মানসিক ঝঞ্ঝার মধ্যেও শল্যর ভ্রূকুটি তাঁর দৃষ্টি এড়ায় নি। তিনি বললেন, 'না, জীবনে বহু দুঃখ সহ্য করেছি মদ্ররাজ, বহু দুঃসহ আঘাত। আজ এই সামান্য সংবাদে আমার জ্ঞানলোপ পাবে এমন আশঙ্কা করবেন না। আপনি এবার রথ দ্রুত অর্জুনের কাছে নিয়ে চলুন। আপনার অনুমান অভ্রান্ত, যুদ্ধশেষের আর অধিক বিলম্ব নেই, আজ সূর্যাস্তের পূর্বেই হয় আমি না হয় অর্জুন ইহলোক ত্যাগ করবে।' তারপর শল্য অশ্বচালনা আরম্ভ করলে আবারও মৃদু তিক্তহাস্যে বললেন, 'আমি ভাবাবেগ-প্রাবল্যে, বিভিন্ন পরস্পর-বিরোধী চিন্তায় মনে মনে ক্লান্ত ও বিপর্যস্ত হয়ে পড়েছি তা সত্য, তবে বিহ্বল হই নি, আমার মস্তিষ্কের সহজ চিন্তাপ্রক্রিয়াও নষ্ট হয় নি। কিছু পূর্বে যে আপনি ভাগিনেয় যুধিষ্ঠিরকে রক্ষা করার জন্যই আমাকে সদুপদেশ দিয়েছিলেন, তা অনু-ভব করতে আমার অসুবিধা হয় নি, তথাপি আমি যে আপনার পরামর্শই গ্রহণ করেছিলাম তার কারণ যুধিষ্ঠিরকে বধ করার বা বন্দী করার কোন উদ্দেশ্য ছিল না ব'লেই।'

শল্যর মতো রূঢ়ভাষী ও কর্ণশক্তিনাশে বদ্ধপরিকর ব্যক্তিও লজ্জিত হলেন, ক্ষণকালের জন্য মস্তকও অবনত করতে হ'ল তাঁকে।

কথাটা স্মরণ আছে বৈকি।

যুদ্ধারম্ভে যথারীতি সংশপ্তকরা তাদের রণকৌশল-অনুযায়ী অর্জুনকে অন্যত্র ব্যস্ত ও ব্যাপৃত রাখছে দেখে দুর্যোধনও তাঁর অনুগত দুর্ধর্ষ যোদ্ধাদের সঙ্গে মিলিত হয়ে যুধিষ্ঠিরকে বন্দী করার একবার প্রায়-অন্তিম চেষ্টা করলেন। প্রথম ধর্মরাজকে প্রচণ্ড আক্রমণে আহত ও বিপর্যস্ত করলেন অশ্বত্থামা। তাঁকে বিপন্ন দেখে ধৃষ্টদ্যুম্ন প্রভৃতি পাণ্ডব-পক্ষীয় বীরগণ তাঁর রক্ষার্থে এগিয়ে এলেন কিন্তু অশ্বত্থামার বিক্রমে তাঁরাও যথেষ্ট সুবিধা করতে পারলেন না। যুধিষ্ঠির অশ্বত্থামার তেজ সহ্য করতে না পেরে কিছুক্ষণের জন্য রণস্থল ত্যাগ করতে বাধ্য হলেন।

তবে সে বেশীক্ষণ নয়। ক্রুদ্ধ ধৃষ্টদ্যুম্ন একা দুর্যোধনের সঙ্গে যুদ্ধ করছিলেন, তাঁর সে আক্রমণে কুরুরাজের রথ নষ্ট হয়ে গেল দেখে কর্ণ সিংহবিক্রমে এসে ধৃষ্টদ্যুম্নর সম্মুখীন হলেন, তাঁর প্রচন্ড শক্তিতে পাঞ্চাল সৈন্যদের সিংহের সামনে মৃগযূথের মতো দুর্দশা হ'ল; ওদিকে ভীমসেন একাই বাহ্লীক কেকয় মদ্র ও সিন্ধু দেশের মিলিত বিপুল বাহিনীর সঙ্গে তখন যুদ্ধ করছেন, তাঁর পক্ষে ধৃষ্টদ্যুম্নর রক্ষার্থ আসা সম্ভব নয়। এই দুরবস্থার সংবাদ পেয়ে যুধিষ্ঠির দ্রাবিড় ও অন্ধ্র দেশের নৃপতিবৃন্দ এবং নিজেদের পঞ্চপুত্র, নকুল সহদেব সাত্যকি প্রভৃতি বীরগণ পরিবৃত হয়ে পুনশ্চ রণক্ষেত্রের কেন্দ্রভূমিতে অবতীর্ণপূর্বক কর্ণকে আক্রমণ করলেন।

কার্য বা প্রচেষ্টাটা যুধিষ্ঠিরের পক্ষে দুঃসাহসিক তাতে সন্দেহ নেই, বোধ করি একটু নির্বুদ্ধিতার পরিচায়কও। বহুদূর থেকেও অবস্থা লক্ষ্য ক'রে অর্জুন এদিকে অগ্রসর হচ্ছিলেন কিন্তু প্রবল বাধা পেলেন গুরুপুত্র অশ্বত্থামার কাছে। বোধ হয় গুরুপুত্র বলেই অশ্বত্থামার প্রতি প্রথমটায় যথেষ্ট শক্তি প্রয়োগ করেন নি অর্জুন, শেষে বাসুদেবের তীক্ষ্ণ বিদ্রূপ-কশাঘাতে সচেতন হয়ে উঠলেন, এবং উপর্যুপরি কয়েকটি ভল্লের আঘাতে তাঁর রথ ও অস্ত্রবাহী শকট নষ্ট করলেন। অশ্বত্থামাও অচৈতন্য হয়ে পড়লেন। সারথি তাঁর প্রাণনাশের সম্ভাবনা দেখে সেই সংজ্ঞাহীন দেহ বহন ক'রে পলায়ন করল।

অশ্বত্থামা-রূপে বাধা অপসারিত হ'ল বটে, তবে ইতিমধ্যে বহু সময় অতিবাহিত হয়ে গেছে। তখন আর যুধিষ্ঠিরকে রক্ষা করার কোন প্রয়োজন ছিল না, কারণ তার মধ্যেই তিনি রণস্থল ত্যাগ করেছেন—পলায়ন করতে বাধ্য হয়েছেন বলাই উচিত।

ঘটনাটা এই।

যুধিষ্ঠির তাঁকে আক্রমণ করতে উদ্যত হয়েছেন দেখে কর্ণ প্রথমটায় হাস্য সম্বরণ করতে পারেন নি। তবে ধর্মরাজ যতই রণ-অপটু হোন, তাঁর পক্ষীয় বীরগণ উপেক্ষণীয় নন। কিন্তু ইতিমধ্যে দুর্যোধন প্রভৃতি কৌরব বীরগণ এসে কর্ণর সঙ্গে যোগ দিয়েছেন, তাঁদের লক্ষ্য কোন প্রকারে যুধিষ্ঠিরকে বন্দী করা। বিপদ বুঝে ভীম ওদিক থেকে এসে পড়লেন, নকুল সহদেব ও স্বপক্ষীয় যোদ্ধাগণকে সংহত ক'রে যুধিষ্ঠিরকে বেষ্টন ক'রে রইলেন। কিন্তু তাঁরা কেউই কর্ণর প্রচন্ড তেজ সহ্য করতে পারলেন না, তিনি মায়া-বীর মতো দৃষ্টিশক্তি সীমার অতীত ক্ষিপ্রতার সঙ্গে অস্ত্র বর্ষণ করতে লাগলেন। পান্ডবপক্ষের সৈন্যরা হাহাকার ও আর্তনাদ করতে করতে চতু-র্দিকে ধাবিত হ'ল। অতঃপর কর্ণ ভল্লের আঘাতে যুধিষ্ঠিরের বক্ষ বিদ্ধ করলেন, সে আঘাতের দুঃসহ যন্ত্রণায় তাঁর মুষ্টি শিথিল হয়ে ধনুক পড়ে গেল, তিনি মূর্ছিতের ন্যায় রথে বসে পড়ে সারথিকে পশ্চাদপসরণের ইঙ্গিত করলেন।

সুযোগ বুঝে দুর্যোধনের দল বন্দী করার জন্য তাঁর পশ্চাদ্ধাবন করবে এ স্বাভাবিক। বাধা দেবার লোকও বিশেষ নেই, কতিপয় পাঞ্চাল যোদ্ধা ছাড়া। সাংঘাতিক বিপদ আসন্ন দেখে নকুল সহদেব কোনমতে তাঁর দুই দিক রক্ষা ক'রে দ্রুত শিবির প্রত্যাগমনের চেষ্টা করতে লাগলেন।

কর্ণও চক্রপথে এসে তাঁর পথ রোধ ক'রে আবারও যুধিষ্ঠিরকে শরাহত

করলেন। নকুল সহদেব তাঁদের ক্ষীণ শক্তির সর্বাত্মক প্রয়োগে কর্ণকে আহত করলেন বটে তবে তাতে কর্ণের শক্তি হ্রাস পেল না অণুমাত্রও, পরন্তু তিনি পুনশ্চ ভল্লাঘাতে যুধিষ্ঠিরকে আহত ও তাঁর শিরস্ত্রাণ নষ্ট করলেন। নকুল ও যুধিষ্ঠির দুজনেরই রথাশ্ব নিহত হ'ল—তাঁরা এসে সহদেবের রথে আশ্রয় নিলেন।

পাণ্ডবপক্ষের সর্বনাশ আসন্ন বুঝে শল্য কর্ণকে বললেন, 'সূতপুত্র, তোমার দেখছি আপৎকালে বুদ্ধিভ্রংশ ঘটেছে। তুমি অর্জুনকে সন্ধান না করে নিরীহ গোবেচারী যুধিষ্ঠিরের জন্য অযথা শক্তিনাশ, অস্ত্রনাশ ও কালক্ষয় করছ কেন? এর পর কি শ্রান্ত দেহে অর্জুনের সম্মুখীন হবে? দেখ, দুর্যোধন অর্জুন-বধের জন্যই বেশী ব্যগ্র, সেই জন্যই তোমাকে সযত্নে পোষণ ও তোষণ করছেন। অর্জুন যদি জীবিত থাকেন যুধিষ্ঠিরকে বধ ক'রে তাঁর কি ইষ্টলাভ হবে? ঐ দ্যাখো, ভীমসেন দুর্যোধনের প্রাণনাশে উদ্যত হয়েছেন। আগে তাঁকে রক্ষা করবে চলো।'

একথা বলতে বলতেই তিনি কর্ণের রথাশ্ব অন্য দিকে চালিত করেছিলেন, যাতে সেই অবসরে যুধিষ্ঠির নিজ শিবিরের নিরাপদ আশ্রয়ে পেঁছতে পারেন।

কর্ণ তাঁর অভিপ্রায় বুঝেও বাধা দেন নি। শুধু সামান্য একটি হাস্যরেখা তাঁর অধরপ্রান্তকে বঙ্কিম ক'রে তুলেছিল। গর্ভধারিণীকে প্রদত্ত আশ্বাস-বাক্য তিনি বিস্মৃত হন নি।

পুত্রশোকার্ত কর্ণ তাঁর সর্বশক্তি প্রয়োগে অর্জুনকে আক্রমণ করলেন।

তিনি যে এবার এক চূড়ান্ত যুদ্ধে প্রবৃদ্ধ হবেন তা শ্রীকৃষ্ণ অনুমান করতে পেরেছিলেন, তাই অর্জুন যখন রণক্ষেত্রের কুত্রাপি যুধিষ্ঠিরের ধ্বজপতাকা না দেখতে পেয়ে উৎকণ্ঠিত হয়ে ক্ষণকালের জন্য শিবিরে প্রত্যাবৃত্ত হলেন তখন তিনি নিজের সারথি দারুককে দিয়ে নূতন ব্যাঘ্র-চর্মাবৃত রথে তাঁর নিজস্ব ইরম্মদগতি অশ্বচতুষ্টয় যোজনা ক'রে সেই রথেই অর্জুনের কপিধ্বজপতাকা ও অস্ত্রাদি স্থানান্তরিত করিয়েছিলেন—অর্থাৎ অর্জুন সূর্যোদয়-আভাসে প্রভাতকালীন নব যুদ্ধ-সজ্জার মতোই নবীন উদ্যমে এই চিরকালীন প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বীর সম্মুখীন হতে চললেন। কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের অকল্পনীয় ইতিহাসে নূতন এক অভূতপূর্ব অধ্যায় সং-যোজিত হতে চলেছে বুঝে যোদ্ধারা যেন নিজ বিপদের কথাও বিস্মৃত হয়ে উদ্‌গ্রীব ভাবে সে যুদ্ধ দেখতে লাগলেন; মনে হ'ল যেন ইন্দ্র-বৃত্রাসুর যুদ্ধে যেমন দুই পক্ষের সমর্থক স্বর্গ-মর্ত্য-রসাতলের সমস্ত অধিবাসীরা দ্বিধাবিভক্ত হয়ে সে যুদ্ধ দর্শনে প্রবৃত্ত হয়েছিলেন—আজও তেমনি তাঁরা অন্তরীক্ষে এসে রুদ্ধনিঃশ্বাসে এ যুদ্ধ দেখছেন।

এই দ্বৈরথ যুদ্ধে প্রথম দিকে কর্ণ প্রবল বিক্রমে যুদ্ধ আরম্ভ করে-ছিলেন। সে আক্রমণে পাণ্ডবপক্ষের বহু যোদ্ধা ও পদাতিক সৈন্য হতাহত হল, এমন কি অর্জুনও দেহের বহুস্থানে শরবিদ্ধ হলেন। কর্ণের এই তেজে ও ক্ষিপ্রতায় ভীম বিরক্ত হয়ে অর্জুনকে বললেন, 'কর্ণ তোমাকে আহত করল, তুমি এখনও কিছুই করতে পারলে না? তুমি যদি ক্লান্ত হয়ে থাকো তো বল, আমিই গদাঘাতে তাকে বধ করি।'

শ্রীকৃষ্ণও বললেন, 'অর্জুন, তোমার সকল সাংঘাতিক অস্ত্রই অঙ্গাধিপতি অনায়াসে প্রতিহত করছেন, তুমি কি আজ মোহগ্রস্ত হলে? না দুর্বলতা বোধ করছ? কৌরবদের মুহুর্মুহু উল্লাসধ্বনিও কি তোমার কর্ণগোচর হচ্ছে না? তুমি যদি না পারো তো বল আমিই সুদর্শন চক্রাস্ত্র প্রয়োগ করি!'

অর্জুন ক্ষুব্ধ ও ক্রুদ্ধ হয়ে—ইতিপূর্বে তাঁর ব্রহ্মাস্ত্র কর্ণ পরশুরামদত্ত অস্ত্রে নষ্ট করেছিলেন তা দেখেও—আর এক ব্রহ্মাস্ত্র প্রয়োগ করলেন, সেও যখন কর্ণের অস্ত্রে প্রতিহত হ'ল, তখন তিনি পুনশ্চ এক মহাশক্তিশালী বহুনাশা ব্রাহ্ম অস্ত্র ত্যাগ করলেন, প্রজ্বলন্ত উল্কার মতো সে অস্ত্র থেকে অসংখ্য অস্ত্র বহির্গত হয়ে অগণিত শত্রুসৈন্য বধ করল।

কিন্তু এই সময়ই এক দুর্ঘটনা ঘটল। ক্রোধ থেকে সতর্কতাবুদ্ধি বিনষ্ট হয়, অর্জুনও এমন ভাবে বার বার সবলে গাণ্ডীবধনু আকর্ষণ করতে লাগলেন যে এক সময় তাঁর জ্যা বা তন্ত্রী ছিন্ন হয়ে গেল। এবং সেই সুযোগে, নূতন জ্যা রোপণ করার অবসরে অর্জুন ও শ্রীকৃষ্ণকে কর্ণ অসংখ্য শায়কে ক্ষতবিক্ষত ক'রে দিলেন। কৃষ্ণার্জুন নিহত হয়েছেন মনে ক'রে দূরস্থিত কৌরবপক্ষীয় দর্শকরা উল্লাসে উদ্বাহু হয়ে নৃত্য করতে লাগল।

তবে সে ভ্রম দূর হ'তেও অধিক বিলম্ব ঘটল না। অর্জুন গাণ্ডীবে নূতন জ্যা সংযোজিত ক'রে পুনশ্চ এতাদৃশ ক্ষিপ্রহস্তে বাণবর্ষণ করতে লাগলেন যে, সেই শায়কে-আচ্ছন্ন আকাশ মেঘাচ্ছন্ন ব'লে বোধ হতে লাগল। সারথি শল্য আহত হলেন এবং কর্ণের চক্ররক্ষক পাদরক্ষক অগ্র ও পৃষ্ঠরক্ষক বীরগণ সকলেই নিহত হয়ে রণভূমি আশ্রয় করলেন।

সেই সময় আর এক নাটক ঘটল।

নাগরাজ তক্ষকের পুত্র অশ্বসেন—তাঁর মাতা খাণ্ডবদাহের সময় অর্জুনের দ্বারা বাধাপ্রাপ্ত হয়ে অগ্নিদগ্ধ হয়েছিলেন। তিনি মাতৃবধের প্রতি-শোধকল্পে কর্ণের অলক্ষ্যে নাগদেশের সর্বাপেক্ষা সাংঘাতিক অস্ত্র ওঁর তূণীরে রক্ষা করলেন এবং কর্ণ না দেখেই যখন অভ্যস্ত হস্তে পশ্চাদস্থ তূণীর থেকে অস্ত্র সংগ্রহ করছিলেন তখন এক সময় সে অস্ত্র তাঁর হাতে ধরিয়েও দিলেন।

সে অস্ত্রের শক্তি অপর কেউ না হোক শ্রীকৃষ্ণ অবগত ছিলেন। দূর থেকে কর্ণ তা নিক্ষেপ করছেন দেখে তিনি অনন্যোপায় হয়ে আশ্চর্য কৌশলে অশ্বগুলিকে জানু সংকুচন করিয়ে বসিয়ে দিলেন এবং তাঁর অমানুষিক শক্তিতে পায়ের চাপেই রথের চক্রগুলি এক বিঘৎ পরিমাণ মাটিতে বসে গেল। ফলে অস্ত্র এসে অর্জুনের বিখ্যাত মণিময় স্বর্ণকিরীট দগ্ধ করল বটে, তাঁকে নিহত বা আহত করতেও পারল না।

এ কোন্ অস্ত্র? কর্ণ বিস্মিত হয়ে চেয়ে দেখতেই চোখে পড়ল, গর্বিত-হাস্যমুখ অশ্বসেন। তিনি এবারে নিজের কৃতিত্ব জানিয়ে যেন আশ্বাস দিয়েই বললেন, 'হতাশ হবার কারণ নেই, আমার আর-এক অস্ত্র দিচ্ছি, এতেই নিশ্চয় অর্জুনকে বধ করতে পারবে!'

কর্ণ বললেন, 'তোমার প্রয়াসের জন্য অসংখ্য ধন্যবাদ। কিন্তু আমি যদি আমার অস্ত্রবলে অর্জুনকে পরাভূত বা বধ করতে না পারি—তাকে বধ করার কোন প্রয়োজন নেই। অপরের সাহায্যে যুদ্ধ করার থেকে তার

কাছে পরাস্ত হওয়াও বাঞ্ছনীয়। সে আমার সমযোদ্ধা। তুমি কে? তুমি তো তার ভয়ে ভীত হয়ে অপরের সাহায্য নিতে এসেছ। তুমি তোমার স্ব-স্থানে প্রত্যাগমন কর, তোমার কল্যাণ হোক!'

অশ্বসেন কর্ণর এই নির্বুদ্ধিতায় হতাশ হয়ে দুই স্কন্ধের এক বিচিত্র ভঙ্গী ক'রে যুদ্ধক্ষেত্র ত্যাগ করার চেষ্টা দেখলেন। অধিক বিলম্ব হ'লে অর্জুনের হাতেই নিহত হবার ভয় আছে—এ তিনি জানতেন। ওঁর ঐ সারথিটা সর্বজ্ঞ, তাঁকে চিহ্নিত ক'রে দিতে কতক্ষণ?...আর তাই হ'ল—শ্রীকৃষ্ণ সংক্ষেপে ওঁর ধূর্ততা ও শত্রুতার কথা বিবৃত ক'রে অঙ্গুলিনির্দেশে অশ্বসেনকে দেখিয়ে দিলেন—অর্জুনও তাঁকে নিমেষপাতমাত্রে বধ করলেন। সেই অবসরে শ্রীকৃষ্ণ একাই সুরাসুরেরও বিস্ময়কর শক্তিতে রথের চাকা ধরে রথকে আবার উপরে উঠিয়ে নিলেন।

এইবার অর্জুন যেন বিজয়লক্ষ্মীকে নিজের শক্তিবলে পাণ্ডবপক্ষে আকর্ষণ করলেন। তড়িৎ-ত্বরিত গতিতে কর্ণকে ঘটনাটা বুঝবারও অবকাশ না দিয়ে—অসংখ্য শরাঘাতে অর্জুন তাঁর কিরীট, বর্ম প্রভৃতি খণ্ড-বিখণ্ড ক'রে ফেললেন এবং কর্ণকে সাংঘাতিকভাবে আহত করলেন। কর্ণ সে আঘাতে ক্ষণকালের জন্য মর্মান্তিক বেদনায় অভিভূত হয়ে পড়লেন, তাঁর বিমূঢ়-অবশ হাত থেকে ধনু খসে পড়ল। তিনি স্বীয় বক্ষস্থল দুই হাতে চেপে ধরে মদ্যপের ন্যায় টলতে লাগলেন। তাঁর যে অসহ্য যন্ত্রণা বোধ হচ্ছে, জ্বরগ্রস্ত রোগীর মতো কম্পিত হতে দেখেই তা বোঝা গেল।

অর্জুন স্বভাবতই তাঁর এই অবস্থা দেখে ক্ষণকালের জন্য পুনরাঘাত থেকে বিরত হলেন। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ জানেন, এই মহাধনুর্ধর যোদ্ধার শক্তি সম্পূর্ণ বিনষ্ট হয় নি। তিনি অর্জুনকে তাড়না করলেন, 'ফাল্গুনী, এ কি করছ? তোমার কি মস্তিষ্কবিকৃতি ঘটল? প্রবল বিপক্ষ ক্ষণকালের জন্য দুর্বল হয়ে পড়লে তাকে শক্তি পুনরুদ্ধারের অবসর দিতে নেই—যুদ্ধ-বিদ্যার এ প্রাথমিক নীতিও তুমি বিস্মৃত হলে! তুমি এ সুযোগ হেলায় হারিও না, নতুবা কর্ণ কিঞ্চিন্মাত্র সুস্থ হয়ে উঠলেই আবার পূর্ণোদ্যমে যুদ্ধ আরম্ভ করবেন!'

অর্জুন বাসুদেবের তিরস্কারে মমতা পরিত্যাগ ক'রে সেই অবস্থাতেই কর্ণর প্রতি পুনঃপুনঃ শরবর্ষণ করতে লাগলেন। কর্ণও মর্মান্তিক আঘাতের তীব্রতা ও বিহ্বলতা কাটিয়ে উঠে পুনশ্চ শরাসন গ্রহণ করলেন।

কিন্তু ঠিক এই সময়েই, যেন দৈব পাণ্ডবদের প্রতি প্রসন্ন হওয়াতেই, আর এক ঘটনা ঘটল। কর্ণের বাম দিকের রথচক্র অকস্মাৎ ভূমিতে প্রোথিত হয়ে গেল। কর্ণর মনে পড়ল এক ব্রাহ্মণ তাঁকে অভিশাপ দিয়েছিলেন, 'কাল পূর্ণ হলে অন্তিম যুদ্ধে তোমার রথচক্র ভূপ্রবিষ্ট হবে, তুমি রথী অবস্থায় আর যুদ্ধ করতে পারবে না।'

আর, সে কথা স্মরণের সঙ্গে সঙ্গেই আর একটি অভিশাপও স্মৃতিপথে দেখা দিল, গুরু ভার্গবের অভিশাপ—অন্যায় অভিশাপ, এখনও কর্ণর তাই ধারণা—'তুমি আমার কাছে প্রকৃত পরিচয় গোপন ক'রে যে অস্ত্র লাভ করেছ, সর্বাপেক্ষা সংকটকালে সে অস্ত্রসমূহের একটিও তোমার স্মরণ থাকবে না।'

রথচক্র ভূমিপ্রবিষ্ট হ'ল—তবে কি তাঁর কাল পূর্ণ হয়েছে? মৃত্যুকাল সমাগত? তবে কি এতকাল সযত্নে যে সব অস্ত্র সংরক্ষণ করেছেন অর্জুন-বধের জন্য—তা আর তিনি স্মরণ করতে পারবেন না?

এই সম্ভাবনার চিন্তাতেই—মৃত্যুর আশঙ্কা নয়—পরাজিত ও অপমানিত হওয়ার আশঙ্কাতেই তিনি যেন অস্থির হয়ে উঠলেন, লম্ফ দিয়ে রথ থেকে নেমে খড়্গ হস্তে অর্জুনের দিকে ধাবিত হতে গেলেন—

আর ঠিক সেই মুহূর্তে, তাঁর মানসদৃষ্টির সম্মুখে স্পষ্ট উজ্জ্বল ভাবে ফুটে উঠল, সুরনরবন্দিতা সর্বজন-ঈপ্সিতা এক অনন্যা নারীমূর্তি—সর্বযুগের সর্বকালের শ্রেষ্ঠা সুন্দরী—তাঁর দুই আশ্চর্য চক্ষুতে বাষ্পবারি টলমল করছে, তাঁর সেই বোধ-করি-তপস্বীশ্রেষ্ঠ-মহাদেবেরও-মোহ আনয়নকারী দৃষ্টিতে করুণ মিনতি।

না না, এ কি করছেন তিনি!

তিনি তো মৃত্যুবরণের জন্যই সঙ্কল্পবদ্ধ।

অসি ত্যাগ ক'রে সেই ভূপ্রোথিত রথচক্রেই পৃষ্ঠ সংরক্ষণ ক'রে বসে পড়লেন কর্ণ, ইষ্টকে স্মরণ করার চেষ্টা করতে লাগলেন।

আবারও হয়ত অর্জুন দ্বিধাগ্রস্ত হতেন। বোধ করি সেটা লক্ষ্য করেই কর্ণ অর্জুনকে ধিক্কার দিয়ে বললেন, 'তৃতীয় পাণ্ডব, তোমাকে তো বীর বলেই জানতাম, যথার্থ বীরগণ কখনও দুর্দশাগ্রস্ত বিপক্ষের প্রতি অস্ত্রক্ষেপ করেন না। দেখছ আমার একটি রথচক্র ভূমিগ্রস্ত হয়েছে, তুমি আমাকে তা পুনরুদ্ধারের অবসর না দিয়ে অধর্ম যুদ্ধে প্রবৃত্ত হলে কেন?'

অর্জুনকে সে অনুযোগের উত্তর দেবার অবসর না দিয়েই শ্রীকৃষ্ণর তীক্ষ্ম কণ্ঠস্বর ধ্বনিত হয়ে উঠল, 'কর্ণ, আজ তুমি বিপাকে প'ড়ে ধর্ম স্মরণ করছ, এতকাল-এ ধর্মবুদ্ধি কোথায় ছিল? নীচ ব্যক্তি বিপদে পড়লে দৈবের দোষ দেয়, বিপক্ষের ছিদ্র অন্বেষণ করে—কদাচ নিজ কৃতকর্মের কথা স্মরণ করে না। তুমি যখন একবস্ত্রা রজস্বলা দ্রৌপদীকে সভাস্থলে আনয়নে অনুমোদন জানিয়েছিলে; শকুনি যখন অধর্ম দ্বারা পাণ্ডবদের সর্বস্ব অপহরণ করছিল, নীরবে তা তাকিয়ে দেখছিলে ও উৎফুল্ল বোধ করছিলে—তখন ধর্মের কথা তোমার স্মরণ হয় নি কেন? যখন তোমার জ্ঞাতসারে দুর্যোধন অসংখ্য অন্যায় আচরণ করেছে তখন তুমি ধর্মের নির্দেশ মান্য ক'রে তাকে ত্যাগ করো নি কেন? তোমরা সপ্তমহারথী মিলে নিরস্ত্র আহত বালক অভিমন্যুকে যখন বধ করেছিলে—তখন তোমার এ ধর্মবুদ্ধি কোথায় ছিল!'

এই অনুযোগে—বিশেষ অভিমন্যুর প্রসঙ্গে—কর্ণ লজ্জায় অধোবদন হলেন।

এ-ই প্রকৃষ্ট অবসর মহাশত্রু নিপাতের। বাসুদেব অর্জুনকে সে ইঙ্গিত করতে ধনঞ্জয় একেবারে অস্বীকৃতির ভঙ্গী প্রকাশ করলেন। বললেন, 'নিরস্ত্র শত্রুকে বধ করার জন্য যুদ্ধবিদ্যা শিক্ষা করি নি। বিশেষ কর্ণর মতো যোদ্ধাকে এভাবে বধ করলে ত্রিভুবন আমার অযশ কীর্তন করবে, মনে করবে সম্মুখ ধর্মযুদ্ধে তাকে পরাজিত করতে অক্ষম বলেই অধর্মযুদ্ধের আশ্রয় নিয়েছি।' আহত, অবসন্ন, আশাশূন্য মৃত্যুপথযাত্রী কর্ণর সে উত্তর শোনার কোন অসুবিধা ঘটল না। অর্জুন যে সত্যই মহাবীর সে সম্বন্ধে তাঁর সং-

শয়মাত্র ছিল না। অর্জুন ত্যক্তাস্ত্রবিপক্ষকে কদাচ বধ করবেন না তিনি জানতেন—শ্রীকৃষ্ণর শত তাড়নাতেও না—তাই তিনি সেই অবস্থাতেই ধনু তুলে নিয়ে অর্জুনকে লক্ষ্য ক'রে এক ভয়ংকর অস্ত্র যোজনা করলেন। তিনি যথার্থ অস্ত্রপ্রয়োগশিল্পী, ইচ্ছাপূর্বক অস্ত্র ব্যর্থ হ'তে দেওয়া তাঁর পক্ষে সম্ভব নয়—সুতরাং অর্জুন কোন প্রকার বাধা দেবার পূর্বেই সে অস্ত্র তাঁর ওপর এসে পড়ল, তবে বাসুদেবের অতিক্ষিপ্র রথমুখ সঞ্চালনের ফলে তাঁর বক্ষে আঘাত করতে পারল না—বাহুতে বিদ্ধ হ'ল!

আর দ্বিধা ও সঙ্কোচের কারণ রইল না। অর্জুন বজ্রাগ্নি সমতুল্য তেজস্বী এক অস্ত্রে কর্ণর মস্তক ছেদন করলেন।

ঠিক সেই মুহূর্তে যেন মনে হ'ল কৌরবপক্ষের সঙ্গে অন্তরীক্ষে, জলে স্থলে সর্বত্র এক হাহাকার ধ্বনিত হ'ল, সে হাহাকার দূর থেকে দূরান্তরে—সুদূর দিগন্তসীমা অতিক্রম ক'রে যেন কোন অমর্ত্যলোক পর্যন্ত প্রসারিত হ'ল, মনে হ'ল স্বয়ং সূর্যদেবও বেদনায় ম্লান হয়ে গেলেন—অর্জুনের মনে হ'ল তাঁর রথের নিচে মেদিনীও কেঁপে উঠল।

আর তিনি যেন স্পষ্ট দেখতে পেলেন, এক নিরাকার নির্বস্তু তেজোপিণ্ড কর্ণের কর্তিত দেহ থেকে নির্গত হয়ে মহাশূন্যের উদ্দেশ্যে উত্থিত হয়ে ক্রমে সূর্যমণ্ডলের জ্যোতিপুঞ্জে বিলীন হ'ল।

হয়ত কিছুটা বিহ্বল হয়ে পড়েছিলেন বলেই তিনি দেখতে পেলেন না, শ্রীকৃষ্ণ নীরবে দক্ষিণ হস্তে আশীর্বাদের মুদ্রা করলেন।

॥ ১৪ ॥

মহামানী, মহাদাম্ভিক, মহা-ঈর্ষী এবং মহাবলী ধার্তরাষ্ট্র-জ্যেষ্ঠ রাজা দুর্যোধন বিদায় নেবার পূর্বে এক ঈষৎ-উচ্চ মৃত্তিকাস্তূপে আরোহণ ক'রে কুরুক্ষেত্র রণভূমির দিকে তাকালেন—শেষবারের মতো।

এই স্তূপটি থেকেই তিনি যুদ্ধারম্ভের পূর্বদিনে এইভাবে তাকিয়ে দেখেছিলেন। সেদিন গর্বে আনন্দে আশায় বুক ভরে গিয়েছিল। নিজের বাহিনীর বিশালতা ও যোদ্ধৃবৃন্দের বীরখ্যাতির বিপুলতায় নিজের জয়লাভ সম্বন্ধে কোন সংশয় ছিল না। সেদিন সম্মুখে ছিল নির্জ্জাতি-কণ্টক রাজত্বের সুখস্বপ্ন, ভারতব্যাপী সাম্রাজ্য স্থাপনের উচ্চাশা।

আর আজ?

বস্তুত এই মাত্র কিছুক্ষণ পূর্বে কুরুক্ষেত্র মহাযুদ্ধের অবসান ঘটেছে—তিনি নিজে জীবিত থাকা সত্ত্বেও। অবসান ঘটেছে গত কালই—মহাবীরাগ্রগণ্য কর্ণর মৃত্যুতে। সে সত্য কৌরবপক্ষের স্বল্পাবশিষ্ট যোদ্ধা ও সাধারণ সৈনিকরাও অনুভব করেছিল। তারা—যাঁর কাছে প্রার্থীকে অদেয় কিছুই ছিল না, জীবন ধন মান কিছুই না—দানবীর আশ্রিতবৎসল কপাটবক্ষ কর্ণর

পতন-সংবাদ পেয়েই পলায়নতৎপর হয়ে উঠেছিল। দুর্যোধন অনেকানেক বক্তৃতা ক'রে ও নানাবিধ আশ্বাস দিয়ে, তাদের কাপুরুষতাকে ধিক্কার দিয়ে, মৃত্যু যে প্রাণীমাত্রেরই অপরিহার্য পরিণতি সে কথা স্মরণ করিয়েও—পাণ্ডবদের হাত থেকে কোনক্রমেই তারা নিস্তার পাবে না তা জানিয়ে—তাদের ফেরাতে বা পুনঃসংঘবদ্ধ করতে পারেন নি। আতঙ্কে উন্মাদ তারা—স্থির হয়ে তাঁর বাক্য শ্রবণ করবে কে?

ক্ষোভে, দুঃখে, অবমাননাবোধে, হতাশায় উন্মত্ত রাজা দুর্যোধন, কুরুক্ষেত্র মহাযুদ্ধের প্রধান নায়ক, জ্ঞানশূন্যবৎ একাই যুদ্ধ করেছিলেন কিছুক্ষণ, বোধ করি নিজের প্রাণ বিসর্জন দেওয়ার সংকল্পেই। শেষে মদ্ররাজ শল্য, অশ্বত্থামা প্রভৃতি স্বপক্ষীয় বীরগণের পরামর্শে ও নির্বন্ধ-আতিশয্যে শান্ত হয়ে ভগ্নচিত্তে, ক্ষতবিক্ষত রুধিরাপ্লুত দেহে শিবিরে প্রত্যাবর্তন করতে সম্মত হলেন। এঁরা বুঝিয়ে বললেন, 'এখন এই নিদারুণ বিভ্রান্তিকর মৃত্যুভয়ের মধ্যে কোন যুক্তি সেনাদের মস্তিষ্কে প্রবেশ করবে না। পরন্তু সন্ধ্যাও সমাগত, এখন শিবিরে ফেরো। বিশ্রামের পর ওরাও পুনশ্চ রণক্ষেত্রে পরস্পর-সান্নিধ্যের-নিরাপত্তায় ফিরে আসবে, তুমিও অবস্থা বুঝে, কী ভাবে যুদ্ধ করবে আদৌ যুদ্ধ করবে কিনা—তখন স্থির করো।'

অগত্যা শিবিরে ফিরেছিলেন দুর্যোধন। তার পূর্বে 'হা বন্ধু, হা কর্ণ, বা কৌরবসহায়' বলে বিলাপ করতে করতে একবার কর্ণর কবন্ধ ও ছিন্নমুণ্ডর দিকে দৃষ্টিপাত না ক'রে পারেন নি। তখনও কর্ণর দেহ বা সেই অনিন্দ্য মুখ কিছুমাত্র বিকৃত হয় নি। যেন মৃত্যুমালিন্য বা রক্তশূন্যতা-জনিত পাংশু বিবর্ণতা এই যথার্থ যোদ্ধার দেহ স্পর্শ করতে সাহস করে নি। সে দেহ প্রবল ঝটিকা-নিপাতিত পর্বতখণ্ডের ন্যায়, ঝঞ্ঝা-উৎপাটিত সুবিশাল বনস্পতির ন্যায়, যজ্ঞাবসানে অঙ্গারাবশিষ্ট নির্ধূম অগ্নির ন্যায়, অস্তগত-ভাস্করবিম্বের ন্যায় শোভমান।

একবার মাত্র এই মহান করুণ দৃশ্যের দিকে চেয়েই দুর্যোধন একটি অসহ্য যন্ত্রণা বোধ করলেন। ইচ্ছা হ'ল ইতর ব্যক্তিদের মতো ভূলুণ্ঠিত হয়ে হাহাকার-রবে ক্রন্দন করেন। তিনি ললাটে করাঘাত করতে করতে একবার পশ্চিম দিগন্তের দিকে চেয়ে দেখলেন। মনে হ'ল ভগবান সূর্য তাঁর রক্তবর্ণ কিরণ দিয়ে তাঁর এই একান্ত ভক্তের রক্তাক্ত দেহ স্পর্শ ক'রে সেই রক্তে নিজদেহ রঞ্জিত হওয়ায় স্নান করার জন্যই সুদূর পশ্চিমসাগরে অবগাহন করতে গেছেন। আর, তাঁর এই মহৎ, ভক্ত সন্তানকে রক্ষা করতে না পারার লজ্জাই যেন অস্তদিগন্তে প্রতিফলিত হয়ে তখনও তা আরক্তিম ক'রে রেখেছে। সে লজ্জারক্তাভা আরও বহুক্ষণ এই আকাশে এমনি ভাবে সূর্যের অক্ষমতা ও অপযশ ঘোষণা করতে থাকবে।

দুর্যোধনকে অতঃপর তাঁর শুভার্থীগণ একপ্রকার বলপ্রয়োগেই সেখান থেকে সরিয়ে নিয়ে গেলেন...

পরদিন অরুণোদয়কালে ওঁদের প্রথম শস্ত্র ও শিক্ষাগুরু বৃদ্ধ কৃপাচার্য আর একবার কুরুরাজকে সুবুদ্ধি দেবার চেষ্টা করলেন, 'বৎস, এখনও সময় আছে, এখনও নিবৃত্ত হও। ভেবে দেখ আমরা, তোমার স্বপক্ষীয় যারা অদ্যাপি জীবিত আছি তাদের সকলেরই মনোবল বিনষ্ট হয়েছে। কে যুদ্ধ

করবে, আমাদের পরিচালিতই বা করবে কে? এখনও যদি পান্ডবদের সঙ্গে সন্ধি কর, তোমার অল্প যে কয়জন পুত্র বা ভ্রাতা অদ্যাপি জীবিত আছে, তাদের নিয়ে জীবনযাপন করতে পারো—যেটুকু রাজ্যখন্ড পাবে তার তুমিই নিঃসপত্ন অধীশ্বর হয়ে থাকতে পারবে। আর তাহলে এই সামান্য-সংখ্যক অবশিষ্ট যোদ্ধারাও পরিত্রাণ পায়। একমাত্র ধর্মবোধেই তারা তোমাকে পরিত্যাগ করে নি, সে কৃতজ্ঞতাতেও তাদের অব্যাহতি দেওয়া তোমার কর্তব্য।'

দুর্যোধন বললেন, 'গুরুদেব, আপনি যথার্থ হিতৈষীর মতোই পরামর্শ দিচ্ছেন। গত পরশু অশ্বত্থামাও দিয়েছিল—কিন্তু মুমূর্ষুর যেমন ঔষধ-গ্রহণে বিতৃষ্ণা জাগে আমারও সেই অবস্থা উপস্থিত হয়েছে। এ উপদেশ শ্রেয় জেনেও তা গ্রহণ করতে পারছি না। ভেবে দেখুন—এতগুলি লোকের মৃত্যুর কারণ হয়ে আজ যদি আমি নিজের প্রাণরক্ষার জন্য সন্ধি প্রার্থনা করি—লোকে আমাকে ক্লীব ভেবে অপযশ করবে না? আর, এতকাল প্রবল প্রতাপে সদর্পে রাজত্ব করার পর অপরের অনুগ্রহে দীনভাবে কোনমতে জীবনযাপন করায় শ্রেয় কি? তদ্ব্যতীত চিন্তা ক'রে দেখুন—পান্ডবরাই কি এতদিনের বৈর, এত অনিষ্টাচরণ, এত অবমাননা ভুলতে পারবে? ভীমের প্রতিজ্ঞা আছে আমাকে বধ করবেন—দ্রৌপদীর সে লাঞ্ছনা তিনি ভুলতে পারেন নি; সুভদ্রা আমার পতনের দৃশ্য দেখবেন এই আশাতেই বুক বেঁধে অনন্য-পুত্রশোক সহ্য করছেন; তাঁরা কি এত সহজে ক্ষমা করবেন? আর যাঁরা আমার পক্ষে যুদ্ধ করতে এসে প্রাণ দিয়েছেন—তাঁদের স্বজনের কাছেই বা আমি মুখ দেখাব কেমন ক'রে? না, গুরুদেব, জীবনে আর আমার রুচি নেই; বরং এতকাল যে দর্প অবলম্বন ক'রে ছিলাম সে দর্প অক্ষুণ্ণ রেখে সম্মুখ-যুদ্ধে বীরের ন্যায় মৃত্যুবরণ করাই আমার পক্ষে শ্রেয়।'

অতএব যুদ্ধই স্থির।

কিন্তু সেনাপতি ব্যতীত যুদ্ধ সম্ভব নয়।

এবার কাকে সেনাপতি পদে বরণ করা হবে?

দুর্যোধন প্রথমে অনুরোধ করলেন অশ্বত্থামাকে।

অশ্বত্থামা সম্মত হলেন না। বললেন, 'দেখ, মদ্ররাজ শল্য স্বীয় ভাগিনেয়দের উপেক্ষা ক'রে তোমার পক্ষে যোগ দিয়েছেন, এবং ধর্মমতোই যুদ্ধ করে যাচ্ছেন। তিনি মহাবীর ও মহাবলশালী—আমার মনে হয় তাঁকেই সেনাপতি পদে বরণ করা তোমার কর্তব্য।'

অতঃপর দুর্যোধন শল্যর শিবিরেই গেলেন। কৃতাঞ্জলিপুটে সাশ্রুলোচনে বললেন, 'মাতুল, আমাকে রক্ষা করুন। আপনিই কুরুসৈন্যের পরিচালনভার গ্রহণ করুন।'

শল্য এ প্রস্তাবে প্রীত হয়ে দুর্যোধনকে আশ্বাস দিলেন যে, তিনি অবশ্যই প্রাণপণে যুদ্ধ করবেন ও পান্ডবপক্ষকে পরাভূত করবেন, দুর্যোধন যেন নিশ্চিন্ত থাকেন। তিনি নিজের সমস্ত শক্তি ও মন প্রয়োগ করলে দেবেন্দ্রেরও সাধ্য নেই তাঁকে প্রতিহত করে। কর্ণ চিরকাল কৃষ্ণ ও অর্জুনকে শ্রেষ্ঠ ও অপরাজেয় বীর মনে ক'রে এসেছেন। কিন্তু কৃষ্ণার্জুন যত চেষ্টা করুন—তাঁর জয়লাভে কেউই বাধা সৃষ্টি করতে পারবে না। অপিচ ও-পক্ষে এমন কোন বীর নেই যে শক্তিতে ও শিক্ষায় তাঁকে পরাভূত করতে পারে।

তদনুসারে বিধিমতে শল্যের অভিষেক ক্রিয়া হ'ল। আবারও শীর্ণকায় কৌরবশিবিরে জয়ধ্বনি উঠল। মদ্রদেশীয় বীরগণ সিংহনাদ ও দামামা ধ্বনি করতে লাগলেন।

চরম দুঃসময়ে অকস্মাৎ এ আনন্দধ্বনির কারণ পাণ্ডব-শিবিরে পেঁছতে বিলম্ব হ'ল না। শল্যের আশ্বাস ও আস্ফালন-বাক্যে যুধিষ্ঠির কিছু চিন্তিতও হয়ে পড়লেন. ঈষৎ ভয়ার্ত দৃষ্টিতে বাসুদেবের মুখের দিকে তাকালেন।

শ্রীকৃষ্ণ মৃদু হাস্যে বললেন, 'হ্যাঁ, শল্য যে দুর্ধর্ষ বীর তাতে সন্দেহ নেই, দৈহিক বলে তিনি ভীমার্জুনের সমকক্ষ তো বটেই—হয়ত তাঁদের অপেক্ষাও বলশালী। তদ্ব্যতীত এঁরা অদ্যকার যুদ্ধে অতীব ক্লান্ত। আমার মনে হয় তাঁর আক্রমণ প্রতিরোধ করার দায়িত্ব আপনারই গ্রহণ করা সঙ্গত। সত্য আপনার বর্ম সদৃশ, ধর্ম আপনার নিত্য রক্ষক—আপনি চেষ্টা করলে অনায়াসে শল্যকে বধ করতে পারবেন। শল্যকে পরাজিত করার অর্থ কুরু-ক্ষেত্রে নরমেধ যজ্ঞে পূর্ণাহুতি প্রদান—এ গৌরব আপনিই গ্রহণ করুন।'

প্রথমটা এ সংবাদ সকলেরই অবিশ্বাস্য বোধ হয়েছিল. বিশেষত কৌরব-দের কাছে। তাঁদের ধারণা হ'ল —এবার যুধিষ্ঠিরের পতন অনিবার্য, অর্থাৎ বিজয়রূপ তীরভূমির একেবারে নিকটে এসেও পাণ্ডবদের ভাগ্যতরণী নিমজ্জিত হতে চলেছে। তাঁরা কথাটা নিজেদের মধ্যে আলোচনা ক'রে এত হতাশার মধ্যেও বেশ কিছুটা যেন উৎফুল্ল হয়ে উঠলেন।

কৌরবরা অতঃপর মন্ত্রণা ক'রে স্থির করলেন যে তাঁরা কেউ সেদিন এককভাবে পাণ্ডবদের সঙ্গে যুদ্ধ করবেন না, একত্রিত হয়েই যুধিষ্ঠিরকে আক্রমণ করবেন। সেনাপতি শল্য সেই ভাবেই ব্যূহ রচনা করলেন। তিনি মদ্র ও অঙ্গদেশীয় বীরদের নিয়ে ব্যূহের পুরোভাগে. ত্রিগর্ত দেশীয় সৈন্য নিয়ে কৃতবর্মা বামে. কৃপাচার্য শক ও যবন সৈন্য নিয়ে দক্ষিণে, অশ্বত্থামা কাম্বোজ সৈন্যসহ পশ্চাদভাগে রইলেন, যাতে দুর্যোধন ও তাঁর জীবিতাবশিষ্ট ভ্রাতা-গণ মধ্যস্থলে নিরাপদে থাকতে পারেন।

কিন্তু পাণ্ডবপক্ষ সেদিন যুদ্ধের প্রারম্ভক্ষণ থেকেই কৃতান্তমূর্তি ধারণ করলেন। বস্তুত প্রত্যূষকাল অতিক্রান্ত না হতেই কর্ণপুত্রগণ ও শল্যের এক পুত্র নিহত হ'ল; ভীমের ভীমকান্তি গদাঘাতে নিমেষকাল-মধ্যে শল্যের রথ ভগ্ন ও সারথি নিহত হ'ল. শল্য কৃপাচার্যের রথে আরোহণ করতে বাধ্য হলেন।

যুধিষ্ঠির পূর্বরাত্রের আলোচনা বিস্মৃত হন নি। বাসুদেবের পরামর্শ আদেশ বলেই গ্রহণ করেছিলেন। ইঙ্গিতও। ধর্মরাজ একেবারে কিছু নির্বোধ নন, তিনিই রাজা, তাঁরই রাজ্য পুনরুদ্ধারের জন্য এত বড় যুদ্ধ—তিনি যদি কোন বিশেষ বিক্রমচিহ্ন এর ইতিহাসে রাখতে না পারেন—অন্তত একজনও উল্লেখ্য বীরকে বধ ক'রে—তাহলে ভবিষ্যতে জনসমাজে উপহাসের পাত্র হয়ে থাকবেন।

তিনি সেই ইঙ্গিত স্মরণে রেখেই এবার বিভিন্ন-অস্ত্রসম্ভার-সজ্জিত-রথে আরোহণ ক'রে শল্যের সঙ্গে দ্বৈরথ সমরে প্রবৃত্ত হলেন।

এবং—শল্যের আত্মরক্ষা ও প্রতিযোদ্ধাকে নিহত করার প্রাণপণ প্রয়াস

সত্ত্বেও অতি অল্পকালমধ্যে তাঁকে বধ করলেন।

যিনি মাত্র দুই প্রহর পূর্বেও অপরিমাণ স্পর্ধা প্রকাশ করেছিলেন, নিজেকে ভীম-অর্জুনের অপেক্ষা অনেক বড় যোদ্ধা বলে পুনঃপুনঃ ঘোষণা ক'রে এসেছেন চিরকাল, এত অল্পসময়মধ্যে তাঁর পতন ঘটতে কৌরববীরগণের মনোবল সম্পূর্ণ বিনষ্ট হবে, তাঁরা ভগ্নোৎসাহ হবেন, জয়ের আশা একেবারেই ত্যাগ করবেন—এ স্বাভাবিক। আশা তো ছিলই না, যেটুকু কল্পনামাত্র-ভরসা ক্ষীণমূল আশায় নিজেদের প্রবোধ দিয়েছিলেন তা দিগন্ততাড়িত ক্ষুদ্র স্বর্ণাভ মেঘখণ্ডের মতোই দূর শূন্যে বিলীন হয়ে গেছে—তাকে আর কোনমতেই অবলম্বন করা যাবে না।

তখন আর নূতন সেনাপতি বরণের সময় ছিল না, প্রয়োজনও না।

দুর্যোধনপক্ষে যে সামান্য সংখ্যক সৈন্য ও কতিপয় যোদ্ধা তখনও জীবিত ছিল তারা প্রাণরক্ষার চিন্তায় পলায়নের উপায় অন্বেষণে ব্যস্ত। দুর্যোধনের কণ্ঠ থেকেও আর আশ্বাসের বা উৎসাহের স্বর নির্গত হচ্ছিল না. তিনি নিজে যুদ্ধ ক'রে তাদের মনে পুনঃ সাহস সঞ্চারের একটা ব্যর্থ চেষ্টা করতে লাগলেন। ইতিমধ্যে তাঁরই সম্মুখে ভীম অবশিষ্ট ধৃতরাষ্ট্র-পুত্রদের বধ করলেন। রণদুর্মদ শাল্ব দুর্যোধনের ভৈরবাকৃতি হস্তীতে আরোহণ ক'রে সাড়ম্বরে রণক্ষেত্রে এসেই ধৃষ্টদ্যুম্নের ভল্লাঘাতে নিহত হলেন—পর্বতপ্রমাণদেহ ভয়ঙ্কর হস্তীটিও আহত হয়ে গর্জন করতে করতে পলায়ন করল; সহদেবের হাতে শকুনি ও তার পুত্র উলূক নিহত হ'ল—অর্জুন ত্রিগর্ত দেশীয় সমস্ত যোদ্ধাদের বিনষ্ট করলেন।

এইভাবে শল্যের পতনের প্রহরকালমধ্যেই কৌরবপক্ষের সম্পূর্ণ পরাভব ঘটল। ধৃতরাষ্ট্র-সন্তানদের মধ্যে এক দুর্যোধন ব্যতীত আর কেউই রইল না। বেশ্যাগর্ভজাত পুত্র যুযুৎসু পাণ্ডবপক্ষে যোগ দেওয়ায় রক্ষা পেয়েছিলেন। তিনিই এখন অবনত মস্তকে সাশ্রুনেত্রে কৌরব-অন্তঃপুরিকাদের নিয়ে হস্তিনাপুর রাজপ্রাসাদ অভিমুখে যাত্রা করলেন।

অর্থাৎ সেদিনের অপরাহ্নকাল সায়ংকালে পর্যবসিত হওয়ার পূর্বেই কৌরবপক্ষের রাজলক্ষ্মী চিরদিনের মতো বিদায় নিলেন।

দুর্যোধন চূড়ান্ত দুঃসময়ের জন্য এক চরম ব্যবস্থাও চিন্তা ক'রে রেখেছিলেন বৈকি।

এটা স্বেচ্ছাচারী নৃপতিদের ও যুদ্ধনিরত শক্তিবর্গের অবশ্য-শিক্ষণীয়। অদ্যাপি এর ব্যবস্থা প্রচলিত আছে।

কুরুক্ষেত্র সংলগ্ন হ্রদসদৃশ বিশাল জলাশয় দ্বৈপায়নের সলিল-রেখার সঙ্গে একীভূতপ্রায় ভূভাগে একটি গুহা খনন করানো ছিল। অতিশয় বিশ্বস্ত ব্যক্তিদের দ্বারা এই কার্য সম্পূর্ণ করিয়ে খনকদের দূর দেশে প্রেরণ করেছিলেন—যাতে এ সংবাদ কোনক্রমেই পাণ্ডব-গুপ্তচররা না সংগ্রহ করতে পারে। গুহার মধ্যে শয়নের জন্য তৃণ ও সামান্য পরিমাণ শুষ্ক খাদ্যও সঞ্চিত ছিল। এবার যখন আর কোন অবলম্বন কোথাও দৃষ্টিগোচর হ'ল না তখন সর্বাগ্রে এই গোপন আশ্রয়টুকুর কথাই মনে পড়ল দুর্যোধনের। ভগ্নদেহ, ভগ্নমন নিয়ে ক্লান্ত অবসন্ন হতমান গতসর্বস্ব কুরুরাজ সেই দিকেই

যাত্রা করলেন, গোপনে—উৎসুক দৃষ্টি পরিহার করতে করতে। অবশ্য সকলেই যখন নিজেকে রক্ষা করতে উদ্বিগ্ন ও ব্যস্ত তখন তাঁর পরিণামের জন্য কৌতূহলী হবে কে?

এ আশ্রয়ের তখন একান্ত প্রয়োজন ছিল। কারণ মুখে যতই বলুন, এভাবে জীবনধারণ করা অপেক্ষা মৃত্যুই শ্রেয়—পরাজিত হয়ে বাঁচার অপেক্ষা মৃত্যুবরণ করা সহস্রগুণে বাঞ্ছনীয়—ঠিক এই মুহূর্তে পাণ্ডবদের অনুসন্ধানী ব্যগ্র দৃষ্টির সম্মুখে গিয়ে মৃত্যুবরণ করতে পারলেন কৈ? এখনও মনের মধ্যে একটা ক্ষীণ আশাতীত আশা জাগছে—একটু বিশ্রাম ক'রে সামান্য মাত্র সুস্থ হয়ে নিতে পারলে—জয়লাভ না হোক—ভীমকে বধ ক'রে তাঁর ভ্রাতাদের মৃত্যুর শোধ নেওয়া হয়ত অসাধ্য হবে না।

সেই ক্ষীণ, প্রায় অদৃশ্য, মরীচিকাতুল্য আশাকেই মনে মনে লালন ক'রে তিনি দ্বৈপায়নের সেই জলশষ্পদাম-আবরিত গুপ্ত আশ্রয়ে প্রবেশ করলেন।

তবু কুরুক্ষেত্রের পূত রণভূমি থেকে বিদায় নেওয়ার পূর্বে একবার কোন উচ্চ ভূখণ্ডের উপর দাঁড়িয়ে শেষবারের মতো নিজের পূর্ব গৌরবের মহাশ্মশান ও দুর্বুদ্ধি কুকীর্তির স্থাবর ইতিহাসের দিকে চেয়ে না দেখে কি মহামানী শক্তি-উন্মত্ত রাজা দুর্যোধন চলে যেতে পারেন?

না, তা সম্ভব নয়।

অবশ্যই দেখেছিলেন।

কিন্তু এ কী দেখলেন! হে ঈশ্বর, হে কুরুবংশের ইষ্টদেবতা, হে দুর্যোধনের ভাগ্যবিধাতা—এই দৃশ্য দেখাবার জন্যই কি তুমি দুর্যোধনের আশা ও আকাঙ্ক্ষাকে এমন তীব্র এমন অন্ধ ক'রে তুলেছিলে!

শ্মশান? না শ্মশান নয়, কবন্ধ-শব-কপালময় এক—বোধ করি সৃষ্টি-কর্তারও অকল্পনীয়—মরুভূমি।

যেদিকে যত দূর দৃষ্টি যায়—শুধু শব, আর শব। পূর্ণাঙ্গ মৃতদেহ, কর্তিত মুণ্ড, কবন্ধ। নর অশ্ব হস্তী,—কোনটা সদ্যমৃত কোনটা গলিত, কোনটায় বা পচন আরম্ভ মাত্র হয়েছে। মরুভূমিতে নিত্য ঝটিকাময় বাতাসের শব্দের মতোই ঐ শবস্তূপের অন্তরালে বা শবদেহভারপিষ্ট মুমূর্ষুর আর্তনাদ প্রেতিনীর হাহাকারের মতো শব্দ তুলেছে।

দৃশ্য কি শুধুই বীভৎস? না, বর্ণাঢ্যও বটে।

সুবর্ণপট্টিবিশিষ্ট পরিঘ, পরশু, কাঞ্চনপটসম্বন্ধ গদা, সুবর্ণ-অঙ্গদ বিভূষিত ধনু, কনকোদ্ভাসিত খড়্গ, মণিমাণিক্যখচিত ছত্র, চামর, অলঙ্কার-শোভিত দেহ, সুবর্ণবলয়যুক্ত হস্তখণ্ড, বিচিত্রবর্ণসমুজ্জ্বল, গজপৃষ্ঠ-আস্তরণ, ধ্বজা, পতাকা, মুকুট, মণিমুক্তাময়-মধ্যমণি-নিবন্ধ হার, শিরো-ভূষণ, শিরস্ত্রাণ, অঙ্গদ, নানাবিধ অলঙ্কার; তৎসহ রুধির—নরাশ্বমাতঙ্গ-দেহ-নিঃসৃত বিপুল রুধির, কিছু বা শুষ্ক কিছু বা সদ্যপাতিত, কোথাও স্রোতসদৃশ, কোথাও সরোবর-সৃষ্টিকারী। এই বহুবর্ণসমারোহবিশিষ্ট রণ-ক্ষেত্র যেন রক্তবস্ত্র-রক্তমালা মণিমাণিক্যবিভূষিতা সর্বজনগমনীয়া বারাঙ্গনার মতো প্রতীয়মান হ'ল সেই মুহূর্তে দুর্যোধনের কাছে। তিনি শিহরিত হয়ে উঠে নিজের হস্তে দুই চক্ষু আবরিত করলেন।

অতঃপর নিজের কৃতকর্মের অনুশোচনায় দগ্ধ হ'তে হ'তে বাষ্পাকুল-

নেত্র নতমস্তক কুরুরাজ লগুড়াহত সর্পের ন্যায় দ্বৈপায়নের সেই বিবর-মধ্যে প্রবেশ করলেন।

দৃষ্টি আচ্ছন্ন ছিল বলেই লক্ষ্য করলেন না—এক পিশাচদর্শন মাংসভার-বাহী নিষাদ তাঁর সঙ্গে যথেষ্ট দূরত্ব বজায় রেখে নিঃশব্দে তাঁকে লক্ষ্য ও অনুসরণ করছে।

॥ ১৯ ॥

পাণ্ডবরা তখন সর্ব সাধ্যানুসারে দুর্যোধনেরই অনুসন্ধান করছিলেন। স্বপক্ষ শিবিরের কর্মীদের মধ্যে পারিতোষিক প্রতিশ্রুতি ঘোষণা করিয়েছেন, পলায়নপর কুরুসৈন্যদের ভিতরও সে পুরস্কার ও ক্ষমার আশ্বাস প্রচার ক'রে দেওয়া হয়েছে। নিজেরাও তো বহুদূর পর্যন্ত ঘুরে দেখেছেন। হস্তিনাপুরের দিকে সকল সম্ভাব্য পথে পূর্বেই চর নিয়োগ করা হয়েছিল। শেষে একপ্রহর অতীত হওয়াতে, কোথাও কোন সন্ধান না পেয়ে চিন্তিত মনে এতগুলি মৃত্যুর জন্য সর্বাধিক দায়ী ব্যক্তিটিকে শাস্তি দিতে না পারার ক্ষোভ নিয়ে শ্রান্তদেহে তাঁরা যুধিষ্ঠিরের স্কন্ধাবার গৃহে এসেই সমবেত হলেন। এবং কোন সংবাদ যদি আসে, আনয়নকারীকে সেই কর্ম-কেন্দ্র-গৃহেই প্রেরণের নির্দেশ দিয়ে তাঁরা বর্মাদি ত্যাগ না ক'রেই সামান্য বিশ্রাম করতে লাগলেন।

কীলক নিষাদ মাংসভার নিয়ে এসেছে স্বাভাবিক ভাবেই। প্রতিদিনই বিস্তর মাংস প্রয়োজন হয়। দুটি প্রাপ্তবয়স্ক মৃগ ও শূকরের মাংস ভীমসেন একাই আহার করেন। সুতরাং কীলক ও তার অনুচরদের প্রবেশ সংকেত পূর্বাহ্ণেই জানিয়ে রাখা হয়। তারা আসে, সূপকারদের নিকট চুক্তি বা পূর্বাহ্ণের নির্দেশমতো মাংস বুঝিয়ে দিয়ে মূল্য নিয়ে চলে যায়। কর্তাদের গৃহের দিকে তার যাওয়ার কোন কারণ থাকে না।

কিন্তু আজ দেখা গেল কীলকের আচরণ কিছু ভিন্নপ্রকার—এবং একটু কৌতূহলোদ্দীপকও।

সে নিজের মাংসভারদণ্ডের দুটি বোঝা নামিয়ে রেখে অনুচরদের চুক্তি ও নির্দেশমতো মাংসর পরিমাণ তৌল ক'রে বুঝিয়ে দিতে বলে পাণ্ডব-পক্ষীয় প্রধানদের শিবিরের দিকেই এল।

কাশদণ্ড, তৃণ এবং বস্ত্র দ্বারা প্রস্তুত এই সাময়িক আবাস—এর বাহিরে ও ভিতরে কোন আড়ম্বর বা বিলাসের আয়োজন নেই. প্রয়োজনমতো স্বাচ্ছ-

ন্দ্যের ব্যবস্থা আছে। আর আছে প্রতিটি গৃহের বাহিরে বিশেষ গৃহস্বামীর বিশেষ চিহ্নলাঞ্ছিত ধ্বজা।

সেইগুলি লক্ষ্য করতে করতেই ধীরে ধীরে কুটিরগুলি অতিক্রম করছিল কীলক, এইবার এক চক্রচিহ্নিত পতাকার কাছে এসে গতি বন্ধ করল কীলক।

হ্যাঁ, এই নিশ্চয় বাসুদেব শ্রীকৃষ্ণ—তার স্বয়ম্বৃত প্রভুর আবাস।

এ পর্যন্ত নির্বাধায় এলেও গৃহাভ্যন্তরে প্রবেশ করতে গিয়ে দ্বার-পালকের কাছে বাধা পেল। যে চিহ্ন ওর কাছে আছে তা শিবিরে প্রবেশ করবার; দ্বারকাধীশের গৃহাভ্যন্তরে প্রবেশ করার স্বতন্ত্র অনুমতি চাই। বিশেষ ওর মতো ক্রূরবদন, সুরারক্তচক্ষু, মলালিপ্তদেহ আমমাংসরুধিরগন্ধ পিশাচাকৃতি নিষাদকে তো তারা প্রবেশ করতে দিতে পারেই না।

কিন্তু উদ্ধত ক্রুদ্ধ কীলক কিছু উত্তর দেওয়ার পূর্বেই গৃহমধ্য থেকে তার অতি পরিচিত গম্ভীর মধুর কণ্ঠের আদেশ ধ্বনিত হ'ল, 'ওকে ভিতরে আসতে দাও দ্বাররক্ষী, আমি ওরই প্রতীক্ষা করছি। বিশেষ সংবাদ দিতে এসেছে নিষাদ।'

বলতে বলতেই বুঝি—অন্তর্যামী এই মানুষটি দ্বার-আচ্ছাদক বহুমূল্য পীতবর্ণ আস্তরণ অপসারিত ক'রে ওর সম্মুখে দেখা দিলেন, 'এসো কীলক। কল্যাণ হোক তোমার। সংবাদ পেয়েছ তাহ'লে?'

কীলকের বারবারই মনে হয়, এই ব্যক্তিটি সম্বন্ধে তার বিস্ময়ের সর্ব-শেষ সীমা পার হয়েছে সে—আর ওঁর কোন আচরণে বা বাক্যে যে বিস্মিত হবে না—বারবারই সে ভ্রমভঙ্গের কারণ ঘটে। সে ভ্রূকুঞ্চিত ক'রে বলল. 'তুমি তো আমাকে কোন সংবাদ সংগ্রহের ভার দাও নি!'

'অনাবশ্যক বলেই দিই নি।' সেই অত্যাশ্চর্য চক্ষু দুটিতে এক মায়া-মাধুর্যময় কৌতুক হাস্য ফুটে উঠল, ওষ্ঠপ্রান্তে পরিতোষ ও পুরস্কারের আভাস; শ্রীকৃষ্ণ বললেন, 'আমি জানতাম তুমি কুরুরাজের অনুসরণ করবে, তাঁর প্রতি দৃষ্টি রেখেছ। আর, তিনিও অপরের দৃষ্টি পরিহার করতেই সতর্কতা অবলম্বন করেন—তোমার অস্তিত্বের কথা তাঁর সুদূর কল্পনাতেও আসবে না।...এখন বলো, সংবাদ কি? কুরুরাজ কোথায় কি ভাবে আছেন?'

কীলক তার অভ্যস্ত, অনলঙ্কৃত কোমলতালেশহীন ভাষায় একেবারে আসল প্রসঙ্গে আসে, 'ঐ লোভী লোকটা দ্বৈপায়ন সরোবরের পাড়ে একটা গুহায় গিয়ে প্রবেশ করেছে, একাই। মনে হয় আগেই এ গুহা খনন করানো ছিল, আত্মরক্ষা আত্মগোপন বা পলায়নের কালে কাজে লাগতে পারে বলে।'

'তাঁর কী অবস্থা দেখলে!'

'খুব দুর্বল, প্রতিটি পদক্ষেপেই কী হচ্ছে তা বোঝা যায়। তবে মুমূর্ষু নয়, তাহ'লে অত ভারী গদা বহন ক'রে আসতে পারত না। বা ঐ খাড়া পাড় বেয়ে জলের সীমান্তে গুহায় পৌঁছতে পারত না।'

শ্রীকৃষ্ণ আশীর্বাদের মুদ্রা করলেন, বললেন, 'তোমার কাছে পূর্ণ সংবাদই পাবো জানতাম, পেলামও। তুমি প্রয়োজনীয় সকল তথ্যই লক্ষ্য করেছ। তুমি সে গুহা আমাদের দেখিয়ে দিতে পারবে তো?'

'পারব। চিহ্নিত ক'রে এসেছি পথ, গাছের গায়ে দাগ কেটে কেটে।'

পাণ্ডবরা কেউই তাঁদের রণবেশ পরিত্যাগ করেন নি তখনও। শ্রীকৃষ্ণ

দুর্যোধনের গুপ্ত আবাসের সন্ধান সংগ্রহ করেছেন এ সংবাদ শ্রবণের অর্ধ-দণ্ডকাল মধ্যেই তাঁরা বিশ্রাম-কক্ষ থেকে বেরিয়ে নিজ নিজ রথে আরোহণ করলেন। ক্লান্ত রথাশ্বসকল ইতিমধ্যেই বিশ্রাম, গাত্রমার্জনা ও খাদ্যপানীয় গ্রহণের ফলে সুস্থ হয়ে উঠেছে, নূতন অশ্বযোজনার প্রয়োজন হ'ল না।

যুধিষ্ঠির অধিক সংখ্যক রথী নিলেন না—নেবার মতো বিশেষ কেউ আর অবশিষ্টও ছিল না। পঞ্চপাণ্ডব, শিখণ্ডী, সাত্যকি, পাণ্ডবদের পঞ্চ-পুত্র, উত্তমৌজা, যুধামন্যু—এবং কিছু পাঞ্চাল সৈন্য নিয়ে তখনই দ্বৈপায়ন হ্রদ অভিমুখে যাত্রা করলেন। পথে যেতে যেতে বাসুদেব শুধু অর্জুনকে স্মরণ করিয়ে দিলেন, 'তুমি অগ্রণী হয়ো না, মধ্যমপাণ্ডব দুর্যোধন-নিপাতনে প্রতিজ্ঞাবন্ধ। সে সুযোগ তাঁকে দেওয়া উচিত। তদ্ব্যতীত সে অপর সকল আয়ুধ বর্জন ক'রে কেবলমাত্র গদা নিয়েই দ্বৈপায়নের আশ্রয়গহ্বরে প্রবেশ করেছে। অর্থাৎ তার সঙ্গে দ্বৈরথ যুদ্ধ করতে হলে গদা নিয়েই যুদ্ধ করতে হবে। গদাযুদ্ধে তুমি তার সমকক্ষ নও, এমন কি ভীমসেনের পক্ষেও মুষলপাণি দুর্যোধনকে পরাস্ত করা কঠিন।'

পাণ্ডবরা হ্রদের সমীপবর্তী হওয়ার পূর্বে কৌরব পক্ষের অবশিষ্ট তিন রথীও—অশ্বত্থামা, কৃপাচার্য, কৃতবর্মা—দুর্যোধনের এই অভয়াবাসের সংবাদ পেয়েছিলেন। সংবাদ দিয়েছিলেন রাজকীয়-সংবাদ-সংগ্রাহক সঞ্জয়। যুদ্ধের পূর্ব থেকেই ইনি অন্ধ অসহায় ধৃতরাষ্ট্রের একমাত্র অবলম্বন হয়ে উঠেছিলেন। যুদ্ধের আয়োজন, দুই যুধ্যমান পক্ষের মনোভাব, আলোচনা ও বিতর্কাদি, গুপ্ত মন্ত্রণার যতটুকু সংগ্রহ করা সম্ভব—অর্থের বিনিময়ে বা অন্য প্রকারে—সে সকল সংবাদ বা তথ্য জ্ঞাত হয়ে ইনি নিয়মিতভাবে ধৃতরাষ্ট্রকে জানাচ্ছিলেন। সেদিন শল্য শকুনি প্রভৃতির পতনের পর দুর্যোধনকে গোপনে রণক্ষেত্র থেকে নিষ্ক্রান্ত হতে দেখে দূর হতে তাঁর অনুসরণও করেছিলেন। নিরাপদ স্থানে পৌঁছতে দেখে নিশ্চিন্ত হয়ে পুনরায় যুদ্ধক্ষেত্রের কেন্দ্রভূমিতে প্রত্যাবর্তন করছিলেন, দৈবাৎ ধৃষ্টদ্যুম্নের দৃষ্টিপথে পতিত হওয়ায় তাঁরা ওঁকেও বধ করতে উদ্যত হয়েছিলেন। কিন্তু অপরাপর যোদ্ধারা—বিধিমতো-নিযুক্ত সংবাদ-সংগ্রাহক বধযোগ্য নয়—এ কথা স্মরণ করিয়ে দেওয়ায় নিবৃত্ত হলেন।

অশ্বত্থামা প্রমুখ তিন বীরও ব্যাকুলচিত্তে দুর্যোধনের অন্বেষণ ক'রে ফিরছিলেন।

সঞ্জয়ের সঙ্গে সাক্ষাৎ হওয়াতে সংবাদ পেলেন এবং সেই স্থানে গিয়ে দুর্যোধনকে উদ্দেশে আহ্বান ক'রে আশ্বস্ত ও উত্তেজিত করার চেষ্টায় বললেন, 'রাজন্, এখনও তো আমরা জীবিত আছি, আপনি গুহামধ্য থেকে নিষ্ক্রান্ত হোন, শার্দুলের পক্ষে পেচকবৃত্তি শোভা পায় না। আমরা আপনার সঙ্গে থেকে আপনার হয়ে যুদ্ধ ক'রে অবশ্যই শত্রুনাশ করব এবং আপনার সিংহাসন নিষ্কণ্টক করব। আপনি এতে কিছুমাত্র সন্দেহ রাখবেন না।'

তাঁরা আরও বললেন, 'পাণ্ডবদের সৈনগণ প্রায় সকলেই নিহত হয়েছে, যারা জীবিত আছে তাদের মধ্যেও অধিকাংশ আহত, অথবা অতিরিক্ত পরি-শ্রান্ত। এ-ই প্রকৃষ্ট অবসর, আপনি এই জাড্য পরিহার ক'রে পুনশ্চ রণ-বেশে সজ্জিত হয়ে নূতন রথে আরূঢ় হোন, আমরা আপনাকে বেষ্টন ক'রে

থাকলে কারও সাধ্য নেই আপনাকে বন্দী বা বধ করে। আসুন এই সুযোগ গ্রহণ ক'রে আমরা প্রচণ্ড তেজে পাণ্ডবদের আক্রমণ ও বিনষ্ট করি।'

অশ্বত্থামা অধিকতর আস্ফালন প্রকাশ ক'রে বললেন, 'যাবতীয় পুণ্য-কর্মের নামে শপথ ক'রে বলছি আমি, অবশ্যই অদ্য আপনার শত্রু ও আমার পিতৃহন্তা পাণ্ডবদের বধ করব, কারও সাধ্য নেই তাদের রক্ষা করে। আপনি এখনই তৎপর হোন।'

ক্লান্ত বিমর্ষ দুর্যোধন গুহামুখে এসে বললেন, 'আপনারা যে বিমুক্ত, জীবিত ও সুস্থ আছেন, এই আমার পরম ভাগ্য। কিন্তু তত্রাচ আপনারা অবশ্যই শ্রান্ত, আমিও সাংঘাতিকভাবে আহত, ক্ষতবিক্ষত। ওরা বিজয়-লাভে প্রমত্ত, সেই হেতু মনোবলে বলীয়ান। এই অবস্থায় এখনই যুদ্ধ-যাত্রা ক'রে কোন শ্রেয় লাভ হবে না। অদ্য রাত্রিটা বিশ্রাম করতে দিন—অবশ্যই রজনী প্রভাতে আপনাদের সঙ্গে শত্রুনাশে যাত্রা করব।'

ইত্যবসরেই দূরগগনাগত জলদগর্জনের ন্যায় পাণ্ডবদের অভিযানবার্তা আভাসিত হ'ল। তাঁদের রথধ্বজসমূহ দৃষ্টিগোচর হতেও বিলম্ব হ'ল না।

মহাস্পর্ধী অশ্বত্থামা উদ্বিগ্ন কণ্ঠে বললেন, 'মহারাজ, পাণ্ডববাহিনী পুনঃসজ্জিত হয়ে এই পথেই আসছে। আপনার কল্যাণ হোক, আমাদের অনুমতি দিন আমরা এ স্থান ত্যাগ করি।...আপনিও সত্বর গুহামধ্যে প্রবেশ করুন।'

পাণ্ডবরা যে তাঁর গুহার অবস্থান সঠিক অবগত আছেন—এমন আশংকার অণুমাত্রও দুর্যোধনের চিন্তা-কল্পনায় ছিল না। কিন্তু এখন দেখলেন এবং দেখে চমকিত হলেন—পাণ্ডবকটক যেন অভ্রান্ত গণনার সাহায্যেই সে স্থান নির্ণয় ক'রে অমোঘ নিয়তির মতোই সেখানে এসে গতি বন্ধ করল।

তবু তখনও, অঙ্কুস্থলে পেঁাছেও, পলায়িত লুক্কায়িত পরিশ্রান্ত ও আহত শত্রুকে তখনই যুদ্ধে আবাহন করা সঙ্গত হবে কিনা, সে বিষয়ে যুধিষ্ঠিরের মনে সঙ্কোচ ছিল। বাধাও বিস্তর, সরল প্রাচীরগাত্রের মতোই সরোবরের পাড় বেয়ে নামা—সশস্ত্র সবর্ম মানুষের পক্ষেই সম্ভব নয়, রথ পেঁাছানো তো অকল্পনীয়। এখানে নৌকারও ব্যবস্থা নেই, প্রয়োজন হয় না বলেই নেই—সুতরাং দুর্যোধন স্বেচ্ছায় না হ্রদতটে উঠে এলে তাঁকে বধ করা যায় কি প্রকারে?

যুধিষ্ঠির চিরকালের অভ্যাসমতো বিপন্ন দৃষ্টিতে বাসুদেবের মুখের দিকে চাইলেন।

শ্রীকৃষ্ণ বললেন, 'মহারাজ, কপটকে বা মায়াবীকে কাপট্য অথবা মায়া-বলম্বনেই বধ করতে হয়। মহাত্মা বামন ছলনা দ্বারাই বলিকে বন্ধ করে-ছিলেন; হিরণ্যাক্ষ হিরণ্যকশিপুকেও অস্বাভাবিক উপায়ে বধ করতে হয়েছে; বৃত্রাসুর কৌশলের দ্বারাই নিহত হয়েছে; রাবণ কুম্ভকর্ণের সময়ও এর অন্যথা হয় নি। ক্রিয়াকৌশল দ্বারাই পুরাকালে মহাবল বিপ্রচিত্ত, মহাসুর তারক, মায়াবী ইল্বল বাতাপি, ত্রিশিরা, সুন্দউপসুন্দ প্রভৃতিও নিহত হয়েছে। মনুষ্যসমাজেও অনেকানেক মহাবলী ভূপাল এই প্রকারের ক্রিয়া-কৌশলেই নিহত হয়েছেন। আপনিও সেই উপায় অবলম্বন ক'রে ক্রূর-

কর্মা পাপিষ্ঠ দুর্যোধনকে প্রকাশ্য যুদ্ধে অবতীর্ণ হ'তে বাধ্য করুন। সে অতিশয় অহঙ্কারী, তার অহঙ্কারে আঘাত লাগলেই ক্রুদ্ধ হবে আর সেক্ষেত্রে অবশ্যই তার শ্রেয়বুদ্ধি অপগত হবে।'

সংশিতব্রত যুধিষ্ঠির অতঃপর দ্বিধাশূন্যচিত্তে সুতীক্ষ্ম ব্যঙ্গবাক্যেই স্বকার্যসাধনে তৎপর হলেন। উচ্চৈঃস্বরে বললেন, 'হে দুর্যোধন, এ আমরা কি দেখছি! তুমি নিজ বংশ তথা সমস্ত ক্ষত্রিয়কুল ধ্বংস ক'রে নিজ জীবনরক্ষার জন্য গন্ধমূষিকের মতো গোপন গহ্বরে প্রবেশ করেছ! তোমার সেই অপরিমাণ দর্প, দুর্জয় অভিমান কোথায় গেল? সেই পরধনলিপ্সা? বুঝলাম তোমার শৌর্য বীর্য সাহস কোনকালেই ছিল না, বান্ধবরা নিহত হওয়ামাত্র নিজে জম্বুকবৃত্তি অবলম্বন ক'রে গোপন আশ্রয়ে প্রবিষ্ট হয়েছ। কিন্তু যে অকারণ সংগ্রামের আয়োজন করেছ তার সমাপ্তি না হওয়া পর্যন্ত তোমার আত্মরক্ষা বা বিশ্রামের অধিকার নেই। চতুর্দিকে এই সমস্ত পিতা পুত্র ভ্রাতা মাতুল বয়স্য ও বান্ধবদের মৃত্যুর কারণ হয়ে যদি কাপুরুষের মতো নিজের জীবন রক্ষা করো—পরে মনুষ্যসমাজে আত্ম-পরিচয় দেবে কি ক'রে? জানলাম তোমার শূর পরিচয় মিথ্যা; শূর ব্যক্তি কখনও পলায়ন করে না। তুমি আত্মপ্রকাশ ও যুদ্ধ করো, ক্ষমতা থাকে আমাদের পরাস্ত ক'রে সুখে রাজ্যভোগ করো।'

দুর্যোধন এই বাক্যপ্রহারজ্বালা আর সহ্য করতে পারলেন না। জলজ শষ্পদামের অন্তরাল হতেই উত্তর দিলেন, 'কুন্তীপুত্র, আমি প্রাণভয়ে আত্ম-গোপন করি নি; রথহীন, তূণহীন হয়ে—পৃষ্ঠরক্ষক অস্ত্ররক্ষক ও সারথি নিহত হওয়ায় ক্ষণেক বিশ্রাম নিতেই এসেছি এখানে। রাত্রিপ্রভাতে আমি নিজেই তোমাদের যুদ্ধে আহ্বান করব, এই স্বল্পকাল ধৈর্য অবলম্বন করো।'

বোধ করি ওঁর এই কাপুরুষতাতেই যুধিষ্ঠির অধিকতর ক্রুদ্ধ হয়ে উঠলেন। ব্যঙ্গতিক্ত কণ্ঠে বললেন, 'শত্রুনাশ না ক'রে বিশ্রাম গ্রহণ আমরা অধর্ম বোধ করি। তুমি কোটর থেকে বহির্গত হও—এখানে এবং এক্ষণেই আমরা যুদ্ধ শেষ করতে ইচ্ছা করি। তোমার অভিলাষমতো রথ অশ্ব তূণ ও অস্ত্র তুমি সংগ্রহ করো অথবা আমাদের নিকট থেকেই গ্রহণ করো।'

পুনশ্চ দুর্যোধনের কণ্ঠস্বর শোনা গেল, 'দেখ আমার আর যুদ্ধে প্রবৃত্তি নেই। পুত্র, ভ্রাতা, সমস্ত স্বজন, দ্রোণের মতো স্নেহশীল আচার্য, কর্ণের মতো বন্ধু হারিয়ে শ্মশানে রাজত্ব করায় লাভ কি? বিশাল এ পৃথিবীর আধিপত্য তোমাদেরই ছেড়ে দিলাম, তোমরা এই নিঃক্ষত্রিয় জ্ঞাতিবন্ধুহীন মরুভূমিতে রাজত্ব করার গৌরব উপভোগ করো, তোমাদের কল্যাণ হোক—আমি অজিনবাস অথবা চীরবস্ত্র পরিধান ক'রে বনগমন করছি।'

যুধিষ্ঠিরের কণ্ঠ তীক্ষ্মতর হয়ে উঠল, ক্রোধে ও বিতৃষ্ণায়। বললেন, 'আজ এতকাল পরে, এতগুলি লোকের রুধিরস্রোত সন্তরণ ক'রে এসে—তোমার কাছ থেকে রাজ্যখণ্ড দানস্বরূপ নিয়ে ভোগ করব এমন প্রবৃত্তি আমাদের নেই, সে রাজ্য শূকর-বিষ্ঠার চেয়েও ঘৃণ্য। আর, আজ তুমিই অনীশ্বর, সসাগরা অবনী দান করতে চাও কোন্ স্পর্ধায়?...পৃথিবীতে

আমাদের কোন প্রয়োজন নেই, আমরা এই সামান্য কুরুরাজ্যেই তৃপ্ত, তবে তাও দানস্বরূপ নেব কেন? আমাদের প্রাপ্য আমরা বাহুবলে তোমাকে সমুচিত শিক্ষা দিয়েই গ্রহণ করব। তোমাকে যুদ্ধে পরাস্ত না ক'রে পলায়নে প্রশ্রয় দিলে ক্ষাত্রধর্ম পালনে পরাঙ্মুখ বলে আমাদের অপযশ ঘোষিত হবে। তুমি প্রাণভয়ে পক্ষীকাকলির মতো অসংলগ্ন প্রলাপ বকছ, গহ্বরান্তর থেকে সব কথা শ্রুতিগোচরও হচ্ছে না। যদি যথার্থ ক্ষত্রিয়সন্তান হও, কুরুবংশে জন্মগ্রহণ ক'রে থাক—প্রকাশ্যে এসে যুদ্ধ করো।'

মহামানী অতিদর্পী দুর্যোধন এ প্রকার কটুবাক্য কখনও শোনেন নি, চিরদিন একাধিপত্যই কামনা ক'রে এসেছেন, সেইভাবেই জীবন যাপন ক'রে এসেছেন আকৈশোর; কারও তর্জন কি ভর্ৎসনা শুনতে, কারও পরামর্শ বা মতানুসারে চলতে অভ্যস্ত নন। সুতরাং যতই ক্লান্ত বা দেহে-মনে অবসন্ন হোন, জয়দৃপ্ত পাণ্ডবদের এই তর্জন ও আস্ফালন সহ্য করতে পারলেন না। দীর্ঘনিঃশ্বাস ত্যাগ ক'রে বললেন, 'পাণ্ডবপুত্রগণ, তোমরা সুহৃদ্বন্ধু ও অস্ত্রপাণি রথীবৃন্দে পরিবৃত, আমি একাকী ও অস্ত্রশূন্য। সকলে যদি আমাকে একসঙ্গে আক্রমণ করো, চিরদিন তোমাদেরই অপকীর্তি ঘোষিত হবে। আমি বর্মকবচবিহীন, শ্রান্ত, ক্ষতবিক্ষতাঙ্গ। তোমরা এই রাত্রিটা অপেক্ষা করো, প্রভাতে উঠে—নিশাবসানে যেমন ভগবান মরীচিমালী তাঁর তেজঃপুঞ্জ দ্বারা নক্ষত্রসকলকে বিলুপ্ত করে, আমিও তেমনিই—একে একে তোমাদের সঙ্গে যুদ্ধ ক'রে সকলকে বিনষ্ট করব।'

যুধিষ্ঠির উত্তর দিলেন, 'আজ যে বিবেচনা আমাদের কাছে প্রত্যাশা করছ সে বিবেচনা তুমি কখনও আমাদের প্রতি প্রয়োগ করেছ কি? তোমার বুদ্ধি এখনও হিংসাত্মক, স্বীয় কৃতকর্মের জন্য কিছুমাত্র অনুতপ্ত নও। আমরা একত্রে তোমাকে আক্রমণ করলেও তা নিন্দার্হ হ'ত না, অভিমন্যু-বধের যৎকিঞ্চিৎ প্রত্যুত্তর হ'ত মাত্র। কিন্তু আমরা সে প্রতিহিংসা চরিতার্থ করতে ইচ্ছুক নই। যদি একে-একেই আমাদের সঙ্গে যুদ্ধ করতে চাও, তবে এখনি গুপ্তস্থান থেকে বহির্গত হও এবং যার সঙ্গে ইচ্ছা দ্বৈরথ সমরে প্রবৃত্ত হও।'

অতঃপর দুর্যোধনের পক্ষে আর অন্ধ গহ্বরে আত্মগোপন ক'রে থাকা সম্ভব নয়। বাক্যকশাঘাতে অনভ্যস্ত রাজা সুবর্ণবলয়মণ্ডিত বিপুলকায় গদা হস্তে ক্রুদ্ধ মহানাগের মতো ঘন ঘন সগর্জন নিঃশ্বাস ত্যাগ করতে করতে তাঁর গোপন আশ্রয়স্থল থেকে বেরিয়ে এলেন।

এ দৃশ্যে কিছু সাধারণ সৈন্য ও দর্শক কৌতুক অনুভব করবে—এ স্বাভাবিক। তারা করতালি সহকারে বিদ্রূপ প্রকাশ করল। তাতে ক্রুদ্ধতর দুর্যোধন বললেন, 'পথকুক্কুরদের এই স্পর্ধিত উল্লাস অসহ্য। পাণ্ডুপুত্র যুধিষ্ঠির, তুমি এখনই যুদ্ধের আয়োজন করো। তবে তোমার ধার্মিক বলে খ্যাতি আছে, অবশ্যই সকলে একসঙ্গে আমাকে আক্রমণ করবে না—আশা করি। একে একে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হলে তোমাদের সকলকে শমনসদনে প্রেরণ করতে বিলম্ব হবে না।'

যুধিষ্ঠিরের চিরপ্রশান্ত অধরেও বিরক্তির বক্ররেখা দেখা দিল। তিনি বললেন, 'সুযোধন, তোমার মুখে ধর্মের অছিলা ভ্রষ্ট-চরিত্রা নারীর শেষ বয়সে ধর্মাচরণের মতো বোধ হচ্ছে। লোকে মহাকষ্টে পতিত হলে ধর্মকে

স্মরণ করে, নিরাপদ থাকলে পরলোকের দ্বার আচ্ছাদিত মনে হয়। আবারও তোমাকে স্মরণ করিয়ে দিই, তোমরা সকলে একত্র হয়ে যখন নিরস্ত্র বালক অভিমন্যুকে বধ করেছিলে তখন তোমার এই ধর্মবুদ্ধি কোথায় ছিল? আমরা ক্ষাত্রধর্ম পালন করছি—সে ধর্ম অতিশয় ক্রূর, নির্মম ও নির্ঘৃণ। তত্রাচ, অনুগ্রহ ক'রেই বলছি, তুমি নিশ্চিন্ত মনে বর্মশিরস্ত্রাণাদি পরিধান ক'রে প্রস্তুত হয়েই একৈক যুদ্ধে প্রবৃত্ত হও। তোমাকে আশ্বাস দিচ্ছি, পঞ্চপান্ডবের মধ্যে যার সঙ্গে ইচ্ছা যুদ্ধ করো—হয় সে হত হোক, নয় তুমি হত হয়ে স্বর্গগমন করো। তুমি সেই একজনকে পরাজিত করতে পারলেই এ যুদ্ধে বিজয়ী বলে গণ্য হবে, এবং এ রাজ্য লাভ করতে পারবে।'

চিরপ্রশান্ত চিরঅনুদ্বিগ্ন বাসুদেবের এবার ধৈর্যচ্যুতি ঘটল। তিনি উদ্যত ক্রোধ দমন বা শিষ্টাচারেরও প্রয়াস পেলেন না, নিম্ন অথচ তিক্ত-কণ্ঠে বললেন, 'মহারাজ, আপনি এ জীবনে বার বার নির্বুদ্ধিতা প্রকাশ ক'রে নিজের এবং ভ্রাতা ও স্বজনগণের অশেষ ক্লেশের কারণ হচ্ছেন। সেই দ্যূতসভা থেকেই নির্বুদ্ধিতার জন্য আপনার ভ্রাতাগণ এবং সাধ্বী দ্রৌপদী যে অমানুষিক ক্লেশ সহ্য করছেন তা ভুলে গেলেন! ঐ পাপিষ্ঠটা যদি এখন আপনাকে বা নকুল সহদেবকে যুদ্ধে আহ্বান করে? শুষ্ক পত্র যেমন দাবানলের সম্মুখে নিমেষে ভস্মসাৎ হয় তেমনিই অবস্থা হবে না কি আপনাদের?...একমাত্র যে গদাযুদ্ধে ওর সম্মুখীন হ'তে সক্ষম সে ভীমসেন। তথাপি, সেও বৈর-নির্যাতনকল্পে গত ত্রয়োদশ বৎসর স্থূল বৃক্ষকান্ড বা লৌহনির্মিত মূর্তির সঙ্গে গদাযুদ্ধাভ্যাস করেছে বটে কিন্তু শিক্ষায় যথেষ্ট মনোযোগ দিতে পারেনি। ভীম দুর্যোধন অপেক্ষা অধিক বলশালী কিন্তু দুর্যোধনের শিক্ষা সমধিক ও সুসম্পূর্ণ। স্বয়ং বলদেব তাকে সুযত্নে শিক্ষা দিয়েছেন। ভীমসেনের পক্ষেও তাকে একক পরাজিত করা কঠিন হবে।...এ আপনি কি করলেন? এক বিশাল রক্তনদী পার হয়ে এসে, সেই নদীর তীরে তরী ডোবাতে চান—ইচ্ছা ক'রে?'

ভীম তাঁকে আশ্বাস দিয়ে বললেন, 'বাসুদেব, তুমি চিন্তিত হয়ো না, আমি ওকে এত বিচারের বা সতর্কতা অবলম্বনের অবকাশই দেব না। ও প্রস্তুত হ'লে আমিই সর্বাগ্রে ওকে আক্রমণ করব। ওর শিক্ষা যতই উত্তম হোক —আমার গদা ওর গদা অপেক্ষা প্রায় অর্ধাধিকগুণ গুরুভার। আমি ওর মতো পরিশ্রান্তও নই।'

ততক্ষণে দুর্যোধন মণিমাণিক্যখচিত সুবর্ণ-শিরস্ত্রাণ ও লৌহময় বর্ম পরিধান ক'রে প্রস্তুত হয়েছেন। অতঃপর তিনি পান্ডবপক্ষের দিকে সম্যক অবলোকনের পর সমরথী নির্বাচনের পূর্বেই ভীমসেন তাঁর সুবিপুল গদা-হস্তে তাঁর দিকে ধাবিত হলেন। সগর্জনে বললেন, 'এসো এসো, আর আমার বিলম্ব সহ্য হচ্ছে না। দ্রৌপদীর অবমাননা ও লাঞ্ছনার প্রতিশোধ নেবার জন্য বহুদিন অপেক্ষা করেছি, সুখশয্যায় শয়ন করি নি। মূঢ়, তোমার ও তোমার কপটাচারী পিতার অপরিমাণ দুষ্কৃতির কথা স্মরণ ক'রে শাস্তি-গ্রহণের জন্য প্রস্তুত হও। তোমাদের জন্য আমরা বিনা অপরাধে অকারণে বহু ক্লেশ সহ্য করেছি—তোমাদের জন্যই আমাদের বৃদ্ধ দেবতুল্য পিতামহ আজ শরশয্যায় শায়িত, আমাদের স্নেহময় শস্ত্রগুরু দ্রোণাচার্য, কর্ণ প্রভৃতি

বীরগণ, তোমার বীর ভ্রাতা ও পুত্রগণ এবং অগণিত নৃপতি সসৈন্যে কালকবলিত হয়েছেন। তুমি কুলনাশন নরাধম, তোমাকে এই গদাঘাতে নিহত করতে না পারা পর্যন্ত আমার আর শান্তি নেই।'

এইদিন অপরাহ্ণে বহু তীর্থ ভ্রমণ ক'রে বাসুদেবের অগ্রজ বলদেবও সেখানে উপস্থিত হয়েছিলেন। তিনি কোন পক্ষকেই সমর্থন করবেন না এই প্রতিজ্ঞা ছিল, তত্রাচ তাঁর দুই শিষ্যের এই মরণপণ যুদ্ধ দেখার কৌতূহল স্বাভাবিক। তাই যুদ্ধ এখনই আসন্ন সংবাদ পেয়ে শিবিরে বিশ্রাম গ্রহণ করতে পারেন নি, সেখানে উপস্থিত হয়েছিলেন। তিনিই বললেন, 'এই দ্বৈপায়ন হ্রদ কুরুক্ষেত্রর অন্তর্গত নয়। বহুবীরের ধর্মযুদ্ধে কুরুক্ষেত্র পুণ্যভূমিতে পরিণত হয়েছে, সেখানে গিয়েই যুদ্ধ করা ভাল।'

সেই উপদেশ অনুসারে অনন্তর ওঁরা পদব্রজে কিছুদূর গিয়ে পুনশ্চ কুরুক্ষেত্রে প্রবেশ ক'রে একটি বিস্তৃত ও উন্মুক্ত চতুষ্কোণ ক্ষেত্র নির্বাচন করলেন।

অতঃপর দুজনের ঘোরতর ও ভয়ঙ্কর যুদ্ধ আরম্ভ হ'ল। দেখা গেল বাসুদেবের পর্যবেক্ষণ শক্তি, সংবাদ-তথ্য-সংগ্রহদক্ষতা অমানুষী—অনৈসর্গিক বললেও বোধ করি অনৃতভাষণ হয় না—অনুমানও অভ্রান্ত। একমাত্র শারীরিক বল ব্যতিরেকে দুর্যোধন ভীম অপেক্ষা সকল বিষয়েই শ্রেষ্ঠ। বহুক্ষণ যুদ্ধ চলার পর উভয়েই পরিশ্রান্ত হলেন কিন্তু জয়-পরাজয় কিছুই নির্ণীত হ'ল না।

বাসুদেব নির্নিমেষ নেত্রে এই যুদ্ধের প্রতিটি আক্রমণ ও প্রতি-আক্রমণ, আঘাত ও প্রত্যাঘাত লক্ষ্য করছিলেন। দুই রণোন্মত্ত বৃষভের মতোই এঁরা একবার পশ্চাদপসরণ ও পরমুহূর্তেই পরস্পরের দিকে ধাবিত হচ্ছিলেন। তার মধ্যেই উভয়ের শক্তি ও শিক্ষার পার্থক্য তাঁর দৃষ্টিবিচ্যুত হয় নি। তিনি নিম্নকণ্ঠে অর্জুনকে বললেন, 'দুর্যোধনের শিক্ষা, দক্ষতা এবং যত্ন ভীম অপেক্ষা বহুগুণে উন্নত, ভীম কোনক্রমেই ন্যায়যুদ্ধে জয়লাভ করতে পারবেন না, অন্যায় বা রীতিবিরুদ্ধ যুদ্ধেই দুর্যোধনকে পরাস্ত করতে হবে। যুধিষ্ঠির হঠকারিতা ও নির্বুদ্ধিতার দ্বারা আমাদের ঘোরতর বিপদে নিক্ষেপ করেছেন, তিনি বলেছেন কোন একজনকে পরাজিত ও নিহত করতে পারলেই দুর্যোধন সমগ্রভাবে জয়ী হয়েছেন বলে স্বীকৃত হবেন। এক্ষেত্রে আমাদের আর কালবিলম্ব করা উচিত নয়। আপৎকালে কোন আচরণই ন্যায়বহির্ভূত নয়—এই মতোই আমাদের চলতে হবে। ভীমসেন অত শূর-ধর্মের রীতি বিবেচনা না ক'রেই দ্যূতসভায় প্রতিজ্ঞা করেছিলেন যুদ্ধকালে তিনি দুর্যোধনের উরু ভঙ্গ করবেন—এক্ষণে সেই প্রতিজ্ঞাই পালন করুন।'

এই বলে তিনি অর্জুনকে অনুপ্রেরিত করলে অর্জুন সুকৌশলে ভীমের দৃষ্টি আকর্ষণ ক'রে নিজের বাম উরুতে চপেটাঘাত করলেন।

তখন যুযুধান দুই মহাবীরই পরিশ্রান্ত হয়ে নিঃশবাস সঞ্চয়ের জন্য ক্ষণেক স্থির হয়ে রণে বিরতি দিয়েছিলেন। ইঙ্গিতটা বুঝতে পেরে এবার ভীম অকস্মাৎ অতর্কিত আক্রমণ পদ্ধতি অবলম্বন করলেন। তাতে প্রথমটা বিশেষ সুবিধা হয় নি, বরং তিনিই একবার দুর্যোধনের গদাপ্রহরে রক্তাক্ত দেহে প্রায় মূর্ছিত অবস্থায় পড়ে গিয়েছিলেন। তারপর কিছুক্ষণ সেইভাবে নির্জীব ও নিশ্চল পড়ে থাকার পর উঠে পুনরায় আক্রমণ করতে গেলে—

সর্পের আক্রমণ আশঙ্কায় যেমন ময়ূরী বা নকুল লম্ফ দিয়ে শূন্যে উঠে তার বিস্ফারিত ফণায় অব্যর্থ নখরাঘাত করে, সেইভাবেই দুর্যোধন লাফিয়ে ঊর্ধ্বে উঠে ভীমের মস্তকে গদাঘাত করার চেষ্টা করলেন, আর ভীম নিমেষ-পাতমাত্রে সেই অবস্থানের সুযোগ নিয়ে শূন্যস্থ দুর্যোধনের ঊরুতে আঘাত ক'রে দুটি ঊরুই ভঙ্গ করলেন। দুর্যোধন সম্পূর্ণ বলহীন ও তীব্র যন্ত্রণায় আক্রান্ত হয়ে সশব্দে ভূমিতে পতিত হলেন। তাঁর আর পুনরুত্থানের সম্ভাবনা রইল না।

এই আকস্মিক ভাগ্যবিপর্যয়ে বিমূঢ় দর্শকবৃন্দের বোধ হ'ল আকাশ থেকে ধূলি ও রক্তবৃষ্টি হ'তে লাগল, চারিদিকে অশরীরী প্রেত ও পিশাচগণ খলখল ধ্বনি করতে লাগল,—মনে হ'ল কুরুক্ষেত্রের লক্ষ লক্ষ কবন্ধ যেন তাদের মৃত্যুর প্রতিশোধ উপভোগ করতে অর্ধগলিত দেহেই উঠে নৃত্য শুরু করল।

অবশ্যই ভীমের এ ধরনের কোন অলৌকিক ঘটনা দৃষ্টিগোচর হ'ল না। সার্ধ-ত্রয়োদশ বর্ষের প্রতিজ্ঞা পূর্ণ হওয়াতেও তাঁর ক্রোধ যেন প্রশমিত হয় নি—এইভাবে বলে উঠলেন, 'আমাদের শত্রু অপসারণের জন্য কপট দ্যূত-ক্রীড়া বা অগ্নিসংযোগ-বিষপ্রয়োগে হত্যার শরণ নিতে হয় না, নিজশক্তিই যথেষ্ট। পাষণ্ড, রজস্বলা দ্রৌপদীকে নিপীড়ন ও আমাকে 'ষণ্ড' নামে অভিহিত ক'রে বিদ্রূপে নৃত্য করার কথা স্মরণ হয় কি? এবার তার ফল ভোগ করো।'

এই বলে তিনি বাম পদ দিয়ে সবলে দুর্যোধনের মস্তকে পদাঘাত করলেন এবং সেই পদদ্বারাই সর্বাঙ্গ বিমর্দিত করতে লাগলেন।

তাঁর এই প্রাকৃত ইতরজনোচিত আচরণে উপস্থিত বীরগণ বিরক্ত হয়ে উঠলেন। যুধিষ্ঠির বলপূর্বক ভীমের জানু আকর্ষণে তাঁকে সরিয়ে এনে তিরস্কার করলেন, 'ভীম, তুমি সৎ বা অসৎ উপায়ে দীর্ঘকালের বৈরিতার প্রতিশোধ নিয়েছ—তা নিয়ে আর বাগাড়ম্বর করার আবশ্যক নেই। কোন-মতে প্রতিজ্ঞা পূর্ণ হয়েছে—এখন ক্ষান্ত হও। রাজা দুর্যোধন কয়দিন পূর্বেও একাদশ অক্ষৌহিণী সৈন্যের অধিপতি ছিলেন, তোমার জ্ঞাতিভ্রাতা —কোন অবস্থাতেই তাঁর অবমাননা করা তোমার শোভা পায় না—বিশেষ এখন তিনি হতপ্রায়, এ আচরণের প্রত্যুত্তর দেবার সামর্থ্য নেই। এঁকে পদাঘাত করা নীচ ও কাপুরুষের কার্য হয়েছে।'

তারপর বাষ্পাকুল নেত্রে দুর্যোধনকে সম্বোধন ক'রে বললেন, 'ভ্রাত, তুমি নিজ কর্মেরই ফল ভোগ করছ, অনর্থক দুঃখ বা ক্ষোভ ক'রো না। তোমার জন্যই তোমার স্বজন-বান্ধবরা নিহত হয়েছেন। তবু তুমি শ্লাঘ্য মৃত্যু লাভ করেছ। আমরা জীবিত থেকে কেবলই দুঃখ ভোগ করব।'

এই সময় আর এক বিপদ উপস্থিত হ'ল।

দুর্যোধন স্বীয় বুদ্ধি ও শিক্ষার আগ্রহের জন্য চিরদিনই বলদেবের অধিক প্রিয়। ওঁর এই পতনে ও অপমানে নিরতিশয় ক্রুদ্ধ হয়ে তিনি বললেন, 'ভীমসেন ধর্মযুদ্ধে দুর্যোধনকে নিপাতিত করতে পারেন নি। একে বাহুবল তো বলেই না। নাভির নিম্নে গদাঘাত করা যুদ্ধনীতিবিরুদ্ধ। আমি ঐ নরাধমকে বধ ক'রে এর সমুচিত শিক্ষা দেব।'

এই বলে তিনি সবেগে ভীমের দিকে ধাবিত হলেন।

শ্রীকৃষ্ণ বিনয়াবনত ভাবে অথচ সবলে তাঁকে বাহুবন্ধ ক'রে প্রতিনিবৃত্ত করলেন, বললেন, 'আর্য, আপনি জানেন প্রতিজ্ঞা রক্ষা করা ক্ষত্রিয়দের প্রধান ধর্ম। দ্যূতসভায় দুর্যোধন দ্রৌপদীকে বাম ঊরুতে বসার অশালীন ইঙ্গিত করায় ভীম প্রতিজ্ঞা করেছিলেন যুদ্ধে ওঁর ঊরুভঙ্গ করবেন। ভীম সেই প্রতিজ্ঞা রক্ষা ক'রে স্বীয় ধর্ম বা সত্য রক্ষা করেছেন মাত্র। আরও দেখুন, পান্ডবরা আমাদের নিকট-আত্মীয়, তারও অধিক—আমাদের মিত্র ও সহায়। তাঁদের উত্থানে আমাদেরও উত্থান—আমরা নিরাপদ হবো। দুর্যোধন তাঁদের কি পরিমাণ নিপীড়িত করেছে তা আপনি নিশ্চয়ই অবগত আছেন—সেক্ষেত্রে সেই বৈর-প্রতিশোধে সামান্য একটু কৌশল অবলম্বন এমন কিছু দোষাবহ হয় নি। আপনি ক্রুদ্ধ হলে পান্ডবরা নিশ্চয় বিনষ্ট হবে—কিন্তু তা উচিত হবে না।'

বলদেব নিরস্ত হলেও অপ্রসন্ন মুখে বললেন, 'তুমি সুবিধামতো ন্যায়-ধর্মের যে ব্যাখ্যা করছ সে সম্বন্ধে কিছু বলতে চাই না—তবে তুমি এটা খুব অসৎ আদর্শ স্থাপন করলে, কালক্রমে ক্ষাত্রজনের যুদ্ধশাস্ত্রের যে সব রীতি প্রচলিত আছে তা লোপ পাবে, মনুপুত্রগণ যুদ্ধে পশু বা পিশাচ-গণের মতো আচরণ করবে। তাতে দুঃখই বৃদ্ধি পাবে। আর ভীম যে অধর্মাচরণ করলেন তা সকলের নিকটই বিসদৃশ বোধ হয়েছে। দুর্যোধন পূর্বে যাই করুন, এখানে সরল ও ন্যায়সঙ্গত ভাবে যুদ্ধ করেছেন—ইনি স্বর্গ-লাভ করবেন এটা সুনিশ্চিত।'

বিরক্ত বলদেব সেই মুহূর্তেই রণস্থল থেকে নিষ্ক্রান্ত হয়ে একেবারে দ্বারকাভিমুখে যাত্রা করলেন, কোনমতেই এখানে বিশ্রাম বা পান্ডব-শিবিরে আতিথ্য গ্রহণে সম্মত হলেন না।

অতঃপর—যাঁরা ধর্ম-অধর্মের অত সূক্ষ্ম নীতি অবগত নন সেই সব পান্ডবপক্ষীয়গণ সিংহনাদ ও ভীমের প্রশংসাসূচক জয়ধ্বনি করতে লাগলেন, এবং সুযোগ পেয়ে দুর্যোধনকে তাঁর পূর্বকৃত অন্যায় আচরণের কথা স্মরণ করিয়ে কটুবাক্যে ধিক্কার ও গালাগালি দিতে লাগলেন। বাসুদেব শ্রীকৃষ্ণ তাঁদের প্রতিনিবৃত্ত করার চেষ্টায় বললেন, 'নির্জিত নির্জীব শত্রুকে উষ্ণ-বাক্যে ধিক্কৃত করা উচিত নয়। শত্রুর পতনেই বৈরর শেষ হওয়া বাঞ্ছনীয়। দুর্যোধন ইতিপূর্বেই নিহত হয়েছেন—যখন সুহৃদগণের গুরুজনের পরামর্শ উপদেশ লঙ্ঘন করেছেন প্রত্যুত তখনই এঁর মৃত্যু ঘটেছে। মৃত ব্যক্তিকে গালি দিয়ে লাভ কি?'

গালাগালি সহ্য হয়েছিল, বাসুদেবের এই করুণা সহ্য হ'ল না। দুর্যোধন অতিকষ্টে শেষকালে শেষবারের মতো দুই বাহুতে ভর দিয়ে অর্ধোত্থিত হয়ে বললেন, 'কংসের ক্রীতদাসপুত্র, অন্যায় যুদ্ধে আমাকে পরাজিত ক'রে ক্ষত্রিয় সমাজে মুখ দেখাতে তোমার লজ্জা হচ্ছে না? তুমিই ভীমসেনকে নাভির নিম্নে আঘাতে প্ররোচিত করেছ, তুমি অর্জুনকে কি বলছিলে তা আমি লক্ষ্য করেছি। তুমিই শিখন্ডীকে সম্মুখে রেখে ভীষ্ম-বধের পরামর্শ দিয়েছিলে, অশ্বত্থামার মিথ্যা মৃত্যুসংবাদ দিয়ে দ্রোণবধও তোমারই কুকীর্তি, অসহায় কর্ণকে আঘাত করার উপদেশও তোমার। তোমার কূটনীতিতেই অন্যায় যুদ্ধ ক'রে পান্ডবরা জয়ী হয়েছেন, নইলে ওঁদের সাধ্য ছিল না।'

শ্রীকৃষ্ণ শান্ত অথচ কঠিন কণ্ঠে উত্তর দিলেন, 'অন্ধ ধৃতরাষ্ট্রের গর্বান্ধ পুত্র মনুষ্যের সঙ্গে আচরণেই মনুষ্যত্বের প্রশ্ন ওঠে, যে ক্ষাত্রধর্ম যথাবিহিত পালন করে তার প্রতি আচরণেই ক্ষাত্রধর্মের নিয়ম পালিত হয়। ভীষ্ম পাণ্ডবদেরও পিতামহ, তত্রাচ তিনি তোমার প্রীতিকামনায় তাদের অনেক অনিষ্ট করেছেন—তাঁর পতন সেই কারণেই; দ্রোণ স্বধর্ম ত্যাগ ক'রে তোমার আদেশে যুদ্ধবৃত্তি গ্রহণ করেছিলেন, তাই ধৃষ্টদ্যুম্ন তাঁকে বধ করেছেন। অর্জুন বহু সুযোগ পেয়েও কর্ণকে বধ করেন নি, নচেৎ বিরাট নগরে উত্তর গোগৃহের যুদ্ধেই তিনি—শুধু তিনি কেন—তুমি ভীষ্ম দ্রোণ অশ্বত্থামা সকলেই নিহত হতেন। অর্জুন নীচ কার্য করেন না বলেই সেযাত্রা রক্ষা পেয়েছ। তুমি অতিরিক্ত লোভ ও অপরিমাণ শক্তিমত্ততায় নিজেই নিজের এবং নিজবংশ নাশের কারণ হয়েছ। মনুষ্য মাত্রেই এই জন্মেই কৃত-কর্মের ফল ভোগ করে। তুমিও তাই করছ মাত্র। এক্ষণে পরকে গালি দিও না, তাদের উপর দোষারোপও ক'রো না—নিজের কর্মের কথা স্মরণ ক'রে নির্মোহ শান্ত চিত্তে স্বর্গে গমন কর।'

দুর্যোধন সক্ষোভে দীর্ঘনিঃশ্বাস ত্যাগ করে বললেন, 'আমি সম্মুখ-যুদ্ধে নিহত হয়ে পূর্ণ ক্ষাত্রধর্ম রক্ষা করেছি। সেজন্যই স্বর্গে যাব। কিন্তু তুমি! তুমিও তোমার কৃতকর্মের, ভারতের সমগ্র ক্ষত্রশক্তি-নাশরূপ মহা-যজ্ঞের ফল ভোগ করবে—আজ মৃত্যুর পূর্বে এই কামনাই ক'রে যাচ্ছি!'

॥ ২০ ॥

বাসুদেব অগ্রজের কাছে ক্ষাত্রধর্ম বা ধর্মযুদ্ধের যে ব্যাখ্যাই করুন, উপস্থিত বীরগণ যে তাতে সন্তুষ্ট হ'তে পারলেন না—চতুর্দিক-উত্থিত দুর্যোধনের জয়ধ্বনি ও সাধুবাদে এবং ভীমের উদ্দেশে বর্ষিত ধিক্কার বাক্যেই তা স্পষ্ট হয়ে উঠল। যুধিষ্ঠিরের কুণ্ঠা ও আত্মগ্লানির অন্ত রইল না, অর্জুনও লজ্জায় অধোবদন এবং ভীমের প্রতি বিমুখ হয়ে রইলেন। শ্রীকৃষ্ণ কিন্তু পুনশ্চ দৃঢ় কণ্ঠে বললেন, 'শত্রু সংখ্যায় বা বলবীর্যে বহুগুণ হ'লে ন্যায়-যুদ্ধের রীতি লঙ্ঘন ক'রে কূট উপায় অবলম্বন করা অশাস্ত্রীয় নয়, ইতি-পূর্বে বহুক্ষেত্রেই এমন হয়েছে। বহু সৎ যোদ্ধা এ উপায় অবলম্বন করেছেন; বারম্বার সুরাসুর সংঘর্ষ কালেও দেবতাদের বিজয়েতিহাসে এ দৃষ্টান্ত বিরল নয়। ভীষ্ম দ্রোণ প্রভৃতি মহাত্মাদের এমন কি দুর্যোধন প্রভৃতিকেও আপনারা ধর্মযুদ্ধে পরাজিত বা নিহত করতে পারতেন না। ধর্মবুদ্ধির জয় এবং জনসমাজের কল্যাণ যেখানে লক্ষ্য, সেখানে জড়পদার্থের মতো ন্যায়ের এত সূক্ষ্ম নীতি অবলম্বন ক'রে থাকলে চলে না। এসব নীতি বা অনুশাসন মনুষ্যগণই প্রচলিত করেছেন, তা লঙ্ঘন করার ক্ষমতাও অবশ্যই তাঁদের আছে। আমি যা করেছি, যে উপদেশ নির্দেশ ইঙ্গিত দিয়েছি তা দেশবাসীর চূড়ান্ত কল্যাণ এবং পাপের বিনষ্টির কারণেই—তার জন্য আমি

লজ্জিত নই।'

বাসুদেবের এই বলিষ্ঠ ও আত্মবিশ্বাসপূর্ণ উক্তিতে ভীম হৃষ্ট হয়ে সিংহনাদ ক'রে উঠলেন, পাণ্ডবপক্ষীয় অপর বীরগণও বিজয়োল্লাস প্রদর্শন করলেন। তবু তখনই যেন কারও আর নিজ শিবিরে প্রত্যাবর্তনের উদ্যম বা ইচ্ছা রইল না। যুধিষ্ঠির প্রমুখ পাণ্ডবপ্রধানগণ কিছু দূরে নদীতীরের শষ্পাচ্ছাদিত উন্মুক্ত ভূমিতে গিয়ে অবসন্নভাবে বসে পড়লেন।

যুদ্ধ শেষ হয়েছে, তাঁরা বিজয়ী হয়েছেন কিন্তু লাভবান হয়েছেন কি? কি নিয়ে, কাদের নিয়ে তাঁরা সুখী হবেন! আত্মীয় বান্ধব বীরগণ প্রায় সকলেই নিহত হয়েছেন; ভারতবর্ষে বীর বলতে, শাসক ও যোদ্ধা বলতে কেউই রইল না; রণভূমি লক্ষ লক্ষ শবে সমাচ্ছন্ন,—শিবা, কুক্কুর, বৃক ও নর-মাংসভোজী পিশাচের ক্রীড়াভূমি হয়ে উঠেছে।...তাঁদের উপদেশ নির্দেশ দিতে, কঠিন কর্তব্যে সহায়তা করতে কেউ কি আর অবশিষ্ট রইল? অগণিত বিধবা ও অনাথ শিশুদের নিয়ে তাঁরা কি করবেন? জীবনে আনন্দ বা সুখ উপভোগ বলতে, উৎসব বলতে আর কিছু রইল না; আনন্দ ও উৎসবের সঙ্গীরাই তো সকলে চলে গেল। গৌরব? কাদের নিয়ে কাদের কাছে সে গৌরব প্রকাশ করবেন?

তবু, ভাববিলাসের অবসর সেটা নয়, কর্তব্য তখনও কিছু অবশিষ্ট ছিল। যে কোন কর্মের অবতারণা করলেই ইচ্ছায় হোক, অনিচ্ছায় হোক, তার পূর্ণ দায়িত্ব পালন করতে হয়। স্বল্পাবশিষ্ট বিজয়ী পাণ্ডব সৈন্যগণ অতঃপর যুদ্ধের রীতি অনুযায়ী, কৌরবশিবিরে লুণ্ঠনে প্রবৃত্ত হবে এ তাঁরা জানতেন। সেখানে এখনও বৃদ্ধ অমাত্য ও সচিবগণ আছেন; বিশেষ —কিছু কিছু কৌরব পুরনারীও আছেন; তৈজসপত্র, শয্যা, বস্ত্র, মূল্যবান ধাতুনির্মিত পাত্রাদি, দাসদাসী, অর্থ ও ভোজ্য—এগুলি লুণ্ঠিত হোক—তাঁদের না অমর্যাদা হয়।

সুতরাং অগত্যাই, ইচ্ছাশক্তির কশাঘাতে, পাণ্ডুপুত্রগণ তাঁদের ক্লিষ্ট দেহ ও ক্ষিন্ন মনকে সক্রিয় ক'রে তুললেন। কৌরব শিবিরে পৌঁছতে প্রবীণ অমাত্যরা যেন মৃতদেহে প্রাণ পেলেন। সকলে এসে নতজানু হয়ে পাণ্ডবদের আনুগত্য স্বীকার করলেন এবং আশ্রয় প্রার্থনা করলেন। স্ত্রীলোকেরা বেণী মোচন ক'রে নতমস্তকে দীনভাবে এসে দণ্ডায়মান হলেন। তাঁদের আশ্বস্ত ও শান্ত ক'রে পাণ্ডবরা স্বপক্ষের যোদ্ধাগণকে কোন প্রকার অশোভন আচরণ না করার জন্য সতর্ক ক'রে দিলেন, অন্যথায় কঠোর শাস্তি বা প্রাণদণ্ড হতে পারে সে কথাও স্মরণ করিয়ে দিলেন।

অতঃপর কোন লজ্জাজনক ঘটনা ঘটবে না, এটা অনুমান করা যায়—তথাচ শ্রীকৃষ্ণ তাঁদের পরামর্শ দিলেন, সন্নিকটস্থ নদীতীরে সে-রাত্রি যাপন করতে, কারণ তাহলে লুব্ধ সাধারণ সৈনিকরা কৌরবঅমাত্য, পরিচর বা স্ত্রীলোকদের উপর কোন অত্যাচার করতে সাহস করবে না।

পাণ্ডবরাও সহজেই এ প্রস্তাবে সম্মত হলেন—বরং 'সাগ্রহে বলাই উচিত'। কারণ নানা কারণেই তাঁরা অবসন্ন—এ অবসাদ দেহে ও মনে সমানভাবেই বিশাল পর্বতের ন্যায় ভার সৃষ্টি করেছে। বিশেষ এই কৌরব শিবিরে এসে পৌঁছানো মাত্র এক দুর্ঘটনায় অর্জুন আরও বিষাদগ্রস্ত, এই ঘটনায় [illegible] ভবিষ্যতের একটা চিত্র দেখতে পেয়ে কিছু আতঙ্কগ্রস্তও

হয়েছেন। তাঁর বিখ্যাত কপিধ্বজরথ—যা শত্রুপক্ষের ত্রাসস্বরূপ ও চির বিস্ময়-স্থল ছিল, পৌনঃপুনিক আক্রমণেও এতদিনে ভগ্ন বা বিনষ্ট হয় নি—ওঁরা রথ থেকে অবতরণ করা মাত্র সম্পূর্ণ ভস্মীভূত হয়ে গেল।

বাসুদেব এ সম্ভাবনা সম্বন্ধে সচেতন ছিলেন। তাঁরই উপদেশে অর্জুন তাঁর অক্ষয় দুটি তূণীর ও গাণ্ডীব ধনুসহ অবতরণ করেছিলেন, নচেৎ এগুলিও বিনষ্ট হ'ত। বাসুদেব বললেন, 'তোমার নানাবিধ প্রচণ্ড শক্তিসম্পন্ন বিস্ফোরক অস্ত্র থাকার জন্যই—তার অন্তর্নিহিত অদৃশ্য তেজঃ-পুঞ্জে রথের কাষ্ঠে এই অগ্নি সঞ্চারিত হয়েছে, কাষ্ঠের উপর মূল্যবান ধাতুর বহিরাবরণ থাকার জন্য সে অগ্নি প্রকাশে কিছু বিলম্ব ঘটেছে। আমি সে অগ্নির তেজ অনুভব করেছিলাম কিন্তু অনাবশ্যক বোধেই তোমার দৃষ্টি আকর্ষণ করি নি। অদৃশ্য-তেজ-বিকীরণকারী অস্ত্রসমূহের সঞ্চারিত বহ্নি নিবারণ করার সাধ্য তোমাদের ছিল না।'

বাসুদেবও এই দীর্ঘ অষ্টাদশ দিবসব্যাপী—অষ্টাদশ বৎসরের কষ্ট ভোগের মতোই যা দুঃসহ—যুদ্ধের পর তাঁদের সঙ্গে সেই উন্মুক্ত, অনন্ত অসংখ্য তারকাখচিত আকাশের নিচে কলস্বনা নদীতীরে শান্তিতে রাত্রি যাপনের ইচ্ছা প্রকাশ করেছিলেন. কিন্তু যুধিষ্ঠির কুণ্ঠিত দ্বিধার সঙ্গে সবিনয়ে বললেন, 'বাসুদেব, তুমি আমাদের সকল অবস্থায় সতত রক্ষা করেছ—এখন একটি সর্বশেষ এবং কঠিনতম বিপদ থেকেও যদি ত্রাণ করো তবেই আমরা রক্ষা পাই। জননী গান্ধারী অলোকসামান্য সতীত্বে, ঐকান্তিক সত্যনিষ্ঠায় ও সকল-অবস্থাতেই-অখণ্ড-ধর্মরক্ষায় মহতী শক্তি লাভ করেছেন। তিনি শতপুত্র ও অসংখ্য পৌত্রাদির মৃত্যুসংবাদে ব্যথিত ও বিচলিত সন্দেহ নেই, এখন দুর্যোধনের এই শোচনীয়ভাবে নিহত হওয়ার সংবাদে তিনি অধিকতর ক্রুদ্ধ হবেন তা সুনিশ্চিত। বিশেষ, কথিত আছে তাঁর করুণাসম্পাতেই ভীমের অঙ্গ সর্বপ্রকার আঘাতসহ হয়েছে ' অবস্থায় আমাদের অভিসম্পাত দেওয়াও অসম্ভব নয়। তাঁর অভিশাপকে আমি ঋষিদের অভিশাপ অপেক্ষাও ভয় করি। তুমি অপর কেউ যাওয়ার পূর্বে তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ ক'রে সাধ্যমত সান্ত্বনা দিয়ে যদি একটু শান্ত ক'রে এসো তবে আমরা তাঁর ক্রোধবহ্নি থেকে অব্যাহতি লাভ করতে পারি।'

শ্রীকৃষ্ণের সুচারু ওষ্ঠপ্রান্তে কি সেই মুহূর্তে এক অবোধ্য হাস্যরেখা ফুটে উঠেছিল?

নিয়তির নিষ্ঠুর বিধানে বুদ্ধিমান ব্যক্তিকেও নির্বোধের ন্যায় অসতর্ক আচরণ করতে এবং আত্মরক্ষায় বিমুখ হ'তে দেখে দূরদর্শী ব্যক্তির মুখে যে ধরনের করুণাসূচক হাসি ফুটে ওঠে—তদ্রূপ?

কিন্তু তেমন বক্রহাস্যরেখা এক অবর্ণনীয় সুন্দর ওষ্ঠপ্রান্তকে রঞ্জিত করল কি না—সেই প্রায়ান্ধকার সায়াহ্নবেলায় তা শোকসন্তপ্ত বিষণ্ণ পাণ্ডবদের দৃষ্টিগোচর হ'ল না।

শ্রীকৃষ্ণ 'তাই হোক' এই মাত্র উক্তি ক'রে নিজরথে আরূঢ় হলেন।

সেই ঘোরা কালান্তক নিশীথে কয়েক যোজনব্যাপী কুরুক্ষেত্রের মহাশ্মশানে মহামানী মহাদাম্ভিক শক্তিমদমত্ত, একচ্ছত্র-রাজ্যশাসন-প্রতিষ্ঠাভিলাষী কুরুপ্রধান দুর্যোধন তখন একা অসহায় ভাবে পড়ে ছিলেন। কৌরব বা

পান্ডবদের কারও এ কথা মনে হয় নি যে, তিনি এখনও জীবিত অথচ আ
রক্ষায় অসমর্থ—তাঁকে মাংসলোলুপ প্রাণীদের হিংস্র আক্রমণ থেকে রক্ষা
জন্য কিছুসংখ্যক প্রহরী নিয়োগ আবশ্যক।

যুদ্ধান্তে এ দায়িত্ব বিজয়ীপক্ষেরই সমধিক। কিন্তু পান্ডবরা অসং
চিন্তা ও দুশ্চিন্তা, দায়িত্ব এবং এতদিনের দুর্ভাবনা দূর হওয়ার প্রতিক্রিয়া
অবসাদ, শোক ও বিপুল কর্মভার সম্বন্ধে সচেতনতার মধ্যে এই অবশ্য
পালনীয় প্রধান কর্তব্য বিস্মৃত হয়েছিলেন। কৌরবপক্ষীয় মুষ্টিমেয় সৈ
ও সেনানায়কগণ আত্মরক্ষার চিন্তায় ব্যস্ত এবং উদ্বিগ্ন—এই ঘোর বি
মূল কারণ দুর্যোধন সম্বন্ধে তাদের দায়িত্ববোধ থাকার প্রশ্নই ওঠে
পান্ডবপক্ষীয় যোদ্ধারা লুণ্ঠনে ও নিশ্চিন্ত বিজয়ানন্দ আস্বাদে তৎপ
ভগ্নোরু হতভাগ্য দুর্যোধনের কথা তাদের মনে আসবে তা সম্ভব নয়।

অগত্যা দুর্যোধন সেই গলিত অর্ধগলিত শবের পূতিগন্ধময় শ্মশান-
ভূমিতে শিবা সারমেয় বৃক প্রমুখ নরমাংসাশী অপর পশু বা পশুর অধম
পিশাচস্বভাব মানুষের বিকট উল্লাসধ্বনি ও কলহসঞ্জাত কর্কশ চিৎকারের
মধ্যে একাকী রাত্রি যাপন করছিলেন। মৃত্যুর অধিক বিলম্ব নেই তা তিনি
বহুক্ষণই অনুভব করেছেন কিন্তু যতক্ষণ পর্যন্ত না সেই সর্বদুঃখহর
অন্তিম শান্তিস্বরূপ মহানিদ্রা নেমে আসে, ততক্ষণ দেহটা রক্ষার প্রয়োজন
আছে। নিম্নাঙ্গ একেবারেই অক্ষম—তাতে যন্ত্রণা অনুভব করা যায়, তা
চালনা করা যায় না। কোনমতে দুই জানুতে ভর দিয়ে অর্ধোত্থিত অবস্থায়
এক-একবার সেই করালদংষ্ট্রা বীভৎসমূর্তি প্রাণীদের তাড়না করছেন—
পরক্ষণে, সেই সামান্য প্রচেষ্টার ফল স্বরূপই, আহত বক্ষে চাপ পড়ায় রক্ত
বমন করতে করতে অবসন্ন হয়ে শুয়ে পড়ছেন।

এই অবস্থাতেই কয়েক দণ্ড—এখানে সময়ের পরিমাণ অনুমান-সাপেক্ষ,
ঘোষকদের দণ্ড-যাম-ঘোষণা গত কয়েকদিন পূর্বেই স্তব্ধ হয়ে গেছে
অতিবাহিত হ'লে অকস্মাৎ তাঁর কর্ণে প্রথমে রথচক্র-ঘর্ঘর ও পরে একাধি
নরপদশব্দ প্রবেশ করল। কোনমতে মাথা তুলে দেখলেন সত্যই তিনজন
সশস্ত্র পুরুষ এইদিকে আসছেন। একবার মনে হ'ল পান্ডবরাই তাঁর অব-
শিষ্ট প্রাণটুকু সংহার ক'রে নিশ্চিন্ত হওয়ার জন্য শস্ত্রপাণি ঘাতক পাঠিয়ে-
ছেন—পরক্ষণেই, পান্ডবদের স্বভাব উত্তমরূপে অবগত থাকায় নিজের এই
ক্ষণেক কূট সন্দেহের জন্য লজ্জাবোধ করলেন। তখন কোন মিত্র বা স্বপ-
ক্ষীয় অনুমানে আবার অতিকষ্টে অর্ধোত্থিত হয়ে দেখলেন গুরুপুত্র
অশ্বত্থামা, তাঁর মাতুল কৃপাচার্য এবং কৃতবর্মা।

ওঁরা—সর্ববিধ ভোগবিলাসে ও মহার্ঘ্য শয্যায় অভ্যস্ত দুর্যোধনকে
এইভাবে অসহায় পঙ্গুর মতো কঠিন বন্ধুর মৃত্তিকায় শায়িত দেখে—অশ্রু
সম্বরণ করতে পারলেন না। সেইখানেই সেই শোণিতসিক্ত মৃত্তিকার উপর
বসে পড়ে অশ্বত্থামা ওঁর হস্ত স্পর্শ ক'রে বললেন, 'কুরুরাজ, আপনি শোক
করবেন না। এখনও আপনার পক্ষের বীরগণ নিঃশেষিত হন নি। এই আমি
আপনাকে স্পর্শ ক'রে শপথ করছি আমি আপনার শত্রু পাঞ্চালগণকে
বিমথিত করব, পান্ডবগণ এবং আমার পিতৃঘাতী ধৃষ্টদ্যুম্নকে বধ করব।'

দুর্যোধন বললেন, 'অশ্বত্থামা, মৃত্যুর পূর্বে এই যে সান্ত্বনাটুকু লাভ
করলাম এর জন্যই তোমাকে সাধুবাদ দিচ্ছি। এ'রা দুজন আছেন, এ'দের
সম্মুখেই আমি তোমাকে সৈনাপত্যে বরণ করলাম, তুমি যদি আমার শেষ